সোমপ্রকাশ

২২ সংখ্যা।

প্রবন্ধলা প্র ।ন ঘনায় পার্থিব ধনস্বলী অনিসম্বলী ন ছীয়লা।

৺গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
৺ঁগ্রিম ন ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা ।

সন ১২৮০ ৩ ।চৈশ খ। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুলসমেতবা ষ
বার্ষিক ১০৷ ছয় টাকা ৬৷৫,
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

' গদে দিনী ১ম খণ্ড।

অ ক ব এক ত্রণ ফলমাবও অ ক
প ংবৎসব ি মহাব এচ বন হইবে।

১ম খণ্ডে সূচী।

• ংশা শ।

'বিজ্ঞাপন
ংবাদেষু ংখ্য।
গবনে মং ংবি অ ্ষি চিংবাস।
অশা (ংশ্ব) যাব সনী সা ং ব
া কাঁ ংচু ংপ্র ৩ ধ ংা ংসল ং
(ক্রমশ ং)
গদ্যা শ।
বিচিত্র অভাব ব (ক্রমশ ং) বঙ্গন
মুহূং ক্রমশ ং) প পালেব প্রলাপ (ক্রমশ)
ম্যাক্ষবকাবীদিগেব প্রতি প্রতি ংচে
মশা স্যাক ম ত ং ংা ং ১৶
অধ্যাক্ষক ং দি গব প্র ং ী ১৷৶০
ংালোক
প্রথে ছনী ংস্থা } শ্রীদ্বাবকা চন্দ্রবর্ত্তী।
২২ চৈত্র ২ ৯ } সভ্যকাশা সম্পাদক

ধ ধ বিধ ন াটক ম ক ং া সক
ত্র ম ংস্থা মশ শ্চাচর্য্য বশাবদ ছ ব
সম্প ধ ত ংইংেছ। ইহা অ ং সংস্ক
ম স্কৃত ভাষা া চিত পদ্যম ম ক ত্তাবে
ছা্ধগেব প্রব ন উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। প্রত্যেক্ষগণ ি ম ধ ং
ম্যাজিব বিক ংপ ংে পেষণ ক ববেন।
ম ংোহ } শ্রীমহেশচন্দ্র ব ষ
ছুনিব সিটি থা বস } সহ ংাগী বেশিডেন্ট

ব কটপুব চিকিৎসালয়
আগা ী চৈশ খ ম ম ংতে এ ংি ং ংক
থাকবে ব কটপুবস্থ অ ভনব উদ্যানে
শ্রী ংেন্দ্রকুমাব বায চৌধু ী
মহ য়ে ধা ংব চিকিৎসালয় হইতে প্রকা
ং ংইবে। ংে চিকিৎসা ংক্রান্ত সমস্ত
বিষয় মশঃ প্রক ং হইবে মূল্য যাকব
ীবা ংগ ং ংবে অল্প অল্প দি।
ম ংা ীবে ং ংপ ংসংখ্য ব এক অ ম
ষ ংধ ংপ স খ্যায় ছাত্র ংাহুল অ ং
অন।
ব কটপুব } স্তি এল সি নটিবড ডাক্তাব
৪ঠ চৈত্র }
৭৯ } শ্রীপুণ্যানন্দ দাস।

সে ং শক বাবু বৃক্ষবমন বন্দে
াধ্যায় কৃত এই গ্রন্থ প্র ং মে
বঙ্গ অ ংল্প ব সে অভ্যা া কবণে সক্ষম ং
ব ব ধ ং ংজ ংপ ব পি স্তকত্ত ম
ংে উহাে ং ম সংস্ক ংি ত
ন এবং বাংলা । অ ং
ংেজ ংে ক্রমশ কঠিন ং ং ং
ং ম ই মল এ টাকা ভ ব ম ং ৶
ম ন । কলকা া বহুব জাবস্থ ই ং প
সমু ন এব শালধাবীস্থ ঐযু ং ং
কে ব নিকট এ াপ্তব্য।

চমৎকাব চম্পু
এই নাটক খ নি পটে ংল ংঞ্চ
স স্কৃত যন্ত্রেব পুস্তকালয়ে
ংে কবিলে প্রা ত হইবেন
শ্রীউং
——

বিক্রেয় পুস্তক মাণ্ডাকরে প্রাপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়েব পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কাবের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্র প্ত হওয়া যাইবে।

বাহ্মী ক বামায়ণেব ব ঙ্গা
অনুবাদ।
মাসে ১০ বারমা। বার্ষিক মূল্য ৫৷ টাকা
ডাক মাশুল সহিত কলিকাতা উত্তব
টালী চিৎপুবীঘাটা বোড ১০৩ নং ভবনে
পাওয়া যায়।
শ্রী ভাগো বন্দ ভট্টাচার্য্য।

ম প্রণীত ধাতু পাঠাবলি পুস্তক ব ং
ধ তু ধাতুব সম্বন্ধক অকম্মকাদি উপ ং
গে ধাতুব ক্রিয় ধাতুজ শব্দ এব
শব্দেবব্যুৎপ ত্ত (সংস্কৃতাধ্যাপিকিং ষ্ণ ।
গণ পদ ধ তুকো াদি বিশেষরূপে বিবৃ
অ ছে। উহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল
য়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১৷৷০ টাকা।
কলুষা ী জামবাজাবষ্ট্রীট } শ্রীলালকমল
নং ৯ ১২৭৯ } বিদ্যাভূষণ
গা অ ং বণ

বিক্রেয় পুস্তক মাণ্ডাকরে প্রাপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়েব পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কাবের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্র প্ত হওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ

২২ সংখ্যা।

প্রবন্ধলা প্র ।ন ঘনায় পার্থিব ধনস্বলী অনিসম্বলী ন ছীয়লা।

৺গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
৺ঁগ্রিম ন ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা ।

সন ১২৮০ ৩ ।চৈশ খ। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুলসমেতবা ষ
বার্ষিক ১০৷ ছয় টাকা ৬৷৫,
ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

' গদে দিনী ১ম খণ্ড।

অ ক ব এক ত্রণ ফলমাবও অ ক
প ংবৎসব ি মহাব এচ বন হইবে।

১ম খণ্ডে সূচী।

• ংশা শ।

'বিজ্ঞাপন
ংবাদেষু ংখ্য।
গবনে মং ংবি অ ্ষি চিংবাস।
অশা (ংশ্ব) যাব সনী সা ং ব
া কাঁ ংচু ংপ্র ৩ ধ ংা ংসল ং
(ক্রমশ ং)
গদ্যা শ।
বিচিত্র অভাব ব (ক্রমশ ং) বঙ্গন
মুহূং ক্রমশ ং) প পালেব প্রলাপ (ক্রমশ)
ম্যাক্ষবকাবীদিগেব প্রতি প্রতি ংচে
মশা স্যাক ম ত ং ংা ং ১৶
অধ্যাক্ষক ং দি গব প্র ং ী ১৷৶০
ংালোক
প্রথে ছনী ংস্থা } শ্রীদ্বাবকা চন্দ্রবর্ত্তী।
২২ চৈত্র ২ ৯ } সভ্যকাশা সম্পাদক

ধ ধ বিধ ন াটক ম ক ং া সক
ত্র ম ংস্থা মশ শ্চাচর্য্য বশাবদ ছ ব
সম্প ধ ত ংইংেছ। ইহা অ ং সংস্ক
ম স্কৃত ভাষা া চিত পদ্যম ম ক ত্তাবে
ছা্ধগেব প্রব ন উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। প্রত্যেক্ষগণ ি ম ধ ং
ম্যাজিব বিক ংপ ংে পেষণ ক ববেন।
ম ংোহ } শ্রীমহেশচন্দ্র ব ষ
ছুনিব সিটি থা বস } সহ ংাগী বেশিডেন্ট

ব কটপুব চিকিৎসালয়
আগা ী চৈশ খ ম ম ংতে এ ংি ং ংক
থাকবে ব কটপুবস্থ অ ভনব উদ্যানে
শ্রী ংেন্দ্রকুমাব বায চৌধু ী
মহ য়ে ধা ংব চিকিৎসালয় হইতে প্রকা
ং ংইবে। ংে চিকিৎসা ংক্রান্ত সমস্ত
বিষয় মশঃ প্রক ং হইবে মূল্য যাকব
ীবা ংগ ং ংবে অল্প অল্প দি।
ম ংা ীবে ং ংপ ংসংখ্য ব এক অ ম
ষ ংধ ংপ স খ্যায় ছাত্র ংাহুল অ ং
অন।
ব কটপুব } স্তি এল সি নটিবড ডাক্তাব
৪ঠ চৈত্র }
৭৯ } শ্রীপুণ্যানন্দ দাস।

সে ং শক বাবু বৃক্ষবমন বন্দে
াধ্যায় কৃত এই গ্রন্থ প্র ং মে
বঙ্গ অ ংল্প ব সে অভ্যা া কবণে সক্ষম ং
ব ব ধ ং ংজ ংপ ব পি স্তকত্ত ম
ংে উহাে ং ম সংস্ক ংি ত
ন এবং বাংলা । অ ং
ংেজ ংে ক্রমশ কঠিন ং ং ং
ং ম ই মল এ টাকা ভ ব ম ং ৶
ম ন । কলকা া বহুব জাবস্থ ই ং প
সমু ন এব শালধাবীস্থ ঐযু ং ং
কে ব নিকট এ াপ্তব্য।

চমৎকাব চম্পু
এই নাটক খ নি পটে ংল ংঞ্চ
স স্কৃত যন্ত্রেব পুস্তকালয়ে
ংে কবিলে প্রা ত হইবেন
শ্রীউং
——

বিক্রেয় পুস্তক মাণ্ডাকরে প্রাপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়েব পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কাবের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্র প্ত হওয়া যাইবে।

বাহ্মী ক বামায়ণেব ব ঙ্গা
অনুবাদ।
মাসে ১০ বারমা। বার্ষিক মূল্য ৫৷ টাকা
ডাক মাশুল সহিত কলিকাতা উত্তব
টালী চিৎপুবীঘাটা বোড ১০৩ নং ভবনে
পাওয়া যায়।
শ্রী ভাগো বন্দ ভট্টাচার্য্য।

ম প্রণীত ধাতু পাঠাবলি পুস্তক ব ং
ধ তু ধাতুব সম্বন্ধক অকম্মকাদি উপ ং
গে ধাতুব ক্রিয় ধাতুজ শব্দ এব
শব্দেবব্যুৎপ ত্ত (সংস্কৃতাধ্যাপিকিং ষ্ণ ।
গণ পদ ধ তুকো াদি বিশেষরূপে বিবৃ
অ ছে। উহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল
য়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১৷৷০ টাকা।
কলুষা ী জামবাজাবষ্ট্রীট } শ্রীলালকমল
নং ৯ ১২৭৯ } বিদ্যাভূষণ
গা অ ং বণ

বিক্রেয় পুস্তক মাণ্ডাকরে প্রাপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়েব পুস্তকা
ধ্যক্ষ শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কাবের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্র প্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

[illegible] তর্কালঙ্কার প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

ঐ মধ্যম কাগজ /৷৹

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

ঐ মধ্যম এক টাকা মাত্র এই পুস্তক [illegible] সংস্করণ

কবি পুরাণ সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত [illegible] সংস্কৃত [illegible] প্রকাশ্য ঐ মধ্যম এক টাকা মাত্র এই পুস্তক [illegible] কলিকাতা চিৎপুর রোড (১ নম্বর)

শ্রীরামকমল তর্কালঙ্কার, বুক সেলার

বাঙ্গালাদুয়ার সংগত ২

ভট্টাচার্য্য বৈশেষিক দর্শন। ৹

উইলসন সাহেবকৃত ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১ খানা অভিধান, পুর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ৯ পাউণ্ড আছে। ৪ সেট ২৫ বৎসর, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

ইউনিভর্সিটী প্রাক্ টেষ্ট এম এ, বি এল ক্লাস ও মং ডাফলেরের অর্থ পুস্তক মূল্য ১৷৹ ৷৹৷

৩ বৎসর হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক সমূহের বর্ণপরিচয়, [illegible] ২৫ খানা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য ৫ টাকা হিঃ কুঃ মাসুল দেওয়া যায়

[illegible] ১৮৩৮ সং ৩ নং ৪ এই সংখ্যক [illegible] ১৮৩৮ সং ৩ নং ৪ এই সংখ্যক পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য ৫ টাকা হিঃ কুঃ মাসুল দেওয়া যায়

[

কোর্টে মহা প্রয়োগ হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহা অধিক বহিলে আর কেহ অনেক বিচারপতি যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া অর্থি প্রত্যর্থি গণকে ব্যস্ত করিতে যায় পর নাই কষ্ট ও অসুবিধাগ্রস্ত হইবেন। আজি যদি হাই কোর্ট সেই অনন্ত নিবারণ করেন, তবেন অর্থি প্রত্যর্থি ও সাক্ষিগণ আমাদিগের অতিশয় আহ্লাদের হইবে।

—১০—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল প্রাচীন বাটী অথবা কীর্ত্তিস্তম্ভাদি এদেশীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ ও পুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়কদিগের অত্যন্ত আহ্লাদজনক, সেগুলির রক্ষার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিশেষ যত্ন করেন। আমরা লাড মর্ডব্রুকের এই অনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এতদ্দেশীয়দিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তি গুলি লোপ হয় লাড মর্ডব্রুকের এই চেষ্টা প্রজারঞ্জক অপর পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহার মহানুভাবতা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তি রক্ষায় ইচ্ছা কুণ্ঠিত হইতেছে না।

—•—

ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য ও অত্যাচারী জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ প্রধান পুরাবৃত্তানুরাগী বোধ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বন্ধন, এই ধর্ম্মের প্রভাবে আত্মগৌরব রক্ষা করা ও পিতৃপুরুষদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করা হিন্দুদিগের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কারণে হিন্দুরা পুরাবৃত্তের এত আদর করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া অবধি এদেশীয় প্রাচীন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মহানুভাবতা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তি রক্ষায় ইচ্ছা কুণ্ঠিত হইতেছে না।

—•—

ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য ও অত্যাচারী জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ প্রধান পুরাবৃত্তানুরাগী বোধ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বন্ধন, এই ধর্ম্মের প্রভাবে আত্মগৌরব রক্ষা করা ও পিতৃপুরুষদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করা হিন্দুদিগের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কারণে হিন্দুরা পুরাবৃত্তের এত আদর করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া অবধি এদেশীয় প্রাচীন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। এতদ্দেশীয়দিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তি গুলি লোপ হয় লাড মর্ডব্রুকের এই চেষ্টা প্রজারঞ্জক অপর পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহার মহানুভাবতা ও প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তি রক্ষায় ইচ্ছা কুণ্ঠিত হইতেছে না।

১৮৭০ অব্দের ২৪ আইন নামে এক আইন করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইতেছেনা বলিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না। বেশনার্থ ও তদ্রূপ কারণে নিরুপায় হইয়া মহাজনের হাত নির্ম্মুক্ত কেন নিকটে আবেদন করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইনে আরও যদি জমীদারীর উপস্বত্ব উদ্বৃত্ত না হয়, অন্ততঃ জমীদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে এমত একান্ত উদ্বৃত্ত না হয়, অন্ততঃ, কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াও মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করা বিধেয় সঙ্গত নাম। ঋণগ্রাহি দিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টে যেমন উদ্দেশ্য, ঋণ দাতা দিগকে রক্ষা করাও তেমনি কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আতঙ্কতা অবতার হয়। ১৮৭০ অব্দের পরে ভালুকদারদিগকে যাঁহারা কর্জ্জ দিতে ছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া ও বিবেচনা না করিয়া কর্জ্জ দিতেন কেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে এরূপ বলিবার পথ আছে বোধ হইতেছে না। যাহা হউক আইনের দ্বারা ভালুকদারদিগকে যাঁহারা কর্জ্জ দিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া ও বিবেচনা না করিয়া কর্জ্জ দিতেছেন, এপর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই, সুতরাং তাঁহারা তদ্বিষয়ে কিছুবিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়।

এই সকল আইনের বিষয়ে কিছু বলা আমাদিগের অভিপ্রেত হইল। ঐ আইনটী করা গবর্ণমেণ্টের সদ্বিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। অতঃপর মহাজনদিগকে সাবধান হয়ে কর্জ্জ দিতে হইবে, তাঁহারা আর হাত পাতিলেই টাকা পাইবেন না। অনায়াসে টাকা পাইতেন বলিয়াই জমীদারদিগের অপব্যয়শীলতার যে অত্যাচার হইত তাহা যেরূপ যে তাহার নিবৃত্তি হইবে এরূপ নয়, আর একটী মহৎ আনন্দের নিদান হইবে। সে অনন্ত এই, ভালুকদারেরা ভালুক বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিতেন, টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেন না, ভালুক বিক্রয় হইয়া যাইত। উহা অনেক সময়ে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হইত যেন মধ্যে এক একটী বৃহৎ সম্পত্তি অখণ্ড না থাকিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সম্পত্তির খণ্ডভাব দেশের শ্রীভ্রংশের একটী প্রধান কারণ ভাবিয়া এদেশে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। উল্লিখিত আইনটী বলবৎ হইলে তদ্বিষয়ের সাধন করিবে সন্দেহ নাই। অন্য অন্য দেশেও ঐ আইনটী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

—•—

হাবড়া ষ্টেসন লাইব্রেরি

বৃহস্পতিবার ৮ই

মিউনিসিপাল বিল সম্বন্ধে যে প্রস্তাব মনোনীত হইয়া নিয়োজিত না হওয়াতে সময়ে সময়ে প্রজা বর্গের যে অসেবিধা ঘটিতেছে, আমরা অনেকবার এই পত্রিকায় তাহার আন্দোলন করিয়াছি। অদ্য যে বিষয়ে প্রস্তাব করা হইতেছে এই পালা হইতে তাহার উদ্ধার হইবে।

কিছুদিন হইল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশের অবস্থা না জানিয়া এই ভাবে একটী আইন করিবার প্রস্তাব করেন যে হাবড়ার পারের আলোর জন্য যে টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়। এ জন্য সিদ্ধান্ত মহাশয় ঠাকুর আপত্তি করিয়া বলেন, প্রজাদের

মতন ১৫ আইনের ২ ধারা রহিত হয়। সে প্রকার নির্দিষ্ট উপযুক্ত সময় দেওয়া হউক। এবিষয়ে আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি আপত্তি খণ্ডন করিবেন। যখন ... এই ... হইয়াছে তখন ... প্রজাদিগের ... ইহা ... এবং প্রজাদের মত জানিবার ... করিবার আবশ্যক নাই বলিলে চলে। আর একটী কথা না বলিলে চলে। হাইকোর্টের জজেরা বিলটির ... পারিবেন না। ... ক্ষমতা ... জন বলেন যে ... টাকা ... দিবার ... করিয়াছেন যখন প্রজা ... আর ... ভাবিবার নাই যে ... টাকা ... দিতে ... প্রজাদের হাতে ... টাকা ... এবং ... বলিয়া ... এই ... হইয়াছে যে ... পাটেতে ... আর ... পাটেতেই ...

বঙ্গীয় ... টাকা ... বিষয় হইয়াছে যে ... সুখভোগ ... বন্ধ হইলে ... টাকা ... দিতে হয় তাহা হইলে বোধ আমাদের লাভ। আমরা শুনিলাম, এ সকল কার্য্য যে সাহেবের ... পুরে শীল বাবুদের বাগানে একটী সভা বসিয়া ঐ সভা হইতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন ... বিষয় হইয়াছে যে ... এই ... প্রজা ... এই ... হইয়াছে যে ... বিষয়?

ঠাকুর ... যে যে সম্পন্ন লোকদিগের ... হয় ... প্রজা সাধারণ নামে আর একটী সভা আছে। তাহা প্রায় এক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই টেক্সো বিষয়ে সাধারণ ... মত জানিবার নিমিত্ত ২১ এ চৈত্র সেই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে এই স্থির হইয়াছে যখন এ ... কন্ট্রাক্টের অন্যথা হইবে না এবং ভাউচর টাকার কত হইতে বর্ষে বর্ষে বিশ হাজার টাকা খেলে রাস্তা ঘাট ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই অথবা যে যে আসল

আলো ... হইয়াছে সেই সেই ... লোকদিগের ... মার্গানুসারে ... উচিত। কিন্তু ... অধিক ... প্রজাদিগের ... পারিতেন ... ও ... গবর্ণর ... এখন ... বলিয়া ... কর্ত্তব্য ... ভাল সম্পূর্ণরূপে আমাদের অনুমোদিত হইয়াছে। তাহাতে উভয় দিক রক্ষা হইতেছে বলিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে ... করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞ হইতেছে না, পক্ষান্তরে ... বাজে হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।

১২৮৯ অব্দের ... ফল ইতিপূর্ব্বে ...

জগদীশ্বরের কৃপায় এ ... বৎসর ... ও পাটের ... উৎপন্ন ... তবে ১২৪৯ অব্দ অপেক্ষা ... ন্যূন ...

পত্তিকাদারেরা সব বন্ধুর উপযুক্ত ও ফলাফল বর্ণন করিবা থাকেন; আমি'দুর্গের উদ্বিবাহ বলিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমরা গত বর্ষের ফলাফল বর্ণন করিয়া পাঠকগণের প্রীতিসাধন করিলাম।

রাজনীতি।

লর্ড লরেন্সের গবর্ণর জেনরল পদে অভিষেক অবধি এদেশে কেবল অসন্তোষেরই বৃদ্ধি হইতেছিল। যে প্রণালী সদাঃ পরাজিত পক্ষাবে কিছু দিনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, লার্ড লরেন্স তৎপরে লার্ড মেয়ের ভাল সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান। তাহাই ঐ বিজাতীয় প্রজা বিরাগের কারণ। ঐ উভয় অধিকারকালে রাজপুরুষেরা তেজস্বিতা বা দেশে যে পরিমাণে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, প্রজাগণের মনে সেই পরিমাণে অসন্তোষ ও রাজপুরুষদিগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। ভারতবর্ষের অসন্তোষ সেরূপ বৃদ্ধি হইতেছিল, যদি আর কিছু দিন ঐরূপ হইত, এদেশে ইংরাজ অধিকার ক্রমে শ্লথবন্ধ হইয়া আসিত সন্দেহ নাই। বোধ হয় বিধাতা এদেশীয়দিগের দুঃখ দর্শনে বিদ্যমান হইয়া মহীয়সী লার্ড নর্থব্রুককে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহার আগমনে লোক অনেক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার উপরে সকল শ্রেণীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনা, মধ্য এশিয়া সহিত সম্বন্ধই প্রধান। রুসিয়েরা ক্রমশই অগ্রসর হইতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে বলেন। তদনুসারে সম্রাট আলেকজণ্ডার বখরসান এবং ওয়াকান পর্য্যন্ত স্বামীত্ব বিস্তার আপনি ইচ্ছা রাজ্য সীমা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে আপাততঃ লোকের মনে যে চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম রাজের একজন দূত ইংলণ্ডে গমন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। রাজার সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য। ফল কি হইয়াছে প্রকাশ পায় নাই।

ইয়ারখন্দ হইতে এক জন দূত এখানে কিছুদিন থাকিয়া তুরস্কে গমন করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এখান হইতে ফরসাইথ সাহেব ইয়ারখন্দে গমন করিতেছেন।

১২৭৮ অব্দের অনাবৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণন কালে আমাদিগকে যেরূপ আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। লার্ড লরেন্স ও লর্ড মেয়ো ক্রমাগত অপব্যয় ও নূতন কর স্থাপন করিয়া দেশকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্স রহিত ও স্থানীয় কর হ্রাস্ত করিয়া দেশে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাসভার রাজস্বকমিটি এবারও অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক কুপ্রথা ও অপব্যয়ের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ষিক ও সেনাদলের জন্য যে আতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে তাহা সম্প্রতি সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান হ্রাস করিয়াছেন। আমরা এতদিন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে যাবতীয় রাজস্বঘটিত গোলযোগের কারণ বলিয়া জানিতাম। বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। লার্ড আর্গাইল অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হ্রাস করা ম্যাকেঞ্জি সাহেবের নিজের রাজনীতি। তিনি যথা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে ইংলণ্ডের টাকা বাঁচাইয়া থাকেন। রাজস্ব কমিটি হইতে এই অনিষ্টের নিবারণ হয়, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনানুসারে এখন অবধি ষ্টেট সেক্রেটারি কিছু সকাল সকাল মহাসভায় এদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত মহাসভার অধিবেশনের শেষাংশে উহা উপস্থিত করা হইত। কেহই এবিষয়ে মনোযোগ দিতেন না।

লার্ড মর্লব্রুকের উপরে বিশ্বাস হওয়াতে লোকের আশা জন্মিয়াছে যে তিনি রাজস্বঘটিত অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিবেন। আর একটী সুলক্ষণ এই, তিনি স্বহস্তে রাজস্বের ভার লইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিশেষ 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সর রিচার্ড টেম্পল চলিয়া যাইতেছেন এবং সর উইলিয়ম মিউয়র রাজস্ব মন্ত্রী হইতেছেন।

শাসনকার্য্য।

এসম্বন্ধে এবৎসর বিশেষ কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। তবে সর জন ষ্ট্রেচি ভারতবর্ষীয় বৌজন ত্যাগ করাতে ভারতবর্ষ লোক গণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। এই কর্ম্মচারী অনুপযুক্ত লোক নহেন, কিন্তু ইনি নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর উপাসক। এই প্রণালী ভারতবর্ষের উপযোগী নহে সুতরাং যতদিন তাঁহার পরামর্শে কার্য্য হইয়াছে, ততদিন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সর জন ষ্ট্রেচি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসন কর্ত্তা হইতেছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বোধ হইতেছে না। ইডেন সাহেব ব্রহ্মরাজ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্পকালমধ্যে তাঁহার অধীনে ব্রহ্ম দেশের অবয়বের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কায়েল সাহেবের পর তাঁহার ন্যায় বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

বিচার।

প্রিবি কৌন্সিলে বেঙ্গলকোর্ট বিচা-

পতি বিরোধ হওয়াতে এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র আপীল নিষ্পত্তি হইতেছে, তাহাতে প্রবেশের সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি বেথুন ও এলফিনোষ্টোন সাহেবদ্বয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। চক্রবর্ত্তি ও দ্বারকানাথ উঁহাদিগের স্থলে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছেন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি এমন বিচারপতির প্রতি পক্ষের কখন অশ্রদ্ধা জন্মে নাই। বিচারপতি কখনই কিছু ভিন্ন হন আবেদন গ্রাহ্য করেন কঠিন নিয়ম ও তত্ত্ব আপীল প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। তাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে সুবিচারের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত হইয়াছে এক্ষণে আমরা আক্ষেপ করিতেছি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়েও এক জন এতদ্দেশীয়কে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয় নাই।

গত ৫ বর্ষ ফৌজদারি বিচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে ১ লা জানুয়ারি অবধি নূতন ফৌজদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনের অনুসারে প্রজাবর্গের অনেক নূতন লাভের সম্ভাবনা আছে। তথায় অনেক অত্যাচারের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে সত্য কথা বলিতে কি এখনে রাজার লোককে ধরিয়া দেওয়া যে মত দায়ে অব্যাহতি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যেসকল অতি গুরুতর অপরাধ স্থির করা হইয়াছে। সে অপরাধের সংখ্যা হইয়াছে। অপরাধের এই অবস্থা, তাহাতে উপরে যে সব বাক্যের উল্লেখ, সেসকলি প্রকৃত বলিয়া ধরিলে কতদূর অসঙ্গতি হয়। এবে [illegible]

এতদ্ভিন্ন আর এক বিষয় আছে, যাহাতে নূতন আইনের প্রতি অনেকে দোষারোপ করিতেছেন। সে বিষয় এই, যে বিচার প্রণালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয় সিবিল কৌজদারী পক্ষে তাহা আর নাই। সর্ব্বসাধারণে এই আইন রহিত করিবার চেষ্টায় তা তদ্বারা গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে অনেক দোহন করিয়া ছেন কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে। এই আমরা এ বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে করিলাম।

ব্যবস্থা।

এবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিক লিখিবার বিষয় নাই। তবে কাহেল সাহেব বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবে কতকগুলি মিউনিসিপাল আইন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইলে কে না উৎসন্ন যাইত। পঞ্জাবের মিউনিসিপাল বিল ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চৌকিদারি বিল শুনিলে আতঙ্ক ও বধিরত্ব হয় যাই। ঐ উভয় বিলের প্রতিই সর্ব্বসাধারণের আপত্তি আছে। উহা হইতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। লাট সর্ব্বত্রই সমধর্ম্মা আইন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন। অতএব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বড় কিছুমাত্র দোষারোপ করিবেন বোধ হইতেছে। কিরকম লোকের হাতে এদেশের ভার যায় তাহার আক্ষেপের বিষয় নাই যাহা হউক উক্ত সাহেবের মুখের আস্ফালন করিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার বিষয়ে কিছু ভাল মন্দ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর দল পক্ষপাতী মনের ভাব ইহার যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কাহেল সাহেবের ন্যায় স্বীয় ব্যবস্থাপক সভায় আর কোন সভ্য নাই। তিনি [illegible] সংক্রান্ত বিষয়ই আপনি করিয়া থাকেন।

[illegible] করিয়াছেন, সেই শোভাবাজার ষ্ট্রীটের দর্শকগণ এই কাণ্ডারেন

[illegible] ও হাতের [illegible] কাহেল সাহেব যে প্রকার উপাদেয় পদার্থগুলি পরা হইল তাহার [illegible] হইয়াছে। প্রথমতঃ ৯ [illegible] প্রস্তাব সময়ে ৫ [illegible] সেক্টরণ পর্য্যন্ত ৩৫ [illegible] বলের উক্ত শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া উচিত ও পরে [illegible] মেকলে [illegible] চালিতেছে। ১৮৫৮ অব্দে [illegible] এদেশের শিক্ষার নিমিত্ত ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এবার কেবল বঙ্গদেশের নিমিত্ত কাহেল সাহেব ২৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহা [illegible] কালেজ সম্বন্ধে ৮৫,১৩২ টাকা দেওয়া স্কুল সম্বন্ধে ৪৫২ দেওয়া হইয়াছে। ৬,১৬,২৯৪ টাকা [illegible] বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষক নিম্ন [illegible] (কাহেল সাহেবের শিক্ষা [illegible] পাঠশালার) নিমিত্ত [illegible] হইবে। নিম্ন [illegible] এবার পরীক্ষা-পরীক্ষা [illegible] সাহেবের [illegible] পরীক্ষা [illegible] [illegible]

হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা বিভাগটীকে পূর্ব্বের ন্যায় এক জনের কর্ত্তৃত্বাধীন রাখাই কর্ত্তব্য।

পুলিস।

মুসলমান ফৌজদারী আইনে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা অর্পিত হওয়াতে পুলিসের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতার পুলিস কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। গত বৎসর কয়েকটী বিশেষ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর পুলিসের অবস্থা অতিশয় লজ্জাকর। পুলিসের নিম্ন তর কর্ম্মচারিগণ পয়সা পাইলে অনেক দুষ্কর্ম করিতে পারে সাধারণের এই সংস্কার রাজধানীর পুলিসের সংশোধন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

অন্য অন্য বিষয়।

গত বৎসর একটী অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা হইয়া গিয়াছে অধ্যাপক ফসেট সাহেবের ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা। তাঁহাকে বম্বে প্রেসিডেন্সি ও বোম্বাই হইতে তাঁহার সম্মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ব্রাইটনের সভা ও ঐ সভায় উর্জ্জস্বলবক্তৃতা ঐ ঘটনা।

গত বৎসর সমুদায় পৃথিবী শান্তি ভোগ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স সভ্যতাপন্ন মনুষ্য হইয়া কত চেষ্টা পাইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন অদ্যাপও ফ্রান্সে কিছু সংশে কর্ম্মণীয়দিগের দৈন্য আছে, কিন্তু যুদ্ধের ন্যায় স্বরূপ যে টাকা দিতে হইবে তাহা শীঘ্র পরিশোধ হইতেছে। জর্ম্মণীর সম্বন্ধের বিষয় এই গত দুই সভা তিনি টি সেং সাহায্য করিতেছেন। গত জানুয়ারি মাসে সম্রাট উইলীয়ম সেপ্টেম্বর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির রাজা দ্বিতীয় পুত্র আমেডিয়স কিছু দিন স্পেনের রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় দলাদলি বহু বিদ্রোহ ও প্রজাদিগের ঔদাসীন্য নিবন্ধন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। স্পেনে সাধারণ তন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত হতভাগা দেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হয় নাই। ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই।

আমেরিকারও সম্পূর্ণ শান্তি ভোগ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ঘটনা এই গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়ারলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধিবদ্ধ করিতে না পারিয়া পদ ত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন রাজ্ঞী ডিস্রেলি সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, গ্লাডষ্টোন সাহেব পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এটী ভারতবর্ষের পক্ষে সুখের বিষয় নহে টোরি মন্ত্রিগণ এদেশের স্বাভাবিক বন্ধু, বিশেষতঃ লার্ড আর্গাইল পদ ত্যাগ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব গেলে লার্ড আর্গাইলও স্ব পদ হইতে অপসৃত হইতেন, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য সে সে ঘটিল না।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় ব্যবসায় নির্ব্বাহার্থ সর্ব্ব উচ্চ ফ্রিবাণ্ডকে জামিন রাজবারের সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা।

এই সভা গত বৎসর আপনা দিগের পূর্ব্বতন মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন। সভ্যগণ স্বদেশীয়দিগের স্বার্থ রক্ষণে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহাদিগের চেষ্টায় মিউনিসপাল বিল পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের আবেদ নানুসারে ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব কিছু অগ্রে মহাসভায় প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা এক্ষণে যে দেশের একটী প্রধান ক্ষমতা স্বরূপ হইয়াছেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করেন। এই কারণেই সভার অধ্যক্ষ রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথোচিত সভার অন্যতর সভ্য করা হইয়াছে।

উপসংহার।

সাধারণে বিবেচনা করিলে ১২৭৯ সালকে নিন্দা করা যায় না। সকল স্থানে উত্তম রূপে শস্য হয় নাই বটে, কিন্তু কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। শস্য সকলের সুলভ মূল্য বিক্রীত হইয়াছে। বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের পীড়া অনেক কমিয়াছে। অন্য কোন স্থানে মারীভয় হয় নাই। শিক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। বাণিজ্যের উত্তম অবস্থা। দুর্গত ইনকম টাক্স উঠিয়া গিয়াছে। প্রধান শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার গুণবতী কন্যা মিস বেরিঙ সামাজিক গুণে সকল শ্রেণির প্রেমাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের এখনও অনেক প্রার্থনীয় আছে। তাঁহারা অনুকূল হইয়া সেইগুলি পূর্ণ করেন এই আমাদিগের সানুনয় নিবেদন।

মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পুস্তক (১)।

বিদ্যালয়ের যেমন নাম, পুস্তকখানি তদ্রূপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা অসাধারণ বুদ্ধি, বিপক্ষ মত খণ্ডনের অদ্ভুত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধিচলিত অধ্যবসায়াদি অনেকগুলি অত্যুদার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তিনি যে কত পরিশ্রম ও গ্রন্থ হইতে কত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কেমন চমৎকার রূপে সমস্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রুফ সংশোধিত প্রুফ খানি পাঠ না করিয়াছেন, তাহা যে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠা সাধ্য নহে।

(১) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

...বহরিবাদ রহিত হওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ও সত্যব্রত সামশ্রমী, এই পাঁচ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিবাদে লিখিয়া এক এক খানি পুস্তক পেশ করেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক ঐ পাঁচ প্রতিবাদের খণ্ডন। তাঁহার পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তেমনি এক জনে অতিবাদীর অসদ্ভাব জন্মিয়াছে। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের ত্রুটি বাহির করিবার বিষয়ে কিঞ্চিৎ অল্প মনোযোগ করেন, তাহার পুস্তক খানি মধ্যে মধ্যে আরও মনোহারী হইতে পারে।

পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে ও উল্লেখ করা হইয়াছে পারে না। প্রতিবাদে অনেক স্থলে অশুদ্ধ, আমরা তাহার সুস্পষ্টরূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছি। বিদ্যাসাগরের মুদ্রাঙ্কণ অতি উত্তম বলিতে হইবে। বোধ হয়, প্রাপ্তিস্থানের বিজ্ঞাপনে ব্যয় না করিয়া অতিরিক্ত খানা পুস্তক খানির স্থানে দুখানি পুস্তক ছাপিলে ভাল হয়।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ চৈত্র সোমবার।

বিবেদার প্রকৃতিতে যোড় ই হইতে বড় ...ধরা পড়িতে হইবে, তখনও তাহা ...ছেলেদের যে সংস্কৃত পাঠ প্রকাশিত হয় তাহার এক এক খণ্ড পাঠান হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ ২১ খানি পুস্তক ১৯ সংস্কৃতী ও মহারাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ও ৯ খানি করিয়া হিন্দী ও উর্দু বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। এই পুস্তক-গুলি একজন সংস্কৃত পণ্ডিত দ্বারা সংশোধিত হইলে ভাল হইত।

২৩ এ চৈত্র বুধবার।

...এতদিনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারের শেষ হইয়াছে। তাঁহার ব্যবস্থা ও বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদিগের বোধ হইয়াছে, তিনি বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদিগণের আর কোন কথা কহিবার পথ নাই। তাঁহারা যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন বচনই বিধবা বিবাহের নিষেধক নহে। তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অকিঞ্চিৎকর

হইবার বর্ষা না হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে।

১৮৭২ অব্দে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দেনদারী ব্যক্তিগণ সাধারণের উপকার ৫৪-৫১ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কাগজ সম্পাদক দর্শন করুন।

সেকন্দ্রাবাদে সুরার আড্ডা হইয়াছে।

বীরভূম গ্রামের রাজা বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থ মাসিক ২ শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মাদ্রাজে লাইসেন্স টাক্স দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হয়, কোন কোন স্থলে ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা স্থানে ব্যয় করা হইয়াছিল বলিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। যে সকল স্কুল ঐ টাকায় চলিয়া আসিতেছিল, সেগুলি উঠিয়া না যায়, এ নিমিত্ত প্রাদেশিক কণ্ড হইতে আপাতত ঐ ব্যয় দেওয়া হইবে, আগামী বর্ষে স্থানীয় কণ্ড হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যাহাতে বিষয়ে যে ব্যয় হইত তাহা কমাইয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে দেওয়া হইবে। লাভ মর্ব্বসাধারণের অধিকার টাক্স উঠাইবার কাল।

৯লা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩৪৯ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক।

কলিকাতা পোর্ট আফিসের কেরাণী হেম মল্লিক নামক একজন কেরাণী এবং দেবীলাল নামক একজন পেয়াদা কয়েক খানি পত্র চুরি করিয়াছিল বলিয়া গত সেসিন্সে চিফজষ্টিস ম্যাকফারসন সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের দুই মাস ও দেবীলালের ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কেত্রমোহন অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাহার অনুরোধ করাতে তাহার অল্প দণ্ড হইয়াছে। মাসার উপরে পাসর চাঁদার, অধু লোকের চৈতন্য হয় না।

এডওয়ার্ড ডিক্রুজ নামক যে ব্যক্তি সিসিলা ডিক্রুজকে হত্যা করে গত সেসনে উহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি দুরাপানে মত্ত হইয়া হত্যা করিয়াছে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

লণ্ডন ও এডিনবরা রেলওয়েতে নিদ্রা যাইবার এক প্রকার সুন্দর গাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ গাড়ীতে রাত্রি সচ্ছন্দে নিদ্রা যাওয়া যায় এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঐরূপ গাড়ি বাঙ্গালা দেশে হইলে রেলওয়ে কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হয়। যাহার কোন কাজ না থাকে, সে ব্যক্তিও নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায়ে গাড়ি চড়িতে যাইবে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উড্রফ সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইংলণ্ডে গিয়া প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করিবেন এই ইচ্ছা করিয়াছেন। উড্রফ সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত ব্যারিষ্টার অল্প দেখা যায়।

আমেরিকা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জুয়াচুরিতেও ইংলণ্ড প্রভৃতি কে পরাস্ত করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক জন আমেরিকান ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে।

মজফরপুরের ছোট আদালতটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সেনাপতি কলবার্ন সেক্টপিটর্সবর্গ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এই সংবাদ পান যে আবদুল রহমন খাঁ সমর খর্চে আড্ডা তাঁর অবস্থান করিতেছেন। তিনি সেই দিনে বর্ণিত ব্রিটিশ দূতকে বলিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁর সম্বন্ধে টাইমস পত্রে যাহা লিখিত হয়, তাহা অমূলক। কাবুলের গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে বলিয়াছেন, তিনি যদি শান্তভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহাকে কাবুল রাজ্য মধ্যে আশ্রয় দেওয়া হইবে। এই আবদুল রহমন হইতে ভবিষ্যতে বহু অনর্থের উৎপত্তি হইবে সন্দেহ নাই।

৫০ অবশিষ্ট ত্রিশটী কালেজের জন্য গবর্ণমেণ্টের ২৩১০০০ একার ভূমি দান করিতে আছে। ইহার মধ্যে হইতে বর্ষে বর্ষে ৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ছাত্রদিগের বেতন প্রভৃতিতেও বৎসরে দুইলক্ষ টাকা উঠে। এক ত্রিশীতি কালেজের জন্য এই লোক, এদিকে বঙ্গদেশের তাবৎ গবর্ণমেণ্ট কালেজ কালেজিএট স্কুলে বার্ষিক ৩ লক্ষের কিছু অধিক টাকা গবর্ণমেণ্টের দায় হইতে, ইহাতেও অনেক প্রধান পুরুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষা বিষয়ে অনেক টাকা দিতে হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন।

মাদ্রাজের অন্তর্গত বিজেগাপত্তন নামক দ্বীপে একটী আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ৪ শতের অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

২৮ এ চৈত্র বুধবার।

লাট ও লেডি ডফরিণ ৩এ এপ্রেল মাদ্রাজ হইতে পর্ব্বত যাত্রা করিবেন। এত বিলম্বে কেন?

ইংলিসম্যান বলেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আগামী ৩এ এপ্রেল কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবেন। ১৮ই জুন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কি আর পর্ব্বত বাসের কোন সদুপায় করিতে পারিবেন না?

একজন ইংরাজ একটী আলুর পাতায় পাতা বাঁধাইয়া উহা সিকি বলিয়া একটী স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিতে চেষ্টা করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৫ টাকা ৩ আনা জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন। আর পয়সায় এত লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

সন্তকীয়া সব ডিবিজনের অন্তর্গত তালবাড়িয়া গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটীর মাতা দেখে দুর্ব্বাদলের ন্যায় বোধ হয়। এটী যোনি দ্বারা সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া থাকাতে অথবা হইতে অন্ত কোন মতে উহার হইতে প্রায় সমুদায় নাড়ী বহির্গত হয়। সন্তানটী ১ ঘণ্টা মাত্র জীবিত ছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এক স্থানে একজন ইংরাজ পীড়িত হইয়া বাটীতে আসিতেছিল। পথে একজন মুসলমানকে দেখিতে পাইয়া ৫৫ ঘণ্টা করে। ঐ আঘাতেই পর দিন তাহার

র ময়। ইউরোপীয়েরা আজি কালি
[illegible] রক্ষণীয়দিগকে বধ করিতে
[illegible] করিয়াছে। অ ময় স্থিতাবে উহারা
দুই যুক্তিপাত করে। সে স্থানে কোন
[illegible] কি কোন পথ ভগ্ন হয় সেখানে
[illegible] করিয়া তার
[illegible] উহাদিগকে ক্ষমা করিবার অনুরোধ
[illegible]। সে দিন একজন ইউ [illegible] পীয় কর্ত্তা-
[illegible] অপরাধ [illegible] হইলে উহার একটী
[illegible] সুবিধা হয়। এই কারণ পরম্পর করিয়া
[illegible] উহাকে ক্ষম [illegible] করার জন্য অনু-
[illegible] করেন। এই সকল কারণে ইউরোপীয়
[illegible] পক্ষের বৃদ্ধি হইয়াছে। "ফিরিঙ্গি" বলে
[illegible] আর ভয় করে না।

সুবিধা সম্বন্ধিনী [illegible] অন্তর্গত একটী
স্থানে এক [illegible] একটী গাড়ি এক যমজ
বৎস প্রসব করিয়াছে। তাহাদের [illegible]
শেষ দুইটীই অদ্যাপি জীবিত
[illegible]

"এ ইউরোপীয় [illegible]।

বাগবাজার [illegible] কমিশনর আসিয়াছেন।

[illegible] সংবাদ পত্রে [illegible] মান্দ্রাজে গত
[illegible] [illegible] ইণ্ডিয়ান ই-
[illegible] এবং লোক [illegible] পড়িয়া এ-
[illegible] স্থানে কেবল মাত্র [illegible] কেহ তাহার
[illegible] সর্ব্বত্র [illegible] দিবে বলিয়া পুরস্কার
[illegible] করিয়াছে।

[illegible] সেবার ইংরাজকর [illegible] রাজদূত
[illegible] হইতে [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সে [illegible] ও [illegible] পার্শ্ব
[illegible] সংক্রান্ত [illegible] হইতে
[illegible] হইবে।

[illegible] বলেন, ১৩ সন হইতে কলি-
কাতার [illegible] পূর্ব্ব বৎসরের ২৪০৮০ টাকা
আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ৯৩ সন ঐ সময়ে ২২১০০
টাকা আয় হয়। অন্য দিকে ব্যয় সংক্ষেপ
করাতে এই [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে
[illegible] করিয়া ১ম [illegible] হইতে
[illegible]।

[illegible] সংবাদদাতা
[illegible] কলিকাতা [illegible] এক
[illegible] [illegible] [illegible] এবং
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মুখ গ্রামে যে মেলা বসিয়া হয় প্রতি বৎসর উহাতে মেয়ে চুরির সংখ্যা পাওয়া যায়। এ বৎসরও কতিপয় যুবতী অপহৃত হইয়াছে। গোলমালে মুড়া চুরিই চিরকাল প্রসিদ্ধ, যুবতী চুরির কথা ত কখন শুনা যায় নাই।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ফুল ডিপার্টমেণ্টের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় পেন্সন পাওয়াতে তাঁহার ছাত্রেরা দুই খণ্ড রূপা প্রদান করিয়াছে। উহার এক এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উহার এক খানি সংস্কৃত ও এক খানি বাঙ্গলা পদ্যময়। তারিণী বাবু শিক্ষার প্রণালীর যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, উহা দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে জানা যাইতেছে। ছাত্রগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল। তিনি যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

১লা বৈশাখ শনিবার।

ইংলিশম্যানের পারিসস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত যুদ্ধের পর তথায় ভিক্ষুকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে কি গির্জ্জা সভাদি সাধারণ স্থল সর্ব্বত্রই উহাদিগের গমনাগমন লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সহরের বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেই অধিক সংখ্যায় ভিক্ষা করেন। যুদ্ধের এই সকল বিষময় ফল।

পিয়ার্সন বলেন, বঙ্গদেশে এখনও ২১,১৪৫৮ টাকার নিষ্কর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ দেবোত্তর। ব্রহ্মোত্তরের সায়ের গবর্ণমেণ্ট অগ্রেই গ্রাস করিয়াছেন, সামান্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা গ্রহণ করেন নাই, জমীদারেরা তাহার কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়াছেন। এদিকে লোভ না করিয়া যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হয় না?

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কালিকটের রাজা দেওয়ান ও তাঁহার চারিজন সহচরকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। পিয়র্সন বলেন, প্রজাপীড়নই এই দুর্ঘটনার কারণ। অহরহঃ এই সকল ঘটনা দেখিয়াও প্রজাপীড়ক শাসনকর্ত্তাগণের চৈতন্য হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

কলিকাতায় একজন তাঁতি স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে তিরস্কার করে, এই দুঃখে সে আত্মহত্যার চেষ্টা পাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহার ৬ মাস কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। তাঁতির বুদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, লার্ড মর্ব্বরক বম্বেট পরীক্ষা করিয়া ৫০০০০ টাকা ফুল বাহির করিয়াছেন। আরো চেষ্টা পাইলে লোধ্র বল আরো বাহির হইতে পারে। আর বার বৃত্তান্তে আমাদিগের কিকিৎসংস্রব বিশ্বাস নাই।

ডে, এম, উড্রো সাহেব এক ব্যক্তি এক প্রকার ওষধির আবিষ্কার করিয়াছেন, শৃগাল অথবা কুক্কুর দষ্ট ব্যক্তি উহার রস পান করিলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত প্রদেশে এই ওষধি জন্মে। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ওষধির সংগ্রহার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ম্যান্ত্রাজে রথযাত্রার অল্প সমারোহ হয় না। উক্ত প্রেসিডেন্সির প্যালানিস্থ সাহেব স্বামের রথযাত্রায় এবৎসর ২০ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। সর জে হেডফর্ড ইউকেটিস উপজাতি বেলওয়ের অনুকূলে যে প্রস্তাব করেন, বম্বল বাণী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত বল্য বলেট সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কমন্স সভাতে উপস্থিত করা হয়। ২১ এ এপ্রেল উহা দ্বিতীয় বার পঠিত হইবে।

এম, থেরে ফরাসী জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে প্রার্থী ডক সর সি উইলিয়মের বাক্যের উত্তর দানকালে বীকণ্ড কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবধারণায় অনেক ভ্রম পড়ে। তিনি বলিলেন ঐ সকল অবধারণা রাখা উচিত কি না তদ্বিষয় এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে।

লিয়ন ফিগারস চিকাগো কমিটিতে বলিয়াছেন, এক্ষণে স্পেনের অবস্থা ভয়ানক নয়। রাজবংশের যত্ন যেরূপ প্রবল হইয়াছিল এক্ষণে আর সে প্রাবল্য নাই।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। নিবাবপুলের কতক গুলি বৃহৎ চাউলের কলে অগ্নি দাহ হইয়া প্রায় ১০০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। লো সাহেব আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৭৯ অব্দের রাজস্ব ৭৬৩০৯০০০ টাকা ব্যয় ৭০৭১৪০০০ টাকা। ১৮৭৪ অব্দের রাজস্ব ৭১৩১৭০০০ এবং ব্যয় ৭১৮৭১০০০ টাকা। চিনির শুল্ক অর্দ্ধেক এবং ইলবর্ণ টাক্স এক পেনির হিসাবে বসাইয়া দেওয়া হইবে।

গ্রন্ড ষ্ট্রাটফোর্ড অমল বর্ণিত গ্লাডষ্টোন সাহেব ছেপলটন সাহেবের বাক্যের উত্তরদান কালে বলিয়াছেন, আইন ব্যবসা ইণ্ডিয়ের মতে কালিইবিলের চাঁদা ওয়ান আইনবিরুদ্ধ নহে।

মার্চ মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ২১৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ২৯৮৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ২৪এ মার্চ্চ বিবাহ করিবেন।

লোপেজ নিহত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। কমন্স সভাতে খাদ্যের শুল্ক হ্রাস করার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে অনেক বক্তৃতা হইয়া তাহার প্রতিকূলে মত দিয়াছেন।

কলহাপ্তি নামক নীল জাতি মহাবিপ্লব করিবার সংকল্প করিয়াছে।

লো সাহেব কমন্স সভাতে বলিয়াছেন, গত বৎসর জাতীয় ঋণের ৬৮৩১০০০০ টাকা পরিশোধিত হয়।

৮ ই মে হইতে তিমির শুল্ক কমিবে।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। কলিকাতা হইতে যে সকল ১৪ ই মার্চ্চ এবং বোম্বাই হইতে ১৭ মার্চ্চ যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল রোমান। অদ্য আফ্রিকা হইতে ৫১৩০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই এপ্রেল। আয় ব্যয় বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিবরণের সঙ্গে কমন্স সভাতে পেশ হইয়াছে।

পারিস ৯ ই এপ্রেল। সিনেটে সিট নির্ণয় কমিটিসেবা পক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

[illegible] বিজ্ঞাপন।

৩১ এ মার্চ্চ। শ্রীযুক্ত সি এফ মাকেঞ্জি সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতিরিক্ত সংখ্যা ৯ ম খণ্ড [illegible] তৃতীয় শ্রেণীতে [illegible]

১ লা এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ ই, [illegible] সাহেব সিভিলিয়ান কলিকাতার [illegible] কলিকাতার [illegible] হইবেন। ইনি [illegible] আছেন ও [illegible] কলিকাতার [illegible] করিবেন।

৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এচ, [illegible] সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১৭ [illegible] অনুসারে [illegible] পরমপদার [illegible] করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত এচ, [illegible] সাহেব একজন [illegible] ক্ষমতা সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ মুকিয়ান সাহেব [illegible] একজন সহকারী সবডেপুটী [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত সি এম, [illegible] সাহেব [illegible] একজন সহকারী সব ডেপুটী [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত কে, সি বা সাহেব বাঁকীপুরে [illegible] একজন সহকারী সব ডেপুটী [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত এস এম পারাই সাহেব বাঁকীপুরে [illegible] একজন [illegible] সহকারী সব ডেপুটী [illegible] করিবেন।

শ্রীযুক্ত জে সি সি [illegible] সাহেব বাঁকীপুরে [illegible] একজন [illegible] সহকারী সব ডেপুটী [illegible] করিবেন।

৯ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত জে, সি ফিল্ড সাহেব [illegible] অনুসারে [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

১৫ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন [illegible] আদালতে ২য় পরগণার ১৮৬৯ অব্দের ১৯ আইন অনুসারে [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] আদালতে ২য় পরগণার ১৮৬৯ অব্দের ১৯ আইন অনুসারে [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, [illegible] সাহেব রাজসাহীতে [illegible] এসিষ্টেণ্ট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] করিবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মুন্সেফী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ও আদালতে [illegible] করিতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত কাজেন ই, [illegible] সাহেব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

—শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২১ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২২ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৩ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৫ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৬ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ শে এপ্রেল। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

আমাদিগের [illegible] সংবাদ [illegible]

১। [illegible]

দেখিতেছি কাহার মতোদ্ভব যে অভিপ্রায়ে এই সকল পাঠশালা স্থাপনের আজ্ঞা প্রদান করেন, যদিও তাহা সাধারণের যুক্তিসঙ্গত না হউক, তথাপি তাহাতে যে তাঁহার দত্ত ভাল বঙ্গদেশের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মফস্বলের কর্ম্মচারিদিগের দোষে কাহার সাহেবের ঐ সামান্য দয়াটুকুও বঙ্গবাসীদিগের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। আমাদিগের বোধ হয়, যে সকল স্থানে স্কুল বা বিদ্যাশিক্ষা করিবার কোন রূপ সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে ঐ রূপ পাঠশালা স্থাপন করাই কাহার সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু দুই একটী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন কর্ম্মচারির প্রতি এ ভার সমর্পিত হওয়াতে তৎপক্ষে এমনি বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে যে, তাহাতে প্রস্তাবিত কার্য্যের সম্পূর্ণ সাধন হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সাধারণের ঘোর অসন্তোষ জন্মাইতেছে। সেদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞানুসারে সোহালীবাগ সার্কেলের ডিঃ কনষ্টেবল বাবু বলমাহিত্য পুলিস ষ্টেসনের খোয়াড় রক্ষককে (পাউণ্ড কিপারকে) উক্ত মহাশয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ঐ স্থানে একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত ষ্টেসন সাদরঘুরী মাইনর স্কুলের অনধিক ৩।৪ মাইল (৮০ হাতে বাশ ৩য) দূর হইবে। এ স্কুলে একটী স্বতন্ত্র বিভাগে পৃথক শিক্ষক আছে। এমনস্থলে বিলম্বাবিয়া ষ্টেসনে আর একটী পাঠশালা স্থাপনের অনুমতি হওয়া কি ভাল হইয়াছে? স্কুলে বালকগণ যে বেতন দিয়া শিক্ষা করে, পাঠশালায় যে তাহার দ্বিগুণ বেতন হইবে আমরা এমন বোধ করি না। তাল, মনে করুন স্কুল হইতে যা হয় পাঠশালায় যেমন দুজনই হইল, তাহা হইলেও কি স্কুলের শিক্ষক সহিত ষোয়াড় রক্ষকের শিক্ষার তুল্য হইতে পারে? যদি না হয় তবে উক্ত পাঠশালাটী স্থাপন করিয়া কি লাভ হইল? লাভের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে দাদপুর বিদ্যালয়ের শ্রীহীন হইল আর গবর্ণমেণ্টের ৬ টাকা ব্যয় হইল। ইহা কি সাধারণের অনিষ্টকর নহে? আমরা উপসংহারে গবর্ণমেণ্টকে সবিনয়ে নিবেদন করিয়া এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ প্রদেশের এই সংশোধন কর্ম্মচারীর প্রতি বিধান করুন।

৪। আমরা বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম সম্প্রতি সোহালীবাগ একজন ধনী কাঁইয়া তাহার একজন কর্ম্মচারী ও অপর জন কয়েক লোক কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীরে হত হইয়াছে। ওমলাম লাস পাওয়াগিয়াছে ও আসামীগণ ধৃত ও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। ইহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত আমরা যত দূর জানিতেপারিয়াছি পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এক্ষণে বিচার দেখা যাউক।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, টাঙ্গি বিষয়টা হইতে অনেক জাল দফাদার উপস্থিত হওয়াতে সরকার সাধারণকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে, তজ্জন্য নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা টাঙ্গি বিক্রয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট মহোদয় মফস্বলে টাঙ্গি বেতন নির্দ্ধারণ এথা নির্দ্ধারিত করিয়া প্রচলিত করাতে মফস্বলবাসি জনগণের টাঙ্গি-ক্রয় পক্ষে অতিশয় সুবিধা হইয়াছে। এক সকলেরই টাঙ্গি প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট ম হাশয় কয়েকজন টাঙ্গিকারী বেতনের দোষে সকলকে দোষী স্থির করিয়া সাধারণের মহতী সুবিধা নষ্ট করিয়া অনিষ্টজনক ব্যাপারের মফস্বলে প্রচলিত করিলে সুবিবেচনার কাজ হইবে না। সরকার ও তাঁহার ভিন্ন প্রায় সমস্ত কোন স্থলে সদর বা কর্ম্মচারিগণ থাকেন। যা চৌকির প্রধান পুলিস দ্বারাও উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কারণ টাঙ্গিওয়ালা এক স্থানে স্থির মফস্বলে, প্রত্যুত চক্ষুর নিমেষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে। তাহা প্রস্তাবিত বিষয়ে অধিক বলিতে চাহি না, সংক্ষেপতঃ উদাহরণ দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা এই মেহেরপুর গ্রাম ও নিজ কাঁথী উপমহকুমাকে উদাহরণ স্থলে আনিয়া সাধারণের অনিষ্টের কিয়দংশ ব্যক্ত করিতেছি। যখন মফস্বলে টাঙ্গিওয়ালা বেতনী দারোগা নিযুক্ত হইলেন, সরকারী কর্ম্মচারগণ সহকারিতায় নিযুক্ত হইলেন। এই মেহেরপুর গ্রামে যেমন সরকারী কোন কার্য্যক নাই। এখানকার একজনের দুই তিন মাস মধ্যে টাঙ্গি প্রয়োজন হইল, তাঁহাকে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাঁথী যাইতে হইল, দুই দিনের পথখরচা দুই কাপী মেহেরপুরের মত পড়িবে না, দুখানী মহকুমার ন্যায় দুই আনা, তাহা হইলে দুই আনা মূল্যের টাঙ্গি ৬।৭ অধিক সাড়ে তিন আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। এই ক্ষতির বিষয় গেল, তাহাতে কতদূর অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। যে ন দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ টাঙ্গি হারান হইতে বা [illegible] সহিত উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাতে কোন দুষ্ট টাঙ্গির সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে এখানকার কোন ব্যক্তির সাহস হইবে? [illegible] টাকা মূল্য দিয়া আপনার সম্পত্তি নীলাম হইতে রক্ষা করিতে [illegible]। নীলামের তিন দিবস বাকী আছে। এ [illegible] লোক পাঠাইয়া টাঙ্গি ক্রয় করিতে [illegible] অতিরিক্ত হইল, যদি এক দিনের [illegible] তদুপরি টাকা [illegible] মাইল [illegible] দিয়া [illegible] হইতে অসম্পত্তি [illegible] করিতে পারি [illegible] কখনই নহে, [illegible] হইতে হইবে। আমাকে [illegible] নীলাম হইতে বিরত [illegible] এই স্থলে [illegible] স্থাপন করা [illegible] আলিবাবী [illegible] হইয়া তাঁহাদের [illegible] কার্য্যের [illegible] সাধারণের [illegible]

মহে। এবে যে সকল ... ক্রিয়া ... ক্রিয়া ... ক্রিয়া

হুগলি না ত একবারে ভাঙ্গ। কি এক সভীত্বকোহিনুর পেয়েছেন, তার জন্য পাল পাল বিলাত প্রতিপালন করিতে হইতেছে। তাইত জন্য আমি ম বলে ঐ ন দশা কি হইবে এই ভাবিয়া ইংরাজ কে ম উগ্র সাহেব কে কংগ্রেস হইতে পারিল না। তাইই জন্য সমস্ত দেশটা জড় পায় হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এ দিকে সাহেবদের সঙ্গে খোসামুদি ব্যবহার ঠিক না। সাহেবেরা খ্রীষ্টের ম মর্ম্ম পাইলে খুষ্টি হইবেন না। ইহা কেবল বলেন "তা "ক্রিশ্চিয়ন"।

এই ব্রহ্মবাদিদিগের আপনার আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, সাহেবেরা নাম পাকলে হিন্দু খ্রীষ্টের বেশ পাইবে না, কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে না। তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তন প্রণালী প্রকাশ করেন পৃথিবী কে।

মুদি গরই চিন্তন প্রণালী (চলুকাদের ন ।।) পড়িয়া ভাসিয়াছে অতএব তা ইহা। অতএব ন দেশের পোস্তনের অনুরূপ ভাবে দেশকে চালান করিতে হইবে। নতুবা সাহেবের সঙ্গে ব খুন ব্যবহার হইবে না এমন ধর্ম্ম কোথায় আছে যে গোটা কতক মাদ্রাজি অনভিজ্ঞ লোক ব ন। যাইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের বলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে। তাহা হইলে বড় দুর্বিপাক হইবে।

কিন্তু এ আশঙ্কা করি, হিন্দু ব্রাহ্মদিগের কপালে সে সুখ ঘটিবে না। এখন সমস্ত লোক এ বিষয়ে ভয় ভাঙ্গিয়াছে ও ইহা প্রাপ্ত হইল, হিন্দু ব্রাহ্মেরা এখন ভাহাদের সেবাধি থাকিবেন।

তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই হিন্দুর হিন্দু আর হিন্দু ধর্ম্ম, যার সহিত তাঁহাদের ভাব সম্পূর্ণ। তাঁহারা প্রাণপণে ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। সমস্ত দেশের লোক হিন্দুভাবে পোষণ করুক, তাঁহারা তাহাতে যাইবেন। শেষে কোন মতে ঐ সমস্ত রক্ষা করিতে না পারেন মরিয়া যাই। হিন্দু ভাবের প্রাবল্যে তাঁহাদের দেহত্যাগ হইবে। [illegible]

তাঁহাদের নাই। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের এই জন্য তাঁহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা। যাঁহারা ধর্ম্মা দের উপর অবজ্ঞা করিবেন, তাঁহার প্যারীটাদের বাবা ইহা করুন। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে এক সাথে ধর্ম্ম সৃষ্ট হইবেন অথবা [illegible] অবলম্বন করিবেন।

[illegible] ইষ্টঃ—

[illegible]

বিহারী বাবু শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয় [illegible] নিমন্ত্রিত হইয়াছেন আমরা নাকি এক আমেরিকা [illegible] ছাপাইয়া [illegible] দেশের সভ্যগণের [illegible] তাহে তিনি সভা নিয়ম করিবার পোষকতা করিয়াছেন তাহে [illegible] কিন্তু তাঁহাকে আমি অন্যায় [illegible] এরূপ বুদ্ধিমান হইয়া [illegible] করিলেন [illegible] এ দেশের সভা [illegible] তবে চলিবার [illegible]

[illegible] বিলাত হইতে আসিয়া [illegible] কহিয়াছেন যে [illegible] সঙ্গে এক গ্লাস বাস করিতে হয় [illegible] স্ত্রী ও [illegible]

[illegible] বিলাত প্রত্যাগত [illegible] মহাশয় [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বলা [illegible]

[illegible] প্রসন্ন বাবু বিলাতের [illegible] সম্বন্ধে বলা [illegible] সাহেব সঙ্গে [illegible] এবং [illegible] বলিয়া আসিয়াছেন। [illegible] ইনিও যদি [illegible] সাহেবদিগকে বলেন [illegible]

[illegible]

ভীত হইল বিলাতে গিয়াছেন। তিনি ফিরিবেন এত শীঘ্র হইবেন। আবার যদি সেই সমাজপতি হইতে পারিলেই যদি ৺ভোলা মহাশয়ের সকল দিগ বজায় থাকে, তবে সেজন্য পুত্রের প্রত্যাগমনকাল প্রতীক্ষা করিলেই ত ৺ ভোলা মনোনীত সিদ্ধ হইত। হয় ত তখন সেজন্য মহাশয়কে তাহাকে ঘরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে হইত। যাহা হইবার হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু এখনও যদি চুপ করিয়া থাকেন, কালে সকলই হইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। কিন্তু ধর্ম্মের প্রবলতা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণের কথা ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবুকে কথা তাঁহার পুত্রকে বিলাত যাইবার দোষে কখনই সমাজচ্যুত করিতে পারিবেন না।

"সুপক্ষ" চন্দ্রশেখর বাবুকে নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রতি কতকগুলি অযথা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। যাহাতে তাঁহার দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না। তবুও ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি কেন জানি, তাহা স্বয়ংও বলিতে পারি না। তাহা হউক চন্দ্রশেখর বাবুর কাছ থাকাই শ্রেয়ঃ। তাঁর তাঁহার লেখা মূল্যের অতিরিক্ত দেখা যাইতেছে। পরের লোকের উপকারের জন্য যাঁরা কেবল মাত্র পত্রিকা খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে এক পয়সা মূল্য স্থির করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার যাচালতা না থাকিলে ইহার লেখার নিকট আদরণীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় কি ভ্রান্তিবশে প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন। কখনো চন্দ্রলোকের লেখনী হইতে দেখি এই কথা কেবল বিস্ময় হয়।

—১০৫—

নদীয়ার মুন্সী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ঠা এপ্রেল।

নামের নাম	সর্ব্ব সমষ্টি জন
যাহারা	
৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১
৺	১
৺	১
৺

রোজষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ এপ্রেল।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্ অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির নৈদানিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উল্লিখিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পেশল এবং সুন্দর। ছুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা জানবাজার বিদ্যুদ্রত্নাকর যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সূতীকাগারই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষ। ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধের ব্যাঘ্রের চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ১৷৷০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

মেসর্স মাসলালিস কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন বালিয়া নিবাসী শ্রীযুতী স্বর্ণময়ী দেবীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মধ্যে ৩৯ গ্রাণ্ড ট্রিঙ্কলে ডিঃ এবং ডিবিজনে ১৮৯ নং কোলাঙ্গিং ও তদুপরিস্থিত কোঠালা পাকা বাটী যাহা স্বর্গীয় বাবু রাঘব চন্দ্র মাণ্ডেলের নামে বিখ্যাত আছে এবং যাহা বার্ষিক ৩০০ দুই শত টাকা ভাড়ায় বহু কলিকাতার ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলী আছে তাহা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অনুমতি ক্রমে বেলা ২৪ পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের দ্বারা আগামী ১ লা জুন তারিখে বিক্রয় করা হইবেক, অতএব যাহারা ঐ বাটী যে নিয়মে ও মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন আগামী ৩১ মে তারিখের পূর্ব্বে বেলা ২৪ পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবকে পত্র দ্বারা জানাইবেন

সন ১৮৭৩ সাল ৭ ই এপ্রেল। } রাজসাহি প্রতিনিধি কালেক্টর

" মেডার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাশুল ৩ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

—০—

" প্রমোদিনী ১ ম খণ্ড।

আকার একত্রিশ ফরমারও অধিক-প্রতিসংখ্যক তিনবার প্রচারিত হইবে।

১ ম খণ্ডের সূচী।

পদ্যাংশ।

বিজুপাল।

সুভদ্রাহরণে দুই সংক্রম।

" সবসে মনিয়া সখি আছি চিরকাল। "

আশা (ক্রমশঃ) বনবাসিনী গীতার আক্ষেপ। বশ্যতের প্রতি দিতি। হাসজীলা। (ক্রমশঃ)

গদ্যাংশ।

বিচিত্র অলীকায় (ক্রমশঃ) কল্পনা মুকুর (ক্রমশঃ) পার্থলের প্রলাপ (ক্রমশঃ)

খাকবলাদীদিগের ঐ ... প্রতি খণ্ডে ... মূল্য টাকা ... ডাক ... সহিত ১৶০
ঐযাকরকাবাদীদিগের ঐ ঐ ১৷৶০

... পাকে ... ঐ ... ১ম খণ্ড ... ১ম খণ্ড
... প্রয়োগ ... সংস্কৃত ... ১ম খণ্ড
২২ ফেব্রু ... ১ ... সংস্কৃত ... ১ম খণ্ড

বাঙ্গ কবিতাবলীর ... মূল্য

অনুবাদ।

মাসে ... কবিতা ... ১ ... মূল্য ৫৷৷ টাকা ... ডাক মাসুল ... ১ম খণ্ড ... ১ম খণ্ড ... ১ম খণ্ড

বেশ বিদেশের ভাষাবিৎ ও ঐ ... গণ্য রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শকা বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও ... ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হবে। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল বর্ষেত প্রায় ।০ আনা লাগে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে কি না?

এদেশে যে ভারতবর্ষে মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষে আজি কাল জজগণ, মকর্দ, পণ্ডিতগণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধনির উপকারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া ধনাধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের সাহেব বিচারপতিগণ যে ব্যক্তি হইতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালে ধনির উপকার সম্ভাবনা আছে, তাহা ই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিতেছেন। ব্যভিচারিণী ইহলোকে কেবল যে পতিকুলকে কলঙ্কিত করে এরূপ নয় অনেক ধনাধিকারী হইলে পতির পারলৌকিক উপকার লাভের যে সম্ভাবনা ছিল, তাহারও বিঘ্ন ব্যাঘাত করিয়া থাকে। আমাদিগের সাহেব ব্যবস্থাপকগণ জীমূতবাহন রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকারদিগের মস্তকে পদাঘাত করিয়া জীমূতবাহনাদি মনুপ্রভৃতির বচন ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, সাহেব ব্যবস্থাপকগণ তাহার বিপরীতবাদী হইয়াছেন, সুতরাং এখন আর জীমূতবাহনাদির কথা কে গ্রাহ্য করিবে? তাঁহারা চোক্ষু হইয়া পতি-

র ন। সাহেব ব্যবস্থাপকদিগের বিশেষ ক্ষমতা এই যে ইঁহারা কখন সংস্কৃত স্পর্শ করেন নাই, কি ভাবে কিরূপ সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা জানেন না, তথাপি ব্যবস্থা দিতেছেন॥

আমরা কিনিমিত্ত এসকল কথা কহিলাম, এখন পাঠকগণ অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। এক বিধবা স্বামিসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হয়। এদেশের লোকের সংস্কার এই, ব্যভিচারিণী হইলে ধনে অধিকার থাকেনা। এ সংস্কার শাস্ত্রমূলক অনুমক নহে। এই সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া উক্ত ব্যভিচারিণীর ভর্তৃধনের অনন্তর অধিকারিরা তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে মকদ্দমা উপস্থিত করে। হাইকোর্টে নয় জন বিচারপতি ঐ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। ছয় জন বিধবা ধনাধিকারিণী থাকিবে, এই মত দিয়াছেন, আর তিনজন বিচারপতি উহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন। বিচারপতিগণের রায় এপর্যন্ত আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। কে কোন শাস্ত্র বা কি যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এপ্রস্তাবে তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। যাঁহারা ব্যভিচারিণী ধনাধিকারিণী থাকিবে বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রায় যে কিরূপে এদেশীয় শাস্ত্র সম্মত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ধনাধিকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে দায়ভাগেরই অবিসম্বাদিত প্রামাণ্য ও প্রাধান্য। সেই দায়ভাগকার যে প্রকার ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি তন্ন তন্ন করিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যায় কোন রূপে বোধ হয় না যে ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার অব্যাহত রাখা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। পিণ্ডদানাদি দ্বারা যাহা

হইতে মৃত ধনির অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, ধর্মশাস্ত্রকারেরা অগ্রে তাহারই ধনাধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পুত্র মৃত ধনী তাঁহার পিতা ও পিতামহাদির পিণ্ডদান করে, এই নিমিত্ত সর্বাগ্রে তাহার অধিকার। ব্যভিচারিণী মৃত স্বামীর পিণ্ডদান করিবে সে আশা নাই।

"সর্বৈর্হি ধর্মযুক্তাভ্যামৃণবানর্ণবান্ ধনং ধর্মেণ ভজতাং জ্যেষ্ঠোঽপি তমতাগৎ কুর্বীত" এই আপস্তম্বচন উদ্ধৃত করিয়া দায়ভাগকার লিখিয়াছেন "আপস্তম্বস্যায়মর্থঃ পিত্রা যেনৌর্দ্ধদৈহিকস্য কর্মণোঽসংস্কৃতঃ মৃতঃ শ্রেষ্ঠোঽপরোবেদপারগইতি পুত্রায়োনরকাৎ ধনাৎ ত্রায়তে পিতরং মুক্তইত্যাদি বচনেন পুত্রকর্তৃকতয়া মহাফলশ্রুতেস্তৎকর্ম যেনমৎ ধনমর্হতি মৃতস্তদকুর্বতঃ মুক্তোবেতনং। "আপস্তম্ব বচনের অর্থ এই, অসুপনীত পুত্র পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম করিলে যেরূপ হয়, বেদপারগ অপর ব্যক্তিতে করিলে সেরূপ হয় না, ধনাধিকার সেই কর্মের বেতন স্বরূপ। অতএব পুত্র যদি সেই কর্ম না করে সে ধন পাইবে কেন? "তদেবং পুত্রাদিভি র্মৃতঃ প্রভৃতি পিতুঃ পংক্তৌ কোটিতম.হাপকারনিষ্পাদনাৎ মৃতস্য তস্য চ পার্ব্বণবিধিনা পিণ্ডদানাৎ পুত্রাদর্থং তদ্ধনং মৃতমেবোপকরোতীতি ন্যায়প্রাপ্তং পুত্রাদীনাং স্বামিত্বং শ্রুতং তথোপকারকরেনৈব ধনসম্বন্ধং মনুরপ্যাহ। জ্যেষ্ঠেন জাত মাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব সতস্মাদস্য মর্হতি। তস্মাদিতি হেতুপন্যাসাৎ দায়ভাগপ্রকরণেচ পুত্রাদীনাং নানাবিধ পিত্রাদ্যুপকারকত্বকীর্তনমসা ধনদানপ্রয়োজনকত্বাৎ উপকারস্মারণের ধনসম্বন্ধোমনোরনুমতইতি গম্যতে।

[illegible] দি. জন্ম অবধি পিতার পরলো[illegible]
গমিত মঙ্গলোপকার করে এবং পার্বণ
ইত্যাদিতে পিণ্ডদান করিয়া থাকে,
এতঃ ধন পুত্রাদিগত হইলে তাহাতে
হতের ঔলকার সম্ভাবনা, অ তে, অতএব
পুত্র ধন ধনাধিকারের বক্তা যে
ছলি ও প ওয়া যায় তাহা যুক্তিবিরুদ্ধই
হইয়াছে মনুও ঔপকার সম্বন্ধ ধনাধি
কারের ব ব করিয়াছেন ইত্যাদি।

পাঠকগ। দেখুন শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ
হইবেই ব ত হেন যিনি পিণ্ডদানাদি
দ্বারা পর লোকে সুখের উপকার করি
বেন তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, আর
যিনি তাহা ন করিবেন তিনি ধনাধি-
কারী হই বেন না ধনাধিকার সম্বন্ধে
শাস্ত্রকারের এত খাঁটা আঁটি করি-
য়াছেন, এবং ধনাধিকারের পর
তাঁহারা পরুষার আশা করিয়া কোন
রূপ, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত নহে।
ধনাধিকারী হইব ত তার পর যদি কোন
পুত্র বিপর দ্বারা হয়া পিতৃদানে বিমুখ
হয়, তাহারও সংস্থান থাকিবে, শাস্ত্র
কারদিগের ইহা অ ভমত, কেহই ইহা
প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ধনাধি
কারের ন য় উপকার সম্বন্ধ লইয়া মতভেদ
ব্যবস্থা যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত
নহে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর
ধনাধিকারের আনর্থক্য। পুত্র অসার্মিক
হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অ'ধ
কারহু ত হইতেছে, তখন পত্নী বিলক্ষ
ণাধর্ম্মিণী, এবং অধিকারিণী থাকিবে,
ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনু
মোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পারত্রিক উপকারের
প্রাধান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন
ঐহিক কাল বিষয়ক কার্য্যেই যেমন পারি
ত্রিক কার্য্য, তাহাদিগের তদ্রূপ

সেবনাৎ। অনিশ্রয়াদ্যেতিহ্যাপাৎ নঃ
পতনসংজ্ঞিতং। মনুষ্য বিহিত কর্ম্মের
অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবন এবং
ইন্দ্রিয়দমন এই পঞ্চপ্রকারে পতন
প্রাপ্ত হয়। পুত্রপাদি নিবিষ্টাদের অপতন
সম্বন্ধেই যোজনা। দ্বিজাতিকর্ম্মণো
ব্যাপ্তিঃ পতনং। দ্বিজাতিকর্ম্ম শ্রৌতং
অগ্নিহোত্রাদি স্মার্ত্তমষ্টকাদি তেষ্বোহাপি
ধনধিকারঃ, ইহ দ্বিজাতিগ্রহণং প্রাধা
ন্যার্থং শূদ্রাদেরপি বাক্যান্তরেণ পতনী
জাতিত্বাৎ। যোজন পক্ষে শ্লোকের
এই অর্থ হইয়াছে, শ্রৌত স্মার্ত্ত দ্বিজাতি
কর্ম্মে অনধিকার। প্রকৃতে দ্বিজাতি শব্দ
প্রাধান্যার্থ গৃহীত হইয়াছে শূদ্রাদিরও
ঐরূপ বাক্যান্তরে পতিত হয় এই রূপ
করিত হইয়াছে। যেমন বলিয়াছেন,
"যৎ স্মার্ত্তমভিধানস্য পাপং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতঃ।
তন্নাশায় নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা কর্ম্ম
ত্রিরাবৃত্তীরিতি। বিধেঃ প্রাথমিকাবৃত্তাৎ
দ্বিতীয়ে বিহিতত্ব স্যাৎ। তৃতীয়ে ত্রিরাবৃ
ত্তোক্ত-চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" এই
সন্ধি না করিয়া যদি একবার পাপ কর্ম্ম
করে, তাহার পণ্ডিতেরা তাহারই এই
নিষ্কৃতি বলিয়াছেন। পাপক্ষয়ের প্রাথ
মিক অনুষ্ঠানের যে বিধি বলা হইল,
দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে তাহার বিহিত, তৃতীয়ে
বিহিত চতুর্থে নিষ্কৃতি নাই। এতদ্বারা
সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, যাহা
দিগকে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিতে,
অন্য কর্ম্ম করে অধিকার থাকিল না। যদি
কর্ম্মকার্য্যে অধিকার না রহিল যাজ্ঞবল্ক্য
পত্নীর পিণ্ডদানাদি দ্বারা ভর্ত্তার উপকার
দ্বারে অধিকার রহিল না, সুতরাং তাহার
যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা শাস্ত্রকারদিগের
অভিপ্রেত ইহা কখনই সম্ভবে না। ইহা
যেতে না। যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে যে অধিকার
দান করিলেন, তাহার পরই [illegible]
[illegible]

সমারাংশ্চাপরেহ'ন্যাদ্যাদ্ভির্যাদ্ভিরাদিশেৎ। অর্থ-
দান দ্বারা বশ করিয়া মাতামহের যাহাদিগকে
ইচ্ছা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে পরদিবসে
তাহার আদ্ধের মাত্র প্রদান করিবেক
তাহাকে আর কিছু দিবে না।

বিদ্যারত্নমহাশয় কি এই সকল শাস্ত্র
হইতে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে যে স্ত্রী
স্বামি সম্পর্কিত একবার ঔদ্ধদেহিকী
হয়, যাজ্ঞিকারিণী হইলেও সে অধিকার
হইতে বঞ্চিত হয় না? দ্বিজাতিকর্ম্মাদি
করিবার নিমিত্ত বিবাহ করিলে, কন্যা
দানাধিকারিণী হইবেন না? এতে সর্ব্বোচ্চ বিচার ক্ষমতা
আছে। তাঁহারা অবিচার কি সে অবি-
চার করিয়া কি কি বেদ? স্বামীদিগের
কথা এই তাঁহারা শাস্ত্রকারদিগকে এরূপে
বদ্ধ করেন কেন? যাজ্ঞিকার নিবন্ধন
অবশ্যই হয়, যদ্যপিও শাস্ত্র নাই
তাঁহারা যেন একথা বলিতে পারেন।

কোন কোন সমাজের অল্প সংখ্যক
বিদ্বদ্বাহিরের অতি বদ্ধমূল হইয়া তাঁহা
দিগের সমস্ত বিচারপতির মতে অনুমো
দন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমোদন
করুন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি।
আমাদিগের দুঃখ এই যে তাঁহারা যোগা
যোগ বিচার করিতে পারেন নাই।
যাজ্ঞিকারিণী হয়ও শাস্ত্রসম্মত। যে ব্যক্তি
যজ্ঞের মন্ত্রে প্রতিপাদিত হয়, সে ব'লে
আমার আমিত্বকরে, আমার উদ্দেশে যি
করণ দ্বারা যজ্ঞে [illegible] তাহার উপরে, যজ্ঞ
ফলের যেরূপ স্বামিত্ব সেরূপ স্বামিত্ব
সেই যে [illegible] তাহার
আমার [illegible] তাহার
[illegible]

ক্র ি ক্ষত এ না ি আমাদি ক্র নয়
ী চ ে ত্রা বিধবা ধর্ম্মের প্রতি উপ
দ্রবে ে অ শঙ্কা ক রিয়াছেন, তাহা
ে ধ ক্ষুণ্ণ হে কি সহজে স্বপ ব
ব ে ছ ম ঘোষণা করে ? যদি বল
ে ে ে

খণ্ডের প্রথম প্রবেশ দ্বারের প্রধান প্রধান আসে পুরা কক্ষা ও উত্তর কক্ষা প্রাপ্ত হয় বলে, সেখানে খুঁজিলে আরও ... কি পেতে পারে যে প্রধানী ... । যে বিষয়ে সংশয় কি? মনুষ্য ... সহজ করিয়া কয়েকটের উপরে ... ন যদি আর ভূমির উপরে ... র মূলের যে উদ্ভেদ হইবে, ... মাত্র সন্দেহ নাই। অবর্ষণে ... ম আর বৃদ্ধ করিবার যদি ... ন হইয়া থাকে, তাহাতেও ... এখনও অনেক ভূমি পতিত ... এবং অনেক ভূমি এমন জঙ্গল পূর্ণ হইয়া আছে, সেই সকলের

[illegible] কেহ কেহ এমন আশঙ্কা করেন যখন ভূমি যতদূর আবাদ হইয়াছে ... , তখন শস্য যতদূর বৃদ্ধি হইবে এবং যেমনও অপূর্ব ... হইবে।

[illegible]
এখন উপায়
কায়েম সাধারণের ... প্রকার

প্রধানী প্রস্তুত হইয়াছে ... যদি এতদ্দেশের সকল প্রজাকে দ্বারা বাজা হয়, তাহা হইলেই ... কর্ম সম্পন্ন হইবে। ... সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা পাঠ করিলে মধ্যে সম্পূর্ণ ... সম্ভাবিত নহে। এই প্রস্তাবে তাহার ... র্ণের সর্ব্ব স্থান সমস্ত ... ন করেন ... র এই ইচ্ছা। কিন্তু এই এক বিষয়ে সম্পন্ন হইবার নয়। কারণ যুক্তি ... ও সংক্রান্ত বিষয়ের আর বঙ্গদেশের ঠেকার ও কোন উপায় করে, কোন ... ছুরা হইয়া দেশের বা ... ের ... বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে কি নিমিত্ত ... হইতেছে না, এ সকলের অনুসন্ধান ... ই মুদ্রিতেছে। তাঁহারা কতকগুলি ... সংস্কার, আছে, কৃষিপ্রজার ... রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত

হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু পার্থ সংস্কার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তাঁহার মূলমন্ত্র কাবের কারণ প্রস্তুত হইতেছে না? এ বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা থাকে। এখন সময়ে ... পাইলে হয়। এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। এদেশে যে উৎকৃষ্ট সেতম প্রস্তুত কাষ্ঠ জন্মিতে পারে এবং ঐ সকল কাষ্ঠ এতদ্দেশের যাহারা কাষ্ঠ ব্যবসা করে তাহাদের অপেক্ষা ভাল হইতে পারে, তাহা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহাতে ব্যবসায় কার্য্যের ভার অধিক হয় এ বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন পাটের ... সম্বন্ধবিষয়ে এবং ... পাট সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা ... হইয়াছে। কমিশনরগণ বারাণসী, বাঙ্গালোর, ওয়ার্দা চুনাভাটা ও বম্বোলেয়ের কিয়দংশ দর্শন করিয়াছেন। এত অল্প সময়ের ... পাট হয়, ও যাহা চতুর্দ্দিগস্থ ... এত অল্প সময়ের ... এবারে। অতএব কমিশনরগণ পাটের ... উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন ... এমন ভরসা করিতে সন্দেহ আছে কিন্তু এই একটী উপকার হইয়াছে ... এবং এ বিষয়ে ... সতর্ক হইবেন ... এই সম্পর্কে ... হওয়া ... আমাদের ... সন্তোষ করিতে হইয়াছে

... সংক্রান্ত ... পাটে ... প্রকাশ হইয়াছে ... বিষয়ে ... ইউরোপে "হ্রাসের ... অনুমান করেন ... করিলে এইটুকু আবশ্যক পরিমাণে ... উহা একটী প্রধান ... হইবে ... তাঁহার এ সকল বিষয়ে সকল ... হয়ে, সকল ... কথা আমাদের ...

প্রকাশকর্তারা ইউরোপ যাত্রার পাই? তাঁহারি আদর্শ ক্ষেত্র উপস্থিত করিয়াছেন, আছে, তদনুসারে কার্য্য-প্রণালী স্থির হয়েদের লোকের সহজে সংশয়ে আরোপ করেন না। একমাত্র কর্ম দর্শনই ইহাঁদিগের উৎসাহের উদ্দীপক। অন্যান্য বিষয়ের প্রায় সকল বিষয়েই আলস্য ও ঔদাস্য আছে। তাঁহাদের ইচ্ছার প্রায় কোন কার্য্য প্রস্তুত হয় না। কাজ প্রায়শঃ হয় না যা প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। হয়ত এটী দৃষ্টান্ত এই শক্ত হইতেছে। কালকাতার ... হই ক্রোশ মধ্যে ... হয়, কিন্তু বাজার পূর্ব্ব পারের ... কখন এই প্রস্তাব ... পরীক্ষা করিবেন না

[illegible]

আমি কালি রাত্রি পাঁচ ... শুনী ... ও রাজধানী ... সংবাদ পত্র দেখা এ বিষয়েই সমাধা হয়া ... হইয়াছে। যাহাদিগের বিশেষ বিদ্যা ... ই, পদার্থ ... , পদার্থাধারের যোগ ... নাই, তাহারাই ঐ "ভয়ঙ্কর বিষয় এত ঘেঁটিয়া কাঁসা লইয়াছে। ঐ ... যে সাহেব মধ্যে আমি ... প্রস্তাব লিখেন ও সম ... পত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, কিছু ... পক্ষে আড়ম্বর ... হইয়াছে। ... যে ... কিছু না ... কিন্তু ... গ্রন্থ ও সংবাদপত্র লিখিতে ... দেখেন। এমন ... কিছু কাগজ ও ... কমিতে পারি ... কি মন্দ হইল, তাহার কি ... লিখে ... ও ... র ... ও ... [illegible]

অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ বা সংবাদ পত্র তাঁহাদিগের নিকট বলিয়া বোধ হইল না। অতএব তুমি দুরিয়া আসিয়া আমাদিগের সহৃদয় পাঠকবর্গের সময় নষ্ট করিতেছ কেন। এখন আমাদিগের বক্তব্যটী ব্যক্ত করা গেল। এ দিন আমাদিগের হস্তে এক খানি নূতন গ্রন্থ বা সমাচার পত্র উপস্থিত হইবে, সে দিন মিথ্যা কিন্তু আমরা যখন সেই গ্রন্থ বা সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসি তখন আমাদিগের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হয়। এই কথা মনে হয় বাঙ্গলা ভাষার কপাল কি মন্দ, যাহাদিগের কোন বাঙ্গালা নাই, তাহারাই লেখক হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাটী 'বিকলিনী' সংস্কৃত, এ কথা এখনে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতএব সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গলা গ্রন্থ বা সমাচার পত্র প্রকাশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে উহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু চমৎকার এই, যে সকল ব্যক্তি কখন সংস্কৃতের ত্রিসীমায় গমন করেন নাই, তাঁহারাই প্রায় বাঙ্গলা লেখক হইয়াছেন। লেখকদলে কতকগুলি ইংরাজীওয়ালাও প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কৃত জ্ঞান না থাকাতে আর একটী মহা বাঙ্গলা দোষ ঘটিয়াছে। ভাষাটী ক্রমে ইংরাজী হইয়া উঠিতেছে। এখন আমরা কয়েকটী উদাহরণ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। সহৃদয় পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। একজন ইংরাজী ওয়ালা বাবেন সাহেবের বিষয়ে লিখিয়াছেন "রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যথার্থ চারী, তিনি প্রজা বর্গের চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা শাসন কর্ত্তার ক্ষমতা রাখিতে চাহেন, সকল বিষয়ে তিনি নিজের ইচ্ছা প্রচুর করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা বুঝাইয়া দিলে তিনি ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন, আমরা তাঁহার প্রমাণ পাইয়াছি ইত্যাদি।" আমরা যাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইনি ১২ বৎসরের অধিক কাল সংবাদ পত্রে লিখিতেছেন, তথাপি ইহাঁর এই লেখার দশা।

না সংস্কৃত জানেন না, কখন সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু ইংরাজীতে বিলক্ষণ বুৎপন্ন। এই কারণেই ঐরূপ লেখা পাণ্ডিত্যটা হইয়াছে। আর এক জন ইংরাজী ওয়ালা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে "এ দেশীয়েরা অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুকে গ্লানিসূচক মনে করেন এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু লইয়া আন্দোলন করিতে মনে ভাবি বেদনা পান। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি উচ্চ করিয়া তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের অপমৃত্যু প্রকাশ করিবেন না ইত্যাদি।"

এখন এক খানি নূতন গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দি পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন। গ্রন্থকার একটী মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন

"বেদোক্তানাঞ্চ কর্ম্মাণি পরিহায়দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ও আত্মোপাসনাতে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম রূপ যত্ন করিবেন।

এখন পাঠকবর্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করুন এরূপ প্রস্তাবের উদয় কি? ঐ সকল ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষার অমিষ্ট করিবার বাঙ্গলাদেশের যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করিতেছেন অতএব উহাঁরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই। উহাঁরা যেপ্রকার অপরাধী, শিল ভরত হইলেই উচিত হয়। কিন্তু আমরা সে দণ্ডের অনুরোধ করি না। তাহা হইলে একটী ভ্রূণ হত্যা পড়িয়া যাইবে। যাঁহারা মুরব্বি ভুটাইয়া যৎকিঞ্চিৎ অন্ন করিয়া খাইতেছেন, তাঁহারা মারা পড়িলে বিশেষতঃ

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাদিগের এ সকল বিষয়ে যে মূলম স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে। পাঠকগণই একটী উপায় চিন্তা করুন।

—•—

লোণ পুষের তাবদর।

সোমপ্রকাশ হইতে এই তাবদরটীর জন্মপাত হয়। সোমপ্রকাশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সোমপ্রকাশের শুভাশুভ চিন্তায় ন্যায় ইহারও শুভাশুভ আমাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান বর্ষে ইহার আয়ব্যয় বৃত্তান্ত দর্শন করিয়া একান্ত প্রীতি লাভ করিলাম, পাঠকগণও উহার অংশভাগী হউন। এ বৎসর এ তাবদরে গড়ে ২১৪৲ টাকা মাসিক আয় এবং ৫৪৲ টাকা মাসিক ব্যয় ও ১৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গড়ে প্রতি মাসে যত চিঠি ও সমাচার পত্রাদি আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া গেল। আমদানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৫১০, রেজিষ্টরি ৩৫০, সাবস্ক্রিপ্সন পত্র ১১০ রেজেষ্টরি ১৩৯, সংবাদ পত্র ৭৫ বহি ও অন্য অন্য কাগজ পত্র ১১ ইত্যাদি। রপ্তানী টিকিট দেওয়া চিঠি ৩১০ রেজিষ্টরি ৪১০ সাবস্ক্রিপ্সন ১৭৫ রেজিষ্টরি ৬৫ সংবাদ পত্র ১৮০০ ইত্যাদি।

আমরা এই তাবদরটীর আমদানী ও রপ্তানী চিঠি পত্রাদি ও তন্মূলক আয় ব্যয় দর্শন করিয়া যেমন সন্তোষ লাভ করিলাম, তেমনি একটী বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলাম। এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের বেতন অতি সামান্য ১৫ টাকা মাত্র। এখানে যেরূপ আয় হইতেছে এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টারের অন্ততঃ ২৫ টাকা বেতন হওয়া উচিত। এখন যিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার বিষয়ের শৃঙ্খলা-

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

[illegible]

এবার ৩০০ হুবডিলেট সিবিল লাবিস পরীক্ষার্থির মধ্যে ৬২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২১ প্রথম ও ৩৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ন্যায় ইংলণ্ডেও অন্ধদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অন্ধেরা এ বিষয়ে শিক্ষা করিতে এবং শিক্ষা দিতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের তুল্যক্ষম হইতে পারে সন্দেহ নাই। এক, ব্রিজ কাবেল সাহেব সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। কাবেল-সাহেব অন্ধ। উক্ত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষকগণ কিও অন্ধ?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সর চিচার্ড টেম্পল সিমলা যাইবার পূর্ব্বে নেপাল হইয়া যাইবেন। অওয়াধস্থদিগের রাজস্ব বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার জন্য নেপালে যাওয়া হইতেছে না কি?

আমেদাবাদে একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। এ নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ আবশ্যক। সকলে অনুমান করিতেছেন, গুইকবার এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবেন। এক্ষণে গুইকবারের নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন বোধ হয় এ অনুমান বিফল হইবে না।

অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে প্রভুশক্তি ন্যস্ত হইলে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে সেদিন কলুটোলা থানার দারোগা দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে। দারোগা বাবু শিবচন্দ্র আচ্যকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমকোন হ্যায়?" তিনি "আমি হ্যায়" এই উত্তর দেন, এই তাঁহার অপরাধ। দারোগা সাহেবের ইহা সহ্য হইবে কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যষ্টি গ্রহণ করিয়া গালা গালি দেন এবং তাঁহার অবমাননা করেন। ইহার ২০০ টাকা জরিমানা এবং পদচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে।

৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার।

জাপান গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কয়েকটী বন্দর খুলিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইর গবর্ণর সর পি ওড হাউস অন্যের অনুকরণীয় একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার মহাবলে ঘরে গমনে যে ব্যয় হইবে তিনি বলিয়া ছেন, সে ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না, তিনি নিজে দিবেন। এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসন কর্ত্তৃগণের একান্ত অনুকরণীয়। ইহাঁদিগের ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা পারীরিক সুখের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাহা তাঁহাদিগের নিজের দেওয়াই কর্ত্তব্য। নিজে নিজে ব্যয় দিলে পর্ব্বতবাসের প্রতি প্রজার তত আপত্তি থাকে না।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, লুসাই যুদ্ধের জন্য যে যেরূপ করা হইয়াছে উক্ত যুদ্ধে যত পুলিস কর্ম্মচারী গিয়াছিল তাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাবে ১৬৮১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৭ বসন্তে এবং ১২১১২ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়। বাঙ্গলাদেশে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব নাই বটে কিন্তু ওলা উঠা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

গত ১০ ই এপ্রেল কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌতে যে মালগাড়ি যাইতেছিল উন্নাও ষ্টেসনে উপনীত হইবার পূর্ব্বে উহার দুই খানি গাড়ি সমুদায় জব্যাদির সহিত পুড়িয়া যায়। ঐ গাড়িতে উৎকৃষ্ট বিলাতি কাপড় ও কাশ্মীরী শালই অধিক ছিল। যায় গেল তার গেল। সহজে পুড়িয়া যা যায় এই সকল দ্রব্য রাখিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির সেই রূপ গাড়ি প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য।

গত সংক্রান্তি দিবসে রাণীর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্য অপরাহ্ণ ৫ টা ২০ মিনিটের সময় লার্ড নর্থব্রুক অবরোধ বিস বেরিএর সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে এদেশীয় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা রাজপুরুষ সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ নর্থব্রুকের সহিত কথোপকথন করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে টাঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়। নর্থব্রুক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এক্ষণে তিনি টাঙ্গ সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কত দূর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবেন বৎসরের শেষ না হইলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। লার্ড নর্থব্রুককে দেখিবার জন্য বোম্বাই ও কলিকাতা বেঁষা লোক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তথা হইতে লার্ড নর্থব্রুকের প্রজা বাৎসল্যই পরিচয় হইতেছে।

৫ ই বৈশাখ বুধবার।

পারস্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মির্জা মালকম খাঁ পারস্যরাজ্যে পেন্সনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল তাঁহার পক্ষে প্রতিভূ হইতেছেন।

গত ৮ ই এপ্রেল আলাহাবাদ হাইস্কুলে সর উইলিয়ম মিউর এলাহাবাদের যে সকল ইংরাজী ও সংস্কৃত পারসী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া থাকেন, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে আহ্বান করিয়া সাম্বৎসরিক পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকদিগকে ১৫০ এবং ছাত্রদিগকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০০ হইয়াছিল। পঁচিশজন ছাত্রের মধ্যে ৫০ টাকা পারিতোষিক বিতরণ অবশিষ্ট হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার প্রাতে এলাহাবাদ জেলখানার নিকটে একজন মুসলমানের ফাঁসী হইয়াছে। এ ব্যক্তি একটী বালককে হত্যা করিয়াছিল।

কেশব বাবুর স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রীকে বিজয়কৃষ্ণের ছাত্র মাসিক ৮ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সারাণসীতে বসন্ত ও ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা একটী মুসলমান বিবি মকদ্দমার বিষয় লিখিয়াছেন তিনি বলেন, দেরাদুনের অন্তর্গত খাসিলি স্কুলের শিক্ষক তাঁহার কতকগুলি ছাত্রের নামে এই বলিয়া ম্যাজিষ্টেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতে বলিয়া তার প্রমাণ করিয়াছে

...ছুটি হয়। ঐ শিক্ষকটী আমাদিগের কাছে ...পাঠশালার শিক্ষকদিগের ...হইবেন।

৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

...৫ এপ্রেল তেজু হইতে টেলগ্রাম ...আসিয়াছে, ডাক্তার ম'ডলুফ তথায় ...গিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইংলণ্ড এ ...কলিকাতায় যেরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ...সেরূপ প্রায় কোথাও কোন বিদেশীয় ...ব্যক্তি সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা করিতে ...অনেক দেশেতে তিনি জাহাজ হইতে ...নামিতে অবসরই পান নাই। ফ্রান্স হইতে ...ডাক্তার ম'ডলুফ এ আমাদিগের প্রজাপুঞ্জেরা ...অধিক অপরে যাহাকেও তখন তাঁহারা আপ-...নার দেশে বিদেশীয়া বলেও ভাব ...হইতেন।

...পুরে'র রাজা অজগতি বিদেশে রাজা ...ও প্রজার হিতার্থে আপনি এবং ...তাঁহা করিয়াছেন।

আমরা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত ...ধর্ম্মের ঘরে, কেহই আপনার বিদেশীয়ের অভ্যা-...চার দিয় করিয়াছেন, এখনে কিন্তু সমাজ ...ধর্ম্মের শ্রীপোষ কঁহাতে পাওয়া যায় না-...বিয়া দেশস্থাদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ...করিয়েন। কেহ যদি উহা অবার্থ-প্রতি-...ভাবে, হৃদয় যাঁহারা সাইব ...তে যে কিছু উচ্চতর আশা ছিল সেসমু-...দায়ের লোপ করিয়া মায়াজাল বিষময় ফল ...প্রসবিত করিবে। আমরা স্বাধি অবাক্তাল ...লোই শিক্ষক, কিন্তু তাঁহাদিগের চাই-...তেছেন ধর্ম্মের সংস্কারিদের ন্যায় তাঁহাদি-...গের ভাব হইতেছে না।

...একজন প্রধান ...ছিলেন। ...কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? ...ধর্ম্মের ...ধর্ম্মের ...করিতেছেন। ...ধর্ম্মের ...ধর্ম্মের ...ধর্ম্মের

হাবড়ার আয়রণ্ডেশীয় শেখ আবদুল নামক এক ব্যক্তিকে তদ্দেশীয় ইস্তাবুলীয়ে বিবাহ করেন। ইহার বিবাহ করিতে কোন জাতিই প্রায় বাকি ছিল না। ইহাতে এরূপ কতগুলি সাক্ষী আছে?

সম্প্রতি পালর্মেণ্ট মেজেষ্টে পৃথিবীর গবর্ণমেণ্ট সমূহের ব্যয়ের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সংখ্যা গুলি দেওয়া হইতেছে। উহা কোটিরূপে গণ্য হইবে।

ইংলণ্ড ৭১০, ফ্রান্স ৩১০ রুশীয় ৩৪৫, অষ্ট্রিয়া ৩০১, স্পেন ২১১, তুরস্ক ১২৪, হলণ্ড ৮০ পোর্টুগালে ৬৪ বেলজিয়ম ২৭ গ্রীস ১৮, স্বেডিস ১৩, ডেনমার্ক ১২ অর্ডন রাজ্য সমূহ ১৭৩, ইউনাইটেড ষ্টেসস ৮৩ আমেরিকার অন্যান্য দেশ ১৩৯, আফ্রিকা ১১, ভারতবর্ষে ১০৮ জাপান ২০ অষ্ট্রেলিয়া ৩৮। সমুদায় ধন সংখ্যা ৪ হাজার কোটির উপর হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৶—১০২।৶০
৪	"	কোং	১০২৷—১০২৷৶০
৪৷	"	"	১০১—১০৬।০
৪৷	"	"	১০৫—১০৫৷০
৮৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷৶০
৫৷	"	"	১১০৷—১১০৷৶০

৮ ই বৈশাখ শনিবার।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় লার্ড নর্থব্রুকের বিশেষ ট্রেণ আলাহাবাদে উপনীত হয়। সর উইলিয়ম মিউরের সহিত ... সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

কমিশনর সেক্সপিয়র সাহেবের স্মরণার্থ ফণ্ডে ৭৪৭৯ টাকা উঠিয়াছে। মাদ্রাজের মাজা প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে হর্ডিঞ্জহস্পিটালের জন্য যে ৬ ছয় সহস্র টাকা দেন সেই টাকা ঐ ফণ্ডে যোগ করা হয়। এটী সকল প্রস্তাবই হইয়াছে। এই রূপ ... চিরস্থায়ী হয়।

২৯ এ এপ্রেল ... নীয়স সম্রাট উইলিয়ম তাঁহার প্রধান সেনাপতি মলটকি ও প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক সন্টপিটর্সবর্গে গমন করিবেন। তাঁহাদিগের এ গমনের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রুশিয়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া রুশীয়ার সহিত মিত্রতা করিতেছেন রুশীয়ও যদ্য আসিবার জন্য সইয়া ব্যস্ত এজন্য রুশীয়ার সহিত মৈত্রী বন্ধনে বদ্ধবান হইয়াছেন।

উপরগরের মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাদিগের কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আমরা ভাহাদিত হইলাম, গড়পারে ওলাউঠা হইয়াছে এই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা চতুর্দ্দিগের মর্দ্দামা পরিষ্কার পচা পুষ্করিণীর সংস্কার দুর্গন্ধ জল তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য্য করাতে পীড়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এ'ম পরিষ্কৃত থাকিলে ওলাউঠার যে শান্তি হয় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—ডর্বিসটি এসসল এবং ই জি, বর্ক সাহেব বঙ্গদেশীয় ফাইনান্সিয়ল ভুক্ত হইয়া এদ বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে ফ্রান্সে ৭৫ সহস্র আর ১০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন।

মাড্রিড ১১ ই এপ্রেল—বার্সিলোনার অবরোধ অবস্থা কোন পরিবর্ত্তন নাই। বিদ্রোহীরা পুনরায় বাহির হইয়াছে কাল্লহরা পরাস্ত হইয়া ... সৈন্য সংগ্রহ করিতে পলায়ন করাতে উহা ৮৭ ... সৈন্য হস্তে হইয়াছে।

... লোনা নগর ... একজন সুদক্ষ কাপ্তেন ... নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শান্তি স্থাপন করিবেন বলিয়া ... করেন।

... ১৫ হইয়া ২০ লক্ষের ... ৪৪১ টে।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল প্রাডষ্টোন কার্লিসলের চ ... বিষয়ে যেরূপ ভাব ... হয় তাহাতে সংবাদ পত্রসমূহ ... যোগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল—সর ... ২৪ এ এপ্রেল বোম্বাইয়ে উপনীত ... রোম হইতে টেলিগ্রাম ... একণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

এডেন ১৩ ই এপ্রেল— ... ৩ই এপ্রেল মাকোলে ... এপ্রেল মক্কা যাত্রা করেন ১২ ই এপ্রেল তথায় উপনীত হন

লণ্ডন ১৪ই এপ্রেল—ডব্লিন ... হাবিয়ার কারাগার হইতে ... পাইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই এপ্রেল—ইংলণ্ডের ... ডিস্কাউণ্টের হার সমান ভাবেই ... ।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল বৈদেশিক ... হইতে যে মেইল ২১ এ মার্চ্চ ... হইতে ২৪ এ মার্চ্চ যাত্রা ... এই তারে সে উহা লণ্ডনে ... ছে।

লণ্ডন ১৫ ই এপ্রেল। অষ্ট্রি ... মফঃস্বলের ... সংগতে ... জাল করাই ... ।

সেই পত্র বর্ণ ১৫ই ... । ... পত্রে ... আরম্ভ হইয়াছে ... ... লণ্ডনে ... প্রকাশিত হইয়াছে, ... ভাব লিখিবে ... অন্যান্য ... ... করা ... এবং ... সেনার পর নবাবকে বন্দী করার ... করিয়াছেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই এপ্রেল। অসামের সহকারী কমিসনর বাহাদুর টি বি মিচেল সাহেব বামন্তপে ... দেন।

মজঃফরপুর নবপ্রসূত মেজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর শ্রীযুক্ত এডমণ্ড ষ্টেড সাহেব ... সাহেবের ... ...

...ধ্যায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হই...
...বং মফঃস্বলে বিস্তর দেওয়ানী ফৌজদারী...

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ... বাবু কালীকৃষ্ণ বসু মহাশয় বদলী হইয়া ঝিনাইদহে গমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত ... বি, এল, সবডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মেহেরপুরে আসিবেন।

শ্রীযুক্ত ... বাবু মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বদলী হইয়া ঝিনাইদহে গমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ... বি, এল, ঝিনাইদহের সবডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, তিনি বদলী হইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ... বি, এল, সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ... বাবু মেহেরপুরে বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ... বি, এল, মেহেরপুরে বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ... বি, এল, ঝিনাইদহের সবডেপুটী কালেক্টর বদলী হইয়া আসিয়াছ

এখন কেবল হিন্দু স্থানে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বদ্ধ রাখিলে কাজ হইবে না, দেশের বাহ্যে ন্যায় ইংরাজি সমাজে পেণ্টুলন্ ও হিন্দুসমাজে পট্ট বস্ত্র পরিধান হইবে চাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপবীত সহ উপবস্ত্র ও ভবিভাব অবলম্বন করিয়া সভ্য পৃথিবীতে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন বলিতে পারি না, কেবল বাহ্য দ্বারা মূলভাবের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৩। সাবোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাঘবচন্দ্র সিংহ সেদিন আসিয়াছিলেন। একদিন সীতানাথ ঘোষের বাটীতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছিল, সীতানাথ ঘোষ প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত বন্ধুদিগের আতা হয় বিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘোষ হয় সেদিন সন্তুষ্ট দর্শকগণের হৃদয় কথঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল। সীতানাথ ঘোষের মঙ্গলার্থে বিশেষ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

৪। গত হোলির সময় অত্রস্থ দেশীয় সেনার কয়েকজন ইসবোর সহিত ছাউনীর কোতোয়াল ও পুলিসের আর কএক জনের সহিত বিবাদ ও মারা হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব কোতোয়ালের নামে কান্টন্‌মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করাতে তাঁহার এক মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। শুনিলাম ইহাতে কোতোয়ালের তত দোষ ছিল না, তবে ছাউনীতে সৈন্যগণের উপর আইনের প্রভাব বড় লাগে না। এই জন্যই কোতোয়াল দণ্ড প্রাপ্ত হইল।

৫। যে হত্যাকারী কাশ্মীরি পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল কএকদিন হইল তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

৬। এখানকার জজসবর ও ডেপুটী কমিসনর উভয়েই ছুটী লইয়া বিলাতে চলিলেন। তাঁহাদের পদে নূতন লোক আসিয়াছে।

৭। ষ্টেটরেলওয়ের জন্য পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ও পঞ্জাব রেলওয়ে অপেক্ষা সংকীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত হইবার হুকুম হইয়াছিল এবং সেইরূপ প্রস্তুত হইতেছিল, সংপ্রতি তদ্বিপরীত বিলাত হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ রাস্তা অন্যান্য রেলওয়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়, ইহাতে খরচেরও বৃদ্ধি হইবে, একেবারে যতদূর খাটি করিয়া কার্য্য করিলে অনর্থক খরচ যাবে না।

৮। এবার এখানকার মধুরমটা ভাল করিয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম অনেক গুলি ভাজিয়া (গঁওয়া) হইয়াছিল এবং সমারোহ ও কম হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে যে দুই সম্প্রদায় আছে এখানে তাহাদের মত বিবাদ বিসম্বাদ দেখিলাম না। এ সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের সহিত এ উৎসবে মিশিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে উপাসনার নিয়ম প্রভৃতি যেরূপ দেখা গেল, তবে ইহাদের মধ্যে শুষ্কতা ও কঠোরতা অধিক লক্ষিত হইতেছে।

৯। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যজ্ঞোপবীতধারী পুত্রের সহিত অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ইহা পূর্ব্বতন বন্ধুদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি, বর্ণাশ্রমের মতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সভ্যতা সম্পন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকট এরূপ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা তাঁহার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। "পুরাতন মদ্য কি নূতন বোতলে শোভা পায়।"

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সকলেই বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা কার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য আর নাই কিন্তু আজি কালিকার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহার ন্যায় সহজ কার্য্য দ্বিতীয় নাই। লেখা পড়া না শিখিলে কেরাণী হওয়া যায় না, কিন্তু মনে করিলেই অনায়াসে একজন চিকিৎসক হওয়া যায় বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় এটী একটী ঘেওড়াসিস ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মূর্খ অর্দ্ধপক্ক লোক অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় না পাইয়া শেষে এই ব্যবসায় অবলম্বন করে, গবর্ণমেণ্ট এপিডেমিক নিবারণার্থ বহু চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু ইহাঁদিগের এক একজন এক একটী এপিডেমিকের তুল্য। এক এক এপিডেমিকে যত লোকের মৃত্যু হয়, এই দলের দ্বারা মৃত্যু সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে এই সকল যমকিঙ্করের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন না, এক্ষণে যে মেডিকেল কালেজের যে সকল উত্তীর্ণ ও উপযুক্ত ছাত্র নানা স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অর্থলোভে চিকিৎসা ব্যবসায়ের এক মাত্র লক্ষ্য নিবেচনা না করেন, এই দলের কতক প্রাদুর্ভাব কমিবার সম্ভাবনা নাই। যে কারণে আমরা অদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম তাহা এই--

ইণ্ডিয়াপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি উক্ত গ্রামে একটী ঔষধালয় খুলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি এই বৎসরে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যান্য সাধারণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সহিত ইহার একটু বিশেষ আছে। ইনি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন ভাল পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়াই যে আমরা ইহাঁর গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নয়, ইহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অমায়িকতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণ গ্রাম দর্শনে আমরা একান্ত বিমোহিত হইয়াছি। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাণ তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নয়, এই কারণে অনেকে বিনা চিকিৎসায় অথবা হাতুড়িয়ার চিকিৎসার অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এতদ্দর্শনে কাতর হইয়া অমৃত বাবু এই নিয়ম করিয়াছেন, এক টাকার অধিক দর্শনী লইবেন না, এবং সমস্ত মূল্যে ঔষধ দিবেন। শুদ্ধ এত নয় যে সকল ব্যক্তির অবস্থা নিতান্ত মন্দ বিনা ফিজিটে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। আমরা যে শুনিতেছি তিনি সময়ে রোগী পাইলে প্রাতঃ, সায়াহ্ন করিয়া যাইবেন। ইহার উদ্দেশ্য ও

রোগীবর্গের পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে ইহা পরবাদে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার চতুরের [illegible] পরদার এক কোণ কোন স্থলে ছিন্ন পরদার এরূপ ঘুচি কি না সাত আনা সোডাগোরু দিয়া গেছে। ইহাঁর কার্য্য এখানে বর্ণনীয় এই প্রতীয়মান হয়, পরলোকগত ইহাঁর ঘুচিকুশল সংবাদপত্রের প্রধান লক্ষ্য, অর্থোপার্জ্জন আনুষঙ্গিক মাত্র। এক ষোড়শ ঘুচির মূল্য ছোট আনা ধার্য্য করা, গড়ায় লইয়া যাইতেছে, ১০ মিনিট পরে ঘুচা বসিবে, তাহা ৫ মিনিট পরে ফিরিয়া ঐরূপ ঘুচিয়া পরসা লওয়া অথবা ইচ্ছা করিলে পাঁচু ঘুচিয়া লওয়া ব্যতীত না করিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ অমৃত বাবুর এই সদনুষ্ঠানের অনুসরণ করিলে এই আবাদিগের ইচ্ছা। এক্ষণে অমৃত বাবু অবশ্য না গিয়া এই স্থানে আসিবার যে যাতায়তের টাকার সাধন করেন ইহাই আবশ্যক।

শ্রীঃ—

—০—

সম্প্রতি পরীক্ষিত হইতে এই আদেশ হইয়াছে যে চন্দ্রকোণা ঘুচিতে ঘাটাল সহর যাইবার যাহার রাস্তাটী পাকা করা হয়। ঐ রাস্তাটীর ধারে ধারে ইট সাজান হইয়াছে। ইট প্রস্তুত করিবার ব্যয় এ ভাই সাধারণকে ভোগ করিতে হইল না। ঘুচিটাল চন্দ্রকোণায় ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অথচ ঘুচিতে রাস্তাটীও দু মাসিক ৫ হস্ত প্রশস্ত; ইহা দুই ধারা পাকা করিতে অন্ত ইট ক্রোশ ঘুচিল, এ নিমিত্ত এ'টিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মহাশয়ের ঐ ঘুচিল অধিক ব্যয় হয়।

সোমপ্রকাশ।

ঘোড়াসাগর পুর্ণ ঘুচিয়াছে ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ বাকী। পূর্ব্ব অংশকোর্টের অধিকাংশে এক পরিখা আছে। কিছুদূর পরে দ্বিতীয় পরিখা। দ্বিতীয় পরিখার দক্ষিণদিকে প্রাচীর, চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার ঘুচিয়াছে ঐ দ্বারে ৫ হাত সাজান থাকিবে। তাহার পরেই সৈন্যদের ব্যারাকবাটী। তাহার পর তৃতীয় পরিখা। তৃতীয় পরিখার পরে দুর্গপ্রাচীর। এই প্রাচীরের মধ্যে অস্ত্র শালা ইত্যাদি ছিল। ব্যবহার-মন্দির, দেবমন্দির পুষ্করিণী প্রভৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। মৃত্তিকা মধ্য হইতে এক দেব মন্দির বাহির হইয়াছে। ঘাটীর নীচে যে একটী ঘুচিটী বাহির হইয়াছে, তাহা কি ছিল সহসা বুঝে যায় না। অনুমান হয় গুপ্ত-দ্বারাগার হইবে। কেন না তাহার ভিতি ৫ হাত প্রশস্ত। পরে ঘুচকাদারি, দুর্গদ্বার ঐ প্রবাদ ভিত্তি ৫ ঘুচিটী। এই সকল ও অন্যান্য ঘুচিটীর বহির্ভাগ একজন ঘুচের সহযোগ করিতে। এই সকল একটী প্রাচীর ঘুচিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় দেখানে ঘুচিটী ছিলেন। এটী বড় বড় প্রাচীরের সকলের পরিবেষ্টিত। পর্যবেক্ষণ [illegible] একটী পুরুষ আছে।"

এই যাত্র সংবাদ ঘুচিয়া যায়, সকল রাজী [illegible] দেখিবার ঘুচিয়া দেখ দিয়াছে।

[illegible] ঘুচিয়া [illegible]

[illegible] ঘুচিয়াছে।

[illegible] ঘুচিয়াছে, [illegible] ঘুচিয়াছে, [illegible] ঘুচিয়াছে। [illegible] ঘুচিয়াছে। [illegible] ঘুচিয়াছে। [illegible] ঘুচিয়াছে। [illegible] ঘুচিয়াছে।

[illegible] ঘুচিয়াছে।

[illegible] ঘুচিয়াছে।

[

চুরি হয়। তাহাতে প্রায় ৮০০।১০০৲ শত টাকার দ্রব্য চুরি যায়। পুলিস তদারক করিতে আসিয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাতেই চোরেরা সাহসী হইয়া আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার সময়ে এক মহরার বাটীতে চুরি করে। তাহাতেও পুলিস কোন কাজই করিতে পারেন নাই। এই দুই চুরিতে চোরদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তাহারা একপ অল্পতোভয়ে রাত্রির যে কোন সময়ে যথা ইচ্ছা চুরি করিতেছে। গত ২রা এপ্রেল বুধবারে এই ভালুকা গ্রামে দুই বাটীতে এক কালীন সিঁদ দিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী বাড়ী ইষ্টক নির্ম্মিত। উক্ত রাত্রেই এই গ্রামের নিকটস্থ একটী পল্লীতে এক কর্ম্মকারের কোটাতে সিঁদ দিয়া তাহার অনেকগুলি দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। বিস্তর খুজে অবগত হইলাম যে উক্ত চুরির ২ত্রে হরকরার অধীন ভাক্তারখোলা নামক আর একটী গ্রামে এক কলুর বাটীতে সিঁদ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই চোর ধৃত হয় নাই। যে ৩ রাত্র অবধি গ্রামের মধ্যে এক রাত্রেই চারিটী সিঁদ হয় এবং কোন স্থানেই চোর ধরা পড়ে নাই সেখানকার পুলিস কেমন কার্য্যদক্ষ তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

গ্রামে মধ্যে মধ্যে পুলিসের লোকেরা চৌকিদারদিগের কার্য্য দেখিবার জন্য রাত্রে বেড়াইতে আসিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা আসেন না। চৌকিদারেরা এক্ষণে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন গৃহে নিদ্রা যায়। কখন রাত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কেবল অনর্থক চৌকিদারি টাক্স দিয়া আসিতেছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিসের কার্য্যের কোন তদারক করেন এমত বোধ হয় না। তাহা হইলে আমরা হরকরার এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও কেন চোর ভয়ে এত ভীত থাকি। মাদৃশ লোক আমাদের এক্ষণে নিবেদন যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং যাহাতে আমরা নিজসম্পত্তি লইয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারি তাহা করিয়া এই চৌর পীড়িত দুখী প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণ করেন।

ভালুকা
২৭ এ চৈত্র } একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ

গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় সমূহে বায়ুসঞ্চালন করা (টানাপাখা দেওয়া) যে আবশ্যক, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা যে কেবল সুখসেব্য বিষয় এমত নহে, ইহা গ্রীষ্মজনিত পীড়া হইতেও রক্ষা করে। অনেক বিদ্যালয়ে টানাপাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা দুরদৃষ্ট বশতঃ কলিকাতার সন্নিহিত এই বাঘাকপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভাগ্যে তাহা হয় না। এক্ষে অপরিসর গৃহ ও বহুছাত্র সমাগম, তাহাতে আবার বিদ্যালয়ের এতও মার্ত্তণ্ডের দুর্ব্বিষহ উত্তাপ। ইহা যে কতদূর অসহনীয় ক্লেশাবহ, ও অনিষ্টজনক তাহা বোধ করি, পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ছাত্রগণ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় ছটফট হইয়া দুঃসহ গ্রীষ্ম নদে দগ্ধ হইতে থাকে, ইহাতে যে কতদূর অস্বাস্থ্যোৎপাদনের সম্ভাবনা, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এস্থলে কেহ অনুযোগ করিবেন না যে, এই বিদ্যালয়ে টানা পাখা নাই। এখানে ৩।৪ খানি টানা পাখা কলিকাতে একপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, যে সহসা দেখিলে কে বিবেচনা করিবেন ইহার কার্য্য হয় না? কিন্তু ইহা যে ঔষধালয়ের "শো বটলের" ন্যায় কেবল দর্শনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহা অগ্রন্থ ছাত্র ও শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও অগোচরগম্য নহে। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন, যদি ঐ টানা পাখাগুলির কার্য্য না হইল, তবে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? যেন সকল বর্ষণ না করিয়া কেবলমাত্র গগন সুশোভিত করিয়া রহে, তাহা হইলে কি বৃষ্টিও চাতক সুখের ব্যাঘাতজন্য নিবারণ হয়, কদাচ নহে।

অধিক দুঃখের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এমন কি অপরাধী যে, তদ্রস্থ ছাত্রগণের নিমিত্ত এই টানাপাখা সঞ্চালিত হইবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা মনোযোগ করেন না দেখিয়াই আমরা গবর্ণমেণ্ট দ্বারে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপসংহারকালে সেই মাদৃশের প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট সেই দুঃসময়ে টানাপাখা গুলিকে টাঙ্গিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া তদ্রস্থ ছাত্রগণের মঙ্গল বিধান করুন।

৩রা বৈশাখ
১২৮০ } একান্ত বশম্বদস্য
কস্যচিৎ ছাত্র সা
বাঘাকপুর।

সেদিন বাঘপুরে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা ২ টার সময় রাইপুরের দক্ষিণ দেশের এক খানি গৃহে অগ্নি স্পর্শ করে। বিগত বর্ষায় যথোচিত পরিমাণে বারি বর্ষিত হয় নাই বলিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যে এক একটী পুষ্করিণী ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। সেইজন্য জলও একটু প্রবলবেগে ধাবন করে। সুতরাং মনুষ্য হস্ত বিকল হইয়া যায়। নানা উদ্যোগেও অগ্নির প্রচণ্ডতা কিছুমাত্র নিবারণ হইয়া উঠে নাই। একে একে সমস্ত গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাইপুর গ্রামখানি কিছু সামান্য নহে। যে পাকা গৃহগুলি আছে তৎসমুদায় ভিন্ন প্রায় তাবৎ গৃহই অগ্নিমুখে পতিত হইয়াছে। বিশেষ পরম্পরায় জানা গেল, অনুমান চারি শত গৃহ অগ্নিসম্পর্শে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদ্বিবরণ যে কত কষ্টে হইয়াছে তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। স্থূল মোটামুটি হিসাবে দেখা গেল ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক লোকের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন কথা হইতেছে এমন অবস্থায় প্রজার দুর্দ্দশা মোচনে গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর হওয়া বিধেয় কি না। আর কিছু দেখা বা গবর্ণমেণ্টের সহ্য হওয়া দূরে থাকুক কতদূর সঙ্গত তাহা এবম্বিধ পত্র সংলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

রাইপুর গ্রামখানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অল্পজলাশয় উপকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান হইতে বৈশাখ-মে মাস কাল এই

প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ১ম ফল এই হইয়াছে যে হাইপুরকেই সভা করিয়া ১ লক্ষ টাকা ২ বৎসর হইতে চাঁদা দেওয়া এই সভা যাহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। এই অল্প সময় মধ্যে কত যে লোক [illegible] হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। যে লোকগুলি জীবিত আছে, তাহাদিগকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে। তাহারা ক্ষেত্রে [illegible] দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পলিসে [illegible] যাহার এক দাক্ষিণ্যও হাইপুরে দেখা যায় না। ইহাদের যাহা কিছু ন স্থান ছিল সমুদায়ই গঙ্গা ও ঐর যাহে ব্যয়িত হইয়াছে। এমন স্থলে হিতৈষী সর্বসাধারণ সভ্য কর্তৃক প্রেরণকর, তাহাদিগের পাঠকবর্গেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা সম্প্রতি শুনিতে পাইলাম, হাইপুরের অধিকাংশ প্রজাই নিরাশ্রয় নিঃস্ব তাহাদের কিছুমাত্র সংস্থান নাই। বর্ষা সমাগতপ্রায়। গবর্ণমেণ্ট যদি [illegible] দিগের উপায়ান্তর নাই। আমরা কোন বিষয়েরই অযথাযথ বর্ণনা করিতেছি না। এসময় একজন প্রধান কর্তৃপক্ষ যদি গ্রামে আগমন করিয়া গ্রামের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলে আমাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়।

এখনে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। হাইপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই [illegible]। 'মনাতী কার্পাসের বহুল প্রচারের সঙ্গেই তন্তুবায়দের ব্যবসায় [illegible] করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কৃপাদৃষ্টি না [illegible] তাহাদের যে কি দশা ঘটিবে, তাহা [illegible] স্থির করিতে পারি না।

যে যে কারণে অনেকগুলি গ্রাম হাইপুরের [illegible] এবার্ডটী সংগ্রহ করিবেন, তাহার [illegible] নাম, ঠিকানার নিকট [illegible] করিব। [illegible] করিয়া তাহাদের [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ [illegible]

হাইপুর
বালা [illegible]
ঝেরা [illegible]
[illegible] বৈদ্যবাম

—১০২—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৪ই এপ্রেল।

স্থানের নাম	[illegible]	ফুট	ইঞ্চ
		৭	১
[illegible]		৫	৩
[illegible]		২	
[illegible]		২	৯

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ই এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৭	১

বহরমপুর ১৪ই এপ্রেল ১৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি, ই, ষ্টেইন এসষ্টি কিউটির ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল সিরায় ডিবিজন

মূল্য ধার্য্য।

আমরা কলমতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ পর্য্যন্ত লোম প্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বাঁশবাড়ীয়া ঘোপাড়া।	১০
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

লোমপ্রকাশ সংক্রান্ত [illegible]

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

[illegible] যে [illegible] লোমগুলি [illegible] হইবে। ৫ [illegible] ধার্য্য হইয়াছে। [illegible] প্রতি [illegible] ৩০ টাকা, [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] হইবে না। [illegible] ইহার [illegible] [illegible] দিবার [illegible] [illegible] লোম [illegible] [illegible] [illegible]

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

২৪ সংখ্যা।

প্রবন্ধরত্না প্রকাশিনীয়ং যাবতীয় সম্বন্ধনী স্মৃতিমন্তরী ন ভবিষ্যতি

প্রতিমাস মাশুল সমেত প্রতিমাস বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
প্রতিমাস ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত প্রতিমাস বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১ নং লাট। চৌদ্দ অন্বেষণ মল্লিক বাহির উবাপিত বাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রভৃতি যা দর ম মীরবিশেষ ডিক্রীর তমস্থুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ৭৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুন ই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারী নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুরব ষ্টেবন নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তোজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহারের বাহার সনস তহিব ১৯০৯৯।৵৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দাবিকের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পদ্মনাথ সংপতির যাপিত বাহা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রভৃতি বাহির মীর বিশেষ রেজিষ্টারি তমস্থুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ সালের ৮ আইন অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন অনুসারে নীলাম হইবেক, পুলিস ষ্টেবন সবর রেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাজার পরগণার মহাল ফোকেদা বাজার ১নং অফিস্ ৩৫৪২১০ টাকা ঐ মহালে দাখিলের যে কিছু স্বত্ব সত্য আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

মৎস্যধরা নাটক।

বহুবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে সেমষ্ট্রেস প্রেসে, লপ এস ডি বোলারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাবিলাসনন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও গ্রন্থিত বিউটোবিংহা পত্রিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ বুক ম্যানেজার ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

আর্য্য বেদ সার সংগ্রহ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। যদি শহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা সমস্ত মন্ত্রের মেসে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

মেয়ার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর বস্ত্র শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
কি অব্যাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
রোগ নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৫৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷০ আনা উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ছুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার বিদ্যোৎসাহ ষ্টেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবৎ

রোগের যাবোয় চিকিৎসা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ও নিবারণোপায়, গুরুবৎসার চিকিৎসা গ্রন্থ ও অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সংযোগকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৬ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

কলায় এবং। বিলাতিকা যোগের চিকিৎসা মূল্য। এক এক খণ্ড চিকিৎসা গ্রন্থ লইয়া অবলম্বন করিলে এক রোগীর যথেষ্ট ৮০ জনকে বাঁচান যাইতে পারে।

৩ মেডিসিন মেডিকেল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা, ত্রৈমাসিক বার্ষিক মূল্য ৬ ডাক মূল্য ১ সেত ৩ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য /০

৫ ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (বটীকা) ৵০

৬। কুইনাইনের প্রয়োগ-প্রণালী /৯০

এই তিন খানি ডাক্তারি গ্রন্থ আমার উক্ত দুই চিকিৎসালয়ে পাওয়া যায়।

—০—

মাদ্রাজ বামাবোধিনী যাজনা

অফিস।

বাসে ১০ টাকা মূল্য এক টাকা ডাক মাসুল সহিত কলিকাতা উত্তর ইটালী চিকিৎসালয় ৫৮ নং ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

ঐ গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।

—০—

সংপ্রণীত বাঙ্গালা পুস্তক যাহাতে বাঙ্গালা, বাঙ্গালী সকলের অকপটাদি উপসর্গ রোগে বাঙ্গালা চিকিৎসা এবং শরীরের রক্তোৎপত্তি (সংস্কৃতভাষা ব্যতিরেকে) প্রভৃতি, পরে বাঙ্গালাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ে। সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১।০ টাকা।

ডাক্তার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪৫ নং, ১৮৭৯
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু মুক্তারাম, এম এ মহিম প্রণীত ভারতবিজয়ী বীরপুরুষ শ্রীমন্ত শ্রীমন্তের পুস্তকালয়ে [illegible] পাওয়া যাইবে। মূল্য এক টাকা ছয় আনা মাত্র ডাক মাসুলাদি /০ আনা।

শ্রীযুক্ত

আনন্দ। [illegible]

—০—

বিদ্যের পুস্তক, সাধুবাক্যের মুক্তিক।

কলিকাতা অন্তর্গত বিদ্যোৎসাহিনী পুস্তকালয়ে ৫৮ নং শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০

ঐদ্বিতীয় ভাগ /০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কবিকঙ্কণ পুরাণ সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার সম্পূর্ণ সংস্কৃত ১৷৷০

সংবাদপূর্ণ। মূল্য এক টাকা।

শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সহিত ১৫ খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালানুবাদ সহিত ২

ভবানন্দী (ঐতিহাসিক নবন্যাস) ২৷০

শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কালঙ্কার কৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৫ পেজি ১২৫ ফরম, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইষ্টসিক্লপিডিয়া প্রাইমারি এম এ, বি এল কৃত ৩ নং ভবনের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ভবনের অর্থ পুস্তক সমুদায়ে যাবদাধিপত্যে ২৫ পঁচিশ টাকা। ডিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

খাঁটিবেল নীলের নং ১ নং ২ রোজ নীলের নং ১, ২, ২ নং ৩ নং ৪ এই সকল ভাল ভাল নীল, অর্ডার পুস্তকের সঙ্গে পুস্তক সমুদায়ের 'দাম' মূল্য এই কয়টি টাকার টিকিটে পাঠাইলে বীমার মাসুল লাগে না।

শ্রীযুক্ত

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

৫৮ নং ১০৬ নং ভবন ইটালী চিকিৎসালয়।

—০—

ধাত্রীবিদ্যা পাঠার্থি ছাত্রদিগের প্রতি।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে যে সকল ছাত্র ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার নিকট আসিলে আমি তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিব। ইতি

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ক' এম। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵ সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকট পাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কস্যচিৎ

—•—

সপ্তাহিক সংবাদপত্র।

—•—

১৭ ই বৈশাখ।

ক লিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাপুর লেন সপ্তাহিক সংবাদপত্র ৭০। ৮০ পাতা সমস্ত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ ইহাতে পঞ্জিকা জাতীয় সংবাদ বহু বহুল বাজার সমাচার সংগ্রহ শিক্ষা বৈষয়িক সাধারণ জ্ঞান ও মজাদার বিষয় ইত্যাদি থাকিবে সাধারণের উপকারার্থ এমন বিষয় প্রকাশ করা প্রধান উদ্দেশ্য। অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩ টাকা।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

—•—

ভদ্রাসন বিক্রয়

হুগলি জিলার অন্তর্গত বলাগড় থানার অধীন চিংড়ার সামিল ৭৬ নং মৌজা আবাদী ৯ বিঘা ১৫ কাঠা ১৫ ধুর ভদ্রাসন পতিত ১৫ বিঘা ১৫ কাঠা ১৫ ধুর সমেত ১৫৫/৵ মাল চিহ্নিত ইমামবাজার শ্রীযুক্ত ২২ কলা ৩ ১৯ ধুর ভদ্রাসন পতিত বন্দে বস্ত আছে ঐ ভদ্রাসনের পূর্ব্ব ১ টি ঘাট ও ১ টি খাল পশ্চিম ১ টি ঘাট ও ১ টি খাল আছে এবং ঐ ভদ্রাসনের পূর্ব্ব উত্তর কোণে ১ টি ইষ্টক নির্ম্মিত ১ টি ঘাট ও ১ টি খাল আছে ঐ ভদ্রাসন ১ মাসের মধ্যে ১৫০ টাকা হইলে বিক্রয় করা যাইবেক ও তদুর্দ্ধ উচ্চ ডাকে ১ মাসের মধ্যে ১৫০ টাকা হইলে বিক্রয় করা যাইবেক। ঐ ভদ্রাসন ১ মাসের মধ্যে ১৫০ টাকা হইলে বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্র লিখিলে নিকট আদায় ৬৫৫৩৵
ঐ বন্দোবস্ত পত্তনী ৪০৩৪/৭
ঐ কবুলিয়ত ২৩২ /৬

ঐ শ্রীযুক্ত এন্ড সোমে উলাইচণ্ডীর মৌকুদ রেলওয়ে ষ্টেসন।

ভারত সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

১১৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে

লেখ্য বিষয়—ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি শিক্ষা রাজ সংস্কার ইত্যাদি।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক ৬ ছয় টাকা
ষাণ্মাসিক ৩।০
ত্রৈমাসিক ১ ,,
প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা মাত্র

প্রাচীন ভারত বন্ধু

ম ২৫ নং বটতলা লেন সোমবাজার

(১৮।৯)

১৭ ই বৈশাখ সোমবার।

ব ৩৮ ই ব ব ব ব ব ব ব ব
ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব
(৬)

আমরা গতবারে যে প্রশ্নটি করিয়াছি, যদি ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়া করিয়া মৃত ধনিপাশ্চাত্য ব্যক্তির উপকার সাধন করিবেন, তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, তিনি তাহা না করিবেন, তিনি ধনাধিকারী হইবেন না এবং ধনাধিকারী হইয়াও যিনি ধন স্বামির ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিমুখ হইবেন, তিনি অধিকার চ্যুত হইবেন শাস্ত্রকারেরা ধনাধিকারিদিগের সেই সেই কর্ম্মের বেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধনাধিকার যখন কর্ম্মের বেতন হইল, তখন কর্ম্ম না করিলে যে বেতন বন্ধ হইবে, তাহা কি সহজে বুঝা যাইতেছে না? যে কর্ম্মচারী কর্ম্ম না করে, সে তাহার বেতন কি পাইয়া থাকে? শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, পত্নী ধনাধিকারিণী হইবে যদি জীবিত পতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন "তথা দানে মতে"। স্ত্রীগাং স্বপতি দায়স্য উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিস্বং ন্যাস্বং এব চ। উপ

ভোগোপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদিনা কিন্তু শরীর ধারণের পক্ষে কারকত্বাৎ যেহেতু শোণিতভোগাভ্যনুজ্ঞানং এবং তদ্ধি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি ধর্ম্মং ধনাদিকমপ্যনুমতং, অতএব নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ বিক্রয়াপলবরক্ষণং অপহারশ্চ ধনস্বামানুপযোগে তদ্ধিত নারীগণ পতি ধনের উপভোগই করিবে, কখন ঐ ধনের অপহার করিবে না। উহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি করিয়া যে উহার উপভোগ করিবে, তাহা শাস্ত্র কারদিগের অভিমত নহে। যাহাতে শরীর রক্ষা হইয়া পারলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা পতির উপকার সাধন করা যায়, তাদৃশ ভোগই শাস্ত্রকারদিগের অনুমত। তর্দ্ধার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদির নিমিত্ত ধনাদিরও অনুমতি আছে। এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে, পত্নী পতিধনের অপহার করিবে না। যে যাহে ধনস্বামির পারলৌকিক উপকার সম্ভব না থাকে, তাদৃশ ব্যয়কেই অপহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় কিরূপ। ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে পত্নী পতিধনের উত্তাধিকারিণী হইয়া ঐ ধনে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ও অঙ্গচন্দনাদি ধারণ করিয়া গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া উপপতির সহিত আমোদ করিয়া বেড়াইবে, শাস্ত্রকারেরা তাহার মস্তকে ধন দিবার ব্যবস্থা দেন নাই পত্নী কেবল নাম মাত্র অশন বসন ভিন্ন কখন শরীর ধারণ করিয়া পতির পারলৌকার্থ নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই কি শাস্ত্রার্থ নহে? অন্য কোন দেশে ব্যবহার কি এরূপ অনুরূপ নয়? সতী বিধবারা যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? ব্রহ্মচর্য্য

দ্বারা পাঠের অধিকতর ভাবগ্রাহী সাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ত্রিবর্ষাদিকেই অষ্টবর্ষাদির অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম পাঠকগণ বাল্যকালের 'নয়শি' বিদ্যা একবার পাঠ করুন "বয় হ কাত্যায়ং"। অপুত্রা পরমং স্থানং পাণয়ন্তী যা দিবং। পুত্রীকা মহণা" আত্মাবাদো ঈর্ষ্যাযুক্ত " অপুত্রা বিধবা তদ্ভূতে থাকিয়া তাহার পরম পালন করিয়া মরণ পর্য্যন্ত বিদ্যে স্থির হউ পড় পড়ন বলা ইত্যাদি করিবে।

এ সকল বিচারপতিদিগের কি বিপরীত বিচার। কি অসম্ভব ব্যবস্থা। কেবল যে শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন নয়, পাশবিক ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা ও ধর্ম্মনীতির উপদেষ্টা, আপনাদিগের হইতে এই সকল। ইহাতে কেবল শাস্ত্রের অবমাননা করা হইয়াছে।

বিচারপতিরা যেমন বিপরীত বিচার করিয়াছেন, পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন। বোধ করুন, একজন বিধবা পাঁচবৎসর উদ্বাহিকাবিধী হইয়া একজন মুসলমানের সহিত ব্যভিচারিণী হইল। মুসলমানের সহিত ব্যভিচার করাতে [illegible] এরূপ অবিবাহিতা কন্যা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে কি মুসলমান তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারে? এ বিষয়ে কি কোন ব্যবস্থা আছে? যদি না থাকে তবে কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত

হারাদিরক্ত হইলেও যে পাতিত্য অন্যে ঘটবারে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

হারীতগ্রন্থে আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে "তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পতিত তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ। অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগ্যার্ত্তাস্তর্ভব্যাস্তে নিরংশকাঃ। নিরংশকত্বেঽপি পতিত তৎসুতব্যতিরিক্তাস্তর্ভব্যাঃ। তথাহ দেবলঃ। মৃতে পিতরি ন ক্লীবকুষ্ঠ্যুন্মত্ত জড়ান্ধকাঃ। পতিতঃ পতিতাপত্যং নিত্যং দায়াংশভাগিনঃ। তেষাং পতিতবর্জ্জংতুর্যাংশমিতরেষাং। পতিতপুত্রেণ তৎসুতস্যাপ্যুপাদানং পঙ্গুত্বোপরুদ্ধস্য পতিতত্বাৎ। তথাচ গৌতমঃ। অতীতব্যবহারান্ প্রাণাচ্ছাদনৈর্বিভূয়ুঃ অন্ধজড়ক্লীবব্যাধিতানীৎসাকর্ম্মিণঃ পতিত তজ্জাতবর্জ্জং। তত্র যাজ্ঞঃ। পিতৃঘ্নং পতিতঃ পুত্রো বন্ধ্যাদোষোপপাতিকঃ। ঔরসা অপি নৈতেঽংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পতিত তাহার পুত্র ক্লীব পঙ্গু উন্মত্ত জড় অন্ধ অচিকিৎস্যরোগার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধনের অংশ না দিয়া কেবল প্রাণাচ্ছাদন দিবে। পতিত ও তাহার পুত্রকে প্রাণাচ্ছাদনও দিবে না। দেবল তা ই বলিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইলে ক্লীব কুষ্ঠরোগী উন্মত্ত জড় অন্ধ পতিত পতিতাপত্য এবং প্রব্রজিত প্রভৃতি দায়াংশভাগী হইবে না। পতিত ও তৎপুত্র ব্যতিরিক্ত আর সকলকে অংশ দিবে। গৌতম কহিয়াছেন পতিত ও তৎপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ জড় প্রভৃতিকে প্রাণাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিবে। নারদ বলেন, পিতৃদ্বেষী পতিত নপুংসক ও উপপাতগ্রস্ত ইহারা ঔরস হইলেও অংশ পাইবে না, ক্ষেত্রজপুত্র ঐ সকল দোষ হইতে ইহার অংশ পাইবার সম্ভাবনা কি? আমরাও বলি ঔরস পুত্র যখন পাতিত্য ও উপপাতকাদি দোষগ্রস্ত হইলে অংশ পাইতেছে না, অংশ প্রাপ্তির পর পতিত হইলে যাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তখন স্ত্রী যে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

যাজ্ঞবল্ক্য ক্লীবপ্রভৃতির অপুত্র স্ত্রীর প্রাণাচ্ছাদন প্রসঙ্গে কহিয়াছেন "অপুত্রা যোষিতশ্চৈবাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ। নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ।" ইহাদিগের অপুত্র স্ত্রীরা যদি সাধুচরিত্র হয়, তাহা হইলেই ভরণ পোষণ করিবে, আর যদি ব্যভিচারিণী হয় দূর করিয়া দিবে। মহারাজ পত্নীভাব ক্রমেই ধনাধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত পরিণীত স্ত্রীর পত্নীভাব নাই, তাহারা কেবল প্রাণাচ্ছাদন পাইবে, কিন্তু প্রাণাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া যদি সৎপথে না থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। নারদ এই প্রসঙ্গে কহিয়াছেন, "রক্ষতি পত্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাজ্ঞাস্থাপিত যাসু চ।" যদি সৎপথে থাকে, তাহা হইলেই প্রাণাচ্ছাদন পাইবে, আর যদি সৎপথে না থাকে, প্রাণাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে। শাস্ত্রকারেরা অন্য স্ত্রীর প্রাণাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবার যখন ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের ভুলা ভ্রান্ত আর নাই।

জাতীয় সভা উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বিলাত আপীল হইবার চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন কেন? এ সময়ে তাঁহাদিগের মৌনাবলম্বন শোভা পাইতেছে না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগেরই প্রধান অধিকার। কেবল শাস্ত্রের উল্লেখ নয়, ব্যভিচারিণীরও বিলক্ষণ প্রশ্রয় হইতে চলিল, এ বিষয়ে যদি তাঁহারা কথা না কন কে আর কথা কহিবে।

কাবেল সাহেবকৃত জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষেত্রের দুরন্ত ব্যবহার।

কাবেল সাহেব স্বেচ্ছাচারিতা এমনি ভাল বাসেন যে যাহাদিগের হইতে সেই স্বেচ্ছাচারিতার অণুমাত্র ব্যাঘাত সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের উপরেও তিনি প্রসন্ন নহেন। দেওয়ানী বিচারপতিগণ সেই স্বেচ্ছাচারিতার অন্তরায়। এই কারণে তাঁহারা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। তাঁহার যদি সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত, বোধ হয় ঐ বিচারপতিদলের এত দিন লোপ হইত। শ্রেণী অথবা ব্যক্তিভেদ না করিয়া আইন অনুসারে কাজ করা বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতে অভিসন্ধিমূলিতার কার্য্য। পঞ্চায় যখন প্রথম অধিকার করা হয়, তখন তত্রত্য কর্ম্মচারিগণ কৃষ্ণতলে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া অনেক বিবাদের মীমাংসা করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়াছেন। এক খণ্ড ভূমি লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিবাদ হইতেছিল। মাজিষ্ট্রেটকে দেখিয়া দুই জনেই নালীশ করিল। তিনি নিকটস্থ দুই চারি জনকে ডাকিয়া মুখে মুখে প্রমাণ লইয়া একজনের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিলেন এবং তদণ্ডে অপর ব্যক্তিকে ভূমি দিতে বলিলেন। যাহার প্রতিকূলে আজ্ঞা দেওয়া হইল, সে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল, অমনি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দুই চাবুক লাগাইয়া দিলেন। "বিচার সুসম্পন্ন হইয়াছে" বলিয়া সে ব্যক্তি পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল। কাবেল সাহেবের মতে ইহাই উৎকৃষ্ট বিচার প্রণালী। তিন সহস্র বৎসর

পূর্ব্বে এই প্রকার বিচার-প্রণালী ছিল, কিন্তু " মুর্ত্তাদ " আইনে পৃথিবীর লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তনহওয়াতে এ প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে। অধুনাকার লোকের সংস্কার এই বিষয় তদ্রূপ পৃথক প্রকারের লোক এবং পৃথক প্রণালীর একজন। কায়েদ সাহেব পৃথিবীর সমুদায় লোক অপেক্ষা অধিক বুঝেন সুতরাং পৃথিবীর লোকে যাহাকে ভ্রান্তি বলেন, উঁহার মতে সেটী অযোগ্যতি। দুঃখের বিষয় এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেন নাই। কালিগুলা ইচ্ছা করিলেন যদি সাবতীয় রোমকের এক গ্রীবা হইত, তাহা হইলে তিনি এক আঘাতে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে পারিতেন এসেসের শাসন, বিচার ও সামাজিক অবস্থাগুলিতে আমাদিগের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সেই প্রকার অভিপ্রায়। কালিগুলা সমুদয় রোমককে বধ করিতে পারেন নাই, কায়েদ সাহেবও পঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না। শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে কেবল এই লাভ হইবে লোকে তাঁহা অত্যাচার বলিয়া আখ্যা দিবেন। পক্ষান্তরে বিচারপতিদিগের হাতে সমুদায় ক্ষমতা দিলে তাহা অধিক ফলদায়ক হইবে এবং সাধারণ বিষয়ের মীমাংসার ভার তাঁহারা বিচারাসনের মুখাপেক্ষা করিবেন, কায়েদ সাহেবের নিয়ম পরিবর্ত্তন করা [illegible] বিচারপতিদিগের [illegible] পড়িয়া [illegible] সমাজের [illegible]

[illegible] তাহা বেশী হইয়াছে [illegible] আসিয়াছে। [illegible] বিচারের কার্য্যে সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের [illegible] দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা দুইজন হইতে [illegible] পাইবেন। সেসনের গবর্ণমেণ্ট [illegible] সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের [illegible] সঙ্গে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উভয়ের মধ্যে [illegible] দূরত্ব [illegible] করিতে [illegible] সিবিলিয়ানদিগকে গবর্ণমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদ লাভ করিতে হয়। সুতরাং বন্দোবস্ত অনুসারে কোন সময়ে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের প্রভেদ থাকিবে? এ বন্দোবস্তের অনুসারে উপকার কিছুই হইবে না। কেবল ছোটার মতের পরের [illegible] হইতেছে। যদি উঁহার [illegible] সমর্থনের অপর উঁহারদিগকে মাত্র আছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি উঁহারা আর কত দিন [illegible] বন্দোবস্ত বাহাল করিতে [illegible] ফলাফল বিষয়ের সহিত [illegible] সেসনে আপীল আপিল না হওয়া অনুসারে [illegible] সমাজের [illegible] উঁহারদিগের সাহেবের [illegible]

বলিতে পারিবেন না। কিছু বলা সভ্যতা বিরুদ্ধ কার্য্য। বিশেষতঃ রুশিয়া যে দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কিছু বলিবার পথও রাখেন নাই। প্রথম, বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয় রুশিয় বন্দীগণের কারাক্লেশমোচন। ইহার উপরে কথা নাই। বাণিজ্য প্রিয় জাতি বাণিজ্যের উন্নতির কথা শুনিলে আনন্দ হইয়া পড়েন। উহার সহিত আর একটী বিষয়ের যোগ হইয়াছে। অনেকের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে রুশিয়া যুদ্ধ আসিয়ার অবলাভ করিলে তত্রত্য লোকেরা সভ্যতালোক সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন। তাহাতে পৃথিবীর অশেষবিধ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা আছে। ঐ কল্যাণ ভারতবর্ষজয়ে পরিণত হইবে কি না, তাঁহারা বিবেচনা করেন না। যুদ্ধঘটিত পৃথিবীর যে উপকার লাভ, তাহা প্রার্থনীয় নহে।

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষের অভিমুখে আগমন রুশিয়ার উদ্দেশ্য নয়। রুশিয়া যদি হীনবল ও ভিন্ন দেশের অন্যকার্য্যে বিরতস্পৃহ হইতেন, আমরা এ সিদ্ধান্তটীকে সঙ্গত বলিয়া গণনা করিতাম। ইংলণ্ড প্রতিপদে প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাপি রুশিয়া নানা ছল করিয়া স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সে দিন তুর্কমানদিগের দেশে ৩০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তুরস্কের সীমা লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষ হইবার আর একটী কারণ এই, রুশিয়েরা যুদ্ধদুর্ম্মদ, যুদ্ধ ঘটিলে জগতের যে অপকার হয়, তাহা যেরূপ বুঝিয়া ইংরাজ কাজ করেন, রুশিয়া সেরূপ করেন না। তাঁহার জিগীষা বৃত্তিই বলবতী। রুশিয়ার যে বার্ষিক আয় হয়, তাহার দুই তৃতীয়াংশ সৈনিক ব্যয়ে ও যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। ১৮৭২ অব্দে যে আয় ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে রুশিয়ার ৬৮০৫৬৫০৯০ টাকা বার্ষিক আয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সৈনিক ব্যয় ২১৪৫২৬১৮০ টাকা। মূল বলে ১২১৩২৫৯ সৈন্য সংগৃহীত হয়। ইহার চতুর্থ অংশ সৈন্যও যদি ভারতবর্ষে আনীত হয়, ভারতবর্ষস্থ সৈনিকবল তাহার নিকটে মুষ্টিমেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না তাহা নয়। ১৮৭১ অব্দে ভারতবর্ষের যে সৈন্য গণনা করা হয় তাহা এই, রাজকীয় ইউরোপীয় সৈন্য ৬১২৫৮ ইউরোপীয় আফিসর ২২৬১ এদেশীয় সৈন্য ১০১৮০১ সমুদায়ে যে ১১১০৪৭। ভারতবর্ষের সৈন্যগণ যদি রুশিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ইহারা উহাদিগের পরাভবে সমর্থ হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। উহারা সংখ্যায় ইহাদিগের অপেক্ষা বহুতর অধিক হইবে। মহাকবি ভারবি বলেন "প্রকর্ষতন্ত্রাহি গুণে জয়শ্রীঃ" যে পক্ষে বীর্য্য সৈন্য ও অস্ত্রবল থাকে, জয়লক্ষ্মী সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের বীর্য্য ও অস্ত্রবলের যে উৎকর্ষ আছে, রুশিয়দিগের সৈন্য সংখ্যার নিকটে তাহা হীন হইবে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণিয়েরা তাহার প্রমাণ। রুশীয় সৈনিকদিগের, রণনৈপুণ্য অধিক, তথাপি উহারা জর্ম্মণীয়দিগের সৈন্য বহুল বলিয়া তাহাদিগের নিকটে পরাস্ত হইল। তবে এক ভরসা এই, মহামতি লার্ড নর্থব্রুক সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূর্ব্বগত কোন কোন গবর্ণর জেনরলের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির গুণে সেই অপরাগ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। প্রজা অনুরক্ত থাকিলে শত্রু বল প্রবল হইলে, তাহার কৃতার্থতা লাভ দুষ্কর হয়।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই বৈশাখ সোমবার।

এ সপ্তাহে "ভারত সংস্কারক নামে" একখানি ও করদ পরিবর্দ্ধিত সাপ্তাহিক সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই ৭ ই বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম দ্বারাই উদ্দেশ্যের এক প্রকার পরিচয় হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে এখানি বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কাগজ ও মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দর হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

লার্ড নর্থব্রুক ১৮ ই এপ্রেল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। ইহঁার সিমলা গমন সংবাদ যে অর্থ ব্যয় হইবে, ইনি যদি সেই স্থানে বাসনিবন্ধন বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তিবিনিয়োগ দ্বারা প্রজার হিতসাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার প্রতিবিধান করেন তাহা হইলে তাঁহার সিমলা গমনে প্রজার আর তত অসন্তোষ থাকিবে না। অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় আমোদার্থ ইহঁার সিমলা বাস আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

(১) শ্রীযুক্ত বিহারিলাল নন্দি প্রণীত, কলিকাতা সিমুলায়, বাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৮ নং ভবনে বাণিজ্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০।

কাজ হইলে অনেকাংশে ধর্ম্মনীতির রক্ষা হইতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঘাটে-কোটে একটী দ্রুতমবিষ মজমদার নিপতিত হইয়া গিয়াছে। একটী বিধবা স্ত্রীলোক এই বলিয়া নালীশ করে, তাহার পুত্রের সহিত আর এক ব্যক্তির কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। তিনি ঐ কন্যাটী পাইবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যখন সম্বন্ধ হইয়াছে তখন ঐ কন্যা তাহার পুত্রের স্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সম্বন্ধ আর বিবাহ উভয়ই পুনা হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শান্তি-পুরের জমীদার বাবু ঈশানচন্দ্র রায় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার বয়স অধিক হয় নাই। তিনি অতি সচ্চরিত্র ও লোক হিতৈষী ছিলেন।

মাদ্রাজ এক্সিনিয়র বলেন, তথায় গ্রীষ্মা তিশয্য নিবন্ধন লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এই গ্রীষ্মে অন্যের কিছু না, হউক সম্পাদকের বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা ঘটাইয়াছে। তিনি কাম্বেল সাহেবকে পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বলিয়া লিখিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর অন্তর্গত করবার বেশিয়া জাতির যুবকদলে নানা রূপ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের বৃদ্ধি হওয়াতে উহাদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় এক সভা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন, কেহ এরূপ সমাজ অথবা নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। গত সপ্তাহে কয়েকজন যুবকের ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সহবাস অপরাধে সমাজচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত

আমাদিগের সমাজে যখন দলাদলির নিয়ম ছিল তখন এত যথেচ্ছাচারিতা ছিল না। এক্ষণে সমাজের আর সেরূপ আঁটা আঁটি নাই, লোকেও যার যা ইচ্ছা সে নির্ভীকচিত্তে তাহাই করিতেছে। গত শুক্রবার প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্সি জেলে ওয়াড ডিক্রুজের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মোরাদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "আমরা পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলাম যে, বীজ মাত্রেরই অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু একটী বীজ হইতে যে ২।৩ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম। এই মীরগোদা গ্রামে একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী নারিকেল হইতে ২ টী অঙ্কুর উদ্ভব হইয়াছে ও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় ২।৩ হস্ত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। বৃক্ষদ্বয় মোটা নহে। অপর মীরগোদার ২ ক্রোশ দক্ষিণে সমরিয়া নামক গ্রামে একটী নারকেলের ৩ টী অঙ্কুর হইয়া তাহাও বৃক্ষ ২।৩ হস্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।"

ফেরল টাইমস বলেন, গোয়ালন্দের পুলিসিগের অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া মহা ধুমধামের সর পি ওডহাউসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। বোম্বাইর টৈকুল্লা সভা তাঁহাকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ফ্রিয়র ত জানজিবারে কিছুই করিয়া আসিতে পারিলেন না যাইবার সময় এ উপাধিলাভ ওলি ছাড়িলেন কেন?

বারাণসীর কমিশনর সেক্সপিয়ার সাহেব বিদায় লইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন দিবার জন্য বারাণসী ইনষ্টিটিউটে এক সভা হয়। বারাণসীর রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নগরের মাননীয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় এদেশীয়দিগের নিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান লাভের ইচ্ছা করেন তাহাদিগের কর্ত্তব্য ইহাদিগের প্রতি সেক্সপিয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যবহার করেন, বলপূর্ব্বক সেলাম গ্রহণের কাল আর নাই।

বারিষ্টার এড, মিনেট সাহেব বিচার বিভাগের জন্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। উইলকিন্স সাহেব পঞ্জাবে গিয়াছেন।

১২ ই বৈশাখ বুধবার।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এপ্রিল মাসের একটী

মুদ্রণ বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড (ইহাতে বিবেচনা প্রভৃতি থাকিবে) এবং ৪।৫ খণ্ড (ইহাতে যে সকল আইন পাস হইয়াছে অথবা বিবেচনার্থ কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছে সেই গুলি থাকিবে) সিমলায় প্রকাশিত হইবে। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কণ্ট্রোলার জেনরল এবং ডাইরেক্টর প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন থাকিবে। সিমলায় সহিত রাজপুরুষগণের ক্রমে ঘনিষ্ঠতা দাঁড়াইতেছে।

রথার বর্ত্তমান রাজা গোপাল সিংহ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল মাকগ্রেগর দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বয়ং লাট মহাশয়ের নিকটে অভিযোগ করিবার জন্য কয়েকজন সংচর লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন "চমার এরূপ রাজা হইয়া থাকা অপেক্ষা গবর্ণর জেনরলের সহিস হইয়া থাকা ভাল।" রাজার উদ্ধতবাক্যে সুপরিন্টেণ্ডের সৌজন্যের যেরূপ পরিচয় হইয়াছে, বোধ হয়, অন্য কিছুতে এরূপ হইবার নয়। এই সকল মহাপুরুষ হইতেই বিদ্রোহাগ্নি ঘটনা হয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা রেজিষ্টরি করা সংবাদ পত্রের যে এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যার

ইংরাজী, ৪১ টী দেশীয় ইংরাজী। মাদ্রাজে ৩৫ ইংরাজী ১০ দেশীয় এবং ৩০ দেশীয় ও ইংরাজী। বোম্বাইয়ে ৩০ ইংরাজী ৬৩ দেশীয় এবং ২০ ইংরাজী ও দেশীয়। ঐরূপ পর্য্যায়ে উত্তর পশ্চিমের ১৮৩১৪, পঞ্জাবে ১০,২৩। মধ্য প্রদেশে ১।৩।২ ও

সিন্ধুতে ৮।৩। রাজপুতানায় ২ খানি দেশীয় এবং ১ খানি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র আছে।

১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৩০ ৬১০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪৪৭০৩০ টাকা হইয়াছিল। এ বৎসর ৭০২৭০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্রয় বিক্রয়ের প্রকাশ্যআড়ায় সকল উঠাইয়া দিবেন। হাজারিবাগ তীরবর্ত্তী মাকুন্দার শিখদিগের সহিত ঐরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বুশায়রের পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট পারস্য উপসাগরের আরব দেশীয় তীর প্রদেশে যাহাতে এই ব্যবসায় না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

গত ২২ এ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে লার্ড ও লেডি মেপিয়র সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সোলনে লার্ড মেপিয়রের গাড়ী ভাঙ্গাতেই এই বিলম্ব হইয়াছে।

দিল্লীতে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতার প্রতিমিধি পুলিস কমিশনর ওয়াডোপ সাহেব স্বীয় কার্য্যভার এচ, কক্রেন সাহেবের হস্তে দিয়া ৩ মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে দারজিলিঙ যাত্রা করিয়াছেন। যেমন নিয়ম আছে চিঠি পত্র সকল কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হইবে। তিনি ১৫ ই জুন পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন।

বোম্বাই অবজর্ভর বলেন, গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৬ জন পারসী মুসলমান বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন। দুই জনের সেকন্দ্রাবাদে এক জনের জবলপুরে এক জনের অলমরে আর দুই জনের বিকানিরে বিবাহ হয়। ইহাদিগের মধ্যে দুই জন এক কর্ণেলের কন্যা। উহাদিগের প্রত্যেককে এক এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ শুক্রবার।

পিরমিয়রের সীমান্বিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিরার আলী খিয়াটের সহকারী গবর্ণর আহম্মদ খাঁকে উচ্চপদ পরিত্যাগ করাইয়া কাবুলে আনিতে অধীকার করাতে সর্দ্দার আকুব খাঁ কলীয়া ও পারসীর সহিত যোগ দিয়াছেন।

সেক্টপিটর্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিবার খাঁ বোধ হয় কশীয়দিগের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না।

গত শনিবার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটী মল্লিকে দীনদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩ শত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও কয়কগুলি ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। দীনদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শনে কোন কোন ইংরাজী সম্পাদক চটিয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন একজন উড়িয়া বাটীতে যাইবে বলিয়া কয়েকটী টাকা লইয়া ইলুবেড়িয়ার এক খানি ষ্টীমারে উঠে। তথায় এক দয়ালু ব্রাহ্মণ উহাকে দুটী পয়সা দিয়া তীরে গিয়া জল খাইয়া আসিতে বলে। সে টাকা কয়টী সহিত কাপড়ের পুটলিটী ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে যায়, আসিয়া দেখে সে ব্রাহ্মণও নাই সে পুটলিও নাই। ব্রাহ্মণটী যোগ্য পাত্র বুঝিয়াই দয়া প্রকাশ করিয়াছিল॥

এবৎসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ১৬৫৫১১৭০ টাকা আয় ও ১৭১১০৮৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় অধিক চাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আকুব খাঁ পুনরায় পিতার অধিক চেষ্টায় ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই সংবাদে কাবুলের সকলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মুসলমান জাতির পিতৃভক্তির এই রূপ সংবাদ সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

বেরাগাজি খাঁর সীমার লক্ষ্মীসাগরায় যে মেলা হয়, এই মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে তথায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই মেলা গুলির দ্বারা বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই হাইকোর্টে বড় গোলযোগ ঘটিয়াছে। বিচারপতি কেবল এক দিবস বিদায় লইতেছেন, বিচারপতি লার্ড পদত্যাগ করিতেছেন, বিচারপতি গিবস গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ করিতেছেন।

সে দিন টালার সেসিয়নে ৫ জন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের ডাকাতি অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস আজ্ঞা হইয়াছে। ইহার পরীর [illegible]

লোকদিগের নিকট হইতে ঘরে আগুন দেওয়া ও হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত।

গত বৎসর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সংখ্যা ৫১৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৩৭০ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৫৫১০ টাকা দেন এবং স্থানীয় কণ্ড হইতে ১১২১৩২০ টাকা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের পনরীনা পিলে নামক এক ব্যক্তি বেলুচক্রে সংযুক্ত শিক্ষার উৎসাহ দানার্থ মৃত্যুকালে ২০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।—

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৶—১০২।৶০
৪	"	কোং	১০২৷—১০২৷০
৪৷	"	"	১০৯৷—১০৯৷৶০
৪৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷০
৪৷	"	"	১০৪৷—১০৪৷০
৫৷	"	"	১১০৷৶—১১০৷৶০

১৫ ই বৈশাখ শনিবার।

গত মঙ্গলবার লার্ড হবার্ট মান্দ্রাজ হইতে নীলগিরিতে যাত্রা করিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার রাজা বোম্বাইনগর হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আগামী মাসে জুনাগড় রাজ্যের উত্তরাধিকারীর বিবাহ হইবে। বিবাহে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার পর সন্তানাদি হইবার ব্যয় আছে।

গত কল্য বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদিগের যে সভা হয় তাহাতে মুদ্দ ও ভিন্ধা-উক্ত শত করা আর টাকা করদান হইয়াছে।

বোম্বাইর প্রভু সমাজের সভ্যেরা স্বর্গীয় দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগের সাহায্যার্থ কয়েক দিনের মধ্যে ২৪০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রবর্ণমেণ্ট দর্শনার্থ গমনের টিকিটের মূল্য চারি আনা করাতে দর্শকের সংখ্যা বিলক্ষণ হ্রাস হইতেছে। গত শনিবার ৫১৮৭ এবং রবিবার ৫৪১৭ ব্যক্তি টিকিট ক্রয় করে। যে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বোধ হয় এরূপ টিকিট বিক্রয় হইলে তাহার পুরণ হইবে।

পশ্চবর্ষীয় বিজ্ঞাপন।

মহামেধীয় পরিচ্ছেদের

আবেদনানুসারী,

বিরোধ।

মাননীয় ৺ দীনবন্ধু বিদ্যারত্ন।

৭ই এপ্রেল। শ্রীযুক্ত ডবলিউ ডি. এচ্ এস্, এ বি, ব্যারিষ্টর মহাশয় সমুখে বেঞ্চীতে উপবিষ্ট হইলে পুলিস ইন্সপিক্টরেরা আসিয়াছেন।

৮ই এপ্রেল। সৌদামিনী নাম্নী কোন বেশ্যার সহিত কাহার সম্বন্ধ জিজ্ঞাসায় ইন্সপিক্টর মহাশয় কহিলেন যে, সম্প্রতি ঐ বেশ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীযুক্ত এ বর্ণিন সাহেব অধ্যয়ন করিতেছেন। তাহাতে ইন্সপিক্টর সাহেব) অনুমানে ইহা বিবেচনা করিয়াছেন যে, ঐ সাহেবের সহিত ঐ বেশ্যার অবৈধ সম্বন্ধ আছে।

৯ই এপ্রেল। বাবু নিস্তারিণী সাহানী ৮/৯ ঐ বেশ্যার প্রতিবাসী সাক্ষ্য দিলেন।

সৌদামিনী বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য নহে।"

মাননীয় মহাশয় কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য নহে, তবে তুমি কি বলিতে চাহ?"

বাবু হরগোবিন্দ সেন রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইবেন।

মেহেরপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর কর্ব্বিন সি ভীর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, ডে লিবন্স কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বাবু হরকুমার রায় কিছুদিনের জন্য আলীপুরের একজন প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু চন্দ্রধরপ্রসাদ কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

১১ এ এপ্রেল। বাবু যদুচন্দ্র চক্রবর্ত্তি কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুডিসিয়ল সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ ই এপ্রেল বৈকাল। অদ্য ব্রিটিশ অধিকারের জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১০৩০০০০ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। সুয়েজ সমাজাতে খেত কাপ্তানের সহিত কাফ্রির একটী যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে। যে সকল কাফ্রি কোর্ট হাউস রক্ষা করিতে ছিল উহাদিগের দুই শতকে হত করিয়া ফেলা হইয়াছে।

পোপ ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, কিন্তু পরে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় গত কল্য তাঁহার অসুখ হইয়াছিল।

থার্ড এ বস অভ্যন্তরীণ কৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। টাইমস পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সর সাদুল্লা, মেডি বেকার এবং আর কয়েকজন ইংরাজ এবং পর্ত্তুগিজেরা দুর্বল হওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদিগের দ্বারা হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। সর সাদুল্লার মৃত্যু বিষয়ে ষ্টিওর্ট অথবা কয়েন আকিস কোন সংবাদ পায় নাই।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। আটিক উপদ্বীপের মুকদিগের সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতে রুশীয় সৈন্যগণ সীমা নির্ণয় করাতে রুশীয়ের সহিত পারস্যের পত্র লেখালিখি হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়াস্থ ব্রিটিশ কন্সল জেনেরেল গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, তিনি সাদুল্লার হত্যা বিষয়ে কিছুই জানেন না।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। পোপ অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত কল্য শয্যা হইতে উঠিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

উক্ত গবর্ণমেণ্ট আরো সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। গত কল্য পোপ ডিউক অব এডনবরাকে স্বীয় বাটীতে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। অদ্য সভামধ্যে বসন্ত বাটীতে লার্ড এম্পিলস অনরেবল বর্কের বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন সর বার্টল ফিয়ারের কার্য্যসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

গ্লাডষ্টোন বলিলেন তিনি এসোসিয়সনে স্থানীয় কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিচার করিতে পারিবেন না।

ইষ্ট উইক সাহেব বলেন রুশীয়া ক্রমেই মধ্য এসিয়ায় অগ্রসর হইতেছেন।

ইংলণ্ডের পারস্যের সহিত বিশেষ বন্ধুতা স্থাপন তাঁহার অভিপ্রেত।

গ্রাণ্ট ডফ বলিলেন, তিনি আশা করেন পারস্যের সাহা যে ইংলণ্ডে যাইতেছেন তাহাতে অনেক কাজ হইবে। তিনি বলিলেন রুশীয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া তাহাতে ভয়ের বিষয় কিছুই নাই তবে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সর জন ষ্টাচির পরে ই, সি, বেলি এডনবরা কাউন্সিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ এপ্রেল। বিস্তার মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে কাফ্রি কোর্টে ভয়ানক গোল হইয়া গিয়াছে। ১৩ খানি ছুরার দোকান লুট করা হইয়াছে। সৈন্যগণ গুলি করিয়া ১২ জনকে হত ও ৩৭ জনকে আহত করিয়াছে। ১২০ জন বন্দি হইয়াছে।

ঢাকা অঞ্চলের সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—

বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ হানি হইতেছে। ধানের গাছসকল মরিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, এদেশের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। নগরে ও অনেক গ্রামে ওলাউঠা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়াছে।

ঢাকা কালেজে বিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত শীঘ্রই একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। ডিরিপাস ক্রষ্ট সাহেব যা কি এই জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন।

গত ৪ঠা বৈশাখ পূর্ব্ববঙ্গরঙ্গভূমি গৃহে বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়। এই সভা বিক্রমপুরের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টেও আবেদনাদি করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দেশে চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আমরা রিপোর্ট শুনিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। দ্বিতীয়তঃ বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ডাক্তার বাবু দুর্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কএকজনে বক্তৃতা করেন।

ঐ দিবস উক্ত নাটঘরে জগন্নাথ স্কুলের পুরস্কারদান কার্য্যও সমাহিত হইয়া গিয়াছে। কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান ও তত্রত্য পূর্ব্বতন শিক্ষক বাবু যদুনাথ চৌধুরীকে ৩০০ টাকা মূল্যের একটী ঘড়ী দেওয়া হয়। বাবু কিশোরীলাল রায় জগন্নাথ স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইয়াছে যে ঢাকার কোন বিদ্যালয়ে তত ছাত্র নাই। সুযোগ্য হেডমাষ্টর বাবু গোপীমোহন বসাকের যত্নে এই বিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। ধনীরা যদি দেশের নিমিত্ত এইরূপ অর্থব্যয় করেন

...হইবে। ...

৯ই বৈশাখ।

সোঁয়ামিবুর্গাপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

২রা বৈশাখ এখানে একটী বিদ্যুৎবর্ষী ঝঞ্ঝা সংঘটিত হইয়াছে। সেজন্য "সোঁয়ামি বুর্গাপুর মুটিলিয়েশন্ প্রোপাগেটিং সভা" এই নাম হইয়াছে। আমরা কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া সভার উদ্যোগ করিয়াছিলাম। সোমবার সভা করিয়াছিলাম। সেদিন না হইয়া, না হইবার, অর্থাৎ বর্ষের উদ্যোগিদিগের বিশেষ আশা দেখা যায় না। বর্ষাকাল সমুপস্থিত, অধিক পরিমাণে বারিপাতের সম্ভাবনা, এবং বর্ষাকালে ঝঞ্ঝা হইবার অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অল্প হইলে অধিক লোকেই বাটীর বাহির হইবেন না। সুতরাং সুবিধা করিয়া সভা করিবার জন্য আমরা সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সভা করিয়াছিলাম।

গত বৎসর এই সময়ে একটী ভয়ানক ঝঞ্ঝা হইয়াছিল। তাহার দুই প্রহরের সময় আমরা সকলে মিলিয়া বাবু রাধানাথের বাসায় ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ ঝড় আসিয়া সকলকে ভীত করিয়া তুলিল। ঝড় এমনি ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল, বাটীর ছাদ উড়িয়া যাইবে। সকলে ভীত হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঝড় ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঝড়ের সঙ্গে ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হইল

দশ বৎসর কারাবাস কি অর্থ দণ্ড অথবা উভয়দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মনে কর এক-জন বিত্তশালী, আর একজন নির্ধন এই উভয় ব্যক্তি মূলাবান্ নিষিদ্ধ পণ্য দ্রব্য করগোপনার্থে আমদানি করিল, উভয়েরই দোষ সপ্রমাণ হইল এবং বিচারপতির ব্যবস্থা:— যে'গ্য বিবেচনায় ত্রুটিতে উভয়েরই সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ডের অথবা অর্থদণ্ডদিতে অক্ষম-হইলে আড়াই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ধনবান ব্যক্তি অবলীলাক্রমে সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি পাইলেন, আর ধনহীন হত-ভাগ্য দরিদ্র দারুণ কারাক্লেশে বিপীড়িত হইতে লাগিল। ইহাই কি দণ্ডনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য? তাহা কখনই নহে। সমাজের শান্তি বিধান, লোকের নীতিজ্ঞান সম্পাদ-নার্থই দণ্ডবিধি স্থাপিত হইয়াছে। ধনবান অক্লেশে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে পারিলেন। তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্টানুভব হইল না, বেদনাও লাগিল না। তাহাঁর ইহাতে কি নীতিজ্ঞান হইল? তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন " ধন থাকিলে কোন অপরাধই মারাত্মক হয় না। যে কোন রূপ পাপ উপস্থিত হউক না কেন, ধন সাহায্যে সকলই বিদূরিত হয়।" জন সমাজ এতদ্দ্বারা কি শিক্ষা করি-লেন? " ধনির হর্ষোৎফুল্ল মুখ শোভা অট্টালিকাবলির সমুন্নতপ্রভা দর্পনিক্ষিপ্ত পদভরে মেদিনী এবং গর্ব্বোদ্ধত বাহি-ন্যাস দেখিয়া কি শিক্ষা করিলেন? এই শিখিলেন " বর্ত্তমান দণ্ডবিধি দুর্নীতি শিক্ষার উপযোগী নয়, শাস্তি সংস্থাপকও নয়, এবং দণ্ডের বিন্দুমাত্র কঠোরতাও নাই।" পক্ষান্তরে ধনহীনের কঠোরতর কারাক্লেশ দেখিয়া যদি কিছু শিক্ষা হয়, তবে তাহা এই বৈ আর কিছুই নয় যে : ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দণ্ডনীতির প্রকৃতিই এই যে হতভাগা সম্প্রদায় পাপে পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে। আর সজ্ঞানপূর্ব্ব ভাগ্য-বানেরা নির্ব্বিঘ্নে স্বেচ্ছাচরণ করিতেছে।"

পরিশেষে বিচারব্যবসায়ি মহাশয়দিগকে আমরা সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে অপরাধির সামর্থ্যাসামর্থ্য বিবেচনা করিয়া দণ্ডদান না করিলে হয় ত প্রভূত দণ্ডভয় তীব্রতর হয়, নতুবা পিপীলিকাদংশনবৎ ব্যর্থও নিষ্ফল হইয়া যায়, ইহা যেন তাঁহারা সতত স্মরণ করেন।

কলিকাতা } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু

মহাশয়! এই সহর মুরশিদাবাদের কাঁচা পাকা সমস্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব বহু সংখ্যক কসাইয়ের ও কাবাবের দোকান দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই সহর মধ্যে বিস্তর বিস্কুর বাস ও দোকান আছে। কসা-ইয়েরা যাতায়াতের রাস্তার নিকটস্থ কোন কোন বিস্কুর বাটীর ও দোকানের নিকট দোকান করিয়া গো, মেষ, ছাগ, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী বধ করিয়া কোন কোন রাস্তার কর্দ্দম পাত করিয়া অপরিষ্কৃত ও গলিত মাংস সটকাইয়া রাখে ও খুলা-মাংস কাবাব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং চামড়া, মলমূত্র নাড়ী ভুড়ি প্রভৃতি ঘৃণা জনক বস্তু সকল হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচর স্থানে ফেলিয়া দেয়। সম্পাদক মহাশয়। এ সহরে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনের ৩৪ ধারা আছি আছে, কোন ব্যক্তি ঐ ধারার অপ-রাধ করিলে দণ্ডিতও হইয়া থাকে। কিন্তু কসাইয়েরা সর্ব্বসাধারণের গমনাগমন স্থানে এবং সদর রাস্তায় ঘৃণাজনক কার্য্য করিয়া উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় অপরাধ করিতেছে তথাপি তাহারা অপরাধী হয় না অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। অপর, এখানে অন্যান্য স্থানের পশু সকল চুরি হইয়া মৃত না হই-বার কারণ এই, চোরেরা রাত্রিযোগে অপ হৃত পশু বিক্রয় করিয়া যায়, কসাইয়েরা অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিযোগেই বধ ও টুকরা টুকরা করিয়া দিবসে দোকানে বিক্রয় করিয়া থাকে। একস্থানে সমুদায় কসাইয়ের বাস ও দোকান থাকিলে এরূপ ঘটনা কখ-নই হইতে পারে না। কারণ " জাতির ঐক্যই জাতি " কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের অপ্রণয় ঘটিলে অমনি সেই চোরা পশু বিক্রয় সংবাদ পুলিসে প্রেরিত হইতে পারে, কেবল মাত্র স্থানে কসাইদিগের বাস থাকাতে অপহৃত পশুর সন্ধান হয় না। মহাশয়! প্রধান রাজধানী কলিকাতা সহরে টাকা ও পশ্চিমাঞ্চলে ও দো'লা বাজার প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা এবং দৃষ্টির অগোচর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশুবধ ও মাংসাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুরশিদাবাদেও ঐরূপ কিন্তুদিবীর কাটরার অন্তর্গত কসাইটোলা নামক স্থানে কাঁচা রাস্তার ঐ সকল দোকান ছিল। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণের দৃষ্টির ও পীড়ার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে ঐ সকল কসাই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সহরের এই সমুদায় রাস্তা যতদিন অবধি জাকরা গঞ্জ পর্য্যন্ত ও। ৪ মাইল পথ ঐ সকল ঘৃণাজনক বস্তুতে পরিপূর্ণ করাতে হিন্দু মুসল-মান সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া সহর ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতেছে। এতদ্বিষয়ক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের সানু'র প্রার্থনা এই যে সহর মুরশিদাবাদের সর্ব্ব-সাধারণের রাস্তাঘাটের পাকা ও কাঁচা রাস্তার নিকট হইতে সমুদায় ঘৃণাজনক দোকান উঠাইয়া দিয়া আমাদিগের কষ্ট ও পীড়া নিবারণ করেন।

১৪ এপ্রেল ১৮৭৩ } অনুগত শ্রীহ'—

বরক—বহরমপুর।

এই প্রদেশ শ্রীহীনতা সকলেই অনুভব করিতেছেন, এসময়ে জ্বর ওলাউঠাপ্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে যে কিরূপ দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণন করাই বাহুল্য। এক্ষণে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরা ঐ সকল পীড়ার পিপাসা, গাত্রদাহ, উদরের বিশুষ্কতা, মস্তিকের উষ্ণতা প্রভৃতির উপশমের নিমিত্ত কথায় কথায় বরফ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন, বাস্তবিকও বরফের ব্যবহার দ্বারা এ সকল উপদ্রবের বহুল উপশম হয় তাহা সততঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, কিন্তু এই বহরমপুরে সাধারণের পক্ষে সেই বরফ প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। এখানে বরফ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সংবাদে-চাঁদা করিয়া বরফ আনাইয়া থাকেন বটে,

হইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে
ফুল না এমত কথা বলে, কিন্তু তাঁহাদের
নিকট হইতে বরফ কাটার সরঞ্জাম তাঁহারা
যোগাড় করিতে পারেন না। এই জন্য সহরে সময়ে
সময়ে বরফের নিতান্ত অভাব হইয়া থাকে, এমন কি কখন কখন উহা
না পাওয়াতে রোগীর প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া যাইতে। অতএব এরূপ অনুমান হয়, যদি
রঙ্গপুরে এক খানি বরফের কারখানা হয় তাহা হইলে অনেকের উপকার হয়।
পরাক্রান্ত ভদ্রলোকেরা আবশ্যক মত মূল্য দিয়া বরফ পাইতে পারেন। কিন্তু
এক্ষণে যেরূপ এরূপ বিষয়ে লোকের
লোকের হইতে পারিবে এমন বোধ হয় না। অতএব আমরা অত্রস্থ প্রধান
প্রধান শ্রীযুক্ত মহারাণী ঠাকুরাণী ও শ্রীযুক্ত
বাবু অন্নদা সহায় রায় মহাশয়কে অনুরোধ
করি যে তাঁহারা আপন আপন অবস্থানুসারে এক
একটী বরফের কল রাখুন অথবা এই কার্য্যের
জন্য নিম্নলিখিতরূপে চাঁদা দিউন।
অন্নদা ১ শত টাকা এবং নীচের লোকেরা
প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে অবশ্য প্রদান
করেন। নীচের লিখ কলের লোকেরা যেমন
হিসাবের জন্য উহা লইতে না পারেন
অবশ্য তাহাদের সাহায্যেই প্রস্তুত করা
যায় ইহা স্থির করিলেই চলিতে পারিবে। উক্ত
মহারাণী ও অন্নদা বাবু এই কার্য্যটী যদি
করেন তাহা হইলে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত
লোকের এ বিষয়ে আর অধিক ব্যয় করিতে হইবে না।
এই কার্য্যে পুণ্য অন্ন ও লোকহিতকর
হইবে আছে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়দিগের উচিত
হইবাছে। যে অবস্থানুসারে করিয়া দিয়া আমা-
দের অভিলাষ পূরণ করেন এই প্রার্থনা।

অন্নদা
রঙ্গপুর কাছারি।

—১০৩—

মহাজ্ঞার মৃত্যু।

মহাজ্ঞা ১৮৭৩ সাল ১৭ই ফেব্রুয়ারি।

স্বাক্ষর বাবু সিং সভাপতি।

ভাদা মহাজ্ঞা আনন্দপুর
গা আনন্দপুর মহাজ্ঞা
আনন্দপুর মহাজ্ঞা
৪৭ পুলিসের মহাজ্ঞা
রঙ্গপুর হইতে বাহিরের
৫০ বাহিরের মহাজ্ঞা
কাটোয়া হইতে নবীন
৬৬ নবীনের মহাজ্ঞা

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি আনন্দপুর
এক মহাজ্ঞা আনন্দপুর।

আনন্দপুর।
১৮৭২

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]
শিলচর [illegible]
[illegible] বাবু [illegible]
বাটীর
[illegible] মহাজ্ঞা
কাশীপুর
[illegible] সিংহ মহাজ্ঞা
[illegible] কাশীপুর।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

রেজিষ্টারি করা।
৩৮ নং ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৫ সংখ্যা।

প্রবন্ধনা প্রস্তাবিনিশ্চিনায় পার্থিব• সম্বন্ধনা সাধ্বসী ন হীয়না

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই মে।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতাগণকে জানান যাইতেছে যে যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমালোচনের ভার কুচবিহার কলেজ সমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও ঢাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্তক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকা শ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১০৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়
দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়া রাজ ষ্টে।

১ নং লাট। চৌধুরী অন্বেষর মল্লিকবাদির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিস ষ্টেষণ নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ ডৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ও চকহারের যাহার সদর জমিব ১২৩৯৯৷৶৪ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব সত্ত্ব আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পদ্মনাথ সৎপতির ইথাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিস ষ্টেষণ সবঙ্গ সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত বান্দার পরগণার মহাল কোলেশ্বা যাহার সদর জমিব ৩৫৪২১০ টাকা ঐ মহালে দায়িকের যে কিছু স্বত্ব সত্ত্ব আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলালদত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত রিপোর্টারিয়া পত্রিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর 'মহতলস্থ গৃহ ম্যাশম্যাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ।

ইহার ৩ য় ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। যদি শহিতৈষী গ্রাহকগণ কলিকাতা মদন মিত্রের লেনে ৩ নং ভবনস্থ চিকিৎসাসংগ্রহ কার্য্যালয়ে শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

• সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাসুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ২৪, মধুযোগ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস
অর থিজীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি, কর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৷০ আনা উহার বাঁধাই অতি

প্রস্তুত এবং সুলভ। চুঁচুড়ায় প্রস্তুতকর্ত্তার নিকটই এবং কলিকাতা বাদুবাগান হিন্দুমিশন ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু ওজহরি মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। সুবিধারেরই আবশ্যক ধাত্রী-শিক্ষা দ্বিতীয়বার নূতন ছাপা হইয়াছে, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ ছয় আনায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী স্ত্রীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হইবে, প্রসব কি কি লক্ষণে প্রবৃত্তি হয়, নিরাপদে প্রসব করিতে পারা যায়, সূতিকা হইলে তাহার কিরূপে প্রতিবিধান করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার লক্ষণ ও তাহাদিগের, কবিরাজী ওষধের পরিবর্ত্তে সহজ চিকিৎসা প্রণালী, একটির পর আর একের আক্রমণ চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসবোত্তর চিকিৎসা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তরূপে লিখিত হইয়াছে। সকলেরই ঘরে ঘরে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইহার মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ আনা।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৵০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১৫০ জন রোগীর মধ্যে ১৩০ জনকে রোগীদিগের বাঁচান যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকেল ডাইরেক্টরি অর্থাৎ বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি, স্থানীয় ডাক্তার, অফিসার ও মূল্য ডাক্তারদিগের ঠিকানা। মূল্য ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)। মূল্য ৵০।

৫। উদ্ভিদ বিদ্যার (২য় খণ্ড)

৬। ভূগোলের আবশ্যকীয় কথা।

৭। ভূগোলের ডাক্তারদিগের এক খানা।

৮। ভূগোলের পাঠক্রম খানা।

—

বাঙ্গালীর ভূগোলবিদ্যালয়

বাদুবাগান।

ঘরে ১০ কলসী। বাড়ীর সমস্ত এঁটো কাঁটা সমস্ত আবর্জ্জনা ইহাতে ফেলিয়া দিলে ১০ দিনে সার পাওয়া যায়।

খরীদ হইয়া থাকে, কলিকাতার অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন; অতি অল্প গ্রাহকের নিকট মাসিক মূল্য নিমিত্ত যাইতে হয়। গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে গ্রাহকবর্গের আর কিছু বলিবার নাই।

—•—

বিনি বিক্রয় দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান নামক পুস্তকের মূল্যানুসারে মোকদ্দমা করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

—•—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

তত্ত্বযন্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয় ইহাতে পত্রিকা জাহাজীয় সংবাদ ঘরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সদাচারসংগ্রহ শিক্ষ বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাসুল সমেত প্রায় ।০ আনা লাগে।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

—•—

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যেলা বীরভূমের সামিল ১৩ নং তৌজী জমীদারি মাট বরেশপুরের কর ৷৵৫ আনার চিহ্নিত ইলামবাজার প্রামস্থ ২২ মৌজা যাহা ৯ নয় ডক পত্তনি মহলে আছে, উক্ত অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ চৈত্র দিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ও সর্ব্ব উচ্চ ডাককারিকে তৎকালে রোখা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পনের টাকা দখিল করিলে বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায় ৬৫৫৬৶১
ঐ সহর মালগুজারি ৪২৩৪/৭
বাকী খুলকা ২৩২২/৬

বাং শ্রী এচিন এণ্ড কোং
মোং ইলামবাজার কৌপপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

তত্ত্বজ্ঞান সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান বিষয়—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৩ ছয় টাকা।
" ষাণ্মাসিক	৩০ "
" ত্রৈমাসিক	২ "
প্রতি সংখ্যা	।০ চারি আনা মাত্র।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

নং ২৫ বেনিয়া টোলা লেন পটোলডাঙ্গা

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী পত্নী স্বামিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না?

(তৃতীয় প্রস্তাব)

আমরা গতবারে শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকারিণী হয় না এবং ধনাধিকারের পর ব্যভিচার ঘটিলেও তাহার ধনাধিকার থাকে না। গত দুই বারেই আমরা একমাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া বক্তব্য সমর্থন করিয়াছি, অন্য অন্য গ্রন্থকার এবিষয়ে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তদুল্লেখের অবসর প্রাপ্ত হই নাই। আজি এই সেই মীমাংসার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর একটী নূতন ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে ঐ ইচ্ছার নিরোধ করিতে হইল। নূতন ইচ্ছাটী এই, সংহিতাকারেরা স্ত্রীর ব্যভিচার বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সংগ্রহ কর্ত্তারা তাহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, দেশ ব্যবহার কিরূপ, পূর্ব্বকালে মহানুভব ব্যক্তিরা কিরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখে আজি আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে সংহিতাকারদিগের পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান কতক গুলি বচন উদ্ধৃত হইতেছে। অত্রি বলেন "য স্ত্রী দুষ্যতি কামেন ব্রাহ্মণোঽন্যেষকর্ম্মণা। নাপোদুম্বরপুত্রীবাভ্যাং সাগ্নির্দ্দহতি-কর্ম্মণা। পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ। ভুঞ্জতে মনবঃ পশ্চাৎ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। অনবদ্যৈর্হি যোগর্ভঃ স্ত্রীণাং জ্ঞেনৌ নিবেশিতে। অতস্তা সা ভবেদ্যাবী যাবৎ গর্ভং ন মুঞ্চতি। বিদুষে দুষ্ট ভাবস্যে ব্রহ্মণ্যাপি প্রদুষ্যতে। তস্মা সা শুদ্ধয়ে নারী বিদ্যাৎ কারুঃ যথা। যদ্বং বিপ্রবিপন্না বা যদি বা বিপ্রতারিতা। বলা দ্যাবী প্রদুষ্টা বা চৌরদুষ্টা তথাপিবা। ন ত্যাজ্যা দুষিতা নারী ন কামোৎস্যা বিধীয়তে।

স্ত্রী উপপতি সংসর্গে ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণে এবং মল মূত্র পুরীষ যোগে অতি অপবিত্র দ্রব্য হাতে দুষ্ট হয় না। সোম গন্ধর্ব্ব বহ্নি প্রভৃতি দেবগণে পূর্ব্বে স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিয়াছেন, মনুষ্যেরা পশ্চাৎ ভোগ করিতেছে। অতএব তাহারা কোন কালেই দুষ্ট নহে। অনবদ্য ব্যক্তির সংযোগে স্ত্রীর যে গর্ভ হয়, যাবৎ স্ত্রী সেই গর্ভ পরিত্যাগ না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকে। সেই গর্ভ মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বামী দর্শন হইলে সে বিমল কাক-

[illegible]

[illegible] ভার্য্যা [illegible] ভার্য্যা [illegible] ভার্য্যা [

বেন, আমরা উপরিলিখিত অত্রি বচনের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই সংগ্রহকর্ত্তৃগণের অভিমত। সে একটী এই:—" অথ ত্যাজ্য স্ত্রী বিষয়ার্পণ। তত্র মানবঃ। অন্যোন্যং ব্যভিচারেতাং সাবর্ণ্যেনান্যং বিকুর্ব্বতোঃ। স্ত্রীপুংসয়ো র্ন কুপ্যেয়া ব্যভিচারাদৃতে ক্রিয়াঃ। বিবাহ সংস্কার্য্যেষ্বসবর্ণাসু পুত্রোৎপাদনং পুনঃ সংস্কার বিধানেন অন্যোন্যং ত্যজতোর্ধর্ম্মঃ সাধু দোষেণ ন যুজ্যতে। উচ্চ্যতে বিবাহসংস্কৃতায়াস্তু ব্যভিচারকৃতং নিমিত্তং মন্বাদিভি র্ন ত্যাগঃ। অনেন ব্যভিচারে সতি উচ্যমানা অন্যোন্য ত্যাগহেতুর্ধর্ম্মানুকূলং ভবতি। তত্র স্বচ্ছন্দব্যভিচারিণী বিষয়ং যা স্বচ্ছন্দগতা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে ইতি যমস্মরণাৎ।

নারদ বলিতেছেন, যাহাদিগের বিবাহবিধি নাই, তাদৃশ হীনজাতীয় স্ত্রীপুরুষে বিরোধ করিয়া যদি পরস্পরকে পরিত্যাগ করে, তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু যাহাদিগের বিবাহ আছে, তাহারা যদি ব্যভিচার ব্যতিরেক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে দোষ হয়। ইহাতে এই বলা হইল, বিবাহিতা স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই পরিত্যাগ যাবতীয় স্ত্রী বিষয়ক নয়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছায় ব্যভিচারে রত হয়, তাহাকেই ত্যাগ করিবে। যম স্বচ্ছন্দচারিণী নারীর পরিত্যাগের কথাই কহিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন অন্য অন্য ঋষির বচনের সহিত অত্রি বচনের ঐক্য হইতেছে কি না? যদি কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি স্ত্রীর অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে তাহার অপরাধ কি? অন্য অন্য ঋষিগণ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাদৃশ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অত্রিও সেই অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচার সংঘটন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে কহিয়াছেন উপপতি সংসর্গে স্ত্রীর দোষ হয় না। কিন্তু যে স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষগামিনী হয়, তাহার দোষ হয় না, এ কথা বলা অত্রির অভিপ্রেত নহে। সে অভিপ্রেত হইলে তিনি যে স্ত্রী বিনা সম্মতিতে বলপূর্ব্বক উপভুক্ত হইয়াছে সে পরিত্যাজ্য হইবে না এবচনটী লিখিতেন না। অতএব একটী মাত্র বচন অথবা বচনের এক অংশ মাত্র দেখিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। ঋষিদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ বৎ অসমান বচনের মীমাংসার্থ মীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি মীমাংসা শাস্ত্র না থাকিত, কোন বিষয়েই কর্ত্তব্য নির্ণয় হইত না। অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার নির্ণয় স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু প্রভৃতি কহিতেছেন, পত্নী ধনহারিণী হইবে। শঙ্খ লিখিত পৈঠীনসী যম বলেন অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন ভ্রাতৃগামি হয়, তদভাবে পিতামাতা অথবা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রাপ্ত হন। দেবল বলেন সহোদর, কন্যা অথবা জীবিত পিতা অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধন যুগ্যরূপে গ্রহণ করিবে। সমুদায় গুলিই ঋষি বচন, কাহার বাক্যই অনাদরের যোগ্য নহে। যদি সংগ্রহকারেরা মীমাংসা শাস্ত্র দ্বারা ঐ সকল বচনের মীমাংসা না করিতেন, অপুত্র মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার লইয়া পিতা ভ্রাতা মাতা পত্নী কন্যা সকলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিতেন; আমাদিগের আদালত সকলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইত, উকীলেরাও স্থূলোদর হইতেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অতএব ব্যভিচার সম্বন্ধে এদেশের ব্যবহার কিরূপ, লোকের ব্যভিচারের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ, বিদ্বেষের কারণই বা কি? রাম্র গোকুল প্রভৃতি আপন আপন স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেগুলির উল্লেখে সমর্থ হইলাম না।

বাবকায় অ লোর টাক্স বৃদ্ধির চেষ্টা।

" যিনি ইচ্ছা করিয়া না বুঝেন তাঁহাকে কেহই বুঝাইতে পারে না " আমাদের সুযোগ্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর চিরপ্রচলিত এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর উদাহরণ স্থল হইবেন এমন মনে করি না। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি কাবেল সাহেব না বুঝিয়া কোন একটী কাজ আরম্ভ করিয়া যেমন উহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন অমনি সেই কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই মহীয়ান গুণটীর অনেক বার প্রশংসা করিয়াছি। কাবেল সাহেবের বিষয়ে আমাদিগের অনেক দিন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে তিনি যে কাজটী যুক্ত যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। এই জন্যই আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য দ্বারা প্রজার অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিলে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকি, মনে করি যে তিনি ঠিক বুঝিলেই উহা হইতে নিশ্চয় বিরত হইবেন।

আমরা ৩রা বৈশাখের পত্রে হাবড়ার গ্যাসের টাক্স বৃদ্ধির বিষয়টী লেপ্টনণ্ট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, এবারেও পাইতেছি। যদি ইহাতেও না বুঝেন তাহা হইলে তিনি কেবল যে প্রস্তাবের শীর্ষস্থান লিখিত প্রসিদ্ধ বাক্যের উদাহরণ স্থল হইবেন এরূপ নয়, তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। বোধ হয় তিনি বেশ জানেন মিউনিসিপাল কমিশনরেরা এ

উঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত কিছু নাই। তিনি গত সভায় এই মর্ম্ম বলিয়াছেন যে যখন হাওড়া ষ্টেসনটী ইংরাজপ্রধান স্থান হইয়াছে তখন উহাতে গ্যাসের আলোর টাক্স বৃদ্ধির নিমিত্ত কমিশনরেরা ব্যবস্থাপক সভার আশ্রয় লইতে পারেন।* আমরা ইংরাজ দিগের বিলাসসুখের হিংসা করি না, তবে তাঁহাদের ঐ সুখেচ্ছা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেশীয় দরিদ্র প্রজাদের উপর টাক্স পীড়ন করা না হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। বিশেষতঃ স্থানীয় টাক্সের ভার একবার মস্তকে পড়িলে দেশীয়দিগকে চিরকালই বহন করিতে হইবে। ইহাঁরা ইংরাজদের ন্যায় বাসা উঠাইয়া যাইতে পারিবেন না। আমরা এখনই শুনিতেছি ষাবকার সাহেব মনের অ নকের ইচ্ছা যে গাতের আলোটী কোম্পানির বাগান পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। লেপ্টনণ্ট বাহাদুর বর্ত্তমান বিলের ইচ্ছা প্রকাশিনী ক্ষমতা হাতিলে কমিশনরেরা যে সাহেব মনের ঐ ইচ্ছাটী ফলবতী করিতে বিলম্ব করিবেন এমন বিবেচনা হয় না। ঐ নিমিত্তই অনেকে কারিয়া গ্যাস বিল রেহ আমকার এতদূর কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাছে লেপ্টনণ্ট বাহাদুর কমিশনরদের কথায় ভুলিয়া সাহেব মনের বিলাস সুখ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া না বুঝিয়া বহুসংখ্য গরিব প্রজার মস্তকে একবারে চিরকালের মত অসহ্য করভার নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা এই ভয় যথাসময়েই আবেদন পত্রদ্বারা উক্ত মহাশয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরাও এই বিষয়টি তাঁহাকে যথাসাধ্যবুঝাইয়া দিলাম এখন তিনি আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মতীয়ান গুণের অনুরূপ কার্য্য করিলে কোন দলেরই আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না এই প্রস্তাবটী লিখন কাল হইলে আমরা শুনিলাম। তিনি ষাবকার দরিদ্র প্রজাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই, যে স্থানে আলো দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানেই টাক্স বৃদ্ধি হইবে। তিনি এই ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন, তদর্থই আমরা এত অনুরোধ করিতে ছিলাম। তবে এক্ষণে অপর অনুরোধ এই আইনটীকেও এইরূপ করিয়া করা হয়, যে কমিশনরেরা ইচ্ছামত উহার বিস্তার বা সঙ্কোচ করিতে না পারেন।

উপসংহারকালে রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্রকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে গরিব প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ও অন্যান্য সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন পাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাদিগের যথার্থ প্রজা বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যাহাতে এবিষয়টী ভাল রূপ বুঝিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সেটি আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

—:—

যে জ্বালী পরীক্ষা।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, এক্ষণে উকীলের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে এখন মোক্তারী পরীক্ষা রহিত করা কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। মোক্তারদিগের মধ্যে অনেক সৎলোক আছেন সত্য, কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়, অতঃপর এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যাঁহারা অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতীর পরীক্ষা দিবেন তাঁহাদিগের ভিন্ন আর কাহাকে মোক্তারী করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিলে কেবল নিম্ন আদালতের বিচার ভাল হইবে এরূপ নয়, ঘুরাঘুরি অনেক কমিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটী প্রস্তাব আছে। সকল আদালত বিশেষতঃ মেলার জজের আদালতে কতকগুলি লোক মোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া উপার্জ্জন করে। ইহাঁদিগের কোন প্রকার প্রশংসা পত্র নাই। আইনের সহিত ইহাদিগের কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না এই সকল ব্যক্তি সকল আদালতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ মকদ্দমা করিতে আসিলে তাহাকে পাইয়া বসে। মূর্খ পল্লিগ্রামবাসিদিগকে পাইলে, ইহাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না, যে সে একটী উকীল ঘুটাইয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট মহুদয় আত্মসাৎ করিয়া থাকে। মকদ্দমার সময়ে মক্কেল আর মোক্তারকে দেখা পায় না, ইহার ফল কি হয় তাহা সহজেই অনুমান হইতেছে। এই সকল লোকের ঘুরাঘুরিই উপজীবিকা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ম হইয়াছে উকীলেরা হাতালের নিকটে মকদ্দমা লইতে পারিবেন না। এখানেও সেই প্রকার নিয়ম করা উচিত। এই মোক্তার নামধারী হালাল হইতে বিস্তর মিথ্যা মকদ্দমাও হইয়া থাকে।

—:—

প্রস্তাবিত আইনের একটী বিশেষ অসঙ্গতি লক্ষিত হইতেছে। আইন লঙ্ঘনকারিদিগের যথার্থ দণ্ডবিধি ও নানাবিধ বিশেষ ও স্থানীয় আইন আছে বটে; কিন্তু যে সকল অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ ঐ সকল আইনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সামাজিক। আমাদিগের ব্যবস্থাপকগণ গবর্ণমেণ্টের অবজ্ঞাকারিদিগের দণ্ড বিধান বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান হন নাই; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব লোপের চেষ্টা না করিলে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না।

পাঠ করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে দুষ্ট লোকে কেমন কৌশলজাল বিস্তার করিয়া অভীষ্টসাধন করিয়া লয়। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে একটী স্বতন্ত্র আইন করিয়া স্থির করা উচিত যে ব্যক্তি সাধু বিবি মা'র কোন আদালতের আজ্ঞার অবজ্ঞা করে সে কোন প্রকার আইনের সাহায্য পাইবে না। দ্বিতীয়, সাধু বিবি উপনগরের কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। পুলিস কেন তাহাকে ধৃত করিতেপারিতেছেন না, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। তৃতীয়, যে সকল লোক সাধু বিবির নামে মকদ্দমা চালাইতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে ধৃত দেওয়া উচিত।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। সম্বন্ধসংক্ষেপ। প্রথমাবধি কয়েক ফর্ম প্রকাশ। নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বসু চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কবিবর সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট আদর্শ করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। সেক্সপিয়রের ট্রাজিডি সকল অতি উন্নত ভাবসম্পন্ন, উহাতে মনুষ্য স্বভাব এবং নৈসর্গিক ঘটনা সকল অতিউৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে। সেক্সপিয়রের প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ একখানি নাটক রচনা করাই বোধ হয় সম্বন্ধসংক্ষেপ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ইহাতে তাঁহার রচনা ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। ইহার অন্যান্য বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে আজি কালি সচরাচর যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায় এখানি সে শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে।

২। এখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (ষষ্ঠখণ্ড) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন্ ইহাতে কয়েকটী মেদীয় গবেষণা ও মূত্রা

অধিবার কারণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় মধ্যে মধ্যে যুক্তি ও তর্কসহ দুই একটী আলোচনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই চৈত্রমাস সোমবার।

একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক লিখিতেছেন, ইনকম টাক্স উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু জমীদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে উহা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। এতদ্দেশে ইনকম টাক্স হইয়াছে, জমীদারেরা উহার নাম করিয়া কখন কিছু আদায় করিয়াছেন, ইহা ত আমরা কখন শুনি নাই, এই নূতন শুনিলাম। অনেকে আজিও তাহার মর্ম্ম জানেন না বটে, ইহা আমরা জানি।

চম্পার রাজা তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া উক্ত রাজ্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। সকট সিংহের উক্ত সিংহাসন সম্বন্ধে যে সকল দাওয়া আছে, সেগুলি প্রকাশ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন মতামত দিয়া কি তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগের কারণ?

বিচারপতি উইলকিন্সন সাহেব গত সোমবার যথারীতি শপথ পূর্ব্বক পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয়ের আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সর্ব্বাধুনিক যে সমাচার আসিয়াছে। প্রকাশ শুনা গেল, তিনি সসৈন্যে কান্দাহারের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, আমীর সাহেব আসন আমীর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। তিনি কাবুলে যাইতেছেন। তৃতীয় পুত্র এই তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইবে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুই দল কাবুলীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ আর্গ বলক্ষিয় হইতে উরগজে যাত্রা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, পাইলোর নামার প্রথমানুসারে এই সেনা বল বিয়াছে গমন করিতে হ।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হইলাম, কলিকাতার পুলিস কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব আরো কয়েক মাস বর্ত্তমান পদে থাকিতেছেন।

কিছুদিন হইল, পুনরায় মৃত সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয় সংক্ষেপ মানসে এই আজ্ঞা দেন, ইসপিকেরা পরস্পর কৌর কার্য্য করিবে। সম্প্রতি তত্রত্য মাপিতেরা সাহেবদিগের নিকটে এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছে, ঐ আজ্ঞা দেওয়াতে তাহাদিগের অন্ন মারা গিয়াছে। অতএব তাহাদিগকে পুনরায় কৌর কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। সাহেব যে যেমন প্রস্তাব লীন তোপসী বহু করিয়া রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন, এও প্রায় সেইরূপ ব্যয় সংক্ষেপ।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কের সময় তারকেশ্বর বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর ওলাউঠার অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অসময় শীতাধিক্যের জন্যে অন্যান্য এবং এই কারণ গ্রীষ্মের সময়ে বহু সংখ্যক লোকের একত্র সমাগম এইগুলি পরিহার করণ। তদ্ভিন্ন এই তীর্থ কর্ম্ম হইতে মহান্তের বার্ষিক ৫০। ৬০ হাজার টাকা আয় আছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার জমিদারী আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য যাত্রিগণের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কিছু ব্যয় করেন। যাহা হইতে লাভ হয় তাহার জন্য কিছু ব্যয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর উইলিয়ম মিউর [illegible] হইতে মহাসমারোহে যাত্রা করিবেন।

আগামী শুক্রবার আলবার্টহলে [illegible] বিরোধী বিরাজ মহাশয় [illegible] প্রস্তাব করিবেন।

ওলায়াল বলেন, ওয়েষ্টমিন্সর [illegible] জন বারিষ্টার ইমার টেম্পলের [illegible] হইতে একখানি আইন পুস্তক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনে [illegible] নিকটে তাঁহার বিচার হইতেছে। লণ্ডনে এরূপ বারিষ্টার কম [illegible] যাহে

[illegible] বোধ হয় গো [illegible] ন যাহা [illegible] মহাশয় একটী পাঠ [illegible] যে [illegible] হাইকোর্টে এই বি [illegible] র্ধন।

আদায় করেন না। ইনি কি বাগপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন?

মিরর পত্রে লিখিত হইয়াছে, সর্দার রণজিৎসিংহ ভারত সংস্কার সভায় বার্ষিক ৫০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গার সেতু বান্ধিবার জন্য যে ১৮টী লৌহময় পন্টুন নির্ম্মিত হইতেছে উহার প্রথমটী গতকল্য গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড হইতে ভাসান হইয়াছে। আগামী ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সেতুটী খোলা হইবে এইরূপ সম্ভাবনা করা হইতেছে।

রেঙ্গুনে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লার্ড নর্থব্রুক বলিয়াছেন, বারাকপুরে যদি একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যায় তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন।

মিরর লিখিয়াছেন হাইকোর্টের কোন জজের পদ শূন্য হইলেই উহা ব্রাঙ্কোপ সাহেবকে দেওয়া হইবে।

আগামী বর্ষে কণীয় সম্রাটের কন্যার সহিত আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হইবে। ঐ সময় রাজ্ঞীর সেণ্টপিটর্সবর্গে যাইবার সম্ভাবনা আছে। আছে। কণীয়ার সহিত কুটুম্বিতা হইলে আর ভারতবর্ষের নিমিত্ত কণীয়া হইতে ইংলণ্ডের কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

আগামী বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে চতুর্থ ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

এক্ষণে ৪০ জনেরও অধিক জাপান দেশীয় যুবক বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

পাইকপাড়ার রাজবংশ হিন্দু ক্যাম্বিল এসিউসন কণ্ডে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ বুধবার।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আলাহাবাদের জজের আদালতে একটী নূতন প্রকারের ফৌজদারির অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একটী যুবক কোন লেডিকে একটী গোলাব ফুল দেয়। উহার পাপড়ীর মধ্যে এক প্রকার তীব্র বিষের গুড়া ছিল স্ত্রীলোকটী উহার ঘ্রাণ লইয়া হাঁচিতে হাঁচিতে অচেতন হইয়া পড়িল। পরিশেষে এরূপ পীড়িত হয়, যে ১৩ দিন ডাক্তারদের চিকিৎসা তাহার নিকটে রহিতে হয়। স্ত্রীলোকটীর স্বামী ঐ সকল ব্যয় হিসাব করিয়া ৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। বিলাতি সভ্যতার নিকটে কিছুই নূতন নহে।

কটলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, গ্লাসগোর অপথ্যালমিক হাঁসপাতালে একটী রোগী উপস্থিত হয়, তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসক একটী পরগোলার চক্ষু তাহার চক্ষুর স্থানে স্থাপন করাতে সে এক্ষণে বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছে।

বরদার গুইকুয়ার আমাদাবাদ কালেজে ২৫০০০ টাকা দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বীরম গ্রামের রাজা মুলরাজ এণ্ড্রু ওরিএণ্টেল কালেজে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন পোষ্ট আফিসে কর্ম্মকারি হওয়াতে সম্প্রতি ১১ জন স্ত্রী লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহার নিমিত্ত ২ হাজার স্ত্রী লোক আবেদন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মদীয়া হইতে টেলিগ্রাম স্বারা সংবাদ দিয়াছেন, গত ২১ এ এপ্রেল শুক্রবার ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালিকাকে অতি নির্দ্দয়রূপে হত্যা করা হয়। সে ঐ রাত্রি তাহার স্বামীর সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল, যখন হত্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইল তখন স্বামী তথায় উপস্থিত ছিল না, সে আসিয়া এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে। ঐ ব্যক্তিই তাহার স্ত্রীর হত্যাকারী এই সন্দেহ করিয়া তাহাকে এবং ঐ সব ফকদগারে পাঠান হইয়াছে।

কলম্বো হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত রবিবার রাত্রিতে কান্ডির কয়েকটী বাজারের দোকানে অগ্নি লাগিয়া ২৩ জন হত ও অনেকে আহত হইয়াছে।

আগামী কল্য হইতে রাত্রি ৯ টার সময় সন্ধ্যাকালীন তোপধ্বনি হইবে।

পাতিয়ালার মহা মহা রাজে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত রীতিনীতির সংশোধন ইহার উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য যে এক কমিটী আছে উহার অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবমোহন মল্লিক মুক্তহস্তরূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ৩৫০ টাকা উপহার দিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এ অনুষ্ঠান আমাদিগের একান্ত প্রীতিকর।

২০ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার বোম্বাইর প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রুক বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের ভূতপূর্ব্ব হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু শশিচন্দ্র দত্তকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার কেরণ সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা বাঁচাইবার যে উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহাদিগের পক্ষে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তার জোসেফ ইওয়ার্ট সভাপতি এবং ডাক্তার রিচার্ডসন ও মাকেঞ্জি সভ্য হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, লাহোরের রাজা ধ্যানসিংহ সম্প্রতি একটী তীর্থে গিয়াছিলেন তথায় তাঁহার প্রায় ১০৪০০০ টাকা মূল্যের মণি মুক্তা ও অলঙ্কারাদি চুরি গিয়াছে। তীর্থের জল হাতে হাতে ফলিয়াছে।

মৎস্য পাপ বাদ্য বিবাহ মাসে একখানি এক পয়সা মূল্যের মাসিক পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই বৈশাখ মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বালবিধবাদের ধর্ম্ম রক্ষণ ইহার উদ্দেশ্য। আমরা মূলতের প্রসঙ্গে

অনেকগুলি এত পুরাতন যুগের কার্পাস তুলিতে পারিতেছি।

পিয়ারিয়র বলেন, সম্প্রতি ভেরিস্থিয়েন তাঁর অধিকৃত পুরাতন সংবাদ পত্রগুলি এক কালে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ফ্রেড অব ইণ্ডিয়া আসিয়াছেন, সাত সমুদ্র তের নদীর উপারহইতে-ভারতে ইউরোপীয়রা নিয়ত আসিতেছেন, কিন্তু উক্ত সম্পাদক ও সংবাদপত্রটি আসে নাই। সাত সমুদ্র যে বাধুর লেজ্‌ডাডাকে তাঁহার বিরক্ত করে, বলাবাহুল্য নয়। যাহা হউক, সাত সমুদ্র রাজব রাজ্যান্ত হইতে সাঁতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই হেন্স ভারতবর্ষে বহু ইংলণ্ডের সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

গতকল্য বেলা ৩ টার পর বাঁশবাড়িয়ার এখানে যেরূপ প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালের বর্ষাকালে এরূপ হয় নাই। ক্ষেত্র সকল জলে প্লাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চ বন্যার জল হইয়াছে।

গত রবিবার কুষ্টিয়ার মাঠে ঘোড়ার ২ ঘণ্টা দৌড় একটী বাজির বাজী পড়িয়াছে।

ফ্রেড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ফ্রেডরিক ব্যাকলিয়তের ভক্তাকাঙ্ক্ষী বিরাম নাই। মুল গড়্‌ডের বাটীতে আসিয়া এখনও রহিয়াছে। লোয়াড় আতি সংখ্যায় ১৯৯ জন, ইহাদিগের ২০০০ অনুচরবর্গ।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব শিবচরের [illegible] আদালত ও স্কুলসমূহে বাঙ্গালার পরিবর্তে বাঙ্গালীর ভাষা ব্যবহার করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে এবং আদালতের ভাষার সংবাদ পাইয়া সকলেই [illegible] হইতে পারিয়াছে।

২১ এ বৈশাখ উক্তবার।

বিলাতহইতে বলে, সিভিল সার্ভিস যাহা ইংলণ্ডে করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবিবার অপরাহ্ণে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়।
শ্রীযুক্ত জি বাল্টিই সাহেব।
এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল। আয়র্লণ্ড দ্বীপ পুনরায় ঝটিকায় অত্যন্ত দুরবস্থা করিয়াছেন। তাহার একজন অতি আত্মীয় স্ত্রী লোকের মৃত্যুই ইহার কারণ।

লো সাহেবের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাব অদ্য কমন্স সভাতে গ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল টৈবকাল। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১০০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, পারসের সাহকে তোজাদি দিবার জন্য যে যান হইবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাহা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে বলা হইয়াছে, আশান্তিরা দেশীয় জাতি দিগকে পরাভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আরো অধিক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। লঙ্কসায়ার ও ইয়র্কসায়ার রেলওয়ের মাফির কারখানা পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০০০০ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

ডচেস্ অব্ বাথ রাজপত্নি ও সেনাদলের উৎকর্ষ বিধানার্থ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী পূর্ব ১৪ খানি জিবার তরায় পাঠান হইয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২৭ এ এপ্রেল। সম্রাট এখানে উপনীত হইয়াছেন। অতি সমাদরে তাঁহার আহ্বান করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে প্রধানতম ষ্টাপেলটনের বাক্যের উত্তর দান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে রাজনীতি আছে তাহার পরিবর্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিমত নহে।

অদ্য রাত্রিতে লোপের পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাঁহার চিকিৎসকেরা পুনরায় চিন্তিত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২৮ এ এপ্রেল। উক্ত দিবসে বিপ্রহরে ক্রিমিয়া বিষয়ক কাউন্সিল সভাসকলের সাক্ষাৎ হয়। ক্রিমিয়া অব ওয়েলস এবং ক্রিমিয়া আর্থর এখানে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে হ্যামিলটন সাহেব প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্টের আইরিশ রেলওয়ে সমূহ ক্রয় করা কর্তব্য। গ্লাডষ্টোন ইহার প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

পোপ ক্রমে আরো লাভ করিতেছেন।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! বর্ত্তমান বৎসর মোরো জমণদের বাসের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অনাভাব এই বিপদের কারণ। এজন্য যখন সময়ে তবে'লুকের ফুডপুর্ব হুবোগা ডিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে গ্রামের দুরবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাদিগকে এমত আশা প্রদান করেন, যাহাতে তাহারা রাজস্ব হইতে অব্যাহতপে পরিমুক্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর শেষ আদেশ শ্রবণে দীন প্রজাগণের হৃদয়ের শোণিত পরিশুষ্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কিছু রাজস্ব প্রজাদিগকে ছাড় দিবেন বোধ হয় না প্রজারা জমীদারদিগের নিকট আপত্তি করিতে পারে। যদি কখন প্রজারা যথাসময়ে জমীদারকে রাজস্ব না দিয়া নিজস্ব রহিল জমীদার প্রজা রাজস্বের জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন তখন বিচারপতি মোকর্দমা ডিক্রী কি ডিসমিস্ করিবেন? ডিস্‌মিসের কি কোন কারণ আছে? আমরা দুই একটী ভাগিতাম মোরো অতি দুরবস্থা এজন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজাদের উপর দৃষ্টি রাখেন কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সে তত্ত্বদৃষ্টিও তথাইল॥ তথাপি এবং সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল রাজ কোন ঘটনা দৃষ্টিত নয়। এই পত্র যাবি কলমস্ত্র ডিক্ট শ্রীযুক্ত বর্ত্তমান বিভাগের কমিশনর মহোদয় পাঠ করিয়া যদি প্রজাদিগের প্রতি সকরুণ অনুগ্রহ করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ অনেক প্রজা বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। রাজা, তুমি, গ্রামস্থ প্রজাবর্গের দুর্ভাবনার মোরো বাসীদিগের গবর্ণমেণ্টই একমাত্র পিতৃস্থানীয় কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যগুণে যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্দয়াচরণ প্রকাশ করিলেন বলিতে পারি না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রাহক মহাশয় এই দীনদিগের রোদন যেন যথাস্থানে আপন পক্ষে অনুকূল হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

১৪ ই বৈশাখ
১২৮০

আমাদিগের রাজসাহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আজি কালি এপ্রদেশে যেরূপ উত্তাপের আধিক্য তেমনি অগ্নিভয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন একদিনও গত হইতে দেখিতে পাই না যে দিন অগ্নির দুই একটী বিশেষ দৌরাত্ম্যের বিষয় আমাদিগের কর্ণগোচর না হইল। সে দিন সন্ধ্যা ৪ ঘটীকার সময় রাজারহাট অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহুতর লোকের সর্বনাশ হইয়া গেল। তদনন্তর দিবাপতীরস্থ অগ্নিকাণ্ডের বিষয় শ্রবণেও হৃৎকম্প হইয়াছে, আজি আমার পুটীয়ার দুর্দশা বৃত্তান্ত শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। গত ১৩ ই এপ্রেল বেলা ১৪ টার সময় অকস্মাৎ বাজারে অগ্নিকাণ্ড হইয়া তিনটী দালানসহ প্রায় ৩১ গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই দাহ কাণ্ডে ন্যূনকল্পে অনুমান ২। ২॥ লক্ষ টাকার সর্বনাশ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এক জন মেটিব ডাক্তারের পরিবের গৃহ ভিন্ন সমস্তই দগ্ধ হইয়াছে। আহা! সর্বাপেক্ষা এইজন্য বেচারির অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

২। বিলবাড়িয়া মুন্সেফী কৌজী এবং লিল হওয়ায় সম্প্রতি তন্নতা কাছারি ঘর প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীশ্রীমতী অন্নপূর্ণাময়ী দেবী মুন্সেফরা ঐ ঘর ১০৫ টাকা মূল্যে নিজে খরিদ করিয়া তাহার সোনপুর স্কুলের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন।

৩। [illegible]
পুত্রের [illegible]
[illegible]
পর [illegible]
[illegible]
বিবাহ [illegible]

৪। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

সনে বজরুর কার্য্য হইতে পারে হইবে, আগামী কোন কোন সনে কিছু কিছু কর্ম্ম হইয়া শেষ হুদ্ধ হইবে) করিয়াছেন তাহাতে অনেক বায়ের পর প্রস্তাবিত রাস্তাটী হুদ্ধ হইবে। উল্লিখিত রাস্তার প্রায় সমস্ত ভাগ হুবর্ণ রেখা নদীর অধিকার মধ্যে পড়িয়াছে। এক হাজার টাকার মাটী উঠিলে রাস্তার কলেবর অল্প পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে। প্রায় প্রতি বৎসর হুবর্ণ রেখা নদীতে প্রবল বন্যা হইয়া থাকে, তাহাতে হুদ্ধ না হইলে প্রস্তাবিত রাস্তা তদ্রূপেরই হইয়া গবর্ণমেণ্টের কতক টাকা নদীগর্ভশায়ী হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, এই বৎসরই যেন উক্ত রাস্তাটী সম্পূর্ণীকৃত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আরো প্রার্থিত বিষয় আছে।

অনেক বৎসর হইল, উক্ত জেলার অন্তর্গত রাস্তা হইতে বালিয়াপাল ও জলেশ্বর হইতে কামার্দা পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণীকৃত ও হুদ্ধ না হওয়াতে বর্ষাকালে রাস্তা বন্ধ (বিশেষ বালিয়াপালের রাস্তা) এমনি ভয়ানকরূপ হয় যে, লোকে যমালয়ে যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর যাইতে ইচ্ছা করে না। অপর দিগে রাস্তা না থাকাতে অগত্যা যাইতে হয়। যাঁহারা বর্ষা কালে বালিয়াপালের রাস্তা দিয়া বালেশ্বর গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই রাস্তার কষ্টের বিষয় অনুভব করিবেন, সুতরাং বর্ণন করিয়া সে দুঃখ অপরের কাছে উপলব্ধি করান যায় না। শ্রুত হইলাম, বর্ত্তমানে উক্ত রাস্তা বহু সংস্কৃত হইতেছে। আমরা প্রার্থনা করি যেন এই বৎসরই রাস্তাদ্বয় সম্পূর্ণীকৃত হয়। জলেশ্বর হইতে কামার্দা পর্য্যন্ত যে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী খাল রহিয়াছে। শ্রুত হইতেছি, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত খালদ্বয়ের উপরে পুল হইবে না। তজ্জন্য আমরা গবর্ণমেণ্ট ও বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীবস সাহেব মহোদয়ের নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা পথিকদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া অহরা ও মাপোর খালদ্বয়ে দুইটী পুল প্রস্তুত করাইবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ প্রদান করেন।

৩। সংপ্রতি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া জীবগণের উপকার সাধন করিতেছে। যদি অল্প দিবসের মধ্যে আর না হয়, তাহা হইলে অধিক দিন উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

৪। সৎকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অসৎকার্য্যেরও দিন দিন উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন গত হইল, দিবা প্রায় এক ঘণ্টা থাকিতে দুই জন প্রস্তরক একজন বেশ্যার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিল " তোমাকে বাবু লইয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং দুইটী টাকা দিয়াছেন এবং করিয়া আমাদের সঙ্গে চল। " বেশ্যা তাহাদের অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জল খাওয়াইয়া অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহাদের প্রদত্ত দুইটী টাকা ও নিজের পরিধেয় লইয়া বাবুর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিল। পূর্ব্বোক্ত বাবুর-বাড়ী বেশ্যার গৃহ হইতে প্রায় ৩। ৪ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। তাহারা ক্রমিক গমন করাতে বেলাবসপুর জমপ্রাণিহীন মাঠে সন্ধ্যা হইল। এমত সময়ে আর একজন তাদের সঙ্গ নিল এবং সকলে উক্ত বেশ্যাকে বলিয়া সমুদায় অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎদূর চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই বেশ্যা এই মাত্র বলিল যে, "আমি তোমাদিগকে চিনি, উচিত মতবিধান করাইব।" তাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত প্রহার করে, সৌভাগ্য এই তাহার প্রাণ নষ্ট করে নাই। উক্ত বেশ্যা সেই রাত্রিতেই বালিয়াপাল থানার দুরোগা সব ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ রায় মহাশয়ের নিকটে জানায়। তাহাতে তিনি অতিসত্বরতার সহিত তদারক করিয়া আসামীগণকে ধৃত করেন। শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, উক্ত বেশ্যার অপহৃত অলঙ্কারের মূল্য প্রায় ২০। ২৫ টাকা হইবে। উল্লিখিত সংবাদ রাত্রিকর্ত্তী যাত্রীজনগণের পক্ষে বিশেষ উপকারক হইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৮ ই এপ্রেল ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা শিমলা শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। শীতকালে তুষার পাতে শিমলা শিখর শুভ্র বর্ণ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও জীবজন্তু সকলেই শীতে কাতর ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া আপন আপন আবাসে রুদ্ধ ছিল। গ্রীষ্মের আবির্ভাবে সেভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। সকলই নূতন দেহ ও নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। অদ্যুমা বৃক্ষ সকল পুষ্পশোভিত, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতেছে ও উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গ সকল শীতের অন্তরায় অতিরম্য বিচরণ স্থান হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি আপনি কলিকাতার গ্রী-ঋর উত্তাপে উৎপীড়িত হইতেছেন। অনুরোধ করি একবার মনে মনে ভাবুন যেন শিমলা শৈলে বসিয়া আছেন, তাহা হইলে কেমন আনন্দ তরঙ্গের উদয় হইবে। সূর্য্যের পীড়নদায়ক উত্তাপ নাই, সমীরণের মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র স্নিগ্ধ হইবে আর গ্রীষ্মকালে শিমলা ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই আমাদিগের রাজপুরুষগণ শিমলাপ্রিয়। কেমইয়া প্রিয় হইবেন না। বৎকালে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানবাসী লোক সকল গ্রী-ঋর প্রভাবে গৃহ হইতে বহির্গমনে কষ্ট বোধ করেন, এমন সময়ে উচ্চ শিমলাচলের সুস্নিগ্ধ সানুতে বসিয়া পার্থিব সুখভোগ করিতে কাহার অনিচ্ছা? সম্পাদক মহাশয় যদি আপনি শিমলায় আসিবার সমুদায় পথের ও তদনুযায়ী অন্যান্য বিলাস দ্রব্য সকলি প্রাপ্ত হন এবং আপনার এক পয়সাও খরচ না হয়, অন্যের অর্থে একাধিপত্য করিতে পান, এরূপ অবস্থায় কি শিমলায় আসিতে চান না? বলিতে পারি না তাহা হইলে আপনি মুনষী।

১৮ই এপ্রেল রাত্রি ৮ টার পর মহামান্য লর্ড লর্টনকে শিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণে শিমলা শৈল উৎসবময়

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

" প্রথমতঃ মন্ত্রানিধিনায় পার্থিবঃ সন্ত্বনী মুনিমধনী ন ধীবলা। "

প্রতিমাসিক মূল্য ১০ টাকা
প্রতিমাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই মে।

মফস্বলে যাইলে সমেত প্রতিমাসিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ধনিদিগের প্রতি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—বহু মূল্যের বাটী ডেমন্ট্রেশন ঘোড়ার এবং মিশন রো এই উভয় দিকে বারাণ্ডা আছে, এক্ষণে ঋতুদারে মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৭৪ অব্দে মার্কটস এণ্ড বরন্ কে ফার্মির দ্বারা নির্ম্মিত, যে সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আছে সে সমুদায় উক্ত কাষ্ঠের।

অন্ধ নিরিখে ঘ।

বাটীটী গবর্ণমেণ্ট পেপার করেন্সি ডিপার্টমেণ্টের পার্শ্বস্থিত।

এই স্থানের পশ্চাদ্ভাগ ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

২ ডেলহাউসি স্কো য়ার কলিকাতা } আর, সি লেপেজ (সিমিয়র)

—:—

অর্থাভাব অগ্রহায়ণ বন্ধ হয়, কিন্তু অর্থের সংস্থান হইয়াছে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আগামী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে পুনরায় আর্য্যোদয় প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক মহোদয়গণ আমার নিকট পত্র লিখিলেসমস্ত বিষয়ণ জানিতে পারিবেন।

বারইপুর ১৪।৩।৭৩ } শ্রীগিরিশচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতা গণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গভাষায় আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমালোচনের ভার কুচবিহার স্কুল সমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও ডাকলে কাকেনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্তক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ ১১ ই চৈত্র } শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় রিজেন্সী মুন্সী কাকিনীর রাজবাটী।

১ নং লাট। চৌধুরি অন্বেষণ মল্লিক বাদির উত্থাপিত রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির স্বামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমার জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের পক্ষ ১২ ই জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজ আদালতে নিম্নলিখিত স্থাবর ও মূল্যবান জমীদারি নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিস ষ্টেষন নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজিষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণগড় পরগণার মৌজে নারায়ণগড় ও তদন্তর্গত মৌজা ঐ চকদারের বাহার সমর তদ্বিধ ১৯৩৯৷৵৩ টাকা ঐ সম্পত্তিতে দাবিদের যে কিছু স্বত্ব সত্ব আছে তাহাই নীলাম হইবেক।

২ নং লাট। পশুনাথ সংপত্তির ইথাপিতরাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল প্রতিবাদির স্বামীয় বিশেষ রেজিষ্টারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনীপুরের সবর্ডিনেট জজের গত ১৯ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরসময়ে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মতে নীলাম হইবেক, পুলিস ষ্টেষন সবর সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খাদার পরগণার মহাল কোলেদা বাবার সমর তদ্বিধ ৩৫৪-১০ টাকা ঐ মহালে দাবিদের যে কিছু স্বত্ব সত্ব আছে তাহাই নিলাম হইবেক।

সবর্ডিনেট জজ
জেলা মেদিনীপুর।

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বারিলালমল্লিক কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ও প্রচারিত ভিক্টোরিয়া পত্রিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিৎপুর রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ বৃহৎ ষ্যাণ্ডার্ড ষ্টেম্পিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিক্র-

ছাপা প্রভৃতি কার্য্যে [illegible]
চারি আনা।

শ্রীবিষ্ণুচরণ দত্ত বাগচী।

—০—

মেডার শিকা।

ঐ মনোমোহকর যন্ত্র শিকা বিনামূল্যে, প্রতি বাবু ডাকমাশুল ৩ আনা। ডাকমাশুল ৩ আনা। [illegible]

বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ [illegible]

ডুবকাটির।

ক্লিনিকাল মেডিসিন ও
ক্লিনিকাল ডায়গ নোসিস
প্রণেতা
ডাক্তার
রোগ চিকিৎসা, ঔষধ ব্যাখ্যা
জ্যোতিষ নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার [illegible] উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার [illegible] ৮ পেজি ফরমে ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুলে ৫৲ আনা। উহার বাঁধাই অতি উপাদেয় এবং সুন্দর। মুদ্রণের [illegible] নিকট এবং কলিকাতা বাজার বিন্দুবাসিনী ষ্ট্রীটে ৯৯ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু ওরফে চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উক্তরূপ অন্যান্য পুস্তক।

১। পুরিষাদের [illegible] ডাক মাশুল ১৲ আনা, মূল্য ২৲ টাকা ছই টাকা নিকাশে পাওয়া যায়। [illegible] কি কি নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, [illegible] কি কারণে প্রস্তুত করা [illegible] করিতে পারে, আর [illegible] হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্য্যন্ত [illegible] প্রতিপালন করিতে হয় [illegible] শিশুদিগের পীড়ার [illegible] চিকিৎসা প্রণালী, [illegible] ডাক্তার [illegible] পুস্তক [illegible] পীড়াদায়ক, [illegible] অবিরত অবস্থা [illegible] বিষয় [illegible] কলেরা [illegible]

নারায়ণ বিদ্যা [illegible] প্রতিবাদে [illegible] পুস্তক [illegible]

[illegible] ৫০ [illegible] ১২৯ [illegible] ৫০০ [illegible]

[illegible] ৩০ [illegible]

[illegible] ১০ [illegible] ডাক মাশুল [illegible] ইতালী চিত্র [illegible] ১০৭ নং [illegible] পাওয়া যায়।

শ্রীমদনগোবিন্দ [illegible]

সংগ্রহীত [illegible] গাছ, গাছড়া, [illegible] আনে গাছড়া [illegible] ঔষধ [illegible] নং সার [illegible] [illegible] ডাক মাশুল [illegible] কলিকাতা [illegible] নং ৯১ [illegible] ৯নং [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] স্থান [illegible]

দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্লেন করা প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট মর্জ্জামার পাইপ এবং উহার মিমিত সাইফন অগলস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার মিমিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কয়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের মিমিত উপরি উক্ত প্লেন করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

মৎস্যধরা নাটক।

মহাজারম্ভ ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে সেন-ষ্টেল প্রেসে, পি এম ডি রোজারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মফস্বলের যাবতীয় গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহক গণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা ক্ষতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার ভরণপোষণ মর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেত) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্জ্জানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵। সহর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

শুভপত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাপুর লেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পরিদর্শক জাহাজীয় সংবাদ ঘরিদ বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের দ্রব্যাদির দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিল্প বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাশুল সমেত প্রায় ।০ আনা লাগে।

এ শুভ।

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সামিল ১৩ নং তৌজী জমীদারি মাট মহেশপুরের কয়ম ৵৫ আনার চিট্টিক ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা যাহা ১ নম্বর শুদ্ধ পত্তনি বন্দোবস্ত সাহেবিক অংশ বর্ত্তমান সনের ১৯এ চৈত্র সদিবার ইং ৩১ এ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ও ঐ উক্ত তারিখেতৎকালে রোবা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পত্তনের টাকা দাখিল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিদারদিগের নিকট আদায়	৩৫৫৩৶১
বাদ সদর মালগুজারি	১২৩৪/৭
বাকী সুমকা	২৩২২/৩

বাঃ শ্রী এক্সিম এণ্ড কোং
সোং ইলামবাজার মৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেসন।

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের ধন হইতে ভরণ পোষণ হইবে কি না?

(চতুর্থ প্রস্তাব)

নারদসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবে প্রমাণ করা হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা ব্যভিচারিণীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যে ভার্য্যা হয়, তাহার দৈব ও পিত্র্য কর্ম্মে অধিকার থাকে না। যাহার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অধিকার না রহিল, তাহার হস্তে ধন থাকিবার সম্ভাবনা কি? ধনাধিকার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের যেরূপ স্বরূপ, শাস্ত্রকারদিগের এই মত, পাঠকগণের বোধ এটী স্মরণ থাকে। সংহিতাকারদিগেরই যে কেবল ব্যভিচারিণীর প্রতি বিদ্বেষ ছিল এরূপ নয়, সমাজেরও ব্যভিচারিণীর উপরে অতিশয় বিদ্বেষ। সমাজের কেহ ব্যভিচারিণীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। গৃহস্থের অন্য অন্য অপরাধ কথঞ্চিৎ সহ্য হয়, স্ত্রী কর্ত্তৃক ব্যভিচারিণী অপরাধ কোন ক্রমে সহ্য হয় না। ঐ মিথ্যা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। কত পরিবার ব্যভিচার কলঙ্কপঙ্ক স্পর্শে মলিন হইয়া গিয়াছে। কত পরিবার সমাজবর্জ্জিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালের লোকেরাই কেবল ব্যভিচারের বিদ্বেষ করেন না। অহল্যা দেবরাজের সহিত ব্যভিচারিণী হইলে গৌতমমুনির কোপে উভয়ের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অনেকের অবিদিত নয়। সীতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন, দশগ্রীব দুরবাসের পর তিনি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পতিপ্রাণা সেই সীতাদেবীও লোকাপবাদ ভয়ে পূর্ণগর্ভ সময়ে অরণ্যে পরিত্যক্ত হন।

ব্যভিচারিণীর প্রতি এরূপ লোক

বিবেচনের একটি বিশেষ আবশ্যক আছে। হিন্দুজাতির সন্তানের প্রতি, যতদূর সম্ভব পুত্র পৌত্রাদি জাতকর্মাদি না করিলে মনঃ বিভার হয় না। অতএব সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত এদেশীয়দিগের পরিণয়ক্রিয়া বহু। এরূপ বহু অন্য কোন জাতির মধ্যে হয় না। সন্তানোৎপত্তির বিলম্ব হইলে এদেশীয়রা কত যাগ যজ্ঞ বহু ঔষধাদির আরাধনা ও কত ব্রত নিয়ম করিয়া থাকেন। সন্তানার্থে কত ঔষধ সেবন করিয়া সন্তানার্থী হইয়া থাকেন। নিতান্ত কপালে যদ্যপি সন্তানাদির জন্ম-কর্ম্ম-ভাগ্যে না থাকে তবে সন্তানের জন্য পরিবার পরিজন ত্যাগ করিয়া তীর্থবাস করিয়া থাকেন। যাহা হউক পিতৃলোকদিগের উদ্ধার নিমিত্ত পুত্রের আবশ্যক। পুত্র দ্বারা পিতৃলোকদিগের উদ্ধার হয়। পুত্র দ্বারা পিতৃলোকদিগের স্বর্গ হয়, পিতা যাহাতে পুত্রের নিকট ঐহিক ক্রিয়া হইতেই পরলোকস্থ পিতৃলোকের তৃপ্তি ও উদ্ধার সাধনের কারণ হইয়াছে। আমাদের এই পুরাণাদি শিশু কোলে পুত্র ও উহার মুখের কথা হইতে। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির অভাব হইলে কি মোক্ষ ঘটে, তাহার পুরাণাদি হইতে এ সকল প্রমাণ দিতেছি। [illegible] পুত্র না থাকিলে পরলোকে সদ্গতি হয় না। ইহারা পিতৃলোকের মুক্তি অথবা উদ্ধার সাধন করিতে পারে। অতএব পুত্রের মুখ-দর্শন এবং তাহাদিগের [illegible] মুখদর্শন করিয়া [illegible]

নাশঃ আত্মনাশে সর্ব্বনাশ ইতি। এক ত্রহ্মস্বভাবাৎ স্ত্রীণাং একভর্ত্তৃকৃতি নিয়মঃ। অনুরূপি। ত্বাৎ প্রসূতিঃ চরিত্রঞ্চ কুলস্ত্রীণামাবচ। স্বধর্ম্মং হি প্রযত্নেন রক্ষন্ হি রক্ষতি।

মনু কহিয়াছেন কি দিবা কি রাত্রি কোন সময় স্ত্রী কর্ত্তা স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করিবে না। স্ববশে না রাখিলে স্ত্রীর চাঞ্চল্য দোষ ঘটনা হয়। অতএব আত্মবশে রাখা কর্ত্তব্য। নারদও বলিয়াছেন সৎকুলজাত স্ত্রীও যদি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তাহারও চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এই কারণে বিধাতা স্ত্রীর পরাধীনতা কল্পনা করিয়াছেন। পুরুষের কর্ত্তব্য স্বস্ত্রীকে ব্যভিচার হইতে অবশ্য রক্ষা করেন। হারীত ঐ কথাই কহিয়াছেন স্ত্রীর এক ভর্ত্তৃতার যে নিয়ম আছে, তাহার স্খলন হইলে উভয়ে পরলোকে নরকগামী হয়। ভর্ত্তা জীবিত থাকিতে উপপতি সংসর্গে যে পুত্র জন্মে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে কুণ্ডশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভর্ত্তার মৃত্যুর পর যে পুত্র জন্মে তাহাকে গোলক বলে। অতএব পরপুরুষের রেতোহপহৃত হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে। যারা বিপথগামিনী হইলে কুলনাশ হয়, কুলনাশে সন্তান নাশ হয়, সন্তান নাশ হইলে দেব পিতৃ যজ্ঞনাশ হয়, দেবপিতৃযজ্ঞনাশে আত্ম নাশ হয়, আত্মনাশ হইলে সর্ব্ব বিনাশ হয়। মনুও কহিয়াছেন, স্ত্রীকে রক্ষা করিলে নিজ সন্তান চরিত্র কুল আত্ম ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করা হয়।

এদেশে যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, ব্যভিচার শঙ্কা তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। এদেশ উষ্ণপ্রধান। এখানে স্ত্রীলোকের অল্প বয়সেই রজোযোগ হয়। রজোযোগের পর গর্ভ হইবার সম্ভাবনা। দেশটী উষ্ণ বলিয়া অল্প বয়সেই পুরুষের সহিত আলিঙ্গিপ্সা বলবতী হইয়া থাকে। রজস্বলা হইবার পরও যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়া জ্ঞাতি হত্যাদি দোষ ঘটিয়া কেবল যে কুল কলঙ্কিত হয় এরূপ নয়, সে স্ত্রী দৈব পৈত্র্য যাবতীয় কার্য্যে অনধিকারিণী হয়। তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে পিতৃলোকের জলগণ্ডূষ পাইবার প্রত্যাশা থাকে না। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যা সন্তানের বিবাহ দিবার বিধি দিয়াছেন। উদাহৃতত্ব লিখিত হইয়াছে:—

" অত্রিঃ। আব্রতে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি। কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষোন বিদ্যতে। অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা। তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ। প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ। যমঃ। কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা। মহাভারতে। ত্রিংশদ্বর্ষঃ যোড়শবর্ষীয়াং ভার্য্যাং বিন্দেত নাগ্নিকাং। অতোঽন্যথা প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ। মহাদোষঃ স্যাদ্যেনমেনামৃষিরিব বিন্দতি। সত্যং। নগ্নিকামাগতার্ত্তবা, অন্যথা প্রবৃত্তে রজসি। অত্রিকাশ্যপৌ। পিতুর্গেহেচ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা। যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলীপতিং।"

অঙ্গিরা বলেন একবার তীর্থ গমনের পর পুনরায় তীর্থগমন স্থলে প্রতিজ্ঞাত কর্ম্মস্থলে এবং কন্যার বিবাহ যোগ্যকাল অতীত হইলে সেই স্থলে কালদোষ হয় না। অষ্টবর্ষাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, ও দশমবর্ষবয়স্কাকে কন্যা বলে, তাহার পর রজস্বলা। অতএব দশম বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যত্নপূর্ব্বক কন্যা দান করেন। এস্থলে কাল দোষে দোষ হয় না। যম কহিয়াছেন যে কন্যা পাত্র হস্তে প্রদত্ত না হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতার ভ্রূণ হত্যা হয়। সেই কন্যা বৃষলী হইবে। মহাভারতে আছে ত্রিংশদ্বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ যাহার রজোযোগ হয় নাই এরূপ ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। অতএব বয়ঃ হইবার পূর্ব্বে পিতা কন্যা দান করিবেন। বয়ঃ হইলে পিতার মহাদোষ হয়, সাধুদিগের এই বিধি। অত্রি ও কাশ্যপ বলেন যে কন্যা অবিবাহিত হইয়া পিতৃগৃহে রজো দর্শন করে তাহার পিতার ভ্রূণহত্যা দোষ হয় এবং সেই কন্যা বৃষলী(শূদ্রা) ভাব প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিতে না পারিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করে, সে শ্রাদ্ধের ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়, তাহাকে সকলে বৃষলীপতি বলিয়া জানে।

ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব অদ্য সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও ভারতীয় সভার নিকটে একটী প্রস্তাব করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। উক্ত দুই সভা মফস্বলে উহাদিগের যে সকল শাখা সভা আছে তাহাদিগের সহিত একবাক্য হইয়া হাই কোর্ট প্রস্তাবিত বিষয়ে যে অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আবেদন পত্র যথা স্থানে প্রেরণ করুন। যদি এবার প্রতিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশের শাস্ত্রানুসারে দায়াদি বিষয়ের এতদিন যে বিচার করিতেছিলেন, এই অবধি তাহার উচ্ছেদ হইল।

প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে সকল কবিরাজ আজি কালি কলিকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই তাহা সম্প্রমাণ হইতেছে।

আমরা ইংরাজী ঔষধালয়ের অপেক্ষা চন্দ্রকিশোরের ঔষধালয়ের একটী বিশেষ গুণ দেখিতেছি। কবিরাজ তাঁহার ঔষধালয়ের প্রাপ্য ঔষধ সকলের নাম ও মূল্য লিখিয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ঔষধালয়ের এ গুণ নাই। সকল ঔষধালয়ে এক ঔষধের একরূপ মূল্য নয়। যাঁহার যে ইচ্ছা, সেইরূপ মূল্য লইয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে রোগিদিগকে বিষম বিপদাপন্ন হইতে হয়।

যেসকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা প্রস্তুত না করিয়া তাহার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চন্দ্রকিশোর যেমন বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি অধিক দিনের প্রস্তুত করা যেসকল ঔষধ হীনবীর্য্য হইয়া যাইবে, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া যেন সুবিবেচনার কার্য্য করেন। ঔষধে উপকার দর্শে না একবার এ কুনাম রটিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ দুর্ঘট হইবে সংশয় নাই। ঐ মাখা ও মাতাবের সরবৎ ও গুড় বিক্রয় করা নয়। যাঁহার একবার ঠকা বোধ হইবে, তিনি আর কলিকাতা কৌঅহারী বাসাখানা মুখো হইবেন না। চন্দ্রকিশোরের এটীও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর বিপক্ষ মতের উদ্ধার করিতে হইবে। অতি স্বীকার না করিলে এ সুতীক্ষ্ণ সিদ্ধি হওয়া দুষ্কর।

—•—

গবর্ণমেণ্ট গবর্ণরের একটী হুকুম আজ্ঞা।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করেন, অতঃ পর দুই মাস অন্তর তাহার বিল স্বাক্ষর করা হইবে। এ প্রকার আজ্ঞা দিবার কারণ এই, মাসে মাসে বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা থাকিলে ইনস্পেক্টরদিগকে তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহারা মফস্বলে গিয়া যথোচিতরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবার অবসর পান না। যাঁহারা বিদ্যেরা বিষয়ের মর্ম্মাদর দর্শন না করিয়া কর্ত্তৃত্ব অবধারণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ যুক্তিটী সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এযুক্তিতে তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব কি তত্ত্বাবধারণেই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবনহেতু স্থির করিয়াছেন? বাস্তবিক তাহা নহে। অর্থসচ্ছলতাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবন ও উন্নতির মূল। যে বিদ্যালয়ের অর্থের একান্ত অনটন, সেখানে সমুদায়ই বিশৃঙ্খলাময়। যে শরীরের সংস্থান এক কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রপারদর্শী সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরও তাহার স্বাস্থ্যসম্পাদন চেষ্টায় কৃতার্থতা লাভ দুরূহ হয়। দুই মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কাম্বেল সাহেবের এই ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল, ইনস্পেক্টরেরা সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইবেন, যখন যে স্কুলে উপস্থিত হইবেন তখন সেই স্কুলের বিলে স্বাক্ষর করিবেন। আমরা বোধ করিতেছি, কাম্বেল সাহেবের নূতন ব্যবস্থায় যত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এ ব্যবস্থায় কোন স্থলেই তত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কার্য্যগতিকে কোন স্থানে অনভত বিলম্ব হয়, মুল আফিসের কর্ত্তারা তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সেই স্থানে বিল পাঠাইয়া দিবেন। এখন এক মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর হইবার নিয়ম আছে, কিন্তু এখনি এক এক স্কুলে বিল স্বাক্ষর হইয়া টাকা পাইবার যে সুসঙ্গত বিলম্ব হয়, কাম্বেল সাহেব শুনিলে চমৎকৃত হইবেন। বর্দ্ধমান বিভাগে কোন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কথায় কথায় আমাদিগের নিকটে কহিলেন, তাঁহার স্কুলের সাড়ে ছয় মাসের বিল আজিও স্বাক্ষর হয় নাই। দুই মাসের নিয়ম হইলে এই অল্প সময়ে ত বিল স্বাক্ষর হইবে। তাহা হইলে কাম্বেল সাহেবকে বড় ভাবিতে হইবে না। এক বৎসরের মধ্যে একবার বিল স্বাক্ষর হইলেও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ শিক্ষকগণের সহিত আপনাদিগকে তাহার দাস জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে কাম্বেল সাহেব বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন উদ্দেশ করিয়া যে নিয়ম করিতেছেন, তাহা অনুন্নতিরই কারণ হইবে।

—•—

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের উপাধিলাভ।

সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বাঙ্গলা দেশে অনেক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ডে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উপাধি লাভে আহ্লাদিত হইয়াছি কি না পরে তাহা কহিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, তিনি বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে থাকিতে সেখানকার অসভ্য লোকদিগের শপথ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তিনি মুসলমান ফৌজদারি আইন করিয়া বিচারপতিদিগকে যে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? যথাকথঞ্চিৎ করিয়া কৃষকদিগের বাড়ীতে যে পাক দিয়াছেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? এদেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যের হ্রাস ও মুসলমান মিউনিসিপাল বিল করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইহা কি তাহারই পুরস্কার? তবে এক বিষয়ে তিনি পুরস্কার পাইতে পারেন। যদ্যপি

বিবিধ সংবাদ।

প্রাপ্ত হইয়াছেন, টাঙ্গিলুর পতন এবং উহার যাবতীয় অধিবাসীর হত্যা সংবাদ লইয়া প্রিন্স সোলেমের নিকটে দূত গিয়াছে।

ছাদা মদিনারের মৃত্যু হইয়াছে।

কনীয়া বিষয়ক কোন্সাল্‌তীয় সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাকে যাইতে দিবেন না বলিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই মর্ণিং পোষ্ট নামক সংবাদ পত্র একজন সংবাদ দাতাকে ছিয়রণে প্রেরণ করিয়াছেন। কনীয় ইসমাদিগের পূর্বে বিবার উপস্থিত হইবেন এই আশায় তিনি ইতিমধ্যে সেখানে গিয়া যাইতেছেন। যখেছ যাবহারের ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কায় কি কনীয়া সংবাদদাতার গমনের নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ২৭শে মার্চ্চিতে পাতিয়ালার মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইর হিন্দুরা অত্যন্ত দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক যে কোম্পানির কার্য্য করা অধিক সংখ্যক মহাজন হইতে তাহাতে উঁহারা টাকা দেবের সন্তোষার্থ ব্যাঙ্ক বের তীরে একদিন বসিয়া ধর্ম্মোৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ১০৮ জন ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া সমুদ্রতীরে একটী অগ্নি হুত করিয়া প্রতিদিন উহাতে ঘৃত তৈল তখন কাষ্ঠ প্রদান করিবেন। শেষ দিবসে ৪।৫ মণ ঘৃত উহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইবে, উহা স্রোত বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক সম্প্রদায় বলা দিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, আগামী শীতকালে পুনার নিকটে সৈন্যদিগে একটী শিক্ষা বিবির হইবে। ইহাতে প্রায় ২০।১২ হাজার সৈন্য সমবেত এবং ৫।৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে এক্ষে সৈনিক ব্যয়েই লোকে ব্যস্ত তাহা উপরে আবার এই একটী নূতন ব্যয় বৃদ্ধি লোকের উপর বিস্ফোটার ন্যায় হইয়াছে।

কিছু দিন পরে বাম্বাইতে একা কল ও পুষ্পের প্রদর্শন হইবে উহাতে পুরস্কার দানার্থ বাম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা দিয়াছেন। বঙ্গ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ভিজিতাল দ্রব্যাদির উন্নতি পক্ষে যত্নবান বলিয়া ভাণ করেন, তাঁহারা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য

প্রায় দুই মাস হইল পোর্ট মেলেরা হইতে যে ৪ জন কয়েদি পলায়ন করে

২৮ এ চৈত্রাখ মঙ্গলবার।

মুলতানে অত্যন্ত অনকষ্ট হইয়াছে। এরূপ অনকষ্ট আর কখন সেখানে হয় নাই।

ডাগেলস নামক এক খানি ষ্টীমার সুয়েজ খাল দিয়া ২৮ দিন ৮ ঘণ্টায় সিঙ্গাপুর হইতে লোহাইয়ে উপনীত হইয়াছে। সুয়েজ খাল খওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অনেক নৈকট্য হইয়াছে।

কোন উকীলকে ওপের জন্য আদালতে প্রেরণ করা যায় কি না, সম্প্রতি এই এক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। জজ উকীলের অনুরোধে মত দেওয়াতে এবিষয় হাই কোর্টের বিচারার্থ অর্পিত হইবার কথা হইতেছে।

সেদিন মিলার সাহেবের নিকটে একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুইজন মুসলমান স্ত্রীপুরুষ প্রকাশ্য রাস্তায় পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল। বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী বলিল সে যেখানে বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতে চায়, তাহার স্ত্রী যাইতে নিষেধ করে, সে নিষেধ না মানিয়া যেমন যাইতেছিল তাহার স্ত্রী রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই বিবাদ হইতেছিল। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, বাহিরে না আসিয়া ঘরে বিবাদ মিটাইয়া নিমন্ত্রণে গেলেই হইত। এই বলিয়া উভয়কে প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। এই মকদ্দমাটী যেরূপ কৌতুকাবহ মিলার সাহেবের হুকুম যদি সেটীও তদপেক্ষা হ্রাস নহে। তিনি দুই জন বর দণ্ড করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদ্বারাই দণ্ড হইল, আবার প্রকৃত দোষীই দণ্ড মুক্ত রহিল।

সেদিন অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজার এক জন বেগমের প্রায় ৩০ হাজার টাকার গহনা ডাকাতি চুরি যায়। বেহল পুলিস চোরদিগকে ধরিয়াছেন। অপহৃত দ্রব্যের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে। আরো অনুসন্ধান হইতেছে। যেরূপ পুলিস এই যে চোর ধরিতে পারেন।

সম্প্রতি দুরাটে অগ্নিকাণ্ড হইয়া ২০ গৃহ ও প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে।

২৯ এ চৈত্রাখ বুধবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কলম্বিয়ার হইতে পর্ব্বত প্রদেশে যাইবার জন্য যে এক ক্যারিজ কোম্পানি আছে উহার বন্দোবস্ত বিষয়ে কতক উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, ইহার কারণ এই সম্প্রতি লার্ড হর্ণাট যখন পর্ব্বত প্রদেশে গমন করেন, কলুয়ে গিয়া তাঁহার কয়েকটী বাক্স অপহৃত হয়। লার্ড হর্ণাটের বাক্স চুরি গিয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি চেষ্টা হইতেছে, অন্যথা বোধ হয় হইত না। ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন যদি ইহার পাতিয়া একজন রেলওয়ে ডাইরেক্টরের মৃত্যু হয় তাহা হইলে রেলওয়ের দুর্ঘটনা সকল করিয়া যায়। ষড়লোক বিপদে পড়িলে সেই ঈশ ঈশের মঙ্গল হইবার পথ হয়।

সিমলাবাসিদিগকে আর কেরল বিয়ার ও ব্রাণ্ডির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার তথায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি এবং অশনিপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

সর উইলিয়ম এবং লেডি হিউয় গত সোমবার আলাহাবাদ হইতে মইনিতাল যাত্রা করিয়াছেন। বড় লোকেরা পরের স্কন্ধে বিলক্ষণ আরোহণ করিতেছেন, অথচ সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের পত্র পূরণ করিবার সুযোগ পথ হইয়াছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় ভয়ানক শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। এবার সর্ব্বত্র হইতেই শিলা বর্ষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাই প্রদর্শনে কতক লাভ হইয়াছে। টিকিট প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা যত টাকা আয় হয় সমুদায় ব্যয় বাদে উহা হইতে ২০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অল্প লাভ মূলের কথা বলায় লাভই লাভ। ঐ টাকা দ্বারা কোন সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

গত সপ্তাহে পঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ চৈত্রাখ বৃহস্পতিবার।

ওরা যে পর্য্যন্ত যে প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বর্ত্তমান বিভাগে সাধারণে বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, কিন্তু শিলাবর্ষণ হওয়াতে তিল ও তুলার কতক ক্ষতি করিয়াছে। জ্বরেও কতক প্রাদুর্ভাব আছে। বীরভূমে বসন্ত ও ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে বসন্ত জ্বর ও ওলাউঠা হইতেছে। রাজসাহী বিভাগে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে কুচবিহারে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মৌলবী মুহম্মদ হুসেন তালপুর ত্রিস্কুল।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর রায় চতুর্থ শ্রেণীতে মুড়কা সুবার্ডমেই অস্থায়ী হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সফদিগের পদোন্নতি হইল।

দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় তাহামাতপদ তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে

মৌলবী সৈয়দ আবদুল হোসেন তালপুর ত্রিস্কুল।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি এল বাখর সঙ্গের অন্তর্গত পটু য়াখালিতে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সফ হইবেন।

এ, ম'কেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি

—•—

আমাদিগের বাইটবরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে অত্রত্য স্কুলসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা অনুসারিত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়। ডিরেক্টর প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব চক্রের ইনস্পেক্টরের নিকট তৎসমস্ত প্রেরণ করেন। ইনস্পেক্টর আবার তাহা ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর সেই অনুবাদ স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সেক্রেটারী স্কুলের গৌরব রক্ষার্থে আমাদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় ডেপুটী ইনস্পেক্টর কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইনস্পেক্টর ডিরেক্টরের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর সেক্রেটারির সহিত একমত হইয়া আমাদিগের লেখাকে মিথ্যানুষিক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে দুঃখীতাব অবলম্বন করা বিধেয় নয় বলিয়া আমরা যথাসাধ্য স্বত্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সমূহের অনুবাদক মহাশয়কে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। অন্যথা ডিরেক্টরের নিকট সোমপ্রকাশ ও তৎসম্বাদদাতা অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

অত্রত্য স্কুলের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা মুক্তন নহে। স্কুলের অবস্থাগত অনুবাদি দর্শনে আমরা অনেক বার সোমপ্রকাশে বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি। সম্পাদক স্কুলের প্রতি মনোযোগ দিতে অবসর প্রাপ্ত হন না, এদিকে স্থানীয় লোকেও এবিষয়ে নিতান্ত উদাসীনতার প্রদর্শন করেন। কিরূপে ছাত্র সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়, কিরূপে স্কুলের অবস্থা উন্নত হয়, কিরূপে ছাত্রগণ উৎসাহান্বিত হয় এ গুলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র মনোযোগ বিধান করেন না। আমরা অনেকবার এই অভিযোগ করিয়াছি প্রধান শিক্ষক কর্ত্তব্য শিথিল হইলে বিদ্যালয়ের অবস্থা যেরূপ হয়, বাইটবর স্কুল তাহার বহিষ্কার হয় নাই। নানা কারণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক স্বকর্ত্তব্যে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। এতদ্বিবন্ধন তাঁহার পদচ্যুতি ও বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলটী নিতান্ত ভগ্নদশায় পতিত হয়। আমরা গত ১৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়ে স্কুল যে নিতান্ত শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এটী অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক এক সময়ে বলিয়াছিলেন "আমার কার্য্য গ্রহণ সময়ে স্কুলের অন্তর্জ্জলের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।" অধিক কি সেক্রেটারিও প্রধান শিক্ষককে বলিয়াছিলেন, স্কুলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ লক্ষিত হইতেছে, আপনি ইহার প্রধান শিক্ষকতা গ্রহণ করিলে আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইব। এই বাক্য গুলি কি স্কুলের তদানীন্তন সময়ের উন্নতির পরিচায়ক? সাধারণে ইহাতে কি স্কুলকে উন্নত ও উৎকৃষ্টাবস্থ বলিবেন? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শোচনীয় দশা দর্শনে বাধিত না হন। আমাদিগের অপরাধ এই, আমরা স্কুলের সেই শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ইহাতে কি বিদ্রোহিতা প্রকাশ পাইয়াছে? এটী কি আত্মীয়তার লক্ষণ নয়? যাহারা অত্যন্তরীণ অনুবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া উপাধিভাক্ হইতে বাসনা করে, তাহারা কি শত্রু? পক্ষান্তরে যাহারা বিষবিক্ত পদার্থ কে সুমধুর বলিয়া প্রশংসা করে, তাহারা কিরূপ লোক এটী আমরা সুযোগ্য সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহাদিগকে কি গূঢ় শত্রু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই?

কেবল যে সেক্রেটারি ও প্রধান শিক্ষকই সে সময়ে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়াছেন এরূপ নয়, ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণও স্কুল দেখিয়া মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাধর দাস গত ১৮৭২ অব্দের ২৯ এ জানুয়ারি অত্রত্য স্কুল পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত অসন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। যাহারা শ্রেণীর কোন ছাত্রও একটী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। এখান পণ্ডিত সে সময়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলেন তন্নিবন্ধন স্কুল নিতান্ত কষ্টগ্রস্ত হয়। উপস্থিত সময়ে ইংরেজী শ্রেণীতে তিনটী মাত্র ছাত্র ছিল!!! ইহাদিগের মধ্যে একটী কিছু উন্নতি প্রদর্শন করে। প্রধান শিক্ষক এই তিনটী ছাত্রের অধ্যাপন কেই করিতেন!! মন্তব্যিত্তগের প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই!! এই ত ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য পরায়ণতা!!!

তৎপরবর্ত্তী ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাকিশোর রায় গত ১৮৭২ অব্দের ২১ এ আগষ্ট এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া লিখিয়াছেন —আমি ইংরাজী বিভাগের সমুদয় ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম। ইহাতে আমি কিছুমাত্র সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না। ছাত্রগণের শব্দোচ্চারণ ও বর্ণ বিন্যাস প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও অসন্তোষজনক। গত ১৮৭২ অব্দের ২৮ এ ডিসেম্বর উক্ত ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় এই স্কুল পরিদর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া যান। সেদিন বিভাগান্তরের জনৈক ডেপুটী ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্কুলের অবস্থা অপকৃষ্ট বলিয়াগিয়াছেন। বক্তব্য প্রধান পণ্ডিত নিতান্ত কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি। কেবল ইঁহারই অধ্যবসায় ও অধ্যাপনা গুণে এই স্কুল হইতে প্রতিবর্ষে দুই একটী ছাত্র মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইনিও একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন "আমি না থাকিলে এক সময়ে বাইটবর স্কুলের লয় হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি সেক্রেটারী ও অন্য অন্য মধ্যে স্কুলের অবস্থা মন্দ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহাতে কি আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হইতেছে না? এস্থ অন্তর্জ্বালাবাম প্রধান শিক্ষককে আমাদিগকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করা কি নিতান্ত কার্য্য? যিনি এই দোষের অভিযুক্ত করেন তিনি কি সমাজের নিকট নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট প্রত্যবায় ভাগী হন না? আমরা শত্রুতা কি দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া

উৎসাহের সহিত ইহা স্কুলকে যথাসাধ্য প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্মবিভাগের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর। আমরা অনেকবার স্বয়ং স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিতের অধ্যাপনা নৈপুণ্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমরা একণে ঈশ্বর সমীপে স্কুলের যথাজীবনদাতা এই শিক্ষক দ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

২। এস্থ এখানে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। অত্রস্থিতজন কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা। জমাগণ মধ্যে আহারসম্বন্ধীয় ধান্য বপন করিতেছে। কৃষকদিগের এই আহার ধর্ম্মে আমাদিগেরও আহারের সম্ভার হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদ আসিয়া অন্তঃকরণ কালিমময় করে। হন্ত তাগণ এই অস্থিতেদী পরিশ্রম করিয়া যাহা সকল করিবে, জমীদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ করিতেই তৎসমুদয় প্রায় নিঃশেষিত হইবে। অবশিষ্ট অংশ আমার মুরুব্বি হোড় লেসে উড়াইয়া দিবে।

—:০:—

আমাদিগের খ্রীষ্টান্ন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এক ব্রাহ্মণ আসাম হইতে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশে আইসে। সেখান হইতে বাটী যাইবার নিমিত্ত এক খানা নৌকা ভাড়া করে। নৌকায় তিনজন মুসলমান মাঝা ছিল। অর্থ লোভে পাপিষ্ঠেরা নদীর এক নির্জ্জন স্থানে নৌকা লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ও তাহার মৃতদেহ নদীতীরে পুতিয়া রাখে। অনেক দিবস পরে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ হইয়া ঐ নিষ্ঠুরেরা ধৃত হইলে ব্রাহ্মণের অস্থি ঐ নদীতীরে পাওয়া যায়। সেসনের বিচারে উক্ত পাপিষ্ঠদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দে ১৮৮ টী প্রাইমেরী স্কুল হইবার জন্য আদেশ হয়। তন্মধ্যে প্রায় ১২৫ টী স্থাপিত হইয়াছে। বাকী অনেকটাও অল্প দিবসের মধ্যেই স্থাপিত হইবে। উক্ত স্কুল সকল পরিদর্শনার্থ এখান কার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সদরলাণ্ড সাহেব মাঁজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য সব ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। সেখান হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলেই উক্ত ইনস্পেক্টর সকল নিযুক্ত হইবে। আমরা ভরসা করি সদরলেণ্ড সাহেব উক্ত কর্ম্মে এজেলার লোকদিগকেই নিযুক্ত করিবেন। কেননা এজেলার লোক দ্বারা এ জেলার যতদূর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ভিন্ন জেলার লোক দ্বারা তত দূর হইবার নহে। বিশেষতঃ স্বদেশের কার্য্যে স্বদেশীয় লোকদিগেরই দাওয়া অধিক।

অত্রস্থ বিদ্যালয় স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টের পরম বন্ধু মৃত মহাত্মা প্রাইস সাহেব এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন। কলিকাতার মেরূপ মেয়ার সাহেব হইতে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হয় খ্রীষ্টেও সেইরূপ প্রাইস সাহেব হইতে বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হয়। তাঁহার স্কুল হইতে এই খ্রীষ্টের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যদিগের সাধারণ সভা।

গত ২ ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘণ্টার সময় বৃত বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয়ের ভবনে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক সাধারণ সভা হয়। সমাজের ২২ জন সভ্য এবং অপর কতকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সোমপ্রকাশ হইতে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, সকল সভ্যেরই কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজেরও কর্ম্মচারী পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইত। কিন্তু সভ্যগণের অমনোযোগ বশতঃ উক্ত নিয়মানুসারে কোন বৎসর কার্য্য না হওয়াতে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করণার্থ গত বৎসর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা নূতন অধ্যক্ষগণের হস্তে সমাজের কার্য্যভার অর্পণ করেন নাই। আমার নূতন বর্ষ উপস্থিত। নব বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই সভা করা হইয়াছে। গত বর্ষের অধ্যক্ষগণ সমাজের কার্য্যভার আপনাদিগের হস্তে লইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এ বৎসর যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকেই বা কি করিতে হইবে ইহাও এই সভার বিবেচ্য।

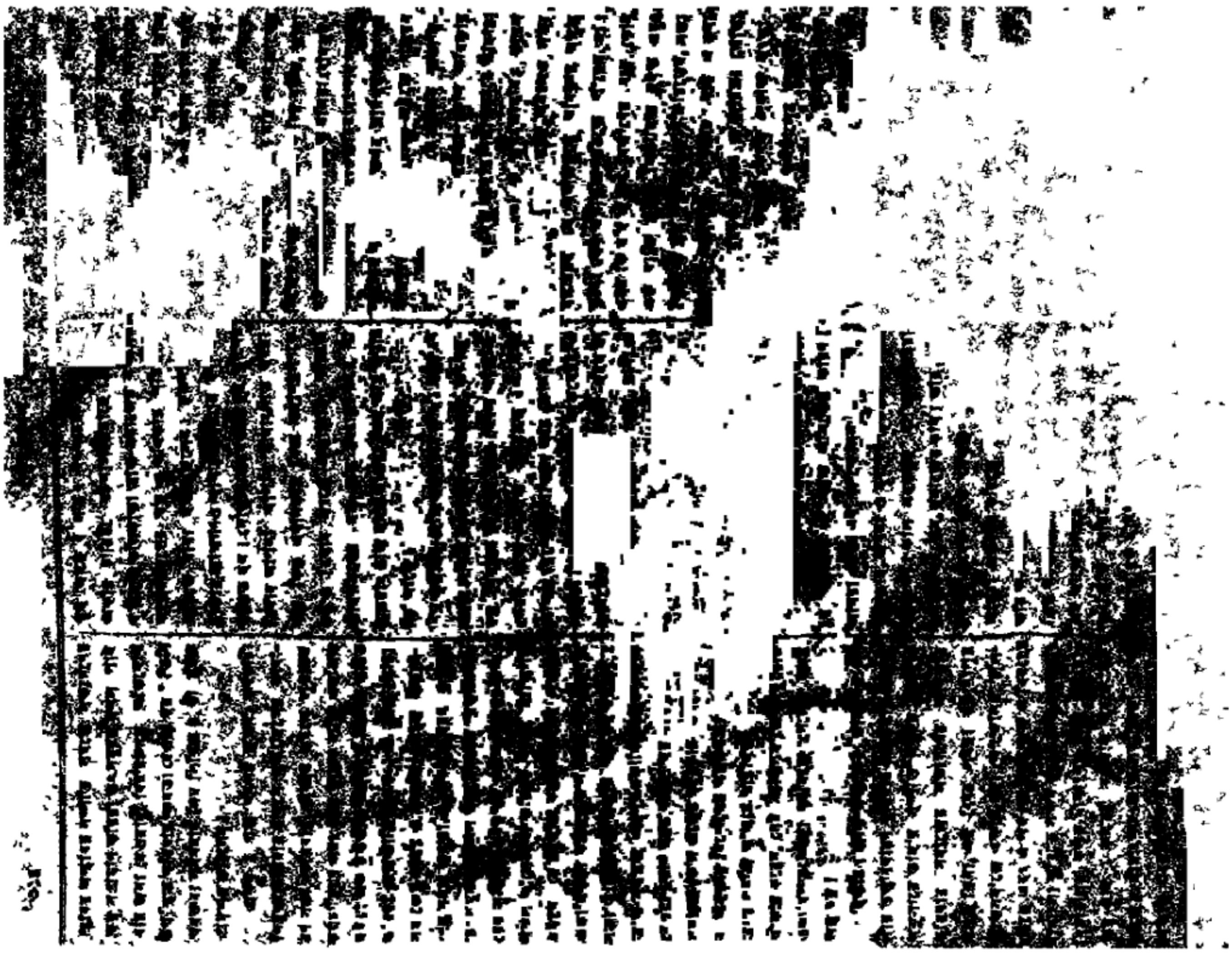
পরে সভাপতি মহাশয় সভাকে জ্ঞাত করিলেন যে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল প্রস্তাব এই সভায় বিবেচ্য তাহাতে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অভিমত আছে। তৎপরে তিনি সম্পাদককে গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ এবং গত বর্ষের সাধারণ সভার পর উভয় বিবাদি দলের পরস্পর যে সকল পত্র লেখা হয় তৎসমুদয় সভায় অবগতির নিমিত্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করায় সম্পাদক তদনুরূপ কার্য্য করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাব করেন যে "সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ১২৮০ সালের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হন:—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু } সহকারী
" পারীলাল ঘোষ } সম্পাদক
" উপেন্দ্রনাথ দাস } অধ্যক্ষ
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক }
" শিতিকণ্ঠ মল্লিক সম্পাদক"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাই অবধারিত হইল।

শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক এই প্রস্তাব করিলেন যে "উক্ত কর্ম্মচারিগণকে সমাজের



শ্রীযুক্ত মগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে তাহাই ধার্য্য হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

আমরা গত ৭ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে ষ্টেণ্ডথায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, গত ১৪ ই চৈত্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় ই, ম, ঘা, স্বাক্ষরিত জনৈক পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের মতে ষ্টেণ্ডথায় না হইয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হওয়া বিধেয়। তিনি অবশ্য বিস্তারিতরূপে প্রমাণ দেন নাই। অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা তাহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সে অদ্ভুত যুক্তি এই—পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা গামী যাত্রিগণ শিবালয়ের ঘাটে খেয়া নৌকায় পার হয়, শিবালয় দিয়া ডাক ও সাধারণগম্য একটী রাস্তা গিয়াছে, শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ্ আফিস আছে, অতএব পোষ্ট আফিস শিবালয়ে করাই কর্ত্তব্য। পত্রপ্রেরকের প্রদর্শিত কারণগুলি পোষ্ট আফিসের পক্ষে অনুকূল কি না বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে যে কারণে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া থাকে, পত্রপ্রেরক তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রলাপবাক্যে স্বীয় পত্র খানি পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাস্তা আছে বলিয়াই কি শিবালয়ে পোষ্ট আফিস করা উচিত? সাধারণে রাস্তা দিয়া গতায়াত করে মাত্র। এই পথিকদিগের সহিত পোষ্ট আফিসের কি সম্বন্ধ? যাইবার সময়ে কি ইহারা মণিঅর্ডার দিয়া পোষ্ট আফিসের আয় বৃদ্ধি করিয়া যাবে? শিবালয়ে একটী টেলিগ্রাফ আফিস আছে, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু এই আফিস চিরস্থায়ী নহে। বর্ষাসময়ে পদ্মার বেগে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হয় বলিয়া গোয়ালন্দের অপর নিকটবর্ত্তী শিবালয়ে একটী স্বতন্ত্র আফিস করা হইয়াছে। কেবল বর্ষার কয়েক মাসই তাহা কার্য্য হইয়া থাকে। এই আফিসের সহিত ডাকঘরের কোন সম্বন্ধ নাই। শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে পোষ্টের লাইনের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যে ডাক ডাকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা যেমন গোয়ালন্দের ডাকঘরে না যাইয়া বরাবর পদ্মাপার হইয়া চলিয়া যায়, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলেও সেইরূপ চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহার সহিত পোষ্ট আফিসের সংস্রব কোথায়? পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয় যেরূপ ওলজার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখানে একটী পুলিস ষ্টেষণ স্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আমরা পত্রপ্রেরকের এইবাক্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শিবালয় কিসে ওলজার হইল? শিবালয়ে একটী অর্দ্ধসপ্তাহ সাধারণগম্য পথ ও ঘাট চক্রের মত এক খানি দোকান আছে মাত্র। পক্ষান্তরে ষ্টেণ্ডথায় একটী বৃহৎ বাজার ও স্কুল আছে। শিবালয় অপেক্ষা ষ্টেণ্ডথায় বহুসংখ্য ভদ্র লোকের বাস। ষ্টেণ্ডথায় প্রত্যহ অনেকসংখ্যক ডাকের চিঠিপত্র আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। শিবালয়ে কয়খানি ডাকের পত্র যায়? কয়খানিই বা তথা হইতে প্রেরিত হয়? এটী আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ষ্টেণ্ডথায় যে একটী ডাক বাক্স আছে, তাহাতে প্রতি মাসে ২০।২৫ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই রূপ লাভ দেখিয়াই ঢাকা বিভাগের ইন্সপেক্টর পোষ্ট মাষ্টার ও আকরগঞ্জের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার ষ্টেণ্ডথায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিতে পোষ্টমাষ্টার জেনরেল মহোদয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। বার্ত্তাবহ বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ যখন ষ্টেণ্ডথাকে পোষ্ট আফিস স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সহায় পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার নিষ্ফল চীৎকার করা বিড়ম্বনামাত্র। ফলতঃ শিবালয়ে এমন কোন লাভই নাই যাহাতে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইতে পারে। যাহারা কেবল রাস্তার মোহাই দিয়া পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা অনুরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী আর নাই।

পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে ষ্টেণ্ডথাবাসিগণের অনেক সুবিধা হইবে, কারণ ষ্টেণ্ডথা আকরগঞ্জ অপেক্ষা শিবালয়ের অধিক নিকটবর্ত্তী। এটী ছোড বাক্য সন্দেহ নাই। এইরূপ ছোড বাক্যে অপরের চক্ষে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করা সামান্য প্রগল্‌ভতার লক্ষণ নহে। পত্রপ্রেরক যে.প ষ্টেণ্ডথাবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ শিবালয়বাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছি, ষ্টেণ্ডথায় পোষ্ট আফিস হইলে শিবালয় বাসিগণের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, কারণ শিবালয় আকরগঞ্জ অপেক্ষা ষ্টেণ্ডথার অধিক নিকটবর্ত্তী॥

আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ষ্টেণ্ডথায় পোষ্ট আফিস স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। পত্রপ্রেরক এসত হৃদয়ে তাহার প্রতিবাদ করুন, তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু তিনি পত্রমধ্যে যেরূপ চপলতা ও অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিরক্তিকর ক্ষোভের হইতেছে। প্রতিবাদ করিয়া অমত দৃঢ়তর করিতে হইলে যথোচিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক প্রতিবাদ সময়ে এই গাম্ভীর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। অবৈধ বিলাসিত প্রতিবাদ কি স্বদেশানুরাগ ও সিংহাসনের প্রদর্শক হইয়া থাকে? ইহাতে কি প্রতিবাদকর্ত্তার নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতাসম্বন্ধে পরিস্ফুট ও ওপনসুহৃৎ অপসৃত হয় না?

পরিশেষে আমরা পত্রপ্রেরককে জানাইতেছি ষ্টেণ্ডথা বলিলে রাজবর ঘাটসর, ও নবাজপুর এই তিন খানি গ্রাম বুঝাইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ক স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক রাজবর ষ্টেণ্ডথা, ঘাটসর ষ্টেণ্ডথা প্রভৃতি নামে গ্রাম অভিহিত হয়, কিন্তু এক্ষণে ঘাটসর ষ্টেণ্ডথা নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রেও ঘাটসরকে ষ্টেণ্ডথা বলিয়া লেখা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঘাটসরে যেসময়ে কোম্পানির যে একটী ষ্টেমর ছিল, তাহার নামও "ষ্টেণ্ডথা ষ্টে

রেজিষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ।

২১ সংখ্যা।

প্রবর্ত্তনা প্রত্যহিতায় পার্থিব সদ্বস্তুনী অভিসন্ধনী নাম ধেয়নী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ৭ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১৯ এ মে।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

মরশো ঔষধ।

একখানি নূতন রকমের পুস্তক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—•—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ।০ আনা।

শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—•—

"ভক্তি রসাত্মক" জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত সংখ্যাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে, ইহার ২ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। প্রার্থনেচ্ছু মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকৈলাস নাথ
কলিকাতা বড়বাজার
কাঁসারি পটী।

—•—

ঘনিষ্ঠিত্ব অভি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—যে মূল্যের বাটী ডেলহাউসি স্কোয়ার এবং মিশন রো এই দুইয়ের দিকে দরজা আছে, এক্ষণে সমুদায়ে মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৭৪ অব্দ মার্চ্চ মাসের এক তরফে স্যাসির দ্বারা নির্ম্মিত, যে সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আছে সে সমুদায় উত্তম কাষ্ঠের।

বস্তু নির্ম্মিত ঘ।

বাটীর গবর্ণমেণ্ট পেপর করেন্সি ডিপার্টমেণ্টের সম্মুখস্থিত।

এই স্থানের স্পর্শের ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

২ ডেলহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা। } আর, সি লেপেজ (সিনিয়র)

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ গ্রন্থরচয়িতা গণকে জানান যাইতেছে যে, যিনি বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্ব্বে প্রকাশিত রঙ্গভাষার আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সমালোচনের ভার সুবিদ্বান স্কুল সমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও রঙ্গপুর কাকিনীয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হইল। প্রোক্ত মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কারার্হ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ
১১ ই চৈত্র
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায়
দ্বিতীয় যুবরাজ কাকিনীয়া রাজবাটী।

—•—

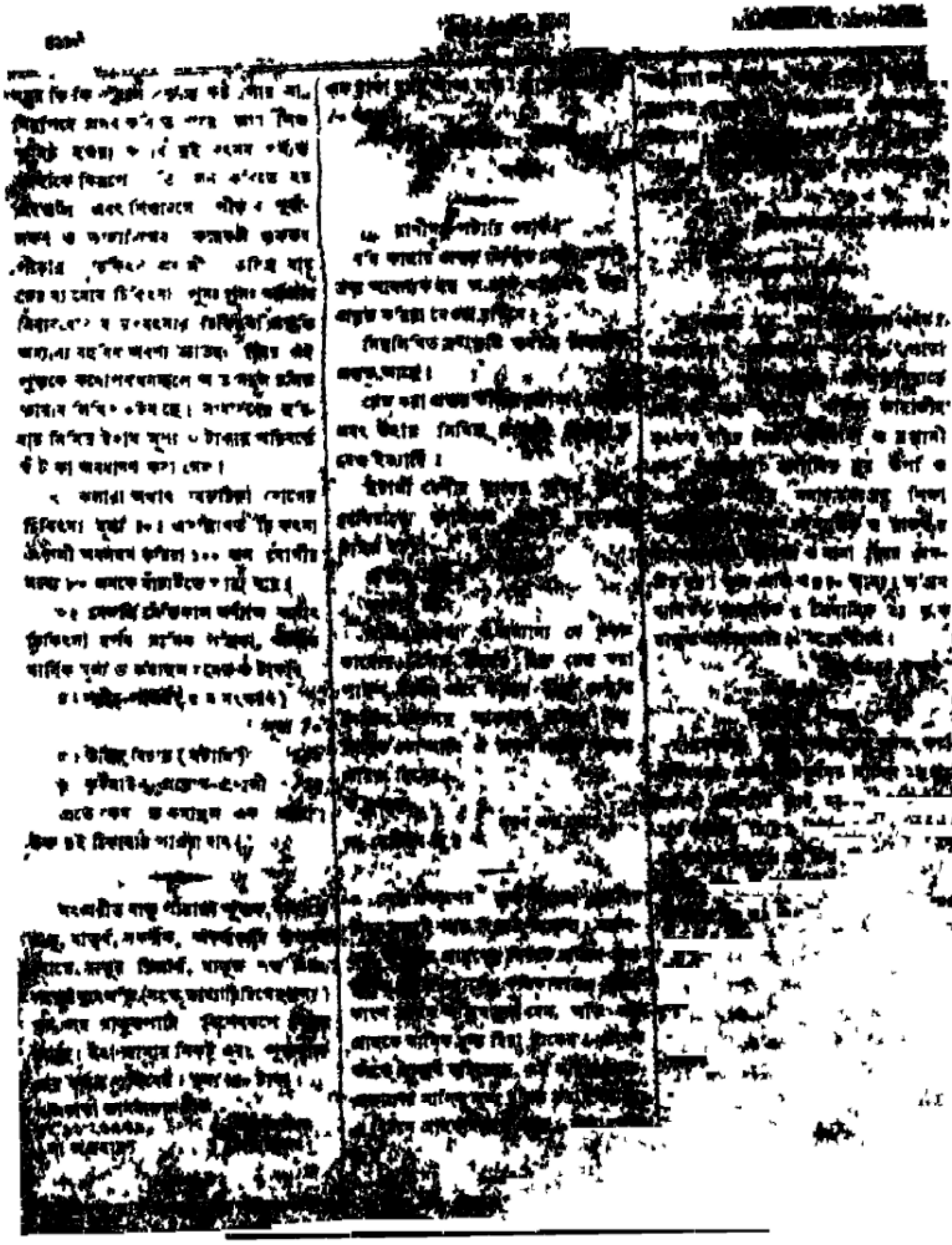
বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৩৬০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার ছাপাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা বড়বাজার হিন্দু-হেরল্ড ষ্টোরে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সুবিধাজনেরই আবশ্যক বাজী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই টাকায় পাওয়া যায়। বর্ত্তি কীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এবং



"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

শ্রীমহীনচন্দ্র রায়
সহকারী রেজিষ্ট্রর

আহ্বান
ব'দ্ধমান

সোমপ্রকাশ।

৭ ই বৈশাখ সোমবার।

ব্যভিচারিণী ধর্ম্মপত্নীর হইতে মুক্ত হইবে কি না?

(পঞ্চম প্রস্তাব)

অদ্যকার প্রস্তাবের প্রারম্ভেই একটী সরল যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কেমন অন্যায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা না বুঝেন শাস্ত্র না জানেন দেশাচার। এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, বিবাহসংস্কারের পর স্ত্রী পতির সহিত একগোত্র ও একশরীর হইয়া যায়। স্ত্রীর কিছুই সতন্ত্র থাকে না। পতির ধর্ম্মই ধর্ম্ম, পতির অর্থে অর্থ। পতির সুখে সুখ, পতির দুঃখে দুঃখ। এরূপ একটী দৃঢ়তর সংস্কার লইয়া উঠে যে স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকে, পাতিব্রত্যাদি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহার বিচ্ছেদ হয় না। পতির মৃত্যুতেও তাহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। সেই অবিচ্ছিন্নতা জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ভর্ত্তৃ শয়ন পালন ও পতির অর্দ্ধাসন দিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ এই ইচ্ছোদ্বাহবন্ধনের মূল, ব্যভিচার দোষ ঘটিলে তাহার অপবিত্রতা জন্মিয়া তাহার যে বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সহজে কি তাহা বুঝা যাইতেছে না? শাস্ত্রকারেরা বলেন "অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনা দার কর্ম্মণি মৈথুনে। দারকর্ম্মণি ভার্য্যাত্ব সম্পাদকে কর্ম্মণি। মৈথুনে মিথুনশব্দ বাচ্য স্ত্রীপুংসসম্বন্ধে আধান পুত্রোৎপাদনে চ প্রশস্তা। অতএব তত্তদ্ভাবো যুক্তিঃ। ন খলু মাত্রাপি খৃষ্টীয়াৎ পতেৎ প্রত্যেতব্যমু। আধানে যুক্তিতন্ত্রেত্ব লাক্ষাচারে চ যুক্তিঃ। শরীরার্দ্ধং যুক্তা ভার্য্যা পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।"

যে স্ত্রী মাতার অসপিণ্ড ও পিতার অসগোত্র, সে দারক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ আধানাদি ও পুত্রোৎপাদনাদি কার্য্যে প্রশস্ত। যুক্তকে যুক্ত বলে না, যুক্তিনীকে যুক্ত বলা যায়। পুরুষ সেই যুক্তিনীর সহিত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল ভোগী হয়। স্ত্রী সপ্তপদী গমনের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন, তিনি যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কন্যা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না অর্থাৎ পরপুরুষ গামিনী হইবে না। স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ ব্রত ও উপবাস নাই। পতির শুশ্রূষাবলেই তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। স্বামী জীবিত থাকুন আর মৃত্যুমুখে পতিত হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। স্ত্রী পুষ্প ফল মূলদ্বারা স্বয়ং দেহ পাত করিবে, তথাপি পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নাম ও গ্রহণ করিবে না। বেদে স্মৃতি শাস্ত্রে লোক ব্যবহারে পণ্ডিতেরা পত্নীকে পুণ্যাপুণ্যের সমফলভাগী শরীরার্দ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন পতি মনে পত্নীর অধিকার জন্মিয়াছিল, ব্যভিচার নিবন্ধন যদি সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার হস্তে ধন থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, পাতিব্রত্য স্বত্বাপগমের একটী কারণ। ব্যভিচার পাতিত্যের কারণ। এ যুক্তিস্থলে ব্যভিচারিণী বিধবার হস্তে পতির উত্তরাধিকারলব্ধ ধন রাখা সঙ্গত হইতেছে না। ব্যভিচার নিবন্ধন যে পাতিত্য জন্মে, মহাত্মা মনুর স্পষ্টাক্ষরে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠকগণ একবার দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যানটী পাঠ করুন। দীর্ঘতমা কহিতেছেন:—

অধ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা যথা লোকে
তথা। এতদ্ব পতির্ম্মর্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণং। মৃত জীবতি বা ভর্ত্তরি যোপগচ্ছতি নরং। অপত্যলাভ মাত্রেণ সা নারী পতিব্রতা ন সংশয়ঃ। অপতীনান্তু নারীণামন্যোৎপন্নপ্রজাতি পাতকং। ব্যভিচারে হেতু ধনং সর্ব্বং মৃষাভোগাদ্যবন্ধ তাঃ। অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তি বৈ।

আজি অবধি আমি এই নিয়ম করিলাম, পতিই স্ত্রীর যাবজ্জীবন দেবতা। স্বামী মরিয়া যাউক আর জীবিত থাকুক এ অন্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে না। নারী অন্যপুরুষগামিনী হইলে নিঃসংশয়

পতিত হইবে। আমি অবশ্য, সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী বলে পুরুষ রাক্ষসী হইলে তাহার প্রাণ্ডক্ত লিখিবে। যদি কিছু ধন থাকে, সে ভোগ করিতে পাইবে না। তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও লোক নিন্দা হইবে।

পাঠকগণ দেখুন, বীরকন্যা লক্ষ্মীদেবী সেই রাক্ষসীদিগকে কেমন ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির যদি অভিপ্রেতপূর্বক [illegible] সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাবপর্যালোচনা করিতেন, তাহার ফলে [illegible] হস্তে সমর্পিত হইতেন না; আমাদিগের আর্য্য কন্যারা বাহিরাগী স্ত্রী পুরুষ [illegible] ঘৃণা করিতেন। পরস্ত্রী গমনের কথা দূরে থাকুক এরূপ গমনের প্রস্তাব শুনিলে শিহরিত ও প্রায়শ্চিত্ত উদ্যতা হইতেন। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকগ্রন্থে [illegible] সাহায্যে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন:—

"অথ বেশ্যাগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

তত্র সহর্ষঃ। পত্ত বেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে। তথা বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যং তদর্দ্ধং বেশ্যায়ৈ দেয়ং। তত্র সহর্ষ গমনে, অভ্যাসিক দুই প্রাজাপত্যেন চরেৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ায়ে ইত্যাপস্তম্ববচনাৎ চান্দ্রায়ণং।

সহর্ষ বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যের [illegible] বিধি দিয়াছেন। যদি প্রাজাপত্যচরিতে [illegible] এক বৎসর ক্ষয় করিয়া [illegible] যদি বেশ্যা সহবাসে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বেশ্যা গমন করিয়াছে, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিতে হয়। [illegible] বেশ্যাগামী পুরুষের [illegible] প্রায়শ্চিত্তে প্রাজাপত্যের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিতেন প্রজাপক ঠাঁহাকে দুরাচার বলিয়া গণনা করিতেন। সাধারণের কোন প্রকার কষ্ট অথবা অমঙ্গল হইলে তাঁহাকে তাঁহার দায়ী হইতে হইত। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর মূল এই:— "রাজা ভাল করিতে পারেন, মন্দ করিতে পারেন না" এদেশেরও শাসন প্রণালীর ঐ মূল ছিল। আমাদিগকে বহু শতাব্দীকাল বিদেশীয়দিগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু রাজার প্রকৃত কার্য্য কি, এবং প্রজাদিগকে কতদূর রক্ষা করা ও কতদূর তাঁহাদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা দেওয়া রাজার উচিত সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বিস্মৃত হই নাই। বিস্মৃত জাতির ধৈর্য্যগুণ সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ।। যাঁহারা আমাদিগের এই ধৈর্য্য গুণ দেখিয়া ভাবেন যে আমরা শাসন কর্ত্তার যথেচ্ছাচারিতাকে তাঁহার স্বাভাবিক স্বত্ব বলিয়া জ্ঞান করি, তাঁহারা অতিশয় ভ্রমে পতিত হন। যেখানে আমাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে আমরা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন কালা যদি শাসন কর্ত্তা ও প্রজার পরস্পরের সম্বন্ধ-ঘটিত আমাদিগের সংস্কার অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আমরা এই ধৈর্য্য গুণে সহস্র কষ্টে পতিত হইয়াও একবারে হতাশ হই না। কবে আমাদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইবে আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই লার্ড কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থার যে সংস্কারের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এত কাল পরে তাহার অপলাপের চেষ্টা হইতেছে।

কায়েল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী, তাহার স্বরূপটী কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, কোন প্রণালীই তাহার অপলাপ করেন না। বস্তুতঃ যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা দিগের নিজের জীবন বিফল। এক ব্যক্তি অপরের উপরে অত্যাচার অথবা তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিলে সকল প্রণালীতেই নিপীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। তবে যেখানে আইনের মহিমা অধিক, সেখানে বিচারের নিয়ম অধিক বিকসিত; সিধাসাদা ভাল প্রভৃতি ধরিবার উপায় বিস্তৃত। এ প্রণালী অনুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে অধিক বিলম্ব হয়। উত্তম ফললাভ করিতে হইলে বিলম্বের প্রয়োজন হয়। কায়েল সাহেব কি বলিতে পারেন "কে কাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইল, বা কে কাহাকে প্রহার করিল আমরা তাহা দেখিবার প্রয়োজন রাখে না। আমি যে শাসনকর্ত্তা তাহা সকলে স্বীকার এবং আমি যে আজ্ঞা দিব, বিনা প্রশ্নে তাহা সকলে শিরোধার্য্য করিলেই ব থষ্ট হইল।" তিনিও সুবিচার বিতরণ করিবার অভিলাষী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচার ভিত্তি দুই কথায় সারিতে চান। একদে এক আকারে বিবাদ ঘটনা হয় না। প্রত্যহ নূতন নূতন ও ভয়ানক জটিল মকদ্দমা হইয়া থাকে। অন্ধ পুঙ্গে বলিয়া এ সকলের মীমাংসা করিতে পারেন এমত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ বিনা শিক্ষায় এ কাজ হয় না। অতএব এই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কায়েল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা সমাজের উন্নতির অনুরূপ নহে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা এই যে শাসনকর্ত্তৃগণ বঙ্গদেশের সর্ব্বে সর্ব্বা হন, বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের দ্বারাই শাসিত হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রয়োজন হইবে, বঙ্গদেশ বিচারালয়ের দ্বারা শাসিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট সমাজ মাত্রেরই এই অবস্থা। বিচারালয় দ্বারা শাসন কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বিচারালয় কি রাজার প্রতিনিধি নহে? আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অধিকাংশ সমর্পিত আছে। কিন্তু লোকে বিচারকালে তাঁহাদিগকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে, প্রধানতম বিচারালয়ের অধীনস্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এ সংস্কারের কি কেবল মেজেষ্টর বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? কায়েল সাহেব যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, যথেচ্ছাচারিতা তাহার আভরণ। কিন্তু লোকে সে যথেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন না। তাঁহারা আইন ও আদালত দ্বারা শাসিত হইবার বাসনা করেন। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দুষ্ট হইবে স্বয়ং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকেও আইন ও আদালতের নিকটে মস্তক নত করিতে হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মনে করিলে কি কাহার ভূমি কাড়িয়া লইতে পারেন? কোন মাজিষ্ট্রেট কি বিনা বিচারে কাহার দণ্ড দিতে সমর্থ হন? তবে কায়েল সাহেবের শাসন প্রণালীর এই ফল হইয়াছে পুলিসের অত্যাচার বাড়িয়াছে। হাবড়া পুলিস প্রভৃতির অত্যাচার ইহার প্রমাণ। শাসন কর্ত্তা স্বয়ং যখন বিচারপতিদিগকে অবমানিত করিবার চেষ্টায় আছেন, তখন পুলিস যে তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। তিনি দোষ স্বীকার করাইবার নিমিত্ত পুলিসের দৈহিক যন্ত্রণা দানকে "আগ্রহাতিশয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পুলিস যে এই ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। মাজিষ্ট্রেট মিলার একজন সার্জ্জেণ্টকে ঘুষের

গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হইলে তাঁহারা যে উপেক্ষা করিবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। আমরা শুনিলাম, ঐ বাঁধটী বাঁধিতে অধিক ব্যয় নয়। ২। ৩ হাজার টাকা হইলে বাঁধটী হইতে পারে। এই সামান্য ব্যয়ের নিমিত্ত ৪। ৫ খানি গ্রামের প্রজা উৎসন্ন হয় ও প্রায় ১০০০০ দশ হাজার বিঘা জমী পতিত হইয়া বন হইয়া যায়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। রাজা থাকিতে প্রজার এত কষ্ট ইহা কোনক্রমেই সহ্য হয় না। প্রজারা একবার আলীপুরের জইণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে আনিয়া আপনাদিগের দুরবস্থা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হইতে উহাদিগের দুরবস্থা দূর হয় নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিলাম, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে প্রজার দুঃখ দর্শন বিষয়ে চক্ষু কর্ণ উভয় হীন হইয়া থাকেন।

জন ইুয়ার্ট মিলের মৃত্যু।

"দাতা শতংজীবতু" এটী চির প্রসিদ্ধ আশীর্ব্বাক্য। দানশীল ব্যক্তির মৃত্যুর ইহা কাহারই প্রার্থনীয় নহে। বিবেকশীল ব্যক্তি মাত্রেই দাতার মৃত্যুকে দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হন। বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু দাতার অপেক্ষা শতগুণ অধিক শোচনীয়। দাতৃগণ যে সকল বস্তু দান করেন, কালে তাহার ক্ষয় হয়, এবং পৃথিবীর সকলে তাহার ফল ভোগী হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি যে মহার্ঘ্য বস্তু দান করেন, কোন কালে তাহার ক্ষয় হয় না, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকে চিরকাল তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অদ্য ইুয়ার্ট মিলের মৃত্যু ইংলণ্ডের যেরূপ হইয়াছে, আমাদিগেরও সেইরূপ দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান বিদ ব্যক্তি। তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতির অতিশয় সপক্ষ ছিলেন। রমণীগণ পুরুষদিগের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হন, তাঁহার আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নূতন প্রকার মত প্রচার হওয়াতে নানা জনে তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার শঙ্কা করিতেন। জগতের চলিত মত অন্য বৈপরীত্য দর্শন করিলে লোকের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। অনেকে তাঁহার নাস্তিকতা শঙ্কা করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নাস্তিক ছিলেন না। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছিলেন, তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার এক খানি হইতেও নাস্তিকতাগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে না।

জন ইুয়ার্ট মিল ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক জেমস মিলের পুত্র। ইুয়ার্ট মিল, কখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র ও হৃদয় উৎসাহ পূর্ণ ছিল। তিনি অতি ধীরে কথা কহিতেন।

যবনিকা পতন।

হাবড়া পুলিস ঈশ্বর মাপিত ও তাহার কন্যাকে লইয়া যে অভিনয় করেন, আজি তাহার যবনিকা পতন হইল। অত্যাচার বৃত্তান্তটী বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন, এই আশঙ্কায় বৃত্তান্তটীর পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ঐ অত্যাচারের যে ফল ফলিয়াছে অদ্য তাহা পাঠকগণের গোচর করা গেল। ঈশ্বর মাপিতের কন্যা মোহিনী পুলিসের হেড কনষ্টেবল কৈলাস মণ্ডলের সহিত ব্যভিচারিণী হয়। ঈশ্বর এবিষয় জানিতে পারিয়া এক দিবস উহাদিগের উভয়কে ভর্ৎসনা করে। ইহাতে কৈলাস কুপিত হইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে। পরে অকস্মাৎ এক দিন মোহিনী অন্তর্হিত হইল। কৈলাস তারাচাঁদ মিস্ত্রি ও সর্জ্জন পাওটন প্রভৃতি কয়েকজন পুলিসের সহায়তা ঈশ্বর তাহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। ঈশ্বর হাজতে গেল, অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। মোহিনী পিতাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া সেপথ্য হইতে বহির্গত হইল। সকলে হতমোহিনীকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আদালত অপ্রতিভ হইয়া ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া পুলিসকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। কৈলাস প্রভৃতিকে সেসিয়নে প্রেরণ করা হইল। কৈলাসের ৯ মিস্ত্রি চাঁদের ৬ এবং তারাচাঁদের ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যদি আমরা বিচারপতি হইতাম ইহার অপেক্ষা গুরু দণ্ড বিধান করিতাম।

জমীদার দর্পণ (১) গ্রন্থখানির জমীদার দর্পণ নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদিগের দায়রার বিচার ও জুরি প্রণালী প্রভৃতির শোচনীয় দশা দর্শনের দর্পণস্বরূপ হইয়াছে। সেসন আদালত যেরূপ হইয়া থাকে সেই মম। কিন্তু যাহার অর্থবল আছে তাহার কল্পতরু। গল্পটী অতি সামান্য। কিন্তু মফস্বলের জমীদারেরা আজিও যেরূপ অত্যাচার করে এবং অত্যাচারিরা বিনা দণ্ডে যেরূপ অব্যাহতি পায় তাহা অসামান্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা কলি-

(১) শ্রীযুক্ত মীরমশ্‌রফ হোসেন প্রণীত, সিমুলিয়া ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এডুকেশন লাইব্রেরিতে পুস্তক, মূল্য ৷৷০ আট আনা।

যষ্টিগ নামক একজন কিরিঙ্গি সোমেস নামে এক অবিবাহিতা যুবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গুলি পরে ছুরিকাঘাত আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে। শুনা গেল তাঁহার সোমেসকে বিবাহ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, সোমেসের মাতা সম্মত না হওয়াতে সে পাষণ্ডোদ্যত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। ওয়াকোপ সাহেব কি বলেন, ইহা দ্বারা কি ছুরির গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে না?

সাহোরস্থ সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কাশ্মীরে সম্প্রতি খিষার একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। খিষালেরা পরাজিত হইয়াছে কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালের অবসর বুঝিয়া কর্মীদিগকে আক্রমণ করিতেছে। সিংহ শৃগালের যুদ্ধ ধর্ম্মে আমোদ হয় না।

শকট সিংহ চম্বার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে সিমলায় গিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। সম্প্রতি চম্বার বর্ত্তমান রাজা তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় লার্ড লরেন্স শকট সিংহের এই আবেদনের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

আমাদিগের একজন সহযোগী লিখিয়াছেন, একজন ব্রাহ্মণ ডাকার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া ৩০০ টাকা লইয়াছে। স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১৯। ১০ বৎসর হইবে। সে স্ত্রীর মাতা ও স্বামীর সম্মতি যোগ করিয়া এই কার্য্য করে। স্বামী স্ত্রীর মাতা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং নিজে সম্প্রদান করে। বিবাহের পর সমুদায় প্রকাশিত হয়। তাই বলিয়া পরিচয় না দিয়া পিতা বলিয়া পরিচয় দিলে কিছু অধিক রসাল হইত।

সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন ছোট আদালতের হুকুম ডিক্রী অনুসারে খোলার ঘর বিক্রীত হইতে পারিবে না। সকল দরিদ্রের দুই এক খানি খোলার ঘর ভিন্ন আর কোন সম্বল নাই বিপদ আপদ পড়িলে উহা বন্ধক দিয়া টাকা লইত। এই রীতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হাইকোর্ট যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে কেহ আর তাহাদিগকে খোলার ঘর বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবে না। ইহাকেই বলে হিত করিতে গিয়া বিপরীত করা।

১লা চৈত্র মঙ্গলবার।

গার্ডিয়ান নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে গত মার্চ্চ মাসের এক সপ্তাহ মধ্যে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া ১০০০০ টাকা জমা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধনশালিতা ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় হইতেছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের একটী ক্ষোভ হয়, ইংলণ্ডের ধনস্রোত আফ্রিকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু অধীন ভারতবর্ষের দুঃখে ইহার দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে এক স্থানে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদার সংগৃহীত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা অগ্নিকাণ্ড জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষাদিতে মারা গেলেও ইংলণ্ডকে এক পয়সা দিতে দেখা যায় না।

গত সোমবার আলীপুরে একটী অতি সাহসিক চৌর্য্যক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রিতে যখন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল সেই সময়ে চোরেরা জজ আদালতের থানায় প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫।৬ শত টাকার অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস যেরূপ করিয়া থাকেন, অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সকল স্থানে চুরী করাতেই চোরের বাহাদুরী প্রকাশ হয়। মুহুরিটীকের পর্ব্বিলক চুরি করিতে গিয়া কাঁদিয়াছিল, রূপা সিঁদ কাটিতে হইবে এ কথা প্রাতঃকালে সকলে দেখিয়া যেন প্রশংসা করে।

লেদিম এডেমে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

গত কলোয়ার ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতার পত্রে একটী চমৎকার ভুল হইয়াছে। "বার মিনিষ্টার" স্থলে "ওয়ার মিনিষ্টার" হইয়াছে। এটী "জয়দেবের গীত গোবিন্দ" স্থলে বোপদেবের বিষ্ণু ভক্তীর" ন্যায় হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বারভিলের প্রায় ১৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হুমলত মহকুমে পর্য্যবেক্ষণার্থী হইয়া গমন করিয়াছেন। কাজ কর্ম্ম হউক না হউক, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আসা যাওয়া এই ইহাঁর প্রধান গুণ।

এবৎসর মাঘোত্রায় পার্ব্বতীয় মেলার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লাভ অধিক্রক অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহা দেখিতে পাঁছলেন। এই মেলায় বিক্রয় হইয়া থাকে। যে স্থানে স্ত্রী দের সেই স্থানে ইংরাজ বিদেরও বড় জমক হইয়াছিল। স্ত্রীগুলি ৭০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের চরিত্রে কৌতুক হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদিগের এসংসারে কৌতুক হইতেছে না। অথচ এখানে প্রতিদিন বিদ্যার্থিদিগের কন্যা ক্রয় বিক্রয় দেখিতেছি।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুইজন টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একটী টেলিগ্রাম না পাঠাইয়া প্রেরককে পাঠাইয়াছি বলিয়া উহার নিকট হইতে পয়সা লয়। উক্ত কোম্পানির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাদিগের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। যাহারা চাকুরী করিতে গিয়া উপরিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। তথাপি কেহ উপরিলাভে মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহাই আশ্চর্য্য। অথবা আশ্চর্য্য কি? যে বেতন পেলে হয়, চুরি না করিলে চলে না।

গত ডিসেম্বর মাসে কোম ডিপার্টমেণ্টের অবর সেক্রেটারি পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এই বলিয়া এক পত্র লেখেন যে পদার্থবিজ্ঞান, মানসিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ সমুদয় দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত হয় গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। কিরূপে এই অভীষ্ট সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে ডেবিস সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করা হয়। যাঁহারা এই অনুবাদ করিবেন তাঁহারা উৎকৃষ্ট হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুবাদ কার্য্যের

[illegible] ও সম্মানচিহ্ন প্রদানপূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছেন। এই পত্রের এক এক খণ্ড উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং বহির্ভারতের সেই সেই অংশের বিভিন্ন গ্রামীন [illegible] সম্পাদক যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার [illegible] ছয় খণ্ডেই উৎসাহিত [illegible]

[illegible] কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা [illegible] হইয়াছে, সেই [illegible] ডেলিগেটের সংখ্যা [illegible] হয় নাই। এ বৎসর কেবল পুরিয়া জিলা হইতেছে। উকীল [illegible] [illegible] ব্যারিষ্টার, উকীল, [illegible] সভা এই পাড়ায় থাকার মতলব করিতেছি, উহা না পেলে অন্য উপায় দেখিব না।

এ বাঁধার রাজস্থান পঞ্জাবপ্রদেশের [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য [illegible] গিয়াছেন।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে [illegible] পড়িয়াছে।

[illegible] বর্ষ ব্রহ্ম [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের [illegible] উদ্যোগে প্রদান করিয়াছেন।

২রা বৈশাখ [illegible]

এবার মন্ত্রণাসভার অধিবেশন [illegible] যে 'বক্তৃতা হয়, তাহার [illegible] বর্ষ সংকেতের এক মাসের [illegible] অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা [illegible] টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। এই [illegible] সাত সেমিনার পর্যবেক্ষণের পক্ষপাত [illegible] স্থানে কংগ্রেসের [illegible] [illegible] করিতেছেন। আমাদিগের পর্যবেক্ষণের [illegible] যে কংগ্রেসে লাভ আছে তাহা যদি লোকের [illegible] ধারণা কর্মীকর হয় তাহাতে আশ্চর্য্য [illegible]।

[illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] মালিকের [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible]

ত্রিপুরার অন্তর্গত সাব্রুমের রাজা রাম গোপাল মাণিক্য তাঁহার স্বীয় রাজ্যে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উহার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ১২১০০ টাকা প্রদান করাতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এ বিষয় গেজেটে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকে কেবল ধন্যবাদে তৃপ্তিলাভ করেন না। ইঁহাকে একটী উপাধিদান করিলেন না কেন? আজি কালি উপাধির ছড়াছড়ি যাইতেছে।

১০ই মে পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় উত্তিষ্যা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান এবং মদীয়ার স্থানে স্থানে আরো কতক বৃষ্টি আবশ্যক। ২৭এ এপ্রেল সওয়া খালিতে অতিশয় ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। সকল স্থানেই প্রায় এই তিন পীড়ার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ্চ মাসে হুগলী পোষ্ট আফিস হইয়া একটী দীরকাকৃতীয় খামে, কুক কেলধি কোম্পানি ইহা পাঠান। কেলধি ম্যাকিনন নামক এক ব্যক্তি উহা গ্রহণ করাতে উক্ত কোম্পানি তাহার নামে এক ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। পুলিস ইনস্পেক্টর প্রাট সাহেব ঐ ওয়ারেণ্ট লইয়া পূর্ব্ব ভারতীয় রেলওয়ের আফিসে নামক একজন গার্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে হাজতে দেন, পরে তাহার বাটীতে খানাতল্লাসি করিয়া কিছু না পাওয়াতে তাহার জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ এই, কেলিধের সহিত এই গার্ডের অনৈক্যপ্রযুক্ত কতক সৌসা দ্রব্য আছে। অনুমান হইল একজন, পুলিসের ভয়ে হাজতে গেল আর একজন, তাহার সেই অপমান কষ্ট অর্থনাশ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ করে কে? এই সংবাদটী পাঠ করিয়া পূর্ব্বকার একটী গল্প আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এক ব্রাহ্মণ ধোবার বাটীতে কাপড় দিয়াছিলেন। ধোবার দৌরাত্ম্য চিরকালই সমান। কাপড় দিতে অনেক বিলম্ব হইল। কার্য্যক্ষতি হওয়াতে ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া আছেন, এমন সময়ে আর একজন ধোবা সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ যেমন শুনিলেন যেন্না আসিয়াছে, অমনি উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ধোবা অবাক হইয়া রহিল, নিকটস্থ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকে নিবারণ করিয়া কহিল যে ধোবা আপনার কাপড় লইয়া গিয়াছে, এ সে ধোবা নয়। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন এ যে সে ধোবা নয়, আমি এ বিবেচনা করি কখন। আমাদিগের রেলওয়ে কর্ম্মচারিরাও যে সেইরূপ বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না, এটী সামান্য কৌতুকাবহ নহে।

সম্প্রতি বিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিরাটের গবর্ণর মহম্মদ ফজুল খাঁ আবদুল রহমনকে গোপনে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি আমীরের বংশ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন এবং যদি সুবিধা হয় আবদুলের পৈতৃক রাজ্যও জয় করিয়া দেওয়া হইবে। দুর্ব্বৃত্ত স্বার্থের রাজা সিদ্ধান্ত বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছেন, তুর্কিস্থানিরা অন্ধান্ধলমকারে আবদুলকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুর্কি স্থান গ্রহণ করিয়া আবদুল ও আকুব খাঁ উভয়ে একত্র হইয়া কাবুল আক্রমণ করিবেন। আবদুল রহমন ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, যাহাতে এই সকল কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় তিনি তাহারই অবসর প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আবদুল রহমন ও আকুব খাঁ হইতে সিয়ার আলীর অনেক বিপদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র বসু ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক অবাক হইয়াছেন। অবাক হইবারই কথা। ইহা কেই বলে বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়ান। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভয়ে মুসলমান গেল, এখন অনেকেই বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবেন।

এসপ্তাহে মফস্বলিদিগের দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমাদিগের অনুরোধ এই সম্পাদক চীৎকৃত বাঙ্গালা লিখিবার বিষয়ে যেন কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেন।

ঢুত নামক একপানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সমাচার পত্র এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এক পয়সা মূল্যে কাগজ চলিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অধিকসংখ্যা লোকের লেখা পড়ার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে এটী তাহার প্রমাণ।

সিরাজগঞ্জ পুলিস কোর্টে কুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর ভিন্ন আর একজন মাজিষ্ট্রেট হইলেন। মহার আলম্বার আলী উক্ত কোর্টে অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছেন। যত বিচারপতির পদ বাড়ন হইতেছে তত মকদ্দমা বাড়িতেছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

৩রা মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৮১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২০০ ছিল।

৪ঠা চৈত্র শুক্রবার।

ইণ্ডিয়ান মেট সুমান বলেন, সম্প্রতি পুনাতে একজন অস্ত্রশস্ত্রী আসিয়াছেন। এব্যক্তি অসাধারণ কবি। ইহার বিশেষ গুণ এই ইহাকে কবিতার্থ প্রদান করিলে ইনি তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ পূরণ করিয়া দিতে পারেন। জগদীশ্বর কবিত্ব শক্তিদ্বারা ইহার ধর্ম্মমন্দিরের ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন।

মাক্স ও টাইমস বলেন, একজন মুসলমান একটী গৃহে অগ্নি দিয়া ভেটা করাতে করবার সেসিয়ন জজ তাহার ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। সম্ভ্রান্তেরা অপরাধ ব্যক্তিকে অন্তরাত্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেদিন করবার সেসিয়নে আর একটী শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। ডেলি টেলিগ্রাফে লিখিত হইয়াছে, একজন ফেশীর ব্যক্তি ব্রাণ্ডিপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে স্বীয় শিশু কন্যাকে হত্যা করে। সেসিয়ন জজ উহার একদিবসের জন্য কারাগার বিধান করিয়াছেন। ব্যক্তি যেরূপ প্রকৃত

লণ্ডন ১৩ই মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে লণ্ড ষ্টাইতে ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত আই নের পাণ্ড লেখা দ্বিতীয়বার পঠিত হয়।

পোপের ক্রোড় হইয়াছিল, এ অবস্থা প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ছিল। ইহাতে তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ই মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বেজলি সাহেবের সংকোর উত্তর প্রসঙ্গকালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় শাসন সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষী লইয়া যাইবার যে প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল যে সকল ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন তাহাদিগকেই লইয়া যাওয়া হইবে এবং উহার ব্যয় দেওয়া হইবে।

আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে মুসিয়াবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

জুবুবে কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হইয়া ছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ই এপ্রেল। মুন্সী আইনুদ্দীন গুলমাথা নিম্ন সব রেজিষ্টার হইবেন।

৭ই মে। যশোহর ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ এ, বি, কালেক্টর সাহেবকে আবো, কিন্তু দিন যশোহর ও ফরিদপুরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি করিতে হইবে।

৯ই মে। নদীয়ার ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পা লেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য উত্তর পাড়ার স্কুলের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষক হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সাহাব আ ইনউদ্দীন হুগেন কিছুদিনের জন্য হাজিপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কিছুদি নের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন। বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগণা, বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় নদীয়া, বাবু শশিভূষণ দত্ত যশোহর, বাবু অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ, বাবু উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা, বাবু শান্তপ্রসাদ দুবিয়া, বাবু চন্দ্রীচরণ বসু ঢাকা।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ই মে। শ্রীযুক্ত পি মোল্লাম সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পাবনার প্রাডিনসি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ই মে। শ্রীযুক্ত আর এফ, হ্যালিডে সাহেব ক্লার্ক সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ই, জি চারলস ন'সের সাহেবের সহ কারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন এবং সেও ন্যাস উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদিনী প্রসাদ সিংহ কিছুদিনের জন্য ফুরদা বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ই মে ভৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব দাস কিছুদিনের জন্য মুংগে রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৪ পরগণার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভার প্রাপ্ত নিম্নলিখিত অফিসরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন

শ্রীযুক্ত জি ই গোর্টার সাহেব বারাসাত। ই ই ব্রি জর্জ সাহেব ডায়মণ্ডহারবার। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বসিরহাট। বাবু মহিমাচন্দ্র পাল বারুইপুর, বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় সাতক্ষীরা।

বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস পাটনা বিভাগে ১৮৪০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু উমাকান্ত দাস চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৪০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রে-টের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সেক্রেটরি এফ, সেকে প্যাটিক ম্যাক্রডনেল সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ই মে। ডেরাই উপবিভাগের সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ পাল সাহেব মুন্সে ফের এবং সমুদায় ম্যাজিষ্ট্রিং বিভাগের ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর শ্রীযুক্ত সি, ই, মোলডসবেরি সাহেব উক্ত বিভা গের মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ই মে। শ্রীযুক্ত বাবু রমজুমার বন্দোপাধ্যায় ১৮৭২ সালের ১লা জুলাই অবধি এক বৎসর কাল মুরশিদাবাদের অতিরিক্ত যুগ্মডমেট জজের কার্য্য করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এস, ব্যানার্জি সাহেব কিছুদিনের জন্য বীরভূমের প্রতিনিধি যুগ্মডিমেট জজ হইবেন।

এ, বে ও
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
যুডিসিয়ল সেক্রেটারি।

—:১:—

আমাদের পূর্ব্ব বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন —

১। রাইপুরের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লাভের আশয়ে উৎসেক হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কলতঃ প্রজা রক্ষা করা যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে রাইপুরের দুঃস্থ প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহারা যে যে কারণে আপন আপন গৃহের পুনঃসংস্কারে অক্ষম, তাহা সেদিনকার সোমপ্রকাশে বিবৃত হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট এখন কিছু কিছু সাহায্য করিলে প্রাণরক্ষা পাইয়া যায়। আমরা পুনরায় সকাতরিবাদে বলিতেছি, অধিবাসীরা নিতান্ত অসংগতিপন্ন। কোনরূপ সহায়তা না পাইলে আপন আপন গৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

২। রাইপুরের অধিবাসীদের সহায়তা করিবার জন্য কতিপয় মহোদয় ও মহোদয়াকে সানুরোধে প্রার্থনা করা হইয়াছে। বোধ হয় তাঁহারা কৃপা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। যে দিন সোম প্রকাশে বাবু দেবেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নগদ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া বাবু শিক হয়, তাহা ভ্রম মূলতঃ লেখা হইয়াছিল। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি নগদ কিছুমাত্র দেন নাই। তবে রাইপুরের সুপ্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারের তাঁহারদের ৫০৲

[illegible] ...

...

...

হয় না। পর্ব্বতের নিকটে প্রার্থনা এই তাঁহারা সকল হইয়া গ্রামান্তরবাসীদিগের জন্য অন্য কোন একটী উপযুক্ত ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া উক্ত ঘাটে পদার্পণের নিষেধ করেন তাহা হইলে কষ্টের লাঘব হয়।

৫। "মিত্র মিহির" নামে সংবাদ পত্র খানি যে কত দিন হইল পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে চলিল। এখন উহার আকারের কিছু পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই প্রস্তাব লিখিত হইবে। কয়েক ব্যক্তি একত্র তার গ্রহণ করিয়া পত্র খানি চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৬। পোষ্ট আফিসের বিশৃঙ্খলতা কি কোন কালেই নিবারিত হইবে না? এ বিষয়ের কি কোন ঔষধই নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক স্থলেই প্রায়ই পত্রাদি পাইতে নিয়মাতীত বিলম্ব হইয়া থাকে, ও সময়ে সময়ে খোয়াও গিয়া থাকে। সোমপুর পোষ্টাফিসে সোমবার প্রাতঃকালে সোমপ্রকাশ পাঠাইলে আমরা তদ্দিবসেই বড়দহে উহা অবশ্যই পাইব। কিন্তু মঙ্গলবার ব্যতীত সোমপ্রকাশের দর্শন লাভ আমাদিগের ঘটিয়া উঠে না, কিছু দিন হইল এক দিবসের সোমপ্রকাশ সোম বারেই আসিয়া ছিল। উহা হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি করিলে সোমবারেই সোমপ্রকাশ আমাদিগের হস্তে অবশ্যই পৌঁছিবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এ বৎসর পত্রিকাকারেরা লুপ্ত সংবৎসর বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার প্রসক্তি নাই। নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, মহোদয়গণ তদ্দর্শন করিয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার করেন এই আমার প্রার্থনা। বৃহস্পতির অতিচার জন্য লুপ্ত সংবৎসর অর্থাৎ ৩ পঞ্চা এই দুই বৎসর অন্তর্ভূত দেখে কেবল ফল্গু, অন্যান্য দেখে হয় না। ইহার প্রমাণ যথা সূর্য্যসিদ্ধান্তে—

মধৌ। গোজাত্যাযুক্তেতরকেতিচারগো লো পূর্ব্বরাশিংশুকরেতি বক্রতঃ। তুরাবি-মুক্তাব ইহাভিনিদ্দিতঃ তত্তেষু রেবীযুক্ত নিমগাস্তরে। শকাব্দা ১৭৯২ অব্দের ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতির অতিচার বলিয়া অনেক পত্রিকাকার লুপ্ত সংবৎসর লিখিয়াছেন। সে কেবল ভ্রম মাত্র। কারণ এক রাশিতে দশ একাদশ মাস ভোগ করিয়া শুক্র অতিচারী হইয়া যদি পুনঃ পূর্ব্বরাশিতে না আগমন করেন তথাপি লুপ্ত সংবৎসর হয় না। আসান্ দ্বাদশকাদশ বা প্রভুজ্যারাশের্ব্বরাশি মুপৈতি জীবঃ। ভুক্তেন ন পূর্ব্বক পুনস্তথাপি ন লুপ্ত সংবৎসর মাহুরার্য্যা ইতি চাবদন্ বহবঃ। মহোদয়গণ পূর্ব্বসংবৎসরের পঞ্জিকা দর্শন করিবেন, আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি সঞ্চার হইয়া মঘা নক্ষত্রে সিংহরাশিতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাত মাস ভোগ করেন। পরে বক্র হইয়া কর্কটে গমন করেন। তৎপরে পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহ রাশিতে পুনর্ব্বার আসিয়া তিন মাসাধিক কাল ভোগ করিয়া অতি চারী হইলে কি কখন লুপ্ত সংবৎসর সংঘটন হয়?

মঙ্গলপুর নিবাসিনঃ
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য।

আমুর্দ্বেদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণ সমীপে আমাদিগের নিবেদন এই আমাদিগের কোন কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে নিম্নে কয়টী প্রশ্ন করা হইতেছে। আপনারা যথাশাস্ত্র উহার উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন।

তত্রঃ প্রবর্ত্তন্তে রক্তপূর্ত্তিকাযোনিব্যাপদ বা ঊর্দ্ধংমাসাদ্বিকর্ণাসৌর্দ্ধেচ যোনিতঃ ইতি। কুপিতং রোমকূপেভ্য সমস্তেভ্য প্রবর্ত্ততেতি রক্তপিত্তস্য। অংসপার্শ্বাংশুতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ। পিত্তাস্রজন্যচাগমটতি ন যক্ষ্মণি। কাসমানস্যচাক্তীক্ষ্ণং রক্তং সংসৃজ্য প্রবর্ত্ততে ইত্যুভয়ং কতমস্য। সপূর্ব্বংকালান্তে তত্তং তত্তদ্রোগে সংশোধিতমিতি কতকাসস্য। তথান বিরিঞ্চীতি দুর্ব্বলস্য প্রকী ন্যসংসোধনেন তপুরুষিতি তাদৃশ্য

তথোপজায়তে হ্যেতৎ রক্তাতীসারমুগ্র ইত্যাতীসারস্য। কীদৃশা বা দুর্ব্বিরুদ্ধ সোপজ্বসংশোধিতপুরুষেতি দুর্ব্বলসাধারণস্য।

ইহাদিগের পরস্পর বক্তব্য ভেদ কি? কে কি যন্ত্রকেই বা কিরূপ বিভক্তিভাবাপন্ন করে? কি ব্যাধিতেই বা কোন স্থান হইতে রক্ত প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে? কিরূপ প্রবর্ত্তনে কোন কোন পন্থা হইয়াই বা নিষ্ক্রমণ করে? উক্ত রক্তাদির পন্থা পরস্পর কি না? এবং যন্ত্রদ্বারাগে অংশ পায় তাহার হেতু বা কি? এই প্রশ্নগুলির প্রমাণ সহ উত্তরদান করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

কলিকাতা বহুবাজারবাসি
বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমানাথ সেন
কবিরাজ মহাশয়
শ্রীতারা চরণ মুখোপাধ্যায়
অনুচরগণ সমীপেষু।

বড়দহে একজন যুগোকের আগমন অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এমন কি বুরে বিচ হলধ বলিয়া অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে হয়, অতএব কর্ত্তৃপক্ষ অনেক স্কুলে কেন এক প্রস্থ পাঠাইয়া থাকে

বারাসত হইতে একজন যুগোকবাহক বারাক পুরে আসিলে, তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদকলের প্রস্তাবমত অনেক আন্দোলন করিয়াছেন সকলই বিফল হইল। সম্প্রতি আবার বারাসতের আয় হইল ইমদাদ শ্যামনগর, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, পাকবারাকপুর, টিট গোড় ঘোলা, চন্দন পুকুর, খড়দহ, হরতা, বজিপুর, নাটাগড়, হুগলি, পাণিহাটী সোমপুর, আগড় পাড়া, বেলঘরিয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রজা বর্গের প্রাণ উড়িয়া যায়। ইহারা পূর্ব্ব বার দাঁ রেলওয়ের অধিবাসী হইলেও অন্তরী ৩।৪ ক্রোশ

মুখ দেখিতে পাইব না, এবং এই ৫।৬ ঘণ্টা কোথায় থাকিব তাহার কিছুই স্থির নাই। আমার দুই একটী বন্ধুর এরূপ অভিপ্রায় আছে যে, গাড়িতে বসিয়াই কুমার অর্দ্ধচন্দ্রের মুখে (টাঁদ বাহুর চুম্বনের) ইঙ্গিত পাইবার উপায় নাই। এইরূপে গাড়ী ভাড়া প্রায় ৩।৪ টাকায় পাওয়া যায়। আজকালের ধোপানুরাগের মধ্যে যাহারা শ্রান্তিবাদীকে ১৪ দিন রাখিয়া আপিসের বা আফীসিগকে অন্ত ১৫ দিন ছিটাইয়া সময়ে উপস্থিত করাইতে হয় তাহে ধোপায় ধোলাই হয়। ইংরেজের গার্হস্থ্যিক ক্লেশ এ অনেক সময় মাপের কথা বলা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে অনেকেরই কলিকাতায় ৯ টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়। যিনি এরূপ ক্লেশের মূলকারণ, তিনিই আমাদিগের যাত্রার পথপ্রদর্শনে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইবেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাহারা পুরে একজন মুদ্রাকর রাখিলেন তাহারা হইলে ভালই, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাঙ্কণ মুদ্রাযন্ত্রালয়, ও গয়াবালী প্রভৃতির মুদ্রাঙ্কণ পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকারই অধিবাসীদিগের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় হইবে। অতএব ফলে রংপুরই যে উপযুক্ত স্থান তাহাতে কাহারই দ্বিমত নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮০৩ সাল ১ ই মে।

স্থানের নাম	ক্রোশ	ঘণ্টা	মিনিট
		মুঃ	ইঃ
যোগাযোগ	২	০	
৬ষ্ঠ ক্রোশে অগ্নিপুর			
বা যাইলের মধ্যে	২	০	
অগ্নিপুর হইতে কলমপুর			
৯৭ যাইলের মধ্যে	২	৩	
কলমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ যাইলের মধ্যে	৩	০	
কাটোয়া হইতে নদীয়ার			
৬৯ যাইলের মধ্যে	১	৩	

সন ১৮৭০ সালের ১২ ই মে মহেশপুর, পাট ঘাটের জলের মাপ।

		মুঃ	ইঃ
মহেশপুর ১২ ই মে ১৮৭২	হিমসাগর আম্র লোকাল হিমসাগর আম্র	১	৩

১৮৭৩ অব্দের মে ও ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে যে সকল গ্রাহক মদনপত্রের মোদগ্রহণের মূল্য শেষ করিবে, নিম্নে তাঁহাদিগের সহদয়ার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্রদাস
মেহিরীপুর।

- মাতা মহেন্দ্রনারায়ণী রায়—মহুরা।
- ঈশ্বরচন্দ্র প্রসাদ—মেহিরোবেড়া।
- হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
মহেশপুর।
- রাজা শ্যামচন্দ্র গিরি মহাশয়
ভাদ্রবেশর।
- মেহিরী ঘাটস্থ নাবরক
কাছির ঘাটার শ্রীঃ।
- ধরোল মাহিতা সমাজ।
- রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জানদা মহিষাকুণ্ডর।
- গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জমীদার
বালডোতা।
- বিহারীলাল গুহ—মহেশপুর।
- ডাক্তার জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
হিজলদহ।
- ফেলারাম ঝুনঝুনি—শ্রীরামপুর।
- [illegible]—[illegible]
- [illegible]
- [illegible]

—:০:—

মুদ্রা প্রার্থি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ ও সভাগণ মোদগ্রাহকগণের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামাণচন্দ্র ঘোষ
ঘোষালপাড়ী। ১০
- হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
ঘোষাল মহিষা ৪৮০
- ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মেহিরীপুর ১৫০
- অন্নদাচরিতার্থ মুখোপাধ্যায়
মহেশপুর ১০
- [illegible] ১৫
- [illegible] ১৫
- [illegible] ১৫
- [illegible] ৪৫

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তয়ন্ প্রকৃতিহিতায় পার্থিব সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন দীর্য্যতাম্।"

এপ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

শক ১২৮০। ১৪ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২৬ মে

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

মেদিনীপুর স্কুল বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের নিমিত্ত যে কোন মহাত্মা পুস্তক, পত্রিকা ও অন্যরূপ সাহায্য দান করিবেন, পুস্তকালয় তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

মে ১৮৭৩ খৃ।

—:০:—

কাদম্বিনীরা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺ তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাহরণ প্রথম ভাগ ৸৹
ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸৹
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত 'হরি যাদব তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ।৹
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।৹
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত বুদ্ধেদা রহস্য নাটক ।৹
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।৹
মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহায়োদত্ত নাটক ৵৹
অমরচন্দ্র রায় কৃত কবিতা মুক্তাহার। ।৵৹
বোয়াংসি বহু বিবাদি নাটক ৵৹

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝিরী
বিক্রেতা।

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—০—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ।৹ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

——

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।৹ আনা। উহার বাঙ্গালা অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা নলবাজার হিন্দুস্থান প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

ঔষধ ও অন্যান্য পুস্তক।

১। মুইবাইজের জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।৵৹ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবতীয় স্ত্রীলোকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।৹। এতদ্বিষয়ক চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ৵৹
৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটাদি) ৸৹
৬। মুইবাইজ্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১৹

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পত্র লিখিবে।

মৎপ্রণীত ধাতু পাষাণ পুস্তক যাহাতে ধাতু, ধাতুবর্ণ, সকল্পক অকর্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগের জন্য) গুরু, লঘু দন্ত্যতালব্যাদি শ্লেষবন্ধে বিশুদ্ধ আছে, ইহা অমায়িক এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কলিকাতা কামারহাটী
সং ৯১। ১২৭৯
১লা অঘ্রাণ

শ্রীদামকমল বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত "সামতন্ত্রিক একোনবিংশতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি ৵৯ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি কুম্ভার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ষ্টীমদ্বারা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্লেট করা প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার পাইপ, এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ট্রাপ ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে রাণীগঞ্জে যাইবার নিমিত্ত সুন্দর ষ্টাইল ষ্টেশন।

কুমার ব্রিক
কুমার কোং

রাণীগঞ্জ নর্ম্মদা ও অন্যান্য যে সকল নদীর নিকট উৎকৃষ্ট উক্ত রেড আর্থ পাওয়া যায়, টাইল এবং কারার ষ্টোন প্রভৃতি নির্ম্মাণোপযোগী আবশ্যক দ্রব্যাদি ঐ সকল স্থানে প্রস্তুত করিয়া দিবেক।

প্রতিষ্ঠাতা।
ম্যানেজার।

বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া অর্শ আরোগ্য।

বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া অর্শ আরোগ্য। ইহা অতি সহজ উপায়। ইহাতে কোন কষ্ট নাই। ইহা ব্যবহার করিলে অর্শ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়

"যজ্ঞার্থং দ্রব্যমুৎপন্নং
তত্রানধিকৃতা তু যে।
অনিচ্ছতো ভবেত্তেষাং
প্রাসাচ্ছাদনভাজনং॥

পুত্রবধূমপি পুত্রাদীনাং যজ্ঞানধিকৃতানাং নিষ্কৃতানধিকারং বদন্তো দত্তক পুপন্যাসে সুতরামন্তর্ভূতাপাং তদ্ধনং ব্যভিচারিণীনাং ধনগ্রহণং নিষিদ্ধবন্তি।

যজ্ঞে উদ্দেশ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই যজ্ঞে অনধিকারী, তাহারা ধনভাগী হয় না। তাহারা কেবল প্রাসাচ্ছাদনের পাত্র।

শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞে অনধিকারী পুত্রবধূর যখন ধনাধিকার নিষেধ করিতেছেন, তখন দত্তক পুপন্যাসে যজ্ঞে অনধিকারিণী বিধবার ধনাধিকার থাকে না, একথা বলা হইয়াছে।

"ধনং সদ্যঃ নিষিদ্ধ্যতি"। এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় ধনাধিকারের পূর্ব্ব ও উত্তর উভয়কালেই ভূলাক্রপে অন্বয় হইতেছে। যজ্ঞে অনধিকারী বলিয়া যদি ধনে অধিকার না জন্মিল, ধনাধিকারীর পর যজ্ঞে অনধিকারী হইলে সেই ধন যে তাহার হস্তে থাকিবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

উক্ত গ্রন্থকার ব্যভিচারিণীর বিষয়ে কিছু বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন।

শঙ্খসংহিতায়াং: পত্ন্যা কারীতেন ধনং প্রদাতং নিষিদ্ধং।

বিধবা যৌবনস্থা চেৎ
নারী ভবতি কর্কশা।
আয়ুষঃ ক্ষপণার্থঞ্চ
হাতব্যং জীবনং তয়া।

ব্যভিচারিণী স্ত্রী ভরণমপি ন। আদ্ধিস্থা রিক্থহারী চেত্যাভিধানাৎ। যত্তু ব্যভিচারিণীনামপি অশন বসন দানমুক্তং।

এবমেবং বিধিং কুর্য্যাৎ
যোষিৎসু পতিতাসপি।
বস্ত্র মন্নমাসাং দেয়ং
ধর্ম্মযুক্ত হৈষাশিকে ইতি।

তদপি প্রায়শ্চিত্তাবধি। ঔদ্ধ ত্যাৎ তদকুর্ব্বতীনান্তু অনেনাপি নিষ্কৃতা শ্চমিত্যাদি।

হারীত শঙ্খিতব্যভিচারা পত্নীর ধনগ্রহণের নিষেধ করিতেছেন। যৌবনস্থা বিধবা নারী যদি কর্কশা হয়, তাহার জীবন যাপনার্থ কেবল প্রাণাচ্ছাদন দান দিবে। যাহার ব্যভিচার স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে, সে প্রাণাচ্ছাদনও পাইবে না। কারণ ব্যভিচারিণী প্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইবে, শাস্ত্রকারেরা এই কথা কহিয়াছেন। তবে যে পতিত স্ত্রীকে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীকে অন্নবস্ত্র দিবে ও তাহাকে গৃহের নিকটে বাস করিতে দিবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন, ব্যভিচারিণী যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে, সেই পর্য্যন্ত সে বিধান। যাহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

স্ত্রী স্বামীদিগের অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সে যে তাহা হইতে রক্ষিত হয়, ইঁহারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পান নাই, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করুন, বীরমিত্রোদয়কার স্পষ্ট বাক্যে ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহাদিগের সেই ধন কাড়িয়া লইবে। কাত্যায়ন কহিতেছেন:—

তোক্তুর্মর্ত্তুরুৎসর্গাৎ শং
গুরুশুশ্রূষণে রতা।
ন কুর্য্যাৎ যদি শুশ্রূষাং
তৈলপিণ্ডে নিয়োজয়েৎ।
অপকারক্রিয়াযুক্তা
নির্লজ্জা চার্থনাশিকা।
ব্যভিচারিণিকা যা চ
স্ত্রী ধনং ন চ সার্হতি।
সার্হতীত্যনেন ন দেয়ং জীবনপর্য্যাপ্তমপি। দত্তমপি চ তাদৃশ্যাঃ সকাশাদপ

পহরণীয়মিতি হরদত্তোক্তং ভবতি।

যদি শুশ্রূষায় রত হয়, সমুদায় ধন ভোগ করিতে পাইবে। আর যদি শুশ্রূষা না করে, তাহাকে কেবল অন্ন বস্ত্র দিবে। যে স্ত্রী স্বামির অনিষ্ট চেষ্টা করে, অর্থনাশ করে, নির্লজ্জা হয় এবং ব্যভিচারে রত হয়, সে স্ত্রী ধন পাইবার যোগ্য নয়। ধন পাইবার যোগ্য নয় এই কথা বলাতে জীবন পর্য্যাপ্ত ধন দেওয়াও বিধেয় নয়, ইহা বুঝাইতেছে, দেওয়া হইলেও কাড়িয়া লইবে, এই দুই কথাই বলা হইয়াছে।

আমাদিগের বিচারপতিগণ ইহার অপেক্ষা আর স্পষ্ট প্রমাণ কি চান? যে সকল সমাচার পত্র সম্পাদক তাঁহাদিগের পুষ্ঠপোষী হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা এমন স্পষ্টপ্রমাণ দেখিয়াও আর ব্যভিচারিণীর পক্ষপাতী হইবেন? আমাদিগের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মস্তকে যে পদাঘাত করিয়াছেন, সম্পাদকেরা তাহাতে কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন? আমাদিগের শাস্ত্রের ও দেশীয় আচার ব্যবহারাদির অবমাননা হইলে তাঁহারা যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে কেন কথায় কথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রসিদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট দায়াধিকার সম্বন্ধে এদেশের শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাদিগের যুক্তির অনুকূল হউক, আর প্রতিকূল হউক, তদনুসারেই বিচার করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করা হইবে না। বিচার পতিরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া যে বিচার করিলেন, এটী কি অন্যায় হয় নাই? অন্যায় কার্য্যের অনুমোদনার্থই কি সমাচার পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে? যুক্তিও কি ব্যভিচারিণীর হস্তে ধন রাখিবার নিষেধ করিতেছে না।

—০:০—

(মোট সুবর্ণ মূল্য ৩৫০০ টাকা) বৃত্তান্ত দেশের প্রায় সকল লোকের জানা হইয়া উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এ গল্প লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকে। আমরা ৫ দিন ঐ বিচারে কথা শুনিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আজি যে সাহেবদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনন্ট গবর্ণরের শাসন প্রণালী ও পুলিস কর্ম্ম চারিদিগ ঐ বিচার আমাদিগের চক্ষুর গোচর করিয়া দিয়াছে। আজি চব্বিশ পরগণা আমাদিগের বাসগ্রামের সংলগ্ন কোন সভা গ্রামে দিবাভাগে একটী চুরি হয়। তাহার বৃত্তান্ত এই:—

এক দরিদ্র স্ত্রীলোক একখানি ঘরে বাস করে। তাহার দুটী মাত্র পুত্র, তদ্ভিন্ন সংসারে আর কেহ নাই। পুত্র দুটী কর্ম্ম কাজের অন্বেষণে চলাই কর্ম্ম করে। যৎ কিঞ্চিৎ বেতন পায়, তাহাতেই দিন-পাত হয়। স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বিবাহ দিবার আয়োজন করেন, কিছু গহনা গড়াইয়াছিলেন, নগদ টাকাও কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক জন পৌপুত্রের পীড়া হওয়াতে এক দিন তা' দেখিতে যান। ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন। ভগিনী পুত্রকে রাখিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলেন, আসবাবপত্র ও বাক্স খোলা রহিয়াছে। ঘর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাক্স মধ্যে যে নগদ টাকা ছিল, সে অলঙ্কার নাই। নগদ ১৯ টাকা, একখানি বাক্স ও এক জন্তা গেট ছিল। সমুদায়ই লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী যে সময়ে চাবি বন্ধ করিয়া যান, সে সময়ে তাঁহার বাটীর পার্শ্বে এক ব্যক্তি গাছে উঠিয়া আম পাড়িতেছিল। সে সমুদায় জানিত, এবং স্ত্রীলোকটী যে চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন, তাহাও দেখিয়াছিল। [illegible] পাঁচ মিনিট তাহাতে চোর সন্ধান করিয়া, চৌকীদারের নিকট করিয়া ছিল। চৌকীদার তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কতক ক্ষণ পরে চৌকীদার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু চোর সে সঙ্গে ফিরিয়া আইল না, সে কোথায় গেল তাহার নির্ণয় নাই। চৌকীদার এখন এই কথা বলে, চোর কতক পথ গিয়া বলে, সে সে বাটীতে চাকরী করে, সেইখানে গহনা আছে, বাহির করিয়া দিবে। চৌকীদার সেই কথা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সে তাহার মনিবের বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল, চৌকিদার আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ইনস্পেক্টর পর দিন তদারক করিতে আসিলেন। যাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়, সে যাহার বাটীতে কর্ম্মকাজ করে, তাহাকে আনাইয়া বলিলেন তোমাকে জোর হাজির করিয়া দিতে হইবে। তাহার উপরে পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং আমিন নজর হইল। এই কারণেই আমরা উপরে বলিয়াছি, দুরদৃষ্ট চালায় ফিরায়। চৌকীদার চোর হাজির করিল, তাহার উপরে পীড়াপীড়ি হইল না। সে চোর যাহার বাটীতে কর্ম্ম করে তাহার উপরেই পীড়ন। কেমন পাঠকগণ এই চোর ধরিবার চমৎকার কৌশল নয়? তদ্ভিন্ন চোরিত দ্রব্য পুনরায় পাইবার যে আশা ছিল, তাহা উদ্ভিন্ন হইল। চৌকীদার যদি চোর হাজির না দিত, তবে ইনস্পেক্টর তাহাকে সময়ে পাইয়া [illegible] চেষ্টা পাইতেন, তবে [illegible] গহনা পাওয়া যাইতে। কিন্তু [illegible] আর পাওয়া [illegible]

[illegible] কারেল সাহেবের শাসন প্রণালীর [illegible] হইল।

এটী আমাদিগের লেপ্টনন্ট গবর্ণর কারেল সাহেবের শাসন প্রণালীর [illegible] হোমে ৪৭১ পৃষ্ঠাঙ্কের পূর্ব্বে কি শাসন, কার্য্য-কি বিচার কার্য্য সকল বিষয়ের সমুদায় ক্ষমতা যেরূপ পেটি সিভিলিয়নের হস্তে ছিল, সে ক্ষমতার কোন সীমাবন্ধন ছিল না, তাঁহাদিগের কার্য্যের কোন লিখিত আইন ছিল না, তাঁহারা যাহা তাই করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করেন, কারেল সাহেবের এই ইচ্ছা কর্ম্মচারিদিগের আচরণ দ্বারা আমাদিগের তাহাই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। উহাঁদিগের কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন কোন নিয়মের অধীন নহে। যাহার যে ইচ্ছা, সে তাই করিতেছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যে এ সকল বিষয়ে অনুমোদন আছে, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। [illegible] দিবস কারেল সাহেব একান্ত বোধ করিয়া [illegible] মিনিট সিগ্রেট খাইয়া থাকেন। সেই মিনিট [illegible] আসিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে, কিন্তু এ সকল বিষয়ে তিনি এক কাণে শুনিয়া অন্য কাণে [illegible] হাকিমেরা পুলিস কর্ম্মচারিগণের [illegible] করিয়াছে, ইহা শুনিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible]

সে মত চলবে না। এখানে সে মত চালাইতে গেলে কেবল অনিষ্টের স্রোত প্রবাহিত হইবে এদেশ মনুর প্রভুত্বের দেশ। মনু বিলক্ষণ মানুষ চিনিতেন। তিনি কর্ম্মচারিদি গর উপরে যেরূপ বিশ্বাস করিতে কহিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য না করিলে কাম্বেল সাহেব কোনক্রমেরক্ষত কার্য্য হইতে পারিবেন না তাহা এই:—

রাজ্ঞাহি রক্ষাধিকৃতাঃ
পরস্বাদাহিনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যাস্যন্তি প্রায়েণ
তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।

প্রায়ই শঠ ও পরস্বপ্রাহীরা রাজভৃত্য হয়। অতএব রাজা তাহাদিগের হইতে এই সকল প্রজাকে রক্ষা করিবেন।

কাম্বেল সাহেব যে শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ দুই কর্ম্মচারিদি গর হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি কিছু কাল এই শাসন প্রণালী অপরিবর্ত্তিত থাকে, নবাবদি.গর সত অধিকার কালের বঙ্গদেশে পুনরভিনয় হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দুঃখ এই যে দেশ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে যে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ সুখ ভোগী হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। পরপর কয়টী পুলিষের অত্যাচার সংবাদ কাম্বেল সাহেব যেন এক বার শ্রবণ করেন। অচিরকাল মধ্যে যে আর কয়টী সংবাদ পাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা হইয়াছে।

—:—

উদ্যোগ করের ১৮৭১।৭২ অব্দের
শিক্ষাসম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের
সন্তোষ প্রকাশ।

অন্ধকারময় প্রদেশে দীপ শিখা এবং মরুভূমি মধ্যে প্রস্রবণ দর্শন করায় আমোদের না হয় অত্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে তেমনি বিদ্যালোকবিরহিত হইয়াছে। অতএব তদ্দর্শনে যে আনন্দের উদয় হইবে তাহা অসম্ভাবিত নহে। সমুদায় বঙ্গদেশ পণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের আনন্দ নয়, লেখা পড়া কিছুই ছিল না বলিলেই হয়, তবু অনেক হইয়াছে, এই বলিয়া আনন্দ। আজিও অনেক গ্রাম মূর্খ হইয়া আছে। সেখানে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই। এরূপও অনেক গ্রাম আছে, সেখানকার লোকে কিছু কিছু শিখিয়াছে বটে কিন্তু যে শিক্ষায় বলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয়, আজিও অনেক স্থলে তাহা হয় নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বয়ংই তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭১ অব্দের ৩১ মার্চ্চ বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের নিজ ও সাহায্য কৃত ৪২২৮ বিদ্যালয় ছিল এবং ১৮৭২ অব্দের ৩১ মার্চ্চ ৪৪১১ বিদ্যালয় হয়। ১৮৭১ অব্দে ঐ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৬৩৮৫৪ এবং ১৮৭২ অব্দে ১৬৬১৪০। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নাই, ১৮৭২ অব্দে তাহা গণনায় ১০৯০৯ এবং উহার ছাত্র ১৬৯৯৫৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য পাঠশালা ২০০০০ এবং উহার ছাত্র ৪৫০০০০ অনুমান করা হইয়াছে। সমুদায় লোক সংখ্যা ধরিয়া যদি হিসাব করা যায় ১৫০ জনের মধ্যে ১ জনের মাত্র শিক্ষা হইতেছে। এ সংখ্যা যে অতি সামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এ অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের বড় বিসম্বাদ হইতেছে না। যে অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইতেছে, তাহা এই:—

যাঁহারা বলেন উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে দুই তৃতীয় অংশ বালক নীচের ক্লাসে পড়ে, তাহাদিগের বিষয়ে যে ব্যয় হয় তাহা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বলি। গণনা করিতে হইবে। যদি এরূপ হইল তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে ব্যয় হইতেছে তাহার দুই তৃতীয় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ যুক্তির অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন, পাঠশালায় ঐ ব্যয় দিলে উহার অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আমাদিগের সমাজের ও গ্রামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও গ্রামবাসিদিগের মনোগত ভাব জানেন না বলিয়াই এরূপ করিতেছেন। তিনি পাঠশালায় যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় গুলির সবিশেষ উন্নতি হইলে সে ব্যয়ের প্রয়োজনই হয় না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যত অধিক লোক লেখা পড়া শিখিবে, ততই অন্য অন্য লোকের লেখা পড়া শিক্ষার সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রতিবেশিদিগকে মূর্খ দেখিয়া কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা পাইয়া মূর্খ প্রতিবেশিগণের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় করিবেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আত্মাকে বঞ্চিত করিয়াও অনেক স্থলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী রাণী শরৎ সুন্দরী বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রভৃতি বিদ্যাদি যে দান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে তাঁহাদিগের অগাধ বিষয় আছে, তাঁহারা অনায়াসে ১০ টাকা ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সঙ্গতি নাই যাঁহারা উদরে কাপড় বাঁধিয়া অন্যায় বিদ্যা শিক্ষার্থ দান করেন, তাঁহাদিগের দানই অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহাদিগের দানেই যথার্থ কাজ হয়। তাঁহাদিগের ঐ চেষ্টায় বিবিধ লাভ হইতেছে। তাঁহাদি-

দের পাঠশালা হয়, অথবা করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং যেমন ক্রমে এতৎ সংক্রান্ত বাধা হইতে মুক্ত হইতেছেন, এবং লেখা পড়ারও আরাম বৃদ্ধি হইবে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে উন্নতি হইয়াছে, আমরাও সেই আশা করিলাম। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতায় যে বিদ্যালয়টী চালাইতেছেন, তাহাতে কাহার সাহায্য নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি বিদ্যাসাগরকে লেখা পড়া না শিখাইতেন, তাহা হইলে কি আজি ঐ বিদ্যালয়টী দেখিতে পাইতেন। লোকে যত বিদ্যাসাগরের ন্যায় লেখা পড়া শিখিবেন, ততই তাঁহার বিদ্যালয়ের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট শত শত বিদ্যালয় দেখিতে পাইবেন। উচ্চতর শিক্ষা দানের কেবল এই মাত্র ফল নয়, দেশকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার আর কাহার ক্ষমতা নাই। তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় না করিয়া কাপেন্স সাহেবের ন্যায় কেবল অনেকগুলি পাঠশালা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের রিপোর্ট উপলক্ষে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি কি তিনি সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেন?

এক্ষণে আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে আর একটী কথা কহিতেছি, তিনি যে শ্রেণীর নিমিত্ত পাঠশালা করিতেছেন, সে শ্রেণীর অবস্থার যাহাতে উন্নতি না হইতেছে তাহাতে তিনি যত্নের চেষ্টা করিলেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে প্রায় ২০০০ পাঠশালা আছে। আমরা কহিতেছি, নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার যত উন্নতি হইবে, তত্তাবৎ ঐ পাঠশালায় [illegible]

উড্রো সাহেবের বিদ্যালয় [illegible] হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা [illegible] শোচনীয়। আমাদের [illegible] যতদিন যে কিছু শিক্ষা হইবে, তাহা পল্লীগ্রামে কিছুমাত্র শিক্ষা হইতেছে না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ২৪ পরগণার ১৭৪০৭ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৬ টী মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে॥ স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দুরবস্থা হইবার অনেক গুলি কারণ আছে, যাবৎ সেগুলি অপনীত না হইবে, তাবৎ উহার উন্নতি হওয়া দুষ্কর। প্রথমতঃ অধিকাংশ বহুল পরিবারেরই পুরুষের লেখা পড়া হয় নাই। বাহিরের লেখা পড়া জানে নাই স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা হইলে বিপদ ঘটিবে তাহাদিগের এই সংস্কার। তাহাদিগের এরূপ সংস্কার হইবার কতক মূলও আছে। বোধ কর, একটী বালিকা লেখা পড়া শিখিল, এক মূর্খের সহিত তাহার বিবাহ হইল। মূর্খস্বামী প্রবেশে পত্রাদির এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকটীর মনে লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়া অভিমান আছে, স্বামী মূর্খ, সুতরাং তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। বোধের বোঝা হিসাব না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয় না থাকিলে সংসার বিষময় হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ অনেকের অবস্থা হীন। অনেক স্ত্রীলোককে স্বয়ং সাংসারিক গৃহ কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রীলোক কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহার সামান্য গৃহকর্ম্ম করিতে ঘৃণা জন্মে। যাহাতে [illegible] অবস্থা হয়, যে-যে কথা [illegible] আমরা সম্প্রতি করিয়া [illegible] সংসারে নিয়ম [illegible]

কিছু লেখা [illegible] আইসেন, তাঁহার [illegible] পড়া [illegible] আমিরও তাহা আছে। কিছু শিখান কিম্বা আছে। পরন্তু প্রতিবাসী হইলেন, সুতরাং তাঁহার বিরক্ত নিরক্ত হইতেছেন।

বাল্য বিবাহ প্রথা থাকাতে [illegible] পূর্ব্বে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। এই অন্তরায় [illegible] না হইলে [illegible] স্ত্রী শিক্ষা হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই। তাহার এদেশের পুরুষদিগকে উদারচিত্ত হইবার আবশ্যকতা করিয়া দিতেছে। উহার শিক্ষা ভিন্ন আর কাহার এমন ক্ষমতা নাই যে ঐ অন্তরায় [illegible] ছিন্ন করে।

উড্রো সাহেব যে আর একটী [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও [illegible] হয়। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত উচ্চপ্রকার শিক্ষাদান করিবেন ততই এদেশের মঙ্গল হইবে। যে কথাটী এই। তিনি বলেন বঙ্গদেশে [illegible] নাবার [illegible] [illegible] যাহার [illegible] এদেশীয়দিগের [illegible] [illegible] [illegible]

বেন না, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়াই আমরা এইরূপ আক্ষেপ করিলাম।

ঘোর যুদ্ধ।

মানুষের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটী বড় প্রবল। মানুষ যখন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণ কণ্ডূ বিনোদনের সুযোগ না পায়, তখন বাগযুদ্ধ দ্বারাও উহার বিনোদন করিয়া থাকে। ইংরাজীর সঙ্গে ভারতবর্ষের গ্রাম-নগর নদ নদী প্রভৃতির নাম লিখিবার প্রণালী লইয়া এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না এই বিষয় লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছে। এখন ঐ নামগুলি লোকে ইচ্ছামত লিখিয়া থাকেন। তাহাতে উহার নানারূপ হয়। কতকগুলির মত এই, নানারূপ না হইয়া একরূপ হওয়া উচিত। অন্যেরা নিয়মবদ্ধ হইতে চান না। তাঁহাদিগের মত এই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনি লিখিবেন। এ বিষয় লইয়া বিবাদের ত কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। একবিধ প্রণালী অবলম্বনই বিধেয়। উহাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট হইবে বটে কিন্তু উত্তরকালে তুলা সকলের সুখের কারণ হইবে। যাঁহারা এক একটী শব্দে দুই তিনটী করিয়া অক্ষর লুপ্ত করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় নামের নিয়ম বন্ধনে এত ভয় করিতেছেন কেন? নিয়মবন্ধন ব্যতিরেকে কোন বিষয় সুশৃঙ্খল হয় না। এবিষয়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের মত আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে।

ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই উপধর্ম্মদূষিত। যদি ভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে উপধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া এক ঈশ্বরের আরাধনরূপ হিন্দুধর্ম্মের মূল ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সব, লখন করিয়া সুখী হইতেছেন, এমন সময়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সেই বঙ্গদেশকে উপধর্ম্ম পঙ্কে মজ্জিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কেন? ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রচলিত নীতি গ্রন্থ গুলি পাঠ করিলে সে ফললাভ হয় না?

নবশো রূপেয়া (১)

নামটীই কেবল কৌতুকাবহ নয়, গ্রন্থখানিকেও কৌতুকাবহ বাক্যদ্বারা পরিপূরিত করা হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের সমাজ মধ্যে আজি কালি যে সমস্ত দোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থ মধ্যে তাহার অনেক গুলির নিন্দা করা হইয়াছে বটে কিন্তু গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা কন্যা বিক্রয় করে তাহারা অতি নীচ প্রকৃতি হইয়া যায় না থাকে তাহাদিগের দয়া না থাকে কন্যার শুভাশুভ চিন্তা, না থাকে ভদ্রতা, না থাকে চক্ষুর লজ্জা। গ্রন্থকর্ত্তা, সুন্দররূপে এগুলির বর্ণন করিয়াছেন। রামধন মজুমদার ও গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের চরিত্র পাঠ করিলে মূর্ত্তিমান রূপে এই সংস্কার হৃদয়ে জন্মে কন্যা বিক্রেতার তুল্য অধম লোক পৃথিবীতে আর নাই। রামধনের জাতা সাতুলাল হিন্দীতে অপনে আকুশ্রীর নয়শত টাকা নীলাম ডাক ডাকে, তাহাতেই গ্রন্থের নয়শো রূপেয়া নামকরণ হইয়াছে।

গ্রন্থের যেরূপ নাম রাখা হইয়াছে, রামধনের চরিত্র যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে রামধনের কন্যা নয়নার বিবাহ ঘটনা কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই যাহারা কন্যার এত অধিক পণ লয় তাহাদিগের সৎপাত্রে কন্যা দান ঘটিয়া উঠে না। অশীতিপর, মুমূর্ষু, কুরূপ মূর্খেরাই তাহাদিগের লক্ষ্য স্থল হইয়া থাকে, কিন্তু নয়নাকে উত্তম পাত্রের হস্তগত করা হইয়াছে। এ অংশে গ্রন্থকর্ত্তার ত্রুটি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নয়নার রঞ্জনের সহিত বিবাহ হয়। রঞ্জনকে রমানাথ মজুমদারের ভাগিনেয় বলিয়া সকলে জানিত, বাস্তবিক রঞ্জন কামাই ঘোষালের পুত্র। উহার জন্ম হইবামাত্র রমানাথের ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনী ধাত্রী ও সাতুলালদ্বারা উহাকে চুরি করিয়া লইয়া যান। ধাত্রী এই রব করিয়া যে যে ছেলেটিকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে এ গূঢ় বৃত্তান্ত সকলে জানিত না। রঞ্জন রমানাথের ভাগিনেয় বলিয়াই প্রচার ছিল। এই কারণে বিবাহ সভায় অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেকে এই আপত্তি করে, মাতামহ গোত্রে বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। এই গোল করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভা হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কামাই ঘোষাল কাশীস্থিত বিন্ধ্যবাসিনীর চিঠি আনিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গল্প রচনার এ অংশটী যদি টম জোন্স নামক ই রাজী নবেলের অনুকরণ না হইত, অধিকন্তু মনোহারী হইত সন্দেহ নাই। সাতুলালের অনেক স্থলের গাঁজাখুরী কথা ও রঞ্জনের বন্ধু ব্রাহ্ম নবীন বাবুর জেঠামি পড়িয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের অধিক অংশ প্রশংসনীয় হইয়াছে। লেখাটী সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য যাঁহারা আমাদিগের সমাজের অভ্যন্তরীণ বৃত্তান্ত না জানেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন আমাদিগের দেশের সকলেই কন্যা বিক্রয় করে, সকলেই অধম। বাস্তবিক তাহা নয়। যে সকল ব্যক্তির লেখা পড়া জ্ঞান আছে, ভদ্রতা আছে, ধর্ম্ম সম্ভ্রমে মর্য্যাদা আছে, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন না। গ্রন্থকারেরা কন্যা বিক্রয়ের বিষয় লিখিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন কবিরত্নমহাশয়—

(১) এখানি নাটকাকারে রচিত, গ্রন্থকারের নাম নাই, কলিকাতা বহুবাজার ৫২ নং হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, শিবকৃষ্ণ কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

ওঁকারের যে প্রথমস্থিতি
বহুতাং মোক্ষমোহিত।
আত্মবিদ্ধিরিণঃ পাপা
মহাকিল্বিষ কারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে
যদ্যি ব্রাহ্মণবং ভুঞ্জেৎ।

এরূপ ব্যক্তি মোহ মোহিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী মহাপাপী সেই সকলকারী দাতার সহিত নরকে পতিত হয় এবং সপ্তপুরুষ নরকে পতিত করে।

ব্রাহ্মণাদির তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার মত বলেন "আহরীতি বা পুরোডাশ কৃত্বা ইতিতরং জনং" কদাচিৎ করিয়া তাহাও তাহা গ্রহণ করিবে না।

আমরা উপরোক্তরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহাদিগের ও ওজর পাই, তাহাদের নাই, কন্যা প্রভৃতির উপর বাঁকা নাই, তাহারাই কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বিবিধ সংবাদ।

৯ই জোষ্ঠ সোমবার।

এবার চট্টগ্রামের ঝড়, পাবিবাদ এবং মাণিক গঞ্জের বাবু রজনী কান্ত সেন মিলিটারি চাকরি পাইয়াছেন।

গত রথযাত্রার চাউলবাজারে অগ্নিদাহের এক সভা হয়। আইনিশ সাহেবের ঘুষ্টা হওয়াতে ঐ পদে একজন ডাইসনেরার নিযুক্ত নির্বাচনের জন্য এই সভা হইয়াছিল। অধিক অগ্নিদাহ হইলে, যার উহাতে ১০০ টাকা বার্ষিক বেতনটী সহজ করা হইয়াছে। প্রতি মাসে ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া পরে ১২০০ টাকা হইবে। কেহ কেহ চাউলবাজার সাহেবের পদ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু অধিকাংশ অগ্নিদাহ উহাতে মত দেওয়াতে তাঁহাকেই ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

[illegible] পিতৃমিত্রের বলেন, কলীর সম্পাদকের কন্যা সহিত কেদারের ভিটকের বিবাহ হইবে আমরা ঐ ভিটকে এবিষয়ের কথা তুলি [illegible] নাই। শেষে পিতৃপালের বিবাহ [illegible] যায় না।

[illegible] ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া [illegible] হইয়াছে। একণকার মাইকোস্কোপ [illegible] সেই বিষয়ে সংবাদ দিয়া [illegible] পাঠকগণের কোতুক করা কাহারিদের ভাগে ঘটিতেছে না।

পিতৃমিত্রের [illegible] কলীকর্তৃপক্ষ [illegible] ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া [illegible] হয় তাহা অমূলক। ইহার ৪৫ ক্রোশ দূরবর্তী [illegible] বাবদ তাহা কলীতেরা [illegible] করিয়াছেন। কলাদায় [illegible] কলিকাতায় এই কথাই [illegible] বলিয়া বোধ হয়।

[illegible] এবং লোহাগড়ের বাবুদের বেকায়দায় [illegible] 'হয়াছে বলিয়া উদাসিন্যের কারণ, অনেকে [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] নিকটে পাঠান হইয়াছে। কে এ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই প্রস্তাব মূল খানায় খুব আবিষ্কৃত হাস্য পড়িত।

[illegible] ন্যায় অন্যান্যদেরও [illegible] পুরুষের সহিত [illegible] অনুভব করিতেছেন।

আমরা আবিষ্কারিত [illegible] হইতে [illegible] বিষ তাঁহারা [illegible] এতে [illegible] ভাবে [illegible]

[illegible] ৯ই জোষ্ঠ সোমবার।

[illegible] ন্যায় অন্যান্যদেরও [illegible] পুরুষের সহিত [illegible] অনুভব করিতেছেন।

আমরা আবিষ্কারিত [illegible] হইতে [illegible] বিষ তাঁহারা [illegible] এতে [illegible] ভাবে [illegible]

[illegible] ৯ই জোষ্ঠ সোমবার।

[illegible] ন্যায় অন্যান্যদেরও [illegible] পুরুষের সহিত [illegible] অনুভব করিতেছেন।

আমরা আবিষ্কারিত [illegible] হইতে [illegible] বিষ তাঁহারা [illegible] এতে [illegible] ভাবে [illegible]

৮ই চৈত্র মঙ্গলবার।

কিছুদিন হইল জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা যতীন্দ্রমোহনের নামে যে অভিযোগ করেন, গত কল্য বিচারপতি ম্যাকফার্লন ও পার্টকেন্স তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। করিয়াদিকে আসামিদিগের সমুদায় খরচা দিতে হইবে। বোধ হয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ইহাতে ক্ষান্ত হইবেন না, প্রিবিকাউন্সিলে আপীল করিবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দোষেই এখন এই টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে।

সম্প্রতি পুরীতে একটী ১৩। ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রতি তাহার স্বামী শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। প্রথমে তাহার শরীরের অধিকাংশ দগ্ধ করিয়া পরে হাত পা বাধিয়া দুই তিন দিন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হয়। কি ভয়ানক! বাল্য বিবাহ নিবন্ধন এদেশের অনেক স্ত্রী লোককে প্রায় এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

সেদিন শেখ বেণী নামক এক ব্যক্তি আট দশ আনা মূল্যের একখণ্ড কাপড় চুরি করিয়াছিল বলিয়া হাবড়ার সেসিংসে বিচারার্থ অর্পিত হয়। যখন ঐব্যক্তি ঐ কাপড় চুরি করে তখন সে চোঁরাপত্রাঘাতে কারারুদ্ধ ছিল। ইহার পূর্ব্বে একটী ডাকাইতি মকদ্দমায় ইহার ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল। এ ভিন্ন ২। ৪ বার মেয়াদ অমেকবার হইয়া গিয়াছে। এ বার হাবড়ার অতিরিক্ত সেসিংস জজ টটেনহাম সাহেব তাহার ১০ বৎসর দ্বীপান্তর বাস আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার সমুদায় পাপের একত্রে চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল।

মিস মাক্রোডের প্রস্তাবিত স্ত্রী বিদ্যালয়ে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজ ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারাও আরো কতক টাকা উঠিয়াছে।

হারজিলিঙ নিউস বলেন, পাঙ্খাবাড়ীর নিকটে গবর্ণমেণ্টের যে টিক বৃক্ষের বাগান আছে উহা পরিবর্দ্ধিত করা হইবে। এ প্রস্তাব ভাল হইয়াছে।

অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এ সকল রাস্তা তপবলিক ওয়ার্ক বিভাগের মহাত্মারা করিয়াছেন?

আমরা দুঃখিত হইলাম, বারাণসীর মুন্সেফ জজ বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। সর উইলিয়ম মিউর ইহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন।

গত সপ্তাহে কাম্বেল সাহেব সুমসং হইতে দারজিলিঙে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সুমসং গমন যে ফল হইল শীঘ্র তাহা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে। কাম্বেল সাহেব যখন গিয়াছেন তখন একটা না একটা করিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই।

৯ই চৈত্র বুধবার।

সম্প্রতি বারাণসীতে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরির বিচার হইতেছে। মতিলাল নামক আগ্রার একজন বণিক পোষ্ট আফিসের দুই জন কর্ম্মচারিকে মাসে ১০০ টাকা দিত এবং মধ্য প্রদেশের কোম্পানিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোম্পানিদিগের নিকট যে সকল চিঠি পাঠাইত সে ঐ চিঠি উহাদিগের নিকট হইতে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিজের এজেণ্ট দিগকে টাকা দিবার জন্য জাল চিঠি পাঠাইত। উহার যে চাকর এইরূপে টাকা সংগ্রহ করিত সে একণে মহলার সাক্ষী হইয়াছে। জুয়াচোরের দলও ধরা পড়িয়াছে।

বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি বিলাতী চিঠি লইয়া বড় কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মিস কার্পেণ্টার এক বৎসর ধরিয়া শশিবাবুকে যত চিঠি লেখেন, তিনি তাহার একখানিও না পাওয়াতে মিস কার্পেণ্টারকে এবিষয় জানান। তিনি ইহা ষ্টেটসেক্রেটারিকে ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে গবর্ণর জেনরল পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরলকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলেন, ক্রমে ডাক ঘরের নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের উপরে তদন্ত হয়। প্রকৃত ঘটনা এই, মিস কার্পেণ্টার "শশিপদ বাবুর্ষি কলিকাতা" এইরূপ শিরোনাম লিখেন। পেত্নীরা কলিকাতায় এরূপ লোক খুঁজিয়া না পাওয়াতে পত্র গুলি ডেড লেটর আফিসে যায়। কিছু দিন পরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল কলিকাতার (অশিপদের পরিবর্ত্তে) তাহাদের বাবুর্চি যদি কেহ থাকেন চিঠিগুলি লইয়া যান। কলিকাতার এক তাহাদের বাবুর্চি আপনার মনে করিয়া চিঠি গুলি লইয়া যান, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ঐ ব্যক্তি গাড়ি করিয়া চিঠি গুলি লইয়া কলিকাতার গলি গলি ফেরেন। কাহাকে দিবের খুঁজিয়া পান না। পরে প্রকৃত মর্ম্ম বাহির করিতে পারিয়া পত্র লিখিলে তিনি সমুদায় পাঠাইয়া দেন। এখন ডাক ঘরের লোক তাঁহারই নামে নালিস করিতে উদ্যত। মিস কার্পেণ্টারের কলিকাতা এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটের তাহাদের এই দুই অমেতে কি ভুমুল কাণ্ডই ঘটাইল।

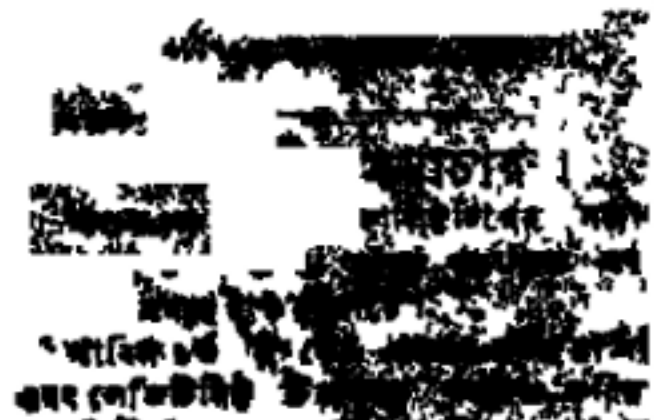
পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের বজেট হইতে এক লক্ষ টাকা লইয়া উহা শিক্ষা বিভাগে প্রদান করিয়াছেন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ হইতে যাহা লওয়া হয় তাহাই লাভ।

১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

গত ১৮ই মে বারাসত ট্রেণিং স্কুলের পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্কুলের একটী প্রশস্ত বাটী না থাকাতে বড়ই অসুবিধা ছিল একণে উহার আরম্ভ হইয়াছে। কতক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বাটী নির্ম্মাণে ৩০০০ টাকা লাগিবে অনুমান করা হইয়াছে। পোর্টর সাহেব এবং তত্রত্য মুন্সেফেরা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলাতেই ম্যাজেষ্ট্রেরা বাটী আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৭১—৭২ অব্দের সম্বন্ধেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণর উড্রো সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের [illegible]



পুরীর প্র ভান্সি ডেপুটি মাজি ষ্টে ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্গচন্দ্র দাস নিম্নতর কার্য্যের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপ নিযুক্ত হইলেন

আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায় বিভাগে বদলী হইলেন

সব অসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বেনীমাধব রায় ময়মনসিংহ পুর বাদুলালয়ের পদে নিযুক্ত হইলেন

২য় পরগণার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন জয়রাড সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েক দিনের জন্য নদীয়ার উপবিভাগের ভার পাইবেন

নওগাঁখালির সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, এ রাইটন সাহেব উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কমিটির বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

মেদিনীপুর এডুকেশন সংক্রান্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ জন্য ডষ্টিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল করিম ঐক্ত ষ্টেবলের আনুয়াবাদের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

নাগাপর্ব্বতের প্রতিনিধি পালিটিকাল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট রো, ষ্টাফ সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইবেন কিন্তু আপাততঃ নাগা পর্ব্বতের প্রতিনিধি পোলিটিকাল এজেণ্ট থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনর এ ষ্টেফেন এম এ বয়েড সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনর লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ এ ফ্রেজর কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনরের কার্য্য করিবেন।

ডব্লিউ জে সি মেকিন্স সাহেব কিছু দিনের জন্য সিরাজগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি হইবেন।

ডব্লিউ সি এ কেলি সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে যশোহর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিছুদিনের জন্য পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ বি শিকক সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে ২য় পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস, ওয়েলস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, বীমস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সাহরণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এচ, পিলিট সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন

নওগাঁখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ স মাজলস সাহেবকে আরো কিছু দিন তৃতীয় শ্রেণীতে পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে সেমান সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই এচ ষ্টীলাকলড সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে ন্যস্ত হইবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি সি ষ্টিবেন্স সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধি হইবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি আর নারাল সাহেব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রেরিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এফ ম্যাকডোনাল প্রথম শ্রেণীতে পাটনার জজ হইবেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্দ্ধমানের জজ হইবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত সি ডি ফিলড সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণী চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডি ষ্টুয়ার্টের সাহেব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নয়ন সিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ জে রেনল্ডস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এম হ্যালিডে সাহেব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন

সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, ডব লউ আলেকজণ্ডর সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ জি সি ষ্টেলর সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২য় পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ বি শিকক সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন

ডব্লিউ এচ, ওয়লি সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে এফ মন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

পাটনার প্রতিনিধি কমিসনর এস সি মেলি ঢাকা বিভাগের কমিসনর ও সাকিট হইবেন

এই সকল তা পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
সেক্রেটারি।

—•—

আমাদিগের মেদিনীপুর ধানাগে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি আমাদের এ অঞ্চলে একটী দেশসাধারণ বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। ধাকরজের ব্যাপারই তাহার কারণ। আমরা অবগত আছি ১৮০৫ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় যশোহরের বন্দোবস্তী ও জরীপের কার্য্য হয়, কিন্তু তৎকালে তাহাতে কেবল মাত্র মেদিনীপুর, হুগলী এই দুই জিলার কোন বিশেষ কারণে মঞ্জুর হয় নাই পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইবার আজ্ঞা ছিল। তদনুসারে দুই বৎসর পূর্ব্বে হুগলী হইতে আরম্ভ হইয়া গতবৎসর হইতে মেদিনীপুরে সেই কার্য্য চলিতেছে।

আমরা ইতিহাস পাঠে ও বহুদর্শন দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রবের বিষয় যে রূপ অবগত ও শ্রুত আছি, সেই রূপ, ধাকরজের আমিনদের উপদ্রব তাহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রথমে ইহারা যে গ্রামে যাইতেছে সেখানকার মুখ্য ও চৌকীদারকে ডাকাইয়া উত্তম

[illegible] ঠা চাউল ইত্যাদি আহারের [illegible]।

[illegible] তাড়না করে এবং গ্রামের অর্দ্ধেক [illegible] কেহ বা অর্দ্ধেক বাঁশ কাটাইয়া ফেলে

[illegible] পার জমীদার ও তৎপক্ষীয় আমলা [illegible] গোমস্তাকে তলব করিয়া জরীপের কার্য্য দিতে বলে এবং গুরুবন্দীর জন্য [illegible] গ্রামস্থ সমস্ত প্রজাকে (অবশ্যক মত কাহাকে) হাজির থাকিতে বলে। অনেক স্থলে দুষ্টমতি নিষ্ঠুর আমীনেরা প্রজা মুখ্য ও গোমস্তাকে প্রহার করিয়া থাকে, আর স্থূল বিশেষে কয়েদ পর্য্যন্ত করিয়া রাখে। প্রত্যেক গ্রামে মাল লাখেরাজ ইত্যাদি অনেক রকম জমী আছে। প্রত্যেক রকম জমীর ও ইজমালি মহালের কি গ্রামের সীমাস্থে প্রত্যেক অংশীদারের নিকট চারি টাকা হিসাবে চাহিয়া বসে।

[illegible] ঠোকার [illegible] ঠোকার (ই ও ইহাতে আছেন) তেপুটী বাবুর নিকট রিপোর্ট করেন যে, 'জমীদার এরা কায়েতের সাহায্য না করায় সরকারি কাযের ব্যাঘাত ঘটিতেছে' রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা জমীদার দিগকে এরূপ কড়া পত্র লেখেন যে, যদি ১ এক অথবা দুই দিনের মধ্যে সংবিধের সাহায্য আসে (এক জমীদারের এক পরগণার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ গ্রামে অধিকাংশ কায়েতের এক সময়ে সকল কাজে কামের অভাব দিতে হইবে) তবে প্রত্যেক দিন ৫ কি ১০ টাকা হিসাবে জরিমানা হইবে। রোদের উপর বিদেশী ঠিক। জমীদার পরওয়ানা পাওয়ামাত্রেই সরঞ্জামে আপত্তি করা দূরে থাকুক লাভ বা করিবার জন্য ব্যস্ত হন (অনেকের এই জন্য জরিমানা ও হইয়াছে) সুতরাং কায়েতেরা তখন আর পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘরে এবং বাহিরে সুখে আপন আপন মত- । কাসিদ করে। পরে এই রূপ অত্যাচার ডিপুটী বাবুর নিকট জানাইলেও কিছু হয় । পেস্কার আমিনে বিলক্ষণ যোগ আছে।

[illegible] কেবল সাধারণের উপর [illegible] এরূপ বিপদ্ধুলার মুনিয়ারী অত্যাচার [illegible] ও বিপদের সীমা নাই। সাধারণকে বলে যে, তোমা- [illegible] সীমাবন্দী কিছিমি বা এত [illegible] আমিন করিয়া যাইব"। এদেশের [illegible] প্রতি বিশেষতঃ সাধারণের [illegible] কত বড় তাহা অবিদিত নাই।

[illegible] দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি- [illegible] নির্মাণের এক বাত্র [illegible] সেই জমীদারের হাতে থাকাতে [illegible] কত বিপদ ঘটে সহজেই তাহা [illegible] পারে। তাহারা অত্যাচারের [illegible] নিকটে গিয়া অনাহারে [illegible] পূজা দেয় [illegible] আপন জমীদারী সীমাবন্দী [illegible] পরিমাণ হইলে তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

ইহাদের হাতে জমীদারী [illegible] [illegible] এ অঞ্চলের জমীদার, [illegible] সাহেবদের [illegible] ও [illegible] পতিত হইয়াছেন। বাকীর [illegible] [illegible] ও [illegible] হইয়াছেন। আমরা নীলকরকে [illegible] ভয়ে ভয়ে থাকিতাম কিন্তু নীলকরদের [illegible] ক্ষমতা নাই। তবুও সকলে ভয়ে ভীত হইয়াছে। জমীদারের বিরুদ্ধকর্মা প্রজাগণের [illegible] সকলেই একমনা ও [illegible]। অধিক কি তদ্বন্দীর হজারে [illegible] থাকায় হাট বাজার পর্য্যন্ত [illegible] বন্ধ হইয়াছে। জমীদার [illegible] পীড়িত করেকজন লোক [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছিল। [illegible] অভাব হওয়াতে একজনের জরিমানা [illegible]। কিন্তু অন্যের [illegible] এপর্য্যন্ত হয় নাই। ডালিমের [illegible] [illegible] সাহেবের নিকটও এ বিষয়ে [illegible] হইয়াছে। তাঁহারও এ অঞ্চলে আসিবার কথা আছে। দেখা [illegible], তিনি এসে যা কি করেন। [illegible] বলিতে কি, কায়স্থের জমীদারদের নিকট [illegible] হয় নাই। ইহাদের [illegible] অত্যাচার ও সামান্য। ইহাদের সব লোকই [illegible] মোয়াকী মেহনতানা উপলক্ষে [illegible] হয়রান হইয়াছে। তালিমার ইহারা [illegible] [illegible] যেখানে যাইতেছে সেই খানেই [illegible] অত্যাচার করিতেছে। জমীদারেরা [illegible] পালে পালে আসিয়া দেখানে আহার করিতেছে। ইহারা লেখা পড়ায় ভক্ত বাস করে না, জমিদারও অন্যায় জমীদারী বিলক্ষণ জানেন ইহাদের দ্বারা সমুদায় [illegible] [illegible] [illegible]

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। মুলতানের প্রায় ৩ মাইল দূরে চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলস্থ সের-সা নামক স্থান পর্য্যন্ত পঞ্জাব রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। সের সা একটী সামান্য গ্রাম, ইহা একটী অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধী জমিদার ব্যতীত এখানে আর কোন বিশেষ ব্যক্তি করে না। এখানে প্রতি বর্ষে চৈত্রমাসে মহা সমারোহে একটা মেলা হয়। তাহাতে অন্যান্য লোকের সমাগম হয় এবং বেশ্যাদিগের নৃত্য, মল্ল যুদ্ধ ও মুসলমানদিগের উৎসব ভিন্ন আর কিছুই হয় না। এস্থানের জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। সের সার নিকট বন্দর ঘাট। এখানে ইণ্ডস ফ্লটিলা কোম্পানির বাষ্পীয় শকট করাচি হইতে যায় এবং তথা হইতে আইসে, এই জন্য রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মুলতান হইতে এ পর্য্যন্ত রেলওয়েতে আগমন করিয়া তরী সংযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ৫। ৬ ক্রোশ পরে মজফরগড় নামক জেলা। আমি ১৯ এ এপ্রেল এই স্থানে পৌঁছিলাম। মজফরগড় প্রাচীর বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র নগরী। প্রাচীরের বাহিরেও বসতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ আছে। এস্থানের রাজপথ সকল অতি সুন্দর। নানাবিধ বৃক্ষ দুইপার্শ্বে থাকিয়া রাস্তার শোভা ও ছায়া বিধান করিতেছে। মুলতান অপেক্ষা এখানকার জলের স্বাদ অনেক নিকৃষ্ট বোধ হইল, এখানে ডেপুটী কমিসনর, ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট আর পুলিস ভিন্ন অন্যান্য আফিস ও কার্য্যালয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে এখানেও দুইটী বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন। আমি এক জনের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ২০ এ এপ্রেল রজনীযোগে বলদ-যুক্ত দেশীয় শকটারোহণে ডেরাগাজীখাঁর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ২২ এ এপ্রেল প্রাতে সিন্ধু নদের উপকূলে উত্তীর্ণ হইলাম। যদিও সিন্ধু নদের এ অংশটী তত গভীর নহে কিন্তু শীত কাল অপেক্ষা এ সময়ে অনেক বিস্তৃত হইয়াছে। ৩ মাইল জুন্ জুলাই মাসে ইহা আরও বিস্তৃত ও বেগবান্ হয় যেন অকূল সমুদ্র তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। পারাপারের জন্য চক্র যুক্ত একখানি বৃহৎ তরণী আছে। এই নদ পার হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। নদীর অপর পার বহু বিস্তৃত বালুকাময় চড়া আছে, সেই চড়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পরে ডেরাগাজী খাঁ নামক নগরে পৌঁছিলাম। মহাশয়! আটক পার হইলাম, হিন্দুস্থান একরূপ পার হইয়া যখন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, হিন্দুত্বও আমাদের গেল।

ডেরাগাজী খাঁ মন্দ নগর নহে। মুলতান হইতে ডেরাগাজী খাঁ পর্য্যন্ত বরাবর অসংখ্য খেজুর গাছ দেখিলাম। এখানকার রাজপথ সকল বিস্তৃত ও বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া যুক্ত। এখানকারও নগরাংশটী প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে কয়েক জন ধনী লোক আছেন, তাঁহারা গার্হস্থ্য জেমরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের দরবারে আসন প্রাপ্ত হন। এখানে ডেপুটী কমিসনর খালের জন্য দুই জন এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার ও একজন সুপরিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস প্রভৃতির কয়েকটী আফিস আছে। একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আমি পঞ্জাবের যে সকল নগর দেখিলাম তথায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য যিদ্যা শিক্ষা কম লোক করে। প্রায় সকল বালক অল্প পড়িয়াই বহুলিপিতে নৈপুণ্য লাভ করিয়া ১০।১৫ টাকার সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন দাসত্বশৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া সারেসেরের তোবাড়ম্বর করিতে থাকে। তথাপি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে যাইয়া বিদ্যালাভ করিতে চায় না। বালকদের পিতা মাতাও গৃহ হইতে যাইতে দেয় না। ডেরাগাজী খাঁ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। এখানে একটী মাত্র বাঙ্গালী আছেন। ইহার নিকট অনেক বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি পথে যে সকল কষ্ট হইয়াছিল ইহার নিকট সে সকল কষ্টের অনেক লাঘব হইল। অন্যান্য বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহার অনেকগুলি লক্ষণ আছে। প্রায় ৩ দিন থাকিয়া ২৪ এ এপ্রেল রজনীযোগে যাত্রা করিলাম। ডেরাগাজী খাঁ এখান হইতে প্রায় ৬০ ক্রোশ দূরে। এই ৬০ ক্রোশ বড় কষ্টের পথ কেবল বালুকাময় মরুভূমি চারিদিকে ধু ধু করিতেছে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ডেরাগাজী খাঁ পার হইয়াই পঞ্চম শ্রেণী মুক্তিগোচর হয়। পথের মধ্যে মধ্যে গার্ণমেণ্ট নির্ম্মিত একটী একটী বাঙ্গলা ঘর আছে। তাহাতে পথিকদিগের অনেক সুবিধা হয় নতুবা কষ্টের সীমা থাকিত না। ৪০ ক্রোশ পথের মধ্যে জলের ভয়ানক কষ্ট। ১০।১২ ক্রোশ অন্তর একটী একটী কূপ তাহার জল এমনি বিস্বাদ ও ক্ষার যে মুখে দেওয়া যায় না কিন্তু ঐ কূপ তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণ ও গো মেষাদি জন্তুগণ তাহাই অঞ্জলিপূরণে পান ও তাহাতেই স্নান করিতেছে। পথের এমনি কষ্ট যে সঙ্গে আহারীয় না থাকিলে আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায় না। পথের মধ্যে ১০।১২ টী এমন ভয়ানক নিম্ন ভূমি আছে যে তথায় অল্পবৃষ্টি হইলে জীবনরক্ষা থাকে না আবার এই নিম্ন ভূমিতে দস্যু ও চৌরের ভয়। পূর্ব্বে এই স্থানে কত লোকের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনের প্রভাবে সে ভয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে। তবে এখনও আসিতে ৫০ ক্রোশ থাকিতে আমাদের উষ্ট্রের মধ্যে ক্লান্ত ও পীড়িত হইয়া পড়িল আর এক পদও চলিতে পারিল না, অগত্যা উষ্ট্র বাহনে আসিতে বাধ্য হইলাম। পথিক গণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে এরূপ যান আরোহণ করেন নাই, উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলির ন্যায় একরূপ আ[illegible] বুলাইয়া দেওয়া হয়। চতুর্দ্দিক ঢে[illegible] তুলির ন্যায় আসনে বসিয়া, যাইতে হয়। এই আসনকে কাজোবা কহে। এই মরুময় প্রদেশে অন্য কোন অপেক্ষা এই যান উপযুক্ত। এই যানে অতীব বেদনাযুক্ত ও ক্লিষ্ট হয় বলিয়া প্রথমে আসি নাই অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া [illegible] আসিতে হইল। এইরূপ [illegible]

কর্ম্মিবর একজন ডেপুটীমেজিষ্ট্রেট ও সৈনিক পুরুষের ন্যায় একজন একজিকিউটিভ অফিসিয়ার থাকেন। এখানে বাঙ্গালীর একটী সৈনিক কার্য্যালয় আছে। এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের সাধারণতঃ বিদ্যালয় আছে, তাহাতে অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। আমিও কর্ম্মস্থানের কিছুই জানিতে পারি নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অনেক নূতন নূতন সংবাদ ও এ অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধনে যত্নবান হইব, যদি এই পর্য্যন্ত।

প্রেরিত।

মাদারা শ্রীযুক্ত বোধপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ঘাঁটাল টোলঘরের ও ঘাটের অবস্থা।

ঘাঁটাল হইতে চন্দ্রকোণা রাস্তা ধরিয়া ঘাঁটালের পশ্চিম দীমায় একটী টোলঘর আছে। শুনিতে পাই প্রায় এ বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা দ্বিগুণ টাকা মূল্য ৪০০০ তাহি হাজার টাকায় উহা নিলাম হইয়াছে। তত্ত্ব হাজার টাকায় এরূপ বিভিন্নতা নয়, টোলের হারেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। সেগুলি গত বৎসর অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক, ও অবশিষ্ট বিষয়গুলি সমান। তাহা হইলেই গত বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর নিলামে সরল, কিন্তু টোল হারটী নীচ। দেখিলাম যে উহা মুড়াগুড় ও মেদিনীপুরের আইন মাফিকেই এস হারিস সাহেবের উহাতে থাকর আছে। এ বৎসরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যে প্রকার প্রস্তাবক লোক, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে [illegible] রোধ হয়, পরে মাজিষ্ট্রেট [illegible] বর্ষিত হইয়া [illegible] টোলের মূল্য কম [illegible]

[illegible] ঘাটালের [illegible] ঘাটে [illegible] ঘাটালে [illegible] ঘাটে [illegible] ঘাটালে [illegible] ঘাটে [illegible] ঘাটালে

খাড়া ক'রল এবং একবার মাতায়াতে বলদ বাহীদের নিকট ত্রিগুণ ত্রিগুণ কর লওয়া হইবে না স্বীকার করিল, কিন্তু লোভীর পক্ষে লোভ সংবরণ অসাধ্য, সুতরাং অত্যাচার তাহাই হইল।

আমরা প্রথমে স্থূল মোটে মাশুল লওয়া বিশ্বাস করিতাম না। এক দিন প্রত্যক্ষ করা উচিত বিবেচনায় আমি ও ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু প্রাণকৃষ্ণ নবীন বাবুর ভৃত্যকে কৃত্রিম মোট দিলাম। তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিস ২ খানি পুস্তক ১ খানি কাপড় ছিল। সন্ধ্যার সময় উক্ত ভ'রের মুটে হাটা দিয়া যাইতেছে এমন সময় ইজারদারের লোক মাশুল চাহিল এবং সে দিতে অস্বীকার করিলে কর্ত্তা বাবু স্বহস্ত স্থিত হইতে থালা প্রভৃতি বসান বসান থাপ্পড় আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত একজন মসলমান কনষ্টেবল তাহাকে মাশুল দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা গোপনে ঐ লোকটীকে মাশুল দাখিল করিতে শিখাইলে সে তাহা করিল।

এদিকে ওভার্সীয়ার নবীন বাবু ও ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার কেদার বাবু জন পাঁচেক চক্র কাণা বলদবাহীকে বলদ লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন এবং অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুলিস সবইন্সপেক্টর কার্ত্তিক বাবুকে তথা ফেষ্টিকও ওভার্সীয়ার জগবন্ধু বাবুকে সঙ্গে লইয়া টোল গেট এমন সময় উপস্থিত হইলেন যখন ইজারদার উক্ত বলদবাহীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাশুল লইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে। বলদবাহীরা বাবুদের সাক্ষাতে মাশুল দাখিল করিল।

আমাদের লোকটীকে বাবুদের আগমন পর্য্যন্ত সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। দারোগা বাবু আমাদের প্রমুখাৎ তাবৎ অবগত হইয়া প্রাণকৃষ্ণ কনষ্টেবলকে খুঁজিলেন কিন্তু তখন সে পলায়ন করিয়াছে। দারোগা বাবু সকলের সমক্ষে মোট ওজন করিয়া প্রেখিলেন ৩।০ সের হইল। তখন তিনি ইজারদারকে কহিলেন তুমি কত ওজনের দ্রব্যে মাশুল লইতে পার? তাহাতে সে উত্তর করে সে বিষয়ে আমি উপদেশ পাই নাই এবং আজি আমি এই মোটের মাশুল লই নাই। তখন নিকটস্থ লোক দ্বারা প্রমাণ লইয়া দারোগা বাবু জানিলেন যে সে মাশুল লইয়াছে এবং প্রত্যহ এরূপ অনেক মাশুল লয়। দারোগা বাবু পর দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলেন। রিপোর্ট কিরূপ করিয়াছেন তাহা জানি না।

ইজারদার বলে আমি ১ দিনকে সূর্য্যাস্ত কাল অর্থ করি।

আমরাও এক্ষণে সংবাদপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করি যে এগুলি অত্যাচার কি না? ক্ষুদ্র মোটে মাশুল লওয়াও বাহকের নিকটে মাশুল লওয়াও তুল্য, কারণ কোন্ ব্যক্তি খানকত কাপড় না লইয়া বিদেশ যাইতে পারে? মুটে কুলি প্রভৃতি বহনকারিদের নিকট মাশুল লওয়া পূর্ণ অত্যাচার। অধিক অত্যাচার এই যে কাথায় কনষ্টেবল উপস্থিত থাকিয়া উল্লিখিত সমুদায় অত্যাচার নিবারণ করিবে তাহা না করিয়া তাহারাই আবার পুষ্টিপোষক হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে যেস্থানে পুলিস দ্বারা অত্যাচার নিবারিত না হইয়া বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেশ পীড়িত না হয়, গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে একবার কটাক্ষ করিবার সময় আসিয়াছে।

সংপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে টোল গেটে গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু উপায় হইবার সম্ভাবনা আছে, বর্ত্তমান ইজারদার বা তৎসমলোক থাকিলে সমুদয় নিষ্ফল হইবে। তাহাকে অধিকার চ্যুত না করিলে তত্রস্থ নহে।

৫ ই চৈত্র ১২৮০ — একান্ত বশম্বদ শ্রীকে

—•—

মহাশয়—আমরা নিম্নে উত্তর পাড়া নিবাসী কয়েক বন্ধু একত্রিত হইয়া নিকটস্থ গ্রাম সমূহের নিরাশ্রয় ভদ্রবংশীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদিগের ভরণপোষণের সাহায্যার্থ গতবর্ষে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছি। গত বৎসরের ৯ ই বৈশাখে উহা সমবেত হইয়া পরম করুণাময় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় বহুবিধ আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। গত ৯ ই বৈশাখে সভার দ্বিতীয় তিথি উপলক্ষে কতকগুলি কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত সভা হইতে ১২ জন অনাথ ও অনাথাকে উপযুক্ত মোট বস্ত্র ও পরিবের মাসে মাসে প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু সাহায্যকারীর অভাবে ইহার বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এজন্য আমরা দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ সজ্জনগণ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা স্ব স্ব সদানন্দতা গুণে এই ক্ষুদ্র সভাটীর প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ইহার উন্নতি সাধন ও আমাদিগকে চির বাধিত করুন।

গতবৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ।

এক কালীন দান প্রাপ্ত	১৩৬০
সংস্করকারীদিগের দান	২১১৪৶০
সমষ্টি	৩৫৭৮৶
ব্যয়	৩০৮৪৶
স্থিতি	৩৯৶০
তোষাবস্ত্র	১২১৮৶
বস্ত্র	১৮৬৶১৫
নগদ পয়সা	২২৬১০
কাঙ্গালী ভোজন	১১৩।০
অন্যান্য খরচ	১৪৶১৫
	৩০৮৪৶

উত্তর পাড়া
৫ ই
১২৮০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল
সম্পাদক।

পাবনার উৎকৃষ্ট গবাদৃত।

কলিকাতায় যে সকল দুগ্ধের নাম শুনা যায়, তাহার মধ্যে পাবনা প্রদেশের গবাদৃত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু গত ২ বৎসর যাবৎ এই দুগ্ধের আমদানী এক কালে বন্ধ হইয়াছে। ১২৭৮ সালে পূর্ব্ব অঞ্চলে যে প্রবল বর্ষা হয়, তাহার পরেই পাবনা অঞ্চলে এরূপ ভয়ানক গো মড়ক হয়, যে এদেশের কৃষকদিগকে ৩।৮ পর দুরে গিয়ে

[illegible] করিয়া আনিয়া ক্রয়বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। গরু রাখা অতি কষ্টসাধ্য ও দুর্ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া ব্যবসায়ের ন্যূনতা হইয়াছিল। যে স্থানে গো সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইত, ঐতিহাসিক ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে যাতায়াত (যাতায়াত সম্বন্ধের লোকে কোন সময়ে তাহা ধরে না) না থাকিলে ক্রিয়া সমাধা হইত না।

সেই সকল প্রতিবন্ধের পর প্রায় দুইবৎসর হইতে চলিল, কিন্তু ব্যবসায় আর পূর্ব্ববৎ সুলভ হইল না। এই দুই বৎসর মধ্যে যে পরিমাণে গো বৃদ্ধি হইবার আশা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। গো বৃদ্ধি না হইবার একটি প্রধান কারণ গোখাদ্য পাইবার অসুবিধা। এই ব্যবসায় যত দিন স্থগিত করা না হইবে, ততদিন গো [illegible] হইয়া গব্য দ্রব্য সকল যতদূর দূরে থাকুক ক্রমশঃ গো সংখ্যা হ্রাস হইয়া দুর্ম্মূল্য হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

পাবনা জেলার মধ্যে বোয়ালী, ভুতাগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, হুরকিয়া প্রভৃতি কয়েকটী হাট আছে। এই সকল হাটে অনেক গোরু বিক্রয় হয়। কতক গুলি গো ব্যবসায়ী আছে ইহাদিগকে পাইকার বলে। সেই পাইকেরা ঐ সকল গোরু ক্রয় করিয়া কলিকাতা লইয়া তথাকার দিগের নিকট বিক্রয় করে। এইরূপ গো ব্যবসায় দ্বারা এদেশের অনেক গোরু অন্যত্র নীত হওয়াতে এদেশের গো সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। যদি অল প্রদেশের সকল হইতে গো ব্যবসায় স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে এতদ্দিন গো সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এপ্রদেশে পূর্ব্বাৎ সুলভ মূল্যে [illegible] বিক্রয় হইত। পূর্ব্বে এ প্রদেশের গরিব ও মধ্যবিত্ত লোক প্রায় ১৫০ টাকা উৎকৃষ্ট গরু হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও নীত হইত। সম্প্রতি এত অল্প পরিমাণে হয় যে তাহাতে স্থানীয় কার্য্যেরই কুলান হয় না এবং এরূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে দুই মূল্যে ক্রয় করিয়া অন্যত্র [illegible] লোকদিগকে [illegible]

গো ব্যবসায় স্থগিত না হইলে এতদ্দিন যে পরিমাণে গরু উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গার্হস্থ্য নিবাসিনী।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১৬ ই মে।

স্থানের নাম	নৌকা-ভাড়া মণ প্রতি
মোহনার	২—০
কুষ্টিয়া হইতে ভাটপুর	
৭ মাইলের মধ্যে	২—৯
ভাটপুর হইতে মহম্মদপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	১—৬
মহম্মদপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	৩—

সন ১৮৭০ সালের ১১ ই মে মহম্মদপুর গঞ্জ ঘাটের অনেক বাসা।

কুষ্টিয়া ২৫

মহম্মদপুর ১১ ই মে ১৮৭২	শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মিউনিসিপল কমিশনরদিগের নিকট লোকাল রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত

—২০৪—

মূল্য প্রাপ্তি।

যাহারা ছত্রভঙ্গসাহায্যে প্রেরণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ঐ অর্থে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যশিরপুর ৫৯০
* * রামদুলাল রায়—গোবিন্দপুর ১০
* * অন্নদাপ্রসাদ সে—শ্রীরামপুর ১০
* * রাজচন্দ্র বসু—সেলপাড়ি ১০
* * বাণিজ্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিমুলিয়া ৫৯০
* * নিত্যানন্দ রায়—কালীরাজপুর ১০
* * [illegible] ঘোষ মোরিকাপুর
[illegible] ৫৯০
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ

[illegible]

[illegible] মূল্য [illegible] প্রকাশ [illegible] পাঠান যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকা, মফঃস্বলে মাসুলে সংবাদ অগ্রিম মূল্য ২৷৷, ডাকমাশুল ৸০ টাকা। দুই মাসের কমে অগ্রিম মূল্য গ্রাহক করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মণি অর্ডার, টাকার অথবা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই টাকায় তাহা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কোন টাকাই প্রেরণের ডিস্কাউণ্ট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কোন গ্রাহকের গ্রাহকত্ব অধিক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাহক, জিলা ও স্থানাদির নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় ফিরট হইয়া আসিবে, মোমপ্রকাশের সম্পাদক পুনঃ তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় হইলেও একবার কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে তাহা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা বাহির বা ভিন্ন পুস্তকালি গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পুস্তকালি [illegible] করা যাইবে না।

[illegible] মোমপ্রকাশের [illegible] ইহা করিলে [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশ

শ ভাগ। ২৯ সংখ্যা।

"অবকাশো প্রদীয়তাম্ ইতি বার্ত্তয়ৈব সম্ভাবনী অতিমহতী নঃ ক্ষীয়তে।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম অর্দ্ধবার্ষিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ৩রা জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ ১০ টাকার নোট ৩৷৪ খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের মিল হয় নাই, সেই নিমিত্ত সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না, সম্প্রতি একদিন এরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আসিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষ হওয়াতে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয়। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। খুচরা কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকী হইয়া আছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকী হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের নম্বর জানা নাই। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এই:—

এম
—
৪ ৩৮৫১৮

এম
—
৪ ৫৭৫

অবকাশতোষিণী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ভদ্র মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল ১৬ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। কেবল গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৵০ আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। অত্র গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অধিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন

শ্রীহরিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

ভাকিনীরা শঙ্খচন্দ্র যন্ত্রালয়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺ তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাদত্তাহরণ প্রথম ভাগ ৸০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸০
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরিবাসর তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ৸০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।০
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত যুবেলা রহস্য নাটক ।০
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।০
মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহারোদয় নাটক ৵০
প্রজহুন্দর রায় কৃত কবিতা কুসুম মালা। ।৵০
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি নাটক ৵০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী
বিক্রেতা।

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ মুদ্রিত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ।০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্ ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্ অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম ৫ ২৩০ পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্ক ডাকমাশুল ।৵ আনা। উহা ধনাঢ্য পোষ্ট এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট ১৷৷ কলিকাতা আলবার্ট লাইব্রেরি হিন্দুস্থান হেলথ্ ডিপো বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। ফুটবলের আত্মরক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষা (ফুটবল খেলিবার উপযুক্ত ছুরি ১, মূল্য ২) ডাকমাশুল ।৵ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গাত্রে কি কি ময়লা রাখিতে হয়, এসময়ে সময় কি কি করলে স্ফূর্ত্তি কষ্ট পায় না, বিপক্ষে প্রথম করিতে পারে, আর নিজ ছুরির ভয় অবধি দুই সংসর্গ পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিক্ষিকে পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবতীয় রোগের বাসোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায় মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে অধ্যাপকমহাশয়দিগের অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা। মূল্য ।৵। এতদ্ভিন্নিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১৮৭ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। এলোপ্যাথিক মেডিকাল অবজার্ভার অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। মহীরু-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ বিদ্যা (বঙ্গভাষায়) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।৵০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা হইতে ৭০।১।১ সাতাশি পরিচিত পুস্তকালয়ে প্রতি বুধবারে প্রকাশ হয়, ইংরেজ পাঠিয়া আমাদিগের সংবলন করিল বিজ্ঞী আমদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত পণ্যাগার আইন সমাচারসংগ্রহ শিল্প বৈষয়িক সাংবাদিক সাহিত্যিক ও রাজকীয় ব্যাপার, এতদ্ভিন্নিত তাহাদের বিষয় প্রকাশিত হয়। মূল্য ৩ আনা। আগ্রহ বার্ষিক সাময়িক সাহিত্যিক ৪৷৷ ৬ ছয় মাসুল সমেত এবং ৪৷৷ আনা।

সোমপ্রকাশ।

২২ শে বৈশাখ বুধবার।

আমাদিগের একটী বন্ধু বলে স্থির আমাদিগের নিকট অকপট ভাবে যে একটী গল্প করিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্মের ভাব প্রকাশ করিতেছি, আমরা সেই গল্পটী অধিকল পত্রস্থ করিব ইহাতে বিষয়ে আমাদিগের উক্ত বন্ধু প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible]

অমনি হওয়াতে ভক্তি আর কতদিন তাঁহাদিগ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। তাঁহারা ঐ সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারিকে জানাইলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন, পরে তাঁহারা আপনাদের দুঃখের কথা গুলি কর্ত্তাটীর গোচর করিলেন তিনি শুনিয়াও শুনিলেন না।"

বাস্তবা আমাদিগের নিকটে এই গল্পটী করিয়া এ বিষয়ে পথিক দিগের কর্ত্তব্যতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা অসঙ্কুচিত বদনে অসঙ্কুচিত চিত্তে এই পরামর্শ দিলাম যে, এই দণ্ডেই তাঁহারা সেই সম্ভ্রান্তের নামে অভিযোগ করুন। আমরাও তাঁহার নাম পত্রস্থ করিয়া তাঁহার অনুচিত ব্যবহারের বিষয় গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের গোচর করিব। পাঠকগণ আপনারাও হয় ত এই পরামর্শটিকে সৎপরামর্শ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টও হয় ত "নাম পাইলে দণ্ড দিব" মনে করিতেছেন। পরিশেষে বাস্তবকে সম্ভ্রান্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে নামটী বলিলেন তাহাতে আমাদের পরামর্শ আর ফলবতী হইল না, পাঠকগণও সেই নাম শ্রবণে অধোবদন হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টও দণ্ড বিধানের প্রস্তাবণা করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। পাঠক সাধারণেই হয় ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছেন যে এমন প্রবল পরাক্রান্ত কে আছে যে তাহার নামে অভিযোগ চলে না এবং গবর্ণমেণ্টের দণ্ড দানে শিথিলহস্ত হইবেন? সাধারণের এই চিন্তাটি যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু আমার মনের কথার নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। অবশেষে আমাদিগের বান্ধব কহিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট এই শব্দটীর পরিবর্ত্তে সম্ভ্রান্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয় পাঠকগণের বিস্ময় এতক্ষণে দূরীভূত হইল। যে জন্য এই গল্পটী করা হইল তাহা এই—

৯ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে (৩১৭ পৃষ্ঠায়) ভড়পাড়া ঘাটের রাস্তার দুরবস্থা বিষয়ক এক খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক ইংরাজিতে উহার অনুবাদও করেন। পত্র প্রেরক কিছু দিন পরে উহার ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিয়াছিলাম "যখন তাঁহাদের প্রার্থনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও যখন উহার অনুবাদ হইয়াছে, তখন উহা অবশ্যই বর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইয়াছে এবং ফলোদয়ের অবশ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে।" আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া পত্র প্রেরক মহাশয় আমাদিগকেই কতকদূর দায়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এই কারণে ঐ বিষয়টী পুনর্ব্বার পত্রস্থ করিতে হইল। ইহা যে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইবে, সে জন্য অনুবাদককে বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবে না, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ এই যে এবারকার প্রচারটী যেন পূর্ব্ব বারের মত বিফল

আমরা এ স্থলে গবর্ণমেণ্টকে দুটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভড়পাড়ার ঘাটে যাহারা পার হয়, তাহাদিগের প্রত্যেক এক একটী পয়সার অর্দ্ধেক মাঝিদিগের বেতন অপরার্দ্ধ গবর্ণমেণ্টে (১) জমা হয় কি না? কেরিঘাটের যতগুলি উদ্দেশ্য আছে তাহার মধ্যে রাস্তা ঘাটের সুবিধা করিয়া দেওয়াটী প্রধান কি না? যদি এই গুলি যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে ভড়পাড়ার ঘাটে যাঁহারা পার হন, তাঁহাদিগের প্রত্যেক পয়সা হইতে ঐ ঘাটে যাইবার রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যে যুক্তিসিদ্ধ, সেটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন "ঐ কেরির টাকা খিদিরপুরের মিউনি সপালিটীতে জমা হয়। ঐ স্থানের কমিসনরেরা উহা দ্বারা খিদিরপুর পারের রাস্তা পরিষ্কার রাখিয়াছেন। ভড়পাড়ার পারের সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক নাই।" এ স্থলে আমাদিগের পুনরায় জিজ্ঞাসা এই, ঐ কেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে কেন জমা হয়? কমিসনরেরা কি বল পূর্ব্বক উহা আদায় করেন? না, ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা কোন আদেশ পাইয়াছেন? যদি বলেন "কেরিঘাটের টাকা পূর্ব্বে রাজার গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিত এবং ঐ এক হাত হইতে সমস্ত রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইত, পরে রাস্তাদির জন্য মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইলে ঐ কেরির টাকা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে খিদিরপুরেই জমা হইয়া আসিতেছে।" কেরির সমুদয় টাকা খিদিরপুরে জমা করিয়া লইতে আজ্ঞা দিবার কারণ কি? একটী ছাড়া আর ত কিছুই দেখিতে পাই না। কেরির পয়সা আদায়কারী আমলাদিগের টোল ঘর খানি চিরকাল খিদিরপুরের পারেই আছে। ভড়পাড়ার চড়াটী বাটে ডুবিয়া যায় বলিয়া সেখানে ঘর হইবার সুবিধা নাই। গবর্ণমেণ্ট কি এই কারণেই হাবড়ার মিউনিসিপালিটীকে ঐ কেরির টাকার অধিকারে চির বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন? ঐ কারণেই কি গবর্ণমেণ্ট ঐ কেরির টাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে চিরপরাঙ্মুখ থাকিবেন? পারযাত্রীদের রাস্তাদির সুবিধার নিমিত্ত যে রাজা কেরি আদায় করিতেছেন, যাত্রীরা সেই রাজার নিকট হইতে অবশ্যই রাস্তা পাইবে, সে বিষয়ে বোধ হয় মত

(১) গবর্ণমেণ্টের কেরিঘাটগুলী মিউনিসিপালিটীর হাতে আসিলেও গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির সহিত অন্তর ও তরঙ্গ এ ভেদ, গবর্ণমেণ্ট শব্দটীই প্রয়োগ করা হইল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অন্যের স্বার্থ হানি হউক, যে রাজনীতিজ্ঞ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ হন, (জগৎ এমনি বিকৃত) লোকের নিকটে তাহার আদরের পরিসীমা থাকে না। পক্ষান্তরে, যিনি অন্যের স্বার্থ হানি করিয়া নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ না হন, তিনি অপদার্থ বলিয়া ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন যাঁহারা নিজের বা নিজ প্রভুর অনিষ্ট স্বীকার করিয়া প্রজার ইষ্টসাধন চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের ভূ কপাল, যাঁহারা নিজ ও নিজ প্রভু ও প্রজা কাহারই অনিষ্ট না করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করেন তাঁহারাও উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া গণিত হন না। লার্ড ক্লাইব ওয়ারেন হেষ্টিংস লর্ড ডেলহাউসির রাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা অনেক ইংরাজের মুখে ধরে না। লার্ড বেণ্টিঙ্ক লার্ড কানিঙ্গ ও লার্ড নর্থব্রুক তাদৃশ সুখ্যাতির এক অংশ লাভ করিতে পারেন নাই, পারিবেন এ সম্ভাবনাও নাই, মহামতি লার্ড নর্থব্রুক প্রজার অসন্তোষ দেখিয়া আয়কর রহিত ও প্রাদেশিক কর স্থগিত করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট নীতির ইদানীং প্রশংসা হওয়া দূরে থাকুক, অনেকেই ইহার উপরে বিরূপ হইয়াছেন।

উপরে রাজনীতির কিঞ্চিন্মাত্র রূপ বর্ণন করা হইল। প্রাচীন কালে ইহার যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই অবিকল আছে বই সে দোষ হয় না। এখনকার রাজনীতিজ্ঞেরাও সরলভাবে প্রজার মঙ্গল চিন্তাকে ভাল বাসেন না। যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকম টাক্স স্থাপিত হয়, তৎকালে সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান তাহার এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইনকম টাক্স করিলে এদেশে আত্যন্তিক অসন্তোষ জন্মিবে। প্রজার মনের ভাব অবগত হইয়া তাঁহার যেপ্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, তিনি তদনুসারেই স্বমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদিগের আদরণীয় না হইয়া পরিত্যক্ত হয়েন পুনীর কালেক্টর ষ্টেডিস সাহেব প্রাদেশিক করের বিষয়েও ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অবমানিত হইয়াছেন। রাজনীতি এমনি অদ্ভুত পদার্থ যে ইহার নিকটে সচরাচর সাধুতা সাহসিকতা ও ধার্ম্মিকতা দ কোন গুণই স্থান প্রাপ্ত হয় না। এক মাত্র স্বার্থ সাধনই উহার লক্ষ্য ভূত।

এই রাজনীতি অধন্য হউক আর প্রশংসনীয় হউক, তাহার গুণ দোষ বর্ণন এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ঐ রাজ নীতির সদোষতা নিরূপন করত গুলি রাজপুরুষের যে একটী বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কোত প্রকাশ করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সকল রাজ পুরুষের মত এই, রাজ্য সম্বন্ধে যে কাজ করিতে হইবে, সকলকে একমত হইয়া করিতে হইবে, তাহাতে যদি কাহার নিজ সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। তাহা না করিলে এদেশের লোকে বিদ্রোহী হইবেন, সাহেবদিগের প্রতি অভক্তি করিবেন, সাহেবদিগের ঐক্য নাই ইহা জানিতে পারিবেন। ইহা জানিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট আর কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

দেশীয় পাঠকগণ! আপনারা বলুন দেখি, এটী কি বিপরীত সংস্কার নয়? কতক গুলি রাজপুরুষ একরূপ কহিতেছেন, আর কতকগুলি অন্যপ্রকার কহিতেছেন। এস্থলে পাঠকগণ বোধ করি কতক গুলির মতের সহিত তোমাদিগের মতের ঐক্য হইল, আর কতকগুলির মতের সহিত অনৈক্য হইল। যাহাদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইল, তাহাদিগের প্রতি কি তোমাদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়? সাহেবদিগের প্রতি কি অভক্তি জন্মে? আমরা ত জানি যাঁহারা যথার্থ কথা কহেন, তাঁহাদিগের গুণেই কেবল লোকের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তাহারা যদি যথার্থ কথা না কহিতেন, তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির উপরে অভক্তি জন্মিত আমাদিগের দুঃখ ও কোভ সহকারে জিজ্ঞাস্য এই রাজপুরুষগণের এরূপ বিপরীত সংস্কার আর কত দিন থাকিবে? এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ হইতে তাঁহাদিগের এত অভক্তি কেন? তাঁহারা আজিও এদেশীয়দিগকে চিনিতে পারিলেন না? এদেশে তাঁহাদিগের যখন কোন কুকার্য্যে ও অত্যাচারে প্রবৃত্তি হয়, তখন যদি তাঁহারা একবার এই চিন্তা করেন, এদেশীয়েরা উহা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন। তাহা হইলেপরম মঙ্গল হয়। সে সময়ে তাঁহাদিগের এদেশীয়দিগকে মনে হয় না কেন? স্থানান্তরপ্রকটিত এক খানি প্রেরিতপত্র আমাদিগকে এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইউরোপীয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক সেই পত্রখানি একবার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই এদেশীয়দিগের মনের ভাব কিরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট।

কারেল সাহেব অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের যে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, এটী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়প্রিয়কর হইবে সন্দেহ নাই। সমুদায় মিউনিসিপাল ও টাউন কমিটির সভ্যদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেবল বর্ণেল

ইডেন্‌বরা, আয়ার হারবি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু মহেন্দ্রলাল মল্লিক ২৪ পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা পাইয়াছেন। যে সকল গ্রামে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত নাই, সেখানকার ক্ষুদ্রবিবাদ মীমাংসার কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও অত্যাচারের সম্পূর্ণ নিবারণে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বে এখানকার সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান লোকেরাই গ্রামের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাহাতে দণ্ডনীতিত ব্যক্তিদিগের ক্লেশের শান্তি হইত। এখন আর গ্রামবাসিদিগের সে ভাব নাই। এখন আর কেহ কাহাকে মানে না। সুতরাং গ্রামের বিবাদের গ্রামে মীমাংসা হয় না। আদালতে গিয়া অত্যাচার প্রতীকার সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। আদালতের মকদ্দমা ব্যয় ও শ্রম সাধ্য। সকলের সে ব্যয় ও শ্রম করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে আজিও অনেক গ্রামে অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হন, পুলিস উপর অত্যাচারের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার হইবার কি সম্ভাবনা থাকে? বিশেষ যখন গ্রামের বিবাদমীমাংসকেরা যখন হতমান হইয়াছেন, তখন গ্রামে গ্রামে এক একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিয়া তাঁহাদিগের সেই সুনা পদ পূরণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা দুঃখী ও দুর্ব্বলদিগের বিচিত্র সুবিচার লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা পূর্ব্বে একথার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ইংলিসম্যান সম্পাদক সমর্থন করিয়াছিলেন।

এখন তিনি প্রভুর কীর্ত্তিমুখে গোঁড়ামি গবর্ণর সেই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন। ক্রমে গ্রামে গ্রামেও যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আমরা এ কথা বলি, অনুপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া যেন দেশের দুর্নাম করা না হয়। যে গ্রামে উপযুক্ত লোক না মিলিবে, সেখানে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিতে আমরা নিবারণ করিতেছি। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যেখানে সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া এদেশের যে উপকার করিবেন মনে করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ প্রথা তদপেক্ষা শতগুণে উপকারী হইবে। অল্পাদপেক্ষা লোকের সম্ভোষের কারণ হয় না। অসন্তোষ অনেক অনর্থের মূল হয়। পক্ষান্তরে, কৃতবিদ্য উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের দ্বারা অমিষ্টের আশঙ্কা নাই।

পুলিসের অত্যাচার নিবারণের একটী উৎকৃষ্ট উপায় নাই।

কষ্ট অসহ্য না হইলে তৎপ্রতীকার চেষ্টা হয় না। তৎপ্রতীকার চেষ্টা হইলেই নির্ব্বাণপ্রায় মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্লেশ শান্তির সময়ে লোকে সমুদ্র পারে যায়, ক্লেশ শান্তির ন মনেই লোকে শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে অবলম্বন করে। যদি সর্ব্বত্র কারেল সাহেবের শাসনপ্রণালী বহু দোষদূষিত হইলেও তাহা হইতে দেশের একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। সে সময় জীবন্ত অত্যাচার পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচার নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ফলে [illegible]

ঘটে, কিন্তু তাহার আবার অনেক স্থানে [illegible] থাকে। বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বিষয়ে নয়, সকল বিষয়েই সুবিবেচনা প্রদর্শন করিতেছেন। বিশেষ প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটকে এক এক জন ইউরোপী [illegible] করিবার অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার আদেশের পূর্ব্বে বিচারাধীন মাজিষ্ট্রেটকে দেশের দেশের জাতি ও রাজীয় প্রথাদিদের [illegible] করিতেন। কিন্তু কারেল সাহেবের রাজনীতি অনুসারে ঠিক কাজ হইলে মাজিষ্ট্রেটে এক প্রকার কাঁচাখেকো দেবতা হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদিগের নিকটে আর সাহায্য পাইবার আশা থাকিবে না। পাছে তাঁহারা অকারণ নিগ্রহ করেন অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করেন, এই ভয়ে সকলকে সশঙ্ক থাকিতে হইবে। অতএব মনস্বী গবর্ণমেণ্টের নিকটে কেহ এরূপ প্রার্থনা করিবেন না। কেবল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই প্রার্থনীয় হইবে। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের স্বদেশীয় সিবিলিয়ানেরা, যথেচ্ছাচারী পক্ষপাতী প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন। কারেলসাহেব এক উদ্যম করিতেছেন, যথেচ্ছাচারের এক উপায় বিধিতেছেন তথাপি ফৌজদারী বিচারের সময়ে মাজিষ্ট্রেটের আর বিচারপতির [illegible] তাঁহারা স্বাধীন পক্ষপাত, [illegible] তাহার [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] তাহার [illegible]

লিষ্টানেরা যে কাজ করেন না, পুলিষ কর্ম্ম চারিগণের অনেকে তাহা করিতেছেন। সম্প্রতি যে কয়েকটী পুলিষ ঘটিত অত্যাচারবিবরণ সমুদায় দেশ চকিত হইয়াছেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার একটীরও অপরাধির দণ্ড দিবার নিমিত্ত যত্ন বান হইলেন না, বরং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে পুলিষের নামে এ প্রকার নালীশ না হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। ফলতঃ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে পুলিষস্থ লোকে শান্তি রক্ষক বোধ না করিয়া অত্যাচারকারী বলিয়া জানিতেছেন। পুলিস কর্ম্মচারিরা চোর ও ডাকাইতের হস্ত হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবেন ও আততায়ির হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন এ আশা আমাদিগকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। পুলিষ পাছে অত্যাচার করেন এই ভয়ে অনেকে ভীত। এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত কি না? ইহা আর্য্য জাতির অন্ততঃ চির সংস্কারের-সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির দোষে ক্রমে লোকের আত্ম রক্ষার চেষ্টা আপনাদিগকে করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে সর্ব্বত্র লোকে পুলিষের অত্যাচার নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর ও সুসজ্জিত হইতেছেন। এটী সুসময়ের শুভ চিহ্ন। আমরা স্বদেশীয় দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই প্রতিজ্ঞা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। দেশের লোকে আপন আপন স্বাভাবিক বল বুদ্ধি তৎরক্ষার্থে চেষ্টা না করিলে অতী ঈপ্সিত হয় না। যেখানে অত্যাচার, সেই খানে তন্নিবারণের উপায় হইলেই আর তাহা হইতে পারে না। যদি কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারেন দুষ্কর্ম্ম করিলেই তাহার দণ্ড হইবে, তাহা হইলে সেই দুষ্কার্য্যে কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সাহস হয় না। কলতঃ দেশের লোকেরা এক বাক্য হইয়া আইন সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধানের যে চেষ্টা করিতেছেন, এটী যার পর নাই আহ্লাদের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একবিষয়ে বিশেষ রূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। পুলিষ কর্ম্মচারী হইলেই তাহাকে শত্রু জ্ঞান করা উচিত নহে। সকলের জানা উচিত যে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের অনেকের অপরাধির দণ্ড দেওয়াইবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। সেস্থলে সকলের পুলিষের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের লোকের একটী অসঙ্গত দোষ আছে। একজন যথার্থ অপরাধ করিয়াছে জানিয়াও আমরা স্বার্থপরতাজনিত কষ্টের ভয়ে তাহার সংবাদ দি না। দেশের লোকে যদি এবিষয়ে পুলিষের সাহায্য করেন, পুলিষকে যন্ত্রণা যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না। অপর, সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষিদিগকে দণ্ড দেন, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাহা হইলে কাহারও অত্যাচার করিতে সাহস হয় না। পুলিষ অত্যাচার করিলে সেই অত্যাচার গোপন নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার দণ্ড দাতা হন, তাহা হইলে সহজেই অত্যাচারের নিবারণ হইয়া আইসে।

আমরা এস্থলে পুলিষকেও একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের জানা উচিত তাঁহারা শান্তি রক্ষার্থ আছেন, অত্যাচারের জন্য নহেন। কেহ অপরাধী হইলে তাঁহারা যদি গ্রামস্থ লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, অনায়াসে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন। পুলিষের মধ্যে এক দেশীয়দিগের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, এটী যদি তাঁহারা বিস্মৃত না হন, তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যে অত্যাচার

পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিতেছে না। মহাশয়! বলিতে কি গ্রামস্থ অধিবাসীগণের অসীম উৎসাহ ও যত্নে গ্রামটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়াদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া একণে সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শীকৃত হইয়াছে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় গণেশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ভাবিনীকান্ত চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]শোরীনাথ চৌধুরি মহাশয়দিগের যত্নে গ্রামের অভাবের উপসংহার করা হইতেছে। কারণ, কেবল ইঁহাদিগেরই সদ্য যত্নে এই গ্রামের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।*

গ্রামের সকলেই সমৃদ্ধিশালী, এটী বড় কৌতুকাবহ বর্ণনা। কি উপায়ে গ্রামবাসিরা এরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন, পত্রপ্রেরক তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। করিলে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হইত। তবে পত্র প্রেরক একস্থলে লিখিয়াছেন, জমীদারদিগের যত্নে গ্রামের উন্নতি হইয়াছে। তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। জমীদারেরা নিজভাণ্ডার হইতে অর্থ দিয়া সকলকে বিদ্যশালী করিয়া তুলিয়াছেন অথবা শিল্প বাণিজ্য কিম্বা কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিয়া তাহাদিগের সমৃদ্ধি পথের পথ করিয়া দিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের [illegible]ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু অনেকগুলি পল্লীগ্রাম দেখিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, অদ্যকি কালি পল্লীগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই প্রধান। তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধিই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু তাহাদিগের ক্রমশঃ শ্রীহ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের অর্থাগমের যে উপায় ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা এমন কি, ব্রাহ্মণের ব্যবসা বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা কিছু করিতে পারিতেন না। আর্য্যদিগের ব্রাহ্মণদিগের স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের অন্যতর কারণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের ভোগ লালসাও বলবতী ছিল না। এখন উহার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে, দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে, ভোগবিলাস আত্যন্তিক প্রবল হইয়াছে। অথচ চাকরী অর্থাগমের উপায়ভূত হয়। যাঁহারা পড়ুত ভদ্র হইয়া চাকরী করেন, তাঁহারা মজুত ভদ্রের ন্যায় কিছু দিন সুখী হইয়াছিলেন। এখন সে বাজারে চুঁটা পড়িয়াছে। এখন আর এক সুখ নয়। এখন চাকরীর সকল সময় অর্থী হইয়াছে। এক জাতিতেও ঐ অর্থিত্ব নিরুদ্ধ নয়। কিন্তু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই চাকরী চাকরী করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। পরমেশ্বর এত চাকরী কোথায় পাইবেন যে সকলের ক্ষুধা শান্তি করিবেন।

বহুকাল হইল, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির বৃত্তি এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এতাবতে তাহাদিগের জীবিকার অসদ্ভাব ছিল না। এখনে ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগেরও অন্নে হস্তা হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবিকা আর সুলভ নয়।

এই সকল কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, গ্রামের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের উচ্চ চাকরী আছে ও কিছু সঙ্গতি আছে, তাঁহারাই যে কেবল সুখী কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রাতৃ অতি অল্প গ্রামের অধিকাংশ গ্রামস্থ লোকের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই চৈত্র সোমবার।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৭ ই মে বিলমারিয়াস্থ একজন উত্তমব্যবসায়ী মুসলমান পল্লীর এক কাঁসে তিনটী কন্যা সন্তান অর্পিয়াছে। কন্যা তিনটী এপর্য্যন্তও মিষ্টিমুখে হাঁচিয়া আছে।

গত ১০ ই মে লালপুর শরৎসুন্দরী মাইনর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।

জিলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী হরিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অলদখণ্ড নামক গ্রামে একজন মুসলমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৭০।৪০ খানি গৃহ ভস্ম এবং একজন মুসলমানের দুটী শিশুকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এ প্রকার মৃত্যু সংবাদ অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিচারপতিরা যথা সময়ে আদালতে আগমন করেন না, তন্নিবন্ধন অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির যার পর নাই কষ্ট ও ক্ষতি হয়, এই বলিয়া আমরা এতদিন যে তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার ফল ফলিয়াছে। আমরা গতসংখ্যক ফলিকাতা মেজেষ্ট পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কায়েল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, মফস্বলের বিচারপতি দিগকে প্রতিদিন ১১ টার মধ্যে আদালতে আসিতে হইবে। এনিয়ম কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, ছয়মাস পরে কমিশনর সাহেব দিগকে তদ্বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে এবং প্রতিবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। নিয়মটী উত্তম হইয়াছে বটে কিন্তু কায়েল সাহেবের যেমন সকল কাজের প্রারম্ভটী উৎকৃষ্ট কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, ইহাতেও সেই দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যেমন হাকিমদিগের আগমন কালের কড়াকড়ি করিলেন, তাঁহাদিগের গমন কালেরও তেমনি একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য। ১১ টার সময় অবধি রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত খাটাইয়া লওয়াও কর্ত্তব্য হয় না। আমাদিগের অপর বক্তব্য এই, সময় মফস্বল ভেদ না করিয়া সমুদায় বিচারপতির প্রতিই ১১ টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া উচিত।

শুনা যাইতেছে ডাবড়ার ঈশ্বর শাণ্ডিল্যের মৃত্যি পুলিসের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিত হইবে। ঘটনাটী নাটকের উপযোগীই বটে।

সম্প্রতি বোম্বাইর প্রধান প্রধান লোকেরা সর মাইল কিুারকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, জাহাজিবারের দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য রাজীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ইংলণ্ডের লোকে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিবেন না। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের জিদ আছে বলিয়াই ত এত গৌরব।

হোম গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মুদ্রা সকল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে প্রচলিত হইবে। এক প্রেসিডেন্সির মোট অপর প্রেসিডেন্সিতে সচ্ছন্দে চলে, ইহাও একটী বিশেষ বিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ বিধান না থাকাতে অনেক সময়ে ভিন্ন প্রেসিডেন্সের মোট গুলিকে বিপদ জ্ঞান হয়।

আমরা সংবাদপত্র পাঠে আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাইর দাদাভাই নরিরূপ এস, এস, বি, অক্সফর্ড হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কলিকাতার হাইকোর্টে যার একজন এদেশীয় জজ নিযুক্ত করা লার্ড মর্লবরোর অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচের এবিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, যে একজন এদেশীয় জজ আছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত। কাজির মতে দ্বিতীয় পরম নাই। যাহাদিগের দেশ, তাহাদিগকে ছল করিয়া চিরকাল বঞ্চিত রাখা ভাল দেখায় না।

ইংলিসম্যান বলেন কর্ণিয়েরা আগা মসজিদ হইতে বাসগার পর্য্যন্ত রাস্তা সকল নির্ম্মাণার্থ বহুসংখ্য মজুর নিযুক্ত করিতেছেন এবং চারি পাঁচ জন কর্ণিয় আফিসর কোলাবে পর্ব্বত সকল পরিদর্শনার্থ আসিয়াছেন। কর্ণিয়েরা ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া আসিতেছেন।

প্রয়াগদূত বলেন, "বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বত্র বিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। সে তালিকার ফল এই।

সাহিত্যাদি শিখাইবার কলেজ গবর্ণমেণ্টের ৮ টী, সাহায্য প্রাপ্ত ৫ টী এবং স্বাধীন ২ টী, মোট ১৫ টী। ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিখিবার কলেজ সমুদায়গুলিই গবর্ণমেণ্টের, সংখ্যা ১২ টী, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ৫২, সাহায্য প্রাপ্ত ৭৮ এবং স্বাধীন ৪৭, মোট ১৭৭। মধ্য শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের ২২২, সাহায্য প্রাপ্ত ১২৪৪, স্বাধীন ১৯১, মোট ১৬৫২। পাঠশালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৩, সাহায্য প্রাপ্ত ৪১১, স্বাধীন ১৮০০০, মোট ২০৪৪৯। নর্ম্মাল স্কুল গবর্ণমেণ্টের ২৫, সাহায্য প্রাপ্ত ১৫, স্বাধীন ১০, মোট ৪২। বালিকা বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের -, সাহায্য প্রাপ্ত ২৯৭ স্বাধীন ৪৫, মোট ৩৪৪। ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৭০০। তাহাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০৪১৫৪। তন্মধ্যে সাহিত্যাদির কলেজে ৩২৩, ডাক্তারি প্রভৃতির কলেজে ১৮০০, উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে ৩০০২৩, মধ্য শ্রেণীর স্কুলে ৭১১২৩, পাঠশালায় ২৮১০০০ নর্ম্মাল স্কুলে ১৮১৭, বালিকা বিদ্যালয়ে ১৫১৮। সমুদায়ে ব্যয় ৪১১৮০০০ টাকা হইয়াছিল।

গত ১৯ এ মে বিলাস পুরের রাজা সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। সাংক্রামিক রোগ এক স্থানেই বদ্ধ থাকে না।

পিরমিয়র নিশ্চয় গণিয়াছেন যে ১৮৭৪ অব্দের মার্চ মাসে সমুদ্রজল শ্রেণি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণর হইবেন। এই সকল লোকের আজি কালি উন্নতি হইবার দিন।

এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল প্রতি মঙ্গলবার ইংলণ্ডে মেল যাইত, এক্ষণ অবধি মঙ্গলবারে না যাইয়া প্রতি শুক্রবার মেল যাইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুণায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের প্রিন্সিপালের বার্ষিক বেতন ১০০০ হইতে ১২০০ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহা ভিন্ন ঐ ৪ বাটী

প্রকাশ করেন। বাসা পরিষ্কার করিয়া কিছু ঘরিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যেরূপ অবস্থায় যদি বাসা খরচ কমাইতে হয় তাহা হইলে লাভ অনুযায় ভোজ সভী পার হইয়া ঘাইবে ঘাহা হউক ইত্যাদি।

এবার বঙ্গদেশীয় লবণ বিক্রয় মাসে বিক্রীত মালের ওজনে ১৬,৪৪,০২৮ মণ, অর্থাৎ গত, গত বর্ষে ঐ বিক্রয় মাসে ৪৩১৪,৩০০ টাকা আদায় হইয়াছিল।

১৮ ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

মিলিস নামে আমাদি সেখ পীরবেড়েটার গ্রামে যে ডাকি বাস করেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের ডেপুটী কমিসনর কর্ণেল সোভার সেই মকদ্দমার গার্ডমেণ্টের প্রতি অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া লাড নর্থব্রুক তাঁহার এই সমাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। এহ সকল কাফ্রিসমাজে বলিয়াছেন, যে গ্রন্থাম প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের মকদ্দমা হইবে সেইরূপ তাঁহারা যেন কোন রূপ অপক্ষপাত আচরণ না করেন। আমাদিগের অন্যায়ী শাসন কর্ত্তা যদি লাড নর্থব্রুকের ন্যায় সহৃদয় ও উদারচিত্ত হন তাহা হইলে ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইয়া উঠে।

লাড নর্থব্রুক সিমলায় যে দরবার করেন তাহাতে বহু সংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ওয়েস্টন উাঁর নামক সংবাদ পত্র লিখেন, সম্প্রতি মাদ্রাজের শেরটালী নামক গ্রামে কতকগুলি মুনি ভূমি খনন করিতে করিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার তাম্র ও স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ একটী স্বর্ণ পাত্র পাইয়াছে। আপাততঃ ঐ টাকা একটী বৃক্ষ তলে রাখিয়া উহার রক্ষা করা হইতেছে।

পরিদর্শিত ফিউস লিখেন, সম্প্রতি রঙ্গপুরে কুটীবাসিদিগের পরস্পর বড় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। গোলযোগের কারণ কি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

চা-র চাষ করিবার জন্য সিলেট গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি লোককে ভূমি দান করিয়াছেন। [illegible]

জন্মে ঐ কার্য্য [illegible] পর্য্যবসিত হইতে চলিল।

ভারতবর্ষীয়দিগের [illegible] যাহাতে ভারতবর্ষে [illegible] মূলধন বণিকদিগকে [illegible] যেরূপ ভারতবর্ষে [illegible] ব্যবস্থাপক সভা করেন।

সিপাহীরা যে [illegible] পাইয়াছেন, গত বৎসর [illegible] হইয়া এখন একটী [illegible] গিয়াছে। উহাদের পদোন্নতি [illegible] হয় নাই। দুইটী কারণে [illegible] আজি কালি ভারতবর্ষে [illegible] হইয়া গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে উত্তরা শস্যাদির প্রায় সমুদয় অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিভাগে যদিও বিলম্ব পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু যাবাহণতা ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

এবার প্রীষ্ম প্রবল বলিয়া মাদ্রাজ হইতে সুখ দাতের সোচনীয় সংবাদ আসিতেছে। এক ব্যক্তি মদীয়া হইতে লিখিয়াছেন "খেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী মোড়াদহ নামক গ্রামের চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া প্রায় দেড় শত প্রজার বাটী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অন্যূন ২০০০ বিঘোড়ি সংগ্রহ টাকার শস্যাদি ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী অধিকার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চৌধুরি আপন প্রজাগণের দুঃখে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে কিছু দিবস পর্য্যন্ত [illegible] সাহায্যার্থ ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা দান করিয়াছেন। যদিও এই [illegible] দুঃখ প্রজাগণের বিশেষ উপকার পক্ষে [illegible] নাই বটে, তথাপি বাবু [illegible] পক্ষে [illegible] যাইতেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

সংবাদ আসিয়াছে সরদার মহম্মদ আজুম খাঁ পিতার আদীকে একদল সৈন্য ও কতক টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পিতার শাসন ভার গ্রহণ করিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতেও বলিয়াছেন। এদিকে তিনি সিন্তান আক্রমণের উদ্যোগে থাকিবেন। আমীর এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য ও টাকা পাঠাইয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বস্ত আজুম খাঁর এই প্রার্থনায় কিছু দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

জনশ্রুতি এই, আবদুল রহমন এবং মহম্মদ ইশাক খাঁ কাবুলে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা কপীর সেনাদলে মিশিয়া আমীরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন।

২০ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের প্রদর্শনে ৩০০০০ টাকা আয় এবং ২৮০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে সকল কর্ম্মচারী উহাতে অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন, এই উদ্বৃত্ত টাকা উহাদিগকে দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে আবসিয়ায়ে যে রণতরি পাঠান হইয়াছে উহা রুসতামের সহিত যুদ্ধার্থ নয়, সমুদ্র দিয়া ক্রীতদাস লইয়া কোন জাহাজ যায় কি না তাহারই অনুসন্ধানার্থ পাঠান হইয়াছে। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন কোন রূপে সন্দিগ্ধ না করে। অন্য অন্য অধিকার কালে আমরা এরূপ সতর্কতা সাবধানতা ও ন্যায়ানুগামিতার কথা শুনি নাই।

সম্প্রতি গারোওয়ারার কয়লার খনিতে উপর হইতে একখণ্ড ভূমি ভাঙ্গিয়া পড়াতে একজন ইউরোপীয় ও ১২ জন দেশীয় লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অসাবধানতা ও অবিমৃষ্যকারিতা অধিক মৃত্যুর শোচনীয় হয়।

বিদ্রোহী সিরাজ মহম্মদ খাঁর যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে তাহা রহিত হইয়া উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। নিষ্ঠুরতর প্রাণ দণ্ডটীকে ক্রমে রহিত করা কর্ত্তব্য।

পিয়নিয়র বলেন, সেদিন সীতাপুরের অন্তর্গত রামছিটা নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গ্রামটী এক কালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু অনেক মনুষ্য ও পশাদি আহত হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার শ্যামবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যাকৃত স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৭ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের বাইয়াম নামে একটী স্ত্রী লোক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদিগের এদেশে অনেক কুলীন কন্যাকে বাধ্য হইয়া এই ব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটী আশ্চর্য্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কোন শিক্ষক যেন পুস্তকাদি রচনা না করেন, কারণ তাহা হইলে উঁহাদিগের শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে। কোন শিক্ষক বয়সাগণ সহিত আমোদ প্রমোদে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে না পারেন তাহারও কোন উপায় করা উচিত। তাহাতেও ত শিক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। যে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে না, সে আজ্ঞা দিয়া আপনার মান কেবল আপনি নষ্ট করা হয়। লাভের মধ্যে এতদ্বারা প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে। যাহার পুস্তক লিখিবার অত্যাধিক ইচ্ছা হইবে, তিনি কখন ক্ষান্ত হইবেন না, অন্যের নামে তাহা প্রচার করিবেন। তবে স্কুলের সময়ে কেহ পুস্তক রচনা বা সমাচার পত্রাদি পাঠ না করেন, এই আজ্ঞা দিলে ভাল হইত।

অযোধ্যার অবকাশী বিভাগের আয় কম হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিশনর ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। আরো দুয়ার যে কাম খোল, পোষাইয়া যাইবে, লোকের সর্ব্বনাশ হউক, আর যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের পয়সা হইলেই হইল।

এ, পেডলার সাহেব কৃষি ও রসায়ন শিক্ষার অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য ৫০০০ মুদ্রার একটী যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা হইতেছে শুনিলেও আনন্দ জন্মে।

সংবাদপত্র সম্পাদকগণ পুনঃ পুনঃ কাম্বেল সাহেবের নিন্দাবাদ করাতে তিনি ও সম্মানসূচক উপাধি সকল করিলেন। আমার রাজপুরুষগণের নিন্দা বাদের বিরুদ্ধে লেখাতে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রথম ত কেবল গ্রীষ্ম কাল তথায় এখার বাস করা হইত, ক্রমে তথায় সম্বৎসর থাকিবার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে কতকগুলি আফিস না কি এখার হইতে দরাবর সিমলায় থাকিবে। ৫ ঘণ্টার পথ হইতে যদি এ কাজ হয়, অতিশয় দুঃখের হইবে।

কয় বৎসর ধরিয়া বড় বড় ডাক্তারেরা ও এদেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু উহা কাম্বেল সাহেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন, এদেশীয়েরা ভাত খায় বলিয়াই এই সাংক্রামিক জ্বর হইতেছে। বাঙ্গালিরা যদি অন্ন পরিত্যাগ করেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংক্রামিক জ্বর ভোগ করিবেন, সে বিষয় সন্দিহান নহে। দুর্ব্বার উদরাময় হইয়া শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইবে সন্দেহ নাই। অন্তর্বর্ত্তী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে উপায়টীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, এটী তাঁহার অধিকার কালোচিত হইয়াছে।

সে দিন কর্ণ নামে একখানি আমেরিকী ষ্টীমে অগ্নি লাগিয়া ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ব্রেকব্যাণ্ডে আগুন লাগে, তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী একখানি দ্বিতীয়

শ্রেণীর গাড়িতে আগুন ধরিয়া যাওয়াতে তিন জন ইংরাজ আরোহীর সর্ব্বাঙ্গে দগ্ধ হয়, উহাদিগকে সেই ট্রেণেই ব্রাবডার চিকিৎসার্থে পাঠান হ [illegible] একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে একজন ইউরোপীয় কয়েদি ও তাহার রক্ষক ছিল। যাত্রীরা পলায়ন করিলে উহাদিগের প্রাণ রক্ষা হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা কি বাঙ্গলা দেশের সাধারণ ভাবের ন্যায় অচিকিৎসনীয় হইয়া উঠিল।

সম্প্রতি পিয়রিজ এসেসীয়রিদিগের বেতন সম্বন্ধে এসেসরদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, [illegible] এসেসরদিগকে প্রত্যহ যাহা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিচারকার্য্য ও যথেষ্ট সুচারুরূপে হয় বটে; কিন্তু ইহাতে বিশেষ ক্ষতি এই যে উহার পরিচয় হয় না বলিলে হয়। অর্থাৎ এ বন্দোবস্ত ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে [illegible] হইতে পারে না। ইংলিসম্যান সম্পাদক এই মতের অনুমোদন করিয়া উহার এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি যদি সাধারণের উপকারার্থ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দেন তাহাকে হিউইস বলা যায় সত্য, এই বলিয়া কেহ কি চিকিৎসালয় করিয়া না দিবে? তাহাতে হিউইস বলা যাইবে না, এ যুক্তি [illegible] হইতে পারে না। ইংলিসম্যান সম্পাদক ঠিক কথাই কহিয়াছেন। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি না করিয়া কেবল গাড়ি [illegible] চড়িয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটানই [illegible] ৪র্থ লক্ষণ॥

অতএব গ্রীষ্ম হইয়াছে বলিয়া যে জিম সাহেবের উকীলেরা ১।৪ দিনের জন্য কোর্ট বন্ধ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তাহা দ্বারা এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন ইংলিসম্যান তাহাতে উকীলদিগকে কোমলপ্রকৃতি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ১।৪ দিন দুই চারি দিনে যদি কোমল প্রকৃতি হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত যাঁহারা সিমলা বাস করেন তাঁহারা কি পাষাণের লোক?

১৮ই বৈশাখ শুক্রবার।

২০ এ [illegible]

টিয়ার সম্প্রদায় করিয়াছেন। তাহাতে বেতনকে উক্ত পদে অতিরিক্ত [illegible] যাহে। টিয়ার কুমারের জন্মদাতা [illegible] করেন, তাঁহার বড় [illegible] পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে এবং [illegible] সৈন্য সকল [illegible] হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কুমারের [illegible] অভিষেক সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষার [illegible] বংশ সিংহাসনে বসান হইয়াছে। তাঁহার উপরেও হইয়াছে। কুমারের কপালে সাধারণতন্ত্রবাদিগণ [illegible] সাধারণতন্ত্র করিবার চেষ্টা হইল, পরাজয়ই তাহার ফল হইল।

ইণ্ডিয়ান মেসিনিষ্টদের পারিতোষিক বলেন, ৭ ও ১১ই জুন প্রদর্শন পরিমাণে বৃষ্টি হইবে। যদি বৃষ্টি সময়ের অবশ্য যাহা [illegible] করিয়াছেন, অনেক সময় তাহার সত্য হইয়াছে। এইরূপ ২।৩ বার সত্য হইলেই ইহাকে [illegible] করা হইয়া উঠিবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে [illegible] কার্য্য বিক্রীত হইয়াছে।—

৪	টাকা	সিক্কা	[illegible]—১০৩৲
৪		ফোর্	৯৸৹—১০৩৹
৪৪	"	"	১০৩৸—১০৭
৪৪	"	"	১০৫৷৶—১০৫৸৹
৪৫	"	"	১০৫৷৹—১০৫৷৶৹
৪৫	"	"	১১০৸—১১১

১৯ এ মার্চ্চ—অমৃতবাজার।

দুর্গা পূজা [illegible] বলেন, বিবাহ [illegible] কলীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিন দলে ১৪ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

কাঁথির শীঘ্র "টেম্পারান্স ম্যাগাজিন" মাসে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইবে, একজন মিসনরি ইহার প্রচার করিবেন।

এ পর্য্যন্ত কাঁথির একটী মিলিটারি [illegible] ছিল, এক্ষণ সমধি [illegible] উঠিয়া যাইতেছে। লেপ্টেনেণ্ট গর্ডন [illegible] ইহার অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

[illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ মে। [illegible] লোকের চক্ষুশূল [illegible] হইতেছে। সকলে বলিতেছেন, উহাদের [illegible] না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

গারফিল্ডের মাতা [illegible] উপনীত হইয়াছেন, তিনি তথায় বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। [illegible] হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে কাবুলীরা সমরাজ্ঞা অধিকার করিয়া [illegible] করিয়াছে।

রোম ২২ এ মে। পোপের মৃত্যু হইলে পর কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিবেচনা [illegible] করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। [illegible] উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে [illegible] সম্মান করিবার জন্য কাটে সোসিয়া হইয়াছে সমবেতকার প্রধান [illegible] করিবে না আজ্ঞা হইয়াছে। আমেরিকা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে। যে সকল ইংরাজ [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার সকলে [illegible] করিয়া, উহাদিগের পরিবারদিগকে [illegible] করিয়াছে।

আইরিশ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] যে মুক্ত [illegible] করেন তিনি [illegible] উপনীত হইয়াছেন।

পারিস ২৩ এ মে। [illegible] সাধারণ [illegible] [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible]

ধ্বংশ করা হয়। মাসল ম্যাকমেহন উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পারিস ২৫ এ মে। ফ্রান্সে আর কোন গোল যোগ নাই রাজকুল দল লর্ডাসভাকে আইন না মান্য করিতে বলিয়াছেন। মাসল ম্যাকমেহন বলিয়াছেন তিনি সাধারণ তন্ত্র অমান্য করিবেন না এবং শান্তি রক্ষা করিবেন। ডফতি প্রধান মন্ত্রি সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

আমষ্টর্ডম ২৪ এ মে। ডচ ষ্টেয়ার এঁকন বুজ্ঞা যায় নিদাহ র্থ ৫০ লক্ষ ফোরিন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

পারিস ২৪ এ মে। নূতন ফরাসী মন্ত্রি সভার বিষয় এখনও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ডিউক ডিসেজ বৈদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী ডিউক ডেকাজেস শিক্ষা বিভাগের, জেনরল সিসে যুদ্ধ বিভাগের, আডমিরল জয়রেগুয়ের হর্বর সমূহের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন। ডিউক ডিসেজ ধর্ম্ম শিক্ষা এবং পাবলিকডুক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলারি কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের।

লেসেপ। ওসমনবর্গ হইতে পেশোয়র পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার কল্পনা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২রা মে এবং বোম্বাই হইতে ৫ই মে যাত্রা করিয়াছিল, উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ মে। সকলে বলিতেছেন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিয়াস চুক্তি বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত সকল পরিত্যাগ করিবেন।

পারিসের মন্ত্রি পরিবর্ত্তনের বিজ্ঞাপন লেখা শেষ হইলে পর ম্যাকমেহনকে সত্য পরিত্যাগ করা উচিত কি না বারিসের মন্ত্রি সভা তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ২৭ এ মে। পারাসাস্থ সাহা ১৮ই জুন লণ্ডনে উপনীত হইবেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত কল্য সর ষ্টাফর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছেন তিনি সর এডমণ্ডকে পুনরায় ভূমোল সমাজের সভা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

পারিস ২৭ এ মে। বোনাপার্টিষ্ট দল নূতন শাসন প্রণালীর অনুকূল হইয়াছেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই মে। বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দিবস্তী এবং বায়াসত উপবিভাগের অতিরিক্ত সব রেজিষ্টার হইবেন।

২ এ মে। শ্রীযুক্ত জে, এণ্ডারসন সাহেব (বিদ্যি দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছেন-) ... খম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট ... ... থাকিবেন।

২২ এ মে। ডেপুটী ... ... ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ... ... জন্য মেদিনীপুর উপযুক্ত স্থান ... ... হইবেন।

আরোপর্জিতের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, বি, হার্ড সাহেব ত্রিপুরার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, ময়মনসিংহে যাইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহানন্দ গুপ্ত ২৪ পরগণা।
" ক্ষেত্র নাথ সরকার নদীয়া।
" শশভূষণ দত্ত যশোহর।
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ।
" উমাকান্ত দাস ত্রিপুরা।
" শ্যামপ্রসাদ পুরকায়স্থ।
" চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা।

২৩ এ মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট মার্জিন রামকালী গুপ্ত সেওড়াফুলি বিভাগ এবং তত্রত্য তাবৎ চিৎসাসরের ভার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত টি, ওয়ালটন সাহেব কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট মার্জিন ই, লিং সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেনরল হাসপাতালের প্রতিনিধি সহকারী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস পক্ষ দিন হইতে গো বরাবরী পথান্তে যে ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন তদ্দর্শে ভূমিগ্রহণের নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। শ্রীযুক্ত এ পেডলার সাহেব বঙ্গ শ্রেণীয় শিক্ষাকার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মাণ্ডার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ইয়ুজি ডিয়ার সাহেব ফৌজদারী কার্য্য বিধয়ে ২২২ নং হুগলী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এস কটেয়ার্স প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২২ এ মে। উত্তর লক্ষীপুরের সবডিবিসনাল অফিসর মেজর ডবলিউ, এচ, জে লাল সুবডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ মে। মৌলবী মহম্মদ আলী কিছুদিনের জন্য নওয়াখালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে তৃতীয় শ্রেণীর একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ, মকেঞ্জি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সেক্রেটারি।

—০—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এবার সিমলায় শস্য বড় ভাল হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুষারপাত না হওয়াই শস্য হানির মূল। সকলে জানেন অনাবৃষ্টিই শস্য হানির কারণ, কিন্তু এখানে অনাবৃষ্টি শস্য হানির কারণ নহে। এখানে তুষারপাত যথাপরিমাণে না হইলে শস্য উত্তম জন্মে না। পর্ব্বত অতি উচ্চ স্থান। সুতরাং বৃষ্টি হইলেই জল অনতিকাল মধ্যে সবেগে নিম্নভাগে প্রবাহিত হইয়া নদী সকলে পরিণত ও সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়। অধিক বৃষ্টি হউক না কেন, ক্ষেত্রাদিতে জল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে তুষার পাত দ্বারা যে বিশেষ প্রকার ফল লক্ষিত হয়। তুষার যখন অল্পমাত্র কখন এক ফুট কখন বা দেড় হাত পরিমাণে পতিত হইয়া সমুদায় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত আবৃত করে। তাহা ক্রমশঃ গলিয়া ক্ষেত্রসকল সরস ও আর্দ্র করিয়া দেয়। তজ্জন্যই তুষারপাত একপ্রকার শস্যোৎপত্তির প্রধান

ইপাযোগী বলিতে হয়। গভ শীতঋতুতে
ডুবারপীড় ভাল হয় নাই। ইহাই এসা
বৃদ্ধির কারণ।

১২ ই মে মিসেস ক্যা ক্রোধঋতুতে
একটী ছবস্থা দেখিয়াছিল। প্রতি বৈশাখী
স ক্রান্তিতে উক্ত মেলা হইয়া থাকে।
উহা সিপুর বা কোম্পানিবেগ বলিয়া বিখ্যাত।
উৎসবস্থল খাসিয়াদেশে। ইহার
কোটি নামক একটী গ্রাম আছে
নিম্নভাগে একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকায় মেলা
উপলক্ষে বিস্তর লোক সমাগম হয়। অনু-
র্দ্ধিকে পর্ব্বত মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি
ও নিকটে জল আছে, তাহাতেই স্থানটী
দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে।
পার্শ্বস্থ গ্রামে প্রায় সমস্ত ভূমি ভূটিয়ার
করা এবং তাহার সমস্ত সওদাগর অধিকার হইতে
আসিতে হয়। উক্ত স্থানে ঐ উভয়েরই
সম্ভাব আছে। উক্ত মেলা, খাসিয়ার ভাষায়
ধর্ম্মের খাসকর্ত্তা লাভ মর্ব্বাঙ্ক ও-ভারতবর্ষীয়
-ইসব্যাধাক্ষ লার্ড মেণ্টিঙ্ক ও তাঁহাদিগের
অনুগ্রহার্থ ও পাহাড়ের উপরিস্থিত
ব্যাঙ্কর কমন করেন। তথায় পর্ব্বতবাসী
ও পাহাড় ও সমতল পার্ব্বতীয় লোকের সমাগম
হইয়াছিল। পাহাড়ী অনেকে ও স্ত্রীলোকে
স্বস্ব দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ বহু লোকের
মেলা হইয়াছিল। মাদার মেলা অপে-
ক্ষা একটী প্রধান আমোদ। ৮।১০ টী
না। মেলা মেলাস্থানে আনীত হইয়া-
ছিল। পাহাড়ী মেলাতে তীর লইয়া যুদ্ধ
হয়। একজন ধনুর্দ্ধারী থাকে, সে একটী
মুগচর্ম ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে তীর থাকে,
এই এক সম্প্রদায় আসিয়া প্রথমে সমস্ত-
ক্ষণ মেলাস্থানে পর্ব্বতবাসী স্ত্রীলোকের
অধিকার সহায় হয়। সকলেই সম্মুখীন
হইয়া যুদ্ধ করে।

—:—

অ [illegible] সংবাদ
[illegible] লিখিয়াছেন:-

ভাগলপুর সহর মুসলমানদিগের [illegible]
ও মহরম মুহরমী, পরন্তু নবীর মৃত্যুদিবসে
সংস্থাপিত, [illegible]
[illegible]

কোম্পানির বসতি সেইজন্যই লোক সংখ্যা
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান
বাবু সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর
পক্ষে ভূপোষক অতিশয় দুর্লভ। অধিকাংশ
মুসলমান বাবু কলিকাতা প্রবাসী হইয়া
থাকেন। বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে এ স্থান
সর্ব্ব বিষয়েই অসুবিধাজনক বলিয়া এখা-
নে প্রায় সকলেই হইয়া থাকে। অনে
এখানে এসে, এখানে এসেই
এলাহাবাদ মুসলমানদিগের সকল
এ দেশের লোকেরা মুসলমানদিগকে
এখানে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় অসভ্য বলিয়া
হইতেছে।

আলমোড়ার অন্তর্গত খুরার পূর্ব্ব ও
দক্ষিণ দিক্‌স্থিত বিষ্ণু স্থানের বিস্তার
সমভূমি (যেই ইতিহাস জেলাই)
ন্যায় বালুকারাশি পর্ব্বতাকারে বিস্তীর্ণ
হইয়া রহিয়াছে। কেবল ছোট ছোট ঝাউ
গাছ ও কাঁটা ঝোপ বন সরল পথে পতিত
হয়। সমভূমির সমুদায় স্থানই মরুময়।
গমনাগমনের পথ নাই। সেজন্য যাত্র
মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু
পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে কুপাকার বালুকা
রাশি মরু ঝড়ে পরাস্তিত হইয়া ছোট ছোট
গ্রাম গুলি এক বারে বিলোপিত করিয়া
ফেলে। আলমোড়ার হইতে বিষ্ণুস্থানে যাই
বার উক্ত সমভূমির মধ্য দিয়া একটী রাস্তার
পথ আছে। মধ্যেকার লোকের লাভের জন্য
হইয়া উক্ত পথ দিয়া সর্ব্বদাই যাতায়াত করে।
ইহা করিয়া মহা সংকটে যাতায়াত করে।
হলাবিস্তার ভাঙ্গে পড়ি করিয়া
[illegible]
প্রত্যক্ষ [illegible]
গ্রাম কাহার [illegible]
[illegible] পাওয়া যায়। আমা-
দের দেখের মত গাছি, পালকি
এখানে প্রচলিত নাই এবং
দেশের [illegible]
[illegible]

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আজি কালি কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে! যথার্থ কি না জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্গদেশীয় লোকদিগের নিকট তাহার আদর হয় না। দুরে থাকুক যে ব্যক্তি সাহস করিয়া প্রকাশ করে সে ব্যক্তি হাবিলদার পর্য্যন্ত হয়। সত্য বিষয় গোপন রাখিয়া মিথ্যা বাক্য দ্বারা চাটুকারিতা করা বর্ত্তমান রীতি হইয়া উঠিয়াছে। কি রাজা কি প্রজা কি ধনী কি দুঃখী সকলেই প্রীতিকর মিথ্যা বাক্যে মোহিত হন। এ সময় যদি কোন ব্যক্তি আমাদিগের দেশের অবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে ইংরাজেরা অতি সুন্দররূপ রাজ্য শাসন করিতেছেন প্রজাদিগের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগের ধন প্রাণ মান অতি যত্নে রক্ষা করিতেছেন, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীস্থ সকলেই সমানরূপে বিদ্যালাভ করিতেছেন, তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত উত্তমরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির বিধান হইতেছে, প্রজারা কোন বিষয়েই নিপীড়িত অথবা দায়গ্রস্ত নহে, অধিক কি তাহারা রামরাজ্যে বাস করিতেছে বলিলে হয়। এইরূপে যদি কেহ ইতিহাস লিখিয়া কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে সেই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় দেখেন যে এক মাসের মধ্যে সেই লেখক হয় ত কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, না হয় ত সে ব্যক্তি তাহার রক্ষকমণ্ডলীর অন্যতর হইয়া উঠেন। পক্ষান্তর যদি কেহ বলেন যে এতদ্দেশীয় শাসন প্রণালীর দোষে প্রজামাত্রেরই অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রজা কোন বিষয়েই সুখী নহে, যাহারা শান্তি রক্ষক তাহাদিগের হাতেই প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান নষ্ট হইতেছে, যে পরিমাণে বিদ্যা বিষয়ে অর্থব্যয় করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না, এবং যাহাও ব্যয় করা হইতেছে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীতে সামঞ্জস্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে না, এক একটি প্রদেশ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি তাহার নিবারণের বা অবরোধের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না দুঃখী প্রজাগণ রাজা ও জমিদারগণের নিকট নানা প্রকার ভয় ভাবে এরূপ পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে আর তাহারা সে ভার বহন করিতে পারে না, এবং যাবজ্জীবন অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াও অপুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধান বস্ত্র ভিন্ন আর কোন পার্থিব সুখ ভোগ করিতে পারিতেছে না, পক্ষান্তর দুঃখের সময় তাহারা মনে করে এপ্রকার সভ্য রাজার রাজ্য অপেক্ষা অসভ্য যথেচ্ছাচারী রাজার রাজ্যে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, কারণ যথেচ্ছাচারী রাজগণ যেমন সময়ে সময়ে এক একটা অত্যন্ত অন্যায় ও অধর্ম্ম কার্য্য করেন বটে কিন্তু আবার সময়ে সময়ে এমন এক একটি সাধারণ হিতকর কার্য্য করেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারা চিরদিন প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠেন। এইরূপ করিয়া যদি কেহ কোন প্রস্তাব লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলে তাহার যে কি দুর্গতি হয়, তাহার অনুমান হয় না। এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও এমন নির্দ্দোষ ব্যক্তি কে আছে যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সংপ্রতি গেডিস সাহেব (একজন সিভিলিয়ান্) ঐরূপ নির্দ্দুষ্টিতাপেক্ষ করিয়াও তাঁহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছেন। ইনি যৎকালে পুরী জেলার কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় রথযাত্রা ও অন্যান্য কর সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে এ প্রদেশের লোকদিগের বর্ত্তমানাবস্থায় উক্ত প্রকার কর নিতান্ত অনুপযোগী, ইহাতে সাধারণের বিশেষ অসন্তোষ বৃদ্ধি ও উহা বহন করিতে প্রজারা নিতান্ত অশক্ত হইবে। তিনি এই প্রকার মত গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলেন এবং ঐ মর্ম্মে এক প্রস্তাব কলিকাতা রিভিউ নামক সমালোচন পত্রিকাতেও প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সময় যে তিনি যে স্থানে ছিলেন তথাকার অধিবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সেইটি সাধারণের গোচর করেন। এই অপরাধে তিনি স্বদেশে এবং এতদ্দেশে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ঐ বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত মহাসভায় একজন সভ্য বলেন যে যদি স্বজাতীয় রাজকর্ম্মচারী হইয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তদ্দেশীয় লোকের প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহাচরণ প্রদর্শিত করিবার বাধা কি? যদি বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন এরূপ যথার্থ বিষয় বর্ণন করা ও বিদ্রোহানল উদ্দীপন করা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের মতে ভিন্ন মতে। এখানকার আর আর লোকের ত কথাই নাই, নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে (দোষ করি ঐ অপরাধে) পুরী জেলা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। হায়! গেডিস মহোদয়! তুমি কি কুক্ষণেই এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! ইহাদ্বারা কি নির্দ্দুষ্টিতাই প্রকাশ করিয়াছ। অল্পদিনের মধ্যেই অপমান ও ক্ষতিস্বীকার সহ্য করিলে ও স্থান চ্যুত হইলে, আর তোমার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। এক্ষণ প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন এরূপ কুকর্ম্ম করিবে না এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজবল পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় ইংরাজি সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের মতে মত দাও, তবে যদি কখন তোমার ভাল হইতে পারে, নচেৎ তোমার এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া রাজনীতজ্ঞ এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক বলেন যে স্বদেশবিদ্বেষী গেডিস সাহেবের ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগ এ প্রকার লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ মনে করেন ইংলণ্ডের কৃতবিদ্য ও নব্যতন্ত্র ব্যক্তিদিগেরও বুঝি এই প্রকার ভাব। আর এরূপ ভাবের লেখা দেখিলে এতদ্দেশীয় গণ্যমান্য লোক ভাবিবেন যে ইতিহাসাদিতেও যে সকল দুষ্টান্ত আছে তাহার অপেক্ষাও আমরা অধিক নিপীড়িত রক্ষিত ও পদদলিত হইতেছি ভাবিয়া, ক্রমে উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন।

উল্লিখিত সম্পাদক যেন স্মরণ রাখেন এদেশীয়েরা "শাসনকর্ত্তা ও শাসিত জেতৃ ও বিজিত যেন এক" প্রভৃতি যে সব অনুযোগ করেন, তাহা উক্ত প্রকার সম্পাদক

ইহাদের অপূর্ব্ব সেবাগুণেই কল। ঔষধের শিশি [illegible] তাঁহারা যত্নের, অথবা যে কিছু ফল ঘটিতেছে, সে কেবল মহাশয় রোগীর সাহায্য অথবা ডাক্তারের মহায়ত। অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মনেই এইরূপ [illegible]

১১।৫৫ } ৺১৩ } শ্রীহ, ভ,

মহাশয়। কিছুদিন অতীত হইল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ত্রিবেণীর নিকটস্থ ইন্দুলিপুর প্রভৃতি গ্রামে [illegible] এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষতঃ আমার একজন আত্মীয়ের বাটীতে এক কালে অনেকগুলি লোক ঐ রোগে হয়। সুতরাং নিকটস্থ বিক্রয় হইয়া সেই রোগগুলিকে ছুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বি, বর্ষোপরোধে [illegible] সম্পাদন করিলেন। শ্রীনাথ বাবু যেরূপ কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন তাহা যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ [illegible] বাবু একটী রোগীকে আশ্চর্য্য রূপে [illegible] করিয়াছেন। ইহাতে গ্রামস্থ মহাশয়। নিবেদন করুন উক্ত ডাক্তার মহাশয় এই ছুচিকিৎসক মহাশয়ের উপর কতদূর ভক্তি করিতে পারেন, অধিকন্তু শ্রীনাথ বাবু যখন তাঁহাদের বাটী গমন করিতেন তখন অসহায় দরিদ্রদিগকে উত্তমরূপে [illegible] বাবুর ব্যয়ে উহাদের ঔষধাদি [illegible] করিতেন। আমরা [illegible] কালেজের উত্তীর্ণ অধিকাংশ ছাত্রের [illegible] বেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি তাহাতে যদি আমরা অনুউক্তরে একটী চীৎকারে এতগুলি ওণ লেখিতে পাই, তবে আমাদিগের মনে কি আনন্দে উদ্রেকিত হয় [illegible] বাবুর এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া [illegible] আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ রোগপ্রকাশে [illegible] প্রদান করেন, [illegible] এই পত্রিকা [illegible]

কেবল সংবাদের আশায় মুগ্ধ হইয়া [illegible] বিক্রয় হইতেছে। আমরা এই আশাতীত [illegible] সমস্ত পর আজি বিশেষ হর্ষান্বিত। অর্থাৎ প্রতি [illegible] যদি প্রকাশিত হইতে [illegible] হয় তবে [illegible] সহৃদয়বিগোচরার্থ [illegible] যে ডাক্তারদিগের নিকট [illegible] সে ডাক্তারদিগের [illegible] শ্রীনাথ বাবুকে [illegible] বলিয়া বোধের জন্যই রোগপ্রকাশের আকারে [illegible] হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের মধ্যে যে [illegible] আমি [illegible] হই। সুতরাং [illegible] এই মহোদয়ের উপর [illegible] পারে। অতএব রোগ প্রকাশ [illegible] [illegible] করিলেন কিছুই [illegible] ডাক্তার [illegible] করা একটী [illegible] উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীকা,

—৩৫—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা [illegible] যে [illegible] লোগ প্রকাশের মূল্য [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸
[illegible]	১৸

রোগপ্রকাশ-সংক্রান্ত কয়েকটী বিজ্ঞাপন।

[illegible] রোগপ্রকাশ [illegible] পাঠাইবার [illegible] যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৸ টাকা। [illegible] ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১৸, ষাণ্মাসিক ৸০ টাকা। [illegible] মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায় না। যেটী, ছাপি, বরাত দিটী, ঘটী সর্ত্ত, ইহার অন্যথা যাহাতে কাহারও ঘটিতে না হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট পাঠাইয়া টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বে কেহ রোগপ্রকাশ প্রেরণে অধিকৃত হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যদ্যপি কোন গ্রাহকের মূল্য পাঠাইবার, আমার নাম প্রতিবন্ধক করিয়া থাকে, কিম্বা ঐ নামধারী কাহার অন্যত্রে নির্দ্দিষ্ট শ্রীযুক্ত বাবুকে মূল্য পাঠাইয়া থাকে।

[illegible] মূল্য [illegible] সময় [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদিগের পত্র করাইয়া দেওয়া যাইবে। [illegible] একখান কাল [illegible] তাহার পর কাগজ বন্ধ [illegible]

রোগপ্রকাশ [illegible] পাঠাইলে [illegible] পাইবে।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অন্যান্য ভাষা প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] প্রকাশ করা যাইবে না।

[illegible] রোগপ্রকাশ [illegible] ইচ্ছা [illegible] তাহাকে [illegible] পাঠাইতে হইবে। [illegible] পর ৵০ [illegible] দিতে হইবে। [illegible] প্রকাশ [illegible] ইচ্ছায় [illegible] তাহার [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩০ সংখ্যা।

প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তিয়িতব্যে পার্থিব· নরব্যঞ্জনী অনিন্দ্যবনী ন স্থীয়তা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাংবাৎসরিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ৯ ই জুন

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

[illegible] ৭৩।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তা পর অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিটপুর স্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিবার টামিনসে যাবিত্য দ্রব্য এবং গাটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য একটি ডিপো প্রস্তুত করিবেন।

এজেন্টের আফিস
শিয়ালদহ ষ্টেসন
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

শ্রীচন্দ্র কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদের অর্থাৎ বিধান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল-মূলে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার অব্যর্থ উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল লিখিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৯ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবনোয়ারলাল সেন গুপ্ত।

"শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা নং ৯৩ বাউন ষ্ট্রীট হইতে নং ৯২ বউবাজার ষ্ট্রীটে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

নং ৯২ শ্রীঃ—
বহুবাজার ষ্ট্রীট।

অবকাশরঞ্জিনী। মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামধেয় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ডাক্তর মাস হইতে প্রতি মাসে ডবল ১৬ পেজা ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ।৵৹ আনা ডাক মাশুল দিতে হইবে। পত্র গ্রাহকেচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীভিমকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

কার্কিনীয়া শত্রুঘ্ন ঔষালয়ের বিক্রেয় পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে প্রাপ্তব্য।

৺ তারাশঙ্কর মৈত্রের কৃত কমলাদম্ভাহরণ প্রথম ভাগ ৸৹
ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৸৹
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরিবাসর তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ।৹
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।৹
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত মুগেন্দ্র রহস্য নাটক ।৹
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী খণ্ড প্রথম ভাগ ।৹
মহারাণী বৃন্দেশ্বরী কৃত বেহারোদ্ভব নাটক ৶৹
প্রজমুন্দর রায় কৃত কবিতা কুসুম মালা। ।৵৹
প্রেমাংসি বহু বিধানি নাটক ৶৹

শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী
বিক্রেতা।

নয়শো রুপেয়া।

একখানি মুতন রকমের নাটক। কলিকাতা অহুতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ

প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ৵০ আনা।

শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ক্লিনিক্যাল ডায়গ্নোসিস্।

অর্থাৎ

রোগ নির্ণয় এবং বৈদ্যকীয়

ডৌগুক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি সোজা এবং সুন্দর। মুচুকুন্দ এছকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবার্ট প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে নিযুক্ত বাবু ওরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ষ্টলে পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। মুষ্টিযোগেরই আকার যাহা-শিশি। দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। অর্দ্ধি নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রয়োগের সময় কি কি করিলে প্রসূতি বাঁচে পারে, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত যাহাতে পীড়িত না হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ায় ঔষধ প্রয়োগ ও তাহাদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, অতিরিক্ত বাধ হেতু ন্যূনাধিক ৫০, পৃষ্ঠা পুনঃ গর্ভজাব নিবারণোপায়, হত...ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি অনুপম বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তরূপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কন্যারা অর্থাৎ বহুচিন্তা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবধারণ করিয়া ১০৷ এক টাকার মধ্যে ৮০ আনায় পাঠাইতে পারা যায়।

৩। মেহনী মেহিনাদের অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে ধূর্ত্ত, ঘর্ষণ, মর্দ্দন, ঘর্ষণ ও ঔষধ। মাথিবার সুন্দর ডাকমাশুল সহিত ৷০ আনা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। ঔষধ-তিথি (যন্ত্রস্থ) ৷৵০

৬। মুষ্টিযোগ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তক, যাহাতে ধাতু, ধাতুবর্ণ, ধাতুবর্জ্জন, অধাতুবাদি উপনাম যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতানভিজ্ঞদিগের জন্য) বহু, অন্য ধাতুকলাপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ে সর্ব্বত্র পাইবেন। মূল্য-৷৷০ টাকা।

কলিকাতা শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নং ৯১। ১২।৭৯ ১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীনাথচন্দ্র বিদ্যারত্ন

যিনি এক বিষয়ে বাঁধাবার অনুকরণ প্রদর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আমাদের নাম-ধারিতে সাহেব ভিন্নি আমাকে (লেখক) পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিদ্যার রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵। নবয় শ্রীরামপুরে আমার নিকটে আতব্য।

শ্রীকৃষ্ণলাল রায়-বিদ্যারত্ন।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস্।

ঐ কারখানায় প্রস্তুত নির্ম্মিত কোম্পানীর দ্রব্য আবশ্যক হয়, আমাদিগকে পত্র লিখিলে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বিলাতিবিক্ত প্রণালীতে ওয়েটারপ্রুফ প্রস্তুত আছে।

যে কয়া পাঠাইবেন [illegible] নির্ম্মিত [illegible] বেঙ্গল ইত্যাদি।

[illegible] ষ্টেশন [illegible]

কলিকাতা ২৪ নং নিমুতলা ঘাট ষ্ট্রীট।

সাপ্তাহিক পরিমাণ ৭০।৮০ পাতা, পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রকাশ হয়, ইহাতে পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের সংবাদ ঘটিত বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ ও ঔষধাদি বেদ বিষয়ের জন্যাদির ইহা উপস্থিত করা ব্যতীত আইন সম্বন্ধীয়প্রবন্ধ, নিজস্ব বৈজ্ঞানিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি বর্ষ ৪০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ বাণ্মাসিক ২ ত্রৈমাসিক ২৷ ও ক মফঃস্বলে প্রায় ১০ দশ আনা মাসে।

[illegible] খণ্ড।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ বৈশাখ সোমবার।

বাঙ্গালীদের অবনতির ও দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করা অতি কঠিন। অনেকে অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালীদের [illegible] কেহ বলেন, ইংরাজ রাজত্বে [illegible] কিন্তু ইহাই যে [illegible]

হয়া উচিত নয়, রোগীর নাড়ী প্রায় স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ৫ বিন্দু ক্লোরোফরম এক কাঁচা শীতল জলের সহিত সেবন করাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে গুটের তেঁতুল মর্দ্দন করিয়া দেখা উচিত, যদি শরীর উষ্ণ হয়, ও নাড়ী স্বাভাবিক আইসে তাহার পর চিকিৎসার অন্য প্রক্রিয়া করা হইবে।

মকদ্দমা অধিক হয় না এ কারণটী ব রুইপুর মকদ্দমার উন্মূলনে পর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। যাঁহারা মকদ্দমাটী উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারা কেবল মকদ্দমার সংখ্যামাত্র দর্শন করিয়া উন্মূলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে মকদ্দমা অল্প হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। মকদ্দমার অধিকার সীমা নির্ণয় সময়ে থানা বিভাগগত বন্দোবস্তের দোষ সেই কারণ। খাঁকিপুরের থানাটী যদি বারুইপুরের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, মকদ্দমার সংখ্যা গত ন্যূনতা দোষ ঘটিতনা। খাঁকিপুরের লোকদিগের তাম্রগুদারঘরে মকদ্দমা করিতে যাওয়া অতিশয় কষ্টের কারণ। তাম্রগুদারের স্থান ভাল নয়, তদ্ভিন্ন সেখানে নানাপ্রকার কষ্ট আছে। পক্ষান্তরে বারুইপুর উৎকৃষ্ট স্থান এবং এখানে অনেক প্রকার সুবিধা আছে। খাঁকিপুর থানার এলাকার সীমার যত গ্রাম আছে, বারুইপুর তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত বিলক্ষণ নিকট হয়। খাঁকিপুরের দক্ষিণ সীমার লোকদিগেরও বারুইপুর তাম্রগুদারঘর অপেক্ষা দূরবর্ত্তী হয় না। অতএব খাঁকিপুর থানা বারুইপুর এলাকাভুক্ত করিয়া যদি আদালতটী মধ্যস্থলে করা হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হয়।

আমরা সাধারণে প্রকাশ করিতেছি, মকদ্দমা অল্প হয় বলিয়া যেন মকদ্দমা উঠাইয়া দেওয়াই উচিত নয়। এখন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে বিস্তর কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। কি স্বাস্থ্য কি বিদ্যালোচনা কি ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি সকলের সহিতই উঁহাদিগের সম্বন্ধ। যে সকল স্থানে ঐ সকল বিষয়ের নিতান্তশূন্যতা আছে, সে স্থান হইতে মকদ্দমা উঠিয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই কিন্তু বারুইপুর সেরূপ স্থান নহে। এখানে ঐ সকল বিষয়ের সমধিক উন্নতি সাধন চেষ্টা আবশ্যক। মকদ্দমা না থাকিলে এ অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দুষ্কর। অন্যান্য শীর্ষস্থ প্রজাগণ ব্রিটিশ সুবিচার লাভ করিয়া মনের দুঃখ দূর করিবে, এই ভাবিয়া যত মকদ্দমার সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু যদি সেগুলির উন্মূলন করা হয়, সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবার সন্দেহ নাই। অনেকে অত্যাচার সহ্য করিবে, তথাপি গমনাগমন ক্লেশ ও ব্যয়বাহুল্য ভয়ে বিচারার্থী হইয়া অধিকতর দূরবর্ত্তী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। জমীদারদিগের পূর্ব্ববৎ প্রভাব বৃদ্ধি হইবে। প্রজাদিগকে অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় সেই জমীদারদিগের ক্রোড়গত হইতে হইবে। রাজস্থাপক সভা এত কাল ভাবিয়া ১০ আইন প্রভৃতির যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদায় বিফল হইবে।

প্রজারা যদি জমীদারের বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আদালতে না যায়, তাহা ত আহ্লাদের বিষয়, যদি একথা বল তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী গল্প বলি, উহা, জমীদারের নিকটে যেপ্রকার বিচার হইয়া থাকে তাহা পরিস্ফুটরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। একজন বিচারপতি মিঠাই বড় ভাল বাসিতেন। বিচার করিতেছেন এমন সময়ে অর্থী সমক্ষে উপস্থিত এক হাঁড়ি মিঠাই দিবে। বিচারপতি তাহার পক্ষে ডিক্রি দিতে উদ্যত হইলেন। প্রত্যর্থী তাহা বুঝিতে পারিয়া দুটী অঙ্গুলি দেখাইল। বিচারপতি বুঝিলেন, সে দুই হাঁড়ি মিঠাই দিবে কহিতেছে, অমনি ফিরিয়া গেলেন, তাহারি জয়লাভ হইল। জমীদারের নিকটে বিচার লাভ সেইরূপ। যে প্রজা অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই জয়লাভ হয়। উৎকোচ গ্রাহী বিচারপতি ও অর্থলোভী জমীদার এ উভয়েই সমান। এ উভয়ের নিকটে বিচার লাভ হয় বলিয়া যে ব্যক্তির সংস্কার আছে তাহার মূল্য দুই আনা নাই। সুশিক্ষিত হাকিমদিগের কার্য্যদক্ষ নির্লোভ বিচারপতিরাই যখন সময়ে সময়ে অবিচার করিয়া বসেন, তখন অশিক্ষিত ধনমত্ত অর্থলোভী জমীদারের নিকট সুবিচার লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। জমীদার সকলে সুশিক্ষিত নাই, আমরা এ কথা বলি না, কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল। পূর্ব্বে জমীদারদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল, তাঁহাদিগের দোষেই তাহা রহিত হইয়াছে। বিচার কার্য্য সম্পাদনের ভার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা রাজার অগোচরে সেই বিচার কার্য্যও সম্পাদন করিতেন, আজিও অনেকে তাহা করিতেছেন কিন্তু অনেক স্থলেই সুবিচার না হইয়া নিতান্ত অবিচার হয়। অবিচার অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন হয় বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট অধিকসংখ্য মকদ্দমার সৃষ্টি করেন। মকদ্দমা উঠিয়া গেলে ঐ গুলির পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা। অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন মকদ্দমার উন্মূলন বিধেয় নহে। যে প্রসঙ্গে এপ্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে সে মকদ্দমাটী উঠিয়া গেলে অনেক গুলি অনিষ্ট যে পুনরাবির্ভূত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

[illegible]
[illegible]

ক্ষণই অমুভূত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে
[illegible]

ক্ষণের তুল্য বিপত্তি আর নাই। ক্ষণে নিয়ম ছিল, অবমর্দ্দ ক্ষণ পরিশোধে অবমর্দ্দ পাইলে উত্তমর্দ্দ স্বয়ং তাহাকে ধরিয়া লইয়া চালান করিয়া রাখিত। তজ্জন্য অবমর্দ্দকে বহু কারণের মুখাপেক্ষা হইত। সময় ও সময়ে এরূপ ঘটিয়াও হইত; একব্যক্তি পাঁচ জনের নিকটে ঋণ করিলে মহাজনেরা আসিয়া কাড়াকাড়ি টানাটানি করিয়া লইত। এখন সেরূপ বৃত্তান্ত নাই বটে কিন্তু যে ঋণীলোক যে মহাজনের ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, তাহা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষিত হইতে হয়। ঋণগ্রাহীর ঘোষণাপত্রিত অর্থ তৎক্ষণে শোধ করিবার যো নাই। উত্তমর্দ্দ নালিস করিয়া তাহার অর্থ আদায় করিতে হয়। ঋণ মহাজনের হাতে যাইলে আসে দুরি পরিমাণে দুর্দ্দীয় (সুদ) রূপ সন্তান প্রসব করে। কিন্তু অভিধানের সুদ অর্থে তাহার পরিশোধ করা দ্বারা অবমর্দ্দকে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং তাহার পরিবর্দ্ধনকে ঈশ্বর সুখ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে ঋণের রূপান্তর পরিণামে এইরূপ ভয়াবহ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সভ্য জগতে তাহা নাদৃত নহে। আজি কালি, ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য সমাজের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিরা বিবেচিত হইয়া থাকে। সভ্যগবর্ণমেণ্ট বলের ঋণের কথা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া যায়। গ্রেটব্রিটেনের ঋণ ৩৩৬১৫ ১৯০০০ টাকা, যাহার বার্ষিক সুদ ২৬৮৩০০০০০ টাকা। ফ্রান্সের ঋণ ৭৪৮৭১০০৮২০ টাকা, ইহার সুদ ১৭১৬৭৫৭১০ টাকা। পিসিয়ার ঋণ ১৪৫০০০ ০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ১৭১০৮৮ ০ টাকা। রুসের ঋণ ২৯ ৪৭৮০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ৩৫২১২ টাকা। অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট ও [illegible]

[illegible] ঋণে ১৯৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ ছিল, ১৮৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ হইয়াছে। ঐ ১৯৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ ছিল, ১৮৭২ সালে [illegible] টাকা হইয়াছে।

এইরূপ অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টেরও ঋণ আছে। ঋণ সুদের বৃদ্ধি ঋণ শোধ ও আদায় পরিশোধের [illegible] চিরস্থায়ী ভাবিয়াই যে ঐরূপ করিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইবার নহে। উক্ত গবর্ণমেণ্টের অনভিজ্ঞতায় একটী প্রমাণ পাইবে। গবর্ণমেণ্ট অনভিজ্ঞ, এই কথার কষ্ট। ঋণ আদায় সুদের [illegible] তাহার উদ্ধার হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া যে কুবেরের শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং প্রজার কষ্টের কারণ হন, ইহা কোন ক্রমেই অনুযোদনীয় নহে। গবর্ণমেণ্টের মূলধন ঋণ-গ্রহণেই বাড়ে, ঋণ পরিশোধে যায় নহে। আমাদিগের প্রলোভন অবর্ণনে এমনি পড়িয়া আছে যে "ঁাঁড়ি বালিশ" ভরা ছাইয়ের কাটনা কাটিয়া কাটিয়া ক্রমে আমাদিগের অঙ্গে প্রহার করে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ক্ষণ ঐ ভাবটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমাদিগের [illegible] সে ধারণা [illegible]

এখন আমাদিগের বক্তব্য, এমন হিতার্থে ঋণগ্রহণের [illegible] কর্ত্তব্য। প্রথমে, কারণ [illegible] ঋণ করিয়া ফেলে আমিত্ব [illegible] দিবে; আর যেন ঋণ করিয়া [illegible] কাল [illegible]

[illegible] ক্ষণই অমুভূত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে [illegible]

ক্ষণের তুল্য বিপত্তি আর নাই। ক্ষণে নিয়ম ছিল, অবমর্দ্দ ক্ষণ পরিশোধে অবমর্দ্দ পাইলে উত্তমর্দ্দ স্বয়ং তাহাকে ধরিয়া লইয়া চালান করিয়া রাখিত। তজ্জন্য অবমর্দ্দকে বহু কারণের মুখাপেক্ষা হইত। সময় ও সময়ে এরূপ ঘটিয়াও হইত; একব্যক্তি পাঁচ জনের নিকটে ঋণ করিলে মহাজনেরা আসিয়া কাড়াকাড়ি টানাটানি করিয়া লইত। এখন সেরূপ বৃত্তান্ত নাই বটে কিন্তু যে ঋণীলোক যে মহাজনের ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, তাহা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষিত হইতে হয়। ঋণগ্রাহীর ঘোষণাপত্রিত অর্থ তৎক্ষণে শোধ করিবার যো নাই। উত্তমর্দ্দ নালিস করিয়া তাহার অর্থ আদায় করিতে হয়। ঋণ মহাজনের হাতে যাইলে আসে দুরি পরিমাণে দুর্দ্দীয় (সুদ) রূপ সন্তান প্রসব করে। কিন্তু অভিধানের সুদ অর্থে তাহার পরিশোধ করা দ্বারা অবমর্দ্দকে অবসন্ন হইতে হয়। সুতরাং তাহার পরিবর্দ্ধনকে ঈশ্বর সুখ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে ঋণের রূপান্তর পরিণামে এইরূপ ভয়াবহ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সভ্য জগতে তাহা নাদৃত নহে। আজি কালি, ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য সমাজের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিরা বিবেচিত হইয়া থাকে। সভ্যগবর্ণমেণ্ট বলের ঋণের কথা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া যায়। গ্রেটব্রিটেনের ঋণ ৩৩৬১৫ ১৯০০০ টাকা, যাহার বার্ষিক সুদ ২৬৮৩০০০০০ টাকা। ফ্রান্সের ঋণ ৭৪৮৭১০০৮২০ টাকা, ইহার সুদ ১৭১৬৭৫৭১০ টাকা। পিসিয়ার ঋণ ১৪৫০০০ ০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ১৭১০৮৮ ০ টাকা। রুসের ঋণ ২৯ ৪৭৮০০ টাকা, ইহার বার্ষিক সুদ ৩৫২১২ টাকা। অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট ও [illegible]

[illegible] ঋণে ১৯৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ ছিল, ১৮৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ হইয়াছে। ঐ ১৯৭২ সালে [illegible] টাকা ঋণ ছিল, ১৮৭২ সালে [illegible] টাকা হইয়াছে।

এইরূপ অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টেরও ঋণ আছে। ঋণ সুদের বৃদ্ধি ঋণ শোধ ও আদায় পরিশোধের [illegible] চিরস্থায়ী ভাবিয়াই যে ঐরূপ করিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইবার নহে। উক্ত গবর্ণমেণ্টের অনভিজ্ঞতায় একটী প্রমাণ পাইবে। গবর্ণমেণ্ট অনভিজ্ঞ, এই কথার কষ্ট। ঋণ আদায় সুদের [illegible] তাহার উদ্ধার হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া যে কুবেরের শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং প্রজার কষ্টের কারণ হন, ইহা কোন ক্রমেই অনুযোদনীয় নহে। গবর্ণমেণ্টের মূলধন ঋণ-গ্রহণেই বাড়ে, ঋণ পরিশোধে যায় নহে। আমাদিগের প্রলোভন অবর্ণনে এমনি পড়িয়া আছে যে "ঁাঁড়ি বালিশ" ভরা ছাইয়ের কাটনা কাটিয়া কাটিয়া ক্রমে আমাদিগের অঙ্গে প্রহার করে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ক্ষণ ঐ ভাবটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমাদিগের [illegible] সে ধারণা [illegible]

এখন আমাদিগের বক্তব্য, এমন হিতার্থে ঋণগ্রহণের [illegible] কর্ত্তব্য। প্রথমে, কারণ [illegible] ঋণ করিয়া ফেলে আমিত্ব [illegible] দিবে; আর যেন ঋণ করিয়া [illegible] কাল [illegible]

ধারেরা প্রজার নিকটে যেরূপ চাহিয়া করেন, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ করিতে পারিবেন না। যাহাদিগের বার্ষিক আয় হাজার টাকার অধিক, তাহাদিগের নিকট হইতে ৩ বৎসর অন্তর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে ইনকম টাক্স গ্রহণ করুন। ঋণ পরিশোধ হইলে তাহার পর বন্ধ করিয়া দিবেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, পাঠকগণ এ প্রস্তাব টী শুনিয়া বোধ বিরক্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন ঋণ পরিশোধ হইলে ইনকম টাক্স বৃক্ষের মূল চিরকালের মত উন্মূলিত হইবে।

—•—

কে অধিক অপরাধী?

সম্প্রতি কতকদিন সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তারকেশ্বরের মহান্তকে লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছেন। সম্পাদকদিগের মস্তকের উপরে যেরূপ কোপ বোধ হয় যেন তাঁহার বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বধের ব্যবস্থা দেন। যাবতীয় দোষই মহান্তের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সকলে তাঁহাকেই সমুদায় দোষের মূল বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু আমরা এমত মত দিতে পারি না। পাঠকগণ আমাদিগের এ লেখাতে এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা মহান্তের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা বলি মহান্ত যত দোষী হন, হত স্ত্রীর পিতা মাতাই যত দোষে দোষী। পাঠকগণ গল্পটী শুনুন, আপনারা কাহাকে অধিক দোষী বলেন দেখি।

ঘটনার মূল বৃত্তান্তটী এই:— নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ঘোলো নামক গ্রামে বিবাহ করেন। ইনি কলিকাতায় মিলিটরি অফিসে চাকুরী করেন। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী এবং যুবতী। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করে বাটীতে এমন কোন অভিভাবক নাই বলিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়েই রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে তথায় যাইতেন। লোকের মুখে স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত নানা কথা শুনিয়া সন্দেহ হওয়াতে তাহার সত্যাসত্য নিরূপণার্থ অকস্মাৎ একদা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন স্ত্রীর পীড়া হওয়াতে তাঁহার শাশুড়ী সঙ্গে করিয়া তারকেশ্বরের মহান্তের নিকটে ঔষধ আনিতে গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, মহান্ত ঔষধ দিবেন, তাহাতে আবার রাত্রিকাল, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দৌড়াদৌড়ি তারকেশ্বরের মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তথায় গিয়া কি হইবে? তারকেশ্বর যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যায়, মহান্ত নিজে যাহাকে ঔষধ দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যাইবে কেন। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে এক ব্যক্তির নিকটে জানিলেন, মহান্ত তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী ইহার মূল, উহারা অর্থলোভে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বশুরকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। পর ক্ষণেই তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী বাটীতে আইল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়া বলিল, তাহার অপরাধ নাই, পিতা মাতা তাহাকে লওয়াইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছে। নবীনচন্দ্র ইহা শুনিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দুরাত্মা পিতা মাতা অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয় দেখিয়া এ বিষয় মহান্তের গোচর করিল। মহান্ত বলিলেন, যখন পাল্‌কী করিয়া লইয়া যাইবে তিনি আপনার লোক জন দ্বারা পথ হইতে ইহাকে ছিনাইয়া লইয়া বাটীতে রাখিবেন। এবিষয় নবীনের অবিদিত রহিল না। তিনি মহান্তের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, পিতামাতা বিপক্ষ, মহান্তের ভয়ে প্রতিবেশীরাও তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না। মহান্ত, ধনী ও প্রবল, তথায় তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, এমন অবস্থায় স্ত্রীকে মহান্তের হস্ত হইতে রক্ষা করা সুসাধ্য নয়। যখন তিন স্ত্রীর উদ্ধার সাধনে একেবারে নিরাশ হইলেন, তখন একটী ভয়ানক কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি চলচ্চিত্ত স্ত্রীকে একটী গূঢ় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সে যেমন অন্যমনা হইয়া সেই কার্য্য করিতেছে, নবীন সেই সময়ে একখানি অস্ত্র লইয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন আঘাতেই নরাধম মহান্তের ইহলীলা চরিতার্থতার সহিত পাপাত্মা পিতা মাতার অর্থোপার্জ্জনের সহিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীর জীবনের শেষ হইল!!! হত্যা করিয়াই হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "শীঘ্র আমাকে ফাঁসী দিন পৃথিবী আমার পক্ষে অরণ্যবৎ বোধ হইতেছে, পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।" কি দুঃখের বিষয়!!!

আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, আমরা পূর্ব্বে এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। এদেশে সুবুদ্ধির অভাব নাই। সুবুদ্ধিরা প্রায় এইরূপ গল্প রচনা করিয়া থাকেন। এ গল্পটীও সেই সুবুদ্ধি রচনা কি না আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। সন্দেহ হইবার অনেকগুলি কারণ ঘটি

যাহে। আমরা তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি, মহাত্মা [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] ও তাহার উপরে মানবের কোন হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা নাই। কেন যে যত্ন করি, তাঁহারা কহিবেন, আমরা 'চেষ্টা' দ্বারা ও [illegible] 'অদৃষ্টের' কার্য্য [illegible] ও [illegible] এরূপও নহে। প্রথম, তাহা [illegible] ও স্ত্রীকে অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করে। দ্বিতীয়, মহীন যখন উহাকে ত্যাগ করিতে আসিবার চেষ্টা পায়, তাহা প্রতিরোধকল্পে [illegible] করে। যাহারা [illegible] দোষী, তাহাদিগের উপরে কোন [illegible] ন্যায়ানুগত হয়। তাহাদিগকে [illegible] করিবার চেষ্টা করিলেই সমধিক সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া মহীন স্ত্রীকে হত্যা করিল। এ কথায় বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়। বোধ করা পশ্চাতী যেন সত্য, এরূপ বিষয়ে অধিক দোষী কে তাহার নির্ণয় আবশ্যক। [illegible] মহাত্মকে অধিক দোষী বলেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, মহাত্ম শব্দের অর্থ মহৎ লোক, তাঁহারা নিষেধের বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বিবাহ করেন না, স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের পরস্ত্রী গমন অধিক-[illegible] দোষাবহ। যাঁহাদিগের সংস্কার এই প্রকার, তাঁহারা অবশ্য সন্দেহ নাই। [illegible] কথা এখন [illegible] মানুষ [illegible]। যাহাতে মানুষের মানুষ [illegible] করে, এই মহৎ [illegible] নাই, তাহার বাস্তবিক [illegible] সন্দেহ কি? [illegible]

ইহা সকল ইন্দ্রিয়ের [illegible] দিগের ঐ সকল [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] নিষেধের যে [illegible] অভিপ্রেত নহে। [illegible] যে ব্যক্তিবিশেষের [illegible] সকল ব্যক্তিরই [illegible] বলবতর চাইপুই [illegible] রূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। আমুষঙ্গিক ব্যক্তিবিশেষের নিয়োজিত হইবার কোন [illegible] সম্ভাবনা নাই। তদ্ব্যতিরেকে নিয়োজিত নিষেধটী অধিকতর মনোযোগী হইয়া থাকে। একে দুর্বল মর্ম্মে আঘাত পূর্ণ মাত্রায় সেবী তেজস্বী, তাহাতে স্ত্রী নাই। [illegible] ব্যক্তির ইন্দ্রিয় [illegible] হয়, মনুষ্যের সাধ্য [illegible] অসম্ভাবিত হয় না। একজন কবি [illegible] গাহিয়াছেন।

বিধা মন্ত্রণাশব প্রভৃতিরোধে [illegible] পূর্ণাশনাভেদাদি [illegible] মুলনিতং মুক্তেব মোহ [illegible]। [illegible] সহজং প্রবোধযিষ্যতঃ যে [illegible] [illegible] তত্ত্বোপদেশাদপি।

বিধাবিত্ত পরাজয় [illegible] যে সকল ব্যক্তি [illegible] করিতেন, তাঁহারাও [illegible] বর্ণন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। আর [illegible] যাহারা [illegible] যদি [illegible] তাহারা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রথম খণ্ড ১) প্রাচীন বচন এই "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যাঁহার কীর্ত্তি থাকে তিনি চিরজীবিত থাকেন। যাঁহারা রামমোহন রায় কৃত বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ গুলি প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদিগের কেবল যে তাহা রামমোহন রায়কে জীবিত করিয়া রাখা হইতেছে এরূপ নহে জগতেরও মহোপকার সাধন করা হইতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ দ্বারা তদানীন্তন সমাজের অবস্থা, তাঁহার অবস্থা এবং গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। ঐ গ্রন্থাবলি প্রচারিত হইলে আর এই এক টী বিশেষ লাভ হইবে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। যে সকল ব্যক্তি এক একটী বিশেষ গুণ দ্বারা জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া যান, গুণজ্ঞ ব্যক্তি দিগের মন তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাদিগের আকার প্রকার কিরূপ ছিল তাঁহাদিগের কি কি গুণ ছিল ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে। এই মনোরথ পূর্ণ করিবার দুটী উপায় আছে। এক চিত্র অপর গ্রন্থ। যে গ্রন্থখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সহজে তাহা পাঠ করিয়া আমরা এই কয়টী বিষয়ের পরিচয় পাইলাম। প্রথম সমাজের অনুন্নত অবস্থা। রামমোহন রায় নিজ গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়াছেন এক্ষণকার দিনে সে গুলি বালকবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়, তাঁহার দীনাবস্থা। তাঁহার লিখিত এই খানি পাঠ করিয়া যেরূপ হইল তাহা সহজে যেন মুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর কিছু দিন অতীত হইলে লোকে যখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ গুলি পাঠ করিবেন, তখন উহার অর্থবোধ করা দুষ্কর হইবে। এক বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ জন্মিতেছে। রামমোহন রায়কে অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া আমাদিগের ধারণা ছিল। কিন্তু আমাদিগের হস্তগত গ্রন্থখানি তাহার বিপরীত করিয়া দিতেছে। তিনি

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ইহা প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

গ্রন্থের অনেক স্থলেই বিষয়টিকে স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের সন্দেহ এই, ভাষার দুরূহতাই কি কেবল ইহার এক মাত্র কারণ? এতন্মধ্যে নূতনও কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা (২)। আজিও ওলাউঠার নিদান নির্ণীত হয় নাই, প্রকৃত ঔষধও আবিষ্কৃত হয় নাই। যদুনাথ বাবু কহিতেছেন এই গ্রন্থ যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল "এই প্রণালী অবলম্বন করিলে এক শত রোগীর মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্থলে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।" ৮০ জন বাঁচে কি একজন বাঁচে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বিষম ঘরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী (৩) গ্রন্থের নামই প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে। গ্রন্থকার ঘরে ঘরে কুইনাইন মহোপকারক। এলোপ্যাথের চোখে উহার উপকারিতা ব্যাহত হয়। সেই প্রণালীর শিক্ষাদানার্থই এই গ্রন্থ খানি বিরচিত হইয়াছে।

ঋজুপদ ব্যাকরণ গ্রন্থ (৪)। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং গ্রন্থ পাঠে কি উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে, তাহা সহজে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমরা গ্রন্থকারের লিখিত বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তৃতীয়ভাগ ঋজুপাঠে যত শব্দ আছে তাহার কোন্‌টী কোন ধাতুর কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, কহ ৫ ে সিদ্ধ ও অর্থই বা কি এবং সেই সমস্ত মূল ধাতুর ও তদ্ভিন্ন ঐ পুস্তকে যত ক্রিয়া পদ আছে, সেই সকল ধাতুর কোনটীর কি গণ, কোথায় কি অর্থ এবং সট ও মুডের এক বচনে কাহার কি পদ হয়, তৎসমুদয় যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন

(২) ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য চিকিৎসাপ্রকাশযন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ।৵০ আনা।

(৩) এখানিও যদুনাথ বাবুর প্রণীত।

(৪) হরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত কলিকাতা অপার সরকিউলার রোড ১১৫ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা।

কোন ধাতুর মূট ও মূটের প্রথম পুরুষের একবচনে ও নিষ্ঠা প্রত্যয়ে কি পদ হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানির দুইটী ভাগ করা গিয়াছে। প্রথমটী শব্দ প্রকরণ, দ্বিতীয়টী ধাতু প্রকরণ। প্রথম ভাগটী বিভক্ত্যন্তপদাদি পরিচ্ছেদক্রমে, দ্বিতীয় ধাতু প্রকরণটী অকারাদি বর্ণক্রমে লিখিত হইয়াছে। তাদৃশ বর্ণক্রমে লিখিবার পরিশ্রম স্বীকারের উদ্দেশ্য এই যে ঐ প্রকরণটী কেবল এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীরই না হইয়া এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগেরও কার্য্যোপযোগী হইবে। অনুপদটে যত ধাতু পাওয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রচলিত ধাতু অল্প মাত্রই আছে, অতএব ইহাতে সমুদায় প্রচলিত ধাতুগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে শকট সিংহ চমার সিংহাসন লইয়া যে আপত্তি করেন, তাহাতে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কপাল ভাঙ্গিলে গড়া ভার।

পঞ্জাবের হাইকোর্টের বারিষ্টরেরা গত সপ্তাহে এক সভা করিয়া প্রস্তাব করেন, যাহাতে মকদ্দমার খরচা নিরোগের রীতি উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার বারিষ্টারদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত।

পিরবিরের সীমাস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একজন মৌলবী এই জনরব তুলিয়া দেয়, আমীর সিয়াহ আলী খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা পায়। আমীর এ বিষয় জানিতে পারিয়া মৌলবী সাহেবকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন। মৌলবীর কর্ত্তব্য জ্ঞানটী বড় পাকা।

গত পূর্ব্ব শনিবার পুরাতে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। গণেশখণ্ডস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসের লৌহময় ছাদের এবং প্রধানতম সেনাপতির বাঙ্গলার ছাদের কিয়দংশ

উড়িয়া গিয়াছে। গাছের সব ফুল ঝরিয়া গিয়াছে। [illegible] বিকম প্রকাশ করিতেছে।

[illegible] সাহেব [illegible] করার [illegible] এবং কর্ণেল টাকা উঠিয়া লন। এই অপরাধে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিয়া ছিল তাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছেন, আর তাঁহার বিচার পাইবার আশা নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইল।

সম্প্রতি সমরক্ষেত্রে আবদুল রহমান খাঁ নামক কর্ণীগণদিগের বিরাগ হইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমানের বাটীর পার্শ্বে [illegible] একটী মসজিদ আছে। কর্ণীরেরা [illegible] আসিয়া মুরগা পান করে। ইহাতে সেই মসজিদের ভক্তাধিগণের সহিত কর্ণীদিগের [illegible] হয়। ইহাতে তাহাদিগের দুইজন [illegible] কর্ণীদিগের ২। ৩ জন হত হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে আবদুল রহমান খাঁ ও তাঁর পুত্রের সহিত কাবুল হইয়াছেন। কর্ণীদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়া উক্ত ফল ফলিল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অবগত হইতেছি আমাদিগের রাজকন্যা প্রিন্সেস এলিসবেথ বোর্ড পুত্র আবদু খাঁর প্রাসাদের জানালা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

পরন্তু নদীর উপর সেতু হইতেছিল, উহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, গত সোমবার অবধি ঐ সেতুর উপর দিয়া গাড়ি চলিতেছে।

গত বুধবার বাদেলোনাতে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ম্যাঞ্চেষ্টার সিটিজেন সিবিলিয়ান জন ব্রেন্ট সাহেব মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। ব্রেন্ট সাহেব ১৮৩৮ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ৪১ বৎসরের অধিক কাল সিবিলিয়ান প্রধানের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায় ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষে ভাল বাসেন না।

আমেরাবাদীর ডেপুটি কালেক্টরের [illegible] হইয়াছিল, [illegible] [illegible] [illegible]

৫০০০ তেপুটী কবিশনর রামচন্দ্র রাওকে ২০০০ মাস্ত্রাজী চিকনমটেরল এবং ইনস্পেক্টর দিগের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারিদিগের এরূপে উৎসাহ বর্দ্ধনে অনেক কাজ হয়।

গত ২৮ এ মে মীরটে পল্টন দেখা দিয়াছিল।

কলম্বোতে যে গবর্ণমেণ্ট হাউস ছিল, সেটী ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে একটী হোটেল করা হইবে এবং আর একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণ করা হইবে। পবলিক পয়ার্ক কর্ম্মচারিদিগের ভাগ্য বলেই এরূপ ভাঙ্গা গড়া হয়।

কিছুদিন হইল মাস্ত্রাজের একজন সেরিফ ব্রিস্ল সাহিব আর এক জাতুগ্রকে রবিবার গ্রেপ্তার করেন। রবিবার গ্রেপ্তার করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্ত করেন। তিনি এক্ষণে সেরিফের নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছেন। সরিফের বুদ্ধি বাইবলের আজ্ঞাবাক্য লঙ্ঘনের ফল ফলে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ পত্র লেখক আমির সিদার আলি বাঁ তত্রত্য ব্রিটিশ প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া তুর্কি স্থানে অস্ত্রাদি সহ তিন দল অশ্বারোহি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান গবর্নমেণ্ট ওপিনিয়ন সংবাদ পাইয়াছেন, সোয়াডের আমুজের পুত্র হাজি সাহেবের পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। আব্দুল্লা বাঁ গত্র ইংরাজী অস্ত্রাদি দিয়া ইহাদিগের সাহায্য করিতেছেন। এই জাতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। সোয়াডের আমুজ বালাবস্থায় এক মেষপালক ছিলেন। এক্ষণে ইনি আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করেন। ইনি ইংরাজদিগের বড় বিদ্বেষী। তিনুনিয়া আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "গোলা খা ভালা" ইহারও সেই ভাব দেখা যাইতেছে, কিন্তু একবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গোলা কি পদার্থ জানিতে পারিবেন।

কিছুদিবস গত হইল একজন মেমীরের মাসে এক ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তিনি কিছু দিন লুকাইয়া থাকেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইবামাত্র একজন চৌকিদার তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া যায়। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনান সাহেবকে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের নিতান্ত অন্যায়। এই বলিয়া তিনি জামিন লইয়া উহাকে মুক্ত করিয়াছেন। ধরা না দিলে ধরিবার পুলিসের ক্ষমতা নাই।

২৪ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "অতীব দুঃখের সহিত অদ্য আপনাকে ও পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে অত্রত্য সবডিবিসনল জজ বাবু প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার প্রাতে সাংঘাতিক বহুমূত্র পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই।

অনেক গুলি কারণে ইঁহার মৃত্যু আমাদের দুঃসহ শোকের বিষয় হইয়াছে। ইহার বয়স একচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু বলিতে হইবে। প্যারী বাবু অতিথীর স্বভাব বুদ্ধিমান ও সাধুশীল লোক ছিলেন, সরকারী কার্য্য অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ও সদিবেচনার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার সদ্ব্যবহারে অর্থী প্রত্যর্থী উকীল আমলা সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহার পরিশ্রমের বিষয় এই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে তিনি ১০ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বিচারাসনে বসিয়া কার্য্য করিতেন, দুই মিনিটের নিমিত্তও শ্রান্তি দূর করণার্থ আসন পরিত্যাগ করিতেন না। এক্ষণে সকলে অনুমান করিতেছেন, এই অপরিমিত পরিশ্রম প্রযুক্তই এত অল্পবয়সে ও সহসা ইঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল।

আমিলায় ইহাঁর এক তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইবার উপযুক্ত হইতে আর ১৩।১৪ দিন মাত্র বাকী ছিল। কি দুর্ভাগ্য!! সমস্তজীবন গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহার ফলভোগের সময় একবারে সমূলে রহিত হইতে হইল। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে ব্যক্তি তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ শক্ত্যতীত পরিশ্রম করিয়া অমূল্য জীবন রত্ন হারাইলেন, তাঁহার শোককাতরা বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন বালকদিগের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু কিছু বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া উদার ও বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করুন।"

এ সপ্তাহে "বিজ্ঞান বিকাশ" নামে এক খানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি খড়দহ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে রাজকীয় সাহিত্যসংক্রান্ত প্রকাশ এবং সংবাদাদি লিখিত হইবে। মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষাতেও দুই একটী বিষয় লিখিত হইবে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে, স্থায়ী হইলে এখানি মন্দ হইবে না। কিন্তু সংবাদ পত্রের যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে স্থায়িতার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ।

২৫ এ চৈত্র শুক্রবার।

আমিরার এলাউঠা সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপে গমন করিতেছে। এসিয়ার স্থানে স্থানে এই পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। আজি কালি বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে কোন এক পীড়া যে এক স্থানেই থাকিবে সে সম্ভাবনা অল্প।

দিল্লী গেজেট জন্মরবে লিখিয়াছেন, আমীর সিরার আলী মিত্র ভাবে যে গোলযোগ হইতেছে তাহার নিমিত্ত বিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতক গুলি সৈন্য চাহিয়াছেন। এই শীতকালে পেশোয়ার হইতে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্পাদক এ জন্মরবের সত্যাসত্যের বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় ঐ সময় পেশোয়ারস্থ সৈন্য গণের মধ্যে কাজ অ[illegible] উপস্থিত হইবে। কি কাজ?

২৬ এ চৈত্র, শনিবার।

দালাপর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে শস্যবিষ্ঠার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সম্প্রতি দাহোরে একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অধিক্রেন্ সকল দ্বারা আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়, প্রথমে ব্যবহারী ঔষধাদি প্রয়োগ এবং পরে ক্রিম খাদ্য [illegible] তাহাকে সচান হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট স্ত্রীলোকটীর ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, টাকা দিতে না পারিলে ৪ মাস কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। আত্মহত্যা মহাপাপ সকল সমাজেই ইহা স্বীকার করে।

ইংলিসম্যান বলেন, গত সপ্তাহে অযোধ্যার যখন ঝড় হইতেছিল সেই সময় বড়বাকি ষ্টেষণে এঞ্জিনের লপেক্ষায় একখানি ট্রেণ দাঁড়াইয়াছিল। বাতাস এত প্রবল বেগে বহিয়াছিল যে গাড়ি খানিকে একেবারে মাল হাউস ষ্টেষণে ঠেলিয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ কোন হুর্ঘটনা ঘটে নাই। সন্ধ্যার ট্রেণ যে বেগে যায়, তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বেগে গিয়াছিল। বোধ হয় পবন দেব দেখাইলেন যে তাহার সাহায্য না করিলেও তিনি একাকী গাড়ি চালাইতে পারেন।

নিম্নলিখিত মুদ্রা গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রীত হইতেছে।

৪	টাকা	সিক্কা	১০২৸৵—১০৩৲
৪	"	কোং	১০৩৲০—১০৩৲০
৪৷৷	"	"	১০৩৸০—[illegible]
৪৷৷	"	"	১০৩৲০—১০৩৸৵
৪৷৷	"	"	১০৩৷৵—১০৩৸০
৪৷৷	"	"	১১০৸৵—১১০৸৵

বঙ্গদেশ বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

স্থানাধিকারী

নিয়োগ।

২ জন, ৪ সহকারী বিচারক।

২৮ এ মে। শ্রীযুক্ত ব, এস ষ্টাক সাহেব বিচারের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রথমশ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সিফ মুন্সবিদেরকেই হইবেন

[illegible]

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এস, এক হাওলে সাহেব কিছুদিনের জন্য পুর সেণ্টাল জেলের ভার পাইবেন। ডাক্তার আর জি, মাথিউ সাহেব ঐ [illegible] ভার পাইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সব [illegible] মিষ্টার [illegible] কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

২৯এ মে। ডাক্তার জি, ব্রিষ্টিক পার্কের সিলেক্ট ডিষ্ট্রিক্ট ও সব-অর্ডিনেট সার্জন হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব-আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু কুমার চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য হুগলীর জনস্থ চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন [illegible] বাবু মেডিকাল কলেজে [illegible] প্রথম সার্জনের ওয়ার্ডের [illegible] দেখা।

শ্রীযুক্ত [illegible], সি, ডেভিস কিছুদিনের জন্য হাজারিবাগের সিভিল সুপিরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এচ, গ্রাহিলাড সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেল কালেক্টর হইলেন এবং, ১৮৫৮ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতার পরমর্ণদাতৃ [illegible] নীয় (assistant to the [illegible]) সাহেবের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। ইনি ১৮৫৮ অব্দের ২১ আইনের ৫৬ ধারানুসারে কলিকাতা ২৪ পরগণা জুরিদিগের তালিকা প্রস্তুত করিবার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, ই মাকলিয়ড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রেসিডেন্সি জজ হইলেন।

ডাক্তার ই, জে, ওয়ার সাহেব পুরুষের [illegible] সিবিল সার্জন হইয়াছেন।

৩১ এ মে। শ্রীযুক্ত এ, জি উইলসন সাহেব হাজারিবাগের আসুবাহাদুর সব জেলিয়া হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিনোদানন্দ মুখোপাধ্যায় (যিনি সম্প্রতি পাইয়াছেন) কিছুদিনের জন্য বিহার বিভাগে বেরিয়ার পাইলেন।

২রা জুন। সিভিলের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, ব্রবাম সাহেব মজঃফরপুরের [illegible] হইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, ওক্স, কারেন্ট সেক্রেটরিয়েটের [illegible] সেক্রেটরি সাহেবের [illegible] হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এফ ইডেন সাহেব কলেক্টরের সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং হইলেন।

৩ রা জুন। সহকারী সার্জন [illegible] হুগলীর বিভাগের জন্য [illegible] আসিষ্টাণ্ট সার্জন হইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, ই এডেন সাহেব বিহারিদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] [illegible] অতিরিক্ত জজ হইলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible]

বাবু প্রবোধচন্দ্র বসু তৃতীয় শ্রেণীতে কলিকাতার একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণলাল দে কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাঁতনের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২রা জুন। বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রাণীগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এ মাকেঞ্জি।
বঙ্গেশ্বরীয় গবর্ণমেণ্টের
মুন্সিয়ার সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ মে। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৭৭০ ০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ফ্রান্সের রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জর্ম্মনি তাহা নিরপেক্ষ ভাবে দর্শন করিতেছেন।

জেনরল এডওয়ার্ড পালি বক্সির মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৩১ এ মে। জর্ম্মনির কর পরিশোধার্থ ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অগ্রিম দিতে চাহিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ মে। রুসীয় সম্রাট বিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

বোইমে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ফরাসী দূতগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। বোইমের অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ ডলর মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় সভা বেতন বৃদ্ধি পুনঃ নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা জুন। পারস্যের সাহকে মারিবে অভিলষে সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ২ রা জুন। লেজিটিমিষ্ট এবং বোনাপার্টিষ্ট দলের একতা সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২ রা জুন। তুর্ক স্থানের সেনাদল বিদ্রোহ সহ যে শিবির স্থাপন করিয়াছে।

রুসীয় সম্রাট বিয়েনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি তথায় যথোচিত সম্মান পাইয়াছেন।

মাদ্রিদ ২ রা জুন। কিউবাতে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জুন অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ৭৩০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

পারিস ৩ রা জুন। মর্সিলস ম্যাকমেহন প্রিন্স নেপোলিয়নকে কালে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২ রা জুন। মদন যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। কাষ্টেন জাকে এবং তাহার সহচরগণ বন্দীকৃত হইয়াছেন।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মফস্বলে এখানে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়াতে তন্দ্বারা দুই এক জন আক্রান্ত হইতেছেন।

২। খাগিয়াতা গ্রামস্থিত ৺ভূতনাথ শিবের মস্তকে একটী বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কষ্টি পাথর দ্বারা কোন ধাতু ঘর্ষণ করিলে যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ একটী ঈষৎ দাগ হইয়াছিল। কিন্তু শিবের অঙ্গাদির কোন হানি হয় নাই। ইহা বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির কারণ হইবে সন্দেহ নাই।

৩। দুশ্চরিত্রা হিন্দু বিধবারা স্বামি কার হইতে চ্যুত হইবে না, হাইকোর্টের হিন্দু আইন ও যুক্তিবিরুদ্ধ এই আদেশের বিপক্ষে প্রিবি কাউন্সিলে যে আপীল হইতেছে, তাঁহার সাহায্যের জন্য আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর ছয় শত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল।

৪। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের পোষ্ট আফিসে রেজিষ্টরিকৃত কয়েকখানি মোট অপহৃত হওয়াতে পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এ, মহোদয়কে ডিপ্রেডের সহিত দুই মাস সম্পেও, বাবু ক্লার্ককে বীরভূমে বদলি, ডিস্‌পাচিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীনারায়ণ সিংহকে ছুড়ি টাকা জরিমানা সহিত ডিসমিস এবং কমল নামক পিয়নের বেতন হ্রাস হইয়া বাঁকুড়ায় ও যদু পিয়নকে অন্যত্র বদলী করিবার আদেশ করিয়াছেন।

৫। পাথরঘাটা নিবাসী উদ্ভবকেশ নামক একজন আপীর তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া আপত্তি করে যে উদ্ভবকেশের সহোদরা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা উহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিব না। ইহাতে উদ্ভবকেশের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং উক্ত ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করে, অবশেষে তাহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া আপনার অপর একটী ভগিনীকে স্ত্রীকে একটী পুত্রকে ও গিমেন্সী এই চারিটীকে ইহার সকলেই এই নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিল এই সন্দেহ করিয়া হত্যা করাতে অদ্য বেলা ॥ ঘটিকার সময়ে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৬। আমরা অত্রত্য শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুবিচার দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু, সুবিচারক ও পরিশ্রমী এবং প্রত্যহ ২০।২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রীতিমতরূপে গ্রহণ করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ প্রদান করেন না। ইনি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর সুখ্যাতির সহিত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কৃত বিচারে পরাজিত ব্যক্তিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে এবং হাইকোর্টও ইহার সুবিচারকতার বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, কি কারণে যে ইহাঁর পদোন্নতি হইতেছে না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না আমাদের হাইকোর্ট ইহার একটি সুবিচার করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

১১ এ চৈত্র,
১২৮০

আমাদিগের দিনাজপুরের সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। কতিপয় দিবস হইল শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনীর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে আমাদিগের প্রস্তাবিত আদর্শ অনুসারে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ভার আমাদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যেরা যে পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে বিবেচনাবিরুদ্ধ হইবে।

বিদ্যালয়ের পুরস্কার তালিকা মুদ্রিত করণের ব্যয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের প্রতিমাসে ১০।১২ টাকা নির্দ্ধারিতরূপে প্রদত্ত হইবে। অতএব কতি সভ্যেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, এই আমাদের উপদেশ হইবে। বালিকা শ্যামমোহিনী এই বেলাটি [illegible] দিনাজপুরবাসিদিগের যে [illegible] বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে [illegible] অপূর্ব্ব বাসনা জন্মিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বেলাটী [illegible] ছিল। শেষ দুই দিন তাহার [illegible] এই আমোদে অত্যন্ত [illegible] সকলেই যোগ দিয়াছিল। [illegible] গুলি অতিশয় সাদরপূর্ব্বক [illegible] করিয়াছিল। বেলাটীর [illegible] সম্পন্ন হওয়াতে কোন সন্দেহ [illegible] সে [illegible] কার্য্য এত বালিকা [illegible] সম্পন্ন হওয়া সহজ নহে। [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] হইবে। [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] বিষয়ে [illegible] করিবেন, তাহা বলিয়া শেষ [illegible]। ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয়ে [illegible]।

...ত্র নাই, বিধবার মৎস্য আহার ও উপ-...পত্তির সহবাস নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য। ...ব্রাহ্মণ অমাংস্য অস্তি মিষ্টান্ন আদিরও দান গ্রহণ করিয়া থাকে, যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ ...ধ্যয়ন তাহারা এক ছত্র গায়ত্রী জানে না। তাহারা স্বয়ং গো মহিষ প্রভৃতি দান করিয়া কন্যা বিবাহ করিয়া থাকে।" পক্ষ পাতের এই জন্যেই ব্রহ্ম পুত্র নদীর পূর্ব্ব পারে গেলেন না স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ...নবধিক ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারস্থ কাম সকল পাণ্ডবর্জ্জিত দেশ বলিয়া বর্ণিত। আর কালি সে দিন নাই। বর্ত্তমান হিন্দু-দিগের পাণ্ডবদিগের মত আপত্তি কলিতে চলিতে পারে না। বিধবাবিবাহ আজি কালি শাস্ত্রসিদ্ধ ও রাজবিধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পবিত্রতা যত আছে, তাহা আপনি বিশেষ জানেন। অতএব পরস্পরের স্বত্বে যাহাতে অপহরণের সম্ভব হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এই সাংসারিক উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার সময় হিন্দুগণ একত্র হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় যোগ দিয়া হিন্দুদিগের নিকট বড় প্রশংসনীয় হইয়াছেন। নীচতা প্রকাশ পাইবে, সভ্যতার নিয়ম লঙ্ঘন হইবে বলিয়া অনেক বড় লোকে এই সকল ব্যাপারে যোগ দেন না। কিন্তু আমাদিগের রিনাজপুরস্থ মহোদয়গণের সেরূপ স্বভাব নহে। সংকীর্ত্তনের সময়ে বাবু দ্বয়ের ভক্তিগত ভক্তি ভাব দর্শনে সকলেই মনে মনে পুলকিত হইয়াছিল। তদবধি তাঁহারা ভবিষ্যতেও এই প্রকার যোগ দান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। উৎসব উপলক্ষে ভূতল সমাজ গৃহে প্রবেশ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন এবং রাধাগোবিন্দ বাবুদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোক থাকিতেও দুর্গা হউক নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারিল না! রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় অল্প দিন হইল সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্যান্য জেলার উকীল মোক্তার ধনী লোকেরা বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া যশস্বী হইতেছেন। তাঁহার পক্ষে কি এই হিন্দু সমাজ গৃহটীও ইষ্টক নির্ম্মিত না করিয়া কাষ্ঠ থাকা উচিত। রাধাগোবিন্দ বাবুর হিন্দু ধর্ম্মে পক্কার অগাধ আস্থা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে হিন্দু সমাজস্থ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে বিশেষ রূপে বলিলেই বোধ হয় তিন ১০। ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী হিন্দু সমাজ বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন।

আমাদিগের খড়দহস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা কি অসহনীয় গ্রীষ্মই ভোগ করিতেছি!! তপন তাপের কি দুর্দ্দম প্রখরতাই সহ্য করিতেছি। বেলা ৮ ঘটিকার পর ঘর বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নে ৮০ ডিগ্রি মধ্যাগগন আশ্রয় করিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে থাকে, মধ্যাহ্নে পথিক মাত্রেই ছায়া অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অপরাহ্ণে ৪টার সময় পশু পক্ষী মানব জীবগণ আহার বিহারাদি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আবাসে মৌনী হইয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন দক্ষিণ বায়ু শরীরে লাগিলে বোধ হয় যেন আমরা "লু" নামক ভয়ঙ্কর বায়ুর অধিকৃত পশ্চিম প্রদেশেই অবস্থান করিতেছি। অদ্যকার (১০ ই চৈত্র ঃ ঃ) উত্তাপ আরো কিছু অধিক বোধ হইতেছে। বেধিতেছি ফারেনহাইটের তাপমান যন্ত্রস্থ পারদ সদা ৯৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। কল্য ৯১ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তাপমানে ৯৮ অঙ্কে পারদ উঠিলে জীবিত জীবের শোণিতের উত্তাপের সহিত বাহ্য তাপের সমতা প্রকাশ পায়। কোন উপায় বিশেষ দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীতল গৃহে যদি যন্ত্রটী স্থাপিত না থাকিত, তাহা হইলে পারদ ৯৮ অঙ্ক অপেক্ষা আরো কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইত। যাহা হউক, চৈত্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হয়, কিন্তু বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত নাই। এতদঞ্চলস্থ সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা ভাগীরথীর গর্ভস্থ হইয়া ঈশ্বর প্রসাদে আমাদিগের কোনরূপ অসুখ অনুভব করিতে হইতেছে না। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্ব দিকে গিয়া বেলুন জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যদি গত মাসের বর্ষণটুকু না হইত, তাহা হইলে আজি কি হইত বলা যায় না।

২। গত ৩১ এ চৈত্রে অম্বুবাচী যোগাদি কুল দেবতা শ্যামসুন্দরের চন্দন যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিগ্রহের যে সমস্ত লীলা এক দিবসে পর্য্যবসিত হয়, এই "পুষ্প দোল" তন্মধ্যে বহু সমারোহসম্পন্ন। দিনত্রয়স্থায়ী রাস যাত্রা ভিন্ন এতাদৃশী জনতা আর কোন পর্ব্বাহেই হয় না। মোটামুটি ধরিলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা কোনক্রমে পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন নহে। যাত্রীদিগের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি অতিরিক্ত ট্রেণের জন্য নিয়মিত ট্রেণ ভিন্ন এক খানি অতিরিক্ত ট্রেণ ও দুই খানি ট্রেণে আরোহিদিগের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ঘাটখোলা হইতে দুইখানি ষ্টীমার গমনাগমন করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা উভয় কোম্পানীই বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছিলেন। আমাদিগের পল্লীস্থ পাঠকবর্গ অনায়াসে মেলায় যে দুই একটী দ্রব্য দেখিয়া থাকেন, এখানেও তাহারা বিরাজ করিয়া থাকে। পথ্য দীর্ঘীর সম্মুখে দিয়া পলায়ন বর্ষাকরগণ দলে দলে যাইতে থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন যজ্ঞোপবীত ধারী ভাটবর্গ প্রথমে কত প্রকার রঙ্গ বিদ্রূপ ও অবশেষে গালাগালি করিতে করিতে মনোরঞ্জন যাত্রিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে। যাহা হউক, মেলাস্থলে ফল পুষ্প ও মৃন্ময় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ই বাহুল্য রূপে হয়।

৩। পাঠকগণ এক দিবস বিবিধ বিষয় মধ্যে পাঠ করিয়াছেন যে এই গ্রামে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ঈদারাতে একটী গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি সেই চিকিৎসালয়টীর জন্য সম্প্রতি

...ধারণ করিয়া অন্যান্য অনেকেরই অনেকটী কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী উত্তম ফল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। [illegible] স্থলেই তাঁহার ব্যবস্থা প্রতিভাত হইয়াছে। এই চিকিৎসাপ্রণালী এ অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছে। আজ ...টি। প্রায় ১৫০ শত রোগী উপস্থিত হইয়া থাকে।

৪। খালের বিষয়ে অন্যান্য কিঞ্চিৎ মনোযোগ বিধান করিলে খালটী ক্রমে পয়ঃ দ্বারা পূর্ণ হইয়া আসিবার সম্ভাবনা। তথাপিও সংক্রামক জ্বরের কোন প্রভাব বিলক্ষণ বিদূরিত হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রামের জল বাহির না হইলে যে পীড়ার উৎপত্তির সংশয় নাই। এই খালটী এ অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালী স্বরূপ। খালটী পূর্ণ হইয়া আসাতে অনেক গ্রামস্থ জল বাহির হইতে পারিতেছে না। সংক্রামক জ্বর এ অঞ্চলে সমুপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট হস্ত তুলিয়া কেবল বিদূরিত করিতে পারিতেছেন না, অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার খালটীর পরোদ্ধার করুন। এই খালটী অনেকস্থলে ক্ষেত্রের জল অপেক্ষা নিম্ন হইয়া আছে। এই প্রস্তাব [illegible] গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, [illegible] গবর্ণমেণ্টের ইহাতে নিতান্ত পক্ষে [illegible] অতি অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে। ...সংস্কার না করিলে সেটী বিলক্ষণ পতিত হইবে। তাহাতে কত [illegible] সংখ্যা হইবে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।

৫। [illegible] পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবাসগণের অনুরোধে কুষ্টকর্ণ [illegible] অনেক ভূমি নিষ্কর দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বাহিনী [illegible] কোম্পানির নামে [illegible] চন্দ্রের পরাধীন কোথাও দেখিতে পাই। প্রায় ৩ বৎসর হইল আমরা [illegible] উপস্থিত অধিবাসীদিগের [illegible] আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে [illegible] হইয়া [illegible] আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এক বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিলেন না। তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ সময় করিয়া এই [illegible] অনুসন্ধান করিয়া [illegible] সকল দিক রক্ষা হয়। বর্ত্তমানে [illegible] দিগের কষ্টের কথা মনে করিলে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়। সেই বর্ষা সর্ব্বত্র। যাহা হউক, এই প্রস্তাবটীর পোষকতা জন্য এবারে কোন বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিব না, এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যথেষ্ট আন্দোলন করা হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের বাইটপুর [illegible] লিখিয়াছেন—

১। [illegible] নিবাসিগণ [illegible] প্রকাশ করিতেছে। [illegible] বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না। [illegible] বসতি হইতেছে না। যাহারা পল্লীগ্রামে বাসিয়াও বিষয়ে [illegible] সন্তান হইতে বুদ্ধি ও [illegible] পারিতেছি না।

২। [illegible] হইতে বাণিজ্যের যে [illegible] বিস্তার, তাহা একণে পর্য্যবসিত হইয়া [illegible] এক্ষণে [illegible] প্রায়। এ সময়ে স্থানে স্থানে [illegible] বাজারটীর [illegible] সন্দেহ নাই।

পথের জল [illegible] শিবালয় [illegible] আছে। [illegible] পথের [illegible] পারিতেছি না।

৩। ইংলণ্ডীয় [illegible] যায়, সেজন্য [illegible] বার!! [illegible] দিয়াছেন। [illegible] বৎসর [illegible] বর্ষের এরূপ [illegible]

[illegible] প্রচুর [illegible] কতকগুলি [illegible] যে [illegible] হয়, [illegible] আমাদিগের [illegible] পাই, [illegible] প্রেরণ করিয়া [illegible] উহাদের [illegible] থাকায়, [illegible] বিষয়ে [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] পাঠাইয়া [illegible] নিষ্কর [illegible] প্রকাশ [illegible] পত্রপাঠে [illegible] তাহাতেই [illegible] করিতেছেন। [illegible] আবশ্যকতা [illegible] না। [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] সাহায্যে [illegible] থাকায়, [illegible] বসতি [illegible] হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible]

মাসের নিমিত্ত বন্ধ হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইন্সপেক্টর গ্রিমলী সাহেবের অনুরোধে স্কুলের দীর্ঘাবকাশ প্রণালী রহিত হওয়াতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।

৬। আদালতসমূহের লিখন প্রণালী নিতান্ত অপকৃষ্ট ও ঘৃণিততাবাপন্ন। ইহাতে যে প্রকার বাঙ্গলা ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাষার একান্ত অগৌরবকর। আমরা নিম্নে একটী মুন্সেফী আদালতের সমনের লেখা যথাবৎ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ। তাহাতেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যে হেতুক বিবাদী তোমাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে। অতএব "অমুক সনের অমুক তারিখ" বেলা দশ ঘণ্টার সময় হাজীর আসিয়া বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত হাজীর থাকিয়া আপন সাক্ষী আদায় করত মচেৎ আইন আমলে আসীবে। আর তোমার খোরাকী দুই আনা পাঠান গেল ইত্যাদি। সম্ভ্রান্তার্হ ব্যক্তিকেও এইরূপ ইতর ভাষায় সমন লেখা হইয়া থাকে। এটী কি আদালতের কলঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের অগৌরব নয়? কাহেল সাহেব ইহাকেই কি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন? আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্রই আদালতের এই পদ্ধোদ্ধার করুন। ভদ্র লোকের প্রতি এরূপ অবমাননা ভাষা প্রযুক্ত হওয়া নিতান্ত অবমাননাকর। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব বিলুপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যদি কোন ব্যক্তি বিপুল পরিশ্রম করিয়া ন্যায়মতে অর্থোপার্জ্জন করে এবং পরিশেষে পাপাত্মা দস্যু কর্ত্তৃক সমস্ত সঞ্চিতার্থ হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনোমধ্যে দারুণ দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় না হয়? আমরাও সেইরূপ একটী গুরুতর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহাশয়ের নিকট এই পত্রিকা খানি প্রেরণ করিলাম। কৃপা করিয়া মহাশয়ের আদ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত এবং ধর্ম্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন।

প্রায় ৭। ৮ মাস হইল তমোলুক ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামে এক খানি ইতিবৃত্ত প্রকটন করিয়া প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে ঐরূপ গ্রন্থ প্রচারণে তিনিই প্রথম উদযোগী। পুস্তক খানি লিখিয়া তিনি অনেক লোককে (সহৃদয় ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন) দেখিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সহৃদয়তার এই ফল হইয়াছে যে যাঁহারা সেই পুস্তক দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত ইতিহাস প্রণয়নের যশের ভাগী আপনি হইবেন মনে মনে সংকল্প করিয়া সেই প্রদর্শিত পুস্তকেরই সমস্ত মর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভাষা বৈষম্য করিয়া রহস্য সন্দর্ভের কোন সংখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নিজের অধর্ম্মাচরণ প্রকাশ ও প্রকৃত গ্রন্থকারের অন্যায়রূপ যশোহরণ করিয়াছেন। একণে নিবেদন যে, সত্য বিষয়ের প্রকাশ অন্যায়কারীর চরিত্র সংশোধন এবং গ্রন্থকর্ত্তার নিরুৎসাহিতার নিবারণার্থ আমাদের এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পরন্তু ঈশানবাবুর প্রতি বক্তব্য এই তিনি যেন দুরাকাঙ্ক্ষের ঈদৃশ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত না হন। তমোলুক ইতিবৃত্ত প্রকটনের জন্য তিনি যে অশেষবিধ পুরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তদ্বিনিময়ে তিনিই যশোভাগী হইবেন। রহস্যসন্দর্ভের প্রকাশিত তমোলুকের ইতিবৃত্ত লেখক কদাচই তাহার অধিকারী হইতে পারেন না।

তমোলুক
১৮ই৩
২৫ এ মে

আপনার সহচর।
শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা
ইত্যাদি।

বর্দ্ধমানের সদর মুন্সেফ
বাবু দ্বারকানাথ মিত্র।

যিনি যেমন কাজের লোক তাঁহার তত সুযশ সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। এই প্রত্যাশাই জগতের উন্নতির মূলীভূত। কামনাশূন্য লোক হইতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই। এতদ্ভাশা পরিহীন নিষ্ফল ব্যক্তি সংসার বহির্ভূত। যদি আমাদের সাধারণ বাসভূমির উন্নতি সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি সাধারণ হইতে সাধারণের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ অসাধ্য হয়, তবে সাধারণের এই প্রত্যাশা ফলবতী করা সর্ব্বসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বাবুর মনোভিলাষ প্রত্যাশাই সর্ব্ব প্রথম আমরা যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির সেই মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ কর্ত্তব্য পরতন্ত্র হইয়া নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই প্রস্তাবের নায়ক স্বরূপে আমরা শিরস্থ ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিলাম। এই মহাত্মা বিচারকার্য্যে আমাদিগকে যে দুঃখ সন্তোষ দান করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিব বলিয়াই এই প্রস্তাবের আরম্ভ করিয়াছি। প্রার্থনা, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত শ্রোতৃগণ আমাদের উক্তিতে ঐক্য মত্যে আনন্দের সহিত উৎসাহবর্দ্ধন করেন। দ্বারিক বাবু অল্প দিন মাত্র মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। "বৃহদ্বৎ জয়তা দিনা" মহাকবির এই অনুপম উপমার ইনি একটী উৎকৃষ্ট উপমেয়। ইঁহার বয়স ও কার্য্যকাল অতি অল্প, কিন্তু অভিজ্ঞতায় যথ র্থই ইনি প্রাচীন হইয়াছেন। বুদ্ধিমত্তা গুণগ্রাহিতা স্মরণ শক্তি ন্যায়পরানুসরণ ব্যবহারশাস্ত্র দুর্নিপুণ্য ক্রিয়াকারিতা সুলেখকতা সরল শকুমতা গাম্ভীর্য্য তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছা সত্য নির্ণয়পটুতা প্রভৃতি যে সকল গুণরাশি সবিচারকের থাকা আবশ্যক তাহার অধিকাংশই এই ব্যক্তিতে আমরা সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর একটী অসাধারণ গুণ ইহাঁতে দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। অনেক বিচারকের রেজিষ্ট পাওয়া যায়, যে কিসে "সালতামামি রিপোর্ট" জাঁকাল হইবে, সেই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিচারের তাৎপর্য্য যাহাউক, রোজ কয়টী মকদ্দমার কয়সালা হইল এই বিষয়েই মনটা

অভিহা থাকে। বর্ষীয়ান সকল কার্যক্ষম পত্র বিশেষরূপে দেখিতে সমর্থ হ'ন না। কিন্তু ইহাঁর সে ক্ষমতাটী বেশ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আদালতের কার্য্যে ইনি সমস্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। সাক্ষ্য ও তদন্তের সারাংশ লইবার সময় ইনি বড়। ঐ সময়ে সাক্ষির প্রতি প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হইলে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহার সাক্ষ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতাও বিলক্ষণ আছে। অনেক স্থলে আমলাদিগের প্রায় সর্ব্বে সর্ব্বা, কর্ত্তা কর্ত্রী বিধাতা, কিন্তু এখানে বড়ো খাটো একটা কাঁটালো, এ বীরচক্ষু। এখানকার কাছারি কি উকীলগণ সকলেই সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত কার্য্য করিতে বাধ্য, কারণ বহি ছাপাইবার যো নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই ইনি মুখেরতলো অতি সুন্দর ব্যক্ত করিতে পারেন।

নাম কিতাব শব্দের অর্থ এতদিন আমাদের বোধ ছিল, ইহা কর্তৃক ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পাই। আমাদের বাস্তবিক অনেক উপকার হইয়াছে। ঐ বইটী না কিনিলে যে আমার একখানা কায় হইবে এমন আশা করি না, তেমনও ঐরূপ উপকারের প্রত্যাশায় এখানা বই কিনি নাই। কিন্তু বইখানা একখানা এমনি ধরণের যে উহা সাক্ষ্য মুন্সেফ প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ও তদন্তে অনেক কার্য্যে প্রবৃত্তি এখন, আর অপরিহার্য্য নয়। আর আমি যে অধিকাংশ ইতরাদি পড়ে তাহা ছাপাইলে আর কাহারও বড় বুদ্ধি খাটিবে না। তার গোটা কতক নমুনা দেখাই।

শব্দ	অর্থ
মোকদ্দমা	আপীলে পূর্ব্ব মোকদ্দমা (অপর) কোর্টে মোকদ্দমা।
মুনসেফী	মুন্সেফের কার্য্যালয়। পুরাতন, প্রাক্তিক্রমে ছুটী। ছুটীর কারণ।
পাকীর্দ্দ	প্রবেশের কর্ম্মপত্র
কাছের সোপর্দ	

মাহিনা	সহরা মুন্সেফ	সদর মুন্সেফ
২৮৭৩	২৮৭৪	২৮৭৫

নদীয়ার মাটী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩ এ মে।

স্থানের নাম	দূরত্ব মাইল	ক্রোশ
মেহেরপুর		১
তথা হইতে অম্বিকাপুর		১
৭ মাইলের মধ্যে	১	১০
অম্বিকাপুর হইতে কয়েমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৫
কয়েমপুর হইতে কাঁচাইয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	
কাঁচাইয়া হইতে মহীয়া		
৪১ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৩ সালের ২ রা জুন কয়েমপুরস্থ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ইঞ্চ

কয়েমপুর ... শ্রীযুক্ত বি, ই, উইল একটি
২ জানুয়ারি ... কিনিয়া বন্দিদিগকে দিয়া
১৮৭৩ ... লোকাল বিষয় [illegible]

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

১৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামি প্রভুনিক্ষিপ্তো বার্দ্ধিষঃ সন্দেশ অনিমক্ষনী ন ক্ষীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৪৪ টাকা

ইং ১৮৭৩। ১৬ ই জুন।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কর্ত্তৃপক্ষ সম্পাদক কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি এক-দিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ব্ব বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহাকে ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। আমরা কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকি হইয়া আছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকি হইয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি সেটের বদল তা লয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, তাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এইঃ—

$\frac{এম}{B}$ ৯২৫৭৮

$\frac{এল}{B}$ ৩৮৫৭৫

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়মানুসারে টারমিনস ৯ ই জুন ১৮৭৩ } ফ্রাঙ্কলিন প্রিষ্টেজ এজেন্ট

—:০:—

জমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ।০ আ না।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া মহিনী পাড়া

—:০:—

" সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

——

বিক্রেয় পুস্তক, সাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১।০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভাষাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২।০
উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯।
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ॥

——

" বিদ্যোদয় " নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল

ণ সংযুক্ত ভাষায় রচিত, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে ছাত্রদের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকশ্রেণী নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

মানেজার
বুনবসিটি আর্গস
শ্রীনবচন্দ্র সরকার
সহকারী রেজিষ্টর

—০—

বুর্দ্ধমান রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ শুক্রবার হইতে বুর্দ্ধমান রেলওয়ে কোম্পানী ইণ্ডিয়াদিগের চিত্তপুরস্থ গঙ্গার ধারবর্ত্তী দিবার টার্মিনসে যাবিতীয় দ্রব্য প্রেরণ ও গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং বিলি করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস অফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ ষ্টেসন
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট

—০—

অবকাশরঞ্জিনী। মাসিক পত্রিকা।

এই প্রিয় নামের সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখানি ডবল ক্রাউন আট পেজি ফর্ম্মায় ছাপা হইবে। প্রতি মাসে ছয়খানি করিয়া বাহির হইবে। সর্ব্বসমেত বিংশতি সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ আনা। এককালীন গ্রাহকদিগকে এককালীন ৷৶৹ আনা মূল্য দিলে ২০ সংখ্যা দিতে হইবে। পত্র প্রচারের সহায়তাকল্পে যিনি গ্রাহকসংগ্রহকারীর নিকট অধিকতর মূল্য সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন

শ্রীত্রিলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর কলেজ,
কলিকাতা।

—০—

নয়নো ছপেয়া।

এই প্রিয় নয়নের কাটিক। কলিকাতা অন্তঃপুর নামক পত্রিকায় কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৸৹ টাকা

শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

ধন্বন্তরি।

ক্যালিকাটা মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়েরক্টোরিস
এবং ডিরেক্টরি
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ঔষধির
তৌলিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি সুন্দর এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার একটি ঔষধালয় আছে। তথায় বিক্রয়ার্থে হালদারপাড়ায় বিশ্বেশ্বর হেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎসঙ্গে অন্যান্য পুস্তক।

১। মুষ্টিযোগেই আরোগ্য বাঙ্গালিদিগের ছুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত ছুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ছুই বৎসর পর্য্যন্ত যে যে নিয়মে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও সাধারণের কতকগুলি শুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাত কেরোসিনের চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কাব্যালঙ্কারচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা, অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা, মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি।

৩। বেরূপ বেরিবেরির সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা দৃষ্টে [illegible] মাত্রিক মূল্য [illegible]

৪। শরীর-পালন [illegible]

৫। ডিজিজ [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

উক্ত ছুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—০—

বাঙ্গালীর বাড়ী বাঙ্গালা পুস্তক, যাহাতে বাড়ী বাছাই, গৃহপরিষ্কার অর্থাৎ ঝাড়ু দেওয়া ঝাড়ুর ভিন্নার্থ, ঝাড়ুর শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞদিগের জন্য) গৃহ, গৃহ ঝাড়ুকাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্ব্বত্র পাইবেন মূল্য ১।০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ষ্ট্রীট
নং ৯১। ১৮৭৯
১লা অগ্রহায়ণ
শ্রীলালমোহন
বিদ্যানিধি

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহার গৃহের নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদিগকে লিখিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।

ফ্লেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী ফেশীর ছাদের টাইল ইট। বেহিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চমৎকার টাইল ইট।

কমার্শিয়াল।

কারবার'ষ্ট্রীট।

খাটীয় মহিষা [illegible] কার্য্যের নির্ম্মিত উপরি উক্ত রোগ করা পাইপ, টাইল এবং অন্যান্য ঠিক প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য করাইয়া করিয়া লইবেন।

ম অলাভ



গঙ্গার ধারে দিতে হ বে। ইংটর মূল্য নমুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ কেরিংগ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি
কলিকাতা

—•—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

এক্ষণে ঢাকা ও গোয়ালন্দের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উক্ত কোম্পানির যে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, তাহা ভিন্ন অন্য ক য় তারিখ অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ , সে পর্য্যন্ত কেবল তৃতীয় শ্রেণীর দেশীয় আরোহিদিগের জন্য এই উভয় স্থানের মধ্যে আর একখানি ষ্টীমার নিম্নলিখিতরূপে যাতায়াত করিবে। এই ষ্টীমার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবা-ভাগে গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিবে এবং প্রত্যাগমন কালে সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার দিবা ভাগে ঢাকা হইতে যাত্রা করিবে, কেবল তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী ও গাটরী লইয়া যাওয়া হইবে।

গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবসে আরোহিদিগকে প্রাট্‌ফরম অথবা অ্যাকাডাম ট্রেণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে হইবে।

এজেন্টস আফিস শিয়ালদহ
১২ ই জুন ১৮৭৩ } ফ্রান্সিস হেষ্টেল এজেন্ট

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

ইংলণ্ড হইতে বঙ্গল ডাক্তর কর্ক সাহেবের উপরে এই আদেশ আসিয়াছে, সর বার্টল ফ্রিয়ার যে সন্ধি পত্র উপস্থিত করেন, জানজিবারের সুলতানকে তাহাতে অবিলম্বে যেন স্বাক্ষর করান হয়। যদি তিনি স্বাক্ষর না করেন, জানজিবার দ্বীপ অবরোধ করা হইবে এবং দাস ব্যবসায় বিষয়ক যে আইন আছে, তাহা বলবৎ করা হইবে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই দাস রাখিবার রীতি ছিল। গ্রীস দেশের কথা প্রসিদ্ধ। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধ বন্দী হইত, রোমে তাহারা দাস বলিয়া বিক্রীত হইত। রোমের ধনী পেট্রিসিয়ন দল দাস দ্বারা স্ব স্ব কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। শিল্প কার্য্যও দাস দ্বারা সম্পাদিত হইত। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন (১)। যে ইংলণ্ড এক্ষণে দাসত্বশৃঙ্খল ছেদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, সাক্সনদিগের অধিকারকাল অবধি ইহা তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল। দ্বিতীয় হেনরির অধিকারে ঐ নৃশংস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। টিউডরদিগের সময়ে উহা সম্পূর্ণ রূপে উন্মূলিত হয়। এই দাস ব্যবসায়ের উন্মূলনার্থই আমেরিকার ঘোরতর যুদ্ধ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় সকল দেশ হইতেই উহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে, মুসলমানেরা যে উহাকে জীবিত রাখা মনুষ্য নামকে কলঙ্কিত করেন, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অতএব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের অনুমোদনীয় হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইংরাজ জাতিই মনুষ্যের দুঃখে যথার্থ ব্যথিত হন। কিসে মনুষ্য দুঃখ পায়, ঐ জাতিই তাহা বুঝিয়া থাকেন। আমরা ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত চেষ্টার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য এই, এদেশে কন্যা দেখিতে গিয়া বিবাহ করিয়া আসিবার একটী গল্প আছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যেমন এদেশ জয় করিয়া লইয়াছেন, জানজিবারে দাস ব্যবসায়ের উন্মূলন করিতে গিয়া ঐ দেশটী যেন তেমন জয় করিয়া লওয়া না হয়। তাহা করিলে ইংরাজ জাতির মহান উদ্দেশটী কলুষিত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

—•—

মিউনিসিপাল বক্তের অনুরূপ
ব্যবস্থা।

আমাদিগের বিলক্ষণ মনে পড়ে, একটী প্রধান বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া এক একটী নূতন আজ্ঞা প্রচার করিতেন। বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি আজ্ঞা দিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার অনুসারী কার্য্য হইত না। ছাত্র ও শিক্ষকেরা কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার এক-টীও আজ্ঞা ফলোপধায়িনী হইত না। আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভাই যে কেবল সহস্র সহস্র নূতনবিধ আইন প্রসব করিতেছেন তাহা নয়, বিচারপতিরাও ঐ সকল আইনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা ও শত শত নূতন নূতন দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টান্তাদির সৃষ্টি করিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং সকল আইন ও সকল ব্যবস্থার অনুরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নয়। মিউনিসিপাল ব্যবস্থাটী উহার অন্যতর। মিউনিসিপালীটীর অধীন অধিকসংখ্য গ্রাম তাহার উদাহরণ। আমাদিগের বাইটঘরস্থ সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"মতগ্রাম মাণিকগঞ্জ সবডিভিজনের অধীন। কয়েক বৎসর হইল এই স্থানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোককে ইহার সভ্য করিবার জন্য উপবিভাগীয় উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র

(১) দৃষ্টলাভস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াগতঃ পৈতৃকঃ। অনাকালকৃতস্তদ্বদাহৃতঃ যাচিতা চ যঃ। লোকিতোনহতস্তদ্বদুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জি। তথাদিষ্যুগতঃ প্রব্রজ্যাদ সিতঃ কৃতঃ। তথা-মপ্ত বিজ্ঞেয়স্তথৈব দত্তব ভূতঃ। বিক্রেতাচা-ত্মনঃ শাস্ত্রে দাসঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। বিস্তার-রাদুদ্ধবদন।

ঘোষ মহাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। কিন্তু মত্তগ্রাম যে মিউনিসিপালটীর অধীন এরূপ বোধ হয় না, প্রথম রাস্তাটী ভাল নাই, দুইপার্শ্বে জঙ্গল, একটীও পুষ্করিণী নাই, অনেক স্থানই অন্ধকার। এতদ্ভিন্নরূপ প্রতিবর্ষেই সহরের উপদ্রব হইয়া থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রায় সমুদয় পুষ্করিণী বিশুষ্ক কর্দ্দমপূর্ণ হইয়া উঠে, যে একটী পুষ্করিণীতে কিছু গভীর জল আছে, সুব্যবস্থার অভাবে তাহাও ক্রমে পানের অনুপযোগী হইয়া যাইতেছে। বিশুদ্ধজলের অবশ্য হইবার মিউনিসিপাল কতো অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। গ্রাম সমূহের উপকারার্থে ইহা ব্যয়িত হইতেছে না। মত গ্রামের অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী দাসরাগ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই রাস্তা নির্ম্মিত ১৫০ টাকায় এষ্টিমেট হয়। কিন্তু পূর্ণদাস এত টাকা দিতে অসম্মত হওয়াতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এরূপ অনুদারতা পূর্ণদাসের ন্যায় কার্য্যকুশল কর্ম্মচারীর একান্ত অশোভন সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি পূর্ণ বাবু মত ও দাসরা প্রভৃতি গ্রাম ভালর সুব্যবস্থায় অপমোদনে যত্নবান হন।*

নব গ্রামের ন্যায় শত শত গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরা চেষ্টা করিলে, কিন্তু তাহার কর্ম্মচারী করিতে পারে না। মিউনিসিপাল বন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের সংরক্ষিত হরিনাভ ডেপুটী অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছি, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে, মিউনিসিপালি ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, রাস্তা ঘাটের পরিষ্কার হয় নাই। আর পুষ্করিণী, ইহাদের ন্যায় হইয়া

নাই। গ্রামকর্ম্মচারিদিগের অবহেলাতেই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা একথা বলি না। গ্রামের লোকের বিলক্ষণ দোষ আছে। আমাদিগের দেশের লোক নব গবর্ণর কারেল্‌ফ্রাইডের জন্য যে কোন দোষ থাকুক, এদেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে শিখা করেছে এবং ইহাদের বিলাত ও ফ্রান্স ন্যায় আন্তরিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা। কেবল গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে কি হইবে, আমাদিগের দেশের লোকেরা যে ভেমন নয়। ইহারা আপনাদিগের কাজ আপনারা গুছাইয়া লইতে পারেন না। ইহাদিগের উৎসাহ "বাঁশে পাতার" আগুনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

আমাদিগের উচিত আমরা মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারিদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বাসভূমি ও বাসস্থান পরিষ্কার করিয়া রাখি। সকলে যদি নিজ নিজ বাসভূমি পরিষ্কার রাখেন, গ্রামটী আপনা হইতে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহা হইলে দুটী লাভ হয়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয়, মিউনিসিপালি করের হ্রাস। দ্বিতীয়টীর যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে আপন আপন স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধান চেষ্টা আপনাদিগেই করিতে হইবে। রাজ প্রজার সম্বন্ধ যেরূপ হইতেছে, তাহাতে গ্রাম নগরাদি-পরিষ্কার না করিলে পীড়ার যে আন্তরিক বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। রাজকীয় লোকেরা নিষ্ঠুর যে কারণ থাকুক এবং জনসাধারণের অপরিষ্কার ও অপরিষ্কৃত অবস্থা যে তাহার একটী কারণ, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুরা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে কিছু করিয়াছেন, তাহা এখন কথায়, [illegible]

ডাবে বিলুপ্ত হইতেছে। গ্রাম, [illegible] পুরা পরিত্যাগ [illegible] [illegible] [illegible]

অসঙ্গতি আছে। ইংলণ্ডের একজন ইতিহাস লেখক লাঙ্কাষ্টার ও ইয়র্কসংগ্রামের অধিকার কালের কথায় লিখিয়াছেন লোকে এরূপ ঘর করিত, যে আলোক ও বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ পথ পাইত না। ফলতঃ বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিলে শরীর ও মনের যে কেমন স্বচ্ছন্দ ও উপকার লাভ হয় তাহা তৎকালের লোকের অবিদিত ছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগের দেশের অনেকে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোকের গুণ জানিতে পারেন নাই। ঐ ইতিহাসলেখক টিউডর বংশের অধিকার সময়ের কথায় বলেন, লোক সকল এমনি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করিত যে তাহাদিগের ঘরের মেজাতে মদ চর্ব্বি মাংস ও অন্য অন্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ছড়াইয়া থাকিত এই অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন আচরণ নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোরতর মড়ক উপস্থিত হইত। হিন্দুদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার থাকাতে গৃহের অভ্যন্তর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পূর্ণ থাকে না বটে, কিন্তু অন্য অন্য অনেক অপরিষ্কৃত দ্রব্য ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকে। সামান্য মুসলমানদিগের উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। তাহাদিগের গৃহের অভ্যন্তর ভাগ কুৎসিত দ্রব্যে এরূপ পূর্ণ, নরক বলিলে অত্যুক্ত হয় না এরূপ অবস্থায় এদেশ যে সাংক্রামিক রোগে নিত্য আক্রান্ত না হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যখন দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হয়, তখন লণ্ডনে পাঁচ লক্ষমাত্র লোক ছিল, এখন প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ লোক হইয়াছে। নগরবাসিদিগের বাস প্রণালী, আহার প্রণালী, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা, অর্থাগমের উপায় অন্বেষণ প্রভৃতি যে ঐপ্রকার অদ্ভুত লোক বৃদ্ধির কারণ, তাহা বোধ এদেশী লোকে বিশেষতঃ মিউনিসিপাল কমিটির এদেশীয় সভ্যগণ একবার স্মরণ করেন।

কায়েল সাহেবের আর একটী অত্যাচার।

লার্ড মর্লক্রক কায়েল সাহেবের প্রিয় মিউনিসিপাল বিল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে একটী আঘাত করিয়াছেন। আজিও তিনি সে বেদনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আবার হাইকোর্ট তাঁহাকে আর একটী দারুণ আঘাত করিলেন। তিনি জেলার জজদিগের বেতন কমাইয়া মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের বেতন বৃদ্ধি করিবার যে কল্পনা করেন হাইকোর্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই দুটী কার্য্যদ্বারা কায়েল সাহেবের যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছে ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, যাঁহারা তাঁহার মন কায়েল সাহেবের ন্যায় নয়, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের মত ও বাক্যকে বেদ বাক্যের ন্যায় অখণ্ডনীয় ও আপনাদিগের ইচ্ছাকে বিধাতার ইচ্ছার ন্যায় অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা কোনক্রমে আত্মকৃত ব্যবস্থার অন্যথাচরণ ও আত্মকৃত আজ্ঞার ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। যখন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত নন্দমন্ত্রী রাক্ষসকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া পরস্পর কৃত্রিম বিরোধ করেন, এবং চাণক্য পরামর্শ পূর্ব্বক পদে পদে চন্দ্র গুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, রাক্ষস ঐ বিরোধ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকদ্বারা এই বলিয়া চন্দ্র গুপ্তের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন যে "আপনার মত সার্ব্বভৌম রাজারা আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না"। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ অরল এসেকস্‌কে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই অরল একদা তাঁহার একটী আজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ণমূলে মুষ্টি প্রহার করিয়াছিলেন। ঐ এসেক্স আর এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন করাতে এলিজাবেথ তাঁহার বধ দণ্ডের আদেশ দেন। পশ্চাৎ তিনি তাঁহার শোকে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করেন নাই। এলিজাবেথ স্ত্রীলোক হইয়াও কায়েল সাহেবের ন্যায় সর্ব্বত্র ক্ষমতার একান্ত লোলুপ ছিলেন।

কায়েল সাহেব সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্র ক্ষমতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন না। কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। তিনি যাহার উপকার করেন, সে যেমন অসন্তুষ্ট, যাহার অপকার করেন, সে ব্যক্তিও তেমনি অসন্তুষ্ট। সন্তুষ্টের মধ্যে কেবল লার্ড আর্গাইল। তিনিই কেবল কায়েল সাহেবকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন। "সর্ব্বঃকান্ত মাপ্নোতি পশ্যতি" ইহা একজন মহাকবির বাক্য। একটী মনোহর গল্প আছে, মনে হইল। এক দিন একটী বালক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যায়। "জলপান" লইয়া যায় নাই। তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া কিরূপে জলপান পাঠাইয়া দিবেন, বাটির দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই পাঠশালায় যাইতেছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে সেই জলপান লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, তাঁহার পুত্রকে চিনেন না। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন যে ছেলেটী পাঠশালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই আমার পুত্র। বাস্তবিক তাঁহার পুত্রটী যদ্যপি নাস্তি কুরূপ। কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে কন্দর্প তুল্য, সুন্দর দেখিতেন। লার্ড আর্গাইল কায়েল সাহেবের আত্মীয়। অতএব তিনি যে তাঁহাকে সর্ব্বতো সম্পন্ন দেখিবেন এবং তাঁহার উপরে প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন তাহা বিচিত্র

নহে। কিন্তু আমরা আর কাহাকে তাঁহার উপরে সহজে দেখিতে পাই [illegible] ক্ষমতাপন্ন [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] অন্য কোন যুক্তি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্য প্রণালী অবাধ স্বেচ্ছাচার প্রতীয়মান হয়। কখন তিনি সম্প্রদায় বিশেষকে উন্নত করিবেন মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তি কেও উন্নত পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন, আবার কখন গুণানুসারে পদ দান ব্যবস্থা করেন, আবার কখন যে পদ লাভে যাহার প্রত্যাশা ও দাবওয়া আছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যকে সেই পদ দেওয়া হয়। সিবিলসর্ব্বাণ্টীক্ষ [illegible] শিক্ষা বিভাগের এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলিসম্যান পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্প্রতি ইলবর্ট বীডন সাহেবকে বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনেণ্ট [illegible] পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, [illegible] তাহাদের সাহেব নাম [illegible] করিয়া ঐ পদের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। হালিডে সাহেব [illegible] লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হন, অতএব আমরা তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। [illegible] প্রাণ্ট সাহেব এক গুঁড়ে ছিলেন, কিন্তু [illegible] বহুতর বিরুদ্ধ যুক্তির অনুরূপ [illegible] করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নীলকর প্রভৃতি সাহেব সকল তাঁহার উপর চটা ছিলেন বটে, কিন্তু ৬।৭ বৎসর হইতে বঙ্গদেশের অধীন উপকার তাত গত। কৃষক সম্প্রদায় নীল কমিশনের অত্যাচার ও অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের নাম প্রত্যেক বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বীডন সাহেবের আপনাকে এমনি [illegible] বলিয়া বোধ হয় যে তিনি [illegible] তাঁহার মহিমায় স্পর্শ করিবার বোধ হয় প্রয়াস করিতেছেন না। এই কারণে, লোকের গভ পশ্চাৎ কাহে যে কেহ অনুকূল হউক, এদেশীয়দিগের মনে বিপত্তিতেও উহার যে কষ্ট, ক্লেশ ছিল না। উহাঁর এই দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ইঁহার [illegible] লোক, সমাজে [illegible] মুখে পতিত হইল। উহাঁর নাম বর্ণি- বিদ্বেষের সাথ অপেক্ষাকৃত এদেশের লোকের চিত্তের অধিকতর উদ্বেগ করিয়া যায়। কিন্তু তিনি সাহেব অন্যান্য বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। যে সাহেব মহোদয় তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত মহাশয় লোক ছিলেন প্রজার স্বার্থেতে মঙ্গল বা, তদ্বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। প্রজার যখন তাঁহার এমনি প্রেমাস্পদ হইয়াছিল যে তিনি তাহার অনুরোধে অসময়ে স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি একার ক্ষমতার বিসর্জ্জন করিলেন না। এই কারণে তাঁহার নাম বঙ্গদেশের হৃদয় প্রদেশের অতি নিগূঢ় স্থানে মহার্ঘ রত্নের ন্যায় নিহিত রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কাহেল সাহেব যা, হিন্দুর মা মুসলমানের মা খৃষ্টানের কাহারই স্নেহভাজন হইলেন না। তিনি আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাঁহা দিগকে সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষমতা প্রদানের অধি কার দিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। বিলক্ষণরূপ সাহেবে আইন লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চান না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কাহেল সাহেব প্রজার অনুরাগ ভাজন হওয়া দূরে থাকুন কর্ত্তার স্নেহ ও গৌরবের বিষয় বলিয়া তাঁহার স্থান করেন, যথেচ্ছ ব্যবহার নিবারণ করুন।

অক্ষয় সুখ কখনই না হয় তাহার,
উপায়।

ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন, [illegible] [illegible] হইবার [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রচলিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্ট এই বলেন, অনেক মকদ্দমায় দেখিতে পাওয়া যায় লোকে কিরূপ অবস্থায় টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল সে বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিচারপতিগণ বেশি হারের সুদের ডিক্রি দেন। কিন্তু সে সকল অধমর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং স্বচ্ছন্দমনে অধিক হারের সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা লয় তাহাদিগকে বিচারপতিগণ সেই সুদের হস্ত হইতে মুক্ত করেন, হাইকোর্টের এরূপ অভিপ্রায় নয়। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে অধমর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বা ভয় প্রযুক্ত কিম্বা উত্তমর্ণের নিতান্ত অধীন বলিয়া অথবা নিতান্ত বিপদে পড়িয়া বেশি হারে সুদ লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লয়। এমন স্থলে বিচারপতিগণ বিবেচনা পূর্ব্বক সুদ ধরিয়া ডিক্রি দিয়া ঐ সকল লোককে রক্ষা করেন হাইকোর্টের ইচ্ছা। আমরা হাইকোর্টের এই আদেশ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। খতের লিখিত মত সুদ সহিত ডিক্রি দেওয়াতে অনেক দরিদ্র অধমর্ণ মারা যায়, উহারা বিপদে পড়িয়াই কিম্বা ভয় প্রযুক্ত অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ লয়। দুর্দ্দান্ত জমীদার ও মহাজনেরা ঐরূপে খত লিখিয়া লইয়া পরে উহাদিগের সর্ব্বনাশ করে। হিন্দু আইনেও আছে যে, কোন কারণে ও কোন কালেও উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে সুদে আসলে একত্রে আসলের দ্বিগুণের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, অধমর্ণকে ১০ টাকা কর্জ্জ লইয়া ৪০ টাকা সুদ ও ঐ আসল ১০ সমুদায়ে ৫০ টাকা দিতে হয়। এ রীতি অতিশয় অধর্ম্ম সন্দেহ নাই। অতএব হাইকোর্ট যে নিয়ম করিতেছেন, সেটী উত্তম হইতেছে। তবে কে বিপদে পড়িয়া বা অন্যান্য কারণে অধিক সুদে খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, এবং কেহবা ইচ্ছাপূর্ব্বক খত লিখিয়া দিয়াছে, এবং খতের লিখিত সুদ দিতেও অসমর্থ নয়, বিচারপতিগণ এই উভয়ের বিশেষ বিবেচনা করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ চৈত্র সোমবার।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের অর্থের যে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বড় আয়াস পাইতে হয় না, সর্ব্বদা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন, ভারতবর্ষের অর্থের প্রতি কাহারও মমতা আছে কি না। আমাদিগের ইণ্ডিয়া আফিসের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টাণ্ট জেনরল গুডলিফ সাহেব সম্প্রতি রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দেন। কর্ণেট সাহেব প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, যখন তাঁহাকে বার্ষিক ৯ হাজার টাকা পেন্সন দেওয়া হয় তখন তিনি কার্য্যে অসমর্থ হন নাই, কার্য্য করিবার তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি যে ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার ১৫ বৎসর ইংলিস সিবিল সর্ব্বিসে এবং ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে অতিবাহিত হয়, কিন্তু সমুদায় পেন্সন ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম, তাঁহার না ও কার্য্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পেন্সন দিবার কারণ কি? দ্বিতীয় তিনি ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া আফিসে কার্য্য করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ২৫ বৎসরের পেন্সন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইল কেন? ইংলণ্ডীয় পর্ত্তৃপক্ষগণ কি এই দুই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন? যাহা হউক, রাজস্ব কমিটি দ্বারা অনেক গুপ্ত বিষয় বাহির হইয়া পড়িতেছে।

সিবিলিয়ানেরা শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেবকে ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের পদে নিযুক্ত করাতে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন। আর একজন সিবিলিয়ানকে ৩ মাসের জন্য ঢাকার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণীতে ভাল ভাল লোক থাকিতে কাবেল সাহেব যে লেডলার নামক একজন অপদার্থ ও অদূরদর্শী আন্‌কোয়া ,বিলাতী যুবককে ,উক্ত সার্ব্বিসের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পত্র প্রেরক অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগের যে আক্ষেপ সিবিলিয়ানদিগেরও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সেই আক্ষেপ আছে। যিনিই হউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দেওয়া যদি কাবেল সাহেবের অভিপ্রেত হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হয় না। আমরা বলি এই, কোন বিভাগে উপযুক্ত লোক থাকিতে অন্য বিভাগ হইতে লোক আনিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিলে সুবিবেচনার কার্য্য হয় না। লেডলার সাহেবকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়া কাবেল সাহেব যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সেদিন জোহিস্থানে যে শিলাবর্ষণ হয় উহার মধ্যে কতগুলি পরিমিত অনেকগুলি শিলা পতিত হইয়াছিল। ইহাকেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া বলে।

মর্ণিংক্রনিক্‌ল পত্রে লিখিত হইয়াছে, ১৮৬৪ অব্দের উকীল ও মোক্তারদিগের আইন নামক যে এক আইন হয় উহাতে লিখিত আছে, ১৫ টাকা ষ্টাম্পের সার্টিফিকেটধারী উকীলদিগের আলাহাবাদ বিভাগের ছোট আদালতে ওকালতী করিবার অধিকার নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট সম্প্রতি এই আইন প্রদর্শন করিয়া অনেক উকীল মোক্তারকে আলাহাবাদের ছোট আদালত হইতে তাড়াইয়াছেন। ইংরাজ জাতির বুদ্ধি অন্য বিষয়ে যেরূপ

হউক, [illegible] ব্যবস্থা প্রণয়ন [illegible] ঈশ্বরে ইঁহাদি[illegible] [illegible] [illegible] [

দিগের অপেক্ষা ইহাদিগের কি শিক্ষা কি সামাজিক অবস্থা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট ঘরের লোক হওয়া চাই। বয়স ২০বৎসরের অধিক হইবে না, সবলকায় হওয়া চাই, লিখিতে পড়িতে জানিতে হইবে এবং যদি অশ্বারোহী দলে প্রবেশ করিতে চান, ঘোড়া চড়িতে পারা চাই। দুঃখ দিবে ছেঁড়ে।

সম্প্রতি মাদ্রাজে এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ধরিতে একটী মাছ দাঁতে কামড়াইয়া আর একটী মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে ঐ মাছটী অকস্মাৎ তাহার হস্তস্থিত হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কণ্ঠ রোধ করিয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছে।

১লা এবং ২রা জুন সিমলায় পঞ্চপাল দেখা দিয়াছিল। ইহারাও শৈলবিহারার্থ গিয়াছে না কি?

সেদিন লক্ষ্ণৌএ একজন সৈনিক কূপ মগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকদলে আজি কালি আত্মহত্যার কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহারা ডারউইনের মতাবলম্বী হইতেছে না কি?

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে পঞ্জাবে ৭১ খানি পুস্তক ১১ খানি সাময়িক পত্র এবং ১০ খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়

ইণ্ডিয়াম ষ্টেটসমান বলেন, পঞ্চাশের সাহায্য ৫০০০০০০ টাকা পাথেয় লইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। এই পাঁচ কোটি টাকার কর কো প্রজার প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়ে বল যায় না।

আহম্মদ বক্স নামক এক ব্যক্তি অনেক গুলি জাল করিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্ণৌএর কমিসনর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন। ফুটবলিয়ান কমিসনরের নিকট আপীল করাতে তিনি আর ৭ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৪ বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেই বলে চুলকে ঘা তোলা।

৩০ এ চৈত্র বুধবার।

লাহোরস্থ সংবাদ পত্রের সীমান্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীয়েরা খিব অধিকার করিয়া উক্ত নগরে কশীয় উপনিবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বহু সংখ্যক পারস্য সেনা সীমান্তে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। হিরাটের গবর্ণর সুলতান আহম্মদ খাঁর ভ্রাতা সেকন্দার খাঁ এবং আবদুল রহমন খাঁ কশীয় শিবিরে রহিয়াছেন।

গত কল্য বেরিলির ৬ ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী চান্দসী হইতে ইয়মলা পর্য্যন্ত অযোধ্যা ও রোহিল খণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক নীলামে পূর্ণাবয়ব শ্বেত প্রস্তরের একখানি ছবি ৩০০ গিনিতে (প্রায় ৩১১৫০ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। বিগ কেবল সংবাদ শুনিয়াই দশ সহস্র মুদ্রা পণ করিয়া সীতাকে ক্রয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৫১৯০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় ৫১৭৯৭০ টাকা আয় হইয়াছিল

২২ এ বম্বে গেজেটের কোরেস্পণ্ডেণ্ট সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, উরগজের রাজার মণিক দিগের ত্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইতেছে বলিয়া তাজখন্দ ইয়ারখন্দ এবং বোখারার বণিক গণ ত্রব্যাদি পাঠান বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা এ বিষয় বিবেচনার্থ কশীয় গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। উরগজের অধিকার বিষয়ে বোখারার রাজা কশীয়দিগের অনেক সাহায্য করেন। উরগজ অধিকার করিয়া যখন তত্রত্য রাজা পলায়ন করেন, বোখারার রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। পরে তিনি আত্ম সমর্পণ করেন।

সিন্ধিয়ার মহারাজ গত বৃহস্পতিবার অম্বালায় উপনীত হইয়া শুক্রবার গোয়ালিয়রে যাত্রা করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে রেওয়ারি পর্য্যন্ত একটী নূতন রেলওয়ে হইয়াছে। বোধ হয় ইহা ১৫ ই জুলাই খোলা হইবে।

গোয়ালন্দের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে রেঙ্গল টাইমস সংবাদ পাইয়াছেন, যে ৩ ই জুন ঢাকা মেইল বোট ডুবে যায়া গিয়াছে। পরে বোটখানি নদীর দক্ষিণ দিকে পাঁচ ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া তীরে লাগে। কিন্তু আকরগঞ্জের ডিম্ব আর সকল মেইল ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

কিছুদিন হইল গোরক্ষপুরের কতকগুলি চাষার পশুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিত। স্পেডিং সাহেবের যত্নে ১২৫ জন চাষার ধৃত হইয়া এবং ৮০ জনের দোষ প্রমাণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একটী হুজুক উঠে। এটী ত সেই হুজুক নয়।

গত মে মাসে কলিকাতায় ৪১৮৪৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু উক্ত মাসে ২৮৫০১৫ কম টাকা বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। চাউল, পাট, চামড়া অহিফেন, এবং রেসম অল্প আমদানি হইয়াছে। শুল্কে ২৭৩৪৫৩ টাকা কম আদায় হইয়াছে।

৩১ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে সেসিয়নে যে সকল মকদ্দমা হইবে তাহাতে যে স্থলে অপরাধী ব্যক্তি ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান না হইবে সেস্থলে ৫ জন মাত্র জুরি থাকিবে। জুরি নিয়োগ বিষয়েও ইতর বিশেষ।

বঙ্গদেশীয় অহিফেনের প্রথম ৩ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের দুই মাসের শুল্ক যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ১১৯০৯ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ৪৪১৩৯০ এবং মালওয়ার অহিফেনে ৪১২৭০০ টাকা হইয়াছে। অহিফেনের এইরূপ লাভ দেখিয়া পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ইহার চাসের বৃদ্ধি জন্য চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি সমুদায় ভারত বর্ষ অহিফেন ক্ষেত্র হইয়া উঠে।

বাঙ্গালোরে পুনরায় প্লেগ দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ সকলেরই মিষ্ট লাগে, একবার প্রবিষ্ট হইলে কেহ আর ছাড়িতে চায় না।

আমাদিগের রাজপুত্র ডিউক অব এডিন্

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ই জুন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লিপোর্টে [illegible] হইয়াছে, [illegible] বস্ত্র-কাটতি [illegible] এক্ষণে অমরাবতী [illegible] রোমাঞ্চার মধ্য [illegible] সকল আবার মঁহুতাবে [illegible] করিয়া [illegible] উৎসুইচয় মূল্য সভাবরে বিক্রীত [illegible]। আমেরিকা হইতে অনেক তুলা [illegible]।

মেডিসের অন্য স্থান ইংলণ্ডের বাজার হইতে ৫০০০০ টাকা [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ই জুন। যে মাসে ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ার হইতে ২২৮৮৮৮৮২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ইংলণ্ডীয় বন্দরের জন্য বিদেশ হইতে ৩৪০৫৯-৮৫৩৫ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য চালান হয়।

ডুলির সম্রাট বিলয়া হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টর ৭ই জুন। কাবেলোবিয়ার সেনা [illegible] বিদ্রোহী হওয়াতে পলায়ন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ই জুন। সংবাদ আসিয়াছে বিলা হইয়াছে যে সকল সেনাদল বাইতেছিল উহারা সকলেই অগ্রসর হইতেছে কেবল অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং অনেকই [illegible] কাম্পিয়াম সেনাদল ক্রমশোরতকে প্রত্যাগমন করে।

কিউবার বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংলণ্ডের যোগদান হইয়া গিয়াছে।

অদ্য পার্লমেণ্টের সাল মাসিক হইতে [illegible] বেঞ্চেমে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপের আট বিবাদ এবং প্রিয়ার [illegible] আজালবার্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৭ই জুন। ৮ মাসের [illegible] ৮ কোটি ৫০ কোটি ফ্রাঙ্ক মুদ্রা [illegible] আছে, তাহা [illegible] ৫ কোটি মুদ্রা [illegible] হইয়াছে। বাকি ৩ কিস্তি [illegible] ৫ই আগষ্ট এবং ৫ই সেপ্টেম্বর দেয়।

লণ্ডন ১০ই জুন। আলেকজাণ্ডার [illegible] সাঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই এক পক্ষ কাল ইহা এই রাজধানী মহাসমারোহে [illegible] হইয়াছিল। রাজেরা আহারের পর [illegible] করনার আর্কিড রাখিয়াছিল, সেই আর্কিডারে [illegible] দিয়া দিয়া [illegible] ভাসান হয়। [illegible] ভাসান এবং আতসবাজি [illegible] এই রাত্রিতে [illegible]

[illegible] ধরা আসিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] সমুদ্রের [illegible] ছেলে [illegible] হইয়া [illegible] গুরু [illegible] ছিল [illegible] ধরা [illegible] পারেন নাই। যদি বিবাহ না [illegible] সে [illegible] পুটী [illegible] লাভ হইয়া গেল।

[illegible] ডিবিজনের রাজা বাহাদিগকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্ত সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গালির [illegible] সকলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট বাজারের বার্ষিক যে ৯০০০ টাকা দেন ঊহা কিছু বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহার আলা। সে [illegible] হইয়া এই সাক্ষাৎকার হইতে গেল, [illegible] তাহাও সম্ভাবনা করিয়াছেন।

গত [illegible] মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৮১২০৬ টাকার [illegible] বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা পোষ্ট আফিসের একটী ভয়ানক চৌর্য্যাপরাধ ধরা পড়িয়াছে। কতিপয় দিন হইল দুটী বাবু এবং একজন পোষাধারী অনেক চিঠিপত্র চুরি করিয়া একটী আফিস বাক্সে রাখিয়াছিল। চিঠি পত্র এবং অর্দ্ধ নোট সকল [illegible] যাইবার সময় আমাতে উপস্থিত [illegible] করিয়া ক্রমে সাবধান হইলেন। গাড়ি [illegible] ঐ সন্দুকটী খোলা হয়। [illegible] একখানি ২০ টাকার [illegible] ১ টাকার দুইখানি নোট [illegible] পাওয়া গিয়াছে। আফিসের নিকট যে দুইখানি ১০ মূল্যের অর্দ্ধ নোট আছে, [illegible] সে উহার মধ্যে ইহার অপর [illegible] নোট পাইতে পারে।

৩২ [illegible] শুক্রবার।

ইংলিশম্যান বলেন, কলিকাতা একজন প্রধান বণিক (আমরা তাহাকে সলিসিটর মোহন কর্ম্মকার বলিয়াছিলাম) ঊহার [illegible] রেজা [illegible] ১২ লক্ষের অধিক হইবে আমরা শুনিয়া [illegible] সেরূপ [illegible] তাহাতে ১০। ১২ লক্ষ টাকার জন্য ইহাঁর [illegible] হওয়া বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ হয়।

সম্প্রতি [illegible] প্রধান, [illegible] যে পীড়া হয় তিনি সেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ২৫ [illegible] আরম্ভ করাইয়াছেন। আমাদের খাদ্যাতে অধিক আহার করিতে পারে এই জন্য উহাদিগকে পূর্ব্ব দিবস উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল (কিছু কিছু সিদ্ধ লিল পাউরাটী খাওয়াইয়া রাখিলে পাছে অজীর্ণ হইত)। পর দিন উহাদিগকে খাঁয়ার করাইয়া ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক দক্ষিণা দেওয়া হয়। অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল যে গরম মসলাতে করিয়া উহাদিগকে খাটাইতে পাঠাইতে হইয়াছিল। আমাদিগের এ অঞ্চলের যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতায় দুই এক বড় মানুষের বাটীতে সম্পূর্ণ আহারের পর এক এক হাঁড়ি ক্ষীর খাইয়া ২৭ টাকার এক এক খানি বস্ত্র পান, এ সংবাদটী পাঠে তাঁহারা বঙ্গদেশকে ধিক্কার দিবেন সন্দেহ নাই এবং মনে মনে লজ্জায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন।

১লা আষাঢ় শনিবার।

গত শনিবার পুনরায় অত্যন্ত ভয় হইয়া গিয়াছে। তিনজন মনুষ্য এবং দুটী মহিষ বজ্রাঘাতে হত হইয়াছে।

আবগারির সর্ব্বত্র বিক্রয়ের [illegible] বিদেশে চালান বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধিপত্র করেন, তাহাতে পুনরায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। মস্কট [illegible] সাইদ তুর্কি তাঁহার রাজ্য মধ্যে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পক্ষে ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিক্রীত হইতেছে:—

১	টাকা	সিক্কা	১০৩৸৵—১০৩৸৶
২	"	কোং	১০৩।৵—১০৩।৶
৩১	"	"	১০৩৸—১০৩৸৵
৩২	"	"	১০৩৸৵—১০৩৸৶
৩৩	"	"	১০৩।৵—১০৩।৶
৩৪	"	"	১০৩৸—১০৩৸৵

লণ্ডন ৯ ই জুন। সেনাপতি শানজী আলজিরিয়ার গবর্ণর হইয়াছেন।

বার্লিনে পারসের সাহার সহিত বারুন্ রিউটারের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারিস ৯ ই জুন। প্রিন্স নেপোলিয়ন ও মার্শল ম্যাকমহন পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পারসের সাহা ওয়েসবেডেনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই জুন টেলিগ্রাম। কলিকাতা হইতে যে মইল ১৩ ই মে এবং বোম্বই হইতে ১৯ এ মে যাত্রা করে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ২৫৩ ••• টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছেন এপরে যে পোপ নির্দ্ধারিত হইবে তিনি ও হাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

স্পেন ১১ ই জুন। স্পেনের মন্ত্রীগণের রাজস্ব বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

প্রিন্স নেপোলিয়ন পারিসে উপনীত হইয়াছেন। বোনাপার্টিষ্ট দল অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ণেলিয় সন্ধি এখনও স্থির হইতে পারেন নাই।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ব্যবস্থা ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ মে। বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ হোয়ালপাড়ার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর হইবেন।

৩০ এ মে। শ্রীযুক্ত উইলিয়ম বেবরি রাইলাণ্ড সাহেব ১৮৭২ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কলিকাতা এবং উপনগরের কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বারাকপুরের ষ্টেসন ষ্টাফ সার্জন আশুক পাড়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সভার এক্সন অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

মৌলবি মহম্মদ মোবারক হাইদার লোহার ডগায় প্রথম শ্রেণির সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু কস্তুরিলাল—হাজারিবাগ।

বাবু রাইচরণ ঘোষ বি, এ —রাণাঘাট।

শ্রীযুক্ত চারলস জেমিল সাহেব কিছুদিনের জন্য সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ক মল্লের সহকারি কমিশনর বাবু সি বি, মিচেল সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩ ই জুন। মৌলবি হাদি আলী খাঁ আরা বিভাগের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত এফ, সি ওয়ারলি সাহেব পাটনা বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সারজন এম, এম, জোবেদ এম বি, কিছুদিনের নিমিত্ত বালেশ্বরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সারজনের প্রতিনিধি হইবেন।

মুন্সি আবদুল মাজি ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপাল গঞ্জের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সি আবদুল রসিদ ফরিদপুরের অন্তর্গত বাগচাচরের সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীযুক্ত সি, নরমান সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে চাকার প্রধান কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

সারণের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, জে, চারলস সাহেব বদলী হইলেন।

১০ ই জুন। এস, এম্ভ সাহেব উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইন্সপেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ এ, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত পি, ডি ডিকেন্স সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার একজন প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৬৬ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার অরিস অব দি পিস হইবেন

শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জজ হইবেন

শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ ব্যাডলফ সাহেব ১৮২৫ অব্দের ৯ এবং ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে তাঁহাকে দুমকা এবং পুরুলিয়ার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা দান করিলেন।

এচ এল ডি সিম্পসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

——

আমাদিগের পঞ্জাবসিমা ডেরা এস্মাইল খাঁস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, বেলা ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত সূর্য্য খরতর কর জাল বিকীর্ণ করিয়া জীবকে দগ্ধ করিতে থাকে, তবে বোধ হয় এখানে মূলতান অপেক্ষা গ্রীষ্মের তেজ কিছু ন্যূন হইবে। এই সময়ে অত্রস্থ সাহেবেরা ইহার পার্শ্বস্থ সলিমান পর্ব্বতের শাখা সেখরজীন পাহাড়ে অবস্থিতি করেন। এই পাহাড় এখান হইতে ১০। ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যদিও মাদ্রির ন, ড্যালহাউসীর ন্যায় এই পাহাড় প্রসিদ্ধ ও শীতল নহে তথাপি ইহা দুরন্ত গ্রীষ্মের বহু দূরবর্ত্তী। এখানে প্রায় গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। কি আশ্চর্য্য সাহেবরা যেখানে থাকেন, সেই খানে আপনাদের আরাম খুঁজিয়া লন। তিন জন পঠান পরিব্রাজক গাজী খাঁ, এস্মাইল খাঁ এবং কতে খাঁ তিন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্য ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা কতে খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ এই তিন নগর সংস্থাপিত হয়। তিন শত বৎসর অতীত হইল এই তিনটী নগর সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডেরাগাজী খাঁ ও ডেরা এস্মাইল খাঁ প্রসিদ্ধ, ডেরা কতে খাঁ দুই নগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা বস্তু কাষর মাঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত সংস্থান অনুপযুক্ত মাত্র। ডেরা গাজী খাঁর যথেষ্ট বাণিজ্য কার্য্য সাধিত হয়। রেশম ও কার্পাসের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে, গোধূম নীল, কার্পাস প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে কৃষি কর্ম্মের জন্য জলের বড় কষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্ব হইতে খাল খনন করা হইয়াছে। এখন ইহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছে। মুলতানের ন্যায় গ্রীষ্ম কালে কেবল এই খাল সকল জলে পূর্ণ হয় অন্যান্য গতেও এইরূপ খাল আছে। ডেরা গাজী খাঁর নিকট সরী সরোবর নামে একটী

[illegible] স্থান আছে। এখানে প্রতি বর্ষে অক্টোবর মাসে মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় [illegible] হয়, এখানেও একটী পুরাতন নাম। [illegible] আছে

[illegible] এখানে পীত পদার্থের সীমার মধ্যে প্রবিষ্ট আসিয়া থাকে। পীতবর্ণের [illegible] ও মদ্য আসিবার জন্য [illegible] মদ্য আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে [illegible] বস্ত্রাদিই অধিক। ইহার নিকট আলাবাগ নামক এক স্থান আছে [illegible] প্রকারের খনি আছে। এই স্থান হইতে [illegible] আসিয়া থাকে। আকবরাবাদ হইতেও মদ্য আসিয়াছে ও এই সকল দ্রব্য নীত হইয়া থাকে।

[illegible] এক ক্রোশ দূরে সিন্ধু নদ প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক দিন নদের তীরে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। এই সময়ে প্রতি রবিবারে অনেক লোক একত্র হইয়া স্নান ও জল ক্রীড়া করে। এই নদীতেও স্ত্রীলোকেরা [illegible] স্নান করে, বোধ হইতেছে পান্না [illegible] ব্যবহারই এই। এই সিন্ধু নদের অপর পারে [illegible] নামক স্থান, ইহার নিকট খনি আছে বলিয়া শুনিলাম। এই [illegible] চীন, চিনি, রেশম, কার্পাস [illegible] তন্ত্র ও পশ্যাদি বিবিধ দ্রব্যের [illegible] হয়। তনিলাম সিন্ধু নদের তীরে [illegible] গ্রামের মধ্যে অর্থ [illegible] পাওয়া যায়। সীমন্তে সৌন্দর্য্যে আছে। [illegible] নামক স্থানের [illegible] দেখা যায়। কোমটী, কলস [illegible] এই [illegible] অপেক্ষাকৃত লম্বিত স্থান, তোড়া এলাহাবাদ [illegible] হয়। [illegible] স্থানে [illegible] আছে। [illegible] মেলের [illegible] ইংরাজ [illegible] উহারা বিচার [illegible] করেন। [illegible] এখানে [illegible] ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এই [illegible] ইংরাজ অবস্থিতি করেন। এই [illegible] পান্না [illegible] চতুর্দ্দিগে সেন্টরী গবর্ণর সর [illegible] তাঁহার [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]

[illegible] মুখে পতিত হয়। তোরা এলাহাবাদের নিকটে সঙ্গমে তাহার সমাধি হয়। সমাধি স্থানটী দেখিয়া বাস্তবিক মনে ক্লেশ হইল। যাঁহাকে ভারত ভূমি ক্লেশ হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন তিনি এই নীরবে পতিত ও মৃত্তিকায় লুকায়িত হইয়া রহিলেন। মনুষ্যের পরিণাম এইরূপ হয়।

এই চাঁদের সমাধির অধিকাংশ মৃত্তিকা দুর্ব্বৃত্ত ঊজীরীরা বাল করে। ঊজীরী মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে এমন সমর্থতা দুর্ব্বৃত্ত আছে। ইংরাজ অধিকারের কারাকে পাইলেই তৎক্ষণাৎ বধ করে মুসলমানকেও ছাড়ে না। বস্তু ও কোথাই হইতে এখানে আসিতে বড় ভয়। প্রায় ঊজীরীদের হাতে অনেকের প্রাণ যায়। সংপ্রতি কএক দিন হইল প্রায় তিন শত ঊজীরী এখানে আসিয়াছিল, তাহাদের ইচ্ছা যমুনাতীরের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া এখানে থাকে। কিন্তু কমিসনর কহিলেন তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জন সপরিবারে এখানে অবস্থিতি করুক, তাহাদের ব্যবহার গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশ হইবে, কিন্তু এই নিয়মে থাকিতে হইবে যে সীমাতে কোন ঊজীরী ইংরাজ প্রজার উপর অত্যাচার করিলে তোমরা দায়ী হইবে। তাহারা কহিল কেবল নীচ ক'লে এখানে থাকিতে চাহিলে ঊজীরীরা ঘর পাহাড়ে যাইবে কহিল। কমিসনর কহিলেন তথায় না যাইয়া উপরের লিখিত মত মুদ্রিত পাহাড়ে থাকিবে। তনিলাম সপরিবার বিষয়ে ঐ প্রস্তাব এখানে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মত না হইয়া প্রতি গমন করিয়াছে। যাহাহউক এই নগরের কিছু দূরে গেলেই সীমান্তিত এই দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে পতিত হইতে হয় ও সময়ে সময়ে আমরা কেবল স্থানে আসিয়াছি।

এখানে যান বাই কিন্তু এই সময়ে মুসী মাটী জোতিকন্যা পরিধান হইতে নিষ্কৃত হইয়া কেশাদি সমস্ত স্থানে প্রকাশিত হয়। তাহাতে এ সময়ে রমণীগণ ভয়ানক হয়। ইহার অন্যথা বড় [illegible] হইয়া [illegible] কৌশলে বিবিধ [illegible] সজ্জা [illegible]

এখানে তেমন [illegible] মহাশয়ের [illegible] দেখিলাম। এই দুই [illegible] যেরূপ আশঙ্কিত হইলাম [illegible] অত্যধিক [illegible] [illegible] বিদ্যা [illegible] এই [illegible] বয়ঃক্রম [illegible] হউক আর না হউক [illegible] [illegible] অত্যাচার হইয়াছে। [illegible] প্রথম আলাপেই মহাশয়ের [illegible] করিলেন। মনে করিয়াছিলেন এ [illegible] সত্যতাই এই সকল লক্ষণ [illegible] করিয়াছে। আমার [illegible] হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাশয় [illegible] কি [illegible] আছে ঐরূপ [illegible] [illegible] কিন্তু বিলাতী মদ্য প্রবেশ করিয়াছে। [illegible] যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] [illegible] আসিয়া।

[illegible]

এজেণ্ট সাহেব অপ্রাপ্তিষ্ট হইয়াছেন গোরা লস্করের নিমে পাঞ্জাবীতে যে বাঁধ প্রস্তুত হইতেছে, অষ্টাধিক শত মনুষ্য উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বাঁধ আর ভগ্ন হইবে না। এই অপ্রাপ্তি হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি অনেকের শিরশ্ছেদ করিয়া পাঞ্জার জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। গোরালস্কে যে সমস্ত নৌকা ছিল, এই জনরব প্রচারিত হওয়াতে স্বস্বসমুদয় অন্যত্র গমন করিয়াছে, ধীবরগণও গোরালন্দের নিকটে যাইয়া মৎস্য ধরা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি অন্তিজ মাঝিগণ এই জনরব শুনিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

২। আমরা একবার সোমপ্রকাশে অস্থায়ী ডিস্পেন্সরিটীর সুব্যবস্থা সাধন জন্য শ্যামাশঙ্কর বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি সম্প্রতি সেই সুব্যবস্থার যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিস্পেন্সরীর জন্য অস্ত্রগৃহ প্রস্তুত হইবে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রোগীদিগের অবস্থান ও চিকিৎসার জন্যও সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। রোগিগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিয়া নিয়মাধীনে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। ইহাদিগের শুশ্রূষার জন্য ভৃত্য ও পাচক নিযুক্তি হইবে। শ্যামাশঙ্কর বাবুর এই রূপ ব্যবস্থা প্রণালী তাঁহার উদারতা ও হিতচিকীর্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি শীঘ্র শীঘ্র ইহার কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। শিথিলতা আসিয়া যেন শুভকার্য্যে বাধা না করে।

৪। ডেপুটি পোষ্ট আফিস স্থাপনের কিছুই হইল না। গ্রামবাসিগণ তারস্বরে চীৎকার করিলেন তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। এরূপ অনাগ্রহতা নিতান্ত অকারণ সন্দেহ নাই। এক্ষণে কার্য্য কুশল বাবু প্রাণশঙ্কর চৌধুরী উৎসাহ সহকারে পোষ্ট আফিসের জন্য "গ্যারাণ্টী" হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ছয়মাসের জন্য ইসি আফিসের সমস্ত মাসিক ব্যয় তাঁর স্বয়ং বহন করিবেন। এই কালের মধ্যে পোষ্ট আফিস যদি সন্তোষজনক ফল না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিবেন, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি বা ক্ষোভ নাই। পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল কি ইহাতেও চলিবেন না?

—:—

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এবার সিমলা পর্ব্বতে পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সিমলা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইংরাজী চিকিৎসকগণও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। নীরোগ ইহার তাব দিন দিন অবগত হইতেছে। অধুনা সিমলায় লোক সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং তৎসকাশে যে রোগের বৃদ্ধি হইবে ও বায়ু দূষিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মেঘসের কএক দিবস বৃষ্টি হয়, তৎপরে বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্ম অধিক অনুভূত হইতেছে। ইহাই পীড়ার বৃদ্ধির কারণ। সিমলাস্থ বসন্ত। রোগ হইতেছে এ পর্য্যন্ত ১১ ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একজন বঙ্গদেশবাসী ছাপাখানার কর্ম্মচারিরূপে আগমন করেন। তিনি উক্ত রোগোপযুক্ত লক্ষণ করিয়াছেন।

১৪ এ যে শনিবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে সমুদায় আফিস বন্ধ হয়। ঐ দিবস প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় ২১টী তোপধ্বনি হয়। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড মর্লব্রুক বাহাদুরের বাটীতে একটী সভা হয়। সিমলাস্থ সকল সৈনিক কর্ম্মচারী ও সিবিলিয়ান প্রভৃতি মাননীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারী বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে গমন করেন। সায়াহ্নে সিমলার নিকটস্থ এলাডেল নামক একটী স্থানে সিমলার বলণ্টিয়ার সৈন্যদলের উৎসব হয়। উহা দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড মর্লব্রুক সাহেব ও সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড নেপিয়ার সাহেব ও তাঁহার মহাসভার সভ্যগণ এবং প্রায় সিমলাস্থ সকল ইংরাজ অনেক বঙ্গবাসী ভদ্রসন্তান ঐ আমোদ দেখিতে যান। এলাডেল অতি বৃহৎস্থান। সিমলার নিম্নে একটী সমতলক্ষেত্র আছে। তাহার নাম এলাডেল। তাহার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য থাকিবার বাটীকা নির্ম্মিত আছে। সিমলারক্ষণকারী একদল সৈন্য তথায় অবস্থিতি করে। ঐ এলাডেলের নিম্নপার্শ্বে একটী মনোহর বাগান আছে, তাহাতে নানাবিধ সুখাদু ফল হয়। ঐ স্থানে সাহেবেরা গমন করিয়া ফুটবল খেলা করেন। কখন কখন বলণ্টিয়ার সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দান হয় এবং অবস্থা ও সময়ানুসারে সেই স্থলে নানাপ্রকার উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হয়।

অধুনা গ্রীষ্মকালে সিমলায় যেরূপ একটী রোগ হইয়া উঠিল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ সপরিবারে এই স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের রাজকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে আছে। তাঁহারা নিজের সুখসাধন করিতে পারিতেছেন না। আমরা অজ্ঞাকারী হইয়া আছি। ইংরাজ বাহাদুরেরা অস্ত্রবলে ভারত রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের আয় কম হউক আর বেশী হউক হয় তাহা বিবেচ্য নহে, তাঁহাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চরিতার্থ হইলেই হইল। ইংরাজদিগের দেখাদেখি এদেশীয় রাজগণও এই রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। উহারাও স্ব স্ব প্রজাগণের শোণিতশোষকের দ্বারা আপনাদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেছেন। কবে যে এ রোগের শান্তি হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

খড়দহের অবস্থা।

যে স্থলে এক দিন নিত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায় নিত্যানন্দের শুভাগমন

গবর্ণমেণ্টের করিয়া উচিত হইয়াছিল, যে স্থলে এক দিন বঙ্গদেশী মুসলমানের অধিনায়ক স্থানীয় কংগ্রেসের চাপিয়া বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী নিতান্ত পণ্ডিত মণ্ডলী মর্ত্তা ধামকে স্বীয় জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন নিতান্ত চৈতন্য-ধর্ম্মের পরাক্রম ও প্রভাবিত হইয়া গিয়াছে, সেই স্থলের অনুরূপ বিবরণ বলিতে গেলে কেহই কণ্ঠাবরোধ হয়। চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। "আর সে রাজত নাই সে আহ্লাদও নাই।" সংস্কৃতের আলো-চনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে। কেবল একটী অবশ্যানুরূপ সংবিদ্যালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, বর্ষমন্ত একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। [illegible] পরিবর্ত্তে এক সেরেস্তাদি আসন পাতিয়া সমাজমধ্যে সাহেবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে একণে বিদ্যার লোক যথেষ্ট, সুতরাং দুর্ব্বার্য্যও যথেষ্ট। গুলি গাঁজা অধিকের আসক্তও অনেকেই হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই ইহাদিগের চরণে মর্য্যাদার লেখার কড়ি শ্রীচরণে দিয়া অনেকের অনুযায় হইয়াছে। এই অবিদ্যা বর্দ্ধন করিয়া কতকগুলি বেসাহিতৈষী ব্যক্তি সব-র্পিমেণ্টে আবেদন করিয়া ভজনালয় যথা তাগে যে এক একের দোকানটি স্থাপিত ছিল, সেগুলি গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উঠাইয়া দিয়া ছন। ইহা মন্দের ভাল। তবে তাঁহারা যেন এই কার্য্যের এ গ্রামে ইহার [illegible] করিয়া যান। যদিও এখনি অনেক দোকানের নিকটই স্থাপিত আছে। কিন্তু ইহাতে তাদৃশ বিশেষ অর্থ-গম হইতে পারিতেছে না। ছয়াণাটা ইহাদিগের বলিয়া পাশ্চাত্য সাহায্য নির্দ্ধিষ্ট [illegible] গিয়া গুলি গাঁজা অধিকের প্রভৃতিতেই ঝোঁক মিটাইয়া [illegible] আমার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা-[illegible] যাইবে। প্রত্ন ব্যক্তিরা [illegible] পিতৃলোকের গোর বলিয়া এ প্রথা প্রকাশ [illegible] থাকেন। এবং সমাজের সামাজিক ও ব্যয় বাহুল্যে বিপাকে উভয় মন্দ দেখা-

[illegible] হইতেছে না। [illegible] মালের [illegible] দোকানটী যে স্থানে [illegible] স্থলে ইহাদিগের [illegible] টানিয়া থাকে। [illegible] এই দোকানটীর স্থলে [illegible] এই ছাতা দিয়া এই স্থলে (বন্ধুবর্গের 'গাধা-[illegible] স্থান পরিবর্ত্তনের প্রভৃতির জন্য) ঘাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি, অনেক দোকানের সাহায্যে যেরূপ অসুবিধা ও, অন্যান্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে, তাহাতেই সমস্ত্রান্তবিদ্যালয় বর্ত্তমানে নিতান্ত অসুবিধা সংঘটন হইতেছে। তাহাতে পার এক বাটী পূর্ব্বে এই স্থলে এক ব্যক্তি-[illegible] দোকান করিতে আসিয়া, ইতিপূর্ব্বে কাহাকে [illegible] যাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিবারিত হই [illegible]

১২৮৮ সাল [illegible] জনীয় হিন্দু [illegible] গৃহীত।

[illegible] নদীয়ার [illegible] কৃষ্ণনগরের 'সিটি কলেজিয়েট [illegible] সহরে বহু বাহুল্যরূপ উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] সেইজন্যই বন্দোবস্ত অনুসারে এখানে [illegible] ছাত্রের সুবিধা হইয়াছে। [illegible] এখানে একেবারে [illegible] উঠাইয়া দেওয়ায় নিতান্ত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] যায় পরিবারের [illegible] প্রজার [illegible] আসিয়া [illegible] পূর্ব্বে [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] হওয়া তাহার [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্য ও [illegible] [illegible] [illegible]

যাই এই জন্য কিছু বলিতে হয়। বাকইপুর সবডিবিজন উঠাইয়া দিলে কি যশী কি নির্ধন, কি জমীদার কি প্রজা সকল প্রকার অবস্থার লোকের যে কষ্টের একশেষ হইবে এবং অজ্ঞানতা ও অসভ্যতা পুনরায় এ অঞ্চলকে আক্রমণ করিবে, তাহা মহাশয় ও আপনার সহযোগিগণ রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দি। গবর্ণমেণ্ট যে কারণ বশতঃ এ সবডিবিজনের উচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছেন তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ যে সকল স্থান বাকইপুরের ৩। ৪ মাইলের মধ্যে তাহা উহার অন্তর্গত না হইয়া ডায়মণ্ডহারবার ও আলীপুর ভুক্ত করিয়া দেওয়া কোন যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র বোধ শক্তি যাহার আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এক জনের দোষে অপরের যে কত বড় দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সবডিবিজনের এলাকা বিভাগ করিয়া দেন এবং তজ্জন্য কোন বিভাগের কার্য্য অন্যায়মত অতিরিক্ত ও কাহার কার্য্যের অল্পতা হয়, তাহার দায়ী প্রজারা না স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট? সবডিবিজন উঠিয়া গেলে প্রজার যে অশেষ কষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিবে তাহা সম্বাদপত্র সকল ও প্রজারা যে সকল আবেদন পত্র লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট পাঠাইয়াছে তাহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সে বিষয়ে এখানে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যে ক্যাম্পবেল সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সমুদায় সম্বাদপত্রের অভিপ্রায় প্রবণপূর্ব্বক প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া যাহাতে সবডিবিজনটী রক্ষা পায় এবং ইহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য উচিতমত ইহার সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সুযোগ্য এবং সাধারণের হিতৈষী বিচারপতির হস্তে ইহার কার্য্যভার ন্যস্ত করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে কারণ বশতঃ সবডিবিজন উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও চলিয়া যায় এবং দেশস্থ সকল প্রজার ভাবী দুঃখ ও অমঙ্গলের আর শঙ্কা থাকে না

বাকইপুর　　শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।
১২৮০

প্রথমতঃ। আপনি লিখিয়াছেন, মিলকা ইন্সপেক্টর শশিপদ বাবুজি কলিকাতা এই শিরোনামা দিয়া পত্র পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত পত্রগুলির মধ্যে যে কয়েক খানি শশী বাবু পাইয়াছেন, তাহার এক খানিতেও "কলিকাতা" ঠিকানা লেখা হইল না। তাহাতে কেবল এই লেখা ছিল যে কলিকাতার জেনরল পোষ্টমাষ্টারের নিকট পৌঁছিলে উক্ত বাবু পোষ্ট আফিসে গিয়া লইয়া আসিবেন। তিনি যখন পোষ্ট আফিসে গিয়া পত্র চাহিয়াছেন তখনই পত্র পাইলে নাই এই উত্তর পাইয়াছেন। অথচ আপনার সংবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, যে পত্রগুলি শশী বাবু পাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত আরও "কলিকাতা" ঠিকানা দেওয়া পত্র কাহার নিকট আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিবেন। নতুবা আমরা এ বিষয় পোষ্ট মাষ্টার জেনরলকে জানাইতে বাধ্য হইব (১)।

২য়। ডায়াপর বাবুজি যখন প্রথম পত্র খানি পড়িয়া দেখিলেন যে, উহা তাঁহার নহে, তখন পুনরাগত পত্রগুলি কেন গ্রহণ করিলেন? এবং খুলিয়া কি জন্যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেন। শশী বাবু কয়েক বার ডায়াপর বাবুকে ঐ সকল একটী পুলিন্দা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে লিখেন। তৎপরে প্রসন্নকুমার মিত্র নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু হুকমগর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় তাঁহাকে বলেন, আমি বরাহনগরের শশী বাবুর ভৃত্য, চিঠিগুলি আমাকে দিলে আমি তাঁহাকে দিতে পারিব; এই বলিয়া তিনি পত্রগুলি লইয়া আসিয়া কলিকাতা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে শশী বাবু আবার পত্রের জন্য ডায়াপর

(১) আমাদিগের লেখায় এরূপ অ ভ্রম হয়। স।

বাবুকে বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন পরে উক্ত প্রসন্ন মিত্রের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। শশী বাবু তাঁহাকে পত্র লেখেন পরে তিনি চিঠি গুলি ডাক যোগে পাঠাইয়া দেন। তবে তিনি যে কি জন্য গাড়ি করিয়া কলিকাতার গলি গলি ফিরিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, উক্ত মিত্রজ মহাশয় স্বীয় দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ঐ রূপ মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া দিয়াছেন।

বরাহনগর　　শশী বাবুর জনৈক সুপরিচিত বরাহ নাগরিক।
১০ এ বৈশাখ
১২৮০

মহাশয়! সেরপুরের নগরীর সভাতে গত ২৬ এ মে অত্রত্য প্রধান প্রধান জমিদার মহাশয় জেলা বগুড়ার সুযোগ্য প্রতি ষ্ঠাবি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর শ্রীযুক্ত টি, এফ, বিগনল্ড সাহেব বাহাদুরকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্র অবিকল সকলের গোচর করিবার মানস ছিল, কিন্তু তাহা সুদীর্ঘ বলিয়া আপনার বিবিধসংগ্রহ পূর্ণ পত্রিকায় স্থান পাওয়া সুকঠিন নয়, বিবেচনায় সার সঙ্কলন করিয়া আপনার প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

জমিদার মহাশয়েরা ইংরাজী ১৮৫৯ সাল হইতে অর্থাৎ সাহেব মহোদয়ের এজেলায় শুভাগমন অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র ও তাঁহার কৃত যেসকল হিতকর কার্য্য দ্বারা যত দূর প্রীত ও উপকৃত হইয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে উদারচেতা সাহেব মহোদয়ের সমুচিত অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

অভিনন্দনদাতৃগণের পত্রোক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রিয় দর্শন সাহেব মহোদয় ন্যায় নিষ্ঠ উচ্চ চরিত্র ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার চরিত্র অতি সুন্দর। যদি প্রজারঞ্জন বিষয়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু ন্যায় পথ কখনই অতিক্রম করেন নাই।

বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে ইহা প্রত্যেক দিগকে ভ্রাতৃভাবে দেখ করিয়াছেন। মিষ্ট ভাষিতা, বিনম্রতা, দয়াশীলতা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, পরোপচিকীর্ষা এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে।

ইহাঁর অকাল মৃত্যু হওয়া ইহাঁর পরিবার ও বন্ধুবর্গের সমধিক দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাঁর কীর্ত্তি সাধারণের অতিরিক্ত হইয়াছে। এই মেডিকেল স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ সকলের ও ঘাট সেতু নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য পরিষ্কার প্রভৃতি নাগরিক উন্নতি কেবল এই দেশহিতৈষী মহাত্মারই যত্ন সম্ভূত। কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও আমাদের স্বীকার্য্য, যে এই মহোদয় উক্ত কার্য্য চিরনির্ব্বাহে নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা সংবাদ প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, যে ইহাঁর অনুরূপা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বিবি বিশ্বম্ভরী মহাশয়া ঐ সকল কার্য্যের শিল্প জাত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া একটী দাতব্য সংস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সদাশয় দম্পতী দেশের মহা গৌরব। অতিশয় দুঃখের বিষয় পুত্র শোকে অধীর হইয়া [illegible] জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য [illegible] যাত্রা করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহার শীতল বায়ু সেবনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে যেন এই স্থানের পুনরাগমন করেন।

৬ সংখ্যাকালে ইহারও উল্লেখ করা উচিত, যে অভিনন্দন পত্র প্রদানসময়ে ডাক্তার সাহেব বাহাদুর যতদূর ভদ্রতা করিতে হয় তাহাতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই এবং এরূপ পত্র হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, শ্রীযুক্ত জগদীশর মুখোপাধ্যায় সাহেবকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি হইলে পাঠাইব বলিয়া সভাস্থলেই শ্রীযুক্ত বাবু ঐ পত্র [illegible] দিয়াছেন। তাহা [illegible]

দেশের শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি যেন ইঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই প্রথমোদ্যম যাহা যা দেন।

নেরপুর, বগুড়া
৫ ই জুন
১৮৭০

বশম্বদ।
শ্রীযদুনাথচন্দ্র মৈত্রেয়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি অন্তর	
	ক্রোশ	ফুট
মেহেরপুর		
তথা হইতে অভিপুর	২	
৭। মাইলের মধ্যে	৩	
অভিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৩ মাইলের মধ্যে	৩	

সন ১৮৭৩ সালের ৩ ইজুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৩৷৹	

বহরমপুর
৩ ই জুন
৭২

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি কিউটি ইন্ডিয়েটর নদীয়া জোকাল বিষয় নির্ব্বাহণ

১৮৭৩ অব্দের জুন ও ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, বিনে তাঁহাদিগের পরমার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

বাঁকুড়া পাবলিক লাইব্রেরির
সেক্রেটারি।

* * রামগতি ন্যায়রত্ন—বহরমপুর।
* * হরিশ্চন্দ্র—ভাগী।
* * রাখালচন্দ্র রায়—গড়বেতা।
* * বদুনাথ পাকড়াশী
বাহিরকান্দি।
* * [illegible]

* * [illegible]
* * প্রাণকৃষ্ণ [illegible]—বর্দ্ধমান।
* * প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—চাঁদুরিয়া কলেজ, কাশীপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভা।
* * [illegible]
* * [illegible]
* * হরিশ্চন্দ্র দেব—কুমীল্লা।
* * আনন্দচন্দ্র বসু রায়—শ্রীরামপুর।
* * অধিকাচরণ সরকার
বজ্রকরপুর।
* * কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়
মুরই।
* * অম্বিকাপ্রসাদ গোস্বামী
খড়দহ।
১ * শঙ্করচরণ ঘোষ—বুলিয়াল।
* * রামলাল পাল—আগরা।
* * শ্যামাচরণ পাল—বাহরাইচ।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৺ বন্ধুবর সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় পাল—মুরারই।
* * [illegible]
* * [illegible]
* * [illegible]

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ৩২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০ টাকা
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৪৲ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক বিক্রেতেরা না। কাগজের মূল্য এবং ছাপা খরচ সমেত বাইণ্ডীও মোট ১১০ দশ টাকা পাওনা। কাপী পাঠান সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ডুবনবাবুর বাড়ি বিশ, ষোল পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা বাকিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল গার্ড নিকট না দেন তবে সর্ব্ব শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল
২৮এ চৈত্র

শ্রীমীরমশারফ হোসেন
সাকিনী পাড়া।

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বিধান মতে সর্ব্বপ্রকার রোগের যাবতীয় অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল-তমূলে সুলভ প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়ে ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত পাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

সিয়ালদহ টারমিনস
৯ ই জুন ১৮৭৩

কুাহলিন প্রিষ্টেড এজেণ্ট

অমীদার দর্পণ নাটক।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ।০ আনা।

শ্রীমীরমাহতাব আলী
কুষ্টীয়া সাহিনী পাড়া

* সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টীমযোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিক্রয়ের পুস্তক, মাধবাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজয়মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজয়মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ /০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজয়মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজয়মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজয়মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভাষাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।

ধর্ম্মসংহিতা তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২১
২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
দক্ষিণেশ্বর ১০ ভাগ ২ খণ্ড
জন্মসংহিতা তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত ১১
ঋষিদ, পরাশর কুমার প্রকাশ ১ম খণ্ড
ধর্ম্মসংহিতা তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ॥

পুস্তকালয়, রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিরপুরাতন গঙ্গার ষ্টীমঘাট বিক্রয় টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং পার্শ্ব টেক্সি সকল প্রেরণ করিবার জন্য এবং পার্শ্বি দিগের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

হেড অফিস কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। এজেন্ট।

বঙ্গবাসী পত্রিকা।

বঙ্গবাসী পত্রিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১ম উক্ত মাসের একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি ডাঃ মাশুল সহিতে প্রতি মাসে ১২ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কৌতুক ও প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০ আনা। মফস্বলস্থ ও সহরের গ্রাহকদিগকে এতদ্ভিন্ন ।৵০ ডাকমাশুল দিতে হইবে, পত্র প্রেরণ করিলে নমুনা পাঠান যায়। ৮ আনার ডাকটিকিট সহিত নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
স্বত্বাধিকারী,
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা।

বয়সের রূপের

একখানি নূতন রকমের মাসিক ২ কলিকাতে

নবজীবনের পরিচয়-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী।
মূল্য এক টাকাদি

শ্রীযুক্ত নাথ।

ব্রহ্মচর্য্য।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহাশয় মুখোপাধ্যায় কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷৹ আনা। উহার বাঁধাই অতি সুন্দর এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

বিবিধ ও অন্যান্য পুস্তক।

১। বুধিমাত্রেরই আদরণীয় ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতবস্থার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এর মূল্য ২ টাকার পরিবর্ত্তে ১৲ টাকা অবধারিত করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

১০ই আষাঢ় ১২৮০।

৩। বেদান্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] ৷৵০
৪। পরীক্ষা [illegible] ৷৵০
৫। উদ্ভিদ বিদ্যা [illegible] ৷৵০
৬। কুইনাইন্ প্রস্তুতের প্রণালী ৵১০
প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।
উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

প্রাণীগণ পরীক্ষা করুন।

যদি আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক হয় আমাদিগকে করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ব্রেস করা প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট মর্জ্জানরিপাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন ভক্সানাইট বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় রাবের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের টাইল ইট।

কলার ট্রিক।

কাস্টার অয়েল।

বার্লির মর্জ্জনা ও অন্যান্য যে কোন কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেস করা পাইপ, টাইল এবং কাস্টার ট্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা।

বরফ এক সের।

ইটের প্রয়োজন।

[illegible]

সোম প্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

রথযাত্রা।

১ লা অক্টোবর অবধি হুগলী ২৪ পরগণা যশোহর মুরশিদাবাদ রাজসাহী মুজেঃ ভাগলপুর কটক পুরী ও হাজারিবাগ এই কয় জেলায় রথযাত্রা প্রথম করিতে আরম্ভ করা হইবে। এই করের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এখন আর কিছু নূতন বক্তব্য নাই, তবে বক্তব্য এই, অনুষ্ঠানটী হাঙ্গামার আলোয় টাক্সের ন্যায় না হয়। কোন গ্রামই ত এ করের দুর্ব্বিষহ কর-গ্রহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু সকল গ্রামই যেন রাস্তার মুখ দেখিতে পায়। এক ব্যক্তি কর দান করে, আর একব্যক্তি সুখ ভোগ করে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের তত্ত্বে তদ্দর্শন বিরল নহে। মিউনিসিপাল বন্দোবস্তে চরাচর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। উইলসন সাহেব যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করেন, তৎকালে করদাতাদিগকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সংগৃহীত টাক্সের শতকরা একটাকা রাস্তা ঘাটে দেওয়া হইবে। আমাদিগের গ্রামের লোকেরা টাক্স দিলেন, কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গবর্ণমেণ্টের লোকে এক চাপড়া মাটী দিল, ইহা দেখিতে পাইলেন না। সংগৃহীত রথযাত্রার কেবল রাজ কোষগত না হয়, বর্ষাকালীন বৃষ্টির ন্যায় সকলে সমভাবে উহার ফলভোগী হন, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

—:০:—

ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার।

আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় একবিষয়ে সকলকে ঋষিদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন এক একটী নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন, ইঁহারাও তেমনি এক একটী নূতন মত প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় আছেন। মতটী দেশের কল্যাণ কর ও বিশুদ্ধযুক্তির অনুগামী হউক, আর না হউক, ইহাদিগের সে চিন্তা নাই। আমরা দেখিতেছি, ইহাঁদিগের এই স্বভাব নিবন্ধন দেশের মহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং ইউরোপীয়েরা ভ্রমজালে পতিত হইতেছেন। ব্যভিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার প্রসঙ্গ করিয়া একব্যক্তি সিমলা হইতে পালমাল বঙ্গেটে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের নব্য দলের মত এই, হাইকোর্ট ব্যভিচারিণীকে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া বঙ্গদেশের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যদি প্রধানতম বিচারালয় বিপরীত বিচার করিতেন, দুরাত্মা পরাধিকারিরা অনেক সচ্চরিত্র সাধ্বির চরিত্রে মুরপনের কলঙ্কের আরোপ করিয়া বিচারালয় গুলিকে মকদ্দমায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। ইহার তুল্য অমূলক ভ্রমসঙ্কুল বাক্য আর নাই। প্রধানতমবিচারালয় যে রূপে উল্লিখিত দুষিত আজ্ঞা প্রচার করেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এদেশের কি প্রাচীন সম্প্রদায় কি নব্য সম্প্রদায় কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি ধনবান কি নির্ধন কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই এই সংস্কার ছিল, বিধবা ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু এই সংস্কার নিবন্ধন কোথায় কত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল নব্য সম্প্রদায়ের উহার একটী কর্দ্দে দেওয়া উচিত ছিল। মিথ্যা দোষারোপ দূরে থাকুক ভদ্র লোকে নিজ পরিবারের বাস্তবিক বিদ্যমান দোষও প্রাণান্তে ব্যক্ত করেন না। তবে যেসকল বিধবার সন্তানাদি হইয়া ব্যভিচার সর্ব্বজন বিদিত হইয়াছে, তাহাদিগের ধনাধিকার হইয়াই কেবল কদাচিৎ দুই একটী মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এখন হিন্দু বিধবা স্বচ্ছন্দে মুসলমান উপপতি লইয়া হারাধনগের সহিত এক বাটীতে বাস করিবেন। নব্য সম্প্রদায় তাহা দেখিয়া ও সন্তুষ্ট হইবেন? প্রাচীন সম্প্রদায়ের এটী যে কেমন কষ্ট কর নব্য সম্প্রদায় কি কখন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

—:০:—

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা।

মুসলমানদিগের কেমন বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে লার্ড মেওর অধিকার কালে ইহা জানিবার ইচ্ছা ও ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহা জানাইবার আদেশ দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টসকল সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সামান্য শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর যেরূপ হইতেছে, মুসলমানদিগেরও সেইরূপ হইতেছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর ন্যায় হইতেছে না। গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি এতৎপ্রসঙ্গে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের আনন্দের কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। মুসলমানদিগের শিক্ষার যাহাতে সদুপায় বিধান হয়, লার্ড নর্থব্রুক তদর্থ অধিকতর যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদিগের নিমিত্ত কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালী নয়, স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রণয়নের আজ্ঞা দানেও তিনি উদাসীন হন নাই। রাজ্যের একটী প্রধান শ্রেণী মূর্খ হইয়া থাকে, এটী সভ্য গবর্ণমেণ্টের অতিশয় লজ্জার বিষয়। যে রাজ্যে অধিকসংখ্য প্রজা মূর্খ, সে রাজত্ব সুখের নয়। অতএব লার্ড নর্থব্রুকের চেষ্টা সাধীয়সী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমান দলের শিক্ষা হইতেছে না বলিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এটী আমাদিগের প্রীতিকর হইতেছে

না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ প্রকৃত কারণ নহে। মুসলমানেরা ভালরূপ লেখা পড়া শিখেন, তাঁহাদিগের এ ইচ্ছা নাই। তাহাই প্রকৃত কারণ।

হিন্দুর উচ্চ ও উদার শিক্ষার জন্য এত যত্ন মুসলমানের যত্ন নয়, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কারণ আমাদিগের নিকটে জানিতে চান? হিন্দুদিগের শ্রেণী ও কার্য্য বিভাগ আছে। উচ্চশ্রেণী নীচ শ্রেণীর কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তাহাতে তাঁহাদিগের কেবল অপমান ও লজ্জা নয় জাত্যংশেও বাট হইতে হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর এক মাত্র বিদ্যাভ্যাসই জীবনোপায়। অনন্যোপায় হইয়া ইহাঁরা প্রাণপণে বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রাচীন আর্য্যেরা যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজিও তাহার উপাদেয় ফল ফলিতেছে। মুসলমানদিগের কিন্তু এরূপ নাই। তাঁহাদিগের জীবিকার শত দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। তাঁহারা অতিশয় বিলাসপরায়ণ। অল্পবয়সে যৌবন ও বিলাসসক্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং পড়া শুনার চর্চ্চা বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে প্রস্থান করে; যৌবনে আর তাঁহাদিগের লেখা পড়ার অনুরাগ থাকে না। কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, সেই চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হন। বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য সময়েই বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট যদিও পাইতে চান, তাঁহারা সামান্যরূপ লেখা পড়া করিতে পারেন, অধিক লেখা পড়া করিতে পারেন না। অনেক বলেন ইংরাজী শিক্ষায় প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক বিদ্বেষ আছে, তাহাই তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইহা মহা ভ্রান্তির প্রতিবন্ধক হলি না। হিন্দু জাতির উচ্চশ্রেণীর ন্যায় যদি তাঁহাদিগেরও জীবিকার কত দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিত, ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ দূর হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার বিদ্বেষ দূর করিবার অন্য ঔষধ আর নাই। বিলাসিতা থাকিতে মুসলমানদিগের যে গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ হয়, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। এক বিলাসিতাই মুসলমানদিগের যার পর নাই অনিষ্ট করিতেছে। এই বিলাসিতা তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই বিলাসিতাই তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে।

—:০:—

কটোগ্রাফ সোসাইটী।

২২ এ এপ্রেল মঙ্গলবার আসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে বেঙ্গল ফটোগ্রাফ সোসাইটী সভার যে অধিবেশন হয়, সম্প্রতি উহার বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, দেখিলাম, অনরেবল ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সভার অবস্থা মন্দ নয়। গত অধিবেশনে উহার উন্নতি সাধন উদ্দেশ করিয়া এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, ফটোগ্রাফে লাটরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। কারেল সাহেব উহাতে সম্মতিদান করেন নাই। আমরা লেণ্ট গবর্ণরের একার্য্যটিতে যার পর নাই, পীড়িতলাভ করিলাম। তিনি যাহা বলুন লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কতকগুলি এই রূপ অসাধারণ গুণ আছে, তদ্বলেই তিনি তাদৃশ উন্নত পদলাভ করিয়াছেন। লাটরিতে অনুমোদন করা অতি অনুচিত কর্ম্ম। লাটরি সমাজের অনাতত মহা ব্যসন, ইহা জুয়াখেলা ও চৌর্য্য দস্যুতাদির সহোদর। বলিয়া কহিয়া মনহরণ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। কতকগুলি লোকের সংস্কার আছে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত লাটরি

খেলাতে দোষ নাই। আমেরিকার ঐ সকল বিষয়ের নিমিত্ত লাটরি খেলা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কোন উদ্দেশেই লাটরি প্রবর্ত্তন প্রশস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহার মূল বিশুদ্ধ নয়। বঞ্চনাদ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সৎকার্য্য করা যেরূপ, লাটরি দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সেরূপ দোষের প্রভেদ উভয়ের মূলসূত্রিকত কিছুমাত্র ভিন্নতা লক্ষিত হয় না। রোমকেরা প্রথমে লাটরির প্রথম সৃষ্টি করেন। ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে উহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। রাজস্বের উন্নতি সাধন উহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক টিকিট ১০ দশ শিলিং করিয়া ৪০০০০ টিকিট করা হইয়াছিল। পরশতাব্দীতে উহার আত্যন্তিক বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ লোকে ঐ খেলায় আসক্ত হয়। অতিশয় মাত্রাধিক [illegible] নিবারণ চেষ্টা হয়। যে ব্যক্তি খেলিতে না পারে কুইন এলের সময় বিশেষ আইন দ্বারা এই নিষেধ করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ১৬৯৩ অব্দে লাটরি করিয়া ১০০০০০০ টাকা ঋণ করেন। ১৭১৮ অব্দে বার্ষিক ৫০০ টাকা লইয়া অন্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স দিবার নিয়ম করা হয়। এই রূপে ইংলণ্ডে এই লাটরির বহু পরিবর্ত্তন হয়। ফরাশি গবর্ণমেণ্ট ও অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টও লাটরির অনুমোদনে বিমুখ ছিলেন না। আমরা কতদিন ইহার বিলক্ষণ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম। লাটরি খেলার প্রথমে ফরেস্তার আমাদিগের চক্ষের উপরে অনেক ধনে ধনী [illegible] বড় [illegible] সংসারে [illegible] বার নিমিত্ত

পাঠাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব বেঙ্গল ফটোগ্রাফ সোসাইটি সভার প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া ধন্য বাদ ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

—•—

রাজস্ব কমিটির নিকটে ভারতবর্ষীয় লিগের সাক্ষ্য গ্রহণ।

এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে। কতক গুলির মত এই, পাথেয় দিয়া তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া সাক্ষ্য লওয়া হউক, আর কতকগুলি বলেন, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ নহেন। যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা আছে এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের অনুরাগ রক্ষা করেন, ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহাদিগের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা হিন্দুদিগের ইংলণ্ডে গিয়া সাক্ষ্য দিবার কথা বলেন না। এন লিজ সাহেব অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। হিন্দুদিগের অনেক সামাজিক বৃত্তান্তও অবগত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদ পত্রে, কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাব করিয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্যের কথা দূরে থাকুক, নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরও ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজের নিকটে সহজে পরিত্রাণ পান নাই। আমরা অধ্যাপক লিজ সাহেবের ঐ বাক্যের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা লিজ সাহেবের সহিত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষাকারী হিন্দুরা কখনই ইংলণ্ডে যাইবেন না। কমিসনের ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

কমিসনের ভারতবর্ষে আসিবার আর একটী গুরুতর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত আফিসের প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মালয়ের কাগজ পত্র দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র সকল অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। এই বিশৃঙ্খলাবিষয়ক রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। রাজস্বের অবস্থা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রিরা ইচ্ছামত কখন অনুমান দেখাইতেছেন, কখনবা উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কমিসনের ভারতবর্ষে আগমন ভিন্ন এসকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ ও তৎপ্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বহুকাল অবধি নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানিভার গ্রহণ করিয়া অবধি তাঁহাদিগের যাবৎ অধিকারকাল রাজস্ব প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা পাইয়া ছন। ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ আধিপত্য লাভের পর অবধিও সেই উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা হইতেছে। কত বড় বড় রাজস্ব মন্ত্রী আইলেন গেলেন কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের অবস্থা যদি এইরূপ চিরকাল থাকে, সেটি বড় লজ্জার কথা। ওয়ারণ হেষ্টিংস রাজস্ব বিষয়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের কারাবরোধ করিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আর আমরা সে অভিনয় দেখিবার অভিলাষী নহি। রাজস্ব কমিটি বসিয়াছেন। এই সময়েই উহার পক্ষোদ্ধার করিয়া লওয়া উচিত। অতএব যখন বোধ হইতেছে কমিসন ভারতবর্ষে আসিলে অভীষ্ট লাভ হইবে তখন তাঁহাদিগের আগমনে বাধা দেওয়া কোনক্রমে [illegible]

কায়স্থ ও শূদ্র না ক্ষত্রিয়?

এটী একটী বড় কৌতুককর প্রশ্ন। ইহার মীমাংসা লইয়া মহাযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছু দিন হইল বাবু রামদাস সেন কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব খণ্ডন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন প্রয়াস পান। সৈদাবাদের এক ব্যক্তির তাহা সহ্য না হওয়াতে তিনি রামদাস বাবুর বাক্য খণ্ডন ও কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রচারার্থ এক খানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ কম্পোজ করিতে দেওয়া হইবে কি না এই ভাবিতেছি, এমন সময়ে মনে হইল, এ বিচারে যোদ্ধাদিগের যেন লাভ আছে, তাঁহাদিগের জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, কিন্তু সাধারণের কি লাভ? আমরা গাঢ় চিন্তা করিয়াও কিছু লাভ দেখিতে পাইলাম না। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন আর শূদ্র থাকুন, দুই সমান। তাঁহাদিগের পরমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবেন সে আশা নাই। অন্য অন্য জাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের এখনি আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশের সকল জাতির অপেক্ষা সকল বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন। তবে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া এখন আর কি চান? তাঁহারা কি মনে করিতেছেন, ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিলেই ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় তাঁহাদিগের বাহুবল বৃদ্ধি হইবে? কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নন, তাঁহাদিগের দোর্দ্দৌর্ব্বল্যই তাহার প্রধান প্রমাণ। ক্ষত্রিয় হইলে জাতিধর্ম্ম অন্ততঃ কিছু না কিছু থাকিত সন্দেহ নাই। কোথায় কায়স্থ, আর কোথায় সেই ক্ষত্রিয় জাতির তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দিগুণ। মহাবীর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গেলেন। দেবরাজ তাঁহার পরীক্ষার্থ মূর্ত্তি ধে

তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হিংসার্থ তপস্যার নানা দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতার্থতালাভ করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন তাঁহার হিংসার্থ তপস্যার দানকালে কহিলেন:—

অথ্য ... ভর্তীতার্থশৈত্তলায়ুস্তিতাং। অন্যোনাস্যা ... জিষ্ণীয়ঃ কিং পুনঃ সহবাসিনা ... শক্তিবৈকল্যমস্ত্রস্য নিস্তা-রস্তারঘাতস্যঃ। অসন্তোষমহীনস্য তৃপস্যা চ সদা ... । অলভ্যাস্তস্তুষ্টীক্ষ্যা যদ্যদ্যুক্তে ... ভীতত্বাৎ। প্রিয়তাং আযশীং মায়াম-ভতাং কেন ভূয়তা। তাবদাশ্রীয়তে লক্ষ্মীঃ ... তাবদস্য স্থিরং যশঃ। পুরুষস্তাবদেবাসৌ যাবদ্যাচ ... ইয়তে। স পুমানর্থবজ্জ্ঞেয়া বলং ... পুরঃ স্থিতে। ... জ্যোতি সম্ভাবায়ুষ্যতাঙ্গুলিঃ। ... জাম্বান গদাবন্তোঽপি ভূধর.। ... মহেন্দ্রস্য মানপ্রাংশুবলদর্পহা। ... কুর্পরি ... সংখ্যানবর্ষী ... ভব যুদ্ধায়। ... ...

লোপ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, রামদাস বাবুর কবির কারস্থ সেই সঙ্গে লোপ পাইয়াছেন, আমাদিগের সৈদাবাদস্থ পত্রপ্রেরকের শূদ্রকারস্থই অবিলুপ্ত আছেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি এই মীমাংসাটী সঙ্গত হয়ছি না? সৈদাবাদের পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম না।

—:০:—

রোগ শোক নিবারিণী (১) গ্রন্থকার এ মনুষ্যাখ্য নামটী কোথা পাইলেন। নামটী যেমন ভিতরটী তেমন নয়। ইহাতে অনেক গুলি পীড়ার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে এতদ্বারা অনেকের উপকার সম্ভাবনা আছে।

নাপিতেশ্বর নাটক (২) ঈশ্বর নাপিতের উপরে হাবড়া পুলিস যে অত্যাচার করে, তদ্বৃত্তান্ত লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। উপসংহারের পদ্য কয়টী আমাদিগের কিছু মিষ্ট লাগিল।

সহচর (৩) এখানির সামান্যতঃ সহচর নাম না দিয়া "সোমপ্রকাশ সহচর" নাম দিলেই ভাল হইত। যিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছেন, তিনি অনেক দিন সোমপ্রকাশের সহকারিতা করিয়াছেন। আমাদিগের নিকটে পত্র খানির প্রশংসা অথবা নিন্দা ইহার অন্যতর কিছুরই প্রত্যাশা করা পাঠকগণের উচিত হয় না। সম্পাদক অনেক দিন সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষিত হইয়াছেন। অতএব যদি আমরা ইহা না করি, পাঠকগণ বলিবেন, স্নেহপাত্র বলিয়া

(১) এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রণীত, নূতন স্কুলযন্ত্র যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ২ টাকা।

(২) গ্রন্থকারের নাম নাই, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আট আনা।

(৩) এখানি একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদন করিতেছেন। এখানি ১০ নং ফ্রাউডসালে বেঙ্গল মিডিয়া লিটোগ্রাফিক প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতেছে। মফস্বলে ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা এবং সহর ও ভদ্রিকটবর্ত্তি স্থানে ৫ টাকা।

আমরা প্রশংসা করিতেছি, দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আর যদি নিন্দা করি তাঁহারা বলিবেন সম্পাদক বড়ত্ব কাতর করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। সহচর আপনিই আপনার গুণের পরিচয় দিবে। আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই সোমপ্রকাশের নিকটে শিক্ষিত হইয়া আর একজন জগতের উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জ্ঞান বিকাশিনী (৪) এখানিও সাপ্তাহিক পত্রিকা। মফস্বলে এখানি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমাদিগের অধিক আনন্দের হইল। সমাচার পত্র অত্যাচার নিবারণের প্রধান অস্ত্র। মফস্বলের অনেক ঘটনা অত্যাচার বিলক্ষণ প্রবল। অতএব সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে অত্যাচারের হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা কি বিদ্যা, কি সভ্যতা, কি ধন, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কিরূপে ঐ বিদ্যা ও ধনের যথাযথ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, ইহার আজিও সে জ্ঞান জন্মিল না। অদ্যি মনে ইহাকে বোম্বাইর নিকট শিক্ষা লইতে হয়। কিসে দেশের যথার্থ উন্নতি হয়, তাহা বোম্বাই বাসীরা যেমন জানেন ও দেখাইতেছেন সেরূপ আর কেহ জানেন না। ইহাঁরা স্বাধীনতার কথা কম বটে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের উপায় জানেন না। সেদিন বোম্বাইর কতকগুলি লোক এক সভা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন, ভাল ভাল ঔষধ ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন অন্য কোন বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ইহার পরেই শুনা গেল, তত্রত্য একজন ধনবান হিন্দু প্রবেশে ইংরাজী দেশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রাদি আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশলাই প্রস্তুত হইবে, তাহা বিলাতীয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। এই অনুষ্ঠানটী যে ঐ প্রতিজ্ঞার ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চিরকাল যদি আমাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, আমাদিগের বিদ্যা সভ্যতা ও ধনের গর্ব্ব করা উচিত হয় না।

গত বৎসর বোম্বাইয়ে ৯৮০ টী অগ্নিকাণ্ড হয় ইহাতে বাড়াই লক্ষের অধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন মান্দ্রাজে হঠাৎ জলের কল বন্ধ হওয়াতে ২৪ ঘণ্টা কাল লোকদের কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার লোকেও এ কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন।

অদ্য কলিকাতা মেডিকাল কালেজের লেসিয়ন খোলা হইয়াছে। ডাক্তার কর্টফ্লক সাহেব ছাত্রগণকে মহার্ঘ্য উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশটী এই, উহাঁরা যখন চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন, রোগীর দুঃখে যেন দুঃখিত হন। অনেকের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, কেবল পয়সা লওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

গত বৎসরের ১ লা জানুয়ারি হইতে ৪ ঠা মে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ১০ টী রেলওয়ের গতবৎসর অপেক্ষা ৮৯২০৫৩ টাকা অধিক আয় হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ২৯৪২১৫ এবং বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ের ৩৭২২৯৯ টাকা কম আয় হইয়াছে। এই দুটী রেলওয়েতে সাহেব ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা বোধ হয় অধিক।

ইংলিসম্যান বলেন, একদল পারসীক সেনা সিন্ধুতে প্রবেশ করিয়াছে। যে অংশ পারস্যের অধিকৃত সেই স্থানেই ইহারা গিয়াছে। তার এদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে বলা হইয়াছে, আফগান স্থানের সীমা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেন এই কথায় নিশ্চিন্ত না থাকেন।

(৪) চাটসহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৬ টাকা।

হুগলীতে মুসলমানদিগের শিক্ষার্থে যে বাবের টাকা আছে, উহা বঙ্গদেশের যাবতীয় মুসলমানের শিক্ষার্থে নিয়োজিত হইবে। অতিরিক্ত উহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

কাম্বেল সাহেব উৎসাহদানের একটী নূতন পথের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, পাঠক গণ শুনুন, সম্প্রতি কাশমারির জমীদার বাবু হারকানাথ চৌধুরী একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট যদি অর্দ্ধেক ব্যয় দেন, তিনি অপরার্দ্ধ ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কাম্বেল সাহেব উহার এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি কিম্বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী যদি কখন ঐ অর্দ্ধেক টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, তাহার টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে এবং এই অতিরিক্ত টাকার জন্য তাঁহার জমীদারিটী প্রতিভূ স্বরূপ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে তিনি সম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে সম্মত আছেন। কেবল জমীদারী প্রতিভূ রাখিলেই কাম্বেল সাহেব তুষ্ট হইবেন; আর কিছু প্রতিভূ রাখিতে হইবে না।

গত শনিবার কারোলাইন গসিসের হত্যাকারী চারলস ব্রডিগন এবং মধ্যবিধির হত্যাকারী পঞ্চানন ভেওয়ারির ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, গত বৎসর বেঙ্গল দারাবে দাঙ্গা হাঙ্গামের জন্য যে সকল লোকের জরিমানা করা হইয়াছিল, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায় জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন। জরিমানা ফিরাইবার কারণটী কি?

প্রামভূত লিখিয়াছেন "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি সাক্ষীর হাজিরা দেবার সময় প্রসব, পোয়াতী, বা কলেরাগ্রস্তদিগের মলমূত্র ত্যাগ করিতে না পারিলে, তাহারা ঘাড় ধরিয়া প্রহরীদের নিকট লইয়া যায়। হাকিম যদি তাহা এ সকল টের না পায়েন এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সকলকেই উদাস্য অবলম্বন করিতে দেখি।" বিচারপতিদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪ঠা আষাঢ় বঙ্গবাসি।

শিক্ষাবিভাগের কার্য্যসম্বন্ধে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে ফাদর খাঁ তাঁহাদিগের হইয়া সিভাল হইতে রিপোর্ট প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কাশীপুর হইতে যে সৈন্য যাইবার কথা ছিল, তাহারা যায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন, আমীরের একান্ত ইচ্ছা ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। কাম্বলের এই সোদযোগে ইংরাজদিগকে সিরায় আমীর পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলেই ক্রমে গ্রাস গড়াইয়া ভারতবর্ষ আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

টিহারণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খিবাতে যে কসীয় সৈন্য যাইতেছে উহার সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক হইবে না। উহারা খিবার ৭ টী আড্ডা দূরে আছে। আহার ও জলাভাবে বড় কষ্ট হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কাবুলে জনশ্রুতি এই, কসীয় সম্রাট আমীরকে এই বলিয়া এক পত্র লিখেন, তিনি কসীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন, কসীয়রাও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। কসীয়ার ইচ্ছা এই, আমীর হিরাটটী কসীয়াকে অর্পণ করুন। আমীর এই পত্র পাইয়া ইংরাজদিগের পরামর্শ গ্রহণার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সিমলায় যে কাবুলের দূত আসিয়াছে তাহার কারণ এই। কবিরা সম্বন্ধে যিনি যে সংবাদ লিখিতেছেন, তাঁহার কেবল অনুমানে ঢিল ফেলা হইতেছে।

এইবার রাজস্ব কমিটী সর ডন ষ্টুয়ার্ট লাউ সরেণ, সর এক হেলিডে সর গ্রাণ্ট এবং সর উইলিয়ম গ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। গ্রে সাহেবের সাক্ষ্যে অনেক কাজ হইবে আমাদিগের বিশ্বাস এই।

গত সপ্তাহে কলিকাতা মেডেটে আহাজের মুসলিদিগের সম্বন্ধে এক গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, কাপ্তেনের [illegible] ডাক্তারের [illegible] মুসিয়া সকলে মুখী আছে, তাহাদের [illegible] বন্ধুকের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। মুসিয়া কি বাস্তবিক স্বাধীনতা গবর্ণমেণ্ট মেডেটে উহাদের [illegible] প্রথা যায়।

পিপলস ফ্রেণ্ড সম্পাদক, কবডাঙ্গি, মোপলে কতকগুলি মুসলমান ধৃত হইতে বন্ধ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমাদিগের অনেক বন্ধু আছেন, ইহাঁরা যদি পুরীপ্রভৃতি তীর্থ স্থানে এক একটী রেলওয়ে করেন, লোকেরও উপকার হয়, ইঁহারাও লাভবান হইতে পারেন। ইঁহারা আর কতদিন কোম্পানির কাগজের সুদে গণিয়া মরিবেন।

বাগবেড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, রাধানগর গ্রামে ভূতনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার বালিকা স্ত্রী তাহার সহবাস অযোগ্য বলিয়া সর্ব্বদা প্রহার করিত। সে, দিবস এমনি ভয়ঙ্কর রূপে প্রহার করে যে প্রহার করিতে করিতেই বধূ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বালা বিবাহের এই সকল অনর্থের মূল।

পিপলস ফ্রেণ্ড পাটে অবগত হওয়া গেল, সাগর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার কল্পনা হইতেছে। কিছু দিন হইল, আমরা এইরূপ কল্পনার কথা আর একবার তুলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ সেক্রেটারি হইতে অনুমোদন করেন নাই। এরূপ একটী রেলওয়ে দ্বারা অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু উহা স্থাপন বড় সহজ নয়।

সিহর, হাপরা, চম্পারণ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে বৃষ্টি হয় নাই এই সংবাদ আসিতেছে, ইহাতে চাসের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে।

আমরা এখানে পূর্ব্ব [illegible] ওয়েষ্ট [illegible] ঘটের [illegible] তোলার [illegible] দিবার [illegible]

উহারা প্রায়ই রেলওয়ে বাবুদের পাক কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং ফোস্পানি যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে যেরূপ দেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। যাহা হউক, ফোস্পানির কর্ত্তাদিগের এ বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত।

কিছু মাসক এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, যে সকল লোকের জীবন নিতান্ত ক্লেশকর হয়, তাহারাই ইহার সভ্য। প্রতিমাসেই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি সভ্য সভ্যের কোন না কোন মনুষ্যেই হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সেদিন পার্লিস হইতে একজন হর্ষক লণ্ডনে যেড়াইতে গিয়াছিলেন। উক্ত সভার সভাপতি তাহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যেওম জন্ত কতদূর নির্ম্মিত হইয়াছে। এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি প্রথমেই উহা হইতে পড়িয়া মরিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি যেমন পর মর্য্যাদায় সভ্যের অপেক্ষা প্রধান, তাঁহার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় যে সে মনুষ্যেই হইতে পড়িয়া মরা উচিত হয় না॥

বাল্যবিবাহ নামক মাসিক পত্র বাল্য বিবাহের নিম্নলিখিত বিষয় ফলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

"(১) শারীরিক।

১। শরীর ক্ষয়—বক্ষঃ স্থলাশ ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগ এবং তজ্জনিত অকাল মৃত্যু।

২। দুর্ব্বল ও কগ্ন সন্তান উৎপাদন—শিশুকালে মৃত্যু এবং তজ্জন্য পিতা মাতার শোক।

৩। অল্পবয়সে বালিকাদের গর্ভ সঞ্চার তজ্জনিত ভয়ানক যন্ত্রণা এবং কষ্ট। অনেক সময় প্রসব কালে গর্ভিণীর এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।

৪। অল্প বয়সে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হওয়া, তজ্জনিত নানাপ্রকার শারীরিক কষ্টভোগ করা এবং সাংসারিক কার্য্যে অক্ষমতা।

৫। শারীরিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং ভীরুতার উৎপত্তি।

(২) মানসিক।

১। মানসিক সংবৃত্তি সমুদায়ের হানি এবং দুর্ব্বলতা—যথা—স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধির হ্রাস, অসামান্য ইন্দ্রিয় সেবা প্রভৃতি অসৎ বুদ্ধি ও ব্যভিচার প্রভৃতি কুবিষয়ে মনধাবিত হওয়া।

২। শিক্ষালাভের ভয়ানক কণ্টক। উপযুক্ত শিক্ষালাভ না করিতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা।

৩। অর্থ উপার্জ্জনের নিতান্ত ব্যাঘাত।

৪। প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসদ্ভাব এবং তজ্জন্য চিরজীবন অসুখে যাপন করা।

৫। বিবাহের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়া এবং তজ্জনিত আত্মার অধোগতি।

৬। মানসিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং তজ্জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব হানি।

(৩) সামাজিক।

১। দরিদ্রতা বৃদ্ধি—অশিক্ষা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ ধন উপার্জ্জনে অক্ষমতা এবং তজ্জন্য স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিপালনে অসমর্থতা।

২। অল্পবয়সে সংসার ভারগ্রস্ত হওয়া এবং তাহাতে মানসিক ও সাংসারিক নানা প্রকার উন্নতির ব্যাঘাত এবং তজ্জন্য দেশের হিতসাধনে অপারগতা।

৩। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ধর্ম্মভাবের হানি প্রযুক্ত, ধন উপার্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে এবং অল্পবয়সে অনেক লোকের ভরণ পোষণের ভার পতিত হওয়াতে চৌর্য্য, তোষামোদ, কপটতা প্রভৃতি নীচ কার্য্যে রত হওয়া।

৪। ধনোপার্জ্জন না করিতে বিবাহ করা ও সন্তান উৎপাদন করা এবং তজ্জন্য সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ও তাহাদের প্রতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের অক্ষমতা।

৫। অকালমৃত্যু দ্বারা সন্তান সন্ততিদিগকে ভয়ানক বিপদাপন্ন করা।

৬। অল্পবয়স্কা বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাতে পিতা মাতার নিতান্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং উক্ত বিধবাদিগের দ্বারা ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান।

৭। অধীনতা—শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অক্ষমতা।"

৫ ই আষাঢ় বুধবার।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী গত কল্য নিজ কার্য্যভারগ্রহ করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এ সংবাদে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ সংস্কৃত কালেজের প্রতি প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক টান আছে। তাঁহা হইতে উহার অনেক উন্নতির আশা আছে। পাঠকগণ যদি আমাদিগের মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এই কথা বলি প্রসন্ন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ও মহাশয় ব্যক্তি, ইনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তদ্তুল্য অন্য কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতেন, তাহা আমাদিগের হৃদয়ের অধিকতর পরিতোষকর হইত।

একব্যক্তি আক্ষালিত হইয়া লিখিয়াছেন "সম্প্রতি হাকিমপুর নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই রাজপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া লোকের কষ্টের পরিহার করিয়াছেন। ঐ ঔষধালয় হইতে উত্তম উত্তম মূল্যবান ঔষধ বিনা পয়সায় লাভ করিতেছি এবং চিকিৎসকের চিকিৎসাতে আমাদিগের গ্রামের সকল লোকেই বিশেষতঃ দরিদ্রলোকেরা মহা অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন।" আমরা চিকিৎসালয়টী দেখি নাই। যদি উহা বাস্তবিক বর্ণিত গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, জাপানের মিকেডোর প্রাসাদটী অগ্নি লাগিয়া এক কালে ভস্মীভূত হইয়াছে। রাজপরিবারের কয়েকটী স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। মিকেডো সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেবল এই প্রাসাদটী পুরাতন ছিল, এই জন্যই বোধ হয় ভস্মা ভূপিত হইয়াছিল।

গতবুধবার সিকিমের রাজা ইংরাজদিগের হইতে নিজ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল?

পিয়নিয়রের সাপ্তাহিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাশ্মীর রাজার নিকট বিবিধ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা রাণী ও লোক প্রত্যেকে ২৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপ দুই তিন জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণরের অতিথি সৎকার করিতে হইলে বোধ হয় কাশ্মীরের রাজাকে ভিক্ষুক হতে করিতে হয়।

সমাজ দর্পণ লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্ট লবণের কর অত্যন্ত অধিক করিয়াছেন। সিমরপুল হইতে লবণের আমদানী হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট উহা বিক্রে করেন যাহা, মণিকেরা লবণের মন প্রতিকরা ৭৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ৩০০ টাকা কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ক্রেতাদিগের ১০০ মণ লবণ কিনিতে ৩৭৫ টাকা ব্যয় করিতে হয়। মূল্য অপেক্ষা কর এত বেশী হইলে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অনায়াস করা হয় সন্দেহ যায়। আমাদের বোধ হয় কমেট সাহেব আর ব্যয় বৃদ্ধিটীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন।"

বুশায়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পারস্যের নাবা ইউরোপে যাওয়াতে রাজা প্রজা দুই তাকাইতি হওয়া প্রভৃতি অনাচার কাণ্ড সকল অহরহঃ ঘটিতেছে। বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় অনেক লোক এই সময়ে নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িয়াছে। সাহা মেলে নাই বলিয়া প্রজাদের এই দুর্দশা হইয়াছে, তিনি আসিলেও প্রজারা সুখী হইবে বোধ হয় না। তিনি প্রায় ৩ বৎসরের রাজস্ব ইউরোপে ব্যয় করিয়া আসিবেন। তাহা তাঁহাকে পোষাইয়া লইতে হইবে। উভয়ই প্রজাদের সর্বনাশ। ওদিকে মনোয়ারের পাকপালি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি গৃহীত হইল।

" রেলওয়ে সকলের সাপ্তাহিক আয়ের বিবরণ ৩১ এ যে পর্য্যন্ত।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ১২৩৪০ মাইল।

লোকের ভাড়া	২৩৭৮৪,৩
দ্রব্যাদির ভাড়া	২৮২৬৪৮/১
মোট	৫২০৪৮৮/৪

কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে ২৮ মাইল।

লোকের ভাড়া	৯০৫
দ্রব্যাদির ঐ	৮৩২
মোট	১৭৩৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেইন লাইন ১১৮০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১৩৯৪৪১/১
দ্রব্যাদির ঐ	৪০১৪৪১৮/৪
মোট	৫৪১০৮৩,৪

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে জবলপুর লাইন ২২৩০ মাইল।

লোকের ভাড়া	১০৩৩৮৯/১০
দ্রব্যাদির ঐ	৩০২৪০৫/১
মোট	৪১২৭৯৫/৪

নলহাটি ষ্টেট রেলওয়ে ২৭। মাইল।

লোকের ভাড়া	১৬৭
দ্রব্যাদির ঐ	৪১৫
মোট	১৩৮৪

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল।

আয় ব্যয় ও স্থিতির হিসাব।

২ রা জুন ১৮৭৩।

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে	১৫৪৩২২৩১/৪
ডিপজিট হিসাবে পাওনা	৪৫৫৬৭৭৮৯/৭
বিল ডিস্কৌণ্ট হিসাবে	১১১৩৩২৫৮/৫
ডেডষ্টক অর্থাৎ উপস্থত মূল্য ইত্যাদি	২৮৯৩৭১৬৩/১
ষ্ট্যাম্প	১১৫৩২১/৩
অপরাপর ব্যাঙ্কের জমা	১৫৫২৪/১
বিবিধ	৯৬১০৪৭৮৮/৭
বুলিয়ন অর্থাৎ সোণা রূপা প্রভৃতি ধাতু	১০০৫৭৮৭/১
মজুত নোট ও নগদ	৪৪০৮৩৮৮৯/১
	৩৭১৪৭০০৯/৩
	৯৮৪১০৯৬১৭৪

দেখা

অংশিগণের আসল ধন	২,২০,০০,০০০
সঞ্চিত ধন	১৫,০২,৫৬৫৯
গবর্ণমেণ্ট কমারাইয়ে	৪১৮৯৩৩৩৫/৭
সঞ্চিত ধন	
অন্যান্য সঞ্চিত ধন	
ব্যাঙ্কপোর্ট বিল প্রভৃতির জন্য	২৪১৯৮৩
বিবিধ	৮৩১৩৫২৪
	৯৯৪১০৯৬১৭৪

বিশু পর্য্যন্ত সকলে [illegible] ফিটম টিকিট করিবার জন্য গভ[illegible] মাস হইতে বঙ্গদেশ বোম্বাই ও বাঙ্গালোর রেলওয়ে-কোম্পানিদিগের সহিত অনেক বর্ণার গবর্ণমেণ্টের পত্র ব্যবহার হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, করিলে লোকেরও সুবিধা হয়, কোম্পানিরও লাভ হইতে পারে। লাভ হয় কি না অন্ততঃ এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বোম্বাই গেজেট বলেন, এতদ্বিষয়ে বোম্বাই কোম্পানির ১০ বৎসরের টাকার জন্য কাকি দিয়াছিল বলিয়া লোকে কয়াটের মকাটের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজদের [illegible] রাছে। অনেকে অনুমান করেন যদি [illegible] টের ভূতপূর্ব্ব [illegible]

৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবল জাহাজিবাদের জন্য [illegible] নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহারা আফ্রিকা ইণ্ডিয়া আফ্রিকাকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন, দাস ব্যবসায় [illegible] পারস্পরা সম্বন্ধে ইউক যে কোন ব্রিটিশ প্রজা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে তাহাকেই ধরিয়া ৩৫ বিচার অর্থাৎ বেত বিশেষ [illegible] পাঠান হয়। এরূপ লিখিবার কারণ এই যে বার্টল ফ্রিয়ার রিপোর্ট করিয়াছিলেন অনেক ব্রিটিশ প্রজা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এতদনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দাস ব্যবসায় নিবারণ [illegible] আইন দ্বারা তাঁহার [illegible] বোম্বাই গেজেট [illegible] ৭ বৎসর [illegible] ৯ ফাল্গুন [illegible] ইহার দ্বিতীয় [illegible] অপরাধীর [illegible]

পাইতে পারে না। সিন্ধু খিলাত গোলাদর পাঁয়লা উপসাগর মকাট এডেন এবং জাঞ্জিবারের ব্রিটিশ পোলিটিকাল এজেন্টদিগকে জর্জিস অব দি পিস করিয়া তাঁহাদিগকে দাস ব্যবসায়ী ব্রিটিশ প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া বিচারার্থ বোম্বাই হাইকোর্টে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব সীমা প্রভৃতি স্থানে প্রকারান্তরে যে দাস ব্যবসায় চলিতেছে তত্রত্য কর্ম্মচারিদিগের তদ্বিবারণ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভা সিমলায় গিয়া কেবল আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিতেছেন না, তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন ফৌজদারী পরিবর্ত্তন ফৌজদারী বা উন্মূলন এই সকল বিষয়ে এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ইহারমধ্যেই হবহাউস সাহেব অনেকগুলি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, লাভ মর্লের শাসনকালে এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হবহাউসের ন্যায়ই একজন উপযুক্ত আইনকর্ত্তার একান্ত প্রয়োজন। কেহ প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন দেখুন, কিন্তু আমরা আর নূতন আইনকর্ত্তা চাহি না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কিছু দিন অব্যাহতি দেন, আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উপদ্রব করে নাই।

১৪ ই জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান, রাজসাহী, পাটনা এবং উড়িষ্যা বিভাগে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। শস্যাদির যেরূপ অবিষ্ট হইবে মনে করা গিয়াছিল তত দূর হয় নাই। লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ প্রীতিকর, কিন্তু অনেক স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে।

আলাহাবাদে এখনও ভয়ানক গ্রীষ্ম রহিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে ৭।৪ জনের সর্দ্দি গরমিতে মৃত্যু হইয়াছে। এক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

হত্যাপরাধে চারলস রোডিগসের ফাঁসীর আজ্ঞা হওয়াতে কলিকাতার ১৫০ অধিবাসী স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট মৃত্যু দণ্ড রহিত করিয়া অন্য দণ্ড দিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, যুগপৎ যত দণ্ডটী একবারে উঠাইয়া দিয়া অন্য গুরুতর বিধান করাই কর্ত্তব্য। যত দণ্ড আছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ত নিবারণ হইতেছে না।

তুলার উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থানকে উড়িষ্যা পরাস্ত করিয়াছে। উড়িষ্যার উৎপন্ন ৩ প্রকার তুলার নমুনা বাণিজ্য সভার উড সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি উহার ১৭। ১৭।০। ১৭।০ টাকা মণ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ তুলা দেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন। বিদেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন আর এক প্রকার তুলা পাঠান হইয়াছিল। তদ্দর্শনে উড সাহেব বলিয়াছেন এরূপ উৎকৃষ্ট তুলা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে আইসে নাই। এ তুলা লণ্ডনে প্রায় সাত আনা পাউণ্ড বিক্রীত হইতে পারে। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে হিঙ্গনঘাট বিদর ফিউজলিয়স এবং চান্দোল এই কয়েক স্থানের ৩ মণ তুলার বীজ চাহিয়াছেন। উড়িষ্যা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকা অপূর্ব্ব, যত্ন করিলে এখানে সোণা ফলাইতে পারা যায়।

গত রবিবার বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডি, ওয়ালডি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর বিবি কিন্নার বালিকাগণকে পারিতোষিক দান করেন। শশি বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে এই বিদ্যালয়টী বিলক্ষণ উন্নত লাভ করিয়াছে।

মুরার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় সাঁওতাল পরগণার পুলিস কোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। গত কল্য হইতে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া ধান্য ও নীলের বড় উপকার করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলী কালেজের ছাত্রেরা যে অধ্যাপক প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য দুই জনকে কালেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১০ জনের ছাত্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া এক বৎসরের জন্য উহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ছাত্রগণের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। এটী দৃষ্টান্ত স্থল হইল। এইরূপ দুই চারিটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত না হইলে নির্ব্বুদ্ধি ছাত্রগণের অবাধ্যতা নিবারণ হওয়া কঠিন।

কেহ কেহ বলেন, অমৃত গোলাম আহম্মদ নামক একজন বণিক ৮৫ হাজার টাকায় একযুতা ঘোড়ার প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন। কাবুলের রাজা মুজাউল্ মলক এই ঘোড়া রণজিৎসিংহকে উপহার দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা পঞ্জাব অধিকার করিলে এই ঘোড়া নিলামে বিক্রয় করা হয়। কাশ্মীরের রাজপ্রতিনিধি ইহা ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ইহা একজন বণিককে বিক্রয় করা হয়। তিনি ইহা ছিঁড়িয়া এক এক অংশ করিয়া বিক্রয় করেন। গোলাম আহম্মদ সেই অংশ গুলি একত্র করিয়া ঘোড়াটী পূর্ব্বের ন্যায় করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন দাবানল ঘটিয়া মুরাউমের চা ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

বরদার প্রজা প্রীষ্ম জ্বালাতে যে সহস্র সহস্র বাদুড়কে মরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। বরদার সকলই কিছু নূতন রকম।

৭ই আষাঢ় শুক্রবার।

গত ১৮ই জুন পারলেমেণ্ট মহাসমারোহে সকলে উপনীত হইয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রিন্সটেক, প্রিন্স ফ্রেডিরিক এবং ডিউক তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনয়ন করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন কাবুলের যে রাজদূত সিমলায় আসিয়াছেন, আমীরের ইংরাজ বালকের শিক্ষার্থ কয়েকজন উপযুক্ত ব্রিটিশ আফিসর দেওয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৭ই জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৪০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সম্প্রতি একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে বাঙ্গালিরা শিক্ষা করিয়া অনেক উপার্জ্জন করিতে পারেন এমন কি প্রতি দিন ১০।১২ টাকা উপার্জ্জন হয়। যাঁহারা বাঙ্গালি ৯ বৎসর করিয়া ঘরী হইয়াছেন, তাঁহারা না জানি কতদিনে কিছুক বাঙ্গালির পতি হয়।

মুর সভা পত্রিকা বলেন "এখানে ৭টী অতি সমারোহের হইয়াছে। কএকদিন কিছুই হয় নাই। সংবাদ নাই গান। আবাদের মুখের হয় নাই।"

গোরাদের অন্তর্গত টানা নামক স্থানে অন্তত্রিশ বালক একত্রিত হইয়া একটী পাঠশালা খুলিয়াছেন। ইহাঁরা পুরুষের কোন সাহায্য লইবেন না। পাঠশালা তেমন কি বড় নয়, ইহাতে অন্যের সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, বটে।

বালিন ৮২৭০৩৫ বর্গ হাতের একটী কামান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। লণ্ডন উইলিয়ম এটী সাম্রাজ্ঞীর একটী গির্জ্জার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। যদ্যপি পাঠাইয়া যে দাঁড় পাওয়া যাইবে উহাতে একটী গির্জ্জার ঘণ্টা প্রস্তুত করা যাইবে। এই কামানটী সিভাসের যুদ্ধে ফরাসী দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। গির্জ্জার পক্ষে কামান উপযোগিক বস্তু নয়।

সিন্ধুদেশের গবর্ণরের [illegible] জয়পুর রাজধানীর [illegible] বাহির আসিয়াছেন।

একজন ফরাসী একটী বৈদ্যুতিক আলো প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ১০০ বাতির তুল্য।

ভ্রমণের ও অন্য ভাষার ছুটি দিয়া সিবিল গবর্ণমেণ্ট অত্যাবশ্যক শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে অন্য ভাষার যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে ১০০০ টাকা ও পার্শী ভাষায় উত্তীর্ণ হইলে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দান করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে জয়পুরের মহারাজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের সংস্কারার্থ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৮ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা শুনিলাম, সিবিল সর্ব্বাণ্ট বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু অবিনাশ চন্দ্র দত্ত সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি টিকট না লইয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রয়াগদূত বলেন, "কমলবন্ধে আজি কালি গুরুতর আন্দোলন উঠিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের শেষ অধিবেশনে এ বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থাজ্ঞ প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অবোধ্যার ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনার সর চার্লস উইংফিলিয়াছেন কর সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যাহা কর্ত্তব্য, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুষ্ঠান হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তাহা গোপন রাখা উচিত নহে। ষ্টেট ষ্টেট সেক্রেটারী মে প্রাণ্ট ডফ বলেন, পার্লিয়ামেণ্ট হাউসবন্ধ এবং মেণ্টাল ল্যাণ্ডের প্রস্তাবের প্রভৃতির সহ সহানুভূতি সংরক্ষণ জন্য আবশ্যক। পাশ্চাত্য অনেক অনুষ্ঠান প্রকার [illegible]

বিলাতের, ক্যাম্পবেলী [illegible] যে প্রকারে [illegible] গত [illegible] বিস্তর করেরা [illegible] না করিলেও [illegible] করা সর্ব্বাবশ্য [illegible] শাসিতদ্বারা [illegible] সমুদায় আবশ্যক [illegible] পূরক থাকেন করিলেই [illegible] প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ কর্ম্মচারীর [illegible] হইতে হবে, তদপেক্ষায় কালুকরণ প্রকাশ।"

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের যে পেয়াদার নিকট অনেক চিঠি পত্র হুণ্ডী ঘর্ত্ত পোষ্ট পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

টাকা	সিক্কা	১০৩৷—১০৩৷৷০
	কোম্প	১০৪৷৵০
		১০৪৷৵—১০৭
		১০৯৷—১০৯৷০
		১০৪৷৵০
		১১১—১১১৵

ইউরোপীয়সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ই জুন। তুর্কির সুলতান বিদেশের অবাধ্যতার খাদ্য বিষয়ে ভেডিয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ভেডিব বাণিজ্য সংক্রান্ত নষ্ট করিয়া তুরস্ক টাকা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

প্রকাশ ১৫ই জুন। স্পেনের মন্ত্রি সভা গবর্ণমেণ্ট যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে।

[illegible] যে সংবাদ [illegible]

লণ্ডন ১৬ ই জুন। ২ এ রুশীয় সৈন্যগণ কন্তান্ত অধিকার করে। বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। পারস্যের সাহা ব্রসেলসে উপনীত হইয়াছেন।

রুশীয় রাজ্ঞী লণ্ডনে গিয়াছেন।

তুর্কির সম্রাট ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন।

বেলজিয়মের সহিত ইংলণ্ডের যে সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি হয় ফরাসী বাণিজ্য সভা তাহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতবর্ষের আদীন প্রজার জন্য ক্ষমতা বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলভার্লির লাড ষ্টানলি যাহা বলিয়াছিলেন, ডিউক অব আর্গাইল তদুত্তরে বলিয়াছেন, রাজদ্রোহিতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের বিচার করিবার ক্ষমতা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে অন্য বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য হয় না। তবে অন্যান্য অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের এক্ষণে যেরূপ বিচার হইতেছে সে প্রণালী, পরিবর্ত্তনে তিনি প্রস্তুত আছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কাবুলে কাঁচা দ্রব্যের উপর যে টাক্স হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে বজেটে ১৭ কোটি কম অনুমান হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই জুন। সিলেটের মাজিষ্ট্রেট যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন, তদ্রূপ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সেই পর্য্যন্ত ফৌজদারী আইনের ৪৪ ধারা অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

মেসর ই, ইবেল ওয়ালকট সাহেব কাছাড়ের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইবেন।

১৩ ই জুন। শ্রীযুক্ত এম, আর, টটেনহাম সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য হইতে যে দিবস অব্যাহতি পাইবেন সেই দিবস হইতে প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

উক্ত টটেনহাম সাহেব যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম স্থলে উপস্থিত না হইবেন সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এ, বি, ফালকন সাহেব প্রথম শ্রেণীতে বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ বি, ফালকন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের আডিসনাল জজ ও ফরিদপুর এবং যশোহরের আডিসনাল সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, আর, ষ্টামলি কলিয়ার হুগলী।
- " সি, জে, ওডনেল এম এ। যশোহর।
- " জে, কে, ওয়াইট বি এ। বাখরগঞ্জ।
- " এচ, ই, হ্যামিলটন কেসন। ময়মনসিংহে।
- " জে, নিউজেণ্ট সাহেব। চট্টগ্রাম।
- " সি ডবলিউ, বোলটন। মুরসিদাবাদ।
- " জে, মা, কার্ষি। রঙ্গপুর।
- " জি, এচ আর্কিবল্ড। কটক।

শিবসাগরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু অম্বিকা চরণ বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
- বাবু অম্বরনাথ ভট্টাচার্য্য। পুরী।
- " রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুরিয়া।
- " মজকিশোর দাস। পুরী।

১৭ ই জুন। শ্রীযুক্ত ডবলিউ কিডাম সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালেশ্বরের অন্তর্গত তমলুক মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের বাইটবরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বর্ষার প্রারম্ভ। পদ্মা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছে। যৌবন সহচরী মত্ততা অনেক সময়ে অনিষ্টের হেতুভূত হইয়া উঠে। সুতরাং পদ্মাও মত্ততা প্রভাবে কূলহরা হইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফলতঃ পদ্মার প্রচণ্ডতা নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেকের অনিষ্ট হইয়া থাকে। গত ৯ ই জুন পূর্ব্ববাঙ্গলার মেইল পদ্মা পার হইয়া গোয়ালন্দে যাইতেছিল হঠাৎ একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে মেইলের নৌকা খানি গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার নিমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের বিষয় বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। জাফরগঞ্জের প্যাকেট ব্যতীত সমুদয় প্যাকেটই রক্ষা পাইয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। মেইলের নৌকার নিমজ্জন সম্বাদ পাইয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল ও ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার গোয়ালন্দে আসিয়াছিলেন। অ মরা অ'গ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, মেইল পার করিবার নিমিত্ত দুই খানি ভাল "ছান্দী" নৌকা রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা অনেক সময়ে সাধারণের অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবে। শুনিলাম জাফর গঞ্জের যে প্যাকেটটী নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এক খানি রেজিষ্টরী চিঠি ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে নোট ইত্যাদি কিছুই ছিল না, কেবল একটী প্রয়োজনীয় সংবাদ লিখিত হইয়াছিল।

২। ঘটনা বশতঃ এস্থানের চিকিৎসালয়ে নব আসিষ্টাণ্ট সরজন নিযুক্ত হয়েন নাই। একজন মেটীব ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি নাকি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাও করিতে পারেন। শুনিলাম ডাক্তার মহাশয় অনেক স্থলে সবিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে চিকিৎসা করিয়া প্রশংসা পত্র লাভ করিয়াছেন।

৩। গত ৩১ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে ইনস্পেক্টরেরা অতঃপর দুই মাস অন্তর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বিল স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সকল স্থলে তদনুরূপ কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে না। অত্রত্য স্কুলের কয়েক মাসের বিল স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু হিসাব ঠিক না হওয়াতে তৎসমুদয় ফেরত আসিয়াছে। যাহা হউক, বিল স্বাক্ষর ত ডেপুটী ইনস্পেক্টারগণ করিতেছেন, ওদিকে স্কুল সংক্রান্ত আর প্রায় সমুদয় কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারগণ

লাভ হয় অথচ প্রজাপুঞ্জও সুখে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে এখানকার প্রজারা দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিয়া যে তাহাদিগের অধিকারের তত্ত্বাবধারণের ত্রুটিতে এখানকার মাজেষ্টী আপনি ইহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

এদেশে এক কালে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। দিবা ৮ ঘণ্টার পরে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। বর্ষামিটার (তাপযন্ত্র) দেখিয়ে পারিলে বলিতে পারিতাম যে একশত ডিগ্রি ছাড়িয়া পারা কতদূর উঠিয়াছে। অনুমান প্রখর রৌদ্রে আমরা অনুমান করিতেছি বুঝি ছাদশ সূর্য্য উঠিয়া জগৎ সংহার করে। এখন পথিক জনের যে কি কষ্ট তাহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। আমি যে পদের পথিক, তাহাতে আমি এক স্থানে বাস করিতে পাই না, অথচ ভিন্ন আমার উপায় নাই। এখন রাত্রি ভিন্ন গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু হত ভাগ্য দেখে তাহাও ঘটিবার উপায় নাই। রাত্রিতে দুই একজন বাইতে হইলে বাঘের মুখে পড়িতে হয়। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন হাহাকার হয় উঠিয়াছে, তৎসঙ্গে চৌর্য্যের আধিক্য বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ডাকা ইত্যাদি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

২১ এ মৈমনসিং
১২৮০ } কস্যচিৎ এখন কাহিনঃ।

মহাশয়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার ষ্টেবণের অধীন কালীয়াটকের গ্রামে একটী বন্দর আছে। তথায় কতকগুলি মহাজন আছেন। তাঁহাদের চিঠি পত্র অনুরোধে পাঠান অতি কষ্টকর হয়। সাভার হইতে কালিয়াটকের প্রায় দুই প্রহরের ডাঙ্গা। তথায় একটী ডাকঘর আছে। ইহা ভিন্ন উক্ত প্রদেশে ডাকঘর নাই, একটী ফাড়িও নাই। পূর্ব্বে একটী ফাড়ি ছিল, কি অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। কর্ত্তৃপক্ষেরা সাভার ডাকঘর হইতে যে সমুদয় পত্র উক্ত প্রদেশে লইয়া যান তাহা ২।৩ সপ্তাহে অতীত না হইলে পাওয়া যায় না।

সুযোগ্য প্রকাশ সংবাদ
বিক্রয়ার্থ নিয়মাবলী

অগ্রিম মূল্য না পাইলে [illegible]
কাহারই নিকটে [illegible]

ইহার অগ্রিম মূল্য [illegible] ও ডাকমাশুল সহ বাষ্পাসিকের ৪০ টাকা, [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ১৯ [illegible] ৫০ টাকা মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিতে হয় না। পৌষ, ফাল্গুন, বৈশাখ তিন মাস মূল্য ইহার অন্যান্য বাষ্পীয় সংবাদপত্রের ন্যায় অগ্রিম দিতে হইবে। যিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে পারেন; কিন্তু যেন যে টাকটী প্রেরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ টাকটী প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে যে মূল্য পরিশোধিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছু হইলে যথাশীঘ্র মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন প্রেরিতব্য করিয়া যথা গ্রাম, জিলা ও ডাকঘরের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একবার ফাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

ডাকঘরে চিঠি পাঠাইলে তাহার শীঘ্র পাইব।

[illegible] না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিলে, তাঁহাদিগের পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে [illegible]

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১০ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহনায়	৩	১
তথা হইতে অভিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে	৩	৬
অভিপুর হইতে মহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	১
মহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৯ মাইলের মধ্যে	০	৩

সন ১৮৭০ সালের ১৬ ইজুন মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৩	১১

মহরমপুর
১১ ই জুন
১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল ওকলি কিউটিং ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৭ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, মজঃফরপুর ৪৩
" " নবকুমার, পূর্ণিয়া আদীম
" " মাণিকগঞ্জ
" " মজঃফর গড়—[illegible]
" " গোঁড়াঘাট গাজ
" " [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

গ্রতিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রতিম মাণ্মাসিক ৫। টাকা

১২৮০। ১৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৩০ এ জুন।

মফস্বলে মাশুল সমেত গ্রতিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং মাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক
কৃত বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ঐ ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আমাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্য্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাহার এক খানিরও নম্বরের বিভিন্নতা হয় নাই। সেই বিশ্বাসে সকল সময়ে নম্বর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি একদিন ঐরূপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর মিলাইয়া লইলাম না। যাঁহারা ঐ নোট দেওয়া হয়, তিনি ভাঙ্গাইতে গিয়া দেখিলেন নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু যে পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের তাহা স্মরণ নাই। আমরা কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া টাকার নম্বর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের ১০ টাকা বাকি রহিয়াছে, কিন্তু যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ১০ টাকা বাকি রহিয়াছে অতএব সাধারণ্যে জানান যাইতেছে যিনি ঐ নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের নম্বর জানিয়া লবেন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান যাইতেছে যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। ঐ দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নম্বর এই।—

এম
৪ ৩২৫৭৮

এম
৪ ৩২৫৭৫

সংস্কৃত যন্ত্রের মুদ্রাঙ্কণ ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

বিশ্বদর্পণ।

আমি, শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিশ্বদর্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অনবধানতা ও আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিশ্বদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। আমিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিমেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ

২২ এপ্রিল বিদ্যাবাগীশ।

কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়কে জানাইতেছি যে বসন্তকুমারী সম্বন্ধে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুস্তক দিতেছেন না। কাগজের মূল্য এবং ছাপার খরচ সমেত বাকি ১ টাকা ১১০ টাকা পাওনা। কাপী পশ্চাৎ সময় দশ তাহার পর ত্রিশ, ভুবনবাবুর বাংবিশ, ষোল পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী যাহা বিক্রয় হইয়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর দেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা রাখিলা ছাপা বাবত উশল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমন মেল গার্ড নিকট না দেন তবে সব শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী তিনি এবং তাঁহার হুকুম বাঁধানা যন্ত্র হইবে।

১২৮০ সাল
২৮এ চৈত্র শ্রীমীরমশারফ হোসেন
সাকিমী পাড়া।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধা নয় এরূপ পার্সেল ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং ইহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিমলেদহ টারমিনস
৯ ই জুন ১৮৭৩ কুাডলিন প্রিষ্টেড এজেণ্ট

সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য

বিদ্যের পুস্তক, সাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১।০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০

বিদ্যাসুন্দর চম্পূ (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

ছন্দোবলী (বৈদেশিক ছন্দের) ২।০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত;

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৸।
১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগমোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৷

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই তিন দিন অগ্র হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে, ষ্টীমারযোগে তাঁহাদিগের চিত্তপুরস্থ আফীস হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত যাতায়াত এবং মাল চালান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এডোয়ার্ড আকিন্স ফ্রান্সিস মেটের,
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেণ্ট।

মরলো ঔষধ।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীনাথ রায়।

বঙ্গবাসীর।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
৯ম ভিজীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
মৌলিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৭৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। ডুমুরিয়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা শালবাজার হিন্দুস্থান প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। যুঁইধাত্রেরই অবশ্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ৸) ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপ প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী সাধারণ পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা; পুরুষদিগের নিয়মাবলী, [illegible]

অন্যান্য মহর্ষি কৃত্তিবাস বিরচিত এই পুস্তকে সংযোগকর্ত্তারা অতি সামান্য মূল্যের উপরি হইয়াছেন। [illegible] ২ টাকা মূল্যের [illegible]

২। কলেরা-কবচ। বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। হোমিও মেডিকাল অর্গ্যান অর্থাৎ চিকিৎসা-দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪। সূতীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৴০

৫। ঔষধ বিচার (ষ্টাডি) ৸০

৬। ফুইসাইড্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত মৃত্তিকা কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আমেরিকা করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেঞ্জ করা প্রস্তর নির্ম্মিত মর্ব্বানার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ড্রপস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইংলণ্ডী বেশীর ভাগের চাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফরার ব্রিক্।

ফায়ার ক্লে।

মাইল-মর্ব্বল্ ও অন্যান্য যে সকল [illegible] উক্ত ক্লে আর [illegible]

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা ইট গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রাচীর দেওয়া ফ্রেঞ্চ ফ্লেমিশ ধরণে গাঁথিবার জন্য দিতে হইবে। ইটের মূল্য সম্বন্ধে এখন যে তাহাতে ইট দিতে আপত্তি নাই সে পরিষ্কার লিখিয়া দেওয়া শেষ হইবে উহা নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

নং ৭ ফেডারেশন ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আষাঢ় মাসের এক অর্দ্ধ অতীত হইল অদ্যাপি বিন্দু পাত নাই, আকাশে মেঘ নাই, যদি যদাচিৎ মেঘ হয়, ক্ষণ পরেই উড়িয়া যায়। এরূপ দারুণ গ্রীষ্ম আমরা কখন অনুভব করি নাই। শস্য সকল ও অবশ হইয়া, চিত্তচিন্তার ন্যায় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে চলিল, কৃষকদিগের আনন্দ অমনি ধূলিতে মিশিয়া গেল, চাষ আবাদ সমুদায় প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গেল, চাষা মুখ ধানিতেও মঙ্গল নাই বলিয়া যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহার সমুদায় অঙ্কুরিত হয় নাই। যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। গত বৎসর যত চাষ হয় তাহাতেই অনেক চাষা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এবারেও যে ভাল চাষ হইবে, তাহার আকার নাই। ১২৭৯ অব্দের ঊনত্রিংশ অভিনব বুক বঙ্গ দেশে হইয়া উঠে। রাজপুরুষদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

—:০:—

রথের মা বিষয় লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায়।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব রথ যাত্রা লইয়া যে ফুলুল কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন, আমাদিগের মহানুভব লার্ড নর্থব্রুক তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আপত্তি রথে যাত্রিকদিগের মৃত্যু। লার্ড নর্থব্রুক সেই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথমে শীঘ্র মাজিষ্ট্রেটেরা রথের দিবসে কোন ক্রমে প্রাণহত্যা না হয়, কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকে রথ টানাইতে লইয়া না যায়, তাহার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করেন, ইহাই লার্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত। ধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, ইহা কোন ক্রমে তাঁহার অভিমত নহে। তিনি ধাত্রার কৌশলক্রমে এই অভিপ্রায়টী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব যে পড়িবে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এবং প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিরা অত্যধিক ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনিষ্ট নিবারণের অপদেশে পাছে ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন, এই আশঙ্কাটী লার্ড নর্থব্রুকের হৃদয়ে লিখন কালে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল।

কায়েল সাহেবের তিলকে তাল করিয়া তুলা একটী রোগ। তিনি এই সামান্য বিষয় লইয়া যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন যাঁহারা রথযাত্রার স্বরূপ অবগত নন, তাঁহাদিগের মনে এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভাবিত নয় যে, হিন্দুদিগের রথে নরহত্যা করিবার হয় ও বিধি আছে কায়েল সাহেব তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া লার্ড বেণ্টিঙ্কের স্বর্গস্থিত, শোণিত নিবারণের ন্যায় তা তবর্ষের মঙ্গলোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লার্ড নর্থব্রুক উহার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, রথে সচরাচর মনুষ্য হত্যা হয় না, দৈবাৎ হয়। দৈবাৎ যে কাজ হয়, শান্তি রক্ষকেরা কিঞ্চিৎ সাবধান হইলেই অনায়াসে তন্নিবারণ হইতে পারে। কায়েল সাহেব যদি ধীর হইয়া কার্য্য করিতেন, তাঁহাকে এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত লার্ড নর্থব্রুকের কাছ পর্য্যন্ত যাইতে হইত না। গবর্ণর জেনরল যে ব্যবস্থা করিলেন তিনি স্বয়ংই তাহা করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় গবর্ণমেণ্টের সময় বৃথা নষ্ট করিয়া লজ্জা ও অপমান বোধ না করুন, কিন্তু আমাদিগের মন প্রসন্ন হয় না।

—:০:—

ভারতবর্ষে কিরূপ শাসন প্রণালী হওয়া উচিত।

সর্ব্বত্রই প্রভুশক্তি সম্পন্ন যথেচ্ছাচারী রাজগণ শাস্ত্র যুক্তি আইন কিছুরই বাধ্য নন। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই সমুদায় কাজ হইয়া থাকে। সকলের ইচ্ছা সমান নয়। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, শাসন প্রণালী তেমন হয়। দয়ালু দাতা উদারচেতা ভূপতির প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালী প্রজার যেরূপ শ্রেয়স্কারিণী হয়, স্বার্থপর নির্দ্দয় রাজার সেরূপ হয় না। ইংলণ্ডে ভাক্তোর ইয়র্ক টিউডর ষ্টুয়ার্ট রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন কিন্তু দুইজন রাজার শাসনপ্রণালী প্রায় এক রূপ দৃষ্ট হয় না। অগস্তস সীজার অবধি রোমে যত সম্রাট হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই শাসনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকার মুসলমান রাজগণের ত কথাই নাই। ইউরোপীয় কোম্পানির অধিকার অবধি ভারতবর্ষে যে সকল শাসনকর্ত্তা হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের উপরে কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন রাজগণের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীও বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবাসিদিগের এ অবস্থা সুখের নয়। যদি শাসনকর্ত্তা সৎ হইলেন, ইহাঁরা সুখী হইলেন, আর যদি শাসনকর্ত্তা অসৎ

হইবেন। ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য পরিসীমা নাই। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় ছেলে হইলে ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর বিষয় কিছুই পড়াইতে কি কাহাকে কিছু করেন, বিচিত্রতা লক্ষিত হইবে আসিবে নাই। অতএব ভারতবর্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট শাসন প্রণালী করিতে গেলে কিরূপ নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহারাণী পার্লিয়ামেণ্টের কর্তৃত্ব হওয়া আবশ্যক। মহারাণীর যে স্টেট সেক্রেটারি ও গবর্ণর জেনরল আছেন, এ দুই পদ রহিত করা কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক একজন গবর্ণর হউন। তাঁহাদের বিস্তারিত অধিকার হউক। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পদের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যখন নূতন কিছু করিতে হইবে, মহাসভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে। মহাসভায় এদেশীয় সভ্যের উপরে ভারতবর্ষের বিষয় প্রস্তাব করিবার ভার থাকিবে। এদেশের প্রতি যাহাঁর আন্তরিক স্নেহ আছে, এদেশের হিত হইলে যাঁহার আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ সভ্যের উপরেই তার সমর্পণ বিধেয়। যিনি ভারতবর্ষে গবর্ণর হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া যাইবেন, আমাদিগের মতে তাঁহাকেই মহাসভায় সভ্য করিয়া তাঁহার উপরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের যথোচিত পুরস্কার লাভে উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, তিনি অন্তরের সহিত এদেশের হিত চেষ্টা করিবেন, এদেশীয় লোকও তাঁহাকে আত্ম প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া নির্দ্দিষ্ট লাভ করিবেন।

ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী যদি ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী হয়, ভারতবর্ষ কস্যাপি পরস্পর ভোটে [illegible] হইবে আমরা পারিয়া ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর [illegible] করিয়াছি, এমন [illegible] কুরাপি ঘটে না। ইহার গুণে ইংরাজ জাতি সর্ব্ব প্রধানতা লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানোন্নতি ও জগতের মঙ্গলই ইহার এক মাত্র লক্ষ্যভূত। ইহার স্পর্শে পরাধীনতা ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। মহাসভার শাসন প্রণালী এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশের ইয়ারোপীয় পরাধীনতা ক্লেশ যে অনেক অংশে লঘু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে ঐ শাসন প্রণালীর বাতাস লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে স্বাধীনতা বিরাজমান হইয়াছে।

লার্ড লেয়ার্ড ও লার্ড বর্ণক্লিফের সভ্যশ্রেণি।

কবিগণ বর্ণনি করেন, চন্দ্র সকলের প্রিয়, কেবল পদ্মের নয়। লার্ড বর্ণক্লিফ রাজনীতি সকলের ভাল লাগিয়াছে কেবল পাল মাল মেজেটের ভাল লাগে নাই। সম্পাদক বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের অবলম্বিত নীতির ঘোর কীর্ত্তন করিয়া লার্ড বর্ণক্লিফের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লার্ড মেয়োর নিন্দা করিয়াছেন। যখন উভয়ের গুণদোষ পরীক্ষা প্রসঙ্গ চলিয়াছে তখন যদি আমরা কিছু বলি দোষ হয় অসঙ্গত হইবে না। একের নিন্দা অপরের প্রশংসা করি আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয়। যিনি যেরূপে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণনি করি, পাঠকগণ যাহা ইচ্ছা করেন, উভয়ের তারতম্যের [illegible] বিচার করিয়া লউন।

[illegible] লার্ড [illegible] [illegible]

কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল কি পারিতো
ষিক বিতরণ স্থল, কেহ কি তাঁহাকে
কখন কোন স্থানে লার্ড নর্থব্রুকের
ন্যায় সংলাপ বক্তৃতা দ্বারা সকলের
হৃদয় দ্রবীভূত করিতে দেখিয়াছেন ?

পক্ষান্তরে লার্ড নর্থব্রুক না দেখিয়া শুনিয়া কোন কাজ করেন না। ইঁহার অনেক পরামর্শ শ্রবণ করা আছে বটে, কিন্তু সে পরামর্শ আপনার উপরেই নির্ভর। ইঁহার প্রজার সুখে সুখ ও প্রজার দুঃখে দুঃখ বোধ আছে। অনাবশ্যক কর করিয়া প্রজাকে অকারণ ক্লেশ দিবার ইচ্ছা নাই। লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় ইনিও সঙ্কট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আসিয়া স্বচক্ষে বিদ্রোহ ঘটনা দেখেন নাই বটে কিন্তু লার্ডমেয়র যেরূপ রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইনি সময়ে উপস্থিত না হইলে বিদ্রোহ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যাঁহারা লার্ড নর্থব্রুকের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা এ সকল বিষয় চিন্তা করেন নাই।

—১০:—

সৈন্য মধ্যে এদেশীয়দিগের প্রবেশ লাভ।

বাস্তবিক হউক আর কল্পিত হউক কতকগুলি ইউরোপীয়ের এই প্রকার সংস্কার আছে, এদেশীয়েরা আজিও গুরুতর কার্য্যের দুর্ব্বহ ভার বহনক্ষম হন নাই, ইহাঁদিগের শরীর তাদৃশ পটু সবল ও ক্লেশসহিষ্ণু নয়, সকল দেশের সকল প্রকার জল বায়ু ইহাঁদিগের সহ্য হয় না এবং যে কার্য্যে আপদ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, ইহাঁদিগের রাজভক্তিও দৃঢ়তর পরীক্ষাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুরুষগণেরও অনেকের মন এই দুর্বিদ্ধ সংস্কারের সাংক্রামিকতা দোষের অধীন হইতে মুক্ত নয়। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের যথার্থ স্বরূপ উন্নতি লাভের মহান্ অন্তরায় সন্দেহ নাই। এই সংস্কারের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজিও এদেশীয়দিগকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর কমিশনর প্রভৃতি উচ্চতর পদের যুক্তায় করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে এদেশের ভদ্র লোকেরা নিরন্তর সহকারে বারম্বার প্রার্থনা করিয়াও সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

আমরা অহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসরের ন্যূন, সামাজিক অবস্থা উত্তম ও লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারাই সৈন্য দলে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাদিগের শরীর যে পটু ও কর্ম্মক্ষম, চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আর, যদি তাঁহারা অশ্বারোহ সৈন্য দলে প্রবেশের অভিলাষী হন, তাল রূপ ঘোড়া চড়িতে জানা চাই।

এদেশীয় যুবকেরা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াও যে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই। আমরা ইহাঁদিগের ক্ষমতা ও সর্ব্ব বিষয় গ্রাহিণী বুদ্ধির বহুধা পরিচয় পাইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট বারম্বার পরিচয় পাইয়াও যে এতদিন অন্ধ ও বধিরবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই ব্রত পালনের ন্যায় [illegible] কেবল ষ্টেটে [illegible] তদুপরি না [illegible] প্রাপ্ত ও সৈনিক [illegible] হয়, গবর্ণমেণ্ট [illegible]

শেষ দৃষ্টি থাকে। এদেশীয়েরা সৈনিক কার্য্যে সুশিক্ষিত হইলে কেবল এদেশের নয়, গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। যে কার্য্য হউক সুশিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার উন্নতি হয় না। এদেশীয়দিগের ক্রমে সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া ভূমি সুর হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রথম লাভ এই প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনরূপ প্রধান কর্ত্তব্যটী সাধিত হইবে। দ্বিতীয়, এদেশীয়েরা এদেশীয় সেনাগণের অধিনায়ক হইলে বিদ্রোহ শঙ্কা উন্মূলিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহকালে অনেক দুষ্ট লোকে চৌটা কাটা একটী হুল ধরিয়া অনেক নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধ সিপাহির বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি এদেশীয়েরা সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, দুষ্টেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। উহাঁরা গবর্ণমেণ্ট ও সিপাহী উভয়কেই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এদেশের লোকে এদেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয়ের সেরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সিপাহিরা নির্ব্বোধ ও মূর্খ। তাহাদিগের হিতাহিত বোধ যাহাতে নয়, পরিণাম দর্শনও শাণিত নয়। একটী মহৎ স্বার্থ হানির ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া তুলা তাদৃশ দুরূহ হয় না। কিন্তু কৃত বিদ্যদিগের নিকটে ঐরূপে কৃতার্থতা লাভ সহজ নয়। তাঁহাদিগের কার্য্য কারণবিবেক ও পরিণাম দর্শনশক্তি আছে। তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া ইষ্ট সাধন করা বড় [illegible] উপসংহারে বক্তব্য এই, যা [illegible] খা পড়া শিখিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

—শীর্ষ করেন। আইনপরিষদ্‌কে মনোনীত করিয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহা করিলে এতদ্দেশীয়দিগের মঙ্গলসাধনের সহিত গবর্ণমেণ্টেরও উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে।

—০—

এবারি লাইসেন্স এক্ট।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট-গবর্ণর কায়েল সাহেবের এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু তিনি সকল পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা তাঁহাকে আজি একটী পথ দেখাইয়া দি। তৎপথের পথিক হইলে এদেশের প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

অন্য অন্য দেশের লোকেরা সাংসারিক আহার করে, ধান্যের উপরে তাহাদিগের তাদৃশ নির্ভর নয়। কিন্তু এদেশের লোক মাংসনিরত, এ কথা বলিলে অত্যুক্ত হয় না। একমাত্র ধান্যই ইহাদিগের জীবনযষ্টি। অতএব কৃষি কার্য্য ইহাঁদিগের চিরাভ্যস্ত। বঙ্গদেশে ধান্যও অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান ইহাকে উহার উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চাউল যে দেশে রপ্তানী না হয়, সে দেশ অপ্রসিদ্ধ ১৮৭১ অব্দে কেবল এক গ্রেট ব্রিটেনে ২১৬০৪৫১০ টাকা মূল্যের চাউল রপ্তানী হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চীন জাপান প্রভৃতি নানা দেশ আছে। অল্পদীর্ঘ ভারতবর্ষের তৎপোষণের পর যে চাউল নানা দেশে রপ্তানী হয়। ইহাতে পাঠকগণ অনুমান করিয়া লউন, ভারতবর্ষে কত ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এদেশে কৃষকগণ কেমন প্রচুরজীবী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, চিরকাল একরূপ কৃষিকার্য্য হইয়া আসিতেছে। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদির দ্বারা কৃষি প্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। চিরকাল যেমন অনাবৃষ্টি, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, ক্ষেত্রে দুই তিনটী লাঙ্গলের ফাল চাস দিয়া ধান্য রোপণ করা হয়। পর্জ্জন্য দেব যদি অনুকূল হইলেন, শস্য হইল, যদি প্রতিকূল হইলেন, হইল না। কৃষিকার্য্যের এই শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন এদেশীয়েরা এমন দরিদ্র হইয়াও সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হন।

যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। এদেশের যে সমস্ত ভূমি পূর্ব্বে নিম্ন ছিল, অল্প জলেই জল বাঁধিত, ভূমির নিজ গুণেই অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, এখন তাহার ভূরি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ক্রমে সে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহাতে অল্পবৃষ্টিতে ও অল্প পরিশ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কৃষকদিগের যেমন অভ্যাস আছে, তাহারা তাহার অন্যথা চরণ করে না। তাহারা সেই সেকালের মত দুই তিনটী চাস দিয়া ধান্য রোপণ করে। যদি সুবর্ষা হয় তবেই কিছু হয়। কিন্তু যদি ঐ সকল ভূমির অবস্থা সংশোধন চেষ্টা হয় ও কৃষি প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা যায়, সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সন্দেহ নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার উপায় বিধান চেষ্টা করেন, তদর্থই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব।

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যে প্রদেশে উল্লিখিত প্রকার অধিকসংখ্য উচ্চ ভূমি আছে, তাহার সর্ব্বত্র অল্পপরিসর এক একটী নালা খনন করা কর্ত্তব্য। সেই নালায় যে জল সঞ্চিত থাকিবে, প্রয়োজন মত তাহা [illegible] সেচিয়া [illegible] সম্পন্ন হইবে। [illegible] হইলে যে [illegible] হয়, তখন আর [illegible] আলস্য [illegible] সংস্কার যথেষ্ট হইবে। [illegible] যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন বা চারা রোপণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিতেছে। কিন্তু আমরা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সেই সেই ক্ষেত্রে অন্য প্রকার শস্যের চাস করা হয় এবং সার দিয়া ও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা যায় তাহাতে আশাতীত শস্য জন্মে তৃতীয়, এতদ্দেশ ব্যবহৃত কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদিরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা আবশ্যক।

কায়েল সাহেবের কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ আছে দেখিয়া আমরা প্রস্তাবগুলি করিলাম। এখন তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করুন। কৃষি বিভাগের একজন সুদক্ষ সাহেব, তিনি কৃষকদিগকে লওয়াইয়া কৃষিপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য বিষয় করাইবার চেষ্টা করুন, অতীব ফল লাভ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৈশাখিক ধান্য হয় না, কিন্তু আশু ধান্য বিলে বিলক্ষণ জন্ম হয়। কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিলে [illegible] কৃষিবিভাগের [illegible] হইতে [illegible] সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। [illegible] কৃষিবিভাগের [illegible] হইবে।

মুন্সেফদিগের কার্য্যদর্শন।

আমরা হাইকোর্টের একটী সরকিউলার দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। হাইকোর্ট জিলার জজদিগকে এই আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন। অর্থাৎ মুন্সেফদিগকে দূর করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এ আদেশ হয় নাই। যাহাতে মুন্সেফদিগের উন্নতি সাধন হয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা, সরকুলার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই আমাদিগের আনন্দের কারণ। মুন্সেফেরা হাজার লেখা পড়া জানুন, তাঁহারা বিচার কার্য্যে নূতন। নূতন লোকের অনেক অংশে ত্রুটি থাকে। কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে সেই ত্রুটি সংশোধিত হইয়া আইসে। কিন্তু সে শিক্ষায় "নাপিতের পরের মাথা কাটিয়া ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষার" ন্যায় অনেক অনিষ্ট হয়। এরূপে শিক্ষা না হইয়া যদি বিজ্ঞ ও বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ দ্বারা শিক্ষা লাভ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রধানতম বিচারালয় সেই বাঞ্ছনীয় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয় বলেন, অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় মুন্সেফেরা কেমন কাজ করেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা স্বভাব উৎসাহ বিবেচনা ও কার্য্য নিষ্ঠা কিরূপ তাহাও লিখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের আফিসের হিসাব পত্রাদির বিষয়ও এবং মকদ্দমা কম কি বেশী তাহাও রিপোর্ট মধ্যে লেখা থাকিবে। অবশেষে প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, জজদিগের স্মরণ রাখা উচিত মুন্সেফের শ্রম দর্শন ও তাহার সংশোধন করা তাঁহাদিগের যেমন কর্ত্তব্য তেমনি তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন ও তাঁহার সাহায্য করাও তাঁহাদিগের (জজদিগের) কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মুন্সেফ নব্য বলিয়া অথবা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অথবা ইংরাজী জানেন না বলিয়া যে সমস্ত কষ্ট অনুভব করিবেন, জজ তাহা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় মুন্সেফদিগের বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মুতন আসিষ্টাণ্ট জাইণ্ট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের বিষয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

—:০:—

সংক্রামিক জ্বরের নিদান বিষয়ে
ডাক্তার মোয়েটের মত।

যাহার শরীরে বল নাই ও সাহস নাই, তাহার হাজার অস্ত্রশস্ত্র থাকুক, তাহা কোন কাজের হয় না। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল বলিয়া অনেক ইউরোপীয়ের এই সিদ্ধান্ত আছে, ইহাদিগের মূল্য অপদার্থ আর নাই। ইহাদিগের মুতন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, অধ্যবসায় নাই, ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। ইহাদিগের যে কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে কেবল পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ। এই সিদ্ধান্ত থাকতেই ইহাঁরা যাহা কিছু বলুন তাহা প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশে সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ যখন কমিটি নিয়োজিত হয়, তৎকালে ঐ কমিটির একজন এদেশীয় সভ্য করিয়াছিলেন, রেলওয়ে হওয়াতে জল নির্গমের যে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, উহা পীড়া কারণ। তৎকালে ঐ বাক্যটী উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ডাক্তর মোয়াট প্রভৃতি বড় বড় লোকে ঐ রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। মোয়াট সাহেব লণ্ডনে হেল্‌থ মেডিকাল আফিসর আসে সিয়েসনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি কহিয়া ছেন, নদীতীরে বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা জল নির্গমের পথ রোধ হওয়াতে বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমরা ডাক্তারী জানি না, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহারা জিজে জায়গায় বাস করে, তাহারা সর্ব্বদা পীড়িত হয়। বর্ষাকালে এদেশে পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? ডাক্তারেরা তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? বর্ষায় বঙ্গদেশের আর্দ্রভাবই কি তাহার কারণ নয়? ডাক্তরেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাত উলটাইয়া যে ব্যবস্থা দিবেন, আমরা অনুভব বলে তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিতে পারি। লোকে অগ্রে ভুক্তভোগী হয়, তাহার পর বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গদেশকে শুষ্ক করিয়া তুলিতে পারেন, দেখিতে পান সংক্রামিক জ্বর অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

যেমন এবার গ্রীষ্মের বিক্রম তেমনি আমাদিগের ইন্দ্রনিবাসী রাজপুরুষগণ মনের সাধ মিটাইয়া আমোদ করিয়া লইতেছেন। আজি গবর্ণর জেনরলের কাসি লার্ড মেপিয়রের এইরূপ প্রায় প্রতিদিনই এক এক জনের বাটীতে ভোজ ও নাচ তামাসা হইতেছে। বিদেশীয়দিগের ভোগ সুখ সাধন করাই ভারতবর্ষের জনের ভাগ্যে লেখা আছে।

পাঠকগণ দেখিবেন, প্রারম্ভে আমরা বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া অতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, দেবরাজ আমাদিগের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্র হইয়া শনিবার নৈশকালে এক পসলা ও রবিবারে এক পসলা বৃষ্টি দিয়াছেন। পাঠকগণ ঐ বৃষ্টির স্বরূপ যদি জানিতে চান, সংক্ষেপে বলি "নাই মামা অপেক্ষা কাণামামা ভাল" এই যে কথা আছে, উহা তাহার অপর উদাহরণ।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে [illegible]

হইবাম, যে ও অবস্থিতির পূর্ব্বে সম্পাদক যে, কটসেজ সাহেব "ডাভসোর্ড অবজার্ভরের" সম্পাদক হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি এখানে যে যে তত্ত্বে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি এখনই আমাদিগকে দর্শন করিতেছেন।

পারস্যের সাহার নিকট হইতে একজন দূত আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে খোলকাতের রাজার নিকটে রহিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবসিদ্ধ কি?

অন্য লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কারেল সাহেব রাজমিলিও হইতে যাত্রা করিবেন। তিনি বুঝি এবিষয়ের দারুণ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টির সংবাদ পান নাই।

আগ্রার সদরের ছোট আদালতের জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেসনসের সিবিয়র আসিষ্টাণ্ট জজ এবং সেসিয়ন জজ হইয়াছেন। এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের উন্নতির সংবাদ শুনিলে আমাদিগের কিছু অধিক আনন্দ হয়।

কিছু দিন হইল, কলেক্ট মিষ্টর মিউরি সিপালিটি কমিসরের উপর টাক্স আদায় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে রাজাজ গবর্ণমেণ্ট সে টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলের মিউনিসিপালিটী যদি বিক্রয়ের উপরে একটী টাক্স করেন, তাহারাও লাভবান হন, আমরাও একটু সুস্থির হইতে পারি।

কিন্তু পাট্রিয়ট বলেন, যে সকল দ্রব্যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়াতে পত্রে কাগজ হয় কি না, তাহার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি "ইণ্ডীয় এণ্ড ইষ্টার্ণ এক্সামিনর" সংবাদ পত্র পাটের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাট দ্বারা যেরূপ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে ক্ষতি হইয়াছিল, এই বারে বুঝি তাহা পূর্ণ হয়।

বোম্বাই সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আমেদাবাদ নগরে ১৪ আইন প্রচলিত করাতে প্রায় ৫০০ লোক নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা যদি তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা নিতান্ত অন্যায়। তাহাদিগকে যদি কারাগারে ঢুকাইয়া রাখা যায় তাহাও বরং ভাল। যতদিন গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে আইন প্রণয়ন করেন, সেই আইন হইতে যত না হউক কর্ম্মচারীদিগের হইতে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

এবার দীনাজপুর সিংহভোগ হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১৩০ মণ সিংহভোগ ছাল ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। আজি কালি এদেশে যেরূপ ঘরের ছিরুনি, তাহাতে ইহাতেও কুলাইয়া উঠা ভার।

পিরমিয়রের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, কলীরেরা আবদুল রহমন খাঁকে কাবুলের আমীর করিয়াছেন। পিরমিয়রের পত্রপ্রেরকেরা সময়ে সময়ে অনেক আবাঢ়ে গল্প লিখিয়া থাকেন।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩ টী মুদ্রা ও কাগজের কলের কোম্পানি হইয়াছেন। তাঁহারা ব্যবসায়ে জয়ী হইতেছেন বটে, কিন্তু অঙ্গলো বঙ্গদেশের জিত।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত নবনাটকের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এবার ইহাতে পদ্যের পরিবর্ত্তে কয়েকটী সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লেদিন পেশোয়ারে অত্যন্ত ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, কয়েক দিন হইল বলহিটী গ্রামে চোরে এক ব্রাহ্মণের সাতটী ছোটাতে সিঁদ কাটিয়াছিল। চোর ও চৌকিদার উভয়েরই গাহাহুতি আছে।

আমরা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, মহাত্মা সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রত্যাগমূত সেই প্রতিবাদের অনুমোদন করিয়াছেন। উহাঁদিগের উত্তরের প্রতিউত্তরে প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, রামমোহন রায় ঈশ্বরবাদ ছিলেন না একথা, তাহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে ধর্ম্মের সকল গুণ থাকে না। কাহাকে "খ্রীষ্টিয়ান" অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলে পারেন না। [illegible] ঐ রোমহিলে। আমাদিগেরই ইচ্ছা তাহার প্রতি দোষারোপ করা যুক্ত।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ঐ মুক্ত রঙ্গপুরের মজাবাদে বীচ ঘর সমুদয় পোড়াইয়া ফেলিয়াছে।

মহাত্মা উইলসনের মৃত্যুতে [illegible] হইয়াছে। অক্সফোর্ড [illegible] প্রতিমা-মূল্য সমস্ত এক লক্ষ টাকা।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন "আমাদিগের দেশে ধর্ম্মরাজক হইয়া উঠিল। এত পুলিস, এত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সামান্য আক্ষেপজনক নহে। আজি কালি পাবনা, সাহাজাদপুর ও শিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া এক দলবদ্ধ হইয়া অন্যান্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়ীঘর উপদ্রুত হইয়া বলিতেছে যে, তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদারের বিদ্রোহী হও, না দিলে বাড়ীঘর ইত্যাদি লুট করিব।" এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর কার্য্যে কাহার হৃদয় ব্যাকুলিত না হয়? আমরা শুনিতে পাই, একারণ ঐ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে সভা হইয়াছে এবং অনেকের বাড়ী ঘর লুটও হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন? আমরা ইচ্ছা করি, তোমাদিগের দুর্দ্দিবক্রমে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই অত্যাচারক অনিষ্ট কর কদাচরণ নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"

ইংলিসম্যান সিমলা ও অম্বালা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় এখনি অত্যন্ত শীত হইয়াছে। ঐ শীতাধিক্যহেতু অনেক কষ্ট হইয়াছে। [illegible]

লিখিত ব্যয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ২৪৫৪৬ টাকা, নদীয়ায় ৮৪৭, রাজসাহীতে ৭১৯৮, কুচবিহারে ৫০০, ঢাকায় ১০৫৩, চট্টগ্রামে ১০০, পাটনায় ১১০০০, ভাগলপুরে ৭২১৬, হোটনাগপুরে ১০৫৪১, আসামে ১২৪৬১ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পাবনা অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাঁহার মতে এটী জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। রশ আইন এই অনর্থের মূল। আজি কালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদিগের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছেন। রশ আইন ঐ বিরোধের মূল কি অন্য কোন মূল আছে অগ্রে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি রশ আইন না হইলে জামজিবারের ন্যায় এদেশে প্রজা হাসন্তের নিবারণার্থ স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত।

কাবুলের রাজদূত মামদকুল মহম্মদ সাহা ২০ এ জুন সিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তৎপরদিন পাতিয়ালার রাজা তথায় উপস্থিত হন।

কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের নিকটে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট সিস্তানে যে জেনরল পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন, তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সিকিম হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত একটী রাস্তা এটী হইবার প্রস্তাব হইতেছে। হইলে বাণিজ্য এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ সুবিধাহইবে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, সাধারণের সাহায্যের অভাবে মাদ্রাজ মেডিকাল জর্ণাল নামক সংবাদপত্র খানি এই মুসমাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইর "দূত" নামক একখানি সংবাদপত্রে মানুষহক নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নামে নালীশ করা হইয়াছে। সম্পাদক এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু অভিযোগকর্ত্তা তাহা শুনিতেছেন না। এইবার দূত ওবায় হাতে পড়িয়াছেন।

সমাজদর্পণ একটী অতি সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। মেটিব ডাক্তারেরা অতি অল্প বেতন পান, কিন্তু তাঁহারা অনেক কাজ করেন। অতএব তাঁহাদিগের কিছু অধিক বেতন পাওয়া উচিত। অল্প জল করিয়া রামসাগরের কিল যারা যে কথা আছে মেটিব ডাক্তারদিগের বিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছে।

আমরা গ্রামবাসি নামে এক খানি পত্র পাইলাম। এখানি মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। মূল্য পাঁচ পয়সা। রাণাঘাট ইহার প্রকাশ স্থান। সমাচার পত্রের যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তায় বহিছে বুঝি বঙ্গদেশের কোমর ভাঙ্গিয়া যায়।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে হাইকোর্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল শ্রেণীর জজদিগকে ঘটিকার মধ্যে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তবে যে সকল স্থানে গ্রীষ্ম কালে প্রাতঃকালে কাছারি হয় সে স্থানে এ নিয়ম বর্ত্তিবে না। আজ্ঞাটী কতদূর কার্য্যে পরিণত হয়, তিদ্বিষ্টে জজকে তাহা দেখিতে হইবে। এই আজ্ঞানুসারে কাজ হইলে অর্থি প্রত্যর্থি ও বিচারপতি সকলেরই সুবিধা হইবে।

এখনকার কায়স্থদিগেরই যে কেবল বিবাহে অধিক ব্যয় হয় এরূপ নয়, অনেক স্থলে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদিগের কায়স্থেরা যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা এরূপ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা এক একটী নিয়ম করিয়া এই ব্যয় কমাইবার চেষ্টায় আছেন। মুন্সী গ্যাদী লাল যে নিয়ম করিয়াছেন, আমার ৪ ব্যক্তি তাহার ভঙ্গ করাতে তাহাদিগের দণ্ড হই য়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন, উহার দ্বিতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম দুই খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল।

আমরা দেখিতে পাই, অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, যদি কোন সংবাদ পত্র সম্পাদকের বাটীর কাছে তাহাদের বাটী হয়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও আপনা দিগকে সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু সম্পাদক হইতে যাওয়া যে কত বিপদের নিমলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

পারিসের কিগারু নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি একজন এক সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়া সম্মুখোপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পাদক কোথায়? তিনি বলিলেন সম্পাদক কোথায় গিয়াছেন, সহকারী সম্পাদকের কথা জিজ্ঞাসা করাতেও বলিলেন তিনিও উপস্থিত নাই, এই কথা বলিয়া বলিলেন আপনার যদি বিশেষ কিছু বলিবার থাকে, আমাকে বলিলেই হইবে, আগন্তুক এই কথা শুনিয়া উহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক বিরাশি সিক্কার দুই ঘুষি উপহার দিলেন।

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

বেলারতের একজন টীন একজন প্রতিবেশীর একটী বিড়াল চুরি করিয়া আনিয়া উহা রন্ধন করে এবং সেই বিড়াল স্বামীকেই নিমন্ত্রণ করে। এই অপরাধে উহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, বিড়ালের মাংস খাওয়া বড় টীনদিগের অভ্যাস কিন্তু কলিকাতাবাসী টীনদেশীয়েরা উহা খান কেন? বোধ হয় লজ্জা পান। বিড়ালের মাংস মুখে যায় এটী আমাদিগের নূতন জ্ঞান হইল।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা ৭ ই জুন লিখিয়াছেন, গত রাত্রিতে দুর্ক স্থান হইতে একদূত আমীরের নিকট আইসে। তিনি যে একখানি গোপনীয় পত্র আনিয়াছিলেন আমীর তাহা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে প্রায় দুইঘণ্টা কাল ঐ দূতের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। যখন অন্তঃপুরে যান তখন তাঁহার মুখমণ্ড

অত্যন্ত ভার ছিল, ইহাতে বোধ হয় পত্রখানি ভ কেন অন্তত সমাচার ছিল। তাঁহার সহবর্ত্তিনী (সর্দ্দার নাবমুন্না খাঁয়ের মাতা) হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি "লিখেছে" কিছু নয়" তিনি অধিক পীড়াপীড়ি করাতে খাঁর অবশেষে বলিলেন, আফগান স্ত্রীলোক প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার শত্রু, তিনি কি জানেন কিছুই জানিয়া শুনিয়া কথা বলিতেছেন না। অধিকাংশ লোকে যে খাঁয়ের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একথা বড় বিশ্বাস হয়।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সম্প্রতি মনগ্রাম ফৌজদারী আদালতে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। ৩ জন হুই লোক একটী স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিবস সন্ধ্যাকালে যখন ঐ স্ত্রীলোকটী কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহির গিয়াছিল, সেই সময় উহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং নানা রূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা ও ধ ধ অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করে। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় আর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যাইতেছি লক্ষ, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে তথায় উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপার দেখিয়া নিকটস্থ থানায় এবং উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীর নিকটে সংবাদ দেন। পরে স্ত্রীলোকটীর স্বামী আসিয়া তাহাকে বাটীতে লইয়া যায়। অতএব আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজেশচন্দ্র দত্ত উহাদিগের দুই জনের দুই বৎসর এবং আর একজনের এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মুরসিদাবাদ হইতে টেলিবি উসে নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন, আমাদের কিন্তু ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন মেয়ে একটী বানর ও একটী ছাগল লইয়া রঙ্গপুরহাট হইতে বহরমপুর যাইতেছিল। পথিমধ্যে ডাকু ইহাকে ও ছাগলটীকে মারিয়া ফেলে। বানরটী কোনরূপে পলায়ন করে। ডাকাইতরা উহাদিগকে মারিয়া যেখানে ফেলিয়াছিল বানরটী তাহা জানিত। সে এই ঘটনার পর মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। মাজিষ্ট্রেট তাহার গলে হাত দেন। বানর তাঁহার পায় ধরিয়া টানিতে লাগিল। তিনি তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বানর সেই প্রকার করিয়া তাঁহাকে সেই পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী পথের মধ্যস্থ লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগের মধ্যে সেই ডাকাইতকে ছড়িয়া দিলেন। বানর সেই প্রকার হাজার লোকের মধ্য হইতে দশজন ডাকাইতকে বাহির বাহির করিল। উহাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। আসামীরা দোষ স্বীকার করিয়াছে। বহরমপুরে মকদ্দমা চলিতেছে। এই ঘটনা দ্বারা ভারউইনের মতের পোষকতা হইতেছে। বানরের দেহ বলিয়া গিয়া মানুষের জন্ম হইয়াছে বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বে একবার গল্প শুনিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুর ভাবে একটী বর্ষের মাঁড়কে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া গরু এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিয়াছিল।

১২ ই আষাঢ় বুধবার।

সাংক্রামিক জ্বর অল্পগ্রামে দুর্ভিক্ষ বস্ত্র অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিতে ত বঙ্গদেশকে হায় হায় করিল, আমরা বঙ্গদেশের ভাগ্যে আর একটী নূতন উপদ্রবের উপক্রম দেখিতেছি, এতদিন পঙ্গপাল ছিল না, কিন্তু উহাও ক্রমে বঙ্গদেশের নিকট হইয়া আসিতেছে। সেদিন রাজসাহী ও রাণীনগরে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। ৮০ সাল আমাদিগকে অনেক উপদ্রব দেখাইবে।

সিন্ধিয়ার রাজা পুনরায় বোম্বাই এবং পুনা অঞ্চলে বাহির হইতেছেন। মাহীনাদের প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিতে না হয়, তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণে অনেক খরচ থাকে।

আজমীরের মেও কালেজটীর খোলা হইয়াছে, এটী ও মহাশয়ের যত্নে স্থাপিত হইবে সকলে অনুমান করিতেছেন। ইহা ও

নীচ শ্রেণীস্থ বালিকার পড়া অনেক বাড়ীর প্রভু হইতে হইবার পুরাণ ঘটনা বলা।

আজমীরে মেয়ো কালেজ বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২০ বর্ষীয় মেওয়ার পর্ব্বতিবাসী প্রায় বেড় শত বৈদ্য দ্বারা অধ্যাপ্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ডিউকদম্ মকদ্দমার খরচা এ পর্য্যন্ত ১৯০০০ টাকা হইয়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, অন্তত সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০০ টাকা খরচা হইবে। অকাতরে কত টাকার বিষয় নষ্ট!

ইংলিশম্যান বলেন, সম্প্রতি কাছরন একটী স্ত্রীলোক একটী বালিকাকে হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি লয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে স্বামীর নিয়ম স্বামী তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞানুসারে মৃত বালিকার স্বামীয়েরা গলায় দড়ি দিয়া উহাকে বধ করিয়াছে। এ এক মুস্কিল।

আগামী সেসিয়নে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে যে দেশীয় সাক্ষী মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপযুক্ত পাথেয় দেওয়া হইবে এবং কত দিন তাঁহারা ইংলণ্ডে থাকিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কোন কষ্ট না হয় বিশেষরূপে সে চেষ্টা করা হইবে। সাক্ষিগণকে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকটে ৪ঠা জুলাইয়ের পূর্ব্বে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। তাঁহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন তাহা ঐ আবেদনে লিখিত থাকিবে। সাক্ষিগণকে আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইবে না। আবেদন দর্শনে যাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে তাঁহারই যাইতে পারিবেন। আবেদনকর্ত্তা মনোনীত হইলেও [illegible] না।

চ'দর বিছাইয়া তদুপরি কতকগুলি মুক্তা ছড়াইয়া দিল এবং একটী ছুরি ও একটু সুতা কেলিয়া দিয়া একটী বাদুড়কে বলাতে সে পায়ে ঐ ছুচ ও সুতা ধরিয়া ঠোঁট দিয়া এক একটী মুক্তা লইয়া গাঁথিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত করিল। তৎপরে প্রায় ৫০ ।৬০ জনের নাম ও এক একটী নম্বর ইংরাজীতে এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া কাগজগুলি ছড়াইয়া দিয়া দর্শকগণ উহার মধ্য হইতে একটী নাম বাছিয়া লইতে বলাতে পক্ষীর স্বামী একটী টিয়াকে ঐ নাম নম্বর এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়াতে পক্ষীটী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ঠোঁট দ্বারা ২।৩ মিনিট ধরিয়া বাঁছিয়া সেই নামটী যে কাগজে লেখা ছিল তাহা আনিয়া দিল। নম্বর লেখা থাকে বলিয়া অনেক আপত্তি করাতে নম্বর শূন্য অনেক নামও পক্ষীটী ঐরূপে আনিয়া দেয়। দেব নাগর পারসী এবং বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নামও ঐরূপে বাছিয়া আনিয়াছিল। এই পক্ষী কেবল যে নানাভাষায় পণ্ডিত এরূপ নয়, ব্যায়াম বিষয়ে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইহার লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় ইহার ব্যায়াম পটুতা দর্শনে পত্রপ্রেরক আশঙ্কা করিয়াছেন, কাম্বেল সাহেব টের পাইলে এই পাখীটী লইয়া গিয়া হুগলী পাটনা ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সিবিল সর্ভিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষক করিবেন সন্দেহ নাই। কেবল ব্যায়াম শিক্ষা কেন যখন ইহার ৪। ৫ টী ভাষায় অধিকার আছে, তখন প্রেসিডেন্সি কিম্বা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক করিবার সম্ভাবনাও আছে। এ যে সেই কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন দেখিতে পাই।

মেটিয় পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩০০০০ মাইল রেলওয়ে হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক রেলওয়ে প্রায় ইউনাইটেড ষ্টেটসে আছে। অষ্ট্রিয়াতে ৭০০০ মাইল কর্ম্মীয়ায় ৮০০০ মাইল হইয়াছে এবং ৫০০০ মাইল প্রস্তুত হইতেছে।

সহরের দুষ্ট হইল, সম্প্রতি আমেরিকায় মুর্ণিবায়ু হইয়া একটী বাটী, প্রায় ৬০ ফুট উর্দ্ধ শূন্যে উঠিয়া ছাদ নীচে ও তলা উপরে হইয়া পতিত হয়। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীটী ভাঙ্গিয়া ক্ষতি হইয়াছে, এটী সুখের সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘূর্ণবায়ুর বিনা ব্যয়ে বিনা আয়াসে মেরামত হইয়া গেল।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা একটী অদ্ভুত বিচারের কথা লিখিয়াছেন যদি আর দুই চারিটী এইরূপ হয়, বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যা শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইলে সেখানে তাহার শুশ্রূষা হইবার সুবিধা নাই দেখিয়া আপন বাটীতে লইয়া আইসে। জামাতা তাহার নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে সে কন্যাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। চুরী প্রমাণ হইল না। কিন্তু স্ত্রীলোকটী কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিচারপতি তাহার ১ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। নালিশ হইল চুরীর দণ্ড হইল বেশ্যা করিবার সন্দেহের। এ মন্দ তামসা নয়।

১৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

গত এপ্রেল মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৭০৯৮৩ টাকা মূল্যের ১৩০০৫ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, বাঙ্গালোরের এক জন দেশীয় ব্যক্তি ১৮০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী ধাতব্য স্কুল খুলিয়াছেন এ বিষয়ে আর টাকা দিয়াছেন। এটীও অন্যান্য দেশীয় ধনবানদিগের পক্ষে একটী সৎ দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ৫০ টাকার ন্যূনের বিশেষ আপীল একজন মাত্র জজ শ্রবণ করিবেন, এবং তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল দুই জন জজে শ্রবণ করিবে এই নিয়মানুসারে গত কল্য অবধি বিচারপতি ফিয়ার ঐরূপ আপীল শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২১ এ জুন পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে এখনও বৃষ্টির বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম ভাগে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। এখানে এবার পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে। রাজসাহীর সংবাদ মন্দ নয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রামেরও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পঙ্গপাল আসিয়াছে। পাটনা এবং তাগল পুরে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। পুরী কাজারিবাগ এবং লোহারডগাতে বৃষ্টি নাই। আসামের সংবাদ এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে। শিবসাগর ভিন্ন অন্যান্য স্থানে গত পীড়া ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

ক্রেও অব ইণ্ডিয়া সিমলা হইতে টেলিগ্রাফযোগে মোমিনের পতন এবং পান্ধি সমিনের পরাজয় সংবাদ পাইয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক বলেন, পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গ্রেভিস সাহেব সম্বন্ধে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সর্ব্ব সর্ব্বত্রক সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন করা আশ্চর্য্যের নয়। রাজস্ব বিষয়ে কুঁড়িবার সময়ে সকলের সিং সোজা হয়।

আসাম পর্য্যন্ত যে একটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছিল, ষ্টেট সেক্রেটারি আপাততঃ তাহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, যে সকল রেলওয়ের প্রস্তাব হইতেছে, তাহার কিরূপ আয় হইতে পারে ভারতবর্ষ হইতে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে না পারিলে এক্ষণে আর অধিক রেলওয়ে করা কর্ত্তব্য হয় না। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলেন গোয়ালন্দে রেল হইতে ময়মনসিংহ এবং গারোপর্ব্বতের মিল দিয়া আসাম পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিলে লাভ হইতে পারে। ক্রেও অব ইণ্ডিয়া, কাম্বেল সাহেবের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। ক্রেও কাম্বেল সাহেবের সকল কর্ম্মই সুন্দর দেখেন।

আসামমিহির আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আসামে যতদূর কুকর প্রভৃতি উপাধি

প্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এদেশীয়দিগকে [illegible] যে ছেটা হইতেছে, আসামে [illegible] ও কুকর [illegible] কি বিষেষ কি তাহার কুফল স্বরূপ যদি এরূপ হয়, কালী ও দুর্গা প্রভৃতি দেবগণের নামে এদেশীয়দিগের যে আস্থা আছে, তাহারও ত সবে কবে অন্ত উঠে বলা যায় না। ঐ নামগুলি রহিত হইলেই রাজপুরুষদিগের সংকল্পিত আমাদিগের স্বাধীনতা পুর্ণমাত্র হইয়া উঠে।

এ যদ্যপি আমি একটু বুদ্ধির পরিচয় না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয় না, কিন্তু যাহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদিগের তত বিলম্ব সয় না। তাঁহারা আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে ১০। ১২ বৎসর বয়সে একবারে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। জান বিকাশিনী এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "আমরা দেখি বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ১০। ১২ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকল আয়োজন করিতেছে। কেহ ব্যাকরণ শাস্ত্র কেহ জ্যোতিষশাস্ত্র কেহ বা বিজ্ঞান তুলিয়া বসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় যত্নকে ন্যায়রত্ন বুঝাইতে গলদ্ঘর্ম হইতেছেন, তাহা বালিকা যাদুর কারণ বুঝিতে পারিল না বলিয়া শাসন করিতেছেন, হরকে অস্তিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের কথা বুঝাইতে পারিতেছেন না।" ইত্যাদি।

[illegible] ইণ্ডিয়া পার্টে অবগত হওয়া গেল এক্ষণে [illegible] যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কিছু বর্দ্ধিত করা হয়। এ জন্য [illegible] রাজার এক কারখের পাত্র- [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় [illegible] বিষয়ে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহ করিবে এ আশা তাহারা- [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গা [illegible] উচিত। অল্পবয়স্ক বিষয় হস্ত- [illegible] অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এ সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন যে [illegible] গঙ্গার নিকটবর্ত্তী [illegible] তাহার পুলের নিকটে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারীদের এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে আর একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। মৃত দেহেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সেবারের হত্যাকাণ্ডের সময় হত ব্যক্তি মৃত্যু কালে এরূপ বিকট চীৎকার করিয়াছিল যে, নিকটস্থ পল্লীর বিশেষতঃ গঙ্গার অনেক লোকে তাহা শুনিতে পাইয়াছিল উহার কিছুক্ষণ পরে "কাতলা পড়িল" বলিয়া একটী চীৎকার ধ্বনি হয় তাহাও লোকে শুনিতে পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুলিষ নিকটে আছে, তথাপি এই সকল ঘটনা ঘটিল।

১৪ ই মার্চ্চ শুক্রবার।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, ছাপরা থানার নিকটে কালী চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে ৪৮০ টাকা পণ লইয়া কলিকাতার ত্রিপুরা নামক একটী স্ত্রীলোক তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে তাহার ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। উহারা কন্যাটীকে রাখিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। রাত্রিকালে কন্যাটীও প্রস্থান করিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর কন্যাটীকে এক জঙ্গল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সে কিন্তু আপনাকে খৃষ্ট কন্যা বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরাকে কলিকাতা হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাওয়া যায় নাই। কেবল ইহাই ত্রিপুরার বল, দুদিনে আজি কালি এরূপ ত্রিপুরা ও ত্রিপুর অনেক মিলে।

আমরা শুনিতে পাই আলীপুরের এক সব জাইজ ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি কলকেতাদিগকে সাক্ষিদিগের কাণ বলিয়া দিতে বলেন, দুই একজন সাক্ষীর কাণ ঝলিয়াও দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় ইহাঁদিগে ভয় [illegible] ধরিয়া আনিয়া জাইজ, কয় [illegible] থাকিবে।

[illegible] দেখা গিয়াছিল, [illegible] বাজী জিতিয়াছেন। দ্বিতীয় বাজীর [illegible] শেষ হয় নাই। টেলিগ্রাফ মেসেজ চলিতেছে। বোম্বাইর সেই ৭ বৎসরবর্ষীয় [illegible] সাধারণ্যে [illegible] করিয়া লইয়া যায়। মেজিয়ানের বিচারে উহারা উভয়েই মুক্তি লাভ করিয়াছে। জজ দুই জনের সাক্ষ্য লইয়াই জুরদিগকে বলিলেন, ইহারা অপরাধী নয় তোমরা এই মত দেও। জুরেরা সেই মত প্রকাশ করাতে উহাদিগকে মুক্ত করা হইয়াছে। জজ যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, জুরদিগকে যদি সেইরূপ করিতে হয় এরূপ জাকীগোপাল জুরের প্রয়োজন কি?

[illegible] বলেন, আরডসংস্কার সভার প্রতিষ্ঠিত দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বালিকা স্কুলে গবর্ণমেণ্ট যে বার্ষিক ২০০০ টাকা দিতেন, উড্রো সাহেব অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল উহা আর ৫ বৎসরকাল দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইডেন ইউরোপীয় [illegible] বলেন, সম্প্রতি ৫ গণিত পঞ্জাব অবাধ্যেরা [illegible] সেনাদলের জন্য [illegible] উটে করিয়া যে সকল [illegible] হইতেছিল, পথি মধ্যে [illegible] করে। এই জাতি [illegible] করিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

দেশীয় তন্তুবায়দিগের ক্রমশঃ উন্নতির হ্রাস হইতেছে। বরিশালবার্ত্তাবহ একটী প্রস্তাবের উপসংহারে লিখিয়াছেন "দেশীয় তন্তুবায়দিগের মধ্যে অনেক ভাল ভাল কারিকর আছে, তাঁহারা উৎসাহ পাইলে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, ধামরাই, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। ইহারা পূর্ব্বে বহুর বহুর যত বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, এখন তাহার চতুর্থাংশও হয় না। যে যে কার্য্য দ্বারা দেশের সাম্বৎসরিক ব্যয় হয় সেগুলির প্রায় এই দশা ঘটিয়াছে। তাহার সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টা না আছে গবর্ণমেণ্টের না আছে দেশের লোকের। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের সন্দেহ নাই।

এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আউলার গাড়ি সকলদিন ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত করে না। ৮। ৪৫ মিনিটে সোণাপুর ষ্টেসনে গাড়ি আসিবার কথা। ১১ এ জুন রবিবার ১০॥ সাড়ে দশটার সময়ে আসিয়াছিল। এরূপ অনিয়ম হইলে অনেকের অসুবিধা হয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গবাসী বলেন, সেদিন বরিশালে কাঁথাচুরি অপরাধে একজন পাগলের ১ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। ঢেরা দণ্ডধাতা না সংবাদদাতা কে পাগল আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কাবেল সাহেব অসভ্য জাতি মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের প্রস্তাব করাতে ঢাকা প্রকাশ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহার কোন কারণ দেখি না। খৃষ্ট ধর্ম্মই অসভ্যকে সভ্যতা সোপানে আরূঢ় করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। তবে যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম আছে সেখানে উহার প্রচার চেষ্টা মঙ্গলের হয় না।

বিদ্যু হিতৈষিণীতে দৃষ্ট হইল কেবল সাহেব ঢাকা অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীয় মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ের কি মুসলমানদের রীতি অনুসারে হয়, তাহারা কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে বিবাহরীতি কিরূপ স্ত্রীলোকেরা কোন ক্ষেত্রে যায় কি না পরিশ্রম করে কি না তাহাদের মোল্লাগণ বিষ্ণুদের ব্রাহ্মণের ন্যায় ধূর্ত্ত কি না, আর তাহাদের টাকা থাকিলে তাহারা তাহা কোথায় কি ভাবে রাখে সিন্দুক ইত্যাদি আছে কি না, এই সকল বিষয় প্রকৃত বিবরণ জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন। কাবেল সাহেবের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাটী কৌতুকাবহ। তিনি মুসলমানদিগকে যে, রূপ জানেন তাহারা সেরূপ নহে। তাঁহার ঐ শ্রেণীর উন্নতি সাধন বিষয়ে যে বিশেষ চেষ্টা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগের অতিশয় আনন্দের বিষয়।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ জুন। সম্রাজ্ঞী খরচপত্রে যত টাকা চাহিয়াছিলেন তাহাতে ঘিবানদিগের ৬০০০ সৈন্য ও ৩ টী কামান ছিল এবং ঘ রক্ষার্থ ৩০০০ সৈন্য ও ৩ টী কামান ছিল।

লণ্ডন ২১ এ জুন। গত কল্য পারসোর সাহা গুসর ব্রাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি সিলহ স গমন করেন। তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

তুর্কির সুলতান পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। সমরার পারসোর সাহা উলউইচ দর্শন করেন। তথায় তিনি অশ্ব এ ময়দানে তাহাকে অশ্ব গতি দেখান।

সেণ্ট পটরবর্গ নেটস বলেন, খিবার অমু রিয়ার বাসভীরে কসাকস্ দল অধিকার করিয়াছেন।

পারিসে জনশ্রুতি এই, সম্রাট উইলিয়ম এরূপ পীড়িত হইয়াছেন যে আর তাঁহার রাজ্য করা হওয়া দুষ্কর। যুবরাজের উপর রাজ্যের সমুদায় ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমেরিকে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মাল্টা ২৩ এ জুন। স্পেনরা মন্ত্রিগণ পুনরায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। পারসোর সাহা ইংলণ্ডে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছেন। তিনি একখানি উৎকৃষ্ট ঘোড়া ও কেম্বিজের ডিউককে এবং তাহার ভার্য্যা ও কে এবং ওয়েলসের প্রিন্সেসকে উপহার দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। লর্ড প্রাণবিন বলিয়াছেন তিনি শীঘ্র ভার্জিবার সমভীর যাবতীয় কাগজ পত্র সর্ম্ম সমক্ষে উপস্থিত করিবেন।

অদ্য উইলসন পর্ব্বে ৭০০০ সোয়ার এক কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে। সম্রাজ্ঞী সপুত্র সমভিব্যাহারে রাজী ও তদকন্যা জয়মাল্য উপহার দিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

ইহা ও সাধারণ বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত মেজর ই ওয়াট এসিষ্টণ্ট সাহেব (যিনি কাছাড়ের সহকারী কমিসনর হইয়া ছিলেন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টর ও কলেক্টর হইলেন।

১৩ ই জুন। শ্রীযুক্ত পাহাল সাহেব কতু লনের জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্টর ও কলেক্টর হইবেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে বিচারপতি ডব লিউ কমস্ চলমন করিতে নিযুক্ত হইবেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৬ ই জুন। বাবু বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহে প্রথম শ্রেণীর একজন সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বসু ময়মনসিংহে একজন প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কলেক্টর হইবেন।

বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাকরি সব ডেপুটী কলেক্টর হইবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম্ম পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত চাকরি একজন প্রথম সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৯ এ জুন। কুচবিহার রেসিডেণ্সির মাজিষ্টর ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদনীমোহন সিংহকে দুই বৎসরের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টরের ক্ষমতা দিয়াছেন।

২০ এ জুন। ঢাকার সহকারী মাজিষ্টর ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি ষ্টুয়ার্ট সাহেব ছুটিতে যাওয়াতে যশদী হইলেন।

পাটনার প্রাক্তনীয় ডেপুটী মাজিষ্ট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস সহকারের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

কুচবিহার সহকারী মাজিষ্টর ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ এফ, হোগস্ট সাহেব পাটনার বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত বাঙ্গালগণ প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন—

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু। হাজরা ই।

ব্রজমোহন রায়। পাবনা।

নিম্নলিখিত বাঙ্গালগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু [illegible] ভদ্র সংবাদ।
বাবু বিহারিলাল [illegible] চুঁচুড়া।
[illegible] ডাক্তার [illegible] বরিশাল।
[illegible] ডাক্তার [illegible] বরিশাল।
[illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] নদীয়া।

ইহা ভিন্ন ১৮৭৪ অব্দের সর্ব্বোচ্চ ইণ্ডিয়ান সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাইবে।

২১ এ জুন। অতিরিক্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি জে, সার। মুরসিদাবাদ।
[illegible] বিহারিলাল গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।
শ্রীযুক্ত হবলিউ এচ, এমহর্ষ্ট। খুলনা।

২৩ এ জুন। বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামের সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়াছেন।

বাবু প্রসন্ন প্রসন্ন ঘোষ ডিব্রুগড়ের এবং [illegible] সিংহভূমের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে [illegible] সি সিভিল সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু [illegible] চন্দ্র লাহা ২৪ পরগণার একজন অবৈতনিক [illegible] হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

এ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

[illegible] ফর্ম বিতরণ।

[illegible] এপ্রিল সুপরিণ্টেণ্ট এবং হোট [illegible] বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল [illegible] ১৮৭৫ কলের পদে উন্নীত হইলেন।

[illegible] পদোন্নতি হওয়ায় সুপরিণ্টেণ্ট [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর সুপরিণ্টেণ্ট হইলেন।

সুপরিণ্টেণ্ট বাবু বঙ্কবিহারী দাস এল, এল, চতুর্থ শ্রেণীর সুপরিণ্টেণ্ট হইলেন এবং [illegible] সুপরিণ্টেণ্ট এবং তত্রত্য হেড [illegible] হইলেন।

[illegible] বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] জন্য বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

এ, আকেট
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের
সুপরিণ্টেণ্ট সেক্রেটারি।

আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৭ ই জুন-রবিবার দিবাগত সময় সিমলা পাহাড়ে একজন আফিসরের একটী ঘোটক পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া অকস্মিৎ বিলয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ঘোটকটী কাপ্তেন বরেল সাহেবের। যদি অন্যে যাহা বলুন কমিসেরিয়েট সাহেবেরা তাহা বলিবেন না, কাপ্তেন বরেল সাহেব ঘোটকটীকে হত্যা করিয়াছেন। ঘোটকটী ভীত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎগামী হইতে লাগিল এবং একেবারে উচ্চ এক শৃঙ্গ হইতে নিম্নে পতিত হইল, কাপ্তেন বরেল সাহেব তাহে উঠিতেছিলেন হঠাৎ ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অশ্ব হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। অশ্বটী গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কাপ্তেন বরেল সাহেব অতিশয় দক্ষ অশ্বারোহী, তজ্জন্যই কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়াছেন। পর্ব্বত প্রদেশে অশ্বারোহণে গমন অতি কঠিন, অল্প মাত্র অসাবধানতা হইলে জীবন সংশয় হয়।

১৭ ই জুন একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। কটন নামক একজন ইংরাজ বণিক রঙ্গে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন একে পর্ব্বত স্থান বন্ধুর ও প্রস্তরময় তাহাতে রজনী অন্ধকারময়, এ অবস্থায় বিপৎপাত না হওয়াই আশ্চর্য্য। কটন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হন ও একেবারে অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন হইয়া পড়েন। অনুমানে এক দিন জীবিত ছিলেন। ১৭ ই অপরাহ্ণে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কটন সাহেব একজন সুচতুর কার্য্যদক্ষ বণিক ছিলেন, তিনি লোকানুরাগিতা গুণে প্রায় সিমলাস্থ সকল লোকেরই প্রিয় ছিলেন; ১৮ ই জুন তাঁহার সমাধি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। তিনি ফলটিয়র ইলন্যবলের একজন কর্ণেটী ছিলেন, তজ্জন্য সিমলাস্থ সমুদায় ফলটিয়র ইলন্য যথাযোগ্য ইলশিক ড্রেস ধারণ করিয়া যখন পুরমি তাঁহার [illegible] যাইতে [illegible] করেন।

সিমলার [illegible] রিতা বিলক্ষণ প্রবল [illegible] অত্যাচার করিলে কোন কথাই কাহারও ক্ষমতা নাই, কথায় কথা বাড়ে কয়েক [illegible] ঘটনাটী [illegible] শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। গত ২৭ এ জুন অন্ধ প্রহরে সেখানে আফিসের কর্ম্মচারী এক বাবু আফিসের সাহেবের ইচ্ছিত আনয়ন করিবার জন্য সিমলার কাছারিতে উপস্থিত হন। ১ লা বা ২ রা সমুদায় গবর্ণমেণ্ট আফিসের লোকেই বেতন আনিতে যান, সুতরাং টাকা লইবার অতিশয় গোলযোগ হয়। সিমলায় একটী স্কুল আছে। স্কুল হইতে দেবী নামক একজন দারবান টাকা লইতে আসিয়াছিল। বেবী বল করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, [illegible] পাহারাওয়ালা তাহাকে বাধা দিয়া ফেলিয়া দিল, বেবী বাহিরে আসিয়া গালি দিল এবং উক্ত বাবুর পা কাড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে বাবু আঘাত লাগিল। উক্ত বাবু তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তন্নিবন্ধন গোল হইল। তাঁহাতে সিমলার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মেপিয়র সাহেব আজ্ঞা দিলেন, যে যে ব্যক্তি গোল করিতেছে তাহাদিগকে হাজতে দাও। পাহারাওয়ালা বেবী দারবানকে উক্ত বাবুকে কয়েদ করিল। বাবুর পক্ষে আমাদিগের [illegible] লাগাতে তিনি বেবী ও পাহারাওয়ালাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহার ফল, [illegible] তখন তাঁহাকে হাজতে যাইতে হইল। অবশ্য আদালতে যে প্রকার বিচার হয়, তাহার আদি অন্ত নাই। উক্ত বাবু ৪ ঘণ্টা কয়েদ রহিলেন। [illegible] তাঁহার সময় তাঁহাকে [illegible] বেবী [illegible] [illegible] [illegible]

আসিয়া নিজ সাহেবের নিকট সমুদায় জানাইলেন। সাহেব অনুমতি দিয়াছেন তুমি নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ কর। কি বিচার হয় বলিতে পারি না। অনুমান হয় আষেদম পর্য্যন্তই শেষ। আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ইনস্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়র সাহেবের পুত্র। তাঁহার বিচারের উপর হস্তার্পণ করে এমন লোক সিমলায় দৃষ্ট হয় না।

সিমলায় দিন দিন অধিকতর শীতার বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বৃষ্টি অদ্যাবধি নাই। আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন পরিষ্কার হইতেছে। বসন্ত রোগের ক্রমশঃ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অদ্যকা চিকিৎসালয়ে ১৪ টী বসন্ত রোগী রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮ টী বঙ্গদেশবাসী। শীঘ্র এবার সিমলায় অপেক্ষাকৃত অধিক। বৃষ্টি না হওয়াতে জল কষ্ট অতিরিক্ত হইয়াছে।

অদ্য বেলা ৮ টার সময় পাতিয়ালার মহারাজ সিমলায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মান চিহ্ন স্বরূপ ১৯ টী তোপ হয়। পাতিয়ালার মহারাজ প্রতিবৎসর বর্ষাকালের পর সিমলায় আগমন করিয়া থাকেন। এবার ইহার মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। ইহার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। অনুমান হয় অতিরিক্ত শীঘ্রই তাঁহার সিমলায় এত শীঘ্র আসিবার কারণ হইবে।

২১ এ জুন।

—:—

আমাদিগের রাজমাহিন্দ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৩রা বৈশাখের সোমপ্রকাশে সোনাদিঘীস্থ একজন ধনী কাউন্সিল কর্ত্তা সম্বন্ধে যে যে কিছু লেখা হয়, ঐ গত হইয়াছে, তাহার আসামীগণের মধ্যে দুই জন গত ৮ ই জুন সেসন আদালতের বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অপর আসামী ধর এপর্য্যন্তও হাজতে আছে। তাহাদিগের অদৃষ্টেও যে মুক্তি লেখায় আভাস উদয় হইতেছে।

সম্প্রতি এপ্রদেশে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বন্যাদির যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অদ্য ৪ দিবস হইল, পদ্মা নদীর জলও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। শুনিলাম, গত ১০ ই জুন মঙ্গলবার বেলা অনুমান ১ প্রহর হইতে প্রায় ৪ টা পর্য্যন্ত পাবনার অন্তর্গত আটঘোড়া থানাকোলার সংশ্লিষ্ট হাওতিয়া, পাকুড়িয়া মানিকহর প্রভৃতি সাত খানি গ্রাম বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। ১১ ই পাবনার মাজিষ্ট্রেট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস ইনস্পেক্টর প্রভৃতি বহুতর কর্ম্মচারির গমনাগমন হয়। ফল কি হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ উত্তম সস্তা হইয়াছে। ১৫ দিবস পূর্ব্বে উত্তমের দর /২৷ সের দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই /৫৷ /৫৷ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

৫। কয়েক দিন হইল পাবনা ও বোয়ালিয়া ডাক লাইনের সংস্কার করা হইয়াছে। বিলমারিয়া পুলিস ষ্টেবণের ২০। ৩০ হাত দূরে যে একটী কাষ্ঠের সাঁকো আছে, তাহা একপ্রকার মানুষরাঙ্গা কল হইয়া উঠিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া প্রতি দিন অনুমান ৩০০ গো শকট ও তদ্রূপ নানা প্রকার যানাদিরও যথেষ্ট গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন ঘোড়া, গো, মহিষ প্রভৃতি পালিত পশুগণের গতায়াতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। দিবে দিবা রাত্রি দুইবার এই রাস্তা দিয়া ডাক গমনাগমন করে; সুতরাং এরূপ রাস্তার অবস্থা যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তাহা যে কত দুঃখের কথা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] একপ্রকার দৃষ্টিপাত করা [illegible]।

১। [illegible] এ প্রদেশে বিলক্ষণ সর্দ্দি জ্বর হইতেছে।

৭। গত ১২ ই জুন [illegible] একটী কাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৮। গত ৪ ঠা জুন রাত্রে [illegible] নিকটে বজ্র পাত হইয়া একজন [illegible] করায় প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। অ

বিষয় এই যে, ডাক ব্যাগের যোহরটী পর্য্যন্তও নষ্ট হয় নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার ১৮ এ চৈত্রের পত্রিকায় "কথই অযোধ্যা গবর্ণমেণ্টের অসন্তুলতায় একটী প্রবাদ কাণ্ড" এই শিরোনামে যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু আপনি কথ পরিশোধার্থ প্রতি তৃতীয় বর্ষে শত করা ১০ টাকা হিসাবে ইনকম টাক্সরূপ চাঁদা সংগ্রহের যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেটী যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। আমাদের রাজ্ঞী চির প্রজাবৎসল স্কটলণ্ড গবর্ণর জেনেরল শ্রীযুক্ত মর্থব্রুক মহোদয় ভারত প্রজার চির দুঃখস্বরূপ শোণিতশোষক ইনকমটাক্স উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। আপনি আবার সেই ভয়াবহ হৃদয় ভেদী পথের উপদেষ্টা হইয়া সর্ব্বসাধারণ জনগণের বিরাগভাজন হইতেছেন (১) আমাদের সাধ্যমত দুর্ভিক্ষে বহুৎ দুভর কষ্টের সৃষ্টি না করিয়া প্রতিবৎসরে রাজ পুরুষদিগের সিমলা যাত্রা ট্রেণের উপলাগ বন্ধ করিবার ও কতগুলি উচ্চ বেতন ভোগী ইউরোপীয়ের বেতন কমাইয়া দিবার এবং আইন কর্ত্তার সংখ্যা হ্রাস করিবার উপদেশ প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আইন কর্ত্তার সংখ্যা কমিলে দেশেরও মঙ্গল রাজ্যেরও লাভ।

কাঞ্চন
১২৮০ ঐকৃষ্ণদাসস্য বিদ্যাসঃ।

মহাশয়! সম্প্রতি তমোলুকের সুযোগ্য সিবিলিয়ন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি, এল, মহোদয় যে একটী সুবিচার করিয়াছেন ও যে সুবিচার

(১) এরূপরূপ ইনকম টাক্স করিবার পরামর্শ দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের লিখিত প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পূর্ব্বাপর পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। স।

যাঁরা দোরোর প্রজাকুল সহরিসের বের খজানার রাজস্ব হইতে অধ্যাতিপাইয়াছে তাহা মহাশয়ের পাঠকবর্গকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। দোরার চতুর সীমা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত যে নিস্তার্থ বাঁধ আছে সেই বাঁধগত আবাদি জমীর বার্ষিক ব, যা প্রজাগণ বহুদিন দিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি জমীদারকে কয়েক বৎসরের বার্ষি ক্ষয় না দেওয়ায় জমীদার আদালতে অভিযোগ করেন, আর পূর্ব্বে প্রজাগণ কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিল, যে আমাদিগের ভূমি যখন গবর্ণমেণ্টের বাঁধগত হইয়াছে তখন আমরা কারণ কেন রাজস্ব দিব? আপনি জমীদারদিগকে ঐ প্রকার রাজস্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ সূচক আজ্ঞা প্রদান করুন। কালেক্টর মহোদয় কোন আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না জানি না। যাহা হউক, প্রজাগণ অনেক দিন এইরূপ অন্যায় রাজস্ব প্রদান করিয়া শেষে দিতে পরাঙ্মুখ হয়। অগত্যা জমীদার অভিযোগ করেন। মুন্সেফ মহাশয় এই মকদ্দমার যে ন্যায়গর্ভ যথার্থ নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা পরম সন্তোষকর। তাঁহার রায় পাঠে এ বিষয়ে উত্তম রূপে কারণ পরম্পরা বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, খাজনা শব্দের অর্থ এই যে কোনপ্রকার জমী দ্বারা প্রজা লাভবান হইলে সেই লাভের কিয়দংশ মালিকানকে [illegible], অধিকাংশ প্রজা নিজ পরিশ্রম বন্ধ না দেয়, উলাই খাজনা। অতএব যখন জমী বাঁধগত হইয়াছে তখন প্রজা আর [illegible] অণুমাত্র উপস্বত্ব পায় না, সুতরাং কিরূপে খাজনা এদানে বাধ্য হইবে? এইরূপ যুক্তি দ্বারা দোরার অনেক ক্ষুদ্র জমীদার ব্যবহারিত পাইয়াছে। আমরা জানি যে অনেকানেক এই খাজনা বহুদিন দিয়া আসিতেছে, তথাপি বিকৃতি পাই নাই, অতএব [illegible] মুন্সেফ দ্বারা সর্ব্বাধীন মঙ্গল লাভ করিতেছি। কেবল এই একটী মকদ্দমা নয়, এরূপ অনেকের মকদ্দমা এই বিষয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদি মকদ্দমাগুলি সূক্ষ্ম সুযুক্তিরূপে পর্য্যালোচনা করেন, প্রবেশ করা, [illegible] বিবেচনা ও [illegible] যুক্তি বিরুদ্ধ হইবার নয়, বিস্তর প্রজা পরিত্রাণ, গুরুতর চিন্তা করিবার ইতিকর্ত্তব্যতা হয় না। আমরা এই উদারচিত্ত সর্ব্বত্র খ্যাতি যুবিচারক দ্বারা যেমোদয়ের সহিত মনোযোগযুক্ত হইতেছি।

১৩ ই শ্রাবণ ১২৮৭।	মফস্বল প্রজাগণ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৩ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি অঙ্ক	
	ক্রোশ	ইঞ্চ
মোহনার	০	৫
তথা হইতে অগ্নিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে	৩	৪
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৩	৩

ন ১৮৭৩ সালের ১৩ ইজুন বহরমপুর গঙ্গ ইটের অলের বাণ।

ক্রোশ	ইঞ্চ
৩	১৪

বহরমপুর ১১ ই জুন ১৮৮১ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি কিউটির ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ মপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাবনা	৫/০
" " চারুচন্দ্র বসু—জামুনিয়া		১০
" " মনোমোহন দে—বড়পুল		১৫
" " রামকালাপ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপুর	
" " মহেশচন্দ্র দত্ত—কাঁকুরী		৪৫
শ্রীযুক্ত আবদুল কাদের—শ্রীহট্ট		৩/০

[illegible] কাগজই পিছিয়ে [illegible]

ইহার অগ্রিম মূল্য [illegible] বাষিক ৩/০ টাকা, ষষ্মাসিক [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ২০, ষাণ্মাসিক ১/০ টাকা। বাজের হাতে অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত হয় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প টিকিট, মায় [illegible] ইহার অন্যথার ব্যবহারে [illegible] দিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ গ্রাহক শ্রেণী হইতে অব্যাহতি [illegible] কিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহার নাম প্রেরিত হইয়া এখন প্রায়, কিন্তু ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় সকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ [illegible] তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে, সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহার [illegible] পঙ্‌ক্তি [illegible] প্রতি মাসের [illegible] পাঠাইবেন।

সোমপ্রকাশ

১৫ খ ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তয়ন্ প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৭ ই জুলাই।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর ভবনে বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির সময় অনুসারে এক মালি দাইদ্ হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খানি প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভার যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয় ২৪ এ জুন। '৮৭৩ } শ্রীরাজকুমার সরকার সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

মাণ্ডাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি ১ বৎসরে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবিধ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২।০ টাকা।

সুর্য্যচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয় এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ম" চলিতেছে অতি শিঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ইষ্ট্রীট নং ৪১ } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—:০:—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বিধান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের মানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূলতত্ত্বে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী রোগের সম্বন্ধে উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪১।১ আমার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীগোবিন্দলাল সেন গুপ্ত।

...সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় [illegible] ...ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া, বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীটের ৫৮ ও ৬০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—১০১—

বিশ্বদর্পণ।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারাকুমার কবিরত্ন এই চারিজনে এক একটী মিষ্টিষ্ট বিষয় লিখিবার ভার লইয়া বিশ্বদর্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অসদ্ভাব বশতঃ আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের বিশ্বদর্পণ অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়া এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। শুনিলাম অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের অগ্রিমবার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীমোহনলাল
২২ এ জুন বিদ্যাবাগীশ।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত গাঁইট হাঁলা মাল এক্ষণ পাটের ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্দ্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

সিয়ালদহ ষ্টারমিনস } জে, ষ্ট্রেচলিন ব্রিস্টেড
৯ ই জুন ১৮৭৩ } এজেন্ট

" শেখার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ বাবু রুক্ষধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাসুল ৩ আনা। কলিকাতা গ্রন্থকর্ত্তার ৪৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোডের আছে।

বিক্রয়ের পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকা

[illegible] পুনঃ গাঁইটে [illegible]

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵০
ঐ মধ্যম কাগজ ৶০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ।০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভবাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৷০
উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ম পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৷
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৷
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ।

—০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আষাঢ় মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন পরে পশ্চাৎ লিখিত পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিটাগাঙ্গ [illegible] ষ্টীমারযোগে [illegible]

[illegible] ১৫ই জুলাই [illegible]

একখানি নূতন ডাক্তারের নাইট্‌ } কলিকাতার পরিষদের কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত ইং উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বলের ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ডাকমাসুল ৵০ আনা। উহার বাঁধাই ও পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা শালবাজার ষ্টীম্ ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। ছুঁইবামাত্রই আরোগ্য খাঁটী-দি দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমা ৵০ ছুঁইবামাত্রই ছুই টিকায় পাওয়া যায়। ক্ষীণকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসূতির সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আঁতুড় ঘরে ছুমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে এবং [illegible] পীড়ার [illegible]

পুস্তক কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য /০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বটানি) ৷৶০

৬ কুটমাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত ছুই চিকানায় পাওয়া যায়।

—০০০—

য় গীলক পটারি ওয়ার্ক।

যদি ক হার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেক করা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধানার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন অগেন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কয়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

কারীর বাড়ী ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বয়েল এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৩।০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের অবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল টিকিট পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার ঔষধ ডিপজিটরি হাউস কলিকাতা। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, জাতীয় সভা ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকারসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির আপীল করিবার অভিলাষিণী হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যার্থিনী হইয়াছেন। যাঁহারা সাহায্য দানের সংকল্প করিবেন, তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত আমরা জানাইতেছি, নিম্নলিখিত কয় স্থানে টাকা পাঠাইলে উহা যথা স্থানে প্রেরিত এবং সোমপ্রকাশে উহার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে।

কলিকাতা ন্যাসনাল প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু ভূজঙ্গভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে।

ভবানীপুরে ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের নিকটে।

—০০০—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৯ই আষাঢ় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটী নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছন্দটী সুললিত ও মনোহর সকলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে, কিন্তু বাগ্‌বেদী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উহা নব্য দলে এক প্রকার ছন্দপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যে গুণে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাঁহার সে গুণ ছিল না। অমিতব্যয়িতা দোষে তিনি কেবল যে দরিদ্র নাম ক্রয় করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর হইতে যান, মহামহিমশালী দয়াসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হস্তাবলম্বদান না করিলে তাঁহাকে নিজ দোষের তীব্রতর ফলভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের আচার ব্যবহার [illegible]

পারিষিত ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার সরলতা পরোপকারিতা ও অমায়িকতাদি অনেকগুলি গুণ ছিল।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখের এই, তিনি মৃত্যুকালে পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণার ন্যায় শোক বজ্রের একটী দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় গৃহিনী তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে কালগ্রস্থ প্রাপ্ত হন।

তাঁহার দুটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। এক পুত্রের বয়স এগার ও আর একটীর বয়স সাত বৎসর। হিন্দুপেট্রিয়ট বঙ্গবাসিদিগের নিকটে উহাদিগের সাহায্যদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সানন্দচিত্তে তাহার অনুমোদন করিতেছি। তিনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দ্বয়ের সাহায্যদান রূপ পুরস্কার অধিক নয়।

মাতলা রেলওয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ও ব্যয় সংক্ষেপের আবশ্যকতা।

বাঙ্গালিরা অন্যের অধীন হইয়াই রাজ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, স্বতন্ত্র হইয়া কর্তৃত্ব করিতে পারেন না, যাঁহাদিগের এই ভ্রম আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত উদাহরণটী পাঠ করিয়া সে ভ্রম পরিত্যাগ করুন।

ইউরোপ খণ্ড ও অন্য অন্য স্থান হইতে মাতলায় জাহাজ আসিবে, সেই জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী রেলওয়ের দ্বারা অল্প ব্যয়ে কলিকাতায় নীত হইবে, এই উদ্দেশে মাতলা বন্দর করা হয়; কিন্তু এক্ষণে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সুতরাং ঐ রেলওয়েতে লাভের যে আশা করা হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল। এখনও যে লাভ আছে, অপব্যয় তাহা প্রতিকরিয়া ফেলিতেছে। ২৮ মাইল মাত্র মাতলা রেল রাস্তা। লাভ যেমন অল্প, সামান্য ব্যয়েও তেমনি চলিতেছে। আমরা অল্প ব্যয়ে চালাইলে বিলক্ষণ লাভ থাকে। আমরা অনেক বার একথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিলে কি হইবে, অন্য অন্য বিভাগের ন্যায় ইহা রোপীর প্রতিপালন করা এ বিভাগেরও উদ্দেশ্য। সুতরাং যিনি যখন যত সংক্ষেপ চেষ্টা পাইয়াছেন, সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক কর্ম্মচারির মূল বেতন ও হাতটান রোগে মাতলা রেলওয়েকে অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থান শক্তিশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। মাতলা বলিয়া নয়, সকল রেলওয়েরই সমান দশা। চৌর্য্য ও অপব্যয়ের তথায় একাধিপত্য। উহার নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা পান, এ বিভাগে এরূপ লোকও বিরল। কেহ চেষ্টা পাইলেও কর্ম্মচারিদিগের চক্র প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ডাক্তার মোয়াট সাহেব পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ও ঠী ফুলারটনের ইংলিসম্যান পত্রে আক্ষেপ পূর্ণ এক খানি দীর্ঘ পত্র প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সকলের প্রভিডু। এ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অধিকার আছে। তিনিও যে এ সকলের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্ নন, ইহা সামান্য লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নহে। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের মূল বেতন দাম ও চৌর্য্যই কেবল মাতলা রেলওয়ের অপব্যয় নয়, তদ্ভিন্ন অনেক অন্য বশ্যক ব্যয় ছিল, এখনও অনেক আছে।

আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকবর্গ তাহা এতক্ষণ ভুলিয়া গেলেন। বাঙ্গালিদিগের উপরে কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিলে যে উভয়রূপ দ্বারা অপব্যয় তাহা প্রতিপন্ন করাই আমাদিগের

প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। [illegible] রামগতি বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় [illegible] রেলওয়েতে নিযুক্ত হইল, সমর্পণ সেই তাঁহাকে আমাইয়া মাতলা রেলের হিসাবের বিষয়ের ভার দেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে মাসিক ২৫৩ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যয় সংক্ষেপের আরো অনেক পথ আছে এমন একটী প্রদর্শিত হইয়াছে। রাস্তার তত্ত্বাবধারণার্থ ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন ইউরোপীয় ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন। এটী অনাবশ্যক ব্যয়। রামগতি বাবুর উপরে এ ভার যদি দেওয়া হয়, অনায়াসে ঐ টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, মাতলা-রেল রাস্তা অধিক দূরব্যাপী নহে। গাড়িও সর্ব্বদা গমনাগমন করে না। রাস্তা মীতিমত আছে। এ অবস্থায় রামগতি বাবুর উপরে রাস্তার তত্ত্বাবধারণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না এরূপ নয়। মলবাহী রেলওয়ের কি রাস্তা কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপরে আছে। আর যদি রাস্তার নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক রাখাই গবর্ণমেণ্টের অভিমত হয়, তিনি ইঞ্জিনিয়রিঙ্ কালেজের উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে ১০০ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করা হউক। তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের মাসিক ২০০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের আর যে কয়েকটী পথ আছে, রামগতি বাবুর উপরে সমুদয় বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হইলে তাহা [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] তাহা [illegible] রাস্তা [illegible]

অপহৃত হইলে সহজে জানিবার উপায় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ কার্য্যে এদেশীয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া সামান্য ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করেন। তাহাতে দ্বিগুণ ক্ষতি গ্রস্ত হন। প্রথম, ইউরোপীয়দিগকে অধিক বেতন দিতে হয়, দ্বিতীয়, তাহাদিগের অধিকাংশ চৌর্য্যকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ। আমরা সচরাচর দেখিতে ও শুনিতে পাই, নীচ ইউরোপীয়দিগের চরিত্র অতি জঘন্য। তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি অতি দুর্ব্বল। তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে যদি তাহাতে নিযুক্ত করা হয়, গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। সমুদায় কৃতবিদ্যই যে সচ্চরিত্র আমরা একথা বলি না। ২।৪ টী প্রত্যুদাহরণ আছে, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত বিদ্য দিগের স্বভাবতঃ কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ আছে। অশিক্ষিতের প্রতি বিশ্বাস ও শিক্ষিতের প্রতি অবিশ্বাস এটী গবর্ণমেণ্টের বিপরীত ব্যবহার। ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ উঁহাদিগের এ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট রামগতি বাবুর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

কাষেল সাহেবের শিক্ষা শাসন কর্ম্মচারিগণ।

উক্ত কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বিয়ার কালেক্টরীর সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁকে লইয়া যে প্রকার স্বৈরাচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংসের ডাইরেক্টরদিগের অজ্ঞাতসারে বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত আমাদিগের অনুভিপথে উদিত হইল। মিডলটন নামে এক ব্যক্তি অযোধ্যার নবাবের নিকটে রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের লোক। তদানীন্তন কৌন্সিল সভা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ত্রিষ্টোনামে এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করেন। মিডলটনের পদচ্যুতি ও ত্রিষ্টোর নিয়োগ হেষ্টিংসের অমত হয়। তখন কৌন্সিল সভায় তাঁহার প্রাধান্য ছিল না। সুতরাং তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ কর্ণেল মন্সনের মৃত্যু হইলে উক্ত সভায় গবর্ণর জেনরলের প্রাধান্য লাভ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রিষ্টোকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া মিডলটনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আর একটী ঘটনা এই, ফ্রান্সিস ফৌক নামক এক ব্যক্তিকে কৌন্সিলের মতে বারাণসীর রাজার নিকটে পাঠান হয়। কিন্তু হেষ্টিংস সভায় প্রাধান্য লাভ করিবামাত্র তথায় লোক প্রেরণের আবশ্যকতা নাই বলিয়া ফ্রান্সিসের তথা হইতে আসিবার আদেশ পাঠাইলেন। ওদিকে তিনি কৌন্সিলে এই প্রস্তাব করিলেন, একজন সিবিল সর্ব্বাণ্ট এবং তাঁহার একজন সহকারী বারাণসীতে রেসিডেণ্ট রূপে অবস্থান করিবেন। কৌন্সিলে তৎকালে দুই দল ছিল। দুই বলেই এই দুই বিষয় ডাইরেক্টরদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৭৭৭ অব্দের ৪ ঠা জুলাই ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলকে এই পত্র লেখেন "আমরা আপনার ১৭৭৬ অব্দের ২ রা ডিসেম্বরের অযোধ্যা হইতে ত্রিষ্টোকে আনয়ন ও তৎপদে মিডলটনের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য্য বৃত্তান্ত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই ইহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অতএব আমরা আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে ত্রিষ্টোকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিবেন।"

ডাইরেক্টরেরা ১৭৭৮ অব্দের ৩০ এ জানুয়ারি ফ্রান্সিস ফৌকের বিষয়ে হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি ১৭৭৬ অব্দের ৩ ই জানুয়ারির পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ফ্রান্সিস ফৌককে যে উদ্দেশ্যে বারাণসীতে পাঠান হইতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার তথায় গমন রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু আপনার ১৭৭৭ অব্দের ৬ ই জানুয়ারির পত্রের আভাসে প্রকাশ পাইতেছে, যে আপনি কতিদিন অতীত না হইতে হইতে টমাস প্রেহামকে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও ডেনিয়ল অক্টেবিয়স ব্রাডওয়েলকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, আপনি কোম্পানির ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশে ফ্রান্সিসকে কাশী হইতে আনয়ন করিয়াছেন, আমরা আপনার কার্য্যের অনুমোদন করিতাম। কিন্তু আমরা যখন দেখিতেছি, যে কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারিত, আপনি তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বেতনে দুই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি সমুচিত কারণ ব্যতিরেকে ফৌকের কাশীতে অবস্থান রহিত করিয়াছেন। অতএব আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, অবিলম্বে ফ্রান্সিস ফৌককে বারাণসীর রেসিডেণ্ট ও পোষ্ট মাষ্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংস ইহার কোন আজ্ঞাই গ্রাহ্য করিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব মুবারেক অল দৌলার বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার প্রথমে তাঁহার বিমাতা মণিবেগমের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা

ঘটে; অর্থ অপহৃত ও অপব্যয়িত হয়। অতিরঞ্জন তাঁহাকে তৎপদ হইতে অপসারিত করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ডাইরেক্টরেরা ঐ বন্দোবস্তে অনুমোদন ও মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করেন। গবর্ণর জেনরলের ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইল রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করেন। ওদিকে ডাইরেক্টরদিগের মহম্মদ রেজাখাঁর হস্তে অধ্যক্ষতার সমর্পণের আদেশ আছে। একটী ছল না পাইয়া ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভাল দেখায় না. এই ভাবিয়া গবর্ণর জেনরল নবাবের সহিত যোগ করিয়া তাঁহাকে দিয়া এই ভাবে এক চিঠি লেখাইয়া লন, যে তিনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, মহম্মদ রেজাখাঁর অধ্যক্ষতায় অনেক অত্যাচার হইতেছে, অতএব তিনি স্বয়ং কার্য্যভার এবং তাঁহার বিমাতা মনিবেগম অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিবেন। গবর্ণর জেনরল এই পত্র অবলম্বন করিয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে পদচ্যুত ও মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করিলেন। ডাইরেক্টরেরা এই সংবাদ পাইয়া ফেব্রিং সাহেবকে ১৭৭৮ অব্দের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি যে পত্র লিখেন তাহা এই "আপনি নবাব মুবারেক অল দৌলার প্রার্থনাক্রমে মাতার সুবাহারকে যে পদচ্যুত করিয়াছেন, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। নবাব স্বয়ং আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু আমাদিগের বক্তব্য এই আপনার কৌন্সিল সভার এক জন সভ্য এই কথা কহিয়াছেন (আপনিও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই) যে, যে সকল কার্য্যে দেশের কল্যাণ সম্ভব আছে, নবাব স্বয়ং তাহার ভার গ্রহণে একান্ত অসমর্থ। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম নবাবকে যে-মুক্তি দেওয়া হয়, মনিবেগমের অভ্যর্থনা কালে তাহার অধিকাংশ অপহৃত ও অপচোরিত হারিত হয়, তথাপি আবার তাঁহার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নবাব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। আপনি অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত না অপরিণামদর্শী যুবা নবাব নিজামত ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির নূতন প্রকার বন্দোবস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, ঐ সকল আদালতের বিচারপতি প্রভৃতি পদে যে সকল ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি যে সেই অনুরোধের অনুরূপ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদিগের গবর্ণর জেনরল মূলস্তম্ভরূপে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতেছেন নবাব ঐ সকল বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী না হইবেন কেন? আমাদিগের বিস্ময় ও দুঃখের কারণ এই আর এক সময়ে গবর্ণর জেনরল আর এক উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিঃসন্দিগ্ধ হান হইয়া কহিয়াছিলেন, নবাব কিছুই নন, কেবল আড়ম্বরসার, তাঁহার হস্তে প্রভূ শক্তির ছায়াও নাই। আপনার ঐ অভিপ্রায় প্রকাশের পর এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই যে আপনি নবাবকে স্বাধীন করিয়া দেন এবং তাঁহার হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা সমর্পণ করেন। অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি মুবারেক অল দৌলাকে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ফিরিয়া লইবার আমাদিগের অভিপ্রায় নাই এবং তৎপ্রদান কোন ক্রমেই ত্রুটি দ্বারা সম্পাদনীয় নহে। আমরা দ্বিরুক্তি করিয়া অধিকারের দেশের মঙ্গলার্থ নবাবের অধীনতার পদ আপাততঃ অবিলুপ্ত রাখিবে এবং সে-প্রার্থনার বিরুদ্ধে কৌন্সিলের প্রতি সভ্যের মতামত আছে, তাহা প্রকাশ করা হইবে। মহম্মদ রেজা খাঁর বিষয়ে আমাদিগের যে মত আছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিবার কোন কারণ নাই, অতএব আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবিলম্বে নবাবকে আমাদিগের অভিপ্রায় জানাইবেন এবং অবিলম্বে মহম্মদ রেজা খাঁকে মাতের সুবাহারের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ডাইরেক্টরদিগের যে ত্রিনবাসি পত্র অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন ফেটিংস কিরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ কিরূপ বৈরাচার প্রচার কিরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য প্রণালী দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ডাইরেক্টরেরা যেন কেহ নহেন, তিনিই বাঙ্গালা দেশের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা। তখন মুরুদ রাজা, মুন্নদারই বিশ্বাস, কর্ত্তৃপক্ষ হয় মাতের পথ অবরোধ করিলেন, ফেটিংস বাঙ্গলায় নবাবদিগের ন্যায় স্বাধীনতার ঘোষণা করিলেন, ডাইরেক্টরেরা সহসা কিছু করিতে পারিতেন না। সৈন্যগণ তাঁহারই বশবর্ত্তী ছিল। তখন রাজাসংক্রান্ত ব্যাপারের ন্যায় কেহই তা বাদ যাইতেন না, বহুবাদ লওয়াতে লোকের আমোদও ছিল না। ডাইরেক্টরদিগের সহিত ফেটিংসের যে বিবাদ প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্য চলিতেছে, তাহা প্রায় কেহ অবগত নহে। অতএব সেসময়ে [illegible]

ঘটার সম্ভাবনা। শাসন ও বিচার বিভাগ যে শৃঙ্খলায় বদ্ধ হইয়া আছে, ক্রমে তাহার এক একটী শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া উহাকে শোচনীয় দশাপন্ন করিয়া তুলিবে। ব্রটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন যে উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহার প্রতি সকলেই আস্থাশূন্য হইবেন। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় আবদুল কাদেরের মকদ্দমা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা সুন্দররূপ বুঝিতে পারিবেন। অনরেবল কেম্প সাহেব বলেন "বিচারপতি ফিয়ার এ বিষয়ে যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচারপতি আলেলির পীড়া হওয়াতে কয়েকদিন আমি উক্ত দ্বিজ বিচারপতির সহিত বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম, ঐ সময়ে দুটী মকদ্দমার আপীল আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নদীয়া জেলার সেসন জজ ঐ দুটী মকদ্দমার বিচার করেন। আবদুল কাদের খাঁ দুই মকদ্দমাতেই লিপ্ত ছিলেন। উহার এক মকদ্দমায় বিচারপতি ফিয়ার সেসন জজ ব্রক উড্ সাহেবের আচরণ বিষয়ে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অতি দুঃখিত হইয়া সেই অসন্তোষের অনুমোদন করিতেছি। আমার অভিপ্রায় এই, এই মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পূর্ণিয়া জেলার বিচারপতিদিগের অতিশয় অগৌরবকর হইয়াছে। ১৮৭০।৭১ অব্দে পূর্ণিয়া জেলার কালেক্টরিতে তহবিল তছরূপাত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তদানীন্তন কালে ঐ ওয়ারগান সাহেবকে এই আদেশ দেন, যে তিনি ঐ ব্যক্তির বেতন হইতে কাটিয়া লইয়া যে টাকা তছরূপ হইয়াছে তাহা শুধরাইয়া লন। এই ব্যক্তি তছরূপাতের সময়ে কালেক্টরির হেড ক্লার্ক ছিলেন। ইনি ওয়ারগন সাহেবের অতিপ্রিয় পাত্র ছিলেন। ওয়ারগন সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন পূর্ণিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইকস সাহেবের নিকটে আবদুল কাদেরের নামে তছরূপাতের নালিশ হয়, ওয়ারগন সাহেবকেই তছরূপাতের টাকা দিতে আদেশ হইয়াছিল। তিনি আর এক ব্যক্তির স্কন্ধে দোষারোপ করিলেন। শেষে মকদ্দমা ডিসমিস হইল। আবদুল কাদের মুক্তি লাভ করিল। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মাজিষ্ট্রেট কেম্প সাহেব এই আদালতের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন। কারণ কেম্প সাহেবের আচরণ এই আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালনের ইচ্ছার অনুরূপ হইতেছে না। তিনি এই আদালতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টার কালেক্টর রূপধারণ করেন, এবং যে আইন রহিত হইয়াছে, সেই পুরাতন আইনের অনুসারে কার্য্য করেন। যাহা হউক আমি এই বিষয় লইয়া আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবার ইচ্ছা করি না। আমার বিচক্ষণ সহযোগী যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে অমত করিতেছি না। অন্য আদালতে এই মকদ্দমা পাঠাইবার বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে কোন শ্রেণীর বিচারপতি হউন তাঁহার নিকটে হইতে অন্য আদালতে মকদ্দমা পাঠাইতে গেলে তাঁহার নিঃসন্দেহ অপমান হয়, তবে ন্যায্য বিচারের অনুরোধে এ উপায় অবলম্বন করা উচিত হয়। অতএব এই আদালতের কর্ত্তব্য এই, অমুক বিচারপতি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইবেন কি না বিবেচনা না করিয়া অন্য বিচারপতির নিকটে মকদ্দমা পাঠাইয়া দেন।"

—:০:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির বিপ্লব।

কায়েল সাহেব হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী মহৎ অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অদ্যাবধি গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কখন প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, স্বয়ংও কখন ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখেন নাই। ধর্ম্মের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র, রাজ্যের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। এই গুণ থাকাতেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষ যেরূপ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আবাস স্থান, এপ্রকার বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কোনক্রমে এখানে এত সহজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় এই, প্রজার এ বিশ্বাস আর থাকে না, গবর্ণমেণ্টেরও সেই পূর্ব্ব ঔদার্য্যের বিলোপ হয়। কায়েল সাহেব ক্রমে ক্রমে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অদ্যন্ত, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিকে ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার বিপ্লব সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের ১৪ ই এপ্রেল কলিকাতার লার্ড বিশপ মিলমান নয় কর্ত্তৃ কায়েল সাহেবকে যে পত্র লিখেন এবং ১৭ ই মে কায়েল সাহেব তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। মিলমান সাহেবের পত্র পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি যেন চেষ্টা পাইয়া অদ্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে ধর্ম্মের আবর্ত্তে আকর্ষণ করিতেছেন, আর আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব ইচ্ছা করিয়া সেই আবর্ত্তে পতিত হইতেছেন। লেপ্টনণ্ট

গবর্ণরের নিকটে মিসনরি কার্য্যের রিপোর্ট করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় না। মিসনরি কার্য্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্পাদ গুটাইয়া লইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সাহায্যদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি পত্রের উত্তরদান কালে একস্থলে লিখিয়াছেন "আপনি যদি আপনার অভীষ্ট বন্দোবস্ত করিতে পারেন, আমি আসাম ও কাছাড়ের চা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দুইজন পাদরির সাহায্যদান নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ করিব।" কাপ্তেন সাহেব গবর্ণমেণ্টকে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জুড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন, এ লেখা দ্বারা কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? ধর্ম্মোপদেশকের নিয়োগ বিষয়ে সাহায্যদান করাতে কি ধর্ম্ম বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হইতেছে না? গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মালয়ের তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিলে মিসনরিরা কুপিত হন কেন? আমরা এস্থলে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মোপদেশক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সাহায্যদানে উদ্যত ও অনুরাগী হইবেন কি না? জাহেরা প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি সাহায্যদান করিবেন কি না?

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় যে সকল প্রজার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আছে, গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে ঐ ধর্ম্মের অবলম্বন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত পর্ব্বত ও জঙ্গলবাসির নিজের ধর্ম্ম নাই, সেখানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার দ্বারা নাই। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, প্রজার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকুক বা না থাকুক যে বিষয়ে [illegible] হইতেছে না, গবর্ণমেণ্ট প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেই মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেই গবর্ণমেণ্ট মিসনরিদিগের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া পড়িবেন। ধর্ম্মান্ধতায় যে কত শোচনীয় অনিষ্ট ঘটনা হয়, কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ইতিহাস ভূরি পরিমাণে তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। তারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মান্ধ হইলে প্রজার ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরেরা এখনই ত লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গঙ্গাযাত্রা ও রথ যাত্রা প্রভৃতি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞাইয়া পড়েন, কেবল যে তাঁহাদিগের বহুদিনের অর্জ্জিত সদ্ভাবের হানি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও প্রজার বিশ্বাস ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যে স্পৃহণীয় পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অবমাননা করা হইবে। মিসনরিরা কি আর স্বদেশের অর্থ ব্যয় করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে চান না? তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এবিষয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি তাহার অধিকারী হন নাই? অদ্যত্ব এদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা আমাদিগের অবতীর্ণ নয়। খৃষ্টধর্ম্ম অদ্যতন সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিবার যেমন উপযোগী, এমন আর দ্বিতীয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়া সুফলিত হইয়াছে। [illegible] প্রদেশে অনেক পর্ব্বত্য অসভ্য জাতি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে [illegible] সাধন করিতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম [illegible] ভাহার কারণ। [illegible] উপকারী হইলেও [illegible] প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা আমাদিগের অভীষ্ট নহে। আমরা "খৃষ্টধর্ম্ম" করিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হন, পদে পদে তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং এক্ষণে তাঁহার যে লোভনীয় ঔদার্য্য আছে, তাহা দূরাপেত হইয়া হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতি প্রাচীন গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অভিন্ন ভাব হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মের সহিত গবর্ণমেণ্টের অভিন্নভাব সমাজের প্রথম অবস্থার উপযোগী ও উপকারী বটে কিন্তু সভ্য সময়ে উহা গবর্ণমেণ্ট ও ধর্ম্ম উভয়েরই উন্নতির অন্তরায়ভূত হয়। আমাদিগের মতে মিসনরিরা এতদিন যেমন স্বাধীন ভাবে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, এখনও সেইরূপ করুন।

দেশীয় সংবাদ।

একাদিকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সভাপতির এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের যথোচিত অনুবাদ হয় না। সেটিও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজি সমাচার পত্রের সম্পাদকেরা যে সকল বিষয়ে ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন, অনুবাদের রীতি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়, অনুবাদকেরা পরিশ্রম করিয়া [illegible] করিয়াছেন। অনেক স্থলে অনুবাদের [illegible] হইয়াছে।

হাহি যে সকল প্রস্তাবের অনুবাদ একান্ত আবশ্যক, সময়ে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়, কখন কখন অনাবশ্যক বিষয়েরও অনুবাদ করা হইয়া থাকে। অনুবাদক অনেক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হন না, একে আর করিয়া থাকেন। এরূপ যথেচ্ছ অনুবাদে লেখকদিগের গুণ দোষ বিচার হইয়া উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনেকে অন্যোৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন. গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশীয়েরা লেখকদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছেন না। প্রত্যুত, অনেকের এ প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে যে এদেশীয়েরা অতি অপদার্থ। ইহাঁদিগের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টকে ও অন্য অন্য লোককে অকারণ গালি দিয়া থাকেন। অনুবাদের দোষে এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া অধিকসংখ্য ইউরোপীয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যদি অনুবাদ প্রথার এই ফল ফলিল, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা রহিত হইলেই মঙ্গল।

—:০:—

পাবনার প্রজা বিদ্রোহ।

হুজুকে বাঙ্গালা। এক গুণ হইলে এখানকার লোকে শত গুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ বলিয়া যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাবনার বিদ্রোহ হইতে ১৮৫৭ অব্দের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ বিস্তৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিদ্রোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণন করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অব্যক্ত হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাবনা সুশাসিত প্রদেশ, সেখানে পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আছেনমাত্র, তবে এরূপ হইতেছে কেন? উদয়কালেই উহার নির্ম্মূলন না হইবার কারণ কি? যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কমিসনর মাজিষ্ট্রেট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ড প্রভৃতি সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেণ্ট মণ্ট গবর্ণরও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তিনি যে একটী ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিক তর প্রীতি লাভ করিলাম। প্রজা ও জমীদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রার্থিতব্য লাভের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ইহার পুনরায় উদ্ভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেণ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, জমীদারেরা নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতেই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এপ্রকার নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এপ্রকার গোল যোগ হইত না, এখন ইহার তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের প্রতি দোষারোপ করেন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা জমীদারদিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমীদারের হস্ত রোধ করিয়াছে। এটী জমীদার ও তাঁহার অত্যাচার ধর্ম্মনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের হইয়াছে। তাঁহারা যাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রুশিয়ায় সর্ফ দিগের ন্যায় বাঙ্গলাদেশের প্রজা। যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটী প্রজাগণের স্বাধীনতার চার্টর স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই. বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা অতীত সাধন চেষ্টা পাইলে জগতের যে অনুগ্রহ লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য্য সাধনকেই তাঁহারা সাধীয়ান মনকরেন। চাষারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যেদিকে ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে। উক্ত অর্দ্ধশিক্ষিতেরা একটী সূত্র পাইলেই তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বসেন। অর্দ্ধশিক্ষিতদিগের নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটী বলবতী ইচ্ছা আছে। উহারাই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মূল। আমরা অনুরোধ করি, লেণ্টনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু মন্ত্র বিধান করুন। অপর অনুরোধ এই, ১০ আইন আছে বটে কিন্তু আজিও অনেক জমীদার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অতীত সাধন চেষ্টায় ঔদাসীন্য করেন। তাঁহারা স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে বশে রাখিবার চেষ্টা পান। তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, এহা তেও পরাঙ্মুখ হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমীদারের উল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহার দোষ থাকে, তাহারও অনুসন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে ভাবিতে এ প্রকার বিদ্রোহ ঘটনার পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা আনন্দিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, আমাদিগের এ অঞ্চলে ৪।৫ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। সকলেরই মনে আনন্দ ও আশা সঞ্চার হইয়াছে।

* ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, চালর্স পুনরায় ভেন্ডু স্বয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা তৃতীয় খণ্ড দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহকারেরা প্রায়ই কার্য্যে শিথিলযত্ন হন নাই। দিন দিন উৎসাহদাতার যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এটী অল্পাহ্লাদের বিষয় নহে।

রুশিয়া যদ্যপি ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চলিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ইয়ারকন্দের শাসনকর্ত্তা সেণ্ট পিটর্সবর্গে রুশীয় সম্রাটের নিকটে পুনরায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। "ভয়ী চুলিবার নয়।"

পঞ্জপাল ও ভেন্ডু উপদ্রবের ন্যায় মিত্র রাজগণকে মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ পলিটিকাল রেসিডেণ্টদিগের উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। গুইকবার বোধায় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন, পলিটিকাল রেসিডেণ্টের তাঁহার রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কর্ত্তৃত্ব সোজ সংহরণ করা বড় কঠিন কাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারত [illegible] ১৮৯৯৮৩০ টাকা আয় ও ১৮৮ মাইল সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭১ অব্দের এ সময়ে ১৮৫৬০০৯০ টাকা আয় ১৭১ মাইল রাস্তা হইয়াছিল। যদি চৌর্য্য নিবারণ ও ভালরূপ বন্দোবস্ত হয় ক্রমে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিজয়নগ্রামের রাজা আলাহাবাদে একটী হাঁসপাতাল বাটী নির্ম্মাণার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অতিরিক্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার নিজ হাঁস, কত্য এরূপ কতটী হাসপাতাল কত টাকা ব্যয়ে হইয়াছে জানিবার জন্য আমাদিগের বিলক্ষণ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।

অযোধ্যার একখানি সমাচার পত্রে একটী চমৎকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা উভয়ে এতদ্দেশে একত্র তীর্থ করিয়া প্রায় ৭০০ টাকার অলঙ্কারসহ নিজ দেশে যাইতেছিলেন। কতকদূর গিয়া গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া স্ত্রীলোক দুটীকে বন্ধন করিয়া একখান ছুরি বাহির করিল। ছুরিখান হৈমবৎ তাহা হইতে সরিয়া এক মর্ম্মাঘাত পড়িয়া গেল। গাড়োয়ান যেমন ছুরি তুলিতে গেল অমনি এক সর্প তাহাকে দংশন করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। স্ত্রীলোক দুটী বাঁচিয়া গেল। উহারা বুঝি দয়াময়ীর স্নেহ হইবে।

গুণের চোখে বয়ং অনেক বাড়াইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষগণ টাঙ্গ করিলেন বলিয়া যখন দৃষ্টিপাত করেন, তখন কিছুই এড়ায় না। সিন্ধু দেশের খয় ও পারকর জেলায় [illegible] মহিষ অধিক, দুগ্ধ অধিক জন্মে। সেই দুগ্ধের উপরে প্রতি মণে চারি আনা করিয়া রাজানী মাসুল করা হয়। উহাতে ১৮৭১।৭২ সমুদায়ে ৫০৫৮১ টাকা আয় হইয়াছে। খরচ বাদে গবর্ণমেণ্ট ৪৮২৮৮ পাইয়াছেন।

১ লা জুলাই অবধি সরকারি লোকের উপরে টাঙ্গ বিক্রয়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। যদি আফিসের প্রধান ব্যক্তিদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকে, প্রস্তাবণা ও প্রবঞ্চনা না হয়, সিবিল কোর্ট আমীনদিগের মন্দোবস্তের ন্যায় এ বন্দোবস্তেও গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ত আমাদিগের উপরে বড় কুপিত হইয়াছেন। আমরা কায়স্থ জাতিকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকারান্তরে বৈদ্য অপেক্ষাও কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বৈদ্য যদি বাস্তবিক কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, সে কারণে হউক, আমাদিগের সে কথাটী না বলা অন্যায় হইয়াছে। বৈদ্য কোন্ জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। অতএব কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ের যে প্রধান আমরা তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের উপরেই আমরা ভার সমর্পণ করিলাম, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন। কারণ তিনি এখন এই সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু হিতৈষিণী [illegible] পূর্ব্বাঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিদিগের পুনরভ্যুদয়ের সংবাদ [illegible] শয় আক্ষেপ করিয়াছেন। পুলিস ও বিচারালয় সকল কোথায় গেল? কাহের কাঁটের কি ব্যয় সংক্ষেপ হইবে বলিয়া ঐ অস্ত্র হইতে ঐগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন?

৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

এবার ৮০ সাল সকল বড় ভাল নয়। এদেশে এই প্রবাদ আছে যে সালের পূর্ব্বে মুখা থাকে, সে সালে প্রায় মঙ্গল হয় না। এক ত বৃষ্টি বিরহে শস্য জন্মে কি না, আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহাতে আবার চতুর্দ্দিকে পঙ্গপালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মুরসিদাবাদ পত্রিকায় লিখিত হইল, জঙ্গিপুর কাছারির দক্ষিণ দিয়া পঙ্গপাল উড়িয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি রাজমহল হইতে উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন ৪ঠা আষাঢ় রাজমহলে ভয়ানক পঙ্গপাল উড়িয়াছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, তারকেশ্বরের মহান্ত দূত হয়ে যাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমার দিন ১১ই জুলাই ধার্য্য হইয়াছে।

২৮ এ জুনের ষ্টারজিনিং মিউজ বলেন, নয় জর্জ্জ কাবেল গত মঙ্গলবার ষ্টারজিনিস পরিত্যাগ করিয়া ব্রুবারে অবলাইট গুড়িতে গমন করেন।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা এক একটী নূতন কাণ্ড করিতেছেন। যদি না গল্প প্রমে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার আরকানসাস প্রদেশের কতকগুলি অবিবাহিত স্ত্রীলোক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সকল পুরুষ সুরাপানপরায়ণ হইবে, তাহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না। সুরাপান নিবারণের এ একটী উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইল।

জেলা রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সম্প্রতি রঙ্গপুরে উপনীত হইয়া অবগত হইলাম, গতবার বর্ষে কতকগুলি বরবারের [illegible] হইয়া রঙ্গপুর জেলার [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। উপাধি ছড়াছড়ি না করিয়া যদি এরূপ গুণ দেখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহের প্রকৃত হেতু হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, সুপ্রিম নিম্নোক্তিত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর জজ ফ্রিস সাহেব গত কল্য ফিয়ার সাহেবের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জাপানে এক কালে উন্নতির বেতা আগুন লাগিয়াছে। জাপানীয়েরা ইউরোপ খণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি আচার ব্যবহারাদি বিষয় স্বদেশীয়দিগের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে সত্বরে জাপানীয় ভাষায় এক মাসি সমাচার পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিহারী গেজেট একটী বড় কৌতুকাবহ সংবাদ লিখিয়াছেন, একজন সমাচার পত্র সম্পাদক সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন তাঁহার কাগজের যে বার্ষিক মূল্য, তাহা দিয়া তিনি একটী উত্তম কুকুর ক্রয় করিবেন। পর দিন ৪৩ টী কুকুর তাঁহার কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইল। ক্রমে ঐ সমাচার প্রচার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা এমন ৮ হাজার কুকুর আনীত হইল। শেষে সম্পাদকের গুণের বাহির হওয়া ভার হইল, আহার বন্ধ হইল, ৬ দিন কাগজ বন্ধ ছিল।

মান্দ্রাজ টাইম্‌স বলেন, গত মাসে মান্দ্রাজ হইতে ২৮৩৭৫৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

১১ এ আষাঢ় বুধবার।

আমরা এবারের গেজেটে কয়েক জন সব ডেপুটি নিয়োগ দর্শন করিলাম। সব ডেপুটি ব্যবস্থার অন্য গুণ থাকুক না থাকুক, ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কাঁয়েদ সাহেব ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে যেমন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সহকারী সব ডেপুটির সৃষ্টি করিলেন, তেমনি সব জইণ্ট সব আসিষ্টাণ্ট নাম দিয়া আর একটী শ্রেণী কল্পনা করিলে ত ভাল হয়। তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপও হইবে এবং যে সকল সিবিলিয়ান নূতন এদেশে আসিবেন, তাঁহাদিগেরও শিক্ষা হইবে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, কাষ্টম্‌স দোগের অধ্যক্ষতা কালে জোহিত বোর্ডে দুই লক্ষ টাকার তদবিল তছরূপাত হইয়াছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ইউরোপীয় পদস্থ হইলে বিষম বাবু এল্‌স হইয়া পড়েন। সামান্য কর্ম্মচারিরা উপরে ওকালত সমর্পণ করেন, দুর্ত্ত কর্ম্মচারী আফিসের কর্ত্তার মন যোগাইয়া তাঁহাকে এমনি বশীভূত করে, যে কেহ সেই প্রিয় ব্যক্তির দোষের উল্লেখ করিলেও তিনি কর্ণে স্থান দান করেন না। এদিকে কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বস্ব চুলাইয়া বাহির করে। পূর্ব্বি রাতে এই দোষ ঘটিয়া এত কাণ্ড হইল। যেখানে কর্ত্তার ভাগ থাকে, সেখানে ত কথাই নাই।

সার্ড মর্ডক্রক যখন সিমলায় যান, তখন আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি কখন অন্য অন্য গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিবেন না, কিছু না কিছু কাজ করিবেন। সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি সৈনিক ব্যয়াদি বিষয়ের দোষ সংশোধনে ব্যাপৃত আছেন। উহার বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ সময়ে জানিতে পারিবেন।

১৭৭৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষে ২০১০১৩১৮ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ৫৬৫৮৩২৯৩ টাকার রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে ২০৯৫৯১১০ টাকার আমদানী ৫৭১২২৯৯৪ টাকার রপ্তানী হয়। সমুদায়ে ২৫৭৮৯০৫ টাকা আমদানীর মাসুল ও ৯০১১১১ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭২ অব্দে ২৮৪৭৫১৯ টাকার আমদানী মাসুল এবং ৮২৫১৮২ টাকার রপ্তানী মাসুল আদায় হয়। ১৮৭৩ অব্দে ১০৪১ জাহাজ আইসে ১৮৭২ অব্দে ১১৪১ জাহাজ আসিয়াছিল।

২০ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা মধ্যে মধ্যে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এদেশীয় কোন কোন বিচারপতি আপনার অধীনস্থ আদালতে কর্ম্ম দিয়া আশ্রিত প্রতিপালন করেন, কেবল এদেশীয়েরা সে দোষে দূষিত নহেন। সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, অযোধ্যা ও পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ঐ দোষে দূষিত হইয়াছেন। ১৮৫১ অব্দে লার্ড ডেলহাউসি ঐ বিষয়ের নিবারণ করেন। ১৮৬৪ অব্দের ষ্টেট সেক্রেটারিরও এ বিষয়ের চিঠি আছে।

ইংলিসম্যান সংবাদ দিয়াছেন, টাপ্পা বিক্রয়ে টাকায় আধ আনা করিয়া যে জমি সব দেওয়া হইত, ১লা জুলাই অবধি দেওয়া তিন অন্যকে দেওয়া হইবে না। এ নিয়মে মফস্বলের অনিষ্ট হইবে। অনেকে কমিসন লাভের লোভে নিজের টাকা দিয়া টাপ্পা লইয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে অমণ করিয়া টিকিট বিক্রয় করে, অন্য অন্য কাজও তাহাদিগের আছে, তাহারা অনুমত টিকিট বিক্রেতা নয়। তাহাদিগের টিকিট দেওয়া বন্ধ হইবে। কেবল মফস্বলবাসীদিগের কষ্ট হয়, অধিক টিকিট বিক্রয় হইলে গবর্ণমেণ্টের যে লাভ হইত, তাহাও হইবে না। টিকিট পাইবার অসুবিধা হইলে জনকের টিকিট কেনা বন্ধ হইবে।

২৮ এ জুলাই পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বর্দ্ধমান কলিকাতা হুগলি সাহাবাদ ফরিদপুর কিয়দংশ পাটনা ভাগলপুর উত্তির্য়া কিয়দংশ ও ছোট নাগপুরে বৃষ্টি নাই। আসামের কোন কোন স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থানে ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যত ক্ষতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তত হয় নাই। বাঁকুড়া বীরভূম মুরশিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় পঙ্গপাল দেখা দেয়, কিন্তু সাঁওতাল ভিন্ন আর কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। কোন কোন জিলায় ওলাউঠা কমিয়াছে, আবার কোন কোন জিলায় নূতন হইতেছে। পাটনা আলায় ও উহার সন্নিহিত পর্ব্বতে কিছু বাড়াবাড়ি। পাটনার কোন কোন অংশে ভাগলপুরে ও ছোট নাগপুরে এখনও বসন্তের প্রাদুর্ভাব আছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সওনদ্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লার্ড মর্ডক্রকের রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের লোকে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু দিন প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা হইতে বিরত হন, তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ফ্রেণ্ডের সংবাদদাতার এই মত, কিন্তু তাঁহার নিজের ভিন্ন গোঠ।

২১ এ আষাঢ় শুক্রবার।

সমাজদর্পণ বলেন, হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত-প্রার্থী হইলে তাহার বিবাহ ঘটিত যে বিশৃঙ্খলা হয় গবর্ণর জেনরল তন্নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। যাহারা বিবাহের লোভে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, এ উপায়টী তাহাদের মিষ্ট লাগিবে না।

এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছেন, জুন মাস শেষ হইল অদ্যাপি আমরা বর্ষার দর্শন পাইলাম না। এখানকার লোকেরা কহিতেছেন অনেক কাল এরূপ ঘটনা হয় নাই। এখন আর কেহ পুরাণ ভালবাসেন না, নূতন চাহেন সেই নিমিত্ত দেবতারাও নূতন দেখাইলেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ি আছে এদেশীয়দিগের তাহাতে উঠিবার অধিকার নাই। সহচর তাহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। উহা যে জাতিবৈর দূর করিবার উপায় সুসঙ্গত কি তাহা জ্ঞাত নহেন।

আসামমিত্রে দৃষ্ট হইল ২৫ এ মে রাত্রিতে তেজপুরে অতিশয় ঝড় হইয়াছে, অনেক ঘর বাড়ী ও বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে।

এবারের অমৃতবাজার পত্রিকা পুর্ব্বাঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহিতা সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। পুলিস কোথায়? পুলিসের লোকেরা কি কেবল সং সাজিয়া বেড়াইবেন, মারও করিবে কে?

জ্ঞানবিকাশিনী বলেন, সমুদয় অঞ্চলে নীল বড় ভাল হয় নাই। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ইংলিসম্যান বলেন, বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গত কল্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বায়ু সেবন করিয়া সবল হইয়া আসিয়াছেন। এখন কাহার ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

গত কল্য নিম্নলিখিত মূল্যে অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহার ২১০৫, সিম্বুক প্রতি সিম্বুকের মূল্য গড়ে ১২৮৭৪/৪। মোট ২৭১২৫০ টাকা। বেনারস ১৩৭৫ প্রতি সিম্বুক গড়ে ১২৪৪৶ মোট ১৭১৪১ ২৫ টাকা।

১৪ ই জুনের মফস্বল প্রদেশের সংবাদে জানা যাইতেছে ফসল, ঘাস, তৈল, ক্রমে কমিতেছে, পশুগণের যে পীড়া হইয়াছিল তাহাও কমিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের বালিপুলিতে দুর্ঘটনা হইয়া গোকুল দাস নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাহাতে রেলওয়ের নামে ২০০০০ টাকার ডাবিতে নালিশ হইয়াছিল। ৫০০০ টাকা দিয়া উহার রফা করা হইয়াছে। এরূপ না হইলে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষা লাভ হ না। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের এইরূপ শিক্ষালাভ সবিশেষ আবশ্যক।

১২ এ আষাঢ় শনিবার।

এতদ্দিন পুরুষ হিজড়িদিগের ছেলে বাহির করা রোগ ছিল, ডাক্তারেরা উঠিয়া ডাক্তার অনেক নিবারণ হইয়াছে, এখন আবার মেয়ে হিজড়িদিগের মেয়ে বাহির করা রোগ হইয়াছে। বেহালে [illegible] কান্তা রোগে দুর্ভিক্ষের এক ব্যক্তির কন্যাকে একজন মেয়ে হিজড়ি পাইয়াছিল, সেই কন্যাটী সাড়ী ভাগ করিয়া 'ধর্ম্মের আশ্রমে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, গত বৎসর গোয়ালিয়রে পঙ্গপালে শস্য নষ্ট করাতে ভাল শস্য হয় নাই। আগ্রা হইতে তথায় শস্য প্রেরিত হওয়াতে আগ্রার শস্যের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

এদেশের লোকে এতদ্দিন ভাবিয়া আসিতেছেন, ধনী ব্যক্তিরা কাশীতে মন্দির যেমন এবং বিদেশীয়দিগের বাসার্থ ঘর নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। মহারাজ হোলকার সপ্রতি একটী বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ৫০০০০ টাকা দিতেছেন। ভারতবর্ষের যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ড দেখিতে যাইবেন তাঁহারা ঐ গৃহে বাস করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা মিয়লিখিত স্থানে প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হা মলটন উইলকন্স গডম, বি এ মিরাটে। শ্রীযুক্ত জেমস কাম্বারলেজ ব্রাকবরি বাঘর গড়ে। শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড হাউকাসল ব্রুকফিল্ড, এ, বর্দ্ধমানে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত স্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জেমস কেলসর মক্রাইল বশোহর।

শ্রীযুক্ত ফিলিপ্ সোলমন সিরাজগঞ্জ পাবনা।

শ্রীযুক্ত আলফ্রেড আর্থাইস ওয়েন ভাগলপুর মুঙ্গের।

২৬ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ভাগলপুর বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত বি এ প্রথম শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা। মুন্সি সিরাজ আলী প্রথম শ্রেণী সাঁওতাল পরগণা। মুন্সি ইসরাফ আলি হোসেন প্রথম শ্রেণী ভাগলপুর। বাবু মূল সিং প্রথম শ্রেণী মুঙ্গের। বাবু মধুরানাথ ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণী পুর্ণিয়া। ইহাকে ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রসডেহিং ও ইন্ডিজিনারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণী মুঙ্গের। ইহাকেও ১৮৭৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্ভে ও ইন্ডিজিনারিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। বাবু প্রতাপ নারায়ণ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণী ভাগলপুর পরীক্ষার্থ। বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মুন্সি সিরাজ উদ্দীন ও প্রতাপনারায়ণ সিংহ ১৮৭৫ সিয়াত কালী ইসরাফ আলির হোসেন ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কমলানাথ দাস পুর্ণিয়াতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৭ এ জুন। পুর্ণিয়া [illegible] জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত টমস মর্ডাণ্ট কৌজদারি আইনের ২২৪ ধারার মালিনী করতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিহুরিয়ার জন্য মুঙ্গের বিভাগের জন্য প্রাপ্ত প্রতিনিধি-জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জন আর্থ চারলস ডাকার সদর স্টেশনে বদলি হইয়াছেন।

ডাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ রায় বিহুরিয়ার জন্য মুঙ্গের বিভাগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইউরোপীয়সমাচার।

বাথের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার প্রস্তাব সোমবার বিবেচনার উপস্থিত হয়। শেষে কমন্স ভোটের দলের লোক ৫৫ ভি উইলসন পুনরায় মনোনীত হইয়াছেন।

ডার্বি রিফর্ম্মের তুলায় কারখানার এক সপ্তাহ পরে অনেক সহস্র কর্ম্মকরের প্রয়োজন হইবে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

এটলান্টিক সাগরে ছয়জন তার পাতা হইয়াছে।

রোমে ধর্ম্ম মহাসভার সভ্যবর্গ আসিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়া রাজ্ঞী ভিয়ানায় উপস্থিত হইয়াছেন।

এডিনবরা লোকেরা সন্ধিস্থাপী হওয়াতে ওলন্দাজেরা সন্ধির যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অযথেষ্ট নহে। অধিকে যে কর্ম্ম হয়, উহারা তাহার মূল্য ও অন্য অন্য ব্যয় দান করিবে, কিন্তু উহারা বিষয় বিশেষের অধিকারী হইবার প্রার্থনা করিয়াছে। পুনর্ব্বার বাদীয় থাকিবেন। এডিনবাসিদিগের পূর্ব্ব সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

২৮এ জুন অদ্য। রেলওয়েই বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইবেন সেরেটী ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

অগ্নি লাগিয়া কেম্বিলের বেহালা কল পুড়িয়াছে। ৫০০০০ ডলর মূল্যের কল বিনষ্ট হইয়াছে এই অনুমান করা হইয়াছে।

স্পেনের রাজমাতা এবারও স্থির হইয়াছে।

রোম্ নিবাসী মুসলমানেরা ৩ মাসে ২৫০ পৌণ্ড ইলর্ডাবলধির প্রাণ সংহার করিয়াছে।

২৯ এ জুন লণ্ডন। সেনাপতি কাফ্রেরের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে ১০ ই জুন নিজা অধিকৃত হইয়াছে। [illegible] পলায়ন করিয়াছেন।

[illegible] ডাকার চতুর্থ পার্ব্বতীয় [illegible] বন্দুক করিয়া দিয়াছে।

[illegible] মিকটবর্ত্তী [illegible] হত হইয়াছে।

[illegible] তথাপি [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] সংবাদ আসিয়াছে।

বিষের সহিত নির্শিয়ে খাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন। ঐ প্রদেশে ইজিপ্টের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। বিদ্রোহশান্তি ও দাসব্যবসায়ের নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। কয়লার মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি হইতেছে।

উইবোরোর মকদ্দমার শেষ হইয়া আসিতেছে।

বিস্তর ও বিনিসে গলাউঠা দেখা দিয়াছে।

মর্ণিংপোষ্ট বলেন রুশিয়া ইংলণ্ডকে পুনরায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যিবা যরাবর যহস্তে রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ মকদ্দমা।

সৈয়দ আবদুল কাদের খাঁ সম্যক এক পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক ছিলেন। ১৮৭১ সনের নবেম্বর মাসে কত্রচন্দ্র মৌলিক নামে এক ব্যক্তি উক্ত হেড ক্লার্কের নামে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জালকরার অভিযোগ উপস্থিত করেন। উক্ত মকদ্দমা পূর্ণিয়ার জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট উইল্‌স সাহেবের বিচারে তিসমিস হয়। পরে ফরিয়াদীর প্রার্থনামতে সেশন জজ আসামীকে সেশনে সোপর্দ্দ করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সনের অক্টোবর মাসে আসামী ধৃত হইয়া পূর্ণিয়ার তাৎকালিক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সেশনে প্রেরিত হন। গত ১৩ ই জানুয়ারি তারিখে একটিন সেশন জজ সৈয়দ আবদুল কাদেরকে কঠিন পরিশ্রমসহ ১০ বৎসরের মিয়াদ এবং ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা জরিমানা না দিলে আর ২ বৎসর মিয়াদের হুকুম দেন। এই মকদ্দমা সেশনেস বিচারাধীন থাকার সময়ে পূর্ণিয়ার একটিন কালেক্টর কাদের সাহেব সৈয়দ আবদুলের প্রতি পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর নানা বাবদের টাকা তছরূপ করার অভিযোগ করেন এবং ঐ সকল অভিযোগের অনুসন্ধানের ভার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের উপর দেন। ওয়েয়ার সাহেব ৩ টী চার্জ্জ করিয়া আসামীকে সেশনে সোপর্দ্দ করেন। সেশনে ঐ সকল চার্জ্জের বিচার হইয়া ১১ ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় সৈয়দ আবদুল কাদেরের ৭ বৎসর মিয়াদের হুকুম হয়। সেশন জজের এই উভয় আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবদুল কাদের হাইকোর্টে আপীল করেন। গত ২১ এ এপ্রেল তারিখে তাহার জামিনে খালাস হয়। ২৮ এ এপ্রেল কাবেল সাহেব আবদুল কাদেরকে জেলখানা হইতে আনয়ন করিয়া হাইকোর্টের জামিনে খালাস দেওয়ার আজ্ঞা শুনাইয়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ মুচলেকা দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করেন। ২ রা মে তারিখে আবদুল কাদের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট জামিন দিয়া খালাস হওয়ার প্রার্থনা করেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। ৫ ই মে আবদুল কাদেরের মোক্তার জুলফকর আলী জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্টের নকল এবং যে হুকুমমতে ঐ ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে তাহার নকলের প্রার্থনা করেন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল দিতে অস্বীকার করেন। পরে জুলফকর আলী জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নকল পাওয়ার যে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন, সেই দরখাস্তের হুকুমের নকল প্রার্থনায় আর এক দরখাস্ত করেন। ওয়েয়ার সাহেব তাহাও অগ্রাহ্য করেন। ৬ ই মে তারিখে আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেবের নিকট ঐ সকল নকল পাওয়ার নিমিত্ত আর এক দরখাস্ত করেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব জানিয়া কি জানিয়া ৭ ই তারিখে নকল দেন। এই সকল অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আবদুল কাদের ১২ ই মে হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্ত পাইয়া হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সমুদায় কার্য্য স্থগিত রাখিতে আদেশ করেন এবং মন্থী ও ওয়ারেণ্ট ইত্যাদি হাইকোর্টে প্রেরণ এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত তাহাকে জামীনে খালাস দেওয়ার আদেশ করেন। ১৪ ই মে তারিখে হাইকোর্টের এই আদেশ পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌঁছিলে তিনি আবদুল কাদেরকে জেল হইতে রিলিজ দেওয়াইয়া জামিন গ্রহণ সময়ে খালাস দেন। কিন্তু জামিননামায় এই সর্ত্ত লেখাইয়া লওয়া হয় যে, আবদুল কাদেরকে প্রত্যহ মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হাজির থাকিতে হইবে, এবং তিনি পূর্ণিয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। তদনুসারে পরদিন আবদুল কাদের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইলে উক্ত টাকের কতক টাকা অপহরণ করার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের কমতাসুসারে (১৮১৭ সনের ১৮ আইনের ৭ ধারামতে) তাঁহাকে সেরেস্তানী জেলে প্রেরণ করেন। আবদুল কাদের এ আজ্ঞার প্রতিকূলেও হাইকোর্টে আবেদন করেন। ১১ মে তারিখে হাইকোর্ট পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাফ লিখেন যে, আপনি আমাদের ১১ ই তারিখের আদেশমতে কার্য্য না করার কারণ প্রদর্শন করিবেন এবং আপনি যে আইনের আশ্রয় লইয়া দরখাস্তকারীকে সেরেস্তানী জেলে দিয়াছেন তাহা ১৮৭১ সনের ২৯ আইন দ্বারা রদ হইয়াছে। ১০ এ তারিখে এই আদেশ প্রাপ্তির পর কাবেল সাহেব আবদুল কাদেরের খালাসীর আদেশ দেন। আবার তৎপর দিবসই তিনি আং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার নামে ফৌজদারির ৪০১ ধারামতে অভিযোগ করেন। তদনুসারে ঐ দিবসই আবদুল কাদের ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন। এই হুকুমের বিরুদ্ধে ২৮ এ তারিখে হাইকোর্টে তিনি এই বলিয়া পুনরাবেদন করেন যে, আমাকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে পূর্ণিয়া ছাড়িয়া যাওয়ার সর্ত্ত না থাকে, পরন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনু-

রোধ করা হয় যে, উক্ত মকদ্দমার জন্য অন্য একজন বিচারক প্রেরণ করা হয়।

উপরে যে ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও পাঠকগণ অবশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন—ইলবর্ট আইনের আন্দোলনের সময় ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার প্রভৃতি করিয়াছেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছাচারিতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন, একজন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা, স্নেহ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে? আমরা এক প্রকার নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এতদ্দেশীয় কোন বিচারক এবম্প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাদি প্রদর্শন করিলে তিনি নিশ্চয়ই চিরকালের জন্য কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কাবেল না ওয়েয়ারসম্বন্ধে কি সেরূপ কিছু হইবে? তাঁহার অন্ত আবাস স্বীকার পূর্ব্বক এদেশের হিতার্থে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বরূপ বিদ্বেষ প্রদর্শন থাকুক, তাঁহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে না দেওয়াও মহত অকৃতজ্ঞতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—কাবেল ও ওয়েয়ার নিশ্চিন্তে অন্যায়রূপ কার্য্য করিলে শুদ্ধ ইউরোপীয়দিগের যদি যাবতীয় বিচারকগণই স্বীয় কামন বিধি ব্যবস্থা ও ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ গুলিকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পদ দলন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এদেশের কিরূপ অবস্থা হইতে পারে? এরূপ হইলে কি মহারাণী স্বীয় নব অনুগ্রহশীলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন? যাঁহাদিগের বর্ত্তমান সেণ্ট মর্ক গবর্ণর সাহেবের যেরূপ ভাব—বিশেষতঃ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের উপর তাঁহার যেরূপ সাতুরাগ দৃষ্টি তাহাতে প্রায় কেহই এরূপ আশা করেন না, যে, তাঁহার দ্বারা উপস্থিত ঘটনার কোন প্রতীকার হইতে পারিবে। অতএব আমাদিগের বীর প্রকৃতি উদার চেতা গবর্ণর জেনেরল লর্ড, বর্ণক্লক মহোদয় এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন, একান্ত প্রার্থনীয়। দুষ্টের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া শিষ্টের রক্ষা বিধান করা যেমন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম, তেমনি যাহাতে বিচারকগণকে বিদ্বেষ বিশেষে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানের বিচারকগণ যদি প্রোক্তরূপ যথেচ্ছাচারপরতন্ত্র, উদ্ধত প্রকৃতি, ক্রোধদ্বেষাদির বশীভূত এবং দুষ্টতা সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তাহার আর কল্যাণ প্রত্যাশা কি?

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। প্রায় আষাঢ় শেষ হইতে চলিল, এখনও কিছু মাত্র বারিবর্ষণ হইল না। আকাশের যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে শীঘ্র বৃষ্টি হয়, তাহার কোন লক্ষণই নাই। এবারে যে দুর্ভিক্ষ অনধিক্রম্য তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট ভক্টাস্ (রোজসেস) বসাইতে চলিলেন। এ সময়টী টাক্স স্থাপনের উপযোগী সময় বটে কি না, গবর্ণমেণ্টের এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা বিধেয়। ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহাই এ সময় হইতে অবলম্বিত হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। এ স্থলে আর এক কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের এটী মেফস্বল দেশ। বৃষ্টি পতন সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদিগকে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখিতেছি, আমাদের ছোট প্রভু (লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর) ভাবী পরিবর্ত্তন প্রিয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশ যে অনিশ্চয় ভাবে রহিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কি না, তাহা তিনি কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, মাঠের যত্রে যত্রে এক একটী কূপ ও দীর্ঘিকা গবর্ণমেণ্ট খনন করিয়া দিন। আমাদের এ যুক্তিটী কতদূর সারবত্ত সঙ্গত, তাহা আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্দোলন করেন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

২। সে দিন বরদাতী আষাঢ় বিয়া [illegible] হল পঞ্চপাল গিয়াছে। [illegible] দ্বারা মহকুমেণ্টের বীজ নষ্ট করিয়াছিল, তাহা একপক্ষে উৎসন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে, লোকে না করায় বলেন, [illegible] অনুগামী হয়"।

৩। সে দিন বড়োয়া আষাঢ় [illegible] কাতুর গ্রামের এক পটীতে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নগদ টাকা ও দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। আমি শুনিলাম, অনেকজন মহাজনেরা ধৃত হইয়াছে। বীরভূমকে আমরা এক বিষয়ে সৌভাগ্যবান দেখিতেছি। বীরভূমের সদর ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধানে (কিনারায়) বড় পটী। বীরভূমে আয়ই ডাকাইতি প্রভৃতি লোমহর্ষণকর ঘটনার সংঘটিত হয়। কিন্তু মিঞা সাহেবের তীক্ষ্ণ কৌশলে ও কার্য্য দক্ষতায় অপরাধীরেরা প্রায়ই অব্যাহতি পায় না। এরূপ উপযুক্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের সংখ্যা দেশে যত অধিক থাকে ততই মঙ্গল।

৪। রাইপুরের অধিবাসীদের অগ্নিদাহে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, তাহার পূরণ করিতে যে তাহারা অক্ষম, এ কথা আমরা সোমপ্রকাশে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশার সময় গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন দান করিলেন না। আমরা দান বিষয়ে বিখ্যাতনামা কয়েকজন মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন কেহই এ বিষয়ে দান করা যোগ্য বিবেচনা করিলেন না। আকর দেখিয়া যাঁহারা ঔষধ করেন, আমরা ত এরূপ লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থী হই নাই, তবে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পুনরায় তাঁহাদের পরিচয় লিখিতেছি, রাইপুরের অধিবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের যাহা কিছু ছিল, সমুদায় অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। [illegible] সমস্তই নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাইপুরে [illegible] ইহাদের [illegible] ইহাদের [illegible] কতা সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

দেশের উপকার জন্য দান করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার অপেক্ষা দানের উপযুক্ত স্থল কোথায় পাইবেন? আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, রাণী শরৎসুন্দরী ও রাণী শ্যামমোহিনী এখনও আমাদের প্রার্থনায় বধিরা হইয়া আছেন।

৫। বনয়ারী আবাদ রাজসংসারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশয় গত বর্ষের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনার পরীক্ষার প্রতিযোগিতা জন্য একটী রৌপ্য মেডেল করিয়া দেন, তাহা কলিকাতার স্কুলের একটী ছাত্র পাইয়াছেন। সে দিন দেওয়ান বাবু কাটোয়া বিভাগের ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর চাকরদের হস্তে ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই মেডেলটী সরস্বতীর বিষয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তির কোন রূপে দেশের হিতকর কার্য্যে প্রীতি হইলেই আমাদের লেখনী অতই তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হয়। রামলাল বাবু একজন বদান্য পুরুষ। তিনি মনে করিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন।

২৬ জুন
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। আপনি জগৎ বিখ্যাত (১) মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দোষার্পণ করেন নাই, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া "ছেলেচুরি কের" মত যদেশ বিদেশ হিতৈষী মহাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি অযথার্থরূপে দোষারোপ করিলেন। মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় আপনার অভিপ্রায়ের উপর যেরূপ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন শুদ্ধ প্রয়াগ দূত কেন আপনার মত দুই একজন লোক ভিন্ন কোন্ সহৃদয় না তাহার অনুমোদন করিবেন? রাজা রামমোহন রায়ের মত যদি ভারত ভূমি আর দুই একটী সন্তান প্রসব করিতেন তবে আমাদের দেশের আর এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এমন মহাত্মার উপর দোষারোপ করা আপনার মত লোকের উচিতই হইয়াছে। সে সব কথা এখন যাউক, তাল সম্পাদক মহাশয়। আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আপনি যে বলেন "অনেকে আপনার অভিপ্রেত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। বোধ হয় রামমোহন রায়ের ঐ দোষ ছিল।" রামমোহন রায় মহাশয় কোন বিষয়ের কোন অভিপ্রায় (২) প্রকাশ করেন নাই

(১) রাজা রামমোহন রায় জগৎ বিখ্যাত আমরা তাহার অপলাপ করি না। তিনি বড় লোক ছিলেন, ইহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাকি। কিন্তু বড় লোক হইলে তাঁহার কোন অংশে ভুল থাকে না, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। মনুষ্যের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত করা অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য সন্দেহ নাই।। স।

(২) আমরা লিখিয়া ছিলাম, রাজা গ্রন্থের অনেক স্থলে আপনার অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি যে বিশদ হয় নাই পত্রপ্রেরক কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মনে যোগ দিয়া ২।৩ বার পাঠ না করিলে যে লেখার অর্থ পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম না হয়, পত্রপ্রেরক কি সে লেখাকে বিশদ বলেন?। যে খানে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল আমরা তাহার কথা কহিতে ছি না, সেখানকার অস্পষ্টতাদোষ কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয় হয়। কিন্তু রাজা যে ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন, তাহাও বিশদ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

১। উদাহরণ "ইহার দৃষ্টান্তে জানিবেন যে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা সংহর্ত্তা পাতা ইত্যাদি বিশেষণ শুদ্ধে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন, অথবা সমাধি অবস্থাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মবাদী এমতরূপ সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" (ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, পংক্তি ১০) কোন্ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া ইহার অর্থ বোধে সমর্থ হয়? পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

২। উদাহরণ "তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ঐ লোকেও সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমার মানস ছিল না, তবে যে সকল ব্যক্তি আপনার সোমপ্রকাশ ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পাঠ করেন নাই, পণ্ডিত প্রবর রাজা রামমোহন রায়ের নিন্দা শুনিলে পাছে তাঁহাদের অকলঙ্ক হৃদয় কলঙ্কে পূর্ণ হয় কেবল এই মাত্র আশঙ্কায় লিখিলাম। প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমি যথা সাধ্য আপনার ভ্রম সংশোধনে যত্নশীল হইব।

৩০।৩।৭৩ } বশম্বদ
শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রপৌত্র।

গৃহস্থ তখন মুঠি ধরা পড়কর
সর্ব্বস্ব যদ্যপি লয় কি দুঃখ তাহার?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে, সমর সজ্জিত হয়ে
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায়,
হায় খর করে সব করিয়ে সমর।

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয় ভেদী কষ্ট পাইল রে আজ,
পোড়া কাল কালামুখ, ঘুচায়ে সুখের সুখ
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালাবাসি করে হায় হায়!

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ দণ্ড ভয় ভুলি চুরী করি লয়
জীবন তস্করসম, অবিচারি নিয়ম,
তাহার পুরস্কার না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টির নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচারকালে কহেন। ৯ মুদ্রক, পৃষ্ঠ ৮ পাক্তি ১৫।

৩। "এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, —কৃত এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না।" অনুষ্ঠান পৃষ্ঠা ১০ পাক্তি ২।

৪। "এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর যত্ন অবশ্য করেন, তবে কদাপি এ সকল কথা তে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের বিপরীত এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে এবং পরলোকে কৃতার্থ হই।"

হরিল হৃতম পাশি এ যজ্ঞ আগারে,
মাখিয়ে শোকের শেল যজ্ঞের হৃদয়ে।

কৌদিক আঁধার আজি মিথিলি নগরে,
মিথাপতি বিনে যেন মিথায় যেমন,
মিথার জ্বলন্ত বাতি নিবিলে না রহে ভাতি
যেরূপ গৃহের মাঝে, হায়রে তেমন,
অন্ধকারময় যেন এ যজ্ঞ ভবনে!

হে কমলা! ছাড়ি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালায়, গেলে চলি তবে চিরতরে,
কি হে তুমি কি দোষ পেলে বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে আর কি হে পাব দরশন?
আর কি দুখার দারে বসাইবে তুমি?

কবিতা কাননে তুমি করি পদার্পণ
তুষিতে প্রপুল্ল মুখ, সুখী হতো সবে
তোমারে নিরখি, আহা আর কি সতিবে তারা
যজ্ঞবাসী? হায় আর সে দিন কি হবে?
সে পথে দিয়েছে কাঁটা বিকট শমন।

রত্নগর্ভা পুণ্যবতী ভারত জননী
হায় আজি কুভাগ্যের কুলক্ষণ বলে
তোমা হেন প্রিয়পুত্রে হারাইয়ে কর্মফলে
মৌনব্রতী হয়ে ভাসে নয়নের জলে,
কবিনী বিলাপে যেন হারাইয়ে মণি।

মধুমাখা মধুবোধ মধুর বচনে
মধুধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বঙ্গের বন্ধু হে মধু কবিতা মধু
ঢালিলে তেমতি এই বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা আমাদের পাশিবে শ্রবণে?

আর কি তোমার মত হে মধুসূদন।
হবে কবি কুল বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার তার বাজাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাইবে?
সে আশে হতাশ হায় করিল শয়ন!

এ যজ্ঞ ভূমিতে তাই কবিতা কাননে,
কোকিল আছিলে তুমি কাব্য কুহু রবে
তাই আনন্দ কি গীত জনে ভুলাইলে,
আমার সে দিন কবে আর কি সো হবে?
এ ভৌমত্ব [illegible]

হে কাল! কালের চক্রে কি কাজ করিলি
কি হেতু করিলি হায়, এ কাজ মনে?

বিদ ভোর, বিদ ভোরে উদয়ে কেমনকোরে
তাজিলি বিদয় আঁয়ে চিরাদে মদনে।
কেমনে কবির দেহ এ কয়ে রাখিলি!

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন।
তথাপি কবির কীর্ত্তি যে কীর্ত্তির বলে,
যাবত ভূমি এ ভারত না পাশিবি কোনমতে
হরিতে নির্দ্দয় তুই হলে বলে কলে।
কীর্ত্তিই রমণী মাঝে অক্ষয় জীবন।

পাবনা বাটী } বিদ্যাভূষণস্য
১১ এ আষাঢ় } শ্রীরাজ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৭ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহনার	৩	০
তথা হইতে অগ্নিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে	৭	৬
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৬	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৬১ মাইলের মধ্যে	৮	৩

সন ১৮৭৩ সালের ৩০ ইজুন বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৭	২

বহরমপুর ৩০ এ জুন ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটিং কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া সোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

যাহারা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল
মুনুহারফুল ৫।০
" " রাধাগোবিন্দ রায়—বিনাজপুর ১০
" " ব্রজনাথ রায়—ইমামগঞ্জ ৪।০
" " হারাধন বসু—কাঁথি ১০
" " রামকানাথ ঘোষ—গোবিন্দগঞ্জ ১০
" " শ্রীনাথক চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ি ১৭০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্তবিষয়ক বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে যাহার অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চিঠি, হুণ্ডি, মনি অর্ডার ইহার অন্যথা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেমনটিকে প্রেরণ না করুন ঠিকটি প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কার্য্যত বন্ধ করা যাইবে।

লোপাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে গ্রাহকেরা শীঘ্র পাইবে।

যাঁহারা মাসুলে না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন মাস প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক মূল্য বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৫ সংখ্যা।

" যবক্ষনা প্রক্তানিদ্ধিনায় পার্থিব সরস্বতী অতিসৃষ্টনী ন ধীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮০। ৩১ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২৲ বার টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

স্কুল ও পাঠশালার ব্যবহারার্থ মৌখিক অঙ্ক ১ ম ও ২ য় ভাগ। মূল্য। ৵৹ ও ।/৹ আনা। টাকা রাজার দেউড়ীতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবিদাস বাবুর ভবনে রাজসাহী সভার সাংবৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠ এবং আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় কারমের লিখিত প্রজার আপত্তি খণ্ডন করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের ভূম্যধিকারীর অংশ সভার বাটীর দেয় ছাড়াই তাহার নিকট সহজের এবং চৌকিদার নফর অনুসারে এক শ্রেণি দারিদ্র হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খানি প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রকাশ।

৬। যোয়াড়িয়া হাই স্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই সোসাইটি প্রায় সমস্ত সভ্যাস্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

যোয়াড়িয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয়
২৪ এ জুন। ১৮৭৩
শ্রীরাজকুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে সঙ্কলিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

—:—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ	৵৹
ঐ মধ্যম কাগজ	/৹
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ	।৹
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ। উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত	১।৹
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড	।৹
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ) শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালানুবাদ সমেত	২
ভক্তাবলী (বৈষ্ণবিক দর্শন)	২।৹

ইংলিসম্যান সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ৯ পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেকি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ৬ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ৯৲
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ১৲

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ৯ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৷৷

—•—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাড়ি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস কুষ্টিয়া রোড ষ্টেসন
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—•—

নয়শো রূপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীব্রজনাথ রায়।

—•—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
জ্ঞৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কলেবর ৮ পোষি কর্ম্মার ৩০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷৷০ আনা। ইহার বাঙ্গালাই অভি সোজা এবং ছাপা ৮ টুকরীর এবকর্ণার মিষ্ট এবং কলিকাতা লালবাজার বিশ্বহ-ষ্টোরে শ্রীযুক্ত বাবু ওরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। খ্রীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, সূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷০। এতদ্ভিন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৵০
৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটাদি) ৷৵০
৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০
প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—•—

মুর্শীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আমরা তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন এলবন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৯ কলিকাতা
৭৮ হেরিটেজ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যন্ত্র ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

ধাতুশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাক্টীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আমার নিকট হইতে গ্রাহকানুরূপ মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হয় তাঁহারা শীঘ্র টাকা পাঠাইয়া দিলে [illegible]

ডাক্তার

শরের কৃত মার্চচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার ঔষধ ভাণ্ডার কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

প্রজার সহিত জমীদারদিগের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার উভয়েরই একটী মহান উপদেশ লাভ হইল। উঁহাদিগের মেধা যদি মন্দ হয়, এ উপদেশ মনে থাকিবে না। বঙ্গদেশের চাসাদিগকে মার ধর গালি দাও ও অন্য প্রকার পীড়ন কর, তাহারা গোরুর মত সমুদয় সহ্য করে, কোন প্রকার শব্দ বাচ্য করে না। কেবল কর বৃদ্ধি তাহাদিগের সহ্য হয় না। সেই সময়েই তাহারা অস্থির হয়, দড়ি ছিঁড়িবার চেষ্টা করে। আমরা আমাদিগের গ্রামে অনতিদূরেই দেখিতে পাই, কোন কোন জমীদার প্রজার নিকটে অল্প কর লন বলিয়া তাঁহারা চাঁদা মাথট প্রভৃতি নানা বাব করিয়া টাকা লইলেও প্রজা অম্লানবদনে তাহা দেয়। তাহাদিগের মনের প্রবোধ এই খাজনা অল্প। পক্ষান্তরে, আমরা কৃষকদিগের নিকটে এরূপ প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি, যদি তাহারা খাজনা কিছু অধিক দাও, কোন প্রকার বাব দিতে হইবে না। তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে। তাহারা বলে যে বর্ষে বর্ষে ছুকিপাকে শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, খাজনা অধিক হইলে তাহারা তাহা দিতে পারে না। বাকি পড়িয়া যায়। জমীদার সুবুদ্ধি সুধে থাকেন। যে বারে শস্য হয়, জমীদার সমুদয় আদায় করিয়া লন। তাহাতে তাহারা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু জমীর খাজনা অল্প হইলে তাহাদিগের এত দুর্দ্দশা হয় না।

প্রজার সহিত জমীদারদিগের সতত সংসর্গ হইতেছে, উঁহারা প্রজার ভাব গতি দেখিতেছেন, ও মনের ভাব জানিতেছেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়া তাহা দিগকে বিরক্ত করিয়া তুলেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। তাহারা নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াই বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সহজে বিদ্রোহী হয় না। বাঙ্গলা দেশে করবৃদ্ধি মূলক বিদ্রোহ ঘটনা কেবল পাবনাতেই নূতন হইয়াছে তাহা নয়। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে জিলা রঙ্গপুরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তখন রিচার্ড গুডলাড রঙ্গপুরের কালেক্টর, ঐ বিদ্রোহ বহু অল্পে নির্ব্বাণ হয় নাই। কয়েকজন প্রজা হত হইয়াছিল। কালেক্টর গুডলাড লেপ্টনেণ্ট এ মাকডোনালডের উপরে বিদ্রোহ নিবারণের ভার দেন। তিনি কালেক্টরকে যে পত্র লিখেন, তাহা এই:—

"আমি গত কল্য আপনাকে যে সরকারি পত্র লিখি তাহাতে কহিয়াছিলাম, শরাবতীর উত্তরাংশে কতকগুলি বিদ্রোহী সমবেত হইয়াছে শুনিয়া আমি একদল লোক সজ্জিত করিয়া লই। ঐ দল রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে যাত্রা করে। একজন জমাদার উহাদিগের অধিনায়ক হইয়া যায়। সুজা মহম্মদ টোকা ও তাহার বরকন্দাজ সকল ঐ সঙ্গে ছিল। এখানে যত অশ্বারোহী পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। প্রত্যূষ সময়ে বিদ্রোহিদলের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগের হস্তে ভীম ধনুক বল্লম বড়শা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। আমি সিপাহিদিগকে এক এক খান সাদা কাপড় গায়ে দিয়া ছদ্মবেশে যাইবার পরামর্শ দি। তাহারা বিদ্রোহীদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বরকন্দাজ বোধ করিয়া উহাদিগকে নিকটে যাইতে দিল। তাহারা বরকন্দাজদিগের ভয় করে না। সিপাহিরা নিকটবর্ত্তী হইয়া সাদা কাপড় ফেলিয়া দিল এবং বিদ্রোহিদিগকে গুলি ও বেয়নেটের আঘাত করিল। ওদিকে অশ্বারোহীরা তরবারি প্রহার আরম্ভ করিল। অনেকগুলি লোক হতাহত হইল। জমাদার গণনা করিয়া দেখিল ৬০ জনেরও অধিক হত হইয়াছে। ৫৬ জন বন্দী হইল। পথে আসিবার সময়ে বন্দীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। যে সমস্ত ব্যক্তি হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদ্রোহিদিগের কয়জন অধিনায়ক আছে, আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই উহার অধিকাংশ বেহারের লোক। বন্দীকৃত দলের অধিকাংশ পাতগাঁ রায়ত।"

প্রজারা গুডলাড সাহেবের নিকটে যে আবেদন করে, এস্থলে তাহাও অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল। উহা পাঠ করিলে বিদ্রোহের কারণটী পাঠকগণের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহা এই:—

আমরা কাজিরহাট কতেপুর বাকি নীয়া ও টেপার মালগুজারি রায়ত। বার্ষিক কর এক আনা ও রহিবিলা আধ আনা নির্দ্ধারণ হওয়াতে আমরা উৎসন্ন হইয়াছি। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল, এই খাজনা দিতে সমুদায় গিয়াছে। আমাদিগের জীবনমাত্র আছে। দুই বৎসরে পাঁচ আনা রহিবিলা আমাদিগের নিকটে লওয়া হইয়াছে এবং নারায়ণী টাকা রহিত করাতে ফরাসী আরকট টাকায় তিন আনা বাটা লাগিয়াছে। কয়াম বাবু জমীদার ও রায়তের নিকটে টাকা আদায়ের ত্রুটি করেন নাই, তথাপি তিনি ঐ দুই উপায়ে অঙ্গীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি কারারুদ্ধ আছেন।

আমরা গোরু বাছুর ও স্ত্রী লোকের গমনা ও সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি। এ বৎসর জমার উপরে দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যে সমস্ত তহশিলদার মফস্বলে প্রেরিত হয়, তাহারা আসিয়া আমাদিগকে যারপর নাই কোড়া মারে ও নানা প্রকার কষ্ট দেয়। আমাদিগের দাড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে তথাপি মালগুজারি টাকা কেহ তমাক হইতে হয়। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত উহা প্রস্তুত হইবে না। তন্নিমিত্ত আমরা কেবল আমাদিগের প্রাণ লইয়া এই ময়দানে বাস করিতেছি। আপনি ঐ সময়ে লালা মাণিকচাঁদ ও নাজির গোবিন্দ সহিত একজন পেয়দা ও তাসিবিদার পাঠাইয়া দেন। আমরা অনুমান করিলাম, তাহারা আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা পলায়ন করিলাম। আমরা শুনিলাম গৌরমোহন চৌধুরী ডিমলায় আছেন। আমাদিগের এই পরামর্শ স্থির হইল, চল আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি যাহাতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সে চেষ্টা পাই। আর তাঁহার নিকটে এই অনুসন্ধান লই, ঐ সকল ব্যক্তি কেন আমাদিগের নিকটে আসিয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে আমরা ডিমলায় গেলাম। ঐ চৌধুরী ২৫০ সিপাহী ও বরকন্দাজ ও তিন জন অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদিগের এক দল প্রথমে অগ্রসর হইল, তাহার পর আর এক দল গেল যাহারা রঙ্গপুরে গিয়াছিল, তাহাদিগের উপরে গুলি করা হইল। চারি জন হত ও পাঁচ জন আহত হইল। ইহাতে মহাত্ কলরব উত্থিত হইল যে কাহার মারে জানা গেল না। তাহার পরে শুনিলাম চৌধুরী হত হইয়াছেন। আমরা ডিমলা হইতে কালাপানিতে অগ্রসর হইলাম। ঐ স্থলে লালামাণিকচাঁদ ও নাজির গোমানি আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন।

আমরা রাইয়ত আপনি দেশের প্রধান। যদি দুইবৎসরের মালিবিদা মোহাই দেওয়া হয়, নায়ারণী টাকা পুনরায় চলিত করা হয়, এবং আগামী দুইমাস কর সংগ্রহ বন্ধ করা হয়, আমরা হৃষ্টচিত্তে আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করি। আপনি আমাদিগের দেশের মস্তক স্বরূপ। আমাদিগের যাইবার অনেক স্থান আছে। আপনি প্রধান আমরা রাইয়ত। অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি সুবিচারের আজ্ঞাদান করেন (১)।"

ভূমির করবৃদ্ধি ঘটিত অত্যাচারই যে বাঙ্গলাদেশে প্রজাবিদ্রোহের মূল, উল্লিখিত পত্রপাঠে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় রহিতেছে না। জমীদারেরা তাহা জানিয়াও যে বিমুখবৎ ব্যবহার করেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অথবা আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের এমন উদার বুদ্ধিমান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টই যখন সম্মুখে এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণ থাকিতে সাবধান হইতে পারিতেছেন না, তখন জমীদারেরা সাবধান হইবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যে হারে কর করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারান্তরে ভূমির করবৃদ্ধি করা হইতেছে না? কৃষকদিগকেই কি সে ভার বহন করিতে হইবে না? জমীদারেরা কি আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ হইতে উহা দান করিবেন? গবর্ণমেণ্টের এখানে কোন আগন্তুক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যেমন এখানকার প্রজার নিকট হইতেই তাহার সঙ্কলন করেন, জমীদারেরাও তেমনি আপনাদিগের স্বত্বে কোন নূতন ব্যয় দান তার পতিত হইলে প্রজার স্কন্ধে তাহা নিক্ষেপ করেন।

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মহিষটী ক আনে উই ই, জি, মেজিয়র সাহেবের সমক্ষে এই পত্রের হিন্দোর্ট।

এখন আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, গবর্ণমেণ্ট ও জমীদারের উপরে খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার বিরক্তিকর ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া কি সময়ে সময়ে প্রজাগণকে এইরূপ বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিবেন? ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে বঙ্গদেশের প্রজারা যে বিরক্ত হয় তাহার সবিশেষ কারণ আছে। ধান্যই এদেশের জীবন সর্ব্বস্ব। ধান্যের ভূমিতে করবৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগের পক্ষে সেই ধান্য দুর্ম্মূল্য হইলে সুতরাং তাহাদিগের যার পর নাই মনস্তাপ হয়। এদেশের কৃষকদিগের ধান্য ভিন্ন যদি অন্য জীবনোপায় থাকিত, ভূমির কর বৃদ্ধিতে তাহারা কখন বিরক্ত হইত না। ইংলণ্ডে যে মজুরী লইয়া সময়ে সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়, জীবিকার ব্যাঘাত শঙ্কা কি তাহার কারণ নয়?

সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট ভূমির উপর নূতন কর নির্দ্ধারণ, সময়ে সময়ে জমীদারের কর বৃদ্ধির চেষ্টা, আর মধ্যে মধ্যে প্রজার বিদ্রোহে প্রবৃত্তি, এ অবস্থা মঙ্গলের নয়। ইহার সমূলন একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাকে বিরক্ত করা হয়। তাঁহাদিগের আগন্তুক ব্যয় নির্ব্বাহের সমস্ত দায় আছে। তাঁহারা ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসে প্রজার বিরাগ পরিহার করিতে পারেন, কেবল কোন কোন হাল পুরুষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ভূমির কর বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। সদাশয় সচিবেরই প্রধান পুরুষের অধিপতি কালে এরূপ করের আবির্ভাব সম্ভাবনা থাকে না। লর্ড নর্থব্রুক হইতে তাহার এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে। [illegible]

রাস্তার অতিশয় প্রয়োজন, সেখানে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার কেরিফও আছে। তবে সে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী হয় নাই, সেখানকার লোকে রাস্তার নিমিত্ত কাতর নহে। সেই সেই স্থানে আপাততঃ রাস্তা না হওয়া ও বিশেষ অসুবিধা ও অনিষ্টও নাই। ঐ সকল স্থানের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হউক ক্রমে রাস্তা হইতে থাকুক। তত্রত্য লোকেরা রাস্তার প্রার্থী নহে। তাহাদিগকে রাস্তা বানাইয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদিগকে বিব্রতে প্রবর্ত্তিত করা কেন?

গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধি করিবার যেমন অন্য উপায় আছে, জমীদারের তেমন অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র ভূমিই ভরসা। তাঁহারা যদি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কর বৃদ্ধি করিতে যান, গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশী বলিয়া এখনই দণ্ডনীয় হইবেন। ভূমির কর বৃদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অন্তরোধ করিতে না পারিলে তাঁহারা যে ক্ষান্ত হইবেন, সে আশা নাই। অতএব সেই অন্ত রোধের উপায় অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই জমীদারের অন্ত রোধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে জমীদারের ইচ্ছা মত কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে বিরক্ত করিবার পথ রুদ্ধ হইবে। প্রজারা অন্যায় বলবন্ত হইয়া যদি জমীদারের ন্যায্য কর না দেয়, তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ একটী বিশেষ আইন করিলেই সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। প্রজার ব্যয় ও তাহার লাভ এবং জমীদারের ও গবর্ণমেণ্টের লাভ বিবেচনা করিয়া যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, সকল দিক রক্ষা হয় সন্দেহ নাই। কাহারই অসন্তোষের কারণ থাকে না।

—:০:—

প্রধানতম বিচারালয় ও নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের কার্য্যের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটী প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। পাঠক গণ সে দিনের সোমপ্রকাশে দেখিয়াছেন, যেরূপ মুন্সেফদিগের কার্য্য দর্শন ও তাঁহাদিগের দোষ দর্শন করিলে তাহার সংশোধন করিতে হইবে, প্রধানতম আদালত জিলার জজদিগের প্রতি তাহার উপদেশ দেন। সম্প্রতি কাশীর মুন্সেফ ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরিস্তার বিশৃঙ্খলা আলস্য ও অর্থ প্রত্যর্থি সাক্ষির কষ্টদান প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া নিম্ন পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বলেন, তাঁহার আলস্য দোষ বিশৃঙ্খলাদির কারণ নয়। কাজের অধিক ভিড় হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে। তিনি বরাবর পরিশ্রম পূর্ব্বক সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম আদালত এই অনুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। ক্ষেত্র বাবু যে কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে তাঁহার বিবেচনার এই ত্রুটি হইয়াছে, তিনি অগ্রে কাজের ভিড় হইয়াছে, একথা উপরে জানান নাই।

যাহা হউক, তিনি বরাবর ভালরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছেন যখন প্রমাণ হইল, তখন তাঁহার প্রতি উপরি লিখিত দণ্ড বিধান গুরুতর হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহাকে সতিরস্কার বাক্যে এবার সাবধান করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে প্রধানতম বিচারালয়ের সমধিক ঔদার্য্য প্রকাশ হইত। আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শাসন সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের বিষয়ে প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার এই মত দর্শন করিয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি এক বিষয়ে সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই মত অন্য অন্য বিচারপতিগণের সাবধানতা শিক্ষাদান বিষয়ে আচার্য্যতা করিবে। রাজার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকুক, উপরের তত্ত্বাবধান না থাকিলে আপনা হইতেই কার্য্যে শৈথিল্য হইয়া আইসে। কর্ম্মচারির শৈথিল্য হইল, কিন্তু অন্যকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। অর্থ প্রত্যর্থি সাক্ষি প্রভৃতির কষ্ট উহার প্রধান ফল। যাঁহারা মকদ্দমা করেন, তাঁহারা প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, আজি আমাদিগকে সাক্ষী ফিরিয়া আনিতে হই, এত বার হইয়া গেল। যাঁহারা ন্যায্য মকদ্দমা করিতে যান, এইরূপ বারম্বার ব্যয় করিয়া সাক্ষিসহ যাতায়াত করিতে হইলে তাঁহাদিগের মনে যে কিরূপ কষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টের আদালত ও আইনের প্রতি তাঁহাদিগের যে কিরূপ অশ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহার পর দুঃখে দুঃখ বোধ নাই তাঁহার তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। এই কষ্ট হয় বলিয়া ভদ্রলোকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে চান না, আমরা দেখিয়াছি, অনেক বিচারপতি বেলা কাটাইয়া বিচার করিতে বসেন, বাঁচ আসিতে হয়। লোককে এরূপ কষ্ট দেওয়া যায় পর নাই অন্যায়। উপরি পদস্থ কর্ম্মচারিদিগের যদি তত্ত্বাবধান থাকে, কখন এরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু যাঁহারা অন্যকে সাবধান করিবেন, তাঁহারা নিজে সাবধান নহেন, নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ যদি বেলা একটার

সময়ে বিচারাসন গ্রহণ করেন, উপরের কর্ত্তারা দুইটা না বাজিলে বিচারালয়ে পদার্পণ করেন না। লঙ্কা দাহের সময়ে হনুমানের মুখ পুড়িয়া গেল, কিরূপে অপর বানরগণের নিকটে মুখ দেখাইব, তাহার এই লজ্জা উপস্থিত হইল। সে কাতর হইয়া সীতা দেবীর নিকটে গিয়া আত্মদুঃখ নিবেদন করিল। সীতা কহিলেন, বৎস! তুমি দেশে গিয়া দেখিবে সকলেরই মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। সকলের যদি এক দশা হয়, কে কাহাকে কি বলে। উপরি পদস্থেরা যদি স্বয়ং অসিদ্ধ হন, অপরকে কিরূপে সিদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্বাস জন্মিতেছে, সে দিন লেপ্টনন্ট গবর্ণর বিচারপতিদিগের বিচারালয়ে উপস্থিত হওন নিয়ম করিয়াছেন, আবার প্রধানতম বিচারালয় কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, এবার অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষিগণের কষ্ট দূর হইতে পারে। বোধ হয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরকেও উপস্থিতি কাল লইয়া দুই এক জনের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "মহজে কেহ রাম নাম লয় না।" ভগবান মনু লিখিয়াছেন "সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।"

দলপতিদিগের নিকটে একটী প্রস্তাব।

আসমর নগরের ব্রাহ্মণেরা একজন সুরাপায়ীকে আপনাদিগের সমাজচ্যুত করিয়াছেন, এই সংবাদটীই আমাদিগের ঐ প্রস্তাবের মূল। দলপতিদিগের বিবেচনার দোষেই বাঙ্গালা দেশের দলাদলি অধমা বলিয়া দূষিত হইয়াছে। কিন্তু দলাদলি যে উদ্দেশে সৃষ্ট হয়, তাহা মন্দ নহে। পাপ ক্রিয়ার নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমাদিগের দলপতিরা যেরূপ কার্য্য করেন, তাহাতে পাপের দমন না হইয়া প্রত্যুত তাহার বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের প্রস্তাব এই, তাঁহারা এখন অবধি একটী নূতন প্রকার দলাদলিতে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যক্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুরাপান পরদারগমন পরের বিষয়াপহরণ পরপীড়ন প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে তাঁহারা সমাজচ্যুত করিবেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে এই উদ্দেশে এক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইবে, সেই সেই সভার সভ্যগণ প্রথমে তাহাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিবেন এবং তদ্বৎ দুষ্ক্রিয়া হইতে দুষ্ক্রিয়াকারীর নিজের সমাজের ও পরলোকের যে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতে যদি নিবৃত্তি না হয়, শেষে সভ্যগণ তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে কেবল যে পাপিদিগেরই ক্রমে পাপ কার্য্যে বৈমুখ্য হইবে এরূপ নয়, যাঁহারা পাপের নিবারণ চেষ্টা পাইবেন, তাঁহাদিগের পাপের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। যে দেশের লোকের ঐ সকল পাপের প্রতি অবজ্ঞা নাই, সে দেশ কখন অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, যে দেশের লোকের যত দিন ঐ সকল কুকর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল, তত দিন তাহারা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আবার যে সময়ে তাহাদিগের পাপের প্রতি বিদ্বেষ ক্ষীণবল হইতে আরম্ভ হইল, সেই অবধি তাহাদিগের অধঃপাতে যাইবার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে উহার উদাহরণ স্থল। বাঙ্গালিদিগের [illegible]

মূণা নাই বলিয়া ইহাঁরা [illegible] নিকট হতাদর হইয়া আছেন। যাঁহারা যথার্থ ভদ্র, তাঁহারাও পাপীদিগের সঙ্গে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। লর্ড মর্ডাণ্ট ওয়েলস যখন অবলেহাবলেহে যাবতীয় বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দেন, তখন ভদ্র বাঙ্গালিরা লজ্জা করিয়া কোপ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের ন্যায়ানুগত ক্রোধ প্রকাশ অনুচিত হয় নাই সন্দেহ, কিন্তু উত্তরকালে এ গালির ভাজন হইতে না হয়, কে সে চেষ্টা করিয়াছেন? যদি সকলেই মিথ্যাবাদিকে ঘৃণা ও তাহাদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি আজি বঙ্গদেশে মিথ্যাবাদির এত প্রাদুর্ভাব থাকিত। এদেশীয়েরা কথায় কথায় মকদ্দমা করেন বলিয়া এদেশের একটী বিষম দুর্নাম হইয়াছে। মকদ্দমা এখানে যত হয়, অন্য কোন দেশে এত হয় না, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই মকদ্দমাবিষয়ে অনেকে উৎসন্ন হইয়াছেন। এ মকদ্দমার কারণ কি যদি অনুসন্ধান করা যায়, মিথ্যার প্রাদুর্ভাবই সেই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ লোকে বলেন, পাপের প্রশ্রয়ই দুঃখের অধঃপাতের কারণ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চতুরতা।

১। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চতুরতা অতি অদ্ভুত। ইহার মূল এক প্রকার ইহার অবয়ব অন্যপ্রকার। ইহা যে মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে থাকিলে স্বাধীনতা সুখভোগে নির্দ্ধিষ্ট হয়, কিন্তু ইহার সম্পর্কে আসিয়া স্বাধীনতা [illegible]

ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্ট। লোকে জানে তাঁহারা আইনের অ জ্ঞাবহ, কিন্তু কাজে তাই নই তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ। মফস্বলে ভূরি ভূরি এমাণ পাওয়া যায়। মফস্বলের হাকিমেরা যাহা মনে করেন, তাহাই করেন। তাঁহাদিগের কেহ নিয়ন্তা আছেন এরূপ বোধ হয় না। ইচ্ছা করিলেন কাহাকে কয়েদ করিবেন, বিচারের মিছামিছি একটী আড়ম্বর করিয়া তাহাকে কয়েদ করিলেন। যাঁহ কোন অধীনস্থ কর্ম্মচারিকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ক'রলেন। তাহার পর তিনি আপীল করুন, আর আপনার নির্দ্দোষিতা এমাণ করুন, সমুদায় ভাসিয়া গেল।

৩। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা ত নিজে এই রূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কিন্তু যদি এদেশীয় কর্ম্মচারিরা উহাঁদিগের শতাংশের এক অংশ স্বেচ্ছাচার করেন উঁহাদিগের নিস্তার থাকে না। উঁহাদিগের কেবল পদচ্যুতি দণ্ড নয়, সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে কারাদণ্ডও ঘটিয়া থাকে।

৪। মুখে এই কথা বলা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এই ঘোষণাও আছেযে, জাতি ও ধর্ম্মভেদ না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় রাজকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়ের প্রতি পক্ষপাত পদে পদে লক্ষিত হয়। সাতকর উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়ের। প্রসাদী যাহা কিছু এদেশীয়েরা পান। বিচার ইউরোপীয়ের একরূপ, এদেশীয়ের অন্যরূপ। অধিক কথা কি, অন্য আদালতের কথা থাকুক, এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় ছোট আদালতে বিচারার্থী হইয়া গেলে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা হয়।

৫। প্রতিজ্ঞা আছে, এদেশের ধর্ম্ম আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু রাজপুরুষেরা আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধে তাহাতে হস্তক্ষেপে বিমুখ হন না। ও বিষয়ে এমনি লোভ জন্মিয়াছে যে ইউরোপীয় বিচারপতিরাও এদেশের শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

৬। কর নির্দ্ধারণের ত কথা নাই। সকলের মতামত জানিবার অবসর হয় না। যেমন হাতকাঠে কেলা, অমনি ফোপ।

অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীগত এইরূপ আরো অনেকগুলি দোষ দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা উদাহরণ সহিত সেগুলির উল্লেখ করিতাম, আজি অবসর নাই বলিয়া বিরত হইলাম।

বিবিধ সংবাদ।

২৪ আষাঢ় সোমবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "মেদিনীপুরে বিলাত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে। ৩০ এ জুন পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্রে পারদ ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১ লা জুলাই হইতে অল্প অল্প বারি বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে। এবার সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অধিক।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশানুসারে বর্ত্তমান মাসের ২২এ জুলাই কলিকাতা হইতে ইষ্টিমার যোগে মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর সদর ঘাটে আসিবে। শুনিলাম ১০ ঘণ্টার মধ্যে ইষ্টিমার মেদিনীপুরে পৌঁছিবে। যদি উল্লিখিত আদেশানুযায়ী কার্য্য হয় তবে মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়"।

আমাদিগের কাবেল সাহেব কেবল রাজনীতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত নহেন, এদেশের সামাজিক দোষের সংশোধন বিষয়েও অনুরাগী। রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় এখন থাকুক, যাহাতে ধর্ম্ম সম্পর্ক নাই, অথচ যাহা হইতে এদেশের বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে এরূপ কতকগুলি কুসংস্কার আছে। কাবেল সাহেব সেগুলির উন্মূলনের উপায় উদ্ভাবন করুন তাহা হইলে এদেশ তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞতা গুণে বদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেগুলি এই, বাটী চাঁদা মদচালা ভূতহাঁড়াস ডাইন খাড়ান ইত্যাদি। ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক এই কুসংস্কার মূলক যে একটী অত্যাচার সংবাদ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পড়িয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ওকচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি রামমণি দাসের নিকটে কিছু টাকা পাইত। ঐ ব্যক্তি ঐ কর্জ্জা টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রামমণি দাসের বাটীতে যায়। ঐ সময়ে এক ব্যক্তির এক গাঁহিহার দ্বারাইয়া ব'সে। রামমণি ওকচরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে কৌশল ক্রমে হার খানীর মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিল ওকচরণই হার হরণ করিয়াছে। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বাটী চালা আনা হইল। বাটীচালা ও মদ চালা প্রভৃতি প্রক্রিয়াপূর্ণ কাণ্ড। যাহারা মদ ও বাটী ধরে, তাহাদিগকে মন্ত্রে শিখাইয়া দেওয়া হয়, যে ব্যক্তির উপরে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহারা বাটী ও মদ সেই ব্যক্তির নিকটে লইয়া যায়। বাটী ওকচরণের গায়ে গিয়া লাগিল। সকলে উহাকেই চোর স্থির করিয়া স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বক্ষস্থলে কীল দিয়া ডলিতে আরম্ভ করিল। তথাপি ওকচরণ বলিতে লাগিল সে হার লয় নাই, শেষে তাহার মুখের মধ্যে খেজুর কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া হইল!! ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ বিষয়ের নালিশ হইয়াছে।

আমরা ৪ ঠা জুলাইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখানির বয়ঃক্রম ছয়বৎসর হইল। সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে উন্নতি হয়, কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদে আমরা ইহার বিপরীত দেখিলাম। প্রথম প্রথম উহার লেখাটী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতি অনুসারেই হইতেছিল, কিন্তু এখন উহার আর এক ধরণ হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

যাহারা তাঁহার খৃষ্টধর্ম স্পর্শ হইলেই কি উহা ঘোর অঁাসিদ হইয়া যায় ?

খৃষ্টধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তি পাদরী লইয়া অথবা রেজিষ্টর করিয়া বিবাহ না করিয়া অমুচীয় পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক ঐ বিবাহকে নিন্দা করিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কোপ করেন কেন ? হিন্দুরা গান্ধর্ব বিবাহকে আপনাদিগের সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। উহা খৃষ্টধর্মকে আশ্রিত প্রতিপালক জানিয়া উহার

ঐ দিন ৪র্থ অতিরিক্ত জজ সাহেবের আসন কর্মচারিদিগের উন্নতি প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করেন, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছেন এত খোল সেই কেঁকেলে মীলুরাম প্রসাদের কথির লড়াই। অদ্যকি যিনি অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট আছেন কালি তিনি জজ হইয়া যান। এ পদ না হইয়া বিচারকের একটী শ্রেণী ধার্য্য করিলেই ভাল হয়। সমান যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে যেরূপ নৈপুণ্য লাভ হয় একবার এ ক্লাস একবার সে ক্লাস করিলে সেরূপ হয় না। একবার বাসদেব একবার বিষ্ণু হওয়া যাত্রাতেই শোভা পায়।

অযোধ্যার জেনরল বারো লোপন লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সর জর্জ কুপারের অযোধ্যার প্রধান কমিসনর হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পেট্রিয়ট তাঁহার যে প্রকার গুণ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে ঐ পদ দিলে মফসলের পরিদর্শন থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট ও দুখী হইবেন প্রজারাও দুখী হইবে। গুণ এই, তাঁহার লৌকিক ব্যবহার অত্যন্ত অপ্রীতিকর, স্বভাবের অনেক দোষ আছে, কৃতি ভাল নয়। তিনি প্রতি দিন কর্ত্তব্য কর্ম ভিন্ন অতিরিক্ত কর্ম করিতে ভাল বাসেন না। যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন নাই। স্থির হইয়া গাঁয় চিন্তা পূর্বক, তাঁহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি সহসা যে বিষয়ে যে মত স্থির করেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে সৎপরামর্শাদি দান দ্বারা সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি কখন তাহা গ্রাহ্য করেন। কোন কোন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও কোন কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ আছে। অভদ্রতা সাধারণ প্রকার, অবিনয় তাঁহার নাই, দেশের লোকের স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির কিছুই জানেন না। এই সকল যদি কর্ম ও কর্মনীতি জ্ঞানে ঠৈথিল্য থাকে, তাহা হইলেই লোণায় সোহাগা।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিলাম।

"গত ১ই জুলাই রবিবার বেলা ১০টার সময়ে আগুন লাগিয়া হরিপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল স্কুল সমুদায় দ্রব্যের সহিত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। রবিবার বলিয়া শিক্ষকগণ স্কুলে ছিলেন না এবং সঙ্গীত স্কুলের কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। ঘটনী সময়ের মধ্যে সুতরাং গ্রামস্থ লোকেরা উপস্থিত হইতে না হইতেই একেবারে এত লিপ্ত হইয়া উঠে। অতএব দ্রব্যাদির মধ্যে বহির্ভূত ভিন্ন খানি বেঞ্চ ও দরজার কপাট ব্যতীত নির্দ্মিত দ্রব্য বাড়ীর আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই অগ্নি কাণ্ডে প্রায় ৩৭০ টাকার পুস্তক, যন্ত্র ও কাষ্ঠময় দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। হরিপুরের নিকটবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী শ্রীশচন্দ্র রায় নামক উপাধি বিশিষ্ট স্কুলের একজন ভের ছাত্র অগ্নি প্রদাতা বলিয়া অভিহিত ও অভিযুক্ত হইয়াছে। স্কুলঘর পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিবার জন্য হরিপুরাদি ভিন্ন খানি সামান্য গ্রামবাসীরা অনুসন্ধানে অবধি বংশ ক্রোধবশতঃ নালিশ করিয়া যথেষ্ট মনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহারা যেরূপ অবস্থাপন্ন তাহাতে যে প্রকৃত অপরাধীর যথার্থ লোকের সহায় যাবজ্জীবন কারাগারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন এমত বোধ হয় না। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের প্রয়োজনাপযোগী দ্রব্য যত্নে ক্রয় করিতে হইবে, তাহাতে অনেক ব্যয় করিতে হইতেছে। ছেলেরা বর্ত্তমান স্কুলের বাটী সময়ে পরিবর্ত্তে তাহারা ছুটি ভোগ

২৫ এ আষাঢ় [illegible]

বাঙ্গালা বাহুবল অবলম্বন প্রয়োজনীয় হইয়াছে, ২৫ এ আষাঢ় কালে খোলা হইবে।

সাদিক পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন উইলসন সাহেব ৬ষ্ঠ রাত্রিতে ২৪ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকটে বহুসংখ্যক টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রাদিসহ ডাকাইত ধরা যথার্থ বাহাদুরী।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাবু রাখাল চন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডের বারে আহূত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পনামি নামক স্থানে এক দিবস এক ব্যক্তি পুরস্কার লোভে প্রায় ২১০ টী ভুণ্ডীরের মস্তক সংগ্রহ করিয়া কাছারিতে লইয়া যাইলে। গত ছয় মাসের মধ্যে এক পনামি তালুক-ভুণ্ডীর মধ্যে পুরস্কার দিতে গবর্ণমেণ্টের ৩৭০০০ টাকা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাড়াবাড়ি দেখিয়া পুরস্কার দান বন্ধ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কালেক্ট সংবাদদাতা বলেন, আমীর সিরাজুদ্দীন সিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। হিংটে সংবাদ পাঠান হইয়াছে যেন তত্রত্য দুর্গগুলি দৃঢ়তর করা হয় এবং সৈন্যগণ যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। কাবীয়ার যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমীরের এ পূর্ব্ব সাবধানতা উচিতই হইয়াছে।

গত বুধবার কাউন্সেল রাজকৃত গবর্ণর জেনরলের মন্ত্রিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দীজাতের সীমা নির্ণয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

ইংলিশম্যান বলেন, আলীপুর জজ আদালতের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত বাবু [illegible]

হাই আমরা অনুবাদ করিয়াছিলাম এই অভিপ্রায় হইবে।

অযোধ্যার জমীদারেরা নিজ নিজ জমীদারীর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লইতেন, সর জর্জ কুপরের অনুরোধে লর্ড নর্থব্রুক উহার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ঐ ঋণ তিন বৎসরের মধ্যে দিতে হইত এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, কূপ, পুষ্করিণী ও বাঁধ প্রভৃতির জন্য যে ঋণ করা হইবে তাহা ছয় বৎসর এবং পতিত বা জঙ্গল ভূমি আবাদ করিবার জন্য যদি ঋণ লওয়া হয় তাহা ১২ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিলেই হইবে।

২৮ এ জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১২১ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৭০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২৩ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়।

গত শনিবার চুঁচুড়ার গির্জ্জাঘরে এক ব্রাহ্মণ গান করিতেছিল, এমন সময় একটী কুকুর আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। গান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ ডুবিয়া যাইতে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন গঙ্গার মধ্যস্থলে দুই এক বার ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। তৎপরে আর দেখা গেল না।

২৮ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩১৭৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩১২৪১০ টাকা আয় হয়।

২১ এ আষাঢ় বুধবার।

আজি বেলা ২ টার সময়ে এ অঞ্চলে যেপ্রকার বৃষ্টি হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে। বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বায়ু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বৃষ্টিরও জোর হইয়াছে। আজি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আকাশের ভাব

আমাদিগের মনে হইয়াছিল, বুঝি দেবরাজ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের ন্যায় এদেশস্থ ভারতবর্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, গ্লেডিয়ার সাহেব রঙ্গপুর জেলার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সময়ে এবিষয়ের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমাচারচন্দ্রিকা মাসে একখানি উপাদেয় এ সপ্তাহে আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র ইহার প্রণেতা। অবসর ক্রমে ইহার প্রতি পদ্যে ও গদ্যে যে সকল বিষয় পাঠকগণের গোচর করি, আমাদিগের এরূপে ইচ্ছা আছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের সীমান্তিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কমীশনর সুক্ত সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমীরকে রিপোর্টের ছুর্গটী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিবাদ করাতে ভদ্রতা প্রকাশ কমীশনরদিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছেন। এমন কি তাহারা উহাদিগের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। উক্ত সংবাদদাতা পরে লিখিয়াছেন, সর্দ্দার আব্দুল রহমন খাঁ এবং শাহাবাজ খাঁ এক্ষণে কমীশনর সেনা দলে রহিয়াছেন। তাঁহারা রিপোর্ট এবং সমুদায় আফগানস্থান অধিকার বিষয়ে কমীশনরকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমীর যদি রিপোর্ট ছাড়িয়া না দেন, তাঁহাকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। আমীর বলিয়াছেন তিনি এ বিষয় ইংরাজদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কমীশনর এই বাক্যের উত্তর দিবেন। শুনা যাইতেছে, আব্দুল রহমন আমীরের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

পিয়নিয়র বলেন কোণ্টা রাজ্যের অবস্থা কিন্তান্ত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য রাজা সমুদায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুরা ও বেশ্যাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনাস্থ এজেণ্টকে উক্ত রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে। এক বিলাসিতাই এদেশের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে।

গত জুন মাসে কলিকাতার ১৮৭১ অব্দ অপেক্ষা ৩৩৪৩৪৩ কম টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে কিন্তু ১৮৭২৮০ অব্দ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। তুলা গন্ধদ্রব্য কাপড় চামড়া অহিফেন গোজাতীয় এবং রেসম এই সকল দ্রব্যই অধিক, কিন্তু চাউল এবং পাট কম রপ্তানী হইয়াছে।

সমগ্রের মাসুল ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৭৩৩ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইয়াছে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য দ্রব্যের ৭৭৭৫৪ টাকা কম শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে

অনুমান ১৫০ টাকা বেতন ভোগী কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান ভারতবর্ষে ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। বিলাত পহুঁছিবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বিনিসিয়স নামক একজন ইহুদী নবীনার একজন জমীদারের ৪০ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে তুলসী

সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। মকীমুয়ের রাজ পরিবারের এক জন উহাতে লিপ্ত থাকাতে জাল অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে।

২১ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে এবার সিমলায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতেছে না। যে দুই একজন এতদ্দেশীয় তথা উক্ত সভার সভ্য তাঁহারা উপস্থিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, এদেশীয়দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করা লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রেত নহে। শিগ্রিই বলেন লর্ড নর্থব্রুক সিমলা হইতে প্রস্থান কালে লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া আসিবেন।

আর ডি, ফক্রেল সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসিয়ন জজ এবং ভূমি প্রভৃতি বিষয়ক আইন অনুসারী

মকদ্দমার বিচার করিবেন। ইনি কলিকাতার একজন জজ হইয়াছেন।

ঢাকার ৮ টি আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু যোগীন্দ্রনাথ সোম মহকালে উক্ত পদে ছিলেন তখন রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন এবং অর্দ্ধবেতন আজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি জীবনাবধি এই উপাধি ভোগ করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের যে দুটী স্থানে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিয়নিয়র বলেন, একটী আলাহাবাদের ৭০। ৮০ মাইল দূরে যাক্তা জোতে এবং আর একটী কতেপুরে হইবে। এ নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট না কি লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আজি কালি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এই আর একটী নূতন ব্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের নিতান্ত অসদ্ভাব হইতেছেন না বলিয়া কলেট সাহেব তাঁহাদিগকে আরো স্থানীয় কর বৃদ্ধির যে পরামর্শ দিয়াছেন, এই সকল কার্য্য দ্বারা সে পরামর্শ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

৫ ই জুলাই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র স্থানে এক প্রকার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। মহীয়া জল পাইগুড়ি রায়সিলিগুড়ি জিল্লুস বুক্সের ভাগলপুর এবং সাওতাল পরগণায় পঙ্গপাল আসিয়া কতক ক্ষতি করিয়াছে। পাটনা পূর্ণী ছোট নাগপুর এবং আসামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই। গোয়ালপাড়ার এক দিবসে ৬৫ জন লোক কাল কবলে পতিত হইয়াছে।

৯ ই আষাঢ় শুক্রবার।

"কাণ লম্বা গোল কাকে, এই কথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাওয়া" এই যে প্রবাদ বাক্য আছে তাহা স্মরণে হয় রাজস্বের কবিবর প্রযোজক শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার একটী নূতন উদাহরণ স্থল করিয়াছেন। আমরা কি লিখিয়াছিলাম, তাহা না দেখিয়া তিনি লোক মুখে শুনিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার ধর্ম্ম বিষয়ক মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই অবলম্বন করিয়া আমরা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার কোন মূলে মত দূষিত হয় নাই। যেরূপ মূল মত তাহার ও শঙ্করাচার্য্যের মতই তাঁহার মত। তাহাতে তাঁহার চাটুরী বা প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা কি। যদি কিছু থাকে, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যের আছে।

ইউরোপীয় সংবাদ পত্রসমূহ পারস্যের সাহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ বিষয় লিখিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ইনি মনে করেন তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশীল রাজা পৃথিবীতে নাই। তিনি ইউরোপে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইংলণ্ড ও ফরাসীরা তাঁহাকে যে এত সম্মান করিতেছেন, সে কেবল ভয়ের জন্য তাল বাসেন বলিয়া নয়। উক্ত সংবাদ পত্রের এক খানিতে বার্লিনের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা এখানি স্নেহ ও অসভ্য যে ফরাসিস রাজ সভা হইতে উঠিয়া গেলে সকলেই সন্তুষ্ট হন। এক দিবস তিনি বাটীশালায় বসিয়া বিছানার উপর থুথু ফেলেন, পরে অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, পরে আবার পশ্চাদ্দেশে উত্তমরূপে সুশোভিত এক আসনে থুথু ফেলেন। রাজ্ঞী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তিনি তাঁহার হস্ত ধরে বীর দুরন্ত হস্ত প্রদান করিয়া বসিতে অনুরোধ করেন। চামচের পরিবর্ত্তে হাত দিয়া আহার সামগ্রী ভক্ষণ করেন এবং প্রতিদিন রাজ বাটীতে এক একটী ঘোষ মারিতেছেন। ইঁহারা বলেন সাহা একটী বন্য বরাহ মাত্র, ইহার ন্যায় অসভ্য আর নাই।

২১ এ আষাঢ় শনিবার।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন আজিমগঞ্জ নিবাসী হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক বিদেশের পথ ভ্রান্ত হওয়াতে তিনি নালিশ করেন। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু আমাদিগের গ্রামের কতক গুলিন লোককে ধরিয়া বিপক্ষ পক্ষের সাক্ষ্যস্বরূপ রাখা হইয়া থাকিবেন, তাহাতেই [illegible] নালিশ করা হইয়াছে।

মালারঞ্জিকা এতদর্থে পুনর্ব্বিবাহের দোষ কীর্ত্তনার্থ একটী দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। সকলেই যদি আপন আপন বাটীতে উহা রহিত করেন, প্রথাটী সহজে উন্মূলিত হয়। এখন সাহসী ব্যক্তিরা এরূপ বিষয়ে লেখা দেখিতে চান না, কাজ দেখিতে চান।

দেশ হিতৈষিণী গ্রাহকগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া কিছু বাক্যে করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের হিতৈষণায় নিজের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে এরূপ বাক্যে করিতে হয় না।

ভ্রান্তিকা বলেন মহীয়া জেলায় বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরিকা এলম মুখোপাধ্যায়ের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ কি? ভ্রান্তিকাপ্রণেতা বাবু ও যেন উপযুক্ত লোক।

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "যাঁহারা জেলার উক্ত আদালতে ওকালতী করেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৫ টাকা এবং মুন্সেফ আদালতের উকীলগণকে বার্ষিক ৪ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইত। অস্মদ্দেশ সহর মুরশিদাবাদ আদালতের উকীলগণ ঐ একটী দিয়া এ কাল পর্য্যন্ত ছোট আদালতে ওকালতী কার্য্য করিতেছিলেন, এ সংবাদ এই আসেম হইয়াছে যে মুন্সেফ আদালতের যে সকল উকীল ছোট আদালতে ওকালতী করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা করিয়া কী দিতে হইবে। যে সকল উকীলের ২, টাকা দেওয়া তার তাহাদিগেরই বিপদ।

সম্প্রতি ইংলিশম্যান বলেন, নাকিদানপুরের মিউনিসিপালিটীর কমিশনরা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এজি এঁক ষ্টোন হইতে [illegible] আসিয়াছে। এতদিন [illegible] যাবে বৃষ্টির অভাবে [illegible] কাজ বন্ধ হইয়া [illegible] হইতেছে।

[illegible] ইংলিশম্যান বলেন, সাহিজাহানপুরের মিউনিসিপালিটীর কমিশনরা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এজি এঁক ষ্টোন হইতে [illegible] আসিয়াছে। এতদিন [illegible] যাবে বৃষ্টির অভাবে [illegible] কাজ বন্ধ হইয়া [illegible] হইতেছে।

শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না অগ্রে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

অ'গ্রা আকবর বলেন, তাজমহলে যে উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় চৌখাচ্চা ছিল, তন্মধ্য ইউরোপীয় মালী ফুল গাছ রোপণ করিবার জন্য সেটী মাটী দিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে। এটী ভাল কাজ হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবহারের নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

ইংলিসম্যান প্রবণ করিয়াছেন, মইলিতালের লালা মতিরাম সাহা বসন্তপুরী নদী হইতে আলমোরা নগরে জল আনিবার জন্য মাটীর পাইপ ক্রয় করণার্থ ১৫০০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সকল পাইপের সংস্কার ভার লন, তিনি এই টাকা দিবেন। উক্ত নগরবাসীদিগের অত্যন্ত জল কষ্ট, উহাদিগকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয়। এমন অবস্থায় লালার এ দান আগ্রহসহকারে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

যোধপুরের রাজার সহিত রাজ পুত্রগণের যে বিবাদ হইতেছিল, পলিটিকাল এজেণ্ট তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, হাইদ্রাবাদ অঞ্চলে একটী অদ্ভুত মনুষ্য আসিয়াছে, সে ৭ ফীট ৪ ইঞ্চ উচ্চ। এই অদ্ভুত আকার দেখাইয়া সে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। লোকে এক পয়সা করিয়া দিয়া তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। কলিকাতায়ও এক বার এইরূপ একজন দীর্ঘকায় মনুষ্য আসিয়াছিল।

ওনা লোল হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতীচরণ ঘোষের পুত্র ইংলণ্ডে যাইতেছেন। ভগবতী বাবু সবাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অনুমতি লইয়া পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি নিষ্ঠা।

হাইকোর্টে আর একজন এতদ্দেশীয় জজ নিযুক্ত করিবার কথা হওয়াতে প্রধানতম বিচারপতি আপত্তি করেন, সার্ড নর্থব্রুক সে আপত্তি না শুনাতে হাইকোর্ট এই পদের জন্য দুইজন দেশীয় উপযুক্ত উকীলের নাম পাঠাইয়াছেন। এটী সার্ড নর্থব্রুকের সদৃশ লোকের উচিত কার্য্যই হইয়াছে।

ইউরোপ আমেরিকা এবং চীন দেখে ৩৪২ জন জাপান দেশীয় যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাঙ্গালোরে ১২৫ বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান আছে, তাহার আর কেহ নাই, নিজেরও খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। সে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ আবেদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টও সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের একাজ উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, আগ্রোরা নগর হইতে কয়েকজন আফগানি একজন এদেশীয়ের সাত ও দশবৎসরের দুটী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদের পিতা অনেক অনুনয় বিনয় করাতে উহারা বলে ১২০০ টাকা দিলে তাহারা কন্যা দুটীকে প্রত্যর্পণ করিতে পারে। পিতা ৬০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আফগানেরাও ইহাতে সম্মত আছে। সে ব্যক্তি এক্ষণে লাহোরে ভিক্ষা করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিতেছে। ৩০০ টাকা উঠিয়াছে। এ ত মন্দ ব্যবসার নয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৪৫—১৪৫৵
৪	০	কোং	১০৪৬৵০—১০৫
৪৲			১০৭৲০
৪৲			১০৪৬০
৪৲			১০৯৬০
৫৲			১১১৲০—১১১৲০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। কমন্স সভাতে আয়ার লণ্ডের ও ইংলণ্ডের সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বেতনের সমতা বিধানের যে প্রস্তাব হয়, উহা ১৩০ জনের মতে ও ১১৭ জনের অমতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

পারসেের সাহা গত কল্য ব্যারন রিউটারকে বিদায় দিয়াছেন এবং পবলিক এয়ার্ক সকলের সমাধা পক্ষে তাঁহাকে সাধ্য মুসারে সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

পারস্যের উত্তরণ ও বেত্তের মধ্যে ৫০ মাইল সর্ভে করা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৬ ঠা জুলাই। কমন্স সভাতে লার্ড এনফিলড মিনাল সাহেবকে বলিয়াছেন বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজকীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাপের সর্ব্বদা পত্র লেখা লিখি হইতেছে।

স্কটলণ্ডের খনি খোদকেরা শীঘ্র ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। অদ্য কমন্স সভাতে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ রাজস্বের সিকিবারে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন ভবিষ্যতে স্থানীয় কর সকল আরো বৃদ্ধি হইবে।

পারস্যের সাহা নাইট কম্পানিয়ন হইয়াছেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক খচিত ব্যাজ (সম্মান চিহ্ন বিশেষ) উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি গ্রাণ্ট যে বলিয়াছেন, ১৮৭৬ অব্দে ইংলণ্ড ডলফিয়াতে ব্রকলী জাহাজ সাধারণ প্রদর্শন খুলিবেন।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। শনিবার পারস্যের সাহের ইংলণ্ড ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। তিনি গত কল্য পার্লিসে উপনীত হইয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ৫ই জুলাই। খিবার খাঁ সেনাপতি কফমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত জুন মাসে গ্রেট বিটন হইতে ১৯৪৬০০০ টাকার ব্যবসায় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ৩৬৯৪৮০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত কল্য আলডার শটে রুসীয় রাজ্ঞীর সম্মানার্থ ইসারদিগের কাওয়াজ হইয়া গিয়াছে।

পারিস ৮ ই জুলাই। পারস্যের সাহার গমন জন্য জাতিসাধারণ সভা শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। রাজকর্ম্ম ও সংবাদ এই উপলক্ষে একটী বন্ধ বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উভয়েই আহত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ষ্টাম্প ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা জুলাই। শ্রীযুক্ত আর, ডি কফ্রেল

সাহেব ২য় সহকারী ও ডেপুটী কালেক্টরি ও অতিরিক্ত ডাক্তারই ও দেশ সহন করিবেন।

এই ফুল ও বঙ্গসাহিত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ঐতিহাসিক সম্পাদক হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তি সকলের তাঁর প্রাপ্ত কর্ম্মচারিত্ব ৩০১ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—চন্দ্রক
" অন্নদা প্রসাদ ঘোষ—জগন্নাথপুর।
" হরিমোহন মাইতি—কেন্দ্রাপাড়া।
" আনন্দকৃষ্ণ রায়চৌধুরী—মাজিপুর।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, এম কুক্ সাহেব—পুরী।

শ্রীযুক্ত ডি, ডি এলেন সাহেব কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রেণীর ম জষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথচন্দ্র বসু—মাটোর।
" ব্রজদেব রায়—মহাজনজ।
" শশিশেখরেশ্বর জজপুর।

শ্রীপুরার প্রতিনিধি ম্যাজষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে এস, পাকসা হব হল সে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। ইঁহাকে সেসন্স জজের এই কর্ম্ম করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত এ ই এচ, এস সাহেব কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইয়া মজফরপুরে যাইবেন।

এই তালিকা। পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস কিছু দিনের নিমিত্ত পটনার বদলী হইলেন।

ইঁহার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে এস সেসান্স নবীনাতে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি পি এলিট কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের ডিনারি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ হইবেন।

সি, এস, ৩ নিম্নলিখিত সাহেবেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম, জিষ্ট্রেট হইলেন।

এ, এস, ডি সাহেব
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

নিম্নলিখিত সাহেবেরা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র দাস ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

এই তালিকা। বুলন্দসহর দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সিফ মৌলবী তমীজউদ্দীন আহমদ প্রথম শ্রেণীর মুন্সিফ হইলেন।

মিরলিখিত মুন্সেফেরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র—মেদিনীপুর।
" মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—জগন্নাথদীঘি।
" কামাইলাল মুখোপাধ্যায়—চুয়াডাঙ্গা।
" জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় কালীগঞ্জ

বাবু কৃষ্ণনাথ রায় আলীপুরের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুজায় পূর্ব্ববর্দ্ধমানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাগীরামের একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

বাবু কালীকুমার বসু হাজারির একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

এ, মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের সহকারী
সেক্রেটরি।

আমাদিগের বাইটরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

প্রজা-বিদ্রোহ।

১। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় নয় দশ ক্রোশী প্রভৃতি জাতীয় হিন্দুর প্রজা জমীদারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র খিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাদিগের গোচরি প্রবিষ্ট হইতেছে। আমরা ইহার কয়েকটী পাঠকগণকে জানাইতেছি।

গত ২১ এ চৈত্র পাবনা জেলার অন্তঃপাতী ধাদুরিয়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টা পর্য্যন্ত ৪ টা পর্য্যন্ত ধাদুরিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী মাণিকদহ পাবুড়িয়া প্রভৃতি খানি গ্রাম লুট করিয়াছে। এই লুটন কার্য্যে একজন প্রায় মৃত ভিন্নজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ প্রবেশে চারি পাঁচ শত দুর্দ্দান্ত প্রজা একত্র হইয়া [illegible] বিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের মস্তকের কেশ, বেশ-মূল্য চূর্ণ করণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা প্রথমে স্থানীয় লোকদিগের আপদাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাহসী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না।

পাবনার অন্তঃপাতী কদলা প্রভৃতি স্থানের এঞ্জিনাতেও এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গত ১৭ই আষাঢ় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত সোপাতলার প্রায় একশত প্রজা একত্র হইয়া গ্রামবাসিদিগের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করিয়াছে। উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই ঘটনা হয়, সোপাতলায় ৫০।৬০ জন প্রজা সমবেত হইয়া গ্রামের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই এই পরস্বাপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০।৫০ জন বাহির হইয়া কোন গ্রামের লিপ্তাদি করিতে থাকে, অমনি ৩।৪ হাজার লোক তাহাদিগের সহায়তা করে। পুলিসের চক্ষের উপর এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে, তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, এটী নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার ঘোরাচার আর কখনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই অরাজকতাপ্রিয়তন্ত্র ভদ্রলোকের এত প্রাণ অস্থাগত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যবধি অধ্যবসায়ীদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা শুনিলে বোধ হয়, আমরা কোন ঘোর অসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া ঘোরতর অসভ্যতা অনুভব করিতেছি। [illegible] ব্যক্তিগণ স্বাধীন [illegible] [illegible] [illegible]

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ক আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপ অনবরত প্রতারণা হওয়াতে প্রজাদিগের প্রকৃতি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা সাধারণে এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা মহারাণীর ঘোষণা পত্র বলিয়া প্রচার করিয়া সমুদয় লোককে আপনাদিগের বশ নিবিষ্ট করিতেছে। এ সময়ে বঙ্গের কিছুই করিতেছেন না, তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য !! সাধারণে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এটী কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক নয় ?

সিরাজগঞ্জের মহকুমার নকাতা স্থানের পাকড়াশী, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়, সরূপের শালগাল, কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমীদারী আছে। ইহাঁদিগের প্রায় সমুদয় জমীদারীতেই বিদ্রোহিতা সমুপস্থিত। অনেকে বলিতেছেন জমীদারগণ কর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে জমীদার জমার কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা দিয়াছে। জমীদার যেরূপ কর বর্দ্ধিত করিতে পারেন, অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানুসারে রাজ দ্বারে অভিযোগ করিয়া তাহা রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাগণ তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে তখন কি গবর্ণমেণ্টের উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয় ? রাজ্য কামুক লর্ড ডেলহৌসী যেমন ছলে কৌশলে অযোধ্যা ঝান্সী প্রভৃতি ব্রিটিশরাজ্য ভুক্ত করিয়া অন্যায়পরতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, লর্ড মর্লক্কাধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টও কি সেইরূপ জমীদারদিগকে ঘুরীভূত করিয়া দিবেন ? জমীর খাজনা বৃদ্ধি সকলেই করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও এ দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন। গোয়ালন্দের যে জমীর কর বিঘা প্রতি অর্দ্ধ মুদ্রা ছিল, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাওয়াতে বিঘা প্রতি ১৷০ টাকা হইয়াছে !! কোন্ জমীদার এইরূপ অসঙ্গতরূপে কর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ? এটী আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কলতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে কোন কোন জমীদার প্রজাদিগের দৌরাত্ম্য করিয়া নানা প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন, রাজ দ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও অর্থের সাহায্যে মুক্ত লাভ করেন এটী আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ প্রকৃতির লোক এটীতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। জমীদার মাত্রেই পঞ্চদশ সূত্রে অভ্যাক্রান্ত এরূপ নির্দ্দেশ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে না। রাজ পুরুষদিগের অত্যাচরণে এইরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টপাত হয়। বর্ত্তমান প্রজাবিদ্রোহ ইহার অন্যতম উদাহরণ। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সৃষ্টি দ্বারা আইন কানন করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের যেরূপ মূল হইয়াছেন, সেরূপ সংস্থাপনের সেরূপ হেতুভূত হইতে পারেন নাই। যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থশোষণ করিয়া বহু দূরস্থ সমুদ্রবিহীন আফ্রিকার দাস বিক্রয় প্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষের ক্রোড়স্থ বঙ্গ ভূমিতে জেমিস বী ইলবুর লঙ্গ প্রভৃতি হত ব্যাপারের যে অভিনয় হইতেছে, তাহাতে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। ভবিষ্যৎবংশীয়গণ এতদ্বিষয়ক ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আমরা শুনিলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট নাকি পুলিস সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। আশ্রুসংস্কারে প্রার্থনা করিতেছি প্রস্তাবিত অত্যাচার যেন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। উপসংহার সময়ে জমীদারগণের প্রতি আমাদিগের সানুনয় বক্তব্য এই, তাঁহাদিগের সহিত প্রজাদিগের ধর্ম্মত সম্বন্ধ। একপক্ষ উৎপন্ন গামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভ নাই। অতএব যাহাতে বিনা গোলযোগে উভয় বিধ রক্ষা পায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

মাণিকগঞ্জ গামী রাস্তার কার্য্য।

১। সিরাজগঞ্জ হইতে মাণিকগঞ্জে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার কার্য্যকারকগণ এত দিন হাত পা গুটাইয়া ছিলেন। এক্ষণ বর্ষার জল আসাতে যাঁহারা সেই জল রোধ করিয়া তাড়াতাড়ি পুল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এঁরাতে ভবিষ্যৎ অকাবে সমুদয় রাস্তা নষ্ট হয় দেখিয়া সকলে মন পূর্ব্বক ওভারসিয়ারদিগের সাক্ষাতে যাঁহা তাঁহারা জল বাহির করিয়া দিয়াছে। " যেমন বেটী তেমনি মুক্তা।"

গোয়ালন্দের জমী।

৩। গোয়ালন্দ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট হইতে যে রাস্তা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ জমীদারদিগের সময়ে বিঘা প্রতি আট আনা কর নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণ গবর্ণমেণ্ট সেই জমী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বিঘা প্রতি ১৷০ টাকা কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতির অক্ষয় ! উদারতা !!!

অদ্ভুত বিবাহ।

৪। কিছুদিন হইল একটী অদ্ভুত প্রকার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অত্রত্য ব্রাহ্মণের প্রায় পঞ্চ চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইহার অতিপয় সন্তানের মধ্যে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা আছে। অন্য স্থানে ষষ্টিবর্ষীয় একটী বৃদ্ধেরও একটী এক দশ বর্ষীয়া দুহিতা আছে, কিন্তু তাঁহা দের ঘরে তিনও গৃহ শূন্য। এক্ষণে উভয়ে কন্যা পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। নবমবর্ষীয়া কন্যা ষষ্টিবর্ষীয় বরের প্রণয়িনী হইলেন !!! এত শিশুকে সম্প্রদান করা হইল কেন ? ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গর্ভ স্পর্শ পূর্ব্বক " সম্প্রদানে " বলিয়া দান করিলেই হইত। স্থানীয় লোকে এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। পিতা বিবাহ কালুক হইয়া পঞ্চমবর্ষি বালিকাটীকে অতল জলে বিসর্জ্জন দিলেন। হিন্দু সমাজের মুখে কালিচন দেওয়া কর্ত্তব্য !!!

আমাদিগের শিমলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পার্শ্বে [illegible] প্রায় চুরি ও জুয়াচুরি প্রভৃতি [illegible] আশ্রয়দাতারা অতি সহজে [illegible] কাহারও প্রতি [illegible] করা [illegible] কাহারও [illegible] সম্পূর্ণ অজ্ঞাত [illegible] তাহারা [illegible] ও অতিথি [illegible] পর [illegible] তখন সে ভাবিয়া দিন দিন লোপ [illegible] ছে। অর্থ লালসা তাহাদিগের মনে ক্রমশঃ এমনই প্রবল হইতেছে যে, অর্থের নিমিত্ত এমন তাহারা কোন দুষ্কার্য্যে পরাঙ্মুখ নয়। তার কোন উন্নতি দেখিতে পাই না। বিদ্যা চর্চ্চা তাহাদিগের হৃদয়ে আজিও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল দুর্ব্বৃত্ততা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি এখানে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরী হইয়াছে। [illegible] এক ব্যক্তি এক অন্ধ বৃদ্ধা নিকট আসিয়া বলে "আমি এক সাহেব চুরি, আমার বড় সাহেবের কাছে ৫ হাজার টাকা। তিনি সাহেবের সহিত সিমলা পর্ব্বতে আসিতেছেন এখানে ও তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে এখা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাকে একটী থাকিবার বাটী [illegible] যাহা ভাড়া লইবেন ও তোমার নিকট সমুদয় ভাড়াদি আদায় করিবেন।" [illegible] তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়া তাঁহাকে থাকিবার আশ্রয় স্থান দিয়া তাহার [illegible] সমুদয় প্রদান করেন। ৩।৪ দিবস পরে বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা [illegible] তোমার বড় কোথা? প্রত্যুত্তর [illegible] সাহেব তিনি এখনও মাসে নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পর দিবস বৃদ্ধা একজন সিমলা বণিকের [illegible] তাঁহার [illegible] সাহেব বাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু বণিকের [illegible] সম্যক বিশ্বাস না হওয়ায় সন্দেহ উপস্থিত হইল। বণিক [illegible] দিয়া অন্যান্য [illegible] দ্বারা ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে লাগিলেন। সিমলা সোলাতে দুই হইল, যে সিমলা প্রত্যুষে পরিপূর্ণ, এক্ষণে সে ভূত্য-রূপী প্রতারক ধরা হইয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে, কি হত বলা যাইতে পারি না। অধুনা সিমলা পাহাড়ে এইরূপ অবিশ্বাস ও প্রতারণার কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এটী অতিশয় দুঃখের বিষয়।

জুন মাসে সিমলায় একজন অধিবেশন লেখন দ্বারা আত্মলীলা সম্বরণ করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি দরজির ব্যবসায় করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার নাম মোহিনী ও বয়স প্রায় ২২ বৎসর, ইহার চরিত্র মন্দ ছিল। উক্ত ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত হইয়া বন্ধাদি সীবন দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া নিজ অসদভিসন্ধি চরিতার্থের কার্য্য সম্পাদন করিত। সিমলাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার অনুচর দ্বারা প্রবল প্রতাপ সরকারে সিমলা ইপ্টেলিজেন্স সংগ্রহ করিতেছে। দরজি তাহার উপপত্নীর [illegible] নির্দ্দিয় হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

এবার সিমলায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অনুভূত হয়, কিন্তু এক দিনের পর তাহার অবসান হইতেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে অনবরত বৃষ্টিপাত হইতে চলিল। এবার বৃষ্টি না হওয়াতে রোগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে প্রায় ৫৫।৪০ টী রোগী আছে। বসন্ত রোগের অনেক উপশম হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জাতীয় সভা অসভ্য বিবাহ বিষয়ক বিধি সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে বিলাত আপীল করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহার বিষয় সাধারণে অবগত আছেন। সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত বিবরণ আপনার পত্রে প্রকাশিত হইলে বিস্তার অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

বিলাত আপীলের বিধির মূল [illegible] সংগ্রহ করিতেছেন। প্রায় [illegible] টাকা আবশ্যক হইয়াছে। সম্প্রতি— টাকা আক্ষরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ [illegible]	৬০৫
মহারাণী স্বর্ণময়ী	৫০৬
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫০০
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	১০০
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
" হীরালাল শীল	২০৫
" ভূদেবমুখোপাধ্যায়	১০০
" অম্বিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
" কালী প্রসন্ন ঘোষ	১০০

প্রদান করিয়াছেন।

আপনার সুযোগ্য পাঠকগণের সমীপে সভার সবিনয় প্রার্থনা এই, যে তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থানুসারে এ বিষয়ে সাহায্যদান করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিবেন। যদি অর্থের অনাটনবশতঃ এই সদনুষ্ঠান বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই কার্য্য টী হিন্দু জাতির গৌরবে পরিবর্ত্তে চিরস্মরণীয় কলঙ্করূপে পরিণত হইবে।

আমি এই বিষয়ে যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন ও যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অর্থব্যয়সহকারে যাহায় এই বিষয়ে হইতেছে তাহা অধিক এবং বিচারকের বিচার শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিশূন্য ও অসংখ্য সামাজিক অনিষ্টের মূলরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আমার যে আমাদের এই প্রার্থনার পোষকতা করিবেন একথা বলা বিরক্তি মাত্র।

কলিকাতা ১৭ ই আষাঢ়

শ্রীযদুগোপাল মিত্র
শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত
জাতীয় সভার সম্পাদক।

—:০:—

সৌভাগ্য ক্রমে মহারাজা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ১৬ই মঙ্গলবার রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত রঙ্গপুরের প্রধান অধিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন শ্রীযুক্ত মৌলবী ইসলেমুদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি অধিবাসিগণ এবং শ্রীযুক্ত মহারাণী অর্ণময়ী [illegible] ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible]

স্তির বিশদ জ্যোতিতে, পুষ্পমালা পরি শোভিত শ্রেণীবদ্ধ কদলীবৃক্ষে, মন্দ মন্দ হিল্লোলে উড্ডীয়মান পতাকা মালায়, নানা বর্ণের রঙ্গিল ঝালরে আচ্ছাদিত পৃষ্ঠ আসরী ঘর শোভিত হস্তি শুণ্ড এবং বলগা রোধ সহিষ্ণু বক্রগ্রীব অশ্বসকলের ইতস্ততঃ সঞ্চালনে সমবেত স্থানের বিশেষ শ্রী সম্পন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এসকল অপেক্ষা জমিদার মহাশয়গণের এবং অপর সাধারণ সকলের রাজভক্তি প্রকাশক উজ্জ্বল মুখশ্রীতে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা নিতান্ত দর্শনীয়।

মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রাতঃ ৪ টার সময় উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইলে সকলে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেন, তিনিও প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ও প্রতি নমস্কার দ্বারা সকলের প্রতি দাক্ষিণ্য বিস্তার করিয়া জেলার অভিমুখে গমন করিলেন। জমিদার মহাশয়দের এবং অপর সাধারণ সকলের অভিলাষ ছিল যেখানে ধরিয়া বাহাদুর হস্তী আরোহণ গমন করেন এবং সকলে তাঁহার অনুগামী হইয়া রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে জেলায় আনয়ন করিয়া আপনাদিগকে সুখীবোধ করেন। জমিদার মহাশয়েরা তাঁহাদের এই মনোগত অভিলষ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে জানাইবার জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রেজার সাহেবকে বলেন। আমরা গবর্ণর বাহাদুরকে যেরূপ প্রজাবৎসল দেখিলাম, জানাইলে তিনি যে সকলের অনুরোধে হস্তী আরোহণে গমন করিতেন তাহাতে কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় না হওয়ায় জমিদার মহাশয়দের ও সর্ব্বসাধারণের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

সোমবারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ক্রমান্বয়ে জেল, ডিস্পেন্সরি, স্পেসিয়াল ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য, স্কুল, মাজিষ্ট্রেটের কাছারী, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার দেখেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিচার প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ বাবু যেরূপ সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ লোক তাহাতে তিনি অবশ্য প্রশংসা পাওয়ার পাত্র।

তিনটার পর জেলাস্থ জমিদার মহাশয়গণের সহিত গবর্ণর বাহাদুর সাক্ষাৎ করেন। জেলার প্রায় সমুদায় জমীদার মহাশয়ই উপস্থিত ছিলেন। কেবল বামনডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও টেপার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারামোহন রায় চৌধুরি প্রভৃতি ৪।৫ জন অনুপস্থিত জমিদারের মধ্যে মনীন্দ্র বাবু বৃদ্ধির কি তাগের কাহার দোষে বলিতে পারি না অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শিশুপালের ন্যায় ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। যে সকল জমিদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে জেলার শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি মহাশয় আপন পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রশংসিত বাবুর সহিত স্বদেশ সম্বন্ধে, কৃষি সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করেন এবং তাঁহাকে আসন পূর্ব্বক স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট করাইয়া প্রীতি প্রকাশের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুষভাণ্ডারের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন রায়চৌধুরি মহাশয়ের সহিত ও বাহার বন্দরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সহিতও সন্তোষের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। অন্যান্য জমিদারবর্গের সহিত প্রথম দর্শন যোগ্য সম্ভাষণ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ আলাপ করেন নাই।

মঙ্গলবার প্রত্যূষে গবর্ণর বাহাদুর এখা হইতে রওয়ানা হইয়া পানিয়ালের ঘাটে নৌকারোহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি মহাশয় সেখানেও যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূতীগাড়ী দ্বারা শ্রীযুক্তকে ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। কালীগঞ্জ আউট পোষ্ট হইতে পানিয়ালের ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কদলী বৃক্ষ ও পতাকামালাদ্বারা সুশোভিত করেন। শ্রীযুক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে শঙ্খ নমস্কার তোপধ্বনি, শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান বাহাদুরদিগের বন্দুকধ্বনি এবং অসংখ্য লোকের জয়ধ্বনি ও অশ্রান্তবাদী গজঘণ্টাধ্বনি দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন বাবু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধুবিকাশ মল্লিক ও মুন্সী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজদুলাল রায় মহাশয় দ্বয় নিযুক্ত হন। তাঁহারাও বিশেষ দক্ষতার সহিত আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। জগৎ বাবুর রাজভক্তি দর্শনে গবর্ণর বাহাদুর নিতান্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও মুন্সীকেও সাদর সম্ভাষণে বিদায় করিয়াছিলেন।

অত্রত্য সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ তুমাধি কারিগণ শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ধীরতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তা দর্শন দ্বারা পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কৃষি কার্য্যে সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন দ্বারা মহা উৎসাহ বৃদ্ধি গোচর হইল। আমরা বোধ করি তিনি জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে দুঃখিত বঙ্গভূমির যত্ন পর নাই উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

৩০ আষাঢ় ১২৮০ } একজন রঙ্গপুরবাসী।

—:০:—

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল, কোথাও বৃষ্টি নাই, সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর হইয়াছে যে বেলা ৮ ঘটিকার পর ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মধ্যে মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হইতেছে না বরং গ্রীষ্মই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবী নীরস ও শুষ্ক এমন কি এক ইঞ্চ পরিমিত মৃত্তিকাস্তরেও রস প্রবেশ করে নাই; সুতরাং কৃষিকার্য্যেরও সুবিধা নাই। আমরা কি পাপ পঙ্কেই মগ্ন হইয়াছি যে, প্রতি বর্ষের বৃষ্টির জন্য হাহাকার শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রুত হইতেছে। যেমন রাজ নিয়ম সকল দিন দিন

পরিচালিত হইতেছে, ঈশ্বর কি যেরূপ অনুগ্রহের হস্ত দিন দিন পরিবর্ত্তন করিতেছেন? হৃদয়ে নানা প্রকারে ইহার খেলা।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত রেলাইনের গিয়া আমি এই দেখিতে পাই যে পূর্ব্বদিকে রেলের উত্তর পার্শ্বস্থ জমিতে অনেক পতিত জমি রহিয়াছে। কলিকাতার এখানকার লোকে কৃষিকার্য্যে মন্ত তাহা বাসে না যাতায়াত করিয়া প্রতিদিন দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা থাকিলেই সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং কৃষি কার্য্যের উপর বিশেষ যত্ন নাই। কিন্তু এখানকার সমস্ত ভূমিই প্রতি বর্ষে বর্ষাকালে জলে নিমগ্ন থাকে। ঐ জল শুষ্ক হইলে ভূমি এত উর্ব্বরা হয় যে, উপযুক্ত শ্রমক থাকিলে তাহাতে প্রচুর শস্যলাভের সম্ভাবনা আছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহারা পুর্ব্বিয়া রেলাইন পতিত ভূমি সমূহের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া যাহাতে ঐ সকল পতিত ভূমি উদ্যুক্ত ও কৃষিকার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। যদিও আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাউপর সাহেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে যাইবার সময় পুর্ব্বিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উদ্যানতত্ত্বজ্ঞ প্রযুক্ত কত দিনে পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিবেন, সেই চিন্তাতেই তিনি নিতান্ত অস্থির ছিলেন, সুতরাং তিনি যেরূপ শিক্ষক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সাময়কর্ত্তা ঐ সকল পতিত ভূমি অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, যে পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিসের একজন কর্ম্মচারী এক খানি ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিয়াছে। ইহার কারণ কেহই অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যে এদেশীয় পুলিসের একজন হেড কনষ্টেবল ঢাকা সেক্রেটারিয়েট বিভাগের কতকগুলি ইষ্টক চিনা কলমন্দিরে ডাক যাওয়া হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

কারাগার
৩১ জুলাই ৮৭৩

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ঠা জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বনিম্ন জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানা	৫	
তথা হইতে অগ্রিপুর ৭½ মাইলের মধ্যে	৫	
অগ্রিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৬	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৯ মাইলের মধ্যে	৭	

সন ১৮৭৩ সালের ৭ই জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৬	৪।

বহরমপুর ৭ই জুলাই } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র মহাশয় লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০
" " ব্রজেশ্বর দাস—বঙ্গেল খণ্ড ৫।০
" রায় মেঘরাজ কোটারি বাহাদুর মুরশিদাবাদ ১০
" " শিবচন্দ্র সরকার—কীর্ণাহার ১০
" " চন্দ্রকিশোর সেন—কলিকাতা ১০
" " গুরুদাস মল্লিক—কলিকাতা ১০
" " রামকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫।০
" " উমেশচন্দ্র সেন—খড়িমাতি ৫।০
" " ঈশ্বরনারায়ণ প্রধান—জারো ১০
" মেঘেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতা ১৪
" বদ্রুদ্দান মল্লিক—পাকুরেয়াটা ২৸
শ্রীযুক্ত বাবু হরমুকরী বর্ম্মণ
জোড়াসাঁকো
" কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে সোমপ্রকাশ কোনমতেই ভিঃপিতে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে যাহার সোমের অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। লোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাকে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও অল্পকাল কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কোন-প্রকারকে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵১ দুই আনা তাহার পর ৵০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন [illegible] ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার [illegible] করিতে হইবে।



রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

নম ১২৮০। ৭ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ জুলাই।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রাহকেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

জানবাজার ইষ্ট্রীট নং ৩৯ — শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—:০:—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের যাবতীয় অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সহজ উপকারক মহৌষধ লিখিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে ইক্ষুস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৷১ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। — শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

আগামী ৭ ই শ্রাবণ বোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বাবুর নূতন বাটীতে রাজসাহী সভার সাম্বৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান্তর অগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্ব্বক আবশ্যক হইলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ।

৩। পথকরের দ্বিতীয় কারমের লিখিত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পথকরের মূল্যবিধায়ক অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট লইবার এবং তৌজির সময় অনুসারে এজমালি দারিদ্র হইতে মুক্ত দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান।

৬। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচন, করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয় ২৪ এ জুন। ১৮৭৩ — শ্রীরাজকুমার সরকার সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সস্তায় নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা

সভা। সচরাচর ব্যবহার্য্য ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা হয় এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠ পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ হইয়া সমাপ্ত ও বাঁধাই হইয়া থাকে। কার্য্য আরম্ভ হইতে বিষয় সকল লিখিয়া লইয়া যে কেহ নিত্য আর্য্য শাস্ত্রীয় যে সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

—:—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া বেচু চাটর্জ্যার ষ্ট্রীট ৩০ নং বাটীতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ়
১২৮০। শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—

বিক্রয় পুস্তক, সাগরাক্ষরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৵
ঐ মধ্যম কাগজ ৴০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।০
কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১৷৷০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড ।০
সীতা সুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
ভগবদ্গীতা (বৈদান্তিক দর্শন) ৷৷০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা-অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বঙ্গানুবাদ সমেত ৯৷৷
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

কল্কিপুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী নিবার টার্মিনসে যাবিষ্য দ্রব্য এবং পার্টরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং বিলির জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেড
শিয়ালদহ ষ্টেশনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থ দ্বিতীয়
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ডাকমাসুল ৷৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি শ্লোক এবং সুন্দর। মুহুরীর প্রেসে এবং কলিকাতা লালবাজার ষ্ট্রীটস্থ হেলে শ্রীযুক্ত বাবু ওরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

ঔষধের অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীবন্ধুই আতুর প্রসূতী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ডাকমাসুল ৵০ইক দুই টিকায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি কারণে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৷০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকাল ডিক্সনারি অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, ক্রমিক বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৵০
৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ১৷৷০
৬। ফুসফুস প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০
প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।
উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

—

[illegible] পাইয়ারি ওয়ার্ক।

যদি [illegible] নির্ম্মিত কোন প্রকার [illegible] প্রয়োগ করিলেই উহা [illegible]

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাব ব্রিক।

ফ্লাব ফ্লে।

ম.টীর মর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফ্লাব ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রভৃতি করিয়া দিবেন।

কমিশ্চা
৭নং ক্রিষ্টিন ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি –মহাশয়ের কৃত যন্ত্র আমার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য

প্র.কটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ফরিনার রচ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা , আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সংবাদার কম্ভ ঘষ্টের কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

[৭ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠক গণের গোচর করিতেছি, ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হইবার যে প্রস্তাব হইতেছে, মাহীগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকটে ২৫ টাকার অর্দ্ধনোট পাঠাইয়াছেন। অপর অর্দ্ধ নোট হস্তগত হইলে উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

—•—

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের ত শান্তি হইল। প্রজাদিগকে জমীদারকে কর দিতে হইবে, জমীদারও কর পাইবেন। মধ্য হইতে কতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ কে করে? আমরা বলি পাবনার পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট ক্ষতি পূরণ করুন। তাঁহাদিগের দোষেই এতদূর ঘটিয়াছে। তাঁহারা যদি প্রথম উদ্যমেই ইহার নিবারণ চেষ্টা পাইতেন, এত অনিষ্ট হইত না। ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের অমনোযোগ সমুচিত দণ্ড হইবে। ক্ষতিপূরণরূপ দণ্ডের কিছু অধিক ভাগ মাজিষ্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত। তাঁহার কেবল আলস্য দোষ নয়, আর একটী মারাত্মক দোষ আছে। সংবাদদাতাদিগের পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে প্রজার প্রতি তাঁহার কতক পক্ষপাত ও জমীদারের প্রতি বিদ্বেষ আছে। তাই তাঁহার এমনকপে বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ। জমীদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারেন, ভদ্রলোক মাত্রের এই ইচ্ছা। কিন্তু অত্যাচার নিবারণের এ উপায় নয়।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে শাসন প্রণালী আছে, তাহা উপাদেয় নহে। উহার সংস্থানগত কতক গুলি দোষ আছে। প্রণালীর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সংশোধন হওয়া সুসাধ্য নহে। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে মহাসভার কর্ত্তৃত্ব হয় এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গত বারের সোমপ্রকাশে উহার কারণ স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীগত কএকটী দোষও প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি সাধারণ্যে যে কএকটী দোষের বিষয় আন্দোলিত হইতেছে এবার তাহা আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতিপোষক যুক্তির স্বরূপ উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রাজা ও নবাবদিগের প্রতি অবিচার বিষয়টীর উল্লেখ করাই আজি আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। টঙ্কের নবাব লাড়া ঠাকুরকে বধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হয়। একজন ইংরাজ আফিসার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে যান। তিনি নবাবের অসমক্ষে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে দোষী স্থির করেন। এরূপ বিচার বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। নবাব যদি বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া না থাকেন বিপক্ষ পক্ষের চক্ষে অনুসন্ধানকারী ইংরাজ আফিসরের চক্ষে তাঁহার দোষী প্রতিপন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ শত শত দৈবঘটন ঘটিতেছে। আর যদি নবাব বাস্তবিক ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যেরূপে তাঁহার অপরাধের বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতে ইংরাজ জাতির অবলম্বিত বিচার পদ্ধতি কলঙ্ক সুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অপরাধির অসমক্ষে বিচার করা সভ্যজন সমাচরিত পদ্ধতি নহে। এই দোষের নিবারণ কামনা করিয়া সেদিন আলডারলির

লার্ড ডার্বি লার্ড ডেবির হাউসে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণের আপীল শ্রবণার্থ প্রিবি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। লার্ড আর্গিল ইহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, প্রিবি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি হইতেছে না। ঘটনা স্থলে গিয়া অনুসন্ধান না করিলে দোষ নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। প্রিবি কাউন্সিলের তাদৃশ সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তিনি কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব না হইতেছে, তাবৎ উল্লিখিত কমিসন নিয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজগণের সুবিচার প্রত্যাশা অল্প। মহাসভার সাক্ষাৎ না হইলে ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিষয় লইয়া সভ্য গণের মহাসভায় যথানুরূপ কথিত হইবার বিষয়ে বিশেষ যত্ন জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ দিগের অধিকার হইয়া অবধি ভারতবর্ষীয় রাজগণের যথার্থ পলিটীকাল এজেণ্ট ও রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রাজ্য বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনুগ্রহের অধীন হইয়া সুখ দুঃখ ভোগী হইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সচরাচর নিজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং রাজগণের সুবিচার লাভ হয় না। সময়ে সময়ে হেষ্টিংস ও ডেলহাউসি প্রভৃতি শাসন কর্ত্তারাও রাজগণের বিপক্ষতাচরণে ঊনা হীন হন নাই। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। ইহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষে মহাসভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব লাভই সংশোধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

—০:০—

রাজপুরুষ দিগের অনুগত প্রতি পালন।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিজে না পারুন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দিয়া যেমন আশ্রিত প্রতিপালন করিতে পারেন, অন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা বোধ হয় এরূপ পারেন না। ওদৈহি সর্ব্বত্র পরং মিথ্যা হতে। "ওণ সর্ব্বত্র সন্মান হয়। "গুণাঃ শ্রিয়ন্তেৎ বিকৃতা ন সংস্কারঃ। " গুণই প্রীতির কারণ, পরিচয় নহে। বহুদর্শি পণ্ডিত গণের প্রণীত বাক্যগুলি আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। রাজকর্ম্মে তাহাদিগের আশ্রিত প্রতিপালন ক্রমেই অনেক দিন অবধি ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এ বিষয় প্রধান শাসন কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হয়। লার্ড ডেল হাউসি প্রভৃতি দুই একজন শাসন কর্ত্তা দুই একটী মিনিটও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলে নাই সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লিবিলিয়া সেরা যে আবেদন করেন, তদ্দ্বারা উহা বিশেষ রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এই বারে উহার নিবারণ হইতে পারে। এখন যিনি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শীর্ষ স্থানে আছেন, সকল বিষয়ের সংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কণিক লোকও নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা আছে। লার্ড নর্থব্রুক উল্লিখিত দোষের নিবারণ বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, আমরা আগ্রহ সহকারে এই অনুরোধ করিতেছি। আশ্রিত প্রতিপালন দোষনিবন্ধন গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি অনেক উপযুক্ত লোক খোসামোদ করেন না বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সে সকল ইংরাজ উচ্চপদস্থ তাঁহাদিগের অধিকাংশই এই খোসামোদে

এলাহাবাদীকৃত [illegible] উহাদিগের স্বজাতীয় এক ব্যক্তি এই ছিদ্র বলিয়াছিলেন ইহারাদিগের খোসামোদ করিতে পারিলে পুরস্কৃত করিয়া লওয়া যায় এমন কার্য্যই নাই।

—০:০—

ইংলণ্ডের একটী বিশেষ উন্নতি চিহ্ন।

৩১ এ আষাঢ়ের বিজ্ঞ পত্রিকাতে হরিনামের একটী সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া সুখোদয় করিলাম। জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণার্থ ঐ স্থানে একটী জনসাধারণ সভা হইতেছে। ঐ সভা হইতে অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা করা হইবে। ইহাই অত্যাচার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এই বঙ্গদেশের উন্নতির একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। দেশের লোকে দেশের লোকের অত্যাচার নিবারণ চেষ্টা পাইয়া যেরূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, বিদেশীয়ের সেরূপ কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। পূর্ব্বে দেশের ভদ্র লোকেরা অত্যাচার বর্ণন করিতেন; প্রতীকার করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে দুঃখ হইতেন, কেহ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া অত্যাচারের কথা মুখে আনিলে তাহাকে বিরক্ত ভাবে বুঝ হইতে হইত। এই কারণে দেশ উন্নত করিতেন না, অত্যাচার বর্ণন করিতে নীরব হইয়া থাকিতেন। সুতরাং অত্যাচারিরা নির্ব্বিঘ্নে যথেচ্ছ শাসন করিত। যাহাই যে যে গ্রামের লোকের অত্যাচার প্রতিরোধ চেষ্টা নাই, সেখানে অত্যাচার নিবারণ প্রয়াস আছে।

[illegible]

নিবারণের চেষ্টা করেন, পূর্ব্বে কখন একথা শুন যায় নাই। উহে গকারিদিগকে এইটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে হইল। তাঁহারা যেন অত্যধিক উৎসাহবশতঃ কায়েল সাহেবের প্রিয় শাসনকর্ম্মচারিদিগের ন্যায় কর্ত্তব্য সীমা অতিক্রম না করেন।

আমরা এস্থলে চিত্তসাধিনীর এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ উল্লিখিত সভার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে পারিবেন।

"বিগত শুক্রবার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ পচন্দ্র গুপ্ত উকীলের বাসায় জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় এ জেলাস্থ জমীদার উকীল মোক্তার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয় জনসাধারণ সভার আবশ্যকতাবিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থ সমুদয় সভ্যগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই সভাকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিলেন।

সভার কার্য্য বিধানের ভার কয়েক জন সভ্যের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, উঁহারা যে নিয়মে কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিলেন, এবং সেই সকল প্রস্তাবে সমুদয় সভ্য সম্মত হইলেন।

এই জনসাধারণ মূল সভা থাকিয়া তাহার অধীনে একটি কার্য্যবিধায়িনী সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার বসিবে, আবশ্যকমত সময়ে সময়ে তাহার অধিবেশন হইতে পারিবে। বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে অধীন সভা মূল সভাকে আহ্বান করিয়া লইবেন।

এই সভাতে নানাশ্রেণীর লোক সভ্য থাকিবে। দেশীয় জমিদার, উকিল, মোক্তার, বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি সভ্য হইবেন, কিন্তু যাঁহারা সরকারি কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিবেন না। যেহেতু এই সভাতে কখন কখন রাজকীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা হইতে পারে। এই নিমিত্তই সরকারি কার্য্যকারক বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত হইলেন। ঢাকা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে যে সভা আছে, সেই সভার সহিত এই সভার যোগ থাকিবে। সভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সভ্যগণ বার্ষিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন, আর প্রবেশ সময়ে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কি সমাজ বিষয়ে এই সভায় কোন কথা হইবে না। জমিদার কি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীড়িত প্রজাগণের দুঃখ মোচন করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য, তৎপরে দেশের সুখ সচ্ছন্দতা কিম্বা অন্যান্য হিতকর কার্য্য করিতে সভা সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।"

প্রহার দণ্ড।

যত সভ্যতার উন্মেষ হইতেছে, তত কোথায় নিষ্ঠুর দণ্ড অন্তর্হিত হইবে, তাহা না হইয়া উহা ক্রমে বিলক্ষণ পুটা বয়ব হইতেছে। আমাদিগের এখানকার রাজপুরুষদিগের ঐ দণ্ডটী বিলক্ষণ মিষ্ট লাগিয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ রুচিটী ক্রমে সংক্রামিক হইয়া এদেশীয়দিগের মনো মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় লিখিত দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশের কোন জেলা স্কুলের একটী বালক স্কুলে অত্যন্ত দূষিত কোন অপরাধ করে। প্রধান শিক্ষক (বাঙ্গালি) প্রহার করাই উহার প্রকৃত দণ্ড স্থির করিয়া এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির গোচর করেন। কমিটি স্কুলে সকল বালকের সম্মুখে উহাকে প্রহার করিবার আজ্ঞা দেন। ইহা কমিশনরের গোচর হইলে তিনি প্রহার করিবার কোন আইন খুঁজিয়া না পাইয়া এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মত কি জানিবার জন্য ডাইরেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠান। ডাইরেক্টর এমন সকল অপরাধে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া কাগজ পত্র সকল গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। কায়েল সাহেব বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী যাহা ইচ্ছা করুন, তিনি এ বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রহার দণ্ড অসভ্য কালোচিত, ইহা কেবল নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন সজ্জন সমাজের উপেক্ষিত নয়, ইহা অনেক সময়ে অসময়ে প্রাণি হত্যার কারণ হয়। দণ্ড দাতাদিগের বিবেচনার দোষে ইতঃ পূর্ব্বে অনেক ব্যক্তি প্রহার প্রভাবে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আজিও একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিদিগের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কত দূর অনুমোদন করেন নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার সুন্দর পরিচয় হইবে। ইজরা কোহেন নামক এক ব্যক্তি ১২০০ টাকা চুরি করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হয়। সে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকে। গত সোমবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক মাস কাল সে এই জেলে ছিল। ইতিমধ্যে তাহার আত্মীয়গণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, সে অতিশয় দুর্ব্বল ও পীড়িত, তাহার মেয়াদ কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। কায়েল সাহেব ইহাতে অসম্মত হইয়া বলেন, জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে দিবেন। তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন আত্মীয়কে

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাকেও তাহার আত্মীয়গণকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে দেওয়া হয় নাই, উহার কারণ সে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কারয়া চিঠি ছাপাইতে পারে না। একথা সে কয়লা দ্বারা লিখে। এক জন খালাসী কয়েদী ছয় খানিতে চিঠি পাঠাইবার চেষ্টা করে ধরা পড়াতে তাহাকে নির্দ্দয় ভাবে চাবুক মারা হয়। তাহার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পীড়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ দেখা করিতে যায়। জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পীড়া হয়নাই বলিয়া দেখা করিতে দেন না। তাহার মৃত্যু হইলে পর দিন তাহার আত্মীয়গণ সংবাদ পায়। তাহারা বলে, যখন মৃত দেহ তাহাদিগকে দেওয়া হয় তখনও তাহার পৃষ্ঠদেশে নূতন আঘাতের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয় যেমন সেময় আছে ডাক্তারেরা সকলের পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্রহার বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

জেলের অধ্যক্ষেরা বিবা বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করেন। ইহাদিগের। দুই চারি জন কয়েদী নয়, শত শত কয়েদির ধাতু ও অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কাজ করান কি সম্ভাবিত হয়? বিশেষতঃ কয়েদিদিগের সহিত অধ্যক্ষদিগের সমসুখদুঃখতা নাই, প্রভূত বিভেদ আছে। এরূপ স্থলে বন্দী'দিগের অবস্থাদির অনুসন্ধান লইবার সম্ভাবনা অল্প সন্দেহ নাই। যে স্থলে এরূপ ঘটনা সেখানে প্রহার মাত্রাধিক্য যে অনর্থাবহ হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এই সকল দেখিয়াও যদি প্রহার দণ্ডে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইতেছে দয়ালুতা ও সহৃদয়তা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

সমাজ কণ্টক।

ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কণ্টক আছে। ঐ কণ্টকের শ্রেণী ভেদ আছে। যাহারা ধর্ম্ম ভানকে আবৃত হইয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তাহারা এক শ্রেণীর ধর্ম্মকণ্টক। যে সকল ব্যক্তি বাহিরে ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া গোপনে অনুষ্ঠান দুষ্কর্ম্ম করে, তাহারা ঐ শ্রেণী ভুক্ত। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা উহাদিগকে বিড়ালব্রতী ও বকব্রতী প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন (১) কি খৃষ্ট কি মুসলমান কি ইহুদী সকল ধর্ম্মেই ঐরূপ কণ্টক দল আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নূতন ধর্ম্ম, তাহাতেও কিছু পরিমাণে ধর্ম্মকণ্টক প্রবেশ করিয়াছে। যদি সুক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ে যথার্থ ধার্ম্মিকের অপেক্ষা ধর্ম্মকণ্টক অধিক দৃষ্ট হয়। আমরা উহাদিগকে ধর্ম্মকণ্টক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, অন্যেরা উহা দেখে যাহা আড়ম্বর দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হয়, শেষে প্রতারিত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি হস্ত শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। উহারাই নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট নয়, অন্যেরা তাহা বুঝিতে পারিয়া না।

এইরূপ [illegible] কণ্টক আছে। তাহারা ধর্ম্মের ভাবে মুগ্ধ হয় ও সাধারণের প্রভাব হরে সহসা বোধ হয় যেন তাহাদিগের মূল রাজনীতির উন্নতিকারক' অন্য নাই কিন্তু তাহাদিগের রাজনীতি প্রায় সকলই অনিষ্ট হয়। যাঁহারা এদেশের মত লইয়া কোন কাজ করিতে চান না, তাঁহারাই রাজনীতি কণ্টকের প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। এদেশীয়েরা অযোগ্য এই বলিয়া যাঁহারা এদেশের বর্ত্তমান উন্নতির পথ রোধ করিয়া থাকেন তাঁহারা দ্বিতীয়। এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের সমান স্বত্ব ভোগ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে যাঁহারা বিরক্ত হয়েন, তাঁহারা তৃতীয়। এইরূপ রাজনীতি কণ্টকের বহুল শ্রেণীবিভাগ আছে। সে সকলের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আমি আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, সমাজ কণ্টকের বিষয়ের উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে মস্তক দেখে রাখেন, তাঁহারা প্রকৃত শ্রেণীর সমাজকণ্টক। সমাজ যত দূর উন্নত করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার কোন ভাগ ভেঙ্গে গড়াইতে চাহেন। সমাজ কণ্টকেরা সেই [illegible] পারিয়া [illegible] যে সমাজ ধর্ম্মের [illegible] সমাজ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কিছু পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। সমাজের সাধারণ যে সকল ধর্ম্ম [illegible] ধর্ম্মের সার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(১) ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্চাদ্বিকোলোক বঞ্চকঃ। বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধক॥

বহুজনসমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করে এবং মনের ও পর ধন্য আপনার ধর্ম্ম চরণ মুক্তাত্ত মুকুলকে জানায় পরম গ্রহণের সদা অভিলাষী, লোক বঞ্চক নিষ্ঠুর বিশ্বজন নিন্দুক এইরূপ ব্যক্তিকে বিড়ালব্রতী বলে। নিকাল সেবন মুষিকদিগের প্রাণ সংহার ধর্ম্ম ব্যাপদিষ্ট বিড়ালের প্রাণ হরণ করে, বৈড়ালব্রতিকদিগের আচরণও সেইরূপ।

অপেক্ষাকৃত [illegible] [illegible]

আপনি যেন মনে [illegible] [illegible] [illegible]

জ্ঞান নাই, কিসে কি হয় জানে না ও বুঝে না, আপনারা যা খুসি ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যের অণু মাত্র সামাজিক ব্যক্তি ক্রম দর্শন করিলে এক কালে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া চাল খড় ধরিয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এ সকলের বিষয়েও আজি কিছু বলা আমাদিগের অভীষ্ট নয় সমাজের এক দল যে ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাদিগের গুণ বর্ণনই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ পাপাত্মারা সমাজকে একান্ত অসুখিত করিয়া তুলিয়াছে। উহারা কেবল সমাজের নয়, গ্রামেরও কণ্টক। উহারা অকস্মাৎ বিপদে পড়িলে খোট মাথরিয়া। আদালতে দুই চারিটী সাক্ষ্য দিয়া উহাদিগের মনে এমনি অভিমান জন্মে যেন উহারা আদালতের সমুদায় জানে। আইন উহাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী, বিচারের রীতি নীতি উহাদিগের কিছুই অবিদিত নাই। কোন্ মকদ্দমায় বাদীর বা প্রতিবাদীর জয় পরাজয় হইবে হাকিম চাঁদ কি লেট উহারা তাহা বুঝিতে পারে। অল্পস্থলে লোকের নিকটে আপনাদিগের এ ক্ষমতার পরিচয় দিবারও ত্রুটি হয় না। এইরূপে অজ্ঞ নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে বিমোহিত করিয়া তাহাদিগের নিকটে বড় লোক বলিয়া পরিচিত হয়। গ্রামবাসিদিগের পরস্পর কোন প্রকার মনোমালিন্য জন্মিয়া বিবাদের সূত্র পাত হইলে উহাদিগের কতক এক পক্ষ কতক অপর পক্ষে গিয়া যোগ দেয়। আপনারা পরামর্শ দিয়া উহাদিগকে আদালতে লইয়া উপস্থিত করে, মকদ্দমা বাধাইয়া দেয়। যে কয় দিন মকদ্দমা থাকে, উহাদিগের দক্ষিণ হস্ত ব্যাপারের বড় ভাবনা থাকে না। বৈরনির্য্যাতনলিপ্ত নির্ব্বোধেরা উহাদিগের মন্ত্রণিবা হইয়া উঠে। উহারা যাহা বলে তাহারা গুরু বাক্যের ন্যায় তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লয়। কিন্তু আপনারা কাঁদে পা দেয় না। উহারা আদালতে যায়, কিন্তু দূরে থাকে, সেই স্থান হইতে কুমন্ত্রণা দেয়। বিচারপতির নিকটে গেলে বাণীকর বলিয়া পায়ে ধরাইয়া দেয় এই শঙ্কা আছে। একটু পীড়াপীড়ি দে খলে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়, কেহ তাহার অন্বেষণ পায় না।

এই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে গ্রামকে মুক্ত করিতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। আমরা পরামর্শ বলি যে যে গ্রামে ঐরূপ দুরাত্মাদিগের প্রাদুর্ভাব আছে, সেই সেই গ্রামের অভদ্র লোকেরা একবাক্য হইয়া রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানান, উহাদিগের হইতে গ্রাম ছারখার হইতেছে। উহারাই আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। উহাদিগের হইতে গ্রামবাসিরা কেবল অসুখিত নয়, দেশেরও সাতিশয় দুর্নাম হইতেছে।

—:০:—

রাজপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়।

আমরা বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরির সৎকার্য্যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া বার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তিনি কেবল নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, রাজপুরেও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়াছেন। ১ লা জুন হইতে ১৭ ই জুলাই পর্য্যন্ত রোগির সংখ্যা ও ব্যয়ের কর্দ্দ এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ ব্যক্তি চিকিৎসার্থ আগমন করে। ১০৮ জন আরোগ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। ৪৮৪ জন চিকিৎসাধীন আছে। ১০ জন অনুপস্থিত হইয়াছে। এই অল্প কাল মধ্যে ১০০ টাকার ঔষধ বিতরিত হইয়াছে। চিকিৎসালয় স্থাপনের পর তত্ত্বাবধান বিষয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে সচরাচর যেমন ভাল বৈদ্য ও ভাল ঔষধ পাওয়া যায় না, এখানে যদি সেরূপ না হয়, রাজপুর যেরূপ স্থান, এই ঔষধালয় দ্বারা বিস্তর লোকের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

—:০:—

রাজপুরের বিবরণ। (১)

রাজপুর বশুড়া জিলার উত্তর। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে হিমালয়। উত্তরে জলপাই গুড়ি। উত্তর পূর্ব্বে কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গোয়ালপাড়া ও ময়মন সিংহ।

ইহার সর্ব্বস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা সমান নয়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। ইহার পরিমাণ ৯৩ মাইল। ঐরূপ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭ মাইল প্রশস্ত। সমুদায়ে ভূমির পরিমাণ ফল ৩৭৮৮ বর্গ মাইল।

সমুদায় জিলাটী সমতল। উত্তরাংশে বিস্তৃত ও সুকোমল পরিসর। অবশিষ্ট ভূমি নিম্ন। মধ্যে মধ্যে বালুকা ও মৃত্তিকা আছে। জিলার মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র জলা ও বিল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব জিলার অর্দ্ধ ংশ বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র তিস্তা করতোয়া প্রভৃতি অনেক গুলী নদী আছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তাতেই বারমাস নৌকা যাতায়াত করে।

জিলার মধ্যে বন জঙ্গল ও হিংস্র জন্তু বড় অধিক নাই। উত্তম চাস হয়। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইক্ষু অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অংশে তুঁত জন্মে। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ধান্য হয় না, তমাক ও আদা বিস্তর জন্মিয়া থাকে। পাট জিলার সকল স্থানেই বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে ও ব্রহ্মপুত্রের কোন কোন চরে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। নীলেরও চাস আছে। কিন্তু এখন উহা পূর্ব্বের মত হয় না। ইউরো-

(১) রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জি, গেজিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত রিপোর্ট অনুসারে লিখিত।

পীর নীলকর নাই এদেশী চাষীরা উহার চাষ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা করা হয়, তাহাতে রঙ্গপুরের মফস্বলে [illegible] লোক স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৯১ [illegible] অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। [illegible] মুসলমান ধর্ম্মের ধর্ম্মনীতি [illegible]। [illegible] লোকের উচ্চ শব্দ নাম। রঙ্গ জিলার মধ্যে [illegible] অন্য জিলার সামান্য লোক [illegible] এরূপকার অধিকসংখ্যক সমাগম [illegible] রঙ্গপুর ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। পাদ্রি রেণ্টিক স্বয়ং রঙ্গপুরে গিয়া উহার কার্য্য আরম্ভ করেন। জমীদারেরা ঐ [illegible] সমস্ত অর্থ প্রদান করেন। কুচবিহারের রাজা একটী পাকা বাড়ী দেন। এক্ষণে আর ঐ কাচারিতে স্কুল হয় না।

[illegible] রঙ্গপুরের প্রাচীনত্ব ও ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মুহাম্মদীয় [illegible] অন্যতর লোক প্রসিদ্ধ ভগদত্তকে [illegible] আনয়ন করিয়াছেন। প্রাচীন কালের [illegible] বৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কুচবিহারের লোক [illegible] ভগদত্তরাজা। তদ্ধ [illegible] হইয়াছে। রঙ্গ অর্থ আমোদ। তাই রঙ্গপুর হইল। এ ব্যুৎপত্তি হয়ত যথার্থ নহে। আর একটী ব্যুৎপত্তি এই, ভগ [illegible] তাহার নাম শিরাবতী তাহার [illegible] পরে [illegible] এই নাম হইয়াছে

অতি প্রাচীন কালে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্গত ছিল। [illegible] নদী কামরূপ ও মৎস্য এই উভয় দেশের সীমা। মৎস্য [illegible] এক্ষণে বাঙ্গলা দেশ হইয়াছে

রিপোর্ট লেখক [illegible] চীনকালের চারি রাজবংশের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে চারি এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন কামরূপ, পুরী ও কুচবিহার রাজবংশ। পৃথু রাজার সময়ের আগে সমস্ত অর্দ্ধেক চাকলেশ্বরীদহ ও অর্দ্ধেক জল পাইগুড়ির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে আসিয়া মিলিত হয়।

অতঃপর মুসলমানকৃত জয় ও ইংরাজ অধিকারের সময় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের যে যে বিষয় ঘটিয়া গিয়াছে। সেও এর সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এ শ্রাবণ সোমবার।

লার্ড মেওর স্মরণার্থ কতই ৫০ হাজার উদ্বৃত্ত টাকা কি রূপে ব্যয় করা হইবে, তাহা লইয়া বড় গোলযোগ হইতেছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বলিতেছেন, কলিকাতায় মেটিয়া হাঁসপাতাল বাটীটী এই টাকা দ্বারা সম্পূর্ণ করা হউক এবং ইহাতে লার্ড মেওর একটী প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হউক। কর্ণেল হটন বলেন, এই টাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থ একটী কালেজ স্থাপন করা হউক। পীড়িতদিগের জন্য কোন পর্ব্বত প্রদেশে একটী আবাস নির্ম্মাণ করা কর্ণেল ওয়াটসন হাউসের মত। বঙ্গদেশস্থ খ্রিষ্টেলদলিগের খ্রিষ্টিই প্রাণ লজের মতোরা বলেন, "বঙ্গদেশের জন্য যেও খ্রিষ্টেলপ্রদ হল" নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করা হউক। যাঁহার যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তিনি সেই দিকেই টানিতেছেন, এমন অবস্থায় যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় এমন একটী বিষয়ে এই টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে এই টাকায় জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া দরিদ্রগণের উচ্চ শিক্ষার উপায় বিধান করা হউক। অনেক বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তিই দুঃখ বৃত্তি শিক্ষা বিরহে বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা পোষ্ট আফিসের ডাকমুহুরি রামকৃষ্ণ যে পেয়ারা রেজিষ্টারি চিঠি অপহরণ করিয়াছিল সেসিয়নের বিচারে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচবৎসর জেল হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে পাথুরিয়াঘাটার [illegible] বিদ্রোহী প্রজার যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার অপর পারস্থ কোন জেলে প্রেরণ করা হইবে। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কি গর্দ্দভপৃষ্ঠে করিয়া দেওয়া হইবে?

ঘোষাইয়ের অতি-চীর্থ ডিস্রায়েলি স্ত্রী ও দুটী পুত্র লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। ঘোষাই সকল বিষয়েই এ অঞ্চলের পরাজয় করিলেন। শশি বাবু সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইনি সপরিবারে গমন করিলেন।

পারসোর সাহা ইউরোপে যথা আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন, এদিকে পিরাজে অরাজক কাণ্ড সকল ঘটিতেছে। তথায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাহা ইউরোপে পদার্পণ করিলে যে বিপুল অর্থ লইয়া গিয়াছেন, তদ্বিনিময়ে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও যারো অনেক অরাজক কাণ্ড ঘটিবে।

এদিকে ভারতবর্ষে মাদ্রাজে বহু বিবাহ উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। এ দিকে আমেরিকায় বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, কতকগুলি স্ত্রীলোক এই চেষ্টা করিতেছেন। সেলফসেটসের কতকগুলি স্ত্রী লোক বহু বিবাহের জন্য একটী আইন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি এই, তথায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, সুতরাং এক একজন পুরুষ কয়েকটী করিয়া স্ত্রীকে বিবাহ না করিলে চলে না। যাইবলেও বহু বিবাহের প্রতিষেধ নাই। যে স্থানের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ংই ছল করিয়া খৃষ্টান বিবাহ করেন এবং ইচ্ছা হইলেই এক একজনকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহাদের হইতে এ প্রস্তাব প্রস্তাব হওয়া বিস্ময়কর নহে।

একখানি ইউরোপীয় সম্বাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি [illegible] হইতে দুটী [illegible] বোম্বাই [illegible] উপস্থিত হয়। পার্লামেণ্টের [illegible] সমস্ত মহাশয়দের [illegible] দরকার আছে, এ খানিকা দুটীও [illegible]। বিশেষের মধ্যে এই ইহাদিগের পরস্পরের [illegible]। [illegible] ছোপাদি [illegible] পরিয়াছেন, ইহাদিগের [illegible] [illegible] দুই খানি [illegible] [illegible] [illegible]

সম্রাট উইলিয়ম আজি পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইতে পারেন নাই, শীঘ্র যে হইবেন সে সম্ভাবনাও অল্প। বুঝি ফ্রান্সের শাঁপ হাতে হাতে লাগিল।

লাট লরেন্স ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্য ৷ কমাণ করুন। তাঁহার মতে ৬০ হাজার সৈন্যই ভারতবর্ষ রক্ষার্থে পর্য্যাপ্ত। আমরা বরং বর সৈন্য সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। আমাদিগের বিবেচনায় ৫০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত একটী কবি প্রদর্শনের জন্য ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পিয়রসিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য পাঠাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, কাবেল সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিদ্যাপ্রকাশ হইয়া পড়িবে এই শঙ্কা কি বিরোধিতার কারণ?

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ষ্টেট সেক্রেটারির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি কাবেল সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন তিনি যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বরং বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা হইবে। সংস্কৃত সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও ষ্টেটসেক্রেটারির মতে বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত হইয়াছে। লর্ড আর্গাইল কাবেল সাহেবের বিষয়ে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেদিন চম্পারণের অন্তর্গত শালগ্রাম পুরে ডাকা হইয়া একটী খুন হয়। উক্ত গ্রামের বাবু রামগোলাম সাহা নামক এক ধনী ব্যক্তি ইহার মূল। সাহেবের সেসিয়ন জজ উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। বাবু রাম গোলাম এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। এই রূপ যতই ধনবান ও প্রবল লোকদিগের অত্যাচার নিবারণের প্রস্তাব উপস্থিত।

গত শনিবার নারিকেল ডাঙ্গায় একটী পুষ্করিণীতে একটী বাঙ্গালিস্ত্রীলোক মহাশয় হইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মনে অনেক দেখাইল। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের এরূপ মৃত্যু সংবাদ পূর্ব্বে শুনা যায় নাই।

ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষা, প্রভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আর তাদৃশ প্রভাব নাই, শ্রাদ্ধ শান্তি কর্ম্ম কাণ্ড ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তাহাদেরও অন্ন জুটা ভার হইয়া পড়িতেছে, যজমান শিষ্যের বাটীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় লাভ তাদৃশ নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কর্ম্মকাণ্ড উপলক্ষে লুচি মণ্ডাটা হইত, তাহারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকে আজি কালি কর্ম্ম কাজ উপলক্ষে সাহেব খাওয়ান আরম্ভ করিয়াছেন। গত শুক্রবার শ্রীরাম পুরের বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা নারকপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার করাইয়াছেন। কলারে দেশে আসিয়া সাহেবেরাও কলায়ে হইয়া উঠিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট কোন বন্ধুমুখে শুনিয়াছেন, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফিউমেসন হইয়াছেন। চিরকাল একরূপে থাকা ভাল দেখায় না।

অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমেরিকায় আজি কালি অর্থের কিছু সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক টিণ্ডাল আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া চারিমাসের মধ্যে ৪১০০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

ব্রাডফোড অবজর্ভরের সম্পাদক কটলেজ সাহেব রাজস্ব কমিটীকে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও বরাবর এই কথা কহিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষে না আইলে কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরাজ দিগের এবং দুই একজন এদেশীয়ের সাক্ষ্য লইলে প্রকৃত কাজ হইবে না। হিন্দুপেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছেন, যে কতকজন এদেশীয়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার কথা হইতেছে, তাহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয় যে উত্তমরূপে ইংলণ্ডের হৃদয়ঙ্গম হইবে সে আশা অল্প। কসেট সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে চান, যাহাতে উক্ত কয়টী এদেশী আসিয়া অনুসন্ধান করেন তাহার উপায় বিধান করুন।

পত্রাঘাতে মহাত্মা কর্ণেল মেণ্টাল সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ইংরাজদিগের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

১ লা শ্রাবণ মঙ্গলবার।

শুনা যাইতেছে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতাতেও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন চেষ্টা পাইতেছেন। এ নিমিত্ত তিনি কলিকাতা মিউনিসপালিটী হইতে অর্থ সাহায্যের মানস করিয়াছেন। যখন লার্ড আর্গাইল কাবেল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি?

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, উক্ত নগরে চুরির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে দিবা ভাগেও চুরি হইতেছে। টাকার অধিক ধনবান হইলেই নিশি রাত্রি জাগা থাকে না।

সীমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে অনেক পেশোয়ারি পাঠান পাঁচ পাঁচ সোয়াটের আধুনিক মেজর মাকডোনাল্ডের হত্যাকারী বিরাম খাঁকে নিজ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার বোধ হয় তাহাকে নিজ পাপের ফলভোগ করিতে হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন হইল, একব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল ভ্রমে নিজ সন্তানকে হত্যা করিতে আমেদাবাদের সেসিয়ন জজ উহার ১৪ বৎসর কারাদণ্ড দেন। মোকাদ্দমা হাইকোর্টে আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

হালের জ জা হইয়াছে। প্রকৃত পাণিগণ। বিবেচনা করিয়া আপীল করিও।

ষ্টেল টাইমস বলেন, এবার অতি অল্প পরিমাণে পাটের চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসরে যে পাট জন্মিয়াছিল এ বৎসর তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা এক অংশ ক্রয় করিবেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে ভারতসমীপে [illegible] নিকটে এই মর্ম্মে এক পত্র [illegible] যে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে একদল বন্দুকধারী সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্টেনেণ্ট [illegible] ইচ্ছা হইয়াছে।

ঐ কাগজ লিখেন, সেদিন বর্দ্ধমানের রাণীর হাতী বিগড়ে গিয়াছে। তিনি ইডেন গার্ডেনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় একটী বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভাঙ্গিয়া তাহার এত নিকটে পড়িল যে আর একটু হইলেই তাহার মস্তকের উপরে পতিত হইত।

যেরূপ কাণ্ড হইতেছে তাহাতে আর সাবধান লেখা পড়া এসব কাজ কর্ম্মের যো নাই। সেদিবস মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি পোষ্ট আফিসের ডেড লেটার অফিস নামে এক জন কেরাণীর নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজী হিন্দুস্থানী ফারসী মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটী লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা [illegible] বেতন ৫০ টাকা। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে বর উইলিয়ম জোন্স না হইতে পারিলে আর ২০।২৫ টাকার একটী কর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর।

একজন [illegible] টাকা মূল্যের একটী অশ্বশূন্য [illegible] একটী [illegible] টাকা ছিল) ক্রয় করিয়া [illegible] লার সাহেব বাহিন [illegible] উহার ৩ মাস কয়েদ দিয়াছেন।

যেসপুরের রাজা গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য শীঘ্র সিমলায় আগমন করিবেন।

গত [illegible] হইতে ২১৯ ৯১২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও ৫২৭৩৮২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছে এম এস ওয়াকোপ এবং পায়ু এচ, উইলসন সাহেব দুই বৎসর করিয়া বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, আগামী ২৪ এ জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

মুরশিদাবাদ পত্রিকায় পাটনা বাসির অন্তর্গত জিতপুর নিবাসী কর্ম্মকারির যে শোচনীয় অত্যাচার বৃত্তান্তটী প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা অনুরোধ করি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যেন তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি পাত করেন।

২ রা শ্রাবণ বুধবার।

ইণ্ডিয়ান মেলিমিউস বলেন সেদিন একজন মুসলমান দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পত্নীকে এক কন্যা সহিত পরিত্যাগ করে, পরে দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া ঐ স্ত্রীকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য উহাকে এক নৌকায় করিয়া গঙ্গার উপর লইয়া যায়। স্বামীর বাসস্থান বন্দ দ্বীপান্তর বাস এবং ঐ দুই জনের ১০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

এবার পুরীতে ৮০ হাজার বিদেশীয় যাত্রী হইয়াছিল, এ ভিন্ন পুরী ও কটকের লোক ধরিলে আর ৪০ হাজার হইবে। মাসের সুব্যবস্থা এবং কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পীড়া ও অন্য কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] পীড়া স্থাপন করিয়াছে। যখন তীর্থ যাত্রা করা হইয়াছে তখন যে কয় ডেপুটী এই যাত্রার অধিক ভাল উপস্থিত।

বিহারী গেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাবু ভারতীয় ডিবিজনের কমিশনর দিগকে বলিয়াছেন যে স্বদেশীয় যুবকেরা সেবাদলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম রেজিষ্টরি করেন। কাহার সাহেব আজিও যে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন?

বঙ্গদেশের মধ্যে সাধারণের [illegible] অন্যে এমন আর কুত্রাপি নয়। [illegible] লিখিয়াছেন, এবার উপায় [illegible] আর রাস্তা মেরামতের অধিক আবশ্যক হইবে না। সামান্য মেরামতেই অনেক হইয়াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত অকৃত্রিমের সম্ভাবনা।

নীলকরেরা পুনরায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন। কাহারা মধ্যে মধ্যে উঁহাদিগের একটী অত্যাচার সমাচার শুনিতে পাইতেছি। ৩ রা শ্রাবণের অমৃতবাজার পত্রিকায় নীলকরের অত্যাচার সম্বলিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। প্রথম উদ্যমেই রাজ পুরুষদিগের উহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। উহা যেন পুনরায় পূর্ব্বরূপ ধারণ না করে।

আসামমিহির বলেন, আসামে সেল ম লইয়া আজিও বিষম পীড়াপীড়ি হইয়া থাকে। যাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এমন লোকেও যদি সেলাম না করে সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হন, যাহারা সেলামের খিলুফ বোধ হয় তাহারাই অসন্তুষ্ট হয়।

অযোধ্যার শস্যাদির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তত্রত্য প্রধানতম কমিসনর উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। ইহার কিছু পরেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

সোয়াতের বাদুষের সুবিধায় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিদ্রোহগণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া ৫ শত সওয়ার লইয়া মক্কায় গিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছেন। বাদুষ তাহাকে আনিবার জন্য অনেকগুলি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাজি কালি লোকের মধ্যে একজন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উঠিয়াছে।

[illegible] উপবিভাগের ফৌজদার পুত্র ও [illegible] পুরের [illegible] যাবজ্জীবন দণ্ডে সেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, বস্তুতঃ আসামীরা ৮ই ডিসেম্বর মাসিক ১৮ টাকা বেতনে ৯০ জন অতিরিক্ত পুলিস কনষ্টেবল রাখা হইবে। আসামীদিগকে এই ব্যয় দিতে হইবে।

আমি কালি এই এক নূতন দণ্ড প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১২ ই জুলাই পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গেল বর্দ্ধমান রাজমালী ঢাকা চট্টগ্রাম পাটনা ভাগলপুর এবং উড়িষ্যা বিশেষতঃ পুরীতে আরো অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে চাষের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। বসন্ত ও ওলাউঠা অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু ক্রমে কমিতেছে। জ্বর বর্ত্তমানে সমভাবেই রহিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আগামী কল্য জাতীয় নাট্যশালায় অধ্যক্ষ গণ "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের অভিনয় করিবেন, ইহাতে যে টাকা উঠিবে মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রদিগকে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। যাহাদিগের মাইকেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা আছে তাঁহারা সকলেই এই অভিনয় দর্শন করিতে যান এই আমাদিগের অনুরোধ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি একখানি নূতন মুদ্রিত কপিল সূত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত লেখাটী অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডে রাজস্ব কর্ম্ম তীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার ইচ্ছা করেন, গত সোমবার তাঁহাদিগের আবেদন পত্র সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন বঙ্গদেশের ১৪। ১৫ জন আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন দেশীয় খৃষ্টান আছেন। একজন মাদ্রাজিও না কি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের যে'খণা পত্র দ্বারা পাবনার প্রজা বিদ্রোহিতার শান্তি হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিষ তাবৎ বিদ্রোহী প্রজাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রজারা অল্প অত্যাচারে বিদ্রোহী হয় নাই, ইত্যাদি

মাপ দ্বারা উহাদিগের জমী মাপ করিয়া দেওয়া হয়, নাম মাত্র পরিত্যাগ করিয়া এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর করিতে বলা অন্যায় কর সকল প্রকৃত খাজনার ন্যায় গণ্য করিতে বলা এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট যে সকল টাক্স জমীদারদিগের উপরে ধরিবেন সে সমুদায় দিতে বলা এত অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। যথার্থ কথা উহাদের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হয়। যাহা হউক এক্ষণে জমী সকল যথার্থ রূপে মাপিয়া দেওয়া হইতেছে এবং জমীদার খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে উহা কেটে জমা দেওয়া হইতেছে। আমরা বলি, জমীদারকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ সকল অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবনা অল্প।

পারিস রহস্য নামে এক খানি নূতন ফরাসীস্ অনুবাদ ২ খণ্ড অক্রূরদত্তের গলি দিবসী যন্ত্র হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড রঙ্গপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, এবার তথায় রথ যাত্রার ৪ জন মৃত হইয়াছে। এই ঘটনা ছোট লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বড় সুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টার সমর্থন করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড রথের বিরুদ্ধে এত লাগিয়াছেন কেন? পুলিষ যদি বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য্য করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি কোন দুর্ঘটনাই ঘটিতে পায় না।

উত্তপত্র তারকেশ্বরের মহান্তের বিষয়ে লিখিয়াছেন, নবীনের শ্বশুর ও শাশুড়ী৫০০ টাকা লইয়া মহান্তের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করে। মহান্ত কিছু দিন লুকাইয়া রাখিয়া চন্দন নগরে পলায়ন করে। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বাহিরে পলায়ন করিলে মহান্তের দণ্ডনীয় হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র যেরূপে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাতে তাহার অল্প মাত্র দণ্ড হইবে।

পাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (যেখানে হত্যাকাণ্ড হয় তাহা উঁহার জমীদারী ভুক্ত) মহান্তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক সাহায্য করেন। মাজিষ্ট্রেট আপাততঃ তারকেশ্বরের মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তির ভার একজন ডেপুটী কালেক্টরের উপর দিয়াছেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজকে আর এক জন মহান্ত নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ভূমি হইতে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা আয় স্থির করিয়া উহার ইমকম টাক্স ধরা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যাত্রিদিগের নিকট আয় আছে। তাহাতে প্রায় ৮০ হাজার-সমুদায়ে ১২০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আয় হয়। কেহ উপসংহারে লিখিয়াছেন, তারকেশ্বরের ভক্তেরা এই টাক্স কর্ত্তৃক অপরাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদিতে দান করিয়া টাক্স প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করুন। যে সকল ব্যক্তি ভূম্যাদি দান করিয়া এই সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য মত যদি কাজ হয়, দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। মহান্ত ধন সঞ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করণ সাধুগণের এ ইচ্ছা ছিল না।

৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার।

মাদ্রাজ পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর একজন হেড কনষ্টেবল ও একজন কনষ্টেবল এক ব্যক্তিকে চোর স্বীকার করাইবার জন্য এত প্রহার করে যে উহার সেই দিবসেই মৃত্যু হয়। উহাদিগের বিচার হইতেছে। পুলিস যে কার্য্য করাতে পড়িয়াছেন চোর ধরিতে না পারিলেও বিপদ ধরিতে গেলেও বিপদ।

এদেশে সংবাদ পত্রের যেমন দুর্দ্দশা এমন আর কোথায় নহে। সম্প্রতি অটলণ্ডের কনসার্ভেটিবেরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ৭০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এদেশে উৎসাহ নাই বলিয়া সংবাদ পত্রেরও তাদৃশ উন্নতি নাই। এ সকল বিষয়ের উন্নতি অর্থ

ডাক্তার মর্ফিক বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত। সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে

কিছু লেখা পড়া করিতেছিল, তাহাতে অনেকগুলি হইতেছিল।

ডিস্রেলি একটি বলেন, যে তিন ভিন্ন দলের কতকগুলি দোকানদারের সহিত কতকগুলি কুলির (যাহারা ইতর শ্রেণীর লোক কুলির কাজ করা তাহাদের ব্যবসায়) দাঙ্গা হয়, এবং তাহা এক দিবস এবং তাহার পর দিন পর্য্যন্ত ঐ সমুদায় দোকান লুট হইল। ডেপুটি কমিশনর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এদের মধ্যে কোন ছুর্ঘটনা ঘটে নাই।

সম্প্রতি সান্ফ্রান্সিস্কোতে একটী ভয়ঙ্কর ও কৌতুকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তি বৈবাহিক স্বত্ব প্রাপ্তির জন্য এক স্ত্রী রেখে কর্ম্মচারীদিগকে করে। ইতি মধ্যে অপর একজন যে চলকা দিয়াছে, সে ঐ স্ত্রীর প্রকৃত স্বামী। সম্প্রতি মধুযে হাসপাতাল ও কনভেন্ট কর্ম্মচারীদের তদনুসারে এই ব্যক্তির সম্পত্তি করাই কর্ত্তব্য।

ঐ স্ত্রী এখন মরিয়া।

পিসিডিয়ার লেখেন, সম্প্রতি মধ্য করাচি ও গোয়ালিয়রের মধ্যবর্ত্তী ইতো চটোপাধ্যায় ষ্টেশনের সমুখ গর্ত্তের ভাবে একটী ট্রেণের মাল জড়াইয়া যায়, ইঞ্জিনে উঠে পড়িয়া গেলে। এই জন্য সংবাদ আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছিল।

লর্ড রিপণ ডিসেম্বরে উটকামুণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন। শাসন কার্য্যের ভার পর্ব্বতীয় বেরেল জন্য করিয়া এতদিন তাহা জানিত না।

বিলাত-গমনোদ্যত পেরে ছোট লাগপুরের আড়াইটে বন্দি ধরিয়া ছাড়িয়া নাগরাজের ঐ হিন্দী চরিত্র।

ইণ্ডিয়ান পরিচয় প্রেস নামের কাগজের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ফ্রান্স এই আমার নিরাশ আলী পুনরায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিল এমন লিখিয়াছেন। তিনি বলেন কুলীরেরা আফগান স্থানের সীমার ১০ ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমীর আরো লিখিয়াছেন কুলীরেরা আর অগ্রসর হইতে

সোমপ্রকাশ।

না পায় এজন্য ইংরাজদিগের কাবুলে এবং জেলালাবাদে এক কাণ্টোনমেণ্ট স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কাবুলে নানা মতভেদ হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ইংরাজেরা কাবুলে প্রবেশ করিলে পুনরায় ১৮৪২ অব্দের অভিনয় হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কাবুল ইংরাজদিগের শাসনাধীন হয় দ্বিতীয় ইহার ইচ্ছা। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান রাজার অত্যাচার ও পীড়ন অপেক্ষা ইংরাজদিগের শাসন থাকিলে সুখী হওয়া যাইবে। অনেকের অধিকার অপেক্ষা ইংরাজ অধিকারে সুখ আছে এ কথা মিথ্যা নয়।

গত বুধবার বেলিয়াঘাটা খালের উত্তর রতন বাবুর ঘাটে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ৮ জন ছেলে ও খানি নৌকা মাছ বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উক্ত ঘাটের নিকটে আসিবা মাত্র অপরিচিত সাদা কাপড় পরা এক ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে ৪ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কন্যা ও অন্যান্য জিনিস পত্র লইয়া উহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখে। পুলিসে সংবাদ যাওয়াতে ইনস্পেক্টর আসিয়া উহাদিগকে মুক্ত করেন এবং আক্রমণ কারিদিগকে ধরিতে গিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ঘাটু বাবু সার সংগ্রহের তৃতীয় ভাগ ও বামাবোধিনীর নবম ভাগের ১০৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্যামপুকুরের মনোমোহিনী নামে একটী স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র বলিয়া তাহার স্বামী তাহার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া দেয়। স্ত্রীলোকটী অভিযোগ করাতে ডিকেন্স সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৩ মাস কারাবাস দিয়াছেন। মজিস্ট্রেট কালে অনিয়াছেন যে স্বামী স্ত্রী পীড়াপীড়ি করিলেও বলিয়া ৩ মাস মেয়াদ হইল মন্দ্রণা ৬ মাস মেয়াদ দিতেন। কি মূর্খতা। এক্সাইজের কাজ করিয়া এরূপ স্ত্রীলোকের ভার এ সমুদয় ম্যাজিস্ট্রেদের শাস্তি হয়।

[illegible] কাগজ বিক্রয় হইয়াছে।

৪	টাকা শিক্কা	১০৪১৶—১০৪৸
৪	" কোং	১০৪৯৶—১০৪৯
৪১	" "	১০১৫৶০
৪৮	" "	১০৪৯০
৪১	" "	১০১৯—১০১৯৶
৪১	" ২	১১১৯৶—১১১৯০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ই জুলাই। [illegible] আসিয়াছে, কেনারী দ্বীপপুঞ্জ আরই মধ্যে আসন্নকাল প্রভাবসমূহ আসিবেন।

লণ্ডন ১৭ই জুলাই। ১৮৭০ অব্দের সন্ধি অনুসারে নতন রাজ্যের সহিত একটী বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পারস্যের রাজার সম্মানার্থে সকলাদ্যে ৮০ হাজার সৈন্যের আক্রমণ হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা যে সকল সৈন্য অযথা ব্যয় করিতেছিল তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে।

লর্ড ডার্বি এডিনবরায় বিদ্যালয়ের গৃহে প্রবেশ করেন মেরি আলেকজাণ্ডেরিনার বিবাহ সম্বন্ধে স্থির হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ই জুলাই। কার্লিষ্টদিগের বর্ত্তমান সেবেলস ৫ হাজার সৈন্য লইয়া মোরোক্কো রাজধানীর অধীশ্বর তাবৎ রিফ্‌অধিকার উপস্থিত পরাস্ত করিয়াছে। মোরোক্কো, ফরাসিসেরা হত হইয়াছেন।

পারিস ১৩ই জুলাই। মৃত ব্যক্তির স্থাপিত সাধারণ গুদাম আবশ্যকের মৃত্যুদিবসে মহা-গোলযোগ হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৪ই জুলাই। [illegible] আক্রমণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ৩ হাজার [illegible] পরাস্ত করিয়াছে। ৩ হাজার [illegible] উপস্থিত করিয়াছে। [illegible]

[illegible] করিয়াছেন। মোরোক্কো [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

৬ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া অল্পে অল্পে গমন করিয়াছিল।

সপ্তম ১৭ জুলাই। বোম্বাইয় পারসি পার্সোর সহায় নিকটে যে আবেদন করেন, সাল তাহার প্রত্যুত্তরে যে লিখিয়াছেন তিনি নিজে তাহা প্রত্যাগমন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যদি তাহার আবেদিত বিষয় সত্য হয়, তাহার নিবারণ করিবেন।

ত্রিপুরা আর্থর রাজকন্যা খাইয়া পার্সি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া কোসেন ভোগেমে ব হইতেছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ঢাকার সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার কিছু সময়ের জন্য বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, হাইলাণ্ড মাওডাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইয়াছেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চট্টগ্রামে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত আর ম্যাকলিন বাবু ক্ষেত্রগোবিন্দ রায়, উইগাম, চারিবু চৌধুরী ওবামিজ রুলি মৌলবী মজির আলী।

আর এম, ওয়ালার বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন, কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জে ইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডবলিউ এচ, পেজ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইয়া মানভূমে রহিলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ ডবলিউ ব্যাডকক্ সাহেব পুর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, মেগাব সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন

২৪ পরগণার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, এচ টমিন্সন সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

১৫ ই জুলাই। তৃতীয় শ্রেণীর সব অ. স ষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার গুপ্ত কাটরাবিভাগে এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১১ ই জুলাই। ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু হারকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

১৪ ই জুলাই। পালামৌএর প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর উক্ত উপবিভাগের সুবডিনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

এ মাকেঞ্জি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেণ্টের যুনিয়র
সেক্রেটারি

—:০:—

আমাদিগের মফঃস্বল সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা অনুকন্ধ হইয়া অদ্য একটী অবিচারের বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিতেছি। এটী শিক্ষাবিভাগের কার্য্য বিশৃঙ্খলার অন্যতম উদাহরণ। স্কার্ণী স্কুল ইন্সপেক্টর মহাত্মা স্কার্ণী সাহেব ঢাকা বিভাগ হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলে তাঁহার স্মরণার্থ মাণিকগঞ্জের ডেপুটী ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনাধীন বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে "স্কার্ণী স্কলার্সীপ" নামে একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গবিদ্যালয়ের (ইংরাজী স্কুলের বঙ্গবিভাগও ইহার মধ্যে গণনীয়) দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ একটী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক বৎসর কাল মাসিক দুই টাকা হিসাবে এই বৃত্তি পাইয়া থাকে। গত ১৮৭০ সালে অত্রত্য স্কুলের জনৈক ছাত্র বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয়। বহুদিন হইল, মাণিকগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু মোহনচন্দ্র বসাক এক সময়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া উল্লিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ছয় মাসের বৃত্তি স্বরূপ ১২ টাকা প্রদান করিয়া যান। কিন্তু অবশিষ্ট ১২ টাকা উহাকে অদ্যাপি দেওয়া হইতেছে না। এটী নিতান্তির বিষয় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। এই ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হয়। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি বৃত্তির টাকা প্রদত্ত হইতেছে না কারণ কি? স্কুলের শিক্ষক এবিষয় ইন্সপেক্টর ডেঃ ইন্সপেক্টরকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা সবিনয়সহকারে ডিরেক্টরকে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। শ্যামাশঙ্কর বাবু একজন শিকারী রাখিয়া গ্রামের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। শিকারী কর্ত্তৃক কএকদিনের মধ্যে দুটী বাঘ হত হইয়াছে। শেষ বারের নিহত বাঘটী নিতান্ত ভয়ানক। ইহা দেখিয়াও গ্রামবাসিগণের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়।

৩। পদ্মা ক্রমেই স্বীয় সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। কএক দিন হইল ১২ জন আরোহী পূর্ণ একখানি নৌকা পদ্মাপারে হইতেছিল, মধ্যস্থলে আসিয়া নৌকাখানি হঠাৎ জলমগ্ন হয়। আরোহিগণ নৌকার ছাদ ধরিয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে জনৈক ধীবর বলে ইহাদিগের অনেকেই কূল পাইয়াছেন। কেবল কএকজন দুর্ভাগ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লোকমুখে ইহারা সর্ব্বনাশিনী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিতেছি এক্ষণ অবধি মেইল পার করিবার উত্তম বন্দোবস্ত করা উচিত। নদী যেরূপ ভয়ানক হইতেছে, তাহাতে সামান্য নৌকায় মেইল পার করা নিতান্ত অপরামর্শসিদ্ধ। এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ বিধান না করিলে অনেককে অনেক সময়ে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রায়তন ষ্টীমার খানি প্রত্যহ ডাকা ও গোয়ালন্দে যাতায়াত করিতেছে, বর্ষা সময়ে সেইরূপ একখানি ষ্টীমারে মেইল পার করা অবিধেয় নহে।

যাহা হউক লোম হর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়া পাবনার বিদ্রোহ উপশান্ত হইয়াছে। বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, একটী কমিশন নিযুক্ত

...ন বাহির করুন। সমা-
...ড়ম্বরপ্রিয় সিরাজগ-
...জমীদারগণের উপর
...কারণ কি? বিভাগীয়
...ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দেখা-
...ন কেন মজুমদারপুলি-
...র দুর্ঘটনার বিষয়ে
...শন কর্তৃপক্ষের ঘটনা-
...স্থলে উপস্থিত না হইবার কারণ
কি? সমুদয় প্রকাশ করা বিধেয়।

এই প্রস্তাবটীর লেখা সাঙ্গ হইলে এই একটী বিষয় আমাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইল। যেসমস্ত উপায়হীন ব্যক্তি এই প্রস্তাবোক্ত হিতা বিবিধ বিঘ্ন হইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্যদান করা বিশেষ কর্ত্তব্যকারক প্রজা ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। তাহাদিগকে দেওয়া গেলে যাহাতে সদ্ব্যবহার দেখা যায়।

সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

...শয়, সমুদয় সিমলা মুহু-
...রী প্রাণ বিনাশ অপেক্ষা এক
...এমন রক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান
...করিতেছেন তাঁহার সুপ্রজা পালন
...ধর্ম্মে, বিতাড়িত রিপক-
...ন্যায় নিউমান অবলম্বিত
...উৎকলের সম্পূর্ণ অনুমোদন
...করি। আমাদের ভারতবর্ষীয়
...ঘটনে যে প্রজার প্রতি সেই
...কথা বলিতে পারি না। বহু
...সংখ্যক অসভ্য অশিক্ষিত
...নির্ব্বোধ জন, যাহারা সর্ব্ব
...স, সেই লোক হিতৈষী, ইংরাজ
...যে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ
...শাসনের দৃঢ় সীম, স্থির চি-
...ত পারে? কিন্তু রাজার
...কর্ত্তব্যের যত অল্প হইল
...ততই অসন্তোষ উৎপন্ন হওয়া চাই।
...নীত সুব্যবস্থাও কখন উদ্বিগ্ন

কল প্রসবিনী হইতে পারে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট দয়ালু ও ন্যায়পর হইলেও এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, দৃষ্টান্তগ্রহ ভস্মীভূত হইয়া না গেলে প্রায় অগ্রসরের উদ্যোগ করেন না। যখনের ন্যায় প্রবাদ, ইংরেজেরা এ রাজ্যের লৌহ যন্ত্র, ইহারা আর্যগণ অধীনতায় দৈনন্দিন প্রহারে সেই বল বিলক্ষণ ও ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, সমগ্র দেশটী হতশ্রী ও বিদীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, দেশের মঙ্গলার্থিদের চীৎকার করিয়া গলভঙ্গ হইতেছে, কিছুতেই তাঁহাদের দীর্ঘসূত্রতা সংহার হইতেছে না। ইহা সত্যতম গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রমের কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আর একটী দোষ এই যে, এদেশে বিশ্ব শ্রেণীর উপযুক্ত বিচারকের পদোন্নতি বিরল। একজন অধীন বিচারপতি যদি সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন বিচক্ষণ দূরদর্শী ও মফস্বলের অবস্থাজ্ঞ হন, আর তৎকৃত মীমাংসা যদি নবীন মাত্রা বলম্বী আপীল আদালতের বিচারপতির মতের সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, তবেই তাঁহার প্রমাদ; পদোন্নতি ত হইবেই না, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তৎসমার মধুরতা অনুভব করিতে হয়। আপীল আদালতের বিচারপতিরা বিদেশীয় ও বিভিন্ন অবস্থাপন্ন; এদেশীয়দের সঙ্গে তাঁহাদের সহৃদয়তা অত্যল্প। যে দেশে শেষ মীমাংসকদের অবস্থা এইরূপ, সে দেশের প্রবল মত্যাচারিদল যে নিয়ত দুষ্কর্ম করিয়াও হত বিধির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, আশ্চর্য্য কি? যে বিশেষ উপলক্ষ এ পর্য্যন্ত প্রস্তাব বাড়িয়া লাঘবের বলিতেছিলাম, তাহা ঘটিলে রাখার উপরিতালীয় বিচারালয় সংস্থাপন।

১ম। প্রায় সকল জেলার অপেক্ষা লাড়া জেলার প্রজারা সমাজ দুর্ব্বলাপন্ন ও প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। এজেলার মফস্বলের স্থানে স্থানে উপরিতালীয় বিচারালয় নাই। এ বিষয়ে দুঃখী প্রজাদের দুঃখকাহিনী গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে। যদি [illegible] প্রভৃতি স্থানে [illegible] বিচারালয় [illegible] হইয়াছে।

৭ই শ্রাবণ ১২৮৮।

অবস্থা [illegible] কিরূপ হইতেছে বিশদ বলিতে পারি না। [illegible] বিচারালয় সংস্থাপনের পূর্ব্ব হইতে [illegible] যার উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট প্রজাদের অদৃষ্ট ক্রমে গবর্ণমেণ্ট এরূপ দীর্ঘসূত্রী যে, কর প্রসবেরা ঐ কার্য্যটী ঘটিয়া উঠিল না, তাহা পরীক্ষিতির ন্যায় এক্ষণিত হইয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। সহস্র সহস্র প্রবল দুর্বৃত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিত্য ও অহ-নিশ অত্যাচার হইতেছে, ইংরাজি আদালত ক্রমশই বর্দ্ধিতকলেবর হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কিপ্রকারিতা জন্মিতেছে না। কখন একটী বিচারালয় স্থাপনী নির্দ্ধারণের প্রস্তাব হইতেছে, কখন অগ্রসর করণার আফিলটী ক্ষুদ্র করিবার কথা হইতেছে, মধ্যে একবার মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় অমুক উপলক্ষে এস্থান হইয়া গিয়াছিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া অবিলম্বে বিচারালয় স্থাপনী মনোনীত করিয়া যাইবেন এবং অবিলম্বে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিবেন। কিন্তু প্রজাদের দুর্ভাগ্য কি অপরিবর্ত্তনীয়! কাহেল সাহেবের দূরদর্শিতা ও কিপ্রকারিতাও তাহার নিকট বশ্য করিল।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আগামী ১০ ই [illegible] পত্রিকায় "ভারতভূমি ভৃত্য বা ক্ষত্রিয়?" এই প্রস্তাবে "অন্য জাতির পূজ্যতা লাভ আমাদিগের (কায়স্থদিগের) [illegible] আছে। তাঁহারা (কায়স্থেরা) ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের সকল জাতি অপেক্ষা [illegible] বিষয়েই সর্ব্বপ্রধান।" এই লেখাটী [illegible] আমাদের পত্রিকায় বিবিধ সংবাদের [illegible] ইহা হইতে [illegible] আমরা [illegible] এক প্রকার [illegible] উত্তরের [illegible] পারি না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অসঙ্গত উক্তি শুনিলে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হয়?

মধ্যে মধ্যে আপনার সোমপ্রকাশে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা নানা বচন উদ্ধৃত দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়াছিলাম, আপনি একজন হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ লোক। কিন্তু আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য কয়টী আমাদিগকে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান করিতেছে।

"অন্য অন্য জাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের (কায়স্থদিগের) এখনি আছে" ইত্যাদি এবং বৈদ্য জাতি কোন জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। (১) ইত্যাদি বাক্য যে আপনার কতদূর শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও মহদর্শিতার পরিচায়ক বলিতে পারি না। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনার দৃষ্টি নাই আমরা এরূপ বলিতে পারি না, অবশ্য দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি থাকিতেও যে আপনি এরূপ লিখিয়াছেন ইহাই আমরা সহসা প্রত্যয় করিতে পারি না।

বৈদ্য জাতি কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন, কেবল আপনিই অবগত নহেন; ইহাও অনল্প দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতিই যে অদ্যাদ্যুচিত চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা "বৈদ্য" নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বৈদ্যশব্দ যে চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ান্তর মাত্র তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ি মাত্রেই অবগত আছেন, ইহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সেই অম্বষ্ঠজাতি কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং উঁহারা কায়স্থ জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, এই বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভরসা করি এতদ্দৃষ্টে আপনার সংশয় অপনীত হইবে।

অম্বষ্ঠ উৎপত্তি বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রজাতকে নিষাদ বলা যায়। যাহাকে পারশবশব্দে বলে। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি
ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো
জাতঃ পারশবোঽপিবা॥"

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত এবং পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং পরিণীতা শূদ্রাতে নিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে, যে নিষাদ পারশবশব্দেও অভিহিত হয়।

পরাশর কহিয়াছেন।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽ
ম্বষ্ঠোঽপি মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণাৎ চিকিৎসাং
নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয় মুনিগণ কর্ত্তৃক ঐ অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অম্বষ্ঠদিগের যে দ্বিজত্ব আছে তদ্বিষয়ে মনু কহিয়াছেন।

"সজাতিজানন্তরজাঃ
ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
দ্বাদশ তু স্মৃতা নৃণাং
সর্ব্বেঽপ্যপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান এইতিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাতেজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন, এই তিনটী এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী বটে, এজন্য ইহাঁরা উপনয়নাদি দ্বিজাতি সংস্কার যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন সূতাদিজাতি উপনয়ন সংস্কার যোগ্য অর্থাৎ উঁহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই। (২)

যুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ
বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অম্বষ্ঠ ইতি চৈতস্মাৎ
যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥"

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইপঞ্চ দ্বিজসংজ্ঞক এবং ইহাঁরা যথাপূর্ব্ব গৌরবান্বিত, অর্থাৎ প্রথম ব্রাহ্মণ, তৎপর মূর্দ্ধাবসিক্ত, তৎপর বৈদ্য, তৎপর ক্ষত্রিয় এবং তৎপর বৈশ্য।

পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্যসমূহ দ্বারা বৈদ্য জাতির দ্বিজাতিত্ব উত্তমরূপে প্রতি পাদিত হইতেছে এবং উৎপত্তিকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উঁহাদিগের পরিহারও দ্বিজাতির অনুরূপই চলিতেছে। উঁহাদিগের (বৈদ্যজাতির) উপনয়ন সংস্কার আছে এবং বেদাদি পাঠে অধিকারিতা আছে। সম্পাদক মহাশয় কি কোন গ্রন্থে কায়স্থ

(১) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ।

(২) শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ।

জাতির ঐক্যতা কোন অধিকারিতা প্রদর্শন কঁরতে পারিবেন?

উপনয়ন সংস্কার কিম্বা বেদাধি পাঠে অধিকারিতা দূরের কথা, সাহিত্যদর্পণের বেদাধি প্রবণেও অধিকারিতা নাই সেই কায়স্থ জাতি বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তদ্বি ষয়ে সম্পাদক মহাশয় অনভিজ্ঞ, ইহাই সম ধিক বিস্ময় জনক।

বৈদ্যজাতি যে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহা মুনিবর ধান্বন্তরের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। বৈদ্যাত কায়স্থের যে জাতিগত কত প্রভেদ তাহা প্রবন্ধের সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন।

উপসংহারকালে আরএকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় যে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের উপর ভার সমর্পণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য কি? নিষ্পক্ষপাত ন্যায় প্রাপ্তিতে কি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী লোক ছিল না? যিনি (রাম দাস বাবু) বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বদাই উদ্যত উপরি উক্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করার ভাব কি? সম্পাদক মহাশয়ের ত অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভবে না, কায়স্থাদি সমস্ত জাতির স্বাধীন আচারব্যবহারকল্পে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক বর্ত্তমান জাতিই যে উহার প্রমাণের যোগ্য তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন, সম্পাদক মহাশয় যে কেন অন্যথাচরণ করিতে ব্যগ্র্য হইলেন, পরিশেষে নিবেদন মাত্র-মিদং পত্রিকাপাঠে বাঁহার যাঁহার পত্রিকাপাঠে প্রয়োজন হইবে তাঁহারা স্বয়ং ক্রয় করিবেন।

পাবনা
৭ ফাল্গুন

একজন
শ্রীহরমোহন গুপ্তস্য।

মহানন্দা নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি জল। ফুট ইঞ্চি।
মোহনার	৬ ৫
তথা হইতে অর্দ্ধিপুর ৭॥ মাইলের মধ্যে	৫ ৪
অর্দ্ধিপুর হইতে মহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৭ ৩
মহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৯ ৯
কাটোয়া হইতে মঙ্গীয়া ২১ মাইলের মধ্যে	১১ ৬

সন ১৮৭৩ সালের ১৪ ই জুলাই মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
মহরমপুর ১৪ জুলাই ১৮৭২	১১	১

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি কিউটি; উল্লিখিত মঙ্গীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের জুলাই ও ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের অবশিষ্ট নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র ঘোষ
হাজারিবাগ।
* * হরলাল সেন—মুঙ্গের।
* * অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত—চৌকঘাট।
* * দুর্গাধর আচার্য্য—আগরপাড়া।
* * রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া।
* * কেশবচন্দ্র বসু—কাটোয়া।
* * শশধর ভট্টোপাধ্যায় হাজিগিং।
* * দুর্গাবিহারিলাল সিংহ—উখরা।
* * সাধনচন্দ্র দাস—ভেঙ্গগড়
* * দীনবন্ধু ঘোষাল—কালিকাপুর।
* * আনন্দীবল্লভ সেন
কামুনগোটোলা।
* * রাজকালি মুখোপাধ্যায়
পোয়াখালি।
* * ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইসলামাবাদ।
* * কৃষ্ণলাল শীল—মহম্মদপুর বাজগঞ্জ।
* * মহেন্দ্রনাথ রায়
চোরাইল পোকাবাড়ী।
* * পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—
* * রাধাকিশোর নাথ
খোসবাগ।
* * গিরিজাপ্রসন্ন রায়—

* * ঈশানচন্দ্র [illegible]—পিরুলী
* * পরাণিলাল বসু—সোহাগী।
* * মহেন্দ্রনাথ বসু—ভবোসুক।
* * শ্যামাচরণ চৌধুরী
মেদিনীপুর।
* * চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ
মহল শ্রীরামপুর।
* * শিবনাথ মিত্র—বোয়ালিয়া
* * পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—জাগলপুর।
* * নীলমণি চট্টোপাধ্যায়—অরঙ্গ
মহারাজা বিরাজ নীলমণি সিং
দেও বাহাদুর—কাশীপুর
শিবনাথ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়
বরিশাল লাইব্রেরি বরিশাল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভা সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন

শ্রীযুক্ত বাবু মুন্নালাল সিংহ
কাশীরা ভাঙ্গা ১০
* * মুন্সেফ আনন্দ মুখোপাধ্যায়
সিউড়ী বীরভূম ১
* * রাধানচন্দ্র ঘোষ ১
গয়বেড়া ১
* * মুক্তিকাযোহন আঢ্য
কলিকাতা। ৫৷
* * রাধাশ্যামকুমার—অরঙ্গাবাদ ৷৷
* * উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
অযোধ্যাবাড়ী
রাজা [illegible]
কাশীপুর [illegible]
[illegible] ১

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৭ সংখ্যা।

"প্রবন্ধলেখা প্রকৃতিনিদ্বিনায় পার্থিব· সংস্কৃতী মূর্তিমদ্বতী ন স্থীয়তা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৪ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ জুলাই।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এরিকশন্, কর্পিটশন এবং ড্রইট সর্জ্জরি ও দাঁতের এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লোরিফ্যাম ডেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণারস্তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতিমূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (অপারেটিভ্) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১ টাকা ৷৷০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মহলা,সিবপ এণ্ড কো অথবা
ভবানিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

—•—

গুরুপদ সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয়ভাগ গুরুপাঠে যত শব্দ আছে সেইগুলির লিঙ্গ অর্থ মূল ধাতু ও প্রত্যয় এবং যত ক্রিয়াপদ আছে, সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির গণ অর্থ ও তাহাদের লট ও লুটের প্রথম পুরুষের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

—:০:—

এক উদাসীনের মহৌষধ।

অধুনা আমি সহর মজাফরপুর হইতে সহরতলি কর্ণেল অবকাশ পাইয়া ৺ কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহলায় অবস্থিতি করিয়াছি, বাজার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইবাতে তিনি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট ৩৷৷০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

জড়ি বুটির ঔষধ হাঁপানি কাশী রক্তপিত্ত অর্শ প্রমেহ উপদংশ দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠার পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দ্বারায় হরিতাল ভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩৷৷০ টাক মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূনাধিক ১০০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বারায় নানা প্রকার রোগে আরোগ্য লাভ করিয়া সকলেই হরিতাল ভস্মের চমৎকার গুণ বলিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন। তাহার কতকখানি পত্রের নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ব্বে বেমকল আরোগ্য সমাচারের প্যামপ্লেট ছাপান হইয়াছে পাঠান যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হং৷ নং কাশীধাম।

সমীপেষু নিবেদন মিদং—আমি যে ১০ দফা আপনার নিকট হইতে হরিতাল ভস্ম আনাইয়াছি ঐ সমস্ত ঔষধি কাশ যাত পুরাতন জ্বর অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল ২ জনের কোন উপকার হয় নাই মৃত্যু হইয়া ছ। সে কাশ দফা, বক্সী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধি সেবন করাতে খুব উপশম হইয়াছে।

শ্রীগুণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

নমস্কার,নন্তর নিবেদনঞ্চ—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কতকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইদানী এতদ্ভূত ঔষধ প্রায় পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না। ইতাগ্রে সম্বাদ পত্র পাঠে ঐ ঔষধি আপনার নিকটে পাওয়া যাইবেক জানিয়া এই পত্র সঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীমন্থিনাথ বক্সী
মোং মওগা আসাম।

পুরস্কারেষু—

আপনার নিকট হইতে ৩।৷ দফা ঔষধ আনিয়াছিলাম ঐ ঔষধ হরিতালভস্ম সেবন করাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধচরণ বিশ্বাস
মোং খোরাড়ি ফরমপুর।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়। আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ দফা আনাইয়াছিলাম

তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইতেছে, তজ্জন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা এককালীন কুষ্ঠ রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
মলারাজার স্কুল
কাল্না, বর্দ্ধমান।

মহাশয়ের নিবেদনক বিশেষ—

পূর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধি আনয়ন করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে, সকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে। এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিতেছি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি কিরূপ পাওয়া যায়, তাহা সত্বরে লিখিলে টাকা কিম্বা মোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়
মোং অমরপুর জেলা পুর্ণীয়া।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি করিতাল তন্ত্র যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছিলাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩০ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ স্কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া, আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি অনুধায় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিব, দুএকদিন বর্ষায় তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোজাহাট।

বিনাপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনক বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপদংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদাপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক বাক্স লিপি মোং কৃষ্ণপুর জেলা হুগলি। শ্রীনরীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তর খানায় ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

শ্রীনরীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

প্রণামা নিবেদনক বিশেষ পরে মহাশয় যে ঔষধি আমাকে প্রেমের রোগের নিমিত্ত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করাতে উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণ মহ শয়কে লিখিতেছি যে হাপানী কাশীর ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
কালেক্টরি আপীষ হাবিরপুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে আনিত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার কাহার সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ দুই এক হরিতালতন্ত্রের জন্য মনিঅর্ডার যোগে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীনারায়ণ সেন
মোং গোমাস্তিগঞ্জ জেলা বগুড়া।

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

সেবকস্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রণামা নিবেদনক বিশেষ মহাশয়ের বটীকা এবং হরিতাল তন্ত্র অতি দুর্লভ মহৌষধি আমাদিগে যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা সকল একত্র ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এক্ষণ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সকলে ঐ ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভূয়ঃ ভূয়ঃ ধন্য ধন্য কীর্ত্তন করিতেছেন আর কারণ নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেঠ।
মোং কাশীমপুর।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত [illegible] ঔষধ মধ্যে দুইটী ব্যবহার করিয়া দুইজন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন একটী আমীর লোকের অন্ত অন্ত্রপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন

নিবেদক শ্রীঅন্নপূর্ণাচরণ বসু।
কুমার খালসন্ধ্যা।

প্রণামা নিবেদনক বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, উহা সেবন করাতেই ৩ জনের অর্শ রোগ উত্তমরূপ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্যামচন্দ্র সেনাপতি।
কালেক্টরি আপীষ বালেশ্বর।

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি যত্নের ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সমাচার ব্যবহার ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিবর্দ্ধক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই অল্প প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবিধ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে একত্রিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২৷৷০ টাকা।

মুদ্রাঙ্কিত গুপ্ত
অধ্যক্ষ

[illegible] পুস্তক, কালরাত্রির [illegible]।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ের [illegible] অধ্যক্ষের নিকট

সংস্কৃত শিক্ষা 'ষষ্ঠ ভাগ।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কল্কি পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংস্কৃত ১
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বঙ্গানুবাদ সমেত ১ম খণ্ড
বিদ্যাসুন্দর চলিত (সম্পূর্ণ)।
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
স্তবাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৸৹
উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী
অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ৯ পর্য্যন্ত
৪ পৌণ্ড ১২৫ ফরম পৃথক্
টাকা।

বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ৮৯ খণ্ড।
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত ৯৲
(১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কল্কিপুরাণ পূর্ণাঙ্গ। ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত। ১৲
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত
বঙ্গানুবাদ সমেত। ৷৷

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং পাটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।
এজেন্টস আফিস কাছারিস প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৩ জুলাই ১৮৭৩। এজেন্ট।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।৹ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা সালবাজার হিন্দুহিতৈষী যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সূতিকাগারেই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা, দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমাশুল /৹ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।৹। এতন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।৶০
৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটাদি) ।৶০
৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৶১০
প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।
উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।
যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।
নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।
শ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।
ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।
কয়ার ব্রিক।
ফায়ার ব্রে।
বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত শ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কয়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।
কলিকাতা
১৮ নং বরণ এণ্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।
প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৶০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল ৶০ আনা মাত্র।
মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা

উক্ত প্রকটস ধর মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা এখন টাকা ও ডাক মাশুল লিখা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ। , আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বাদুবাজার ভিন্ন } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এরেন্ট কলিকাতা }

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই শ্রাবণ সোমবার।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, হাজরাটী প্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র চৌধুরী একটী নূতন সোমপ্রকাশের ছেড় পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে উহা গ্রহণ করিলাম। এই বার অবধি ঐ ছেড় দিয়াই সোমপ্রকাশ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। পাঠকগণ যদি অগ্রহ ও মূল্য শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হন, এই সংবাদে উঁহারা উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

—:০:—

ইংলণ্ডের রাজস্ব কমিটিতে লার্ড লরেন্সের সাক্ষ্য দান।

অনেক দিবসের বিশ্রামের পর লার্ড লরেন্স কমিটী সংস্থাপিত লার্ড লরেন্সের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও লার্ড লরেন্স ভারতবর্ষের আবশ্যকোপযোগী বিশেষ কিছুই করেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক অতি বিরল। তিনি বহু দিন ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছেন। অতি ন্যূনাধিক সিবিলিয়ানের অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আপনাকে এতদূর উন্নত করিয়াছেন তাহাতে কোন সিবিলিয়ান সেরূপ করিতে পারেন নাই। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতা সর হেনরি লরেন্স বিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করেন, সেই জন্য ইনি এত দূর সম্মান লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত দিনের পর লার্ড লরেন্স কি বলেন তাহা জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে সেই জন্য আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লার্ড লরেন্স বলিয়াছেন যে লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন প্রথম এই বন্দোবস্ত করেন তখন বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে না থাকিয়া দেশীয় ধনী ভদ্র লোকদিগের অধীনে থাকিলে প্রজারা অধিক সুখী হইবে, এই বিবেচনায় তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থির করেন। ভবিষ্যতে সেই সেই ভূমির আয়ের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা তখন না জানা থাকাতে এই বন্দোবস্ত ভ্রম ও ত্রুটিশূন্য হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা হইতে বাঙ্গালার বহু উপকার দর্শিয়াছে। ভূমির স্থায়ী স্বত্ব হওয়াতে সেই সেই ভূমির উৎকর্ষ সাধনে জমীদারেরা অধিক মনোযোগী হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অধিকার রক্ষণেচ্ছু এক শ্রেণী লোক এজত হইয়াছেন। ১৮৬২ অব্দে লর্ড কানিং উক্ত প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রত্যেক গ্রামের সমুদায় কৃষি কার্য্যোপযোগী ভূমির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে সুফল হইবে। পরে ভারতবর্ষের সচিব এইরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। লার্ড লরেন্সের মতে নয় চারিজন উচ্চপদস্থ এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য এই প্রকার বন্দোবস্ত করাতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহার মতে যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সেখানে অন্য প্রকার কর সংগ্রহ করা ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য হয়; কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি পরিমাণে ভূমির আয় বৃদ্ধি হওয়াতে এ প্রকার দুই একটী কর বৃদ্ধি করিলে বিশেষ ক্লেশকর না হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে যে যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কোন প্রকার কর সংগ্রহ করা সম্ভাবিত কি না? এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন, না। এক্ষণে যতগুলি কর আছে তাহাই যথেষ্ট। লবণের শুল্ক অধিক হওয়াতে দরিদ্র প্রজাদিগের যথেষ্ট ক্লেশ হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ত সেই কষ্ট অত্যন্ত। তিনি বলিয়াছেন যে রাজকীয় সকলের প্রয়োজনীয় একটী দ্রব্যের জন্য মহারাণীর প্রজাদিগকে যে এত কর দিতে হয় ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, আর অধিক কোন প্রকার কর বৃদ্ধি করিলে অত্যাচার করা হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রভেদ করা বিষয়ে তিনি যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিলে কার্য্যকরের [illegible]

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না, তাহাদের চক্ষে প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ—এরূপ যাহাতে প্রকাশ পায় বরং সেই ভাবে কার্য্য করা উচিত। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল পৃথক পৃথক হওয়াতে আর একটী অমঙ্গল এই হইবার সম্ভাবনা, যদি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তখন প্রধানতম গবর্ণমেণ্টকে অর্থের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তাহাঁদের হস্তে যদি সে সময় অর্থ না থাকে কিম্বা তাহাঁরা দিতে প্রস্তুত না হন তাহা হইলে বিপদ। সমুদায় রাজস্ব প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে গবর্ণর জেনরল বিচার করিয়া আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন এবং যে প্রদেশে সাহায্য আবশ্যক বোধ করেন দিতে পারেন। কিন্তু তাহা না হইলে বাঙ্গালার লুসাই যুদ্ধের ন্যায় কোন স্থানীয় যুদ্ধাদির সময় অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট—যেমন মনে কর বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট—অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন যে স্থানীয় বিপদের সময়েও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। সুতরাং তাহাঁর বিবেচনায় প্রধানতম ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার পার্থক্য সম্পাদন করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ইহা ভিন্ন ডিউক অফ্ বকিংহম ও গোডলেস প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অতি উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছেন। লার্ড লরেন্সের শাসন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ করিবার অনেক কথা আছে এবং শাসন কর্ত্তারূপে আমরা তাঁহার প্রশংসা কখনও করি নাই, কিন্তু ফাইনান্স কমিটীর সমক্ষে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে আমরা তাহাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। তিনি ইহার অনেক গুলি অনিষ্ট দেখাইয়াছেন। যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা থাকিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন এবং অনেক সৎকার্য্য ও সংস্কার,—যাহা অপর প্রকার প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে হস্ত হইতে হস্তান্তর বিচার হইতে বিচারান্তর এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে বিফল হইয়া যায়—এ প্রকার প্রণালীতে তাহার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তথাপি আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ন্যায় অত আত্মম্ভরী ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে এই স্বাধীনতা যে প্রজাদিগকে অনেক ক্লেশ দিতে পারে তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ লার্ড লরেন্স যে সকল বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহাও অমূলক নহে।

—:—

শিক্ষা দান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা।

সম্প্রতি এদেশীয়দিগের শিক্ষার প্রণালী বিষয়ক আন্দোলন পুনরুত্থিত হওয়াতে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই প্রশ্নের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ ম মিশনরিগণ "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" যাঁহাদিগের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য এত ব্যয় স্বীকার না করিয়া যদি মিশনরিদিগের হস্তে সে ভার অর্পণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী ত্র স্বরূপ "নিয়ার" যাঁহাদের মুখ স্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে দেশের একটী প্রধান অমঙ্গল হইতেছে ঐ প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাদের অনেকেই চরিত্র ও নীতি বর্জ্জিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতেছেন। সুতরাং যদিও বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃত রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, কিন্তু ছাত্রদিগের ধর্ম্মনীতি যাহাতে পরিষ্কৃত ও উন্নত হয় সেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষা ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী বলিয়া মনে করিতে পারেন, এরূপ পাঠনার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ৩ য় শ্রেণীস্থ লোকেরা (ইংলিশম্যান ইহাদের মত প্রকাশ করেন) বলিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত নয় যাহাতে নাস্তিকদিগেরও আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের নিকট দায়ী এরূপ কথা বলিতে গেলেও ধর্ম্ম বিশেষের পোষকতা করা হয়, কেবল মাত্র জ্ঞান শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইহার কোনটীর সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারি না। মিশনরি মহাশয়দিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা যাহাই বলুন শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ মহা ভ্রমের কার্য্য হইবে এমন আর কিছুই নহে। আবার নিয়ার ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকদিগকে যে প্রকার ধর্ম্মনীতি শূন্য মনে করেন আমরা তত দূর করি না। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ উচ্চ শিক্ষা পান, তদ্দ্বারা চরিত্রের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা যে সকল সময় দেখা যায় না তাহাও সত্য এবং নিয়ার যে গুলিকে সর্ব্ববাদিসম্মত

ও মূল সত্তা বর্ণনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও যে অনেকের আপত্তি হইতে পারে উহা নিতান্ত অসঙ্গত নয়; কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য, যে চরিত্র গঠন ও ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা সে বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া বিধেয় নহে। বিদ্যালয়ে এরূপ গ্রন্থ গুলির পরিহার করিয়াও ধর্ম্মনীতিগত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে আমরা এইরূপ মনে করি। তবে ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করিয়া উদার ভাবে ধর্ম্মনীতির আলোচনা করে এ প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। এরূপ স্থলে তদুপযোগী গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করাই দুষ্কর। কিন্তু তথাপি যাহাতে ছাত্রদিগের সত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, চরিত্রের সাধুতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং উপযুক্তরূপে জীবনের সকল কার্য্য করিবার জন্য একটী আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহার সদুপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদুপযোগী গ্রন্থ সকল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হউক এবং শিক্ষকেরা এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

—০—

১৯ ধারার বিস্তার সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ঘোষণা পত্র।

পাবনার বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সার অজ্জ কাম্পবেল যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"পাবনা জেলার জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে প্রজারা যোগ করিয়া তাহার বাধা দিতে উদ্যোগ করাতে ভারি ভারি দলের লোকেরা স্থানে স্থানে জমায়ত হইয়া হাঙ্গামা ও গোলযোগ করিতে লাগিয়াছে ও ভারি ভারি ডাকাত হইয়া এই স্থানে এই পত্র [illegible] ছিল এরূপ ভাবিয়া স্থির করিয়া এই কথা আরও করা যাইতেছে যে, এখন যে টাকা বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া না লওয়া যায় এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন ও জমিদারের কোন দাওয়া থাকিলে আদালতের নিয়মিত প্রণালী মতে তাঁহাদের সেই সেই দাওয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে। কিন্তু প্রজারা বলপ্রকাশ করিয়া বেআইনী কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। যে কোন শ্রেণীর লোক ঐরূপ আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেণ্ট আঁটাআঁটি রূপে বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড করিবেন। রায়ত প্রভৃতি যে লোকেরা জমায়ত হইয়াছে তাহাদের প্রতি আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইতে ও উপদ্রবের যে কোন নালিশ থাকে তাহা শান্তভাবে ও নিরুৎপাতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল। তাহারা তদ্রূপে উপস্থিত হইলে ধীরভাবে তাহাদের কথা শুনা যাইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা যাহা দাবীদের কথা শুনিতে পারেন না। বরং তাহাদের বিপক্ষে সুকঠিন বিধান করিবেন। যে লোকেরা জমিদারদের যাবতীয় বিপক্ষতা করিতে বোধ করিয়াছে তাহারা বলে যে, আমরা মহারাণীর প্রজা, যেরূপ তাঁহারই প্রজা হইয়া থাকিব। তাহাদিগকে ও অন্য যে সকল লোক তাহাদের কথা শুনে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া এই কথা জানান যাইতেছে, আইন মতে সম্পত্তির যে স্বত্ব রক্ষা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হাত দিতে পারেন না, বিশেষতঃ এ আইন মতে যে ব্যক্তির নিকট কর পাওনা থাকে তাঁহাকে তাহা দিতে হইবে। জমিদারেরা অধিকার পাইলে [illegible]

[illegible] ঘোষণা পত্র প্রচার করার উদ্দেশ্য কি? এবং ইহাতে কতদূর সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পাবনার বিদ্রোহের শান্তি হইল। প্রজারা যে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহারা সে জন্য দণ্ড, আইনের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোক যেরূপ অজ্ঞ তাহাতে তাহারা ভ্রমে পড়িতে পারে যে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ড অবলম্বন করাই বুঝি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অজ্ঞ জমিদারেরাও ভ্রমে পড়িতে পারেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে [illegible] হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন। সুতরাং দুই পক্ষেই ভ্রম থাকাতে বিদ্রোহের সূত্রপাত হওয়া সম্ভবপর। এতদ্ভিন্ন জমিদারের বিপক্ষে [illegible] পাইয়া [illegible] পারে যে [illegible] এজন্য [illegible] যে গবর্ণমেণ্ট

বিরুদ্ধ অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই উভয় প্রকার উদ্দেশেই বোধ হয় কায়েল সাহেবের ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রজারা যে গবর্ণমেণ্টের অনেক অনুরক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুপেট্রিয়ট দুঃখ করিয়াছেন যে এই ঘোষণা পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার যে বিদ্বেষ আছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা প্রজাদিগকে জমিদারদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান হইতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। সকলের শীর্ষভূত গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিরাগ থাকিলেও সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে অপর শ্রেণীদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। প্রজারা যদি একবার জানিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের জমিদারদের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ তাহা হইলে তাহারা অভিযোগের উপর অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু জমিদারদের পক্ষ হইতে ভয়ানক অত্যাচার না হইলে আর এই উপদ্রবাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। এসময় অত্যাচারী জমিদারদিগের জানা উচিত যে তাহাদের এই সকল অত্যাচারকে গবর্ণমেণ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন, এবং সমুচিত শাস্তি দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই ঘোষণা পত্র সময়োপযোগী হইয়াছে এবং ইহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার অমূলক আশঙ্কা।

বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কঠিন নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন ১৮৬৫ অব্দে "ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর, ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র কর" বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে বৎসর বৎসর অস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। ১৮৭০। ৭১ অব্দে ৭৪২৯৭০ টাকার অস্ত্র আমদানী করা হয়, পর বৎসর ১৩৭৪৯০ টাকার অস্ত্র ভারতবর্ষে আইসে এবং ক্রমেই অধিক টাকার অস্ত্র আসিতেছে। কলিকাতা বোম্বাই ও রেঙ্গুন এই তিন স্থানে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ফ্রেণ্ড সন্দেহ করেন যে এই সকল অস্ত্র ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের হাতে গিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গোপনে বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার করা চলিতেছে। ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য লাইসেন্স লওয়ার যে আইন আছে তাহা থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে ভাবে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন যেন কোন দিগে কোন ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র পড়িতেছে আর রক্ষা নাই। ইংরাজদিগের যে ধর্ম্মনীতি অনুসারে ভারতবর্ষ গ্রহণ করা সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারেই ভারতবর্ষীয়দিগকে নিরস্ত্র করা। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় দূরদর্শী লোকের মতে রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর নাই। সৈন্যে সৈন্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেল এবং ভারতবর্ষীয়দের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লও, তাহা হইলে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভয় হইল। ইহা অতি নীচ দর্শী রাজনীতিজ্ঞের কথা। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি সৈন্য বৃদ্ধি ও নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি সুশাসনের গুণে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায় তাহা হইলে ইংরাজদের রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠক ৺ গণের গোচর করিতেছি, দৃত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী মূল ধন সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক সভা করিয়া এ নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বারিষ্টর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার অন্যতর সভ্য এবং সেক্রেটারি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকটে ঋণী আছেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দুয়ের বিদ্যা শিক্ষা ও ভরণপোষণার্থ সাধারণের সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। দৃত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই এক সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যদান করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী জানুয়ারি মাসে লার্ড নর্থব্রুকের মান্দ্রাজে যাইবার সম্ভাবনা আছে। লণ্ড হার্ডিঞ্জ উৎকামুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া বেঙ্গলুরে, ডিসেম্বরের মধ্যে আর মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিবেন না। যখন বৎসরের অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসটী শূন্য ফেলিয়া,

না করিলে উৎপীড়িতের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত তাহা রেজেষ্ট্রী করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য তাহাদিগের জবন বন্ধকও ইহা হইতে উঠিতে পারে।

শিবপুরের অন্তর্গত ভড়পাড়ার নীচে ২ টা প্রাচীন একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর মারা পড়িয়াছে। কুমীরটী জলে চরাতে উঠে, পরে জেলেরা জাল ফাঁদি দিয়া কিনারায় তিড়াইয়া উহাকে ঘিরিয়া দাঁড় দিয়া প্রহার করিতে থাকে। কুমীরটী ঐ লোকদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলে কয়েকজন বলবান ব্যক্তি তাহার মস্তকের উপর অনবরত আঘাত করে, তাহাতেই মরিয়া যায়। কুমীরটী প্রায় বার হাত দীর্ঘ তাহার মুখের হাঁ টী ঠিক এক হস্ত। যাহারা এই ভয়ঙ্কর জন্তুটী মারিয়াছে তাহাদের পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা আছে।

হিন্দুহিতৈষিণী লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত আসিষ্টাণ্ট মা জষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হওয়াতে তত্রত্য জজ ও মাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার অতিশয় অপমান বোধ হয়। তিনি হাইকোর্টে এ বিষয় জানিয়াছেন। হাইকোর্টের জেনেরা মা জিলার জজদিগকে কর্ম্মে নূতন প্রবিষ্টদিগের কাছ শিখ ইবার উপদেশ দিয়াছিলেন?

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, ২ রা জুলাই জামালপুর মাতৃভাষা সম্মিলনী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইল। সেতলি এইরূপ

প্রথম, অনাথিনী বঙ্গ ধন্য কুক্ষণে প্রসূত প্রভৃতি কুপাপ্য ক্রিয়া ক আক্তি নিখিলে অবস্থাভেদে ৪ টী মাসিক ৮ টাকায়।

দ্বিতীয়, সহায় সম্বলহীন বিদ্যার্থি বালকদিগকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাহায্যদান।

তৃতীয়, ঐ অধিবেশনদিবসে অদেশে প্রত্যাগমনার্থ পাথেয় দান।

চতুর্থ, বিভাগ মিকপার ব্যক্তিদিগকে সময়ে সময়ে সাহায্যদান।

সভা এই উদ্দেশ্যসাধনের [illegible] সাধারণের সাহায্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন।

শিলঙ হইতে লিখিয়াছে সে দিন তথায় দুইবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রথম কম্পনটী অর্দ্ধ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল, ইহাতে আমালা ঘরটী প্রভৃতি পর্ব্বত কাঁপিয়াছিল। দ্বিতীয় বার আধাধা মাত্র কম্পন হইয়াছিল।

ডেকানের নিজাম বরদার ৩ টী দুর্গের এবং মহিশূরের চামুণ্ডা সমাধার্থ এপর্য্যন্ত ২১টী করিয়া তোপধ্বনি হইত। ষ্টেট সেক্রেটারি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন ত্রিটীশ রাজ্যের সীমা মধ্যে উহাদিগের সমাধার্থ ১৯ টী মাত্র তোপধ্বনি করা হইবে। উহারা কিন্তু আপিও নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে ২১ টী করিয়া সেলামি তোপ পায়। ষ্টেট সেক্রেটারি কি যার সংক্ষেপ খাতিরে দুটী তোপ কমাইলেন?

মাজ্রাজ এক্সিকিউটিব ডেভলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে ২ দুই লক্ষ টাকার গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া যে লিখিয়াছিলেন সেজন্য ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। একজন প্রাচীন কর্ম্মচারিকে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত মাসিক ৪।৫ টাকা পেন্সন দেওয়া হইত, এবং কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে জরিমানায় যে টাকা আদায় হইত, উহা অন্যান্য কর্ম্মচারির পুরস্কারার্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই দুই লক্ষ টাকা হিসাবে মিলে নাই। কর্ম্মচারিগণ আন্দোলন করাতে এইরূপ হিসাব মিলাইয়া দিবেন বলিয়া এই প্রকৃত ঘটনা, তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

বোম্বাইর সাইকেল ট্যাক্সিরোয়াল [illegible] ফোর্টের ডিভাগতি ফ্রেম রাডিক্স আলেক্সি সাহেবকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন। তত্রত্য সাওটার মারফৎ এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, আলেক্সি সাহেব ঘোড়া করিবার সময় তাঁহাকে এক গালার দিয়াছিলেন বলিয়া গালি দেওয়া [illegible] এবং অপরাধের কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই।

এই জন্য ডিরি [illegible] অন্যান্য ব্যক্তিরা সর্ব্বসাধারণের উপকার দিয়াছেন। তদ্বারা [illegible] একটী সভা [illegible] করিয়াছেন। বস্তুতঃ মাদ্রাজে [illegible] লোক [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিমলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সিমিয়ন ডাকষ্টেটর ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট যে আবেদন করেন, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন হইয়াছে। বোধ হয় এই আবেদনের এই ফল হইবে যে ভূমির সিবিলিয়ানদিগের কর্ম্মক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত করা হইবে। বোম্বাইর কতকগুলি ভূমির সিবিলিয়ানদিগের কর্ম্ম প্রহণ করিবার জন্য বলাহইতে এরূপ সভা বদ্ধ দেখা যাইতেছে।

সেদিন বিলাতে ভূতুর [illegible] যাহা লইয়া ডোকানদারদিগের সহিত যে গোলযোগ হয়, তাহার ফল এই হইয়াছে, কতকগুলি দোকানদারের সাজিয়ানার জন্য ৫ পঞ্চ ও দুই শত টাকার বোঝলকা লওয়া হইয়াছে। অমনের জরিমানা ৪ জনের ২ শত করিয়া ধার্য্যও হইয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তা বিদায় লইয়া চলিয়াছেন। [illegible] দোকানদারের বিরুদ্ধে এক্ষণেই মালিশ হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, উত্তরপুরের [illegible] সংসার খাইয়া বোম্বাইর প্রজা মাত্র ছিল হইতে তোপধ্বনি এবং পূজা আলোকময় ও উৎসবময় করেন। [illegible] ৭ই এই দুর্ভাগ্যের অনুপযুক্ত হয়। ইহার ৩ দিবস পূর্ব্ব অর্থ তাহার মালিকের [illegible] হয়। [illegible] ভয়ে [illegible] [illegible] বাহির হইবে।

একটী হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে। এবার গঙ্গায় হাঙ্গরের বড় উপদ্রব হইয়াছে।

একজন কাবুলী কলুবক্রেতাকে ধর্ম বলিয়া একখণ্ড পিতল দিয়া প্রতারণা করিয়াছিল বলিয়া কাশীঘাটের যে এক মহাজনের ৫০ টাকা জরিমানা ও এক বৎসর কারাদণ্ড এবং তাহার একজন সহচরের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়, আপীলে সেসিয়ন জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৮ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

অযোধ্যার একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ভূপালে একটী ভয়ানক ঘটনা হয়, ঐ সময় বেগমের স্বামী মৌলবী সিদ্দিস হোসেন আক্রান্ত হন। দুই তিন জন হত হইয়াছে।

লর্ড নর্থব্রুক বারাণসীর লক্ষ্মীবাইকে মাসিক ৮৫ টাকা পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাঁর স্বামী ১৭১ টাকা পেন্সন পাইতেন।

ফিরোজপুরের ডেপুটী কমিশনর বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল দেশীয় সৈন্যকে ব্রিচ-লোডার দেওয়া হইবে। এই আজ্ঞা পালন জন্য ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষগণ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পেসোয়ার হইতে এক ব্যক্তি দিল্লী গেজেটে লিখিয়াছেন, তথায় গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে। টক বালু এবং পঙ্গপালে অনেক শস্যাদি নষ্ট করিয়াছে। অনেক কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আদৌ বৃষ্টি হয় নাই।

জানজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সুলতান দাস ক্রীতদাসের ব্যবসা সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন সন্ধির নিয়ম সকল সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক উক্ত বাণিজ্যের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে জুবলোতে ৯ হাজার দাস ছিল, উহাদিগকে অর্দ্ধ মূল্য দিয়াও কেহ ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যদি উহাদিগের মূল্য অর্দ্ধ মূল্যেও হইল না, তবে আর উহাদিগকে আহার দিয়া অধিককাল রাখিবার প্রয়োজন কি?

লিগাল কম্পানিয়ন বলেন, হাই কোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, কোন অবিভক্ত পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার নিজের উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করিলে ঐ সম্পত্তিতে কেবল তাহারই স্বত্ব হইবে। কিন্তু সাধারণ অর্থ দ্বারা যদি পুত্রের নামে যদি বিষয়ী কোন বিষয় ক্রয় করা হয় তাহা সমুদায় পরিবারের সম্পত্তি হইবে।

সফোর্ডএর একখানি সংবাদ পত্রে একটী ব্যাঘ্রের কথা লিখিত হইয়াছে। একটী শিশুকে (এক্ষণে ইহার বয়স ১২ বৎসর) বেকডে বাঘে লইয়া যায়। সেই অবধি সে বনমধ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সম্প্রতি তাহার পিতা মাতা কোন ছলে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। উহার চুল বড় বড়, প্রথমে সে চারি হাত পায়ে চলিত, এক্ষণে দুই পায়ে চলে, কেহ নিকটে গেলে কামড়াইতে যায়। কাঁচা মাংস মুখে চিরিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভোজন করে। কাহার কথা বুঝিতে পারে না, রাত্রি কালে পিতা মাতাকে কামড়াইতে যায়। এজন্য তাহারা তাহাকে পাতুলালয়ে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কেহ যদি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অমনি তাহাকে বাঘের মত ধরিতে যায়।

পিপ্লিজপুর সবডিবিজনের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একজন মুসলমান পত্নী ব্যক্তি চারিণী হয়। তাহার স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া উহার উপপতিকে ধরিবার জন্য যত্ন করে। এক রজনীতে উহাদিগকে একত্রে দেখিতে পাইয়া উপপতির একটী কাণ কাটিয়া লয়। কাটা কাণের যন্ত্রণা দূর হইতে না হইতে সে পুনরায় তাহার উপপত্নীর নিকট যাইতে আরম্ভ করে। এবার ঐ ব্যক্তি স্বীয় ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী এক্ষণে হাসপাতালে আছে। তাহার স্বামী পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বাবু কালীচরণ বন্দ্যো ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দীর পুত্র। রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দির পুত্র

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে মল্লিক বনাম মল্লিক এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই, ঐ বাটীর কর্ত্তা ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিবার সময় উইল করিয়া যান। তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। উইলে লিখিত আছে, নরেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে তিনি পিতার বিষয়ের কোন অংশ পাইবেন না। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ২৫

ছাত্রগণের [illegible] পাঠাইয়াছেন আর, এখা [illegible] পাঠকগণ এত দূর [illegible] দর্শন করিলেই আমরা তাঁহাদের বিবাদটী কি [illegible] ভয়ানক আকার [illegible] পাইয়াছে, প্রতিমিনি [illegible] পাল [illegible] হইলে এতদূর হইতে পারিত [illegible] প্রথম হইতে ইহার নিবারণ হইত। যাহা হউক তিনি এক্ষণে ছুর্বাক্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রায় বহু দূর গড়াইলে পর তাঁহার চৈতন্য হয়। যেভিকল মেডে এ বিষয়ের বিচার হইতেছে। শিব সাহেব বা [illegible] ছাত্রগণের পক্ষে বিলক্ষণ টা [illegible] করিয়াছেন। বিচারের ফল এখনও জানা [illegible] নাই।

এ প্রস্তাবে আমরা "সংগীতিকসমাজের" মাসিক একখানি সমালোচন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি এই [illegible] হইতে প্রকাশিত হইতে [illegible] আমরা ইহার প্রস্তাব [illegible] করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। [illegible] ইহার মুদ্রণ কার্য্যও মন্দ হয় নাই।

৮ ই শ্রাবণ ইংলণ্ডীয়।

[illegible] ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি [illegible] একজন কমিসনর ছিলেন।

[illegible] সালে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৮৫-৫০০ [illegible] ১২০৫৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

গত [illegible] কলিকাতা মেজেষ্টে লেপ্টনন্ট গবর্ণর [illegible] লক্ষ্য করিবার এবং বিজ্ঞ করিবার [illegible] নিমিত্ত যে [illegible] নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মাক্রাজে [illegible] একটী বালককে তাহার শিক্ষক [illegible] করিয়াছিলেন প্রহারটী কিছু গুরুতর হওয়াতে মাজিষ্টেট শিক্ষকের [illegible] তলব করিয়াছেন। শিক্ষকদিগকে অবধি যেন সাবধান হইয়া বালকগণকে প্রহার করেন।

মাক্রাজে [illegible] অত্যন্ত দুর্লভ [illegible] হইতে এক [illegible] বাটিতে আছে তাহা নিতান্ত অধিক। মাক্রাজ এই অসুবিধা নিবারণার্থ একটী বিলিফিং সোসাইটী করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতায় এইরূপ একটী সমাজ করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে প্রস্তাব লিখা ভিন্ন এ পর্য্যন্ত উহার আর কিছুই হইল না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টনন্ট কর্ণেল হাইড ইউরোপীয় ফিউসি এবং নেটীব ফাউসর ও মিজিদিগের তুল্যরূপ শিক্ষার জন্য সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ বাটীতে একটী অতিরিক্ত শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬।০ টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মাক্রাজ টাইমস বলেন, আগামী বর্ষে উত্তরতা গবর্ণমেণ্ট আদর্শ ফোর্ট একটী কৃষি প্রদর্শন হইবে। ৬ দল টাকার কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ এবং মামাবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য ৯০০০ টাকা পুরস্কার ধার্য্য হইয়াছে। সমুদায় মাক্রাজ প্রেসিডেন্সি সিংহল মরিসস, ফুর্গ এবং বাইরাবারের লোকদিগকে ইহাতে আহ্বান করা হইবে।

ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর সহিত কলিকাতার যে ডাক খেলা হইতেছিল তাহাতে কলিকাতার জয় হইয়াছে। কলিকাতা দুটী বাজীই জিতিয়াছেন। বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতাকে পারিয়া উঠিলেন না।

১১ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

পারসোর সাহা ইংলণ্ডে গমন করাতে বঙ্গদেশীয় নবাব নাজিমের প্রতাব করিয়া দিয়াছে। বোম্বাই মেজেষ্টের সওদাগর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে দিন ভিন্ন দুইলে যে এক ভোজ হয়, তাহাতে তিনি প্রবেশাধিকার পান নাই। নবাব নাজিমের আর ইংলণ্ডে কেহ পাওয়া যায় নাই।

লিভিয়াস লিখিয়াছেন, গত ২০ দিবস ধরিয়া সুসবেলা প্রদেশে বহুবার ভূমিকম্প হইতেছে। কম্পগুলি বিশেষ সাংঘাতিক হয় নাই, তবের কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহাতে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

" [illegible] লিখিয়াছেন, গত ২৫ তারিখে [illegible] বড়ই দুর্দিন গিয়াছে। ২৬ তারিখে প্রাতে [illegible] ইংরেজদিগের গৃহাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া, আগার [illegible] ধরিয়া [illegible] লইয়া গিয়া ৫ ক্রোশের অধিক [illegible] রাখিতে ও খাটিতে ১০ ক্রোশের অধিক পথ। এক ব্যক্তি ৫ ঘণ্টা ২ [illegible] এবং আর একজন ৩ ঘণ্টা ৭। [illegible] দুই পথ ক্রোশ হইয়াছিল।

১১ ই শ্রাবণ শনিবার।

আমাদিগের আলমোরাস্থ সংবাদদাতা বলেন, তাহাদিগের রাজস্ব কমিশনের সাক্ষ্য দিতে যাইবার জন্য যে ১৯ জন আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা অনেক ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই চারি জনের সাক্ষ্যেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিবে।

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালিদিগের স্থায়ী বাসের নির্দেশ করিবেন বলিয়া গত ৮ বৎসর ধরিয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল আইনের সৈন্যগণ রহিয়াছে, সেগুলি ১৮৫৭—৫৮ সনে নির্দ্মিত হয়, আইনগুলি ৫ বৎসরের জন্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৫ বৎসর অতীত হইল আইনগুলি রহিয়াছে, ইহার নির্দ্ধারণে যে খরচ পড়িয়াছিল, এই ১৫ বৎসরের সংরক্ষণে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। স্থায়ী বাসের নির্দ্ধারণ করিলে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় লাঘব হইবে আমাদিগের এ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু নির্দ্ধারণের যে ফল তাহাতে বাড়িগুলি নির্দ্ধারণ করিলে না করিলেই উহার সুফলের অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বিলাতিদিগের মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিক্রীত হইতেছে।



গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই জুলাই। জে ওয়াডরেল কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে সাঁওতাল পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি গড ফ সাহেব কিছুদিনের জন্য শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব্লিউ এস, আর ডেবিস মোরাদাবাদ বিভাগের ভার পাইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, মর্টি সাহেব কিছুদিনের জন্য জাসুই বিভাগের ভার পাইবেন।

কাছাড়ের সহকারী কমিশনর ই, ওয়াই ওয়া লকট হিলাকান্দি উপবিভাগের মুন্সেফের ভার পাইবেন।

এস, ওয়াটসন সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুরের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী হবিবর রহমান লাল সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইয়া চিত্রলে রহিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৯ এ জুলাই। রাজস রীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিনের জন্য পাবনার স্থলনী হইলেন।

২১ এ জুলাই। আর ডি, হাইস সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কাপ্তেন এ, এস রেবেরার কিছুদিনের জন্য রামপুরের প্রতিনিধি কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কান্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

কাপ্তেন ডব্লিউ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য মহবোর প্রতিনিধি কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কান্টোনমেণ্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বিহারের জেনারল রেবেনিউ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এফ, ডব্লিউ আর কাউলি পাটনার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ বাবরমন্দে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বি, এল, গুপ্ত ভাগলপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে ই, বি জেকি শ্রীরামপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারকনাথ মল্লিক ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাট বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামকানাথ দে কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরা বিভাগের ভার পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ভার পাইবেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল কিন্‌ক্লেন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু লালগোপাল সেন এবং রমাকান্ত পাট নায় অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সূর্য্যচরণ সাহা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি সি,) অনুসারে একজন কমিশনর হইলেন।

এচ, এস, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। মেমেটে লিখিত হইয়াছে, আমাদিগের রাজ্ঞী প্রিন্স আলবেডের বিবাহ কার্য্যে সম্মত হইয়াছেন।

জন ব্রাইট ঘটিয়া প্রিন্স সাহেবকে ১ লক্ষ টাকার একটী উপহার দিয়াছেন।

লর্ড ওরেষ্টবেরির যেরূপ কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবনের আশা অল্প।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। কোল কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কয়লার যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কয়লার কাটতি বৃদ্ধিই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কালিষ্টরা ইথমালাড অবরোধ করিয়াছে।

বাসিলোনার কর্তৃপক্ষগণ শান্তিরক্ষার্থ এক সভা করিয়াছেন।

রুষী রা কওয়াদ অধিকার করিয়াছে। তত্রত্য খাঁ কখন হামের সহিত সেণ্টপিটর্সবর্গ দর্শন করিয়াছেন। খাঁ কাল যাবসায় উঠিয়া দিবার জন্য যে বথা প্রচার করিয়াছেন।

লাড ও ষ্টইবেরির মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। উইকেইরের বিশপের অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ডব্লিনে গমন করিয়াছেন।

কালিষ্টরিগের সর্দ্দার সবল স ইথমালাড নগর আক্রমণ করে কিন্তু ছই দিবস যুদ্ধের পর তাড়িত হয়। তদ কালস ১০ হাজার সৈন্য লইয়া বিলবেএর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বাসেলিসের সভা ৫ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত আছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। লণ্ডনে প্রীবাধিক্য হইয়াছে।

কমন্স সভায় খুষ্টিকের আইন গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

স্পেনিশ গবর্ণমেণ্ট অরাজকতা নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন।

আফিসরের পদ ক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে তাঁহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছে কি না, তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ এক রয়াল কমিশন নিয়োগের জন্য ক্রিমন্তের ডিউক যে প্রস্তাব করেন, লার্ড ব্যাঙ্গী তাহা ৪৩ জনের বিরুদ্ধে এবং ১২৯ জনের মতে গ্রাহ্য করিয়াছেন। ডেভিসের ডিউক আফিসরদের মধ্যে এ অসন্তোষ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের অনুসন্ধান হয় তাঁহার ইচ্ছা।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। বিবাহ সম্বন্ধে রুষী য়ার যে সন্ধি হইয়াছে ও হার প্রথম নিয়মগুলি যে পর্য্যন্ত না পালন করা হইবে সে পর্য্যন্ত

...রেল্‌বর্গ এর ... এসোসিয়েশনের সেবা ... করিতে থা ... এই শিক্ষা কি, ... জানা যায় নাই।

আমাদিগের কাবাবোলাছ সংবাদদাতা 'সংঘটনে'—

জল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ভাগীরথী গঙ্গা ও কুমার সঙ্গম স্থল। দুইটী নদী বৃদ্ধি হইয়া একত্রে প্রবাহিত হইলে কতদূর অনিষ্ট হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। পরমিক রেণ্ড ভিন্ন এমন স্থান অবশিষ্ট থাকে না যে যাহা জলে প্লাবিত না হয়। অবশ্য গত বৎসর এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলাম, আবার এবৎসরও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের বাসনা এই আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপিল কমিটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করেন।

রেলওয়ে কোম্পানি ষ্টিমার ঘাটের তীরে যে দোকানি আছে, উপরে জল উঠিলে তাহার যে কোথায় দোকান করিবে কিছু স্থির নাই। গত বৎসর তাহারা রাস্তার উপর দোকান তুলিয়া বাস করিতে না দিলাতে এক ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহোদয় তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছিলেন, তৎপরে পুলিস তাহাদিগের পক্ষে সহায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বন্দোবস্ত করায় ইঞ্জিনিয়র সাহেব দেখে যে, দোকানীরা অবশ্য কয়েক মাস রাস্তার উপর থাকিতে পারিবে। কিন্তু এ বৎসর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইতেছে। ইঞ্জিনিয়র সাহেবের যে কি অভিপ্রায় তাহা আর বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। সুলভা আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, দোকানিরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করাতে প্রথমে তিনি বলেন যে, ইঞ্জিনিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ না করিলে তিনি কোন হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু তাহার দুই তিন দিবস এখানে ঢোল পিটাইয়া রেখে যে, রাস্তার উপর যে কোন ব্যক্তি দোকান উঠাইবে তাহার ঘর তৎক্ষণাৎ নীলাম করা যাইবে। ইহার ভাব কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহাশয় উদ্‌বেগ দিয়াছিলেন। যাহা হউক দোকানীরা একণে ইঞ্জিনিয়র সাহেব মহোদয়ের নিকট এক খানি আবেদন করিয়াছে এবং গত বর্ষের ও বর্ত্তমান বর্ষের তিন মাসের জন্য ভূমির কর দিতে সম্মত হইয়াছে। উপসংহারকালে গবর্ণমেণ্ট ও উক্ত সাহেব মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা ঐক্লিখিত দোকানীদিগের প্রতি একটু বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, যেহেতু এখানকার সমুদায় লোক আমদানীর দ্রব্যাদির অভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবে। বিশেষতঃ দোকান না থাকিলে রেলওয়ে কোম্পানির আরোহীদিগের আর দাঁড়াইবার স্থল নাই।

২। অবশ্য একটী আশ্চর্য্য চুরির কথা শ্রবণ করিলাম। অনেক দিবস হইল, আমাদিগের অমতিদূরে গোয়াড়া নামক স্থানে গাড় কোম্পানির কুলকটেরা হইতে একটী ষ্টীম যন্ত্র চুরি যায়, চাপরাশি এবং গাড়োয়ানেরা এই কথা বলে যে, তাহারা এবিষয়ের কিছুই জানেনা। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল, ঐ যন্ত্রটী একটী জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। কোন কর্ম্ম দ্বারা যে একার্য্য হয় নাই, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলে যন্ত্রটী জঙ্গলে রাখিয়া যাইত না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। পাবনার প্রজা-বিদ্রোহের অবসিকা-পতন না হইতে হইতে আবার মেডিকেল কালেজের ছাত্রগণ আর এক অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত কল্য মেডিকেল কালেজের গা লাগাতে [illegible] প্রথম বিলিটারি ক্লাসের ছাত্রদিগের [illegible] বাঙ্গালী ছাত্রদিগের অধীনস্থ ছাত্র [illegible]

মিলিটারী ক্লাসটী দুর্দ্ধর্ষ ছাত্রদলে পরিপুষ্ট। মধ্যে মধ্যে ইহাঁদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত আমাদিগের শ্রুতি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার অবিনীতদিগকে কিছু শিক্ষা না দিলে পরিণামে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইয়া যদি দুর্দ্ধান্ত হইয়া কিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়, যমালয়ের অপর পর্য্যায় হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

২। সম্প্রতি কাশী হইতে শ্রীযুক্ত জয়রাম ভট্টাচার্য্য ও জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে দুই জন সামবেদজ্ঞ মাদ্রাজী পণ্ডিত এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁরা সুমধুর স্বর সংযোগে সামবেদ গান করিয়া থাকেন। গতকল্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরীর পাথুরিয়া ঘাটাস্থ ভবনে ইহাঁদিগের গান হইয়াছিল। যদিও আমরা বেদাভিজ্ঞ নই তথাপি গায়ক পণ্ডিত যুগলের মধুরস্বর বিবৃত উক্ত সামবেদ গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। শ্রোতৃবর্গের সকলেই বেদানভিজ্ঞ হইলেও গান সময়ে একতানচিত্ত নিস্তব্ধভাবে ছিলেন। অনুদ্বেয়ার্থ বিষয়ের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ইতিপূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শ্যামাশঙ্কর বাবুর ভ্রাতা বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরীর যত্নে এই বেদ গান হয়। বেদ আমাদিগের আদিম আর্য্য গণের অদিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। কালবিপ্লবে সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মাহাত্ম্য তিরোহিত হয় নাই। পূজ্যপাদ ঋষিগণ সংযতচিত্তে এই বেদগান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। সুসভ্যজাতিমাত্রেই এই বেদের নিকট অবনতমস্তক হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ সুমধুর ঈশ্বর স্তোত্র পদ্ধতি অন্য কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। হিন্দু মাত্রেরই এই বেদগান শুনিতে কৌতূহল জন্মে। পার্ব্বতী বাবু আমাদিগের সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। গান সময়ে পার্ব্বতী বাবু গায়ক পণ্ডিত দ্বয়কে এই উপহার প্রদান করেন—

"শান্তিময় তপোবনে সৌম্যদরশন
ঈশ্বর প্রেরিত যত তপোধনগণ,
সংযত হইয়া সদা প্রফুল্ল অন্তরে
গাইতেন বেই বেদ সুমধুর স্বরে।
তুমি আজ বিমোহন সেই সাম গান—
মহেশ-মহিম স্তুতি মুক্তির সোপান,
উদিল হৃদয় পটে, ভক্তি উদ্দীপন-
বিগত বিষয় চিত্ত মানস মোহন।
কল্পনা কুহকপায়া, নয়ন মুদিয়া
দেখিনু সে চিত্রপট মনন করিয়া।
দেখি যেন তপোবনে শান্ত দরশন-
ঋষিকুল, ভক্তিভাবে জ্বালি হুতাশন,
সুখময় উষাকালে প্রদোষ সময়ে
আহ্নিক প্রণাম করি, এক চিত্ত হয়ে
করিছেন বেদ পাঠ; ভেদিয়া অম্বর
উঠিছে শিবার সহ সেই বেদস্বর।
অপরূপ চিত্র আজ দেখিনু অন্তরে
ভাসিল হৃদয়তন্ত্রী আনন্দ সাগরে।
বেদের আশ্রয় তুমি পণ্ডিত যুগল,
বেদ মাতা সরস্বতী করিয়া মন্থন
দিয়াছেন রত্নরাজি আদরে তোমায়,
অতুল তাঁহার কীর্ত্তি—অমূল ধরায়।
নিয়ত সে রত্নরাজি রক্ষণের তরে,
সযত্নে তোমায় সবে ভক্তিভরে
ভারতের পূজনীয় তুমি গুণময়,
মূর্ত্তিমান্ ভারতকীর্ত্তি বেদস্বরময়।
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ পণ্ডিত প্রধান।
প্রণাম অঞ্জলি এই করিলাম দান।"

সং ১৯১১
৭ ই শ্রাবণ

শ্রীঃ—

মহাশয়! আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত কাম্বেল মহোদয়ের শাসন ও রাজনীতিজ্ঞতা প্রভাবে এই হতভাগিনী বঙ্গভূমির নিত্য নূতন ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় অপ্রতিহতা, কোন ক্রমেই প্রতিরোধের উপায় নাই। আজ কাল জেলা উঠার ধুমধাম সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। কখন কাহাদের ভাগ্যে এ প্লব উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলাবাসী আপামর সাধারণ সকলেই অস্থির। এরূপ জনরব যে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বহু অন্তর সমাকীর্ণ আমাদের এই বঙড়া জেলাটিকে উঠাইয়া একটি সব ডিভিজনে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। যদি কথিত জনরবটি কেবল জনরবেই পরিণত হয়, তবে ত আমাদিগের এই প্রসঙ্গই বলিতে হইবে। আর যদি উহা বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে আর আমাদিগের কষ্টের সীমা থাকিবে না। মহাশয়! যদিও এতদুপলক্ষে লেখনী ধারণ করা অরণ্যে রোদনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনের ব্যাকুলতায় জেলাটি উঠিয়া গেলে আমাদিগের যে যে অসুবিধা ও অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কতিপয় পঙক্তি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। প্রার্থনা করি, মহাশয়ও আমাদের হইয়া সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টকে বঙড়া জেলাটির রক্ষা বিষয় কিছু লিখিয়া উপকৃত ও চিরানুগৃহীত করিবেন।

প্রথমতঃ। গবর্ণমেণ্ট এজেলার আয়তন অতি সামান্য মনে করিয়া ইহার জন্য ন্যায় সাহেব অসঙ্গত জ্ঞান করিতেছেন এবং নিকটবর্ত্তী (যাহা বস্তুতঃ ভ্রমসঙ্কুল) কতিপয় জেলাতে উহার এলাকা সকল বিভক্ত করিয়া দিলে সুচারুরূপে শাসনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে, ইহাও মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট এই মত নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই জেলার উত্তরে রঙ্গপুর, উত্তর পশ্চিম অংশে দিনাজপুর, পশ্চিম দক্ষিণাংশে রাজসাহী, দক্ষিণে পাবনা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে ঢাকা, পূর্ব্বে ময়মনসিংহ; এই সকল সীমান্তর্গত স্থান লইয়া বঙড়া জেলা হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ ফল অনুন ৩০ হাজার বর্গমাইল। ভয় ত তুলনা করিলে ইহার দুর্দ্ধিনুত্ত অপেক্ষাকৃত কটকও অথবা আয়ারলণ্ড অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

এই জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে এ অঞ্চলে কত শত ভীষণমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত নরপ্রাণসের অধিবাস ছিল এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতই যে ঘোর অত্যাচার, উপদ্রব ও নরহত্যা প্রভৃতি দোষ হরণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহার কোন অংশ বাদ দিলে, তাহার কি, তখন লেখকের মন যায় প্রাণ চায় এমন উচ্চ মুক্তাছাদিগের কলমের উপরই নির্ভর করিতে হয়। যদি লেখকের মস্তকে কবির ও পণ্ডিত সাহেবের (অর্থাৎ লেখকের প্রপিতামহ প্রভৃতি কীর্ত্তি কলাপ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছা হয়, তবে ঐ সকল মহাত্মাগণের কৃপা কটাক্ষ সমুৎপাদন করিয়া তাহাদের শোণিত শুষ্ক করিতে হয়। তখন এইরূপ কত মজুমদার কবি কত পণ্ডিত যে প্রাদুর্ভূত থাকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র পুত্রের জীবন সংশয় করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিয়া কে শেষ করিতে পারে। এক বিষয় আছে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য সংক্রান্ত এরূপ অধীশ্বর ছিল। যাহার কবিত্ব, বিদ্যুৎ কালিদাস সময়ে সময়ে স্বাধীন ও উপনিবেশ সংস্থাপিত হইত, বাল্মীকির কবিতা ছিল, তখন পাত্র মিত্র সকলেরই ছিল। উপরোক্ত দুর্ভাগ্য প্রাণ বাহির হইবার একান্ত সম্ভাবনা হইলে [illegible] অথবা, বিদ্যাসুন্দর, অথবা, উপ-

[illegible] সকল পুরাতন [illegible] হইল, বিদায় হইয়া উঠিল দেখিয়া এবং [illegible] এখন প্রকৃত অভাব মুরবতী জেলার [illegible] কতগুলি হইতে কোন রূপের অত্যাচার নিবারণ বা সুশাসন হইতে পারিবে না বলিয়া এখানে বর্ত্তমান মহাত্মা জেলাটি সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার সুশাসন ও রাজস্ব আদায় আরম্ভ হইবার কার্য্য সুসম্পন্নরূপে নির্ব্বাহার্থ ঐ সময়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের পদের সৃষ্টি করিলেন। সমরবহ্নি এদেশের ধন মান প্রাণ আর কতরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এবার সুখ সম্ভোগ কালের গতি করিতেছে। এক্ষণে যদি জেলাটি উঠিয়া যায় তবে ইহা অন্য কোন প্রকার বন্দোবস্তে অধিক ভাল হয়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাদের পুনর্ব্বার পতিত রাজ্যের আমল উপস্থিত হইয়া এ অঞ্চলকে ছার খার করিবে, দিনে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ইংরাজ রাজত্বের অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে সহজ প্রবেশ হইবে। সম্প্রতি এই জেলাটী [illegible] মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর দ্বারা শাসিত হইতেছে বলিয়া ডাকাইতি বদমাইসী প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের উপর তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তথাপি ঐ সকল উপদ্রব বিস্তর হইতেছে। অন্যান্য জেলার সহিত তুলনা করিলে এখানে যত বহু তস্কর প্রভৃতি বদমায়েসের অধিবাস এবং ইহাদের হইতে যত উৎপাত উপদ্রব ও লোকের সর্ব্বস্বান্ত এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতেছে, বোধ হয় এরূপ আর কোথাও নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল কিম্বা সব ডিবিজন হইলে ইহার যেরূপ গতি হইত জেলা সংস্থাপন অবধি তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে, আমা বিষয়ে অনেক বিধ উন্নতি হইয়াছে এবং যদি আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় না হয়, তবে ইহার উন্নতি চরমসীমা পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে থাকিবে। ইহা কেবা স্বীকার করিবেন যে, একজন ক্ষমতা পন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে যেরূপ সুশাসন হইতে পারে সব ডিবিজনের তদ্রূপ কি আসিষ্টাণ্ট হইতে কখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই? এ জন্য জেলাটি এবলিশ হইলে যে আমাদিগকে পুনর্ব্বার অষ্ট দশ ঘোর অরাজকতার মুখাবলোকন করিতে হবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। একণ রাজস্ব ও ফৌজদারি এলাকা সংক্রান্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও জেলাটি উঠিয়া যাওয়া নিতান্তিশয় ক্লেশ ও বায় পর নাই বিপদ্জনক বলিয়া বোধ হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বতন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিলক্ষণ অনুসন্ধিৎসার সহিতই জেলাটিকে সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহা সমস্ত ডিবিজনের [illegible] পক্ষেই বিশেষ, সুবিধাজনক [illegible] হইয়াছে। জেলার সদর স্টেসন হইতে দূরবর্ত্তী ৩৪ ৩৭ মাইল, এবং সম্প্রতি সংযোজিত দিক স্থিত শিবগঞ্জ থানার এলাকা সমূহ অনধিক ১৭। ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। উত্তর দিক স্থিত গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকা এবং সর্ব্ব পূর্ব্ব পুলিশ স্থিত ঘাইগাছ থানার এলাকাও (যাহা ইহার পূর্ব্বে এই মহকুমাই অন্তর্গত ছিল) ৪০। ৪২ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। গবর্ণমেণ্টের যে সার্কিউলার অনুসারে শেষোক্ত থানা দুইটী জেলে রঙ্গপুর ও পাবনার অধীন হইয়া গিয়াছে, সেই সার্কিউলার অনুসারেই অন্যান্য জেলার এলাকা সকল এই জেলাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না যে, আমাদিগের বিহার প্রান্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, এক বিগলস্ মহোদয় কি কারণ বশতঃ আপন জেলার অধীন সমীপবর্ত্তী উক্ত থানা দুইটী হারিয়া বসিয়াছেন, অথচ অন্যান্য জেলার এলাকা সকল (যাহা এই জেলার নিকটবর্ত্তী) মহকুমার অধীনে আসিতে বড় বা একাস পায় নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারায় শেষোক্ত থানা দুয়ের অধীনস্থ প্রজাবর্গের রঙ্গপুর ও পাবনা যাইয়া নালিশ করার কত দূর ক্লেশ, অসুবিধা ও বিলম্ব হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহারাই বুঝিতেছেন। যদি জেলাটি উঠিয়া যায়, তবে মহকুমার অধীন জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমরা বুঝিতেছি না। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর মুন্সেফিদিগের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরস্থিত উলিপুর মুন্সেফী ও আদালতই থানার অন্তর্গত জমীদার, তালুকদার প্রভৃতি মুন্সেফিকারিগণের বড় অপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible]

পথ নাই বলিলেই হয়, যাহা আছে, তাহাও এরূপ দুর্গম যাহা সর্পাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু পরিপূরিত সুবিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যবর্ত্তী কিম্বা নির্জ্জন সুপ্রশস্ত প্রান্তর নয় যে, স্মরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গের শোণিত শুষ্ক হইয়া উঠে। এদিকে বর্ষাকালে অকূল সমুদ্রের ন্যায় চলন ও স্থলদহ প্রভৃতি বিলগুলি সামান্য বায়ুভরেও এত চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হয় যে, যাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই ঐ বিলগুলির প্রচণ্ড প্রভাব ভর্জ্জন গর্জ্জন কিরূপ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। একালে ঐ সকল স্থান নরপিশাচ দুর্দ্ধান্ত দস্যুগণেরও যে অতি-দর্শা বলবীর্য্য প্রকাশের এক মাত্র প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। উত্তরে রঙ্গপুর ও পূর্ব্বে ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা সকলের বিষয় মনে হইলেও উক্ত বিধ শোচনীয় ঘটনাবলী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করে। অধিক দিনের কথা নয় মুরসিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় লক্ষ্মীপৎ সুগত বাহাদুরের বগুড়া হইতে রঙ্গপুর প্রেরিত টাকা বোঝাই কয়েক খান গাড়ী দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও রক্ষিগণ হতাহত হইয়াছিল। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মধ্যে মধ্যে এতদ্রূপ শোণিত বর্ষী ভয়ঙ্কর ব্যাপার এ অঞ্চলের অনেক স্থানে অদ্যাপি ঘটিয়া থাকে ও ক্রমশঃই ঘটিতে পারে। কেবল জেলাস্থিত শাসনকর্ত্তার সুদৃঢ় শাসন প্রভাবে অনেক অংশে শান্তি রক্ষিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্থলঃ। একণে রাজ্যের সাধারণ অবস্থা বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইতে পারিবে যে, জেলাটি উঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর ও ন্যায়সঙ্গত কি না? সম্প্রতি দেশের শাসন শান্তি বিধান এবং শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর কার্য্যই মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহারা দিব্য চক্ষু মেলে যে, একস্থানে বসিয়া বহুবিস্তৃত এলাকার প্রতি সম্যক প্রকারে দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সাহেবের হস্তের উপর যে স্থান আছে, কি অবসর মত অনতি দূরবর্ত্তী যে সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্ব্যতীত অপর স্থানগুলির যে কি গতি হইবে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারিবেন। সচরাচর ইহাই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যেস্থান জেলার যত নিকটবর্ত্তী তাহারই সর্ব্বথা উন্নতি এবং যে স্থান যত দূরবর্ত্তী তাহার শিক্ষা শান্তি ও সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অবনতি হইয়াছে। এই বগুড়া জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে মুগান্তর উপস্থিতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইদানীং বগুড়ার শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মহোদয় হইতে এখেলায় যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে শতাধিক মাইল ব্যবহিত রাজসাহী, দিনাজপুর কি রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে কি তদ্রূপ হইতে পারিবে? পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি মফস্বলীয় স্থানসমূহের উপর তত দূর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন? ইহাদ্বারা প্রজাপীড়ক ঘোর অত্যাচারী জমীদারগণকে কি দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা করা হইবে না? শোণিত শোষক দুরাত্মা পুলিষ কর্ম্মচারীর কি উৎসাহ ও প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে না? মহাশয়! একে যমসা তাহাতে দুনার গুঁতা! ফলতঃ এ অঞ্চলের সাধারণ অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ। খাসা গোবিন্দগঞ্জ ও রাই মঙ্গল এজেলা হইতে বাহির হওয়ায় পর ইহার আয়তন ও আয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায় ঐ দুই ষ্টেসন বগুড়া হইতে বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। রঙ্গপুর ও পাবনা অপেক্ষা বগুড়া জেলা যে ঐ দুই ষ্টেসনের সন্নিকট সন্নীপবর্ত্তী এবং ঐ ঐ ষ্টেসনের এলাকাভুক্ত লোকদিগের ফৌজদারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বিষয়েই বগুড়া সুখ ও সুবিধার কারণ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। যাহা হউক, সমুদয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে এজেলাটি সম্প্রতি ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া উঠাইবার কারণ ভিন্ন অন্য কিছুই অনুমান হইতেছে না, তথাপি বগুড়ার বর্ত্তমান আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ইহা ত কোন ক্রমেই প্রথম শ্রেণীর জেলার প্রায় তুল্যক্ষম হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট কি ভাবিয়া এতদ্রূপ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে এই জেলাটিকে একাদশ করিয়া নিরীহ প্রজাগণের সৎপরোনাস্তি ক্লেশোৎপাদন করিয়া দুঃশাসন ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। লক্ষ লক্ষ প্রজার অপরিসীম ক্লেশ ও দুঃখ সমুৎপাদন পূর্ব্বক রাজ কোষের আয়বৃদ্ধি করা কিম্বা অন্য জেলার পুষ্টি বর্দ্ধন করা কি আমাদিগের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায়ানুমোদিত প্রজারঞ্জন কার্য্য হইবে? হায়! কোথায় বগুড়ার ক্রমোন্নতি দর্শনে এখানকার ছোট আদালত ও সুবর্ডিনেট জজের আদালত সংস্থাপিত হইবে বলিয়া মনে মনে কতই আশা করিয়াছিলাম, না, একণে সঞ্চিত ধন জেলাটি লইয়াই টানা টানি উপস্থিত!!

মহাশয়! ক্রমে প্রস্তাব বড়ই দীর্ঘ হইয়া উঠিল। আর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল মহোদয় সমীপে সবিনয় প্রার্থনা এই, তিনি কৃপাধিলোকন পূর্ব্বক অগতির গতি এই বগুড়া জেলাটির মূলোচ্ছেদনের সঙ্কল্প পরিহার করিয়া অতীব দীনভাবাপন্ন নিরুপায় প্রজাবর্গকে সুগভীর দৈন্য সমুদ্র

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম।

এখানে কলা বা পাঠাইলে গ্রাহকদিগের কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যাইবে না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৷৷ টাকা, যাণ্মাসিক ৷৷৷০ টাকা, মফস্বলে বার্ষিক ১৷৷০, যাণ্মাসিক ৷৷৷০ টাকা। তিন মাসের হ্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে সাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণের জন্য টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অধিকারী হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মফস্বলপুর অঞ্চলের টিকী আদায়কারীরা [illegible] পাইবে।

যাঁহারা কাগজ না দিবার পক্ষাপক্ষি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পক্ষাপক্ষি [illegible] করা যাইবে না।

যেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা [illegible] পঙ্‌ক্তি ৷৷০ [illegible] দেড় গুণা [illegible] হিসাবে [illegible] সহিত মূল্য [illegible]

হইতে উহার কতক এক্ষণে বর্ত্তমান যুবোপীয় প্রতিনিধি বাণিজ্যের কালেজের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কেলাটির রক্ষণ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া রাখেন। উপসংহারে স্থানীয় অধীবাসী ও সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে প্রার্থনীয় যে, তাঁহারা একবাক্য হইয়া অবিলম্বে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে আপনাদিগের অসুবিধা ও ক্লেশাদির বিষয় সবিস্তার লিখিয়া কেলাটির রক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। তাহাতে অবশ্যই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া উন্নতি ও উৎকর্ষের পথ বিস্তার হইতে পারিবে।

১২৮০ সালের ৩০ এ আষাঢ়

কস্যচিৎ বঙ্গবাসিনঃ—

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে," এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে তাহার একটী উত্তম প্রমাণ পাইয়াছি, যদি পূর্ব্বে জানিতাম আপনি একজন বহুদর্শিতার লোক, তাহা হইলে কখনই আপনার কথায় প্রতিবাদ করিতাম না, এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন যদি ইচ্ছা হয় আপনি রাজার বিষয় লিখুন আমি আর আপনার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না। আপনাকে আমি এমন কি লিখিয়াছিলাম, যাহাতে আপনার নিকট বিদ্রূপের পাত্র হইতে পারি? এরূপ কোন কথাই লিখি নাই। আপনার আমার প্রতি অন্যায় ঠাট্টা করা হইয়াছে ইহা অনেকের নিকট আমাকে আপনি [illegible] হইয়াছে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে জানিলে কখনই আপনার সহিত এরূপ তর্কে প্রবৃত্ত হইতাম না। আপনি কি কারণে আমার প্রতি বৃথা রাগত (১)

---

(১) আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। বাবু যে এরূপ লিখিতে পারেন, আমরা তাহা বোধ করি নাই। একটী বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের তর্ক বিতর্ক হইয়াছে এই মাত্র। তাহাতে [illegible] হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা [illegible] এ বিষয়ে তাঁহার যে [illegible]

হইলেন আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

যশস্কর
শ্রীযুক্ত রামমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতা
প্রবেশাধিকার।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বকর্মতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহাদারি	৬	
তথা হইতে অধিপুর		
৭। মাইলের মধ্যে	৭	
অধিপুর হইতে মহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে		
মহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে		
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪১ মাইলের মধ্যে	১৩	৯

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ জুলাই মহরমপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১৬	৮
মহরমপুর ২১এ জুলাই ১৮৭২	শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটীব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন	

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার চৌধুরী
ঘাটেশ্বর ১৷৷০
শ্রীনারায়ণ পাল—মেদিনীপুর ১৷৷০
কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী
কাশগোলা ৪৷৷০
রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বালুচাড়ী ১৷৷০
ভাবতারণ পাল—দারজিলিং ১৷৷০
পদ্মলোচন আচার্য্য চৌধুরী
মুড়াগাছা ১৷৷০
রজনীকান্ত গুপ্ত—কলিকাতা ৪৷৷০

পণ্ডিত [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "দ" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বিদ্যম মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের মাসাধিক অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল-তমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সত্বর উপকারক সমধিক প্রশংসিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে বিনা এক আনার একখানি ডাকটিকিটসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৯ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

এরিক্‌শন্ কর্ণিউশন এবং ড্রুইট সর্দ্দি ও সাইন এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণারত্নে (৭৩৩ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (শস্ত্রচিকিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাশুল ও প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মহলানবিশ এণ্ড কোং অথবা
ভবানিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

কুসুম সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয়ভাগ কুসুমপাঠে যত শব্দ আছে সেইগুলির লিঙ্গ অর্থ মূল ধাতু ও প্রত্যয় এবং যত ক্রিয়াপদ আছে, সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির গণ অর্থ ও তাহাদের লট ও লুটের প্রথম পুরুষের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

—:০:—

এক উদাসীনের মহৌষধি।

অনুমা আমি সহর অম্বালা পঞ্জাব হইতে সরকারি কর্ম্মে অবকাশ পাইয়া ৮ কাশীধাম বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহলায় অবস্থিতি করিয়াছি, যাহার এই মহৌষধির প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট ৩৷০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

জড়িবুটীর ঔষধ হাঁপানি কাশী রক্তপিত্ত অর্শ প্রমেহ উদরাময় দৌর্ব্বল্য এবং ওলাউঠার পূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারায় হরিতাল ভস্মের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে ৩৷০ টাক মূল্য প্রদানে লইয়া ন্যূনাধিক ১৫০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের দ্বারায় নানা প্রকার রোগে আরোগ্য লাভ করিয়া সকলেই হরিতাল ভস্মের চমৎকার গুণ বর্ণিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন। তাহার কএকখানি পত্রের নকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ব্বে যেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যামপ্লেট ছাপান হইয়াছে পাঠান যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাঃ সাঃ কাশীধাম।

নমস্কারান্ত নিবেদন মিদং—আমি যে ১৮ ভরা আপনার নিকট হইতে হরিতাল ভস্ম আনাইয়াছি ঐ সমস্ত ঔষধ কাশ শ্বাস পুরাতন জ্বর অম্লপিত্ত ইত্যাদি রোগে সেবন করান হইয়াছিল ২ মাসের কোন উপ-

কার হয় নাই মৃত্যু হইয়া ছ। সে কাশ বন্ধ, বন্ধী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধি সেবন করাতে খুব উপশম হইয়াছে।

শ্রীহুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোং কলিকাতা ভবানীপুর।

মহাশয়, মস্তর নিবেদনঞ্চ—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাণ হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কএকটী ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইদানী এতদ্ভূত ঔষধ প্রাপ্ত পাওয়া কঠিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া যাইবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না। ইত্যগ্রে সম্বাদ পত্র পাঠে ঐ ঔষধি আপনার নিকট পাওয়া যাইবেক জানিয়া এই পত্র সহ টাকা পাঠাইলাম।

শ্রীনন্দিলাল বসুরা
মোং সরগা আসাম।

পুরুষীয়েষু—

আপনার নিকট হইতে ৩।৪ দফা ঔষধ আনিয়া হিলাম ঐ ঔষধ ও হরিতালভস্ম সেবন করাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ বিশ্বাস
মোং ঘোষাড়ি চন্দননগর।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়, আপনার সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হরিতাল ভস্ম নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা [illegible] দফা আনাইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে অতএব লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ দফা ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা একপ্রকার মূর্চ্ছা রোগ জন্য। সম্প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীসদাশিবনাথ ভট্টাচার্য্য
মহারাজার স্কুল
কাশা বর্দ্ধমান।

সবিনয় নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

ইতিপূর্ব্বে আমি কএক ব্যক্তির উপরেই পীড়ার ঔষধি সেবন করিয়াছিলাম,

বঙ্গে উত্তমরূপে আরোগ্য [illegible] এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার নিমিত্ত তেঁহি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া, ঔষধ যেমতি নিকট পাওয়া যায়, তাহা অনুগ্রহে লিখিবে টাকা কিম্বা নোট পাঠাইব।

শ্রীব্রজলাল ভট্টোপাধ্যায়
মোং অমরপাশ জেলা পুর্ণিয়া।

মহাশয়! অ পনার মহৌষধি হরিতাল ভস্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছি নাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপকার বোধ করিয়াছেন, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩৲ টাকা পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঠাইবেন।

নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
নবদ্বীপ স্কুল। জেলা নদিয়া।

শ্রীচরণ কমলেষু—

গত মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন করিয়া আমার হাঁপানিকাশী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। বোধ করি সমুদায় নিরাময় করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে পারিতাম, দুরাদৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার মোরাদাবাদ।

বিনয়পূর্ব্বক সমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

আপনি পূর্ব্বে যত উপরংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকাংশে উপকার হইয়াছে জানিবেন, যদ্যপি ঐ ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক থানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হাবড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তর খানার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়েষু—

আমার নিবেদনঞ্চ বিশেষ এই মহাশয় যে ঔষধি আমাকে সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা আমার [illegible] ঔষধ সেবন করিয়া [illegible]

মহাশয়কে লিখিয়াছি, [illegible] ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible] পুরুলিয়া।

মহাশয়, লিখিতে [illegible] আমিত ঔষধিতে [illegible] কিন্তু সম্পূর্ণরূপ [illegible] সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ ছুই প্রস্ত হরিতালভস্মের জন্য ডাকমাসুল সমেত মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

শ্রীরামধন সেন
মোং সোমাদিঘলি জেলা বর্দ্ধমান।

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

সেবনার্থ সংখ্যাতিরিক্ত প্রশংসা নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের বটীকা এবং হরিতাল ভস্ম অতি ছুর্লভ মহৌষধি আনাইয়া যে সকল মহতী পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাহারা মনে এমত ধারণ করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এমত পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সকলে ঐ ধারণ করিয়া মহাশয়ের ভূয়ঃ ভূয়ঃ যশ কীর্ত্তন করিতেছেন আমু কাহার নিবেদন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।
মোং কাশীমগঞ্জ।

প্রণামা নিবেদন বিশেষ—

মহাশয়ের পূর্ব্ব প্রেরিত তিনটী ঔষধ মধ্যে ছুইটী ব্যবহার করিয়া ছুইজন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একটী স্ত্রীলোকের [illegible] রোগের জন্য অম্লপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইতে হইবে।

নিবেদক শ্রীমধুসূদন বসু
মোং রামনগর।

প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

[illegible]

গুপ্ত-যন্ত্র

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাপার কর্ম্ম অতি সত্বর ও সত্বর নির্ব্বাহ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিত্য আবশ্যক প্রায় সমস্ত বিষয়ও ইহাতে প্রকটিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ ষাণ্মাসিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাঃ।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস আফিস কুষ্টিয়া প্রেষ্টেজ
শিয়ালদহ ষ্টেসন
৩ এ জুলাই ১৮৭৩। এজেন্ট।

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসিস
অব ডিজীজ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির
যৌক্তিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ক্রাউনের ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।০ আনা উহার বাঙ্গালাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল /০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, তদ্ভিন্ন বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ), মূল্য ।৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৵০

৬। ভুইলাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ষ্টীলগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হোটেল ৮ কলিকাতা } শ্রীভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ।

পারস্যের সাহার ইউরোপ ভ্রমণ আজি কালি সকলের আলোচনার ও কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপলক্ষ করিয়া নানা সংবাদ পত্র নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তবিক আসিয়া নিবাসী একজন মুসলমান রাজা যে ইউরোপীয় জাতিদের অবস্থা রীতি নীতি ও শাসনপ্রণালী দেখিবার অভিপ্রায়ে ইউরোপ যাত্রা করিবেন ইহা একটী কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এই ঘটনার মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটী প্রধান ফল দেখিতে পাইতেছি। সাহা যে কি উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল হইতেছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই ভ্রমণে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপের চারিটী প্রধান প্রধান জাতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, রুসিয়া জর্ম্মণী ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড। রুসিয়া এক্ষণে সভ্য আসিয়াতে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টায় আছেন পারস্যের প্রজাকে হস্তগত করিতে পারিলে তাহার কার্য্যের অনেক সাহায্য হইতে পারে এরূপ স্থলে কোথায় উপযুক্ত লোক দিয়া পারস্যে যুক্ত প্রেরণ করিয়া এবং বহুবিধ সুচক পত্রাদি লিখিয়া সাহার মনস্তুষ্টি এবং তাঁহাকে হস্তগত করিবেন তাহা না হইয়া সাহা নিজে রুসিয়ার মধ্যে উপস্থিত, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। রুসিয়, সাহাকে সেই আনন্দের অনুরূপ অভ্যর্থনাও করিয়াছেন। রুসিয়া যখন আসিয়াতে এরূপ অবস্থার দিয়া রাজ্য করিয়াছেন যে হয় পারস্যের সহিত বন্ধুত্ব না হয় পারস্যের উচ্ছেদ এই উভয় অনায়ত্ত ব্যক্তিকে তাঁহার অধিক অগ্রসর হইবার কিম্বা মধ্য আসিয়ার তাঁহার অধিকার সুপ্রস্থির ও নিরাপদ করিবার সহজ উপায় নাই। এজন্য পূর্ব্বাবধি রুসিয়া পারস্যের বন্ধুত্ব অন্বেষণ করিতে ছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহাকে পাইয়া তাঁহার বিশেষ লাভ বোধ হইয়াছে। সাহার মনস্তুষ্টি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। রুসিয়া হইতে সাহা জর্ম্মণিতে গমন করেন। সেখানে তিনি যৌথিক ভদ্রতা মাত্র পাইয়াছেন। সভ্যতার রীতি নীতি জ্ঞাত না থাকাতে জর্ম্মণীয়েরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি জর্ম্মণ রাজ্ঞীর সহিত কোন নাট্যশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি উঠিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পিয়া বলপূর্ব্বক বসাইয়া রেখে। এরূপ ব্যবহার একজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ রাজ্ঞীর পক্ষে ক্লেশকর তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আরও অনেক তন্ত্রনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য জর্ম্মণির লোকেরা তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি হইতে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছিল। কি মহারাণী কি মন্ত্রিগণ কি রাজবংশীয়েরা সকলেই তাঁহাকে সমাদর ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ড এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। এরূপ ধুম ধাম করিবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম একজন স্বাধীন বিদেশীয় রাজা অতিথি হইলে ত যথেষ্ট সমাদর করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ পারস্যের সহিত বন্ধুত্ব বর্দ্ধন করা সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে যেরূপ বিস্তার করিতেছেন তাহাতে ইংলণ্ডের সতর্ক হইতে হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের যে ১৮৩৮ অব্দে আফগানিস্থান লইয়া পারস্যের সহিত বিবাদ করা হয়, তাহাতে বিবেচনার অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল, কারণ যুদ্ধ প্রেরণ করিয়া পারস্যের সাহার সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করি সেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত এবং এক্ষণে রুসিয়ার কার্য্য দেখিয়া যে শঙ্কা অস্থিচর্ম্মে আছে তাহা আর থাকিত না। তাঁহাদের বিবেচনায় পারস্যকে সাহায্য করিয়া বলবান করাই রুসিয়াকে দমন করিবার প্রধান উপায়। পারস্য দুর্ব্বল থাকিলে রুসিয়ার বলের নিকট পরাজিত হইবে এবং তাহা হইলেই রুসিয়া ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যদি রুসিয়ার সঙ্গে কখন যুদ্ধ করিতে হয়, ভারতবর্ষ হইতে দূরে অর্থাৎ পারস্যে সেই যুদ্ধ করাই উচিত; কারণ ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া যদি রুসিয়ানেরা দুই একটী যুদ্ধে জয় লাভ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে সকল প্রজা ইংলণ্ডের শাসনে সন্তুষ্ট নয় তাহারা একেবারে রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে এবং অবশেষে ক্ষয়িত বর্ষ হারা হইতে হইবে। এই নূতন কারণে পারস্যের সহিত যোগ স্থাপন করা বিশেষ। আরও তাঁহারা বলেন, সেই যোগ স্থাপন করা রুসিয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের পক্ষে [illegible] পারস্যের এমন কোন [illegible] হইতে [illegible] যাহের [illegible] এবং [illegible]

অনেক প্রদেশ আছে যাহা হস্তগত করিতে না পা'রলে যদ্যপি আসিয়াতে রুসিয়ার রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে না। অতএব পারস্যের সহিত যদি যোগ স্থাপিত হয় তাহা হইলে সাদার ১০ সৈন্য ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে পারে। ইংলণ্ডীয় উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা এই এক লক্ষ লোক শিক্ষিত হইলে একটী উপযুক্ত সৈন্য দল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড হইতে সুশায়ার দিয়া ৩০ দিনের মধ্যে পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডীয় অস্ত্রাগার হইতে ক্রয় করাও যাইতে পারে। এই জন্য সাদার ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার চিত্ত অনুরঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া ছিল। কিন্তু তাহা নিজে কিরূপ ভাব লইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

ইংলণ্ড এপ্রকার সম্মান ও সমর্চ্চনা করাতে রুসিয়ানেরা বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন রুসিয়া হইতে সাদা যে লক্ষ্মৌ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ড এত আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল ইংলণ্ডের রুসিয়ার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ "মীংস" নামক একখানি রুসীয় সম্বাদ পত্রের কথার কিছু কিছু ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"পারস্যের ভ্রমণকারীরা যদি ইংরাজদিগের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা কি জানেন না ইংরাজদিগের চাতুরী ও অসৎ ব্যবহারে পারস্য কিরূপে ধ্বংসাসান ও আফগানিস্থান হারাইয়াছেন? ইংরাজেরা কৌশলের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যরূপী ইংলণ্ড অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে কোন কোন মূর্খ লোকে মঙ্গুয়া বলিয়া যে ভাবিয়াছিল, তাহা এক দিন সম্ভব। কিন্তু মহীসুর ও মহারাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে নাটোর অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য যে তাঁহাদের রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন? কেবল ইংলণ্ডেরই জন্য পারস্য আপনার দুইটী প্রধান অধিকার হিরাট ও কাবুল পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কি বিশ্বাস করেন যে এত অল্প দিনের মধ্যে পারস্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? সাহার সঙ্গে অনেক উত্তম রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের মিষ্ট কথার মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের বক্তাদের বন্ধু বন্ধু গর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা রক্ষা করা ইংলণ্ডের সাধ্য নয়। ১৮৫৭ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভয়ানক নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া ইংরাজেরা কিরূপে বিদ্রোহী প্রজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে রক্ত স্রোতে ডুবাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। সে জন্য মুসলমানেরা প্রতিহিংসা করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র তাহাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন এবং আফগানিস্তানের লোকেরা অবিচ্ছেদক্রমে পারস্য হইতে বিভিন্ন হইয়া আজিও যে পারসিয়ানদিগকে আপনাদের আত্মীয় মনে করে তাহাও বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।"

সম্প্রতি একটী ইংলণ্ডীয় পত্রিকা কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ দর্শন করুন:—

"সাদার এদেশে (ইংলণ্ডে) অবস্থিতি কালের মধ্যে আমাদের রাজনীতিজ্ঞেরা বোধ হয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিবেন না যে, রুসিয়ার কথা শুনিয়া চলিলে পারস্যের কি কি অনিষ্ট হইবে এবং আমাদের পরামর্শানুসারে চলিলেই বা কি হইতে পারে। সন্ধির পর সন্ধি এইরূপ প্রত্যেক সন্ধিতেই রুসিয়া পারস্যের এক একটু হীনবল করিয়া আসিতেছেন। কাস্পিয়ান সাগর, যাহা এক সময় পারস্যের অধীনস্থ একটী হ্রদ ছিল, তাহাতে আর পারস্যের একটীও বন্দুক কিম্বা কামান লইয়া যাত্রা করিবার অনুমতি নাই, ইত্যাদি। যদি রুসিয়া এবং ইংলণ্ডের পরস্পর এই বিদ্বেষ ও বিবাদের মধ্যে আমাদের কোন স্বার্থ না থাকিত তাহা হইলেও আমরা পরের কোন্দল "দুর্গোৎসব" বলিয়া এই কোন্দল দেখিয়া হাসা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। কারণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া দুইটী জাতি একেবারে উৎসন্ন হউক, সহস্র সহস্র রমণী বিধবা হউক, লক্ষ লক্ষ শিশু নিরাশ্রয় হউক, ইহা কাহারও হৃদয়ের ইচ্ছা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এস্থলে আমাদের সুখ শান্তির সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও রুসিয়ার এই বিদ্বেষানল প্রধূমিত দেখিয়া আমরা অতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইতেছি। যদি কেহ বলেন যে আমরা ত পরাধীন, এক রাজার অধীন না থাকিয়া আর এক রাজার অধীন থাকিব তাহাতে ক্ষতি কি? সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। ইংলণ্ডের রাজনীতি কিরূপ এবং প্রজাদের সহিত ব্যবহার কিরূপ তাহা আমরা দেখিতেছি, বিশেষ বিশেষ স্থলে রাজনীতির এবং শাসনের দোষ আছে এবং স্থূল বিশেষে

এদেশীয়দিগের প্রতি ও উপযুক্ত ব্যবহার করা না হয়, কিন্তু সমুদয়ের উপর যে ইংলণ্ডের শাসন সুশাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। রুসিয়ানেরা কিরূপ আমরা জানি না। কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞান বিষয়ে রুসিয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে রুশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অনেক অংশ গ্রহণ করিতে যে দিন পর্য্যন্ত সমর্থ হইতে পারিয়াছিলেন, যে রুশিয়া আপনার অধীনস্থ সাইবিরিয়া তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রজাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতবর্ষ লইয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা সুশাসন করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ পাইলে জিন কত প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইতে পারেন; কিন্তু সে কত দিন? যদি কেহ বলেন, যে রুশিয়া যদি উন্নত না হইবে তাহা হইলে তাহার এত বল বৃদ্ধি হইবে কেন? তাহার উত্তর এই, আমরা যুদ্ধ করিবার বল বৃদ্ধিকে প্রকৃত উন্নতি মনে করি না, ইহাতে কোন জাতির সভ্যতা প্রকাশ না পাইয়া বরং অসভ্যতা প্রকাশ পায়। এ সময়ে যদি আমাদের কোন জাতি রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে মহা ভ্রমের কার্য্য করা হইবে। গবর্ণমেণ্টেরও এসময় বিশেষ সতর্ক হইয়া চলা উচিত। গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদিগকে আসন ও নিমন্ত্রণ করিয়া সাক্ষাৎ করা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ইনকম টাক্সের ন্যায় সাধারণের বিরক্তিকর দুই একটী টাক্স উঠাইয়া দিয়া সাধারণ প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা এবং সকলকে নিরস্ত্র করিয়া না রাখিয়া দেশীয়দিগকে যুদ্ধ শিখাইবার এবং সশস্ত্র রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বাসে সৈন্যদিগকে ভাল করে এবং অবিশ্বাসে তদ্বিপরীত করে এটী নিতান্ত বালকও বুঝিতে পারে। ইংরাজ ও অন্য ইউরোপীয়দিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়া এক্ষণে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দ্বারা প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল উপায় দ্বারা ইংরাজেরা যদি প্রজাদের হৃদয় ভক্তির উদ্রেক করিতে পারেন, প্রজাদের ভয় অপেক্ষা ভালবাসার উপর যদি রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ রাজত্ব প্রকৃতরূপে সুরক্ষিত হইবে।

আমাদিগের একটী অপবাদ।

"বাঙ্গালীরা মামলাবাজ" আমাদের দেশীয় লোকদিগের এই এক অপবাদ অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। এটী নিতান্ত অমূলক নহে। সচরাচর এতদ্দেশীয়েরা কিছুতেই উত্তেজিত হন না। কোন সুব্যবস্থার সংস্কার বল, দেশের কোন হিতকর কার্য্য বল, কিছুতেই তাঁহাদের আলস্যনিদ্রার অভিভূত আত্মা জাগ্রত হয় না। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন "বাঙ্গালি যাহা করে অবসন্নপ্রায় হইয়াই করে"। কিন্তু মকদ্দমা করিবার কোন সুবিধা উপস্থিত হইলে আর সে আলস্য নিদ্রা থাকে না। তিনি কখন ঘরের বাহির হন না, তিনি কেবল আদালত ও ঘর করিতে থাকেন, তিনি মহা মহা সম্ভ্রান্ত হইলেও এক কলমিকও হাকিমে প্রস্তুত নন, তিনি সকাতরে দৈনিক ও মোসাহিবি খরচ অপহরণ করিয়া উকীল ও মোক্তারদিগের দৈনিক খরচ বৃদ্ধি করিতে থাকেন, তিনি কখন দুই দিন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনি এ সময়ে [illegible] এই সকলমামলাবাজ - আদালত সকলসকলধার পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। [illegible] অনেক প্রকার সাহায্য কিন্তু করিতে পারিতেছেন না। [illegible] হইয়া এবং মকদ্দমার [illegible] বিস্তর উপস্থিত করা হইল তথাপি মকদ্দমার [illegible] হয় না। এমন কি অনেক স্থানে এক একজন মুন্সেফ কিছু অল্প হাকিমের চলে না, আবার এডিশনাল মুন্সেফ প্রভৃতি দ্বারা মাসে মুন্সেফ নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এই সকল বিচারপ্রার্থীরা একবারের বিচারে প্রায় সন্তুষ্ট হন না, তাহার আপীল এবং আপীলেরও আপীল পর্য্যন্ত না দেখিয়া প্রায় নিস্তব্ধ হন না।

বর্ত্তমান সময়ে মেওয়াদি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার চারি প্রকার আদালত আছে। ১ ম মুন্সেফের আদালত, ২ য় সুবর্ডিনেট জজের আদালত, ৩ য় ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, ৪ র্থ হাইকোর্ট। ইহার প্রত্যেকেরই বিচারের উপর তাহার উপরের আদালতের পুনর্বিচারের ক্ষমতা আছে। আপীল উপস্থিত হইলে উপরের আদালত প্রায় নিম্ন আদালতের প্রেরিত হার প্রভৃতি দেখিয়াই পুনর্বিচার করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ সাক্ষ্য প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণ করা তাঁহার প্রায় কেবল মাত্র নিম্ন আদালতের ভ্রম সংশোধনার্থই মকদ্দমাটীর প্রকৃত বৃত্তান্ত উদ্ধার করা মকদ্দমার প্রকৃত [illegible] [illegible]

তাহা বাহির করা উপর আদালতের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং সে স্থলে নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তিই বাহাল থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি নিম্ন আদালতের বিচারের মধ্যে কোন আইনবিরুদ্ধ মত বা সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয় তাহা হইলে উপর আদালত হয় নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তিত করেন, নতুবা তাঁহারই উপর পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে এখানকার কোন আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে লোকে বিলাত আপীল পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে একবার মকদ্দমা রূপ চক্রে পাদ বিক্ষেপ করিয়া লোকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক আদালতই শোষিতশোষক আইনাবতারে পরিপূর্ণ, একবার তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহারা সেই হতভাগাকে ঘেরিয়া ফেলে এবং অন্ধতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এক গুণের স্থানে দশ গুণ কর করায়। ইহা ভিন্ন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম কতকগুলি করিয়া সমাজ কণ্টক আছে, উহারা সর্ব্বদা পরের বিবাদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ মূর্খ লোক পাইলে, পরামর্শ দিয়া মকদ্দমা করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত করে, তাহার মকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাকে ভিতরে ভিতরে শোষণ করিতে থাকে। যতদিন তাহার এক কপর্দ্দকও থাকে ততদিন তাহাকে ছাড়ে না। এইরূপে মকদ্দমা এবং আপীলের সংখ্যার আর কখনই হ্রাস হয় না॥ ১৮৬৯ অব্দে বার্কেনহেড সাহেব বলিয়াছিলেন যে, সে বৎসর হাই কোর্টে একশত টাকার কম সম্পত্তির জন্য ১৫৫৩ টী, ১০ হাজার টাকার সম্পত্তির জন্য ১৭৮ টী এবং ৫ টাকা অধিক সম্পত্তির জন্য ১৪৭ টী আপীল উপস্থিত হয়। এই সকল সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বিরক্তির সহিত এই কথা বলেন যে, এই সকল মকদ্দমা শ্রবণ করিবার জন্য এত বিচারপতি নিযুক্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বাদীর সমুদায় টাকা, বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্ব মকদ্দমার খরচ এবং আর তাহারা মকদ্দমা না করে এজন্য আরও কিছু টাকা ধরিয়া দেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় হয় না। মকদ্দমাপ্রিয় লোকদিগের এই সকল অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মকদ্দমার বিশেষতঃ আপীলের সংখ্যার হ্রাস করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে এই সকল মত গ্রহণ করিয়া উপায় নির্দ্ধারিত হইবে।

এই উপলক্ষে আমাদের আইন সচিব মান্যবর মন্ত্রী ইবলাউস সাহেব কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ ২০০ শত টাকার ন্যূন সম্পত্তির জন্য একবারের অধিক আপীল হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম আদালতের বিচারের সহিত প্রথম আপীলের বিচার মিলিলে তাহার আর দ্বিতীয় বার আপীল চলিবে না। তৃতীয়তঃ এতদ্ভিন্ন এবং ১৮৬১ অব্দের ২৩ আইনের ২৭ ধারার মকদ্দমা ভিন্ন অন্য সকল মকদ্দমার আপীলের উপর হাইকোর্টে পুনর্ব্বার আপীল হইতে পারিবে। চতুর্থতঃ প্রথম আপীল আদালতের উপর দ্বিতীয়বার আপীল করিবার অনুমতি দিবার ভার থাকিবে। পঞ্চমতঃ (১ মতঃ) এই শীর্ষে যে নিষেধ করা গিয়াছে সে নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে এবং টাকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির মকদ্দমা হইলে হাইকোর্ট তাহার দ্বিতীয় বার আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যে প্রকারেই হউক এ বিষয়ের কোন সংস্কার হইলে যেরূপ আশার সঞ্চার হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশীয় লোকদিগের স্বার্থপরতা এবং বৈরনির্য্যাতন স্পৃহাই যে এই মকদ্দমাপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাহা নহে। ইহার অপর কারণ আছে। গত বৎসর জষ্টিস কিয়ার "বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিএসনে" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তিনি মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির যতগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান।

১ মতঃ ১৭৯৩ অব্দের চিরস্থায়ি নিবন্ধন ভূমির স্বত্ব ঘটিত অনেক বিবাদ জন্মিয়া থাকে, ২ মতঃ ঔপভূক স্বত্ব লইয়া একগ্রামবর্ত্তী জাতাদের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ জন্মিয়া থাকে। ৩ মতঃ বার বার আপীলের সুবিধা থাকাতে লোকে সহসা ক্ষান্ত হয় না। ৪ মতঃ প্রথম আদালতের বিচারকদিগের অসাবধানতা নিবন্ধন ন্যায় বিচার হয় না। ৫ মতঃ বেনামি প্রথা চলিত থাকাতে নানা গোলযোগের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি। হবহাউসের প্রস্তাবানুসারে তৃতীয় কারণটীর প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু অপর গুলির প্রতীকার করিতে না পারিলে এই রোগের সম্যক প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উপসংহারকালে আমরা দেশীয় ভদ্র লোকদিগেরও স্কন্ধে কতক দোষ না দিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা এক প্রকার এই মকদ্দমাপ্রিয়তার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। (দেশের শত শত লোক মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিতেছে, জাল করিতেছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের আয়োজন করিতেছে, তাহাতে তাঁহারা সেই ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রীম ব্যবসায়-

হিংসক মূর্খ ও নিন্দার দ্বারা দমন করিতেছে না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সকল স্থানে সমাদর পাইতেছে, এমন কি অনেকে তাহাদের সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিছু দিন হইল ডলিমিউসের সম্পাদক বলিয়াছিল যে, "যে দিন এই প্রকার লোকদিগের উপর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের ঘৃণা দেখিব সেই দিন বুঝিব বাঙ্গালীরা সভ্যবাদী হইয়াছেন, নতুবা যে দিন এরূপ লোকেরা ভদ্র সমাজে স্থান পাইবে তত দিন বাঙ্গালি জাতির অসত্য মিথ্যাবাদী এ অপবাদ যাইবে না।" ইহা অপেক্ষা আমাদের কি হইতে পারে? যে দেশের লোকের যদি কোন ক্ষমতা থাকে এই রূপ সমাজ কণ্টকদিগকে দমন করুন। নতুবা দেশের ভদ্রতা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

আমরা অতীব আহ্লাদিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি কয়েক দিবসাবধি ৩ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে কৃষকগণ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে কর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

সম্প্রতি প্রবর্ত্তন কালে সকলেই বলিয়াছিলেন এবং এখনও বলিতেছেন, এতদুপলক্ষে জমীদারেরা অদ্য হইতে দিগের নিকট হইতে না এক কর আদায় করিবেন, ইহা দ্বারা প্রজ ফলের একশেষ হইবে। শুনা যাইতেছে এডমিনিষ্টর গার্থর কাবেল সাহেব এই অধিব ধারণ মাসে একটী বিজ্ঞাপন প্রচার ক' ছেন, এতদ্বারা প্রজাগণকে সুসংবাদ প্রদা'করই তাঁহাদিগের এক ধার্য্য কর ধার্য্য তাহারা যেন অন্য কোন কর কেও না লেয়। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে যে সকল প্রজাই এই উপায় এক একখানি পাইবে। ইহা দ্বারা কোন [illegible] হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপনই জমীদারদিগের পক্ষে রিক্ত কর আদায় পক্ষে সুবিধা করিয়া দিবে। প্রজাগণ অজ্ঞ, জমীদারেরাই তাহাদিগের পিতা মাতা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সমুদায়। তাহারা ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম জানিবার জন্য জমীদারের নিকটেই যাইবে। তাঁহারা যাহাতে বিনা আপত্তিতে আপনাদিগের ধার্য্য সিকি হয় এইরূপ করিয়া উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। "গবর্ণমেণ্টের হুকুম এই, তোমাদিগকে এই দিতে হইবে, এতদিনে আর তাহাদিগের আপত্তি করিবার সাধ্য হইবে না। তদ্ভিন্ন জমীদার অন্যায় করিয়া কর লইতেছেন জানিতে পারিলে যে প্রজারা কর দিবে না, এটীও বিশ্বাস করা যায় না। অনেক প্রজা জমীদার কৃত অন্যায় বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় কোন জমীদার এতদুপলক্ষে ধার্য্য অধিক কর আদায় করিলে বিশেষ রূপে দণ্ডনীয় হইবেন, জমীদারদিগের উপর এইরূপ একটী নিয়ম করিলে অনেক কার্য্য হইতে পারে। তাঁহারা অন্যায় কর আদায় করিতেছেন যদি এমন হয় তাহাতেও প্রজা হইবেন না।

কাবেল সাহেব কত জেলার জজদিগের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের সমভারাল পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া হাইকোর্টের জজেরা লাট মহোদয়ের নিকটে যে পত্র পাঠান এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তর দেন, মফস্বলে নিজে তাহার কিছুই না করিয়া সমুদায় কাগজ পত্র ছোট লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। লার্ড মহোদয় কাহার অনরোধের কারণ হইবেন এই ভাবিয়া উভয়ের মানরক্ষা করিলেন। কিন্তু উভয়ের এক পক্ষ কথা কাবেল সাহেব, তখন আপীলের বিচার ভার অর্পণ করা আছে "কাবেল সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই ঠিক" এখন হাইকোর্টের জজেরা কি করিতে পারেন।

কেহই অবাক্ত [illegible] যোগের উপরিভাগে পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে অবস্থিতি হইয়া সিংহল সমীপ বর্ত্তী হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে দেখা গেল তিনি বোম্বাইয়ে গিয়া সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিদ্যুৎময়ী ভগিনী সভায় অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন যাঁহার "মহারাণী কয়েন" এতদূর তিনি ঢেউ দেখিয়া ভয়ে ফিরিয়া আসিবেন, আশ্চর্য্য কি?

ইংলিসম্যান বলেন, মেডিকেল কালেজের দ্বারার কারণ অনুসন্ধানার্থে এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিনিধি চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ, ডাক্তার হজসন্‌ ডাক্তার মকলাউড এবং এই কমিটীর সভ্য হোয়াইট কমারসিংএ সভ্য হোমিওপ্যাথ করা হইল না কেন?

বোম্বাইর উত্তর বিভাগের সম্বন্ধে আইরিশ কমিশনর রাজস্ব কমিটির নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছেন, উক্ত বিভাগের রাজস্ব কমিশনর এল, অলবর্থ সাহেব টাইমস অব ইণ্ডিয়ার এক পত্র লিখিয়া প্রায় তাহাতে প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে, যে রাজস্ব কমিটীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ক্রমে সকলের বিদ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের আলাবাদের সহযোগী বলেন, পার্লিয়ামেণ্টের সেসিয়ন বন্ধ হইবার পূর্ব্বে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলকে পূর্ব্ব আফ্রিকার বাস ব্যবসায় নিবারণার্থে আইনাদি প্রচলন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, জলের একটী গুণ আছে তাহা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানিতে পারেন নাই। অথচ [illegible] সাহেবে [illegible] [illegible]

ঐ জলধারায় স্বীয় অঙ্গুলি প্রদানে উদ্যত হইলে শকট চালক বলিলেক, উহা করিবেন না, সেদিন একটী বালক উহাতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এই বার বুঝি রজার্সের অন্ন মারা যায়।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুবিয়ানার লোকদিগের এই এক অদ্ভুত প্রথা আছে উহারা স্ব স্ব কন্যাগণকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় রাখে। তাহারা কুলত্যাগিনী হইতে না পারে এজন্য প্রহরী রাখা হয়। আমাদিগের দেশে হুসীনদিগের মধ্যেও এ প্রথা আছে, তবে বিশেষের মধ্যে এই, প্রহরী রাখা হয় না।

১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

পিয়ন্সির টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন জাঞ্জিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনার্থ যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এ সময় তাঁহাকে আহ্বান করিবার সুবিধা হয় না।

এক ব্যক্তি পিয়ন্সিয়রে লিখিয়াছেন, সতেরো জন প্রধান ব্যক্তি যুদ্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগে আছেন। আজিও ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা অপ্রতিহত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সীতান কমিশন যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পারস্য ও আফগানিস্থান উভয়েই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কারেস্পণ্ডেণ্ট সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সর্দ্দার মহম্মদ জাকুব খাঁ সীতানে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন তাহারা প্রত্যাগমন করিয়াছে। সীতানের সীমায় যে সকল সওয়ার রাখা হইয়াছিল উহাদিগের সহিত সিন্ধীয়াদিগের যুদ্ধ হয়, কিন্তু সওয়ারেরা পরাজিত হইয়া ফিরাটে প্রত্যাগমন করে। সর্দ্দার জাকুব খাঁ অবরোধী দলের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন এবং সাক্ষিসাবিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

কাবেল সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। সহস্র অবিচার হউক অত্যাচার হউক তাহাতে যা না হয় একজন মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে একটী কথা তাঁহার পক্ষে তদ্ভোধিক অনিষ্টকর হয়। পিয়ন্সিয়র বলেন, পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট ওয়ার্ণার সাহেবের মকদ্দমার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্প তাঁহার প্রতি কয়েকটী দোষারোপ করেন, কাবেল সাহেবের তাহা অসহ্য হইয়াছে, তিনি লেণ্ডলর খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কেম্পের সহিত কাবেলের গরম গরম পত্র লেখা লিখি হইতেছে। কাবেলের যোঁটা'র জোর আছে, তিনিই জয় লাভ করিবেন বোধ হইতেছে।

১৬ ই শ্রাবণ বুধবার।

ইজারা কোহেন নামক যে ফরেদির পেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু হয় এবং যাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় চুপে চুপে যাইতে দেন নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বের অবস্থা বিষয়ে তিন চারি জন ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, ডরোগার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কোথি বিষয়েরই ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এতদ্ভেও হতভাগা কোহেনের মৃত্যুর একটী নূতন কারণ আবিষ্কৃত হইল না, সেই পুরাণ কারণই বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় কারণটী বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, যকৃতের পীড়া। যকৃতের পীড়াটী জেল রক্ষকগণের বড় রঙ্গময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, গত ১৬ই জুলাই সেতারার রাজার প্রথম স্ত্রী একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। রাজ্য রক্ষা হইল।

মাদ্রাজের একজন মাত্র অধিবাসী রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম মেসিলোমি মুদিলিয়ার, ইনি মাদ্রাজের একাউণ্টেণ্ট জেনরল আফিসের একজন এসিষ্টাণ্ট। মাদ্রাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উন্নতি কিছু অধিক।

এবার মাদ্রাজের প্রাদেশিক কণ্ড হইতে পবলিকওয়ার্কে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ানী বিচারালয়াদি নির্ম্মাণে করা হইবে। আমাদিগের এখানে পবলিকওয়ার্কে যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ বাড়ীর নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারেই ব্যয়িত হয়। এ দিকে মফস্বলের যুডিসেরা মোসলসহরে বসিয়া বিচার করেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আদর্শ কেরাণী হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন। ঐ সকল আদর্শক্ষেত্র হইতে ১১ হাজার টাকা আয় হইয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৩৮ হাজার টাকা।

সম্প্রতি যশোহর জিলায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ৪০ কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। যশোহর জিলায় বিধবা বিবাহ কি এই প্রথম হইল

অমৃতবাজার ডেপুটী কমিশনরের এক জন কেরাণী কে এই বলিয়া কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, যদিও তাঁহার যে যে কোম প্রমাণ নাই, কিন্তু সে দোষ করিয়াছে বলিয়া তাহাতে সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সিজার বলিয়াছিলেন, আমার স্ত্রী কেবল সতী হইলে চলিবে না কেহ তাঁহাকে অসতী বলিয়া সন্দেহও না করে এই আমি চাই। এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।

কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৪ হাজার টাকা প্রতারণা করিয়া লয় বলিয়া যে একজন ইহুদীর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ ও হাজার টাকা জরিমানা হয়, সেসিন [illegible] টেম্পোরারি আপীল করাতে [illegible] কমাইয়া ৮ মাস মেয়াদ ও ১০০ [illegible] জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছে[illegible] না দিলে আর ১ মাস কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

ফ্রান্স বিকাশনীর একজন আমেরিকা সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ডেট্রয়ট মহানগরে পালের বাটীতে পরিশিষ্ট একটী সর্প রেখা গিয়াছে। দর্শকেরা ভয়াকুল হইবেন, সম্বাদ দাতাও যেন ভীত না হন।

ইটালির বিসিন নগরে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প কালে একটী গির্জ্জা ধসিয়া গিয়া প্রায় ৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান পেপার বলেন, মেপাল্সের রাজা ফিডিনেণ্ড ২ সিসিলী সভার সভাপতি রাজা ফার্ডীনাণ্ড দেব বাহাদুরকে একটী হেডাল উপহার দিবার মানস করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন উচ্চপদস্থ গার্ড মর্ট কর্ম্মচারী সম্প্রতি রাজা দিয়া যাইতে ছিলেন, তাঁহার একটী ছাগ দিয়া যাইতে হইলে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সে নিয়ম নয়, তাঁহাদিগকে শুল্ক দিতে হয় না। কর সংগ্রাহক সেই নিয়ম অনুসারে উক্ত কর্ম্মচারিকে ছাগিয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীর মাসুল ধার্য্য করে। তিনি দিতে অসম্মত হন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হওয়াতে নিয়ম হইয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রীকেও আর মাসুল দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর স্ত্রী কি রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে রূপে গণ্য হইল?

হুগলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে এক স্বর্ণকারের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া প্রায় ২ হাজার টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি অপহৃত হইয়াছে। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া ঘাট পাতি বলিলেই ভাল হয়।

১৭ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

মহিষুয়ের একজন জজ এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দানকালে তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন "যদি তুমি সত্য সত্যই দোষ করিয়া থাক তোমার মৃত্যু দণ্ড প্রযুক্তই হইয়াছে, আর যদি তুমি বাস্তবিক অপরাধী না হও, তোমার মনে এ আহ্লাদ হইবে যে তুমি নিজ অপরাধে প্রাণত্যাগ করিয়াছ"। জজটী উপযুক্ত বটে।

এবার রাজসাহী অঞ্চলে বড়দীন্ বড় দেখা যাইবে। ৩ বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশ হয় কি না সন্দেহ। ধীরে ধীরে চতুর্থাংশ হইল, কিন্তু নীলকরের অত্যাচার যাহা চতুর্গুণ হইবে।

সিবিল সর্ব্বিসের এক এক, ফরাসী ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুরশিদাবাদের ছোট সাহেব হিন্দীভাষায় মুৎপত্তিলাভ করাতে এক খানি প্রশংসা পত্র ও ১ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বড়কার ওইলুবাহের আর একটী খেয়ালের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যে ভয়ানক পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কসাই লোক এক মাস কাল পশুবধ এবং দীনলোক ক্ষুধা বহিতে পারিবে না। উক্ত সম্পাদক চিন্তিত হইয়া বলিয়াছেন "বোধ হয় বরঞ্চ হিন্দু ইংরাজদিগের পক্ষে এ নিয়ম বরঞ্চ ওইলুবাহের এমন ইচ্ছা নয়"। তাহা হইলেই বিপদ।

গত কল্য একটী শ্রেণীর যুবা স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী কালেক্টরীতে দিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে এক খানি গাড়ি বেগে আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়, গাড়ী ও ঘোড়া উহার উপর দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে অক্ষত শরীরে বাটীতে গমন করিল।

গত কল্য যখন ৯। টার ডাউন ট্রেণ সম্পূর্ণ বেগে বৈদ্যবাটী ষ্টেষনের নিকট আসিতেছিল, সেই সময়ে একটী মুসলমান যুবতী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়ে। তখন ট্রেণের গার্ড কিম্বা ষ্টেষনের কর্ম্মচারিরা কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। ঐ গাড়িতে তাহার স্বামী ছিল, ট্রেণ শ্রীরামপুরে যাইলে তাহার স্বামী এ বিষয় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের গোচর করে। কর্ম্মচারিরা তখনি গিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটীর কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

এক ব্যক্তি হাবাসপাস পতিত নায়ক একজনের একটী কন্যার নাম হইতে কতকগুলি রৌপ্য অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন। অতি পরিশ্রমের সহিত উহার ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

আদালতেই, কীর্ত্তি প্রকাশ হইতেছে। অতএব আর কাহার কিছু বলিবার আবশ্যক করে না।

ইংলিশম্যান বলেন, রোমাই সাহেব "অমুক" করিয়াছেন, তাহাতে সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। কথা বড় সত্য-বার্ত্ত নয়।

গত বুধবার মহারাণীর যে জোপদর্শন হয়, তাহা ডিরোজিয়ার ক্ষেত্রমণি, অথচ শান্তি সাহেব রামপুরহাটে গমন করিয়া ছেন বলিয়া হইয়াছিল।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১৫ জন মাত্র ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দানার্থ গমন করিতে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের ৫ পাঞ্জাবের ২, বোম্বাইর ৪ এবং মাদ্রাজের ১ জন আছেন। আর্ড গবর্ণমেণ্ট লোক বল হইতে আমার কতক কর্ম্মচারিকে বাহির করেকজনের নাম ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইয়াছেন। আবেদনকারি দিগের মধ্যে অযোধ্যা কন্যাকুব্জ ও ত্রহ্মদেশের কেহ নাই। কেহ বলেন, অনেক হিন্দু সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিতেন কেবল জাতি যাইবার ভয়ে করেন নাই। কেবল জাতি যাইবার ভয়ে নয়, কারণ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা সে বিষয়ে অভয় দিয়াছেন, উপস্থিত কর্ম্মচারিদের ফোপে পড়িতে হইবে এ ভয়েও অনেকে অগ্রসর হন নাই।

নূতন কৌন্সিলী সভ্যবিধিতে এই একটী নিয়ম হইয়াছে, কোন সভ্যদায় যেমি ছয় মাসের মত যদি ভূমধ্যদিগের মধ্যে অহিত বিদেশে যান তিনি সে সভ্যতা হারাই কেবল [illegible]

পিয়ঙ্গিয়রে এক ব্যক্তি একটী মত্ত কৌতুকাবহ ইবরদির্ঘাতনের বিষয় লিখি য়াছেন। ক খর নিকট কিছু টাকা পাইত, ক স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া বাস করে। খ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারাতে ক স্বদেশে আসিয়া খর স্ত্রী চুরি করিয়া লইয়া যায়। খ ইহাতে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব লইয়া কর বাটী আক্রমণ পূর্ব্বক কর স্ত্রী ও তাহার একটী আতুষ্পুত্রীকে লইয়া আইসে। স্ত্রীতে স্ত্রীতে শোধ হইল, আতুষ্পুত্রীটী বেশির ভাগ।

১৯ এ শ্রাবণ শনিবার।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, পারস্যের শাহা যখন মূল্য বান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন তখন তাঁহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। পরিচ্ছদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার মূল্য কত হয় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিক্কা	১০৪৬—১০৪৬৵
৪	"	কোং	১০৪৬৵—১০৫
৪½	"	"	১০৭।০—১০৭৷৷
৪½	"	"	১০৪৬০—১০৭
৪½	"	"	১০৪৬৵
৫½	"	"	১১১৬৵

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

হুকুম ও সাধারণ বিজ্ঞপ্তি।

২১ এ জুলাই। ডব সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত এচ এল ডাম্পিয়ার সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি মেম্বর হইবেন।

২৮ এ জুলাই। এম কেড্ডি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইলেন।

এচ, জে এস কটন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

২৫ এ জুলাই। কাপ্তেন এচ, জে পিট লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর হইলেন এবং কিছু দিনের জন্য উত্তর লক্ষ্মীপুর বিভাগের ভার পাইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ এ, ইলকোম কিছুদিনের জন্য অন্যত্র বিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বর্দ্ধমান বিভাগের স্থানে স্থানে, সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় প্রথম শ্রেণী বর্দ্ধমান।
" নীলমণি ঘোষাল " মেদিনীপুর।
" শ্যামাপদ চৌধুরী " "
" রাধাশ্যাম সিংহ " হুগলী।
" অন্নদা প্রসাদ পাঠক দ্বিতীয় শ্রেণী বর্দ্ধমান।
যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত
দীননাথ সেন হাবড়া।
দীননাথ সেন বাকুড়া।
বিনোদবিহারী সরকার বীরভূম।

জলপাইগুড়ির এচ, এ, মাসনস সাহেব অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নমিত হইলেন।

২৮ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন ওয় শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বাবু যদুনাথ রায়—বগুড়া।
" দ্বারকানাথ রায়—বগুড়া।

হাবড়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ ডবলি সাহেব রাজসাহীতে বদলী হইলেন।

ই জে, পি প্রাণ্ট কিছুদিনের চতুর্থ শ্রেণীতে হাবড়ার প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৯ এ জুলাই। লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন এ এম ফিলিপস ফৌজদারী প্রক্রিয়ার ১৪২, ১৬৭ এবং ৪১৭, ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের কালেক্টর বিল কর্ণ ভিন্ন অন্যান্য রেভেনিউ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইলেন।

৭ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আফিসরেরা ১৮৬১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দীননাথ আঢ্য—রাণাঘাট।
" আর, সি, দত্ত—বরপা।
" শ্যাম চরণ চট্টোপাধ্যায়—ফরিদ।
" চন্দ্রনারায়ণ সিংহ—খুলনা।
" রামচরণ বসু—বসিরহাট।
এচ, এচ, বি, ফাইন—চুয়াডাঙ্গা।
এচ, জিলন—কুষ্টিয়া।
অর, ফর্বস—মহেরপুর।
ডবলিউ, সি, ডিয়ার—মাগুরা।
জে, কেলহার—মহাজন।

মি, ই'র্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

২৭ এ জুন। নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমার বিচারার্থ জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মেদিনীপুর
" নিশিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তমোলুক।
" জগবন্ধুনন্দ মজুমদার বি, এল,—হুগলী
" জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—নিমক।

২৮ এ জুলাই। বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ ময়মন সিংহে একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

আরার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু যদুনাথ মিত্র ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণদাস ঘোষ বি এল মেদিনীপুরে এক জন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই খিবার সহিত রুশীয়দিগের যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে খিবার রুশীয় কেশ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ রুবল দিতে হইবে। তিন কিস্তি মুদ্রা দত্ত হইয়াছে। খিবার যুদ্ধ কালে খোখন্দের রাজা রুশীয় দলের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে খিবার অধিকৃত কতকগুলি স্থান দেওয়া হইয়াছে। ২৭ এ আগষ্টের মধ্যে খিবার রাজধানী হইতে সমুদয় রুশীয় সৈন্য প্রস্থান করিবে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। বলটিমোরে এক অগ্নি কাণ্ড হইয়া বহু সংখ্যক বাটী এবং চারিটী গির্জ্জা পুড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের সেনার মনে কিরূপ প্রথা

দীর ১ ইউরোপীয় আফিসর সকল বিক্রয় করিলে ত ন ইহ ব ১ সালের তাহার অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন বিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব করেন গত রাত্রিতে কমন সভাতে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব এডিনবরাকে আর ১ লক্ষ টাকা এবং রাজ কন্যা মেরি যদি তাঁহার পর জীবিত থাকেন তাঁহাকে ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার জন্য গ্লাডষ্টোন যে প্রস্তাব করেন, তদনুসারে সভা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

সপ্তম ২৬ এ জুলাই। ডুবিন এবং মিলাসে পায়সোর সাহায্যে বিশেষ সমারোহের সহিত আহার করা হয়।

বল টিবেরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৬০০০০ ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি ক্ষতি হইয়াছে।

মাড্রিড ২৭ এ জুলাই। ব্যাসের সিয়াসে ৫ ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিয়া একটী দুর্গ হইয়া গিয়াছে।

মাড্রিড ২৮ এ জুলাই। অদ্য রেপবলিকান্‌রা পুনরায় আলেনসিয়া আক্রমণ করে, বিদ্রোহীরা একবে ইহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ যুদ্ধে তার পক্ষ দুজন সৈন্য আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রহিবে। বিদ্রোহীরা বলে, যদি তাহাদের প্রার্থনামত বন্দোবস্ত করিতে সম্মতি করা হয়, তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইলে তাহারা বলের যখন উহারা এ আশা পরিত্যাগ করিবে না, সৈন্যদল এবং মালয়া একবে বিদ্রোহীদলের হস্তে রহিয়াছে।

গতকল্য রাত্রিতে কমন্স সভাতে মিঃ এসকিথ কেলস সাহেবের কার্য্যের ভয়ানক কারণ বলিয়াছেন, কালি ইহা উত্তম স্পেন অধিকার করিয়াছে।

এলড ব্রাড ষ্টোন এ ডিনের কার্য্যাদি বিষয় মনে যোগী হইতে বলিয়া প্রস্তাব করি লেন। ৮ ঘণ্টা ৪ অধিবেশন সকল সংক্রান্ত পত্রাদি অর্পণ করা হয়। লাড ব্রাড বলিলেন সন্ধিটী অসাধ্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন;—

পত্রের সীমা।
ভেরু, এস্পাএল ঝাঁ।

১। অদ্য শ্রাবণ মাসের একদা শনিবার

শেষ হইল, তথাপি বর্ষার মুখ দেখিতে পাইলাম না; আমরা ছাদের উপর গুর্খা ও স্ত্রীলোক সমভ্যাহারে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম, সমস্ত দিন হইতে আকাশের কোন স্থানে একখণ্ড মেঘ নাই, সূর্য্যদেব প্রতিদিন যেরূপ প্রখর কিরণ বিতরণ করিতেছেন, আজিও সেইরূপ করিতেছেন, তাহাতে ঈষৎ পরিমাণেও ন্যূনতা হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় যুদ্ধ দিন দিন হইতে শান্তিময় হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইতেছে, ইহাতে ক্ষতির পক্ষেও অনেক সুবিধা হইতেছে এবং আমাদের কষ্টেরও অনেক লাঘব হইয়াছে। এ অঞ্চলের অনেক স্থানে যদি খাল না থাকিত আর কূপোদক দ্বারা চাসের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে আর কষ্টের সীমা থাকিত না। পায়স্য চক্র (এক প্রকার জল তুলিবার কল) খনন দ্বারা প্রায় সাত্রি দিন দুর্ব্বিষহ হইতেছে এবং একটী একটী কূপ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগত জল উঠিতেছে এবং পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী ক্ষেত্র সমস্ত জলসিক্ত হইতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহাতে কূপের জলের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না, এ সকল ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

২। এখানে শ্রীষ্মের এই কয়েক মাস প্রতি বৃহস্পতিবারে আটক সহস্র বহু সংখ্যক নরনারী স্নান ও জলক্রীড়া করিতে সমাগত হয়, সমস্ত দিন নদের উপকূলে অবস্থান করে, সুস্বর গীত, আমোদ বিহার প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত করে। এদেশের লোককে বিশেষ আমোদপ্রিয় বোধ হয়। পিতা পুত্র ও ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র বসিয়া বেশ্যার গান শ্রবণ ও তাহাদের সহিত হাস্য কাতাকাতি করে ইহাতে দোষ বা লজ্জা বোধ করে না। শুনিয়া অবাক হইলাম, মধ্যে এক দিন এখানকার মুক্তি ভোলী একটী নবীন ভ্রাতা, পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় প্রভৃতিকে লইয়া এবং সঙ্গে প্রায় সমস্ত বেশ্যাদিগকে লইয়া জলক্রীড়া করিয়াছেন। সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া জলক্রীড়া যে কিরূপ পাশবভাবের তাহা পাঠক ভাবিয়া লইবেন, অধিক এখানকার

৩। পল্লীগ্রামে যে অল্পবেতনী সৈন্য গ্রামে গ্রামে থাকে, তাহাদের ভয়ে তত্রত্য বিবাহযোগ্য স্ত্রী প্রায়ই অধিক বয়স্কা হইয়া থাকে, অনেক বিবাহিত স্ত্রীলোক ১৫।১৬ বৎসরের পরিণীত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ১৭।১৮ বৎসরের সহিত যৌবন মধুরিমা নায়িকার ন্যায় ১৫ বৎসরের সহিত যৌবন মধুরিমা বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক কঠিন স্ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপ বিকৃত থাকিতে পারে, এই কারণে আমাদের সহিত পুত্রবধূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ প্রায় শুনা যায়। অধুনাতন মুসলমান ও এখানে এরূপ ব্যভিচার প্রসিদ্ধ যে যখন বালক, স্ত্রীপুরুষের সহবাস বুঝিতে পারে সেই অবধি তাহার সন্তান হয়!!!

৪। কয়েক দিন হইল, এখানে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। একজন সিপাহী বন্দুকে গুলি ও বারুদ পুরিয়া ঘরের এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, বিপ্রহরের সময় বন্দুকের ঘোড়াটা কোনরূপে লাগে, তাহার স্ত্রী কার্য্যান্তরে যেমন বন্দুকের নিকট যাইল তাহার মস্তক লাগিয়া বন্দুকের ঘোড়া ছুটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হইল। এরূপ মৃত্যু নিতান্ত শোচনীয়।

৫। সম্প্রতি সর্দ্দি গর্দ্দি হইয়া অনেক সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে। এ অঞ্চলে শ্রীষ্ম কালে সর্দ্দিগর্দ্দিতে প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। গত ১ই জুলাই সিমু উপত্যকার রেলওয়ে বিভাগের ডেপুটি কণ্ট্রোলার মুলতানে সর্দ্দিগর্দ্দিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। এই ডেপুটি কণ্ট্রোলার ইত সাহেবটী বড় ভদ্র লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের [illegible]

৬। অদ্য এক দিন রবিবারের মধ্যে খেলার ঘরটীতে করিতে করিতে [illegible] উভয়ে পতিত হইয়া [illegible]

মৃত্যু কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, তথাপি মোহান্ধ মনুষ্য আপনাকে অমর মনে করে।

৭। আটক মরের উপরে তরণী সেতুর বন্দোবস্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য প্রায় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু তরণীসেতু ত কেবল শীতকালের জন্য, বার মাস ত থাকে না, এ সময় নদী যেরূপ বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত হয় তাহাতে পার পারে উত্তীর্ণ হওয়া আর প্রাণ হাতে করে যাওয়া সমান।

৮। কোন্নগর নিবাসী বাবু যাদবচন্দ্র দেব রাওলপিণ্ডিতে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন এবং এত দিনে এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইতেন, দুই তিন বৎসর হইল সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তৎকালে পঞ্জাবের পবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি কর্ণেল ম্যাকলেয়ান দুটী লইয়া বিলাতে ছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে যাদব বাবু আবেদন করেন। যখন দেখিলেন যাদব বাবুর তাদৃশ দোষ ছিল না, তখন গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার নিকট সুপারিস করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদ দিলেন না, ১০০ শত টাকা বেতনে ওভারসিয়ার করিয়া অন্যত্র এগজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মচ্যুত হইয়া কষ্ট হওয়াতে, আর বাঙ্গালীর চাকুরী বই গতি না থাকাতে এত কষ্ট করিয়া এই বিদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাদব বাবু যেরূপ ভদ্র ও উপযুক্ত লোক এবং যখন কোন গুরুতর অপরাধে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়, কোন সাহেব হইলে কখনই এরূপ বিচার হইত না।

৯। এই সময়ে অন্যান্য লোক কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যায়, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র শস্যাদি বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য। শীতকালের প্রারম্ভে উর্দ্ধা নির্ম্মিত বস্ত্র বেওয়া প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। শুনিলাম, কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু আছে, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া কেহ হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে না। লাহোর অমৃতসর মুলতান বিশেষতঃ এস্থানের হিন্দুগণ পলাণ্ডু রসুন মাংস কোন কোন সম্প্রদায় শূকরের মাংস পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংসটা সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ দেখা গেল। বাস্তবিক যত্নবেশ্য হিন্দুদিগের যে সকল কঠিন নিয়ম ও শাসন দেখা যায়, উক্ত পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি কোন স্থানের হিন্দুদিগের এরূপ গুরুতর শাসন নাই। তথায় এক বিদ্যালয় বসিয়া হিন্দুরা মুসলমানের সহিত তামাকুর ধূমপান করেন এখানে তাহাতে কোন হানি নাই অন্য এই পর্য্যন্ত থাকিল এ সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিব।

১০। ইংরাজী শিরোনামা না দিয়া এ সকল অঞ্চলে বাঙ্গালা শিরোনামা দিয়া পত্র পাঠাইলে যে প্রায় সোলযোগ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। কএকদিন হইল "চব্বিশ পরগণার অন্তর্গাতী টাকীর আকবরে পৌঁছে" এই ঠিকানায় এক পত্র আমার নিকট আসিল, পত্রখানি কাশ্মীর হইতে প্রেরিত, এক ব্যক্তি টি, এ, ইউ, কে, ওয়াই এই রূপ ইংরাজী অক্ষরে টাকী লিখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ইউ কখন কখন এল্ বলিয়াও বোধ হয়। যাহা হউক, উহা টাকী না বুঝিয়া টাঁকী বা টাঁক বুঝিয়া এই নগরের নিকটবর্ত্তী টাঁকে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সীমার কোন তাকবরে অনুসন্ধান না হইয়া ডেড্ লেটার আফিসে পত্র খানি প্রেরিত হইতেছিল দৈবাৎ আমার হাতে পড়াতে আমি পরিষ্কার করিয়া দিলাম। মনে করুন কোথায় টাকী আর কোথায় টাঁক। অতএব উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আত্মীয় স্বজনকে যাঁহারা পত্র লিখিবেন তাঁহারা যেন কাহারও নিকট হইতে ইংরাজী ঠিকানা লিখিয়া পাঠান নতুবা অনর্থক কষ্ট ও কার্য্যের ক্ষতি হয়, উক্ত পত্র বিস্তারিত ছিল বলিয়া এত খুঁজিয়াছে নতে হইলে খুলিয়া না ফেলিয়া দিত।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস মহোদয়ের নিকট আমাদের একটী নিবেদন।

সে দিন আমাদিগের নিকট একটী সুযোগ্য যুবক এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন, যে হাইকোর্টের নিয়ম আছে যে কল (রেজল্ট) ও গুণ দেখিয়া প্রয়োজন বা কার্য্য দেওয়া হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করা হয়। বাস্তবিক আমরা দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষও করিয়াছি যে এক ব্যক্তি এনট্রান্স পাশ করিয়া কমিটীতে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস ওকালতী করিয়াই যুবক হইলেন, অথচ এল এল, বি এল, বারী বহুদর্শী সুপারিপক উকীলের অদৃষ্ট ঘটিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবক সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সুবরডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু ৫। ৬ বৎসরের কার্য্য কুশল বিচক্ষণ প্রথম শ্রেণীর যুবককে উক্ত পদ দেওয়া হইল না। পাঠকবর্গ এটী যে কেবল বাঙ্গালী বিচারকগণের ভাগ্যে ঘটে এরূপ নহে, ইউরোপীয় বিচারপতিগণও ইহা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর জুনিয়র জজ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু সিনিয়র অথচ উক্ত প্রথম শ্রেণীর পদে ২। ৩ বৎসর অফিসিয়েটিং থাকায় সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি সুবিবেচনা করা হইল না। এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা হইল এমত নহে, যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া প্রজাগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইল না। যাহা হউক, যুবক সুবরডিনেট জজ প্রভৃতি পদের যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন করা অতি গুরুতর কার্য্য। ভষ্টিস জ্যাকসন মহোদয়ের হস্তে এই কার্য্যের ভার আছে। ভ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তিনিও এই ভ্রমরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত নহেন। আমরা দেখিতেছি তাঁহার ভ্রম ও বিবেচনার দোষে দুই একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। এটী

সম্পাদনা দুঃখের বিষয় নহে। অতি পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই এক প্রথা ছিল যে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার ন্যায় যুগেক যুবরাজের অভিষেক প্রভৃতির পদাকাঙ্ক্ষিগণ প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্ব স্ব যোগ্যতাসম্বন্ধে প্রমাণাদি উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাতে অনেকটা কাজও হইত, প্রাণপাতও অল্প হইত, অন্য পক্ষে মধ্যে মধ্যে নির্জ্জাচন কর্ত্তার ঘটী ও বাটীরাও প্রয়োজন হইত না। উপসংহারকালে আমরা প্রধান টীক জষ্টিস কোঁচ মহোদয়ের নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে এই যুগেক যুবরাজিনেট জজ প্রভৃতির পদ নির্জ্জাচন বিভাগে দুইজন জজ (জষ্টিস আকলণ্ড এবং মিত্র, কিংবা জষ্টিস আকলণ্ড এবং কিয়ার) নিযুক্ত হউন, সেই পূর্ব্ব প্রথাই অবলম্বিত হউক। জগদ্বিখ্যাত মেগোপলিয়ম বোমপার্টির উপদেশ এই যে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের সৃষ্টি করিতে হইলে নূতনটী যদি পুরাতন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তবে নূতনের সৃষ্টি করিবে, আর যদি ৭ গুণটী উৎকৃষ্ট না হয় তবে পুরাতন ভাল।

১৫ ই শ্রাবণ, ১২৮০ সাল।

কস্যচিৎ হলধরিয়া বোওলাই সিদ্ধ সিনঃ

নবদর্শন।

(সচিত্র পত্র ও সমালোচন।)

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(১ ম খণ্ড, ৪ র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৮০)

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন "নবদর্শন" সাধারণ বঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। প্রথম বারের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তাদৃশ তৃপ্তিলাভে অসমর্থ হইয়াছিলাম। সে সময়ে অনেক অন্তরায় আমাদিগের অভিপ্রায় বিফল করিয়াছিল। তাবিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার নবদর্শন উত্তোলন সময়ে এগুলির অপনোদন হইবে। অভিনয়ে নবদর্শনের যবনিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতি মাসে বহু সংখ্যক ব্যক্তি নবদর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে নবদর্শনের অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটী অভিনয় আমাদিগের কিছু হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণে বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়, যে নবদর্শনের কোনও অভিনয় নবীন সাহিত্য রসের উৎকর্ষসাধক হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের "নবদর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও তৃপ্তিত হইতে পারিলাম না। এবারকার "নবদর্শনে" যে সমুদয় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রাবণ মাসের নবদর্শনে ১। জন ইুয়ার্ট মিল। ২। হিন্দুদিগের মাটাডিনয়। ৩। জাডিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। খণ্ড প্রলয়। ৬। গর্ভস্থ। ৭। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই সাতটী বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলির কোন কোনটীতে অতি যাস্তি কোন কোনটীতে বা অসংশ্লিষ্ট দোষ দৃষ্ট হইল। "জন ইুয়ার্ট মিল" প্রস্তাবটী "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া, সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক, উপসংহার সময়ে জীবন চরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না। এরূপ অব্যাপ্তি নিতান্ত দোষাবহ সন্দেহ নাই। "হিন্দুদিগের মাটাডিনয়" প্রস্তাবে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধার করা হইয়াছে মাত্র। সাময়িক পত্রিকায় এরূপ "তর্কিত তর্কণ" শোভা পায় না। রামদাস বাবু, "হিন্দুদিগের মাটাডিনয়" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহার প্রস্তাবে কিছুই মূতনত্ব দৃষ্ট হইল না। সেকাল সেকালে হলধরে বিদ্যাসাগরের আদর করা হইয়াছে। লেখক যদি বিদ্যাসাগরের জীবনী, তাঁহার যাবতীয় সৎকার্য্য, ইতিহাস, মূলরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাহা বঙ্গীয় সাধারণের অবশ্যই আদরণীয় হইত। বাস্তবিক বাবু এখনে লোক সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সন্ধ্যাসী বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিতেছেন। আমরা তাঁহার এই চেষ্টায় প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তিনি লোক সাধারণে যেরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার নির্দ্দেশ করেন তাহা হইতে বোধ হয় বিষয়ের সংগ্রহ করিতে পারেন না। লেখক যদি প্রস্তাবের মূল বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ নহেন, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

"জাডিভেদ" প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ইহাতে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু লেখক, প্রস্তাবে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের সমবেত করিতে পারেন নাই; যাহা হউক, এ দোষ সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য প্রস্তাব অপেক্ষা জাডিভেদের প্রশংসা করিতেছি।

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীমুখে এটী বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক নবদর্শনে উহার "উপক্রমণিকা" "সনিবেশন" ও "সংগ্রহ কাণ্ড" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত "বিষবৃক্ষে" প্রারম্ভেই যেরূপ মূলতত্ত্বসমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখরে" সেরূপ করা হয় নাই। প্রথমেই ঘটনার মূলতত্ত্ব কথা মূলিয়া করিলে যে কৌতূহলের উদ্রেক হয় তাহার সম্পূর্ণ অভাব করিতেছে। [illegible] বাঙ্গালা [illegible]

ইহার গ্রন্থন-চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার বৈদর্ভিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই বৈদর্ভিনী-চরিত্র আমাদিগের একান্ত কচিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু যেরূপ অসঙ্কোচ ভাবে বৈদর্ভিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ অসঙ্কোচ ভাব গৃহস্থ বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসাধারণতা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

"চন্দ্রশেখরে" বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছু হইয়াছেন। এতদ্বিষয়েই লরেন্স কষ্টরের ইংরেজী কথায় "হুড়াহুড়ি" হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু, উড়িয়া ভাষার অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ নীলাবতীতে রাজুরাকে প্রবেশিত করিয়া যেরূপ উপহসিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবুও কষ্টরের ইংরেজী কথায় হুড়া বাড়িয়া সেইরূপ উপহাস ভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। লরেন্স কষ্টর "ইংরেজ।" তাহার মুখ হইতে বাঙ্গালা কথা বহির্গত হইলে যদি পাত্রা বৈচিত্র্য দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরেজীর অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে দুর্গেশনন্দিনীতে "জগৎ সিংহ" ওস্মান খাঁ প্রভৃতির মুখ হইতে তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন? "কপাল কুণ্ডলাতে" বিদেশীয়ের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইল কেন? কপাল কুণ্ডলাতে এক সময়ে কাপালিকের মুখ হইতে "অত্র" "মামনুস্মর" প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরক্ষণেই আবার সহসা বঙ্গে বাঙ্গালার অভিনয় আরম্ভ হইল, এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার কেন? এটী কি সাময়িকতার অনুমোদিত? কলে সাধারণে এইরূপ বিশ্বাস করিবেন রাজপুত ভাষা প্রভৃতিতে বঙ্কিম বাবুর অধিকার নাই, এতদ্বিষয়ে তিনি জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে বাঙ্গালী ভাষাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপায়ভূত। ইংরেজী অনুশীলনেই ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরেজীর কোনরূপ অমর্য্যাদা করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এতদ্বিষয়জ্ঞ লেখক লরেন্স কষ্টরকে রঙ্গভূমিতে আনিয়াই ইংরেজীর উপসর্গ পূর্ব্বক বলিয়াছেন "আইকম এগেইন কেয়ার লেডী" এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসে কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণ সমূহ অপহৃত হয় না?

যেরূপ যে "চন্দ্রশেখরেই" ইংরেজীর "হুড়াহুড়ি" হইয়াছে, এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্যা প্রস্তাবেই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভঙ্গী দেখিতে পাইবে। যদ্যে যদ্যে বাঙ্গালা কথা ধুঁজিতে গলদঘর্ম্ম হলে হয় হইতে হয় বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করা হয়। এটী বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা ভাষাতে "রেওয়াজিস" পাইয়া সকলে ইহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও ইহাকে কিরিঙ্গী ভাষাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গদর্শনের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে:— "এখন আন্‌সোলিউটিউ" বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়।" অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে:— "অর্থ নাস্তি" "ন অস্ত্‌ সপ্লাই এত ডিমাণ্ড" যাহক বিদ্যা কেবল পণ্য দ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে।" পাঠকগণ! বঙ্গদর্শন লেখকদিগের বাঙ্গালা ভাষা নৈপুণ্য দর্শন করুন। আপনারা ইদানীন্তন যুবা সম্প্রদায়কেই (ইহাঁরা বাঙ্গালা কথায় ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকদিগের লিখন ভঙ্গী দর্শনে বুঝিতে পারিবেন, বড় লোকের মধ্যেও এরোগ আছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কথা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন করিলে কি বীর মুন্যছয়তা ও অমতিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না? যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া ইংরেজীর শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সুলেখক পদ বাচ্য? তাঁহাদিগকে ইংরেজীর ক্রীতদাস বলিলেও অসঙ্গত হয় না সত্যকথা বলিতে কি, "বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করেন, ভবিষ্যবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।

"অশ্রুমতী" পদ্যগ্রন্থ। এরূপ অসঙ্গত পদ্য ইতি পূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার ছন্দ যেরূপ প্রতি কটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাপন্ন।

বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! "গর্দ্দভ ভোত্রটী" তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভবুদ্ধি যখন যাঁহার যাঁহাতে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতি বাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দ্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যদ্যপি তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করা যাইতে পারে তাঁহারা যে অন্যায় হইয়াছে বঙ্গদর্শন, স্তোত্রের একস্থলে বলিয়াছেন:— "তুমি কখন ঘাস খাও কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থ কর্ত্তার মাথা খাও, হে গোদশ! তোমার তুল্য অর্ব্বাচীনকে বলিয়া যাও।" যথা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্দ্দভ বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইতেছে। "প্রথম গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" বঙ্গদর্শনের সম্পা

আর কেহ আগ্রহসহকারে গ্রন্থকারদিগের "যুক্ত তর্ক" করেন কি না সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনের লিখন প্রণালী যে বিশুদ্ধ আমাদের অনুমত নহে, আমরা অনেকবার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রস্তাবিত সংখ্যাতে বঙ্গদর্শনেও অনেক কথা বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরের" "ঈশ্বরদিগী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকটী পাঠ করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুমিত হইবে। আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি:—

"পরন্তু বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করিলে মহারাজসেন ও দেবীবর ঘটকের কীর্ত্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ মিশ্রণ এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

এরূপ অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয়। আজিও যদি ৺ রামমোহন রায়ের সময়কালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

উপসংহার সময়ে কথা এই:—"বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় "নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।" উঁহার মতে বঙ্গভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি বাতীত) প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ই অপদার্থ। কোন গ্রন্থকারকে হীনবাদে অভিযোগ করিবার অর দেখান, কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ অকর্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উক্তির পরিচয় দেওয়া ঘৃণার অনাভিজাত্যের নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁজিয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপদার্থ উপন্যাসলিপ্সুদিগের শিক্ষকই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে আশা দেওয়া হয়। ইহাতেই আমরা ধৈর্য্য রাখিতে পারি না। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের [illegible]

নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া কেবল পরের দোষগ্রাহী হয়, আমরা তাহাদিগকে "অপদার্থ" ব্যতিরিক্ত আর কোন বাক্যে অভিহিত করিব না। সম্পাদক যেন অন্যান্য সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৫ এ জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি ক্রোশ	
	ক্রোশ	ইঞ্চ
মোহানার অরঙ্গাবপুরের ঘাটে	১১	৪
তথা হইতে গড়িয়ার উপর উঠিয়ার মোহানায় ১২ মাইলের মধ্যে	১১	
তথা হইতে অদিপুর ৭৪ মাইলের মধ্যে	১১	
অদিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৪	

সন ১৮৭৩ সালের ২৮ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ক্রোশ	ইঞ্চ
	২০	৭১

বহরমপুর ২৮এ জুলাই ১৮৭২ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি ডিউটির ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভাদ্বয় সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা কেদার রায়ের পুটীয়া

শ্রীযুক্ত বাবু নারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাহাড়া

" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া

" " রামরতন চক্রবর্ত্তী মাগরাঙ্গা

" " রাজেন্দ্রনাথ—[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ আমাদিগকে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য মফঃস্বলে বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা, কলিকাতায় বার্ষিক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা। মূল্য মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায় না। পোষ্ট, রেলওয়ে, ষ্টীমার ডিপো, ষ্টেজ আফিস প্রভৃতির আমাদের গমনাগমনের সুবিধা আছে তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ ইমপ টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বেই কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে আদিষ্ট হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মোফঃস্বলের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট লেখিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও ডাকঘরের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইবেন।

যাঁহাদিগের মূল্য অগ্রিম মূল্য ফুরাইবার সময় হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের অবগতার্থে লিখিয়া তাঁহাদিগকে জানান যাইবে। মূল্য পরিশোধ হইলেও একখানি কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহাতে পত্র না পাইলে মূল্য পাওয়া যাইবে না।

মোফঃস্বলে অগ্রিম টিকিট ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন না। টাকা পাঠাইবার জন্য [illegible] প্রেরণ করা যাইতে পারে।

[illegible]

রেজষ্টার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

৩৯ সংখ্যা।

" ঈশ কলা প্রজানোচ্ছনায় পাত্রায় সন্তস্মৈ মুনিমন্তমী ন ধীমহা।"

শক ১৭৯০। ২৮ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ১১ ই আগষ্ট।

অগ্রিম বাষ্পাসিক ৫। টাকা

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০। দশ টাকা এবং বাষ্পাসিক ৫।০ টাকা।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহের পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, অতএব করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার, দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অন্য বিষয় সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা মামলা মকদ্দমার তাঁর গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন কিছু রক্ষা করা এবং টাকা লেনা পাওনার কারবার প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং প্রতিনিধির দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

১ সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দর তাহা সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয় তদবধি গুপ্ত যন্ত্র মিশনারিকর্ম্মলেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং মিশনারিকর্ম্মলেন ১ লা আগষ্ট ১৮৭৩।

শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ

দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত কলিকাতাস্থিত ইমারত আদির মাল মশলা, যাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সন ১৮৭০ সালের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের বিধানমতে ক্রয় করা হইয়াছে, বিক্রয় করা যাইবেক। প্রার্থনেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে ক্রয় করিতে পারিবেন।

রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১৯ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৪০ নং বাটী	ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের	লেন	১ নং বাটী	সমস্ত
ঐ	ঐ	২ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	৩ নং বাটীর	কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১১ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৮ নং বাটী	ঐ
ঐ	ঐ	১৯ নং বাটী	সমস্ত

মিঃ ডবিউ, এচ, ডারণার এক্সোএর সিভিল সার্ভণ্ট

কলিকাতা সহর ও তার রাজা নবকৃষ্ণের লেনে ও নং বাটীতে

সন ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলিকাতা টাউনের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক কালেক্টরসাহেব

এরিক্‌শন্ কর্ণিউশন এবং ড্রুইট ... ষ্ট্রি ও বাইন্ড এবং ডাক্তার ... ষ্ক ক্লিনিক্যাল লেক্চার্স অবলম্বনে রচ ... ষ্ব যায়, পুনরায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (অস্ত্রচিকিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, ম মূলের নিমিত্ত ডাকমাশুল ও প্যাকিং চা ৵৫০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লি খিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা প ঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকাশীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
১ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
২ লোয়ার সার্কুলার রোড অথবা
৩ বালিগঞ্জ ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তাহার পর হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উঁহাদিগের চিত্তপুরস্থ গঙ্গার তীরবর্ত্তী রিবার ষ্টীমিসনে যাবিজ্য দ্রব্য এবং পার্সেল সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং ডিলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এফেক্টস্ আফিস ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
চিত্তপ্রিয় ষ্টেশন
১৩ এ জুলাই ১৮৭৩। এজেণ্ট।

—০০—

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গালা অতি পরিষ্কার এবং সুন্দর। গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা নাগবাজার হিন্দুস্কুল হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। গর্ভিণীমাত্রেরই অবশ্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে যে যে বিষয় জানিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব হইতে পারে আর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যূন দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় ইহাতে এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন যাবতীয় স্ত্রীলোকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে যথোপযুক্তরূপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্বিষয়ক চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিসি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /৪০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

—০০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত নল প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গোল হওয়া প্রস্তর নির্ম্মিত মজবুত পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জলনল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কণ্ডার ব্রিক।

কাবার ষ্টে।

ঘাটীর মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গোল জল পাইপ, টাইল এবং কাবার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য গ্রহণ করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } রাণীগঞ্জ পটারি কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের ছাত্র বন্ধু ডাক্তার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ঔষধালয় পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১৲ ডাক মাশুল ৵০ একত্রে লইলে ১৷৷০ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ পাঁচ উদর-পূর্ত্তি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৩৲০ ডাকমাশুল ৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ৸, ডাক মাশুল ।০ আনা উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ড আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা দেড় টাকা ডাক মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে পাঠাইয়া দিব।

ডাক্তার কুমুদনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত যাবতীয় চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

নাগবাজার হিন্দু স্কুল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বহুবাজার ঔষধালয় }

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ শ্রাবণ সোমবার।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী।

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্ট প্রবন্ধের আর মাদ্রাজ গোয়াই ৫ ঘণ্টার গবর্ণমেণ্টের মেম্বীভূত ছিলেন। ঐ সকল গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাধন উহাতে নিযুক্ত হইয়া যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার বুদ্ধিসংস্কারের যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। [illegible] দিগের যার সংস্কৃতজ্ঞ প্রতি [illegible] ছিল [illegible] যার সংস্কারের [illegible] সেবা-

পের সম্ভাবনা আছে। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয়ের দায়ী হইলে সুতরাং উঁহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

প্রস্তাব কিছু মন্দ নয়। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভূত, উঁহারা যদি মনুষ্যত্ব লোকহিতৈষী কার্য্যদক্ষ হইতেন, উহা বিলক্ষণ ফলোপধায়ী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রণালী ইংলণ্ডের না হইয়া অনিষ্টের হেতুভূত হইল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট শীর্ষস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রস্তাবকর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টকে আয় ব্যয়ের দায়ী করিলে উঁহারা আপন আপন অপব্যয় নিবারণ বিষয়ে যত্ন করিবেন। কিন্তু উঁহারা তাহা না করিয়া নূতন নূতন প্রাদেশিক করের সৃষ্টি করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা বিধান চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপব্যয় যেমন তেমন রহিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের শিরঃস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা নূতন নূতন করের উদ্ভাবন বিষয়ে আপনা দিগের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। নূতন নূতন করের সৃষ্টিমূলক অত্যাচার হইতে লাগিল। প্রজারা অসন্তুষ্ট হইল। লাভার্থক গবর্ণর জেনরল পদে অধিষ্ঠিত না হইলে ক্রমিক নূতন কর ক্রমিক অসন্তুষ্টিজনক অত্যাচার ক্রমিক অসন্তোষবৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যে অদ্যাপি ফলোপধায়িনী হয় নাই, মহাসভায় যে সকল সভ্য তাহা ভারতের হিতৈষী, তাহা উঁহাদিগেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সেদিন মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হইলে ফসেট সাহেব স্পষ্টাক্ষরেই প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্ট সকল পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একান্ত পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতেন এখনও সেইরূপ করেন। প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যেরূপ ফল প্রসব করিল, তাহাতে কেবল ফসেট সাহেবের কেন ভারতবর্ষের হিতৈষি মাত্রেরই এই ইচ্ছা হইয়াছে যে উহা অবিলম্বে উঠিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির প্রধান পুরুষেরা প্রজার হিতসাধন বিষয়ে যত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুন না পারুন নূতন নূতন কর করিয়া প্রজার বিরাগ উৎপাদন বিষয়ে বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আর কিছুদিন তাঁহারা স্বাধীনভাবে কর সৃষ্টি করিতে পান, প্রজার হৃদয়ে যে বিরাগরূপ বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা নির্ব্বাণ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক দিন লাগিবে সন্দেহ নাই।

—•—

✓ ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না?

প্রাণ্ট ডফ সাহেব মহাসভায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণনকালে বলেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় আছে। প্রাণ্ট ডফ সাহেব একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ, এই নিমিত্ত দশ বৎসরের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ সংশয়পূর্ণ তাহাতে অন্যূন দশ দিনের কথা বলিতে সাহস হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, কোন গবর্ণমেণ্ট এরূপ করেন না, করিতে সাহসীও হন না। এ বিষয়ে ইহাঁদিগের "ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে।" ইচ্ছা করিলেন বৎসরের মধ্যেই ইনকম টাক্স বৃদ্ধি করিলেন। রাজস্ব বিষয়টী এমনি জটিল করিয়া রাখিয়াছেন যে অন্যের ইহাতে প্রবেশ করিবার যো নাই। রাজপুরুষদিগের "মুখেই আমাদিগের কাল খাওয়া।" একজন রাজস্ব মন্ত্রী কহিলেন অর্থের অনটন হইয়াছে ইনকম টাক্স না হইলে কোনক্রমে চলে না, গবর্ণমেণ্ট সেই মতে মত দিলেন, ইনকম টাক্স হইয়া গেল। প্রজারা চীৎকার করিল, তাহা অগ্রাহ্য রোদন তুল্য হইল। তাহার পর আর একজন রাজস্ব মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, অর্থের অনটন নাই, ইনকম টাক্সের প্রয়োজন কি? টাক্স উঠিয়া গেল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর নির্দ্ধারণ বিষয়টী যেরূপ অব্যবস্থিত অন্য কোন বিষয় এরূপ নয়। এ অংশে স্বয়ং রাজপুরুষদিগেরই অন্ধকারে লোষ্ট নিক্ষেপ করা হয় যাহা হউক, অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদিগের এমন গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়টী স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথবা, যাবৎ ইহাঁদিগের এবিষয়ে ঐচ্ছিক ব্যবহার থাকিবে, তাবৎ স্থির করাই ভার। ভারতবর্ষীয় সভা এতৎ সম্বন্ধে একটী কমিটি নিয়োগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের তাহা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে রাজস্ববিষয়ের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থার ক্রমে সংশোধন হইয়া আসিত।

এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা আবশ্যক। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষে নূতন করের প্রয়োজন আছে কি না? যে সমস্ত অপব্যয় স্রোত মুক্তরোধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে সেগুলি যদি রুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষে কোন কালেই নূতন করের প্রয়োজন হয় না। এক সৈনিক বিভাগ আয়ের প্রায় তৃতীয় অংশ উদরসাৎ করিতেছে। এক্ষণে ১৪৯৮০০০০ টাকা সেনাদলের জন্য হইয়া থাকে। মার্কেণ্ডেয় মুনি

নারাঙ্গণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন ভস্ম ও দগ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি যদি আমাদিগের পাঠকগণের বোধবল থাকে, তাঁহারা ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও সেনাপতিগণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন এই স্বল্পোন ষোল কোটি টাকার পনর কোটিরও অধিক টাকাদিগের উদর মধ্যগত হইতেছে। ইউরোপীয় সেনাদলের একবিধ উপসর্গ নয়। উহাদিগের ইংলণ্ড হইতে পাথেয় বায় ও পর্ব্বত যাত্রা প্রভৃতি অনেক ব্যয় আছে। উহার পাঁচ হাজার সৈন্য বসিলে অনেক ব্যয় কমিয়া যায়। এখন ৬২ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য আছে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ৩৮৫২২ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এখন যদি কমাইয়া সেই ৪৫ হাজার করা হয়, অনেকগুলি টাকা বেহাতে কর্ম্মচারী অবলীলাক্রমে স্বর্গারোহণ করে সন্দেহ নাই এখন শান্তির সময়, অতিরিক্ত সৈন্য এখন ৪০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। যদি বলক পথ দিয়া রুষেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, সে শঙ্কা এখনও অনেক দূরবর্ত্তিনী, তত্রাচ পার্শ্বতী ভারতবর্ষের স্কন্ধে বহুসংখ্যক অনাবশ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের ভার নিষ্ফল করিয়া উহাকে বিপদাপন্ন করা উচিত নয়। সীমান্ত মিত্র রাজ্যের সহিত মৈত্রীবন্ধন ও উহাদিগের সাহায্যদানই ভবিষ্যতের সুবাহক পথ।

—•—

অনুবর্ত্তন আইনের সংশোধন।

এদেশীয়েরা ক্রমে আপনাদিগের বিষয় আপনারা মীমাংসা করিতে শিখিবেন এই উদ্দেশে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রতি জিলাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের অধিষ্ঠিত বিচার করিবার জন্য কয়েক শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। অধিকাংশ স্থলে উচ্চ ও অমিছার শ্রেণীর মধ্য হইতেই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিয়াছেন ইহাতে দরিদ্র রায়ত দিগের বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। অমিদারের সহিত রায়তদিগের বিবাদ হইলে সুবিচারের সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া একটী নয়কুলার বাহির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মিশ্রিত রায়তদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা সেই নয়কুলারটী অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অনেক জিলাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা গিয়াছে, তদনুসারে বিচার কার্য্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানের মাজিষ্ট্রেটেরা আপত্তি করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্পৃক্ত থাকে সে সকল স্থলে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক অনেক স্থানে এইরূপ শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা এত অধিক পরিমাণের যে কেবল মাত্র এক শ্রেণীর মধ্য হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে অবিচারের আশঙ্কা আছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিগকে যে প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কার্য্যের যে প্রকার ব্যবস্থা করা গিয়াছে তদনুসারে তাহাদিগের অধিকার করিবার সুবিধা অল্প বটে কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই আশঙ্কা করেন, এ দেশের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা একেই ত মাজিষ্ট্রেটের নাম ও ক্ষমতাকে ভয় করে, তাহার উপর কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে সেই শঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে। কেবল মাত্র এক শ্রেণী বিশেষের হস্তে বিচারের ভার থাকিলে যে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটে তাহা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতির উক্ত প্রণালী দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। যখন কোন শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত না থাকে তখনও মাজিষ্ট্রেটেরা উক্ত শ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহাদের অন্যায় বিচারে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। আয়র্লণ্ডে শ্রেণী ঘটিত মকদ্দমা অধিক হওয়াতে উচ্চশ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সকল স্থলেই আর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা প্রায় স্থির হইয়াছে। অতএব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়া আর শ্রেণী বিশেষে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া যে উপকারের আশা করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। অধিকাংশ স্থানে তাঁহারা [illegible] উপযুক্তরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

টির সভ্য প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করা যাইবে। রায়তেরা যত দিন এই সকল বিষয়ে অংশগ্রাহী না হইতেছে তত দিন অভীষ্টসিদ্ধ হইতেছে না।"

এটী রায়তদিগের আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। এই সংকুলানটী পড়িয়া কে আর সন্দেহ করিবেন যে লেপ্টনন্ট গবর্ণর দরিদ্র প্রজাদের বিষয় চিন্তা করেন না। পাঠশালা, পাবনার ঘোষণাপত্র, এই সংকুলান এইরূপ কয়েকটী কার্য্য দ্বারা তিনি যে প্রজাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাহার পরিচয় হইতেছে, কিন্তু এস্থলে আমাদিগের একটী মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর রায়ত শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জানি রায়ত শব্দের অর্থ কৃষক। লেপ্টনন্ট গবর্ণরের যদি ঐ অর্থ অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে মধ্য হইতে এই সকল গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না। বহু দিন হইতে শিক্ষার অভাবে তাহাদের অধিকাংশই এরূপ অজ্ঞ ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানশূন্য যে তাহারা যে স্বাধীনভাবে আপন আপন শ্রেণীর মত অকাশ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ স্থলে বড় লোক দিগের মতেই মত দিয়া নীরব থাকিবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশে তিনটী শ্রেণী আছে। এক জমীদার শ্রেণী, আর, কৃষক শ্রেণী। এই উভয় শ্রেণীর মধ্য স্থলে আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা যে সব জমীদারী বাঁধে, তাহারা কৃষিকার্য্য ও করে না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই স্বদেশ হিতৈষী শিক্ষাসম্পন্ন ও কর্ম্মজ্ঞ লোক হইয়াছে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি ইহাদিগকেও রায়ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তিনি তাহা না করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাকে পরামর্শ দি, এই শ্রেণী হইতেই তিনি বহুল পরিমাণে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কৃষক ও জমীদার উভয়পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। কারণ, ইহাঁরা উভয়দলের মধ্যবর্ত্তী। ইহাদিগের কোন পক্ষেই পক্ষপাত নাই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই শ্রেণীতেই যথার্থ উপযুক্ত লোক পাইবেন।

মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকার বিনিয়োগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে মসিন ফণ্ডের টাকার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, অদ্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। মুসলমানেরা এত দিন অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহাদের স্বধর্ম্মী ক্রান্ত মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকা তাঁহাদের স্বশ্রেণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া অধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শানুসারে গবর্ণর জেনরল সে সমুদায় টাকা মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ ব্যয় করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের আদেশানুসারে লেপ্টনন্ট গবর্ণর মহম্মদ মসিনের টাকা ও অন্যান্য যে কোন অর্থ আছে তাহা যে প্রকারে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহার একটী নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেবের হস্তে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে ব্যয়োপযোগী যে টাকা আছে তাহা এই—১ম কলিকাতায় মাদ্রাসা ও তদধীন স্কুল সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের দান ৩৮,০০০ টাকা। ২য়, মহম্মদ মসিনের টাকার সুদ বার্ষিক ৫২০০ টাকা, সর্ব্ব সমেত ৯৩০০০ টাকা। ইহা ভিন্ন মহম্মদ মসিনের টাকার বার্ষিক সুদের মধ্য হইতে এত দিন ধরিয়া প্রায় ৯০০০০ সহস্র টাকা ট্রষ্টিদের হস্তে জমি আছে। পূর্ব্বোক্ত ২৩০০০ টাকা লেপ্টনন্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বার্ষিক ৭০০০ টাকা হুগলি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকিবার বাটীর খরচের জন্য থাকিবে। বার্ষিক ৩৫০০০ টাকা কলিকাতার মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইবে এবং এখন হইতে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে শেষোক্ত মাদ্রাসায় একজন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। ৫৮৮০ টাকা ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে যে মাদ্রাসা খুলিবার কথা হইতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ থাকিবে। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই তিন স্থানে যে যে কলেজ বিদ্যা হাই স্কুল আছে তাহার সহিত মুসলমানদিগের শিক্ষার উপযোগী বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খুলিবার আদেশ করিয়াছেন। নূতন যে সকল মাদ্রাসা খোলা হইবে, তাহাতে ছাত্রদের বাসোপযোগী বাটী থাকিবে। ছাত্রদিগের পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে, কতকগুলি মুসলমান কর্ম্মচারি এবং বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন ইংরাজীজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজনের হস্তে ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধারণ করিবার ভার থাকিবে। এই সকল থাকিবার বাটী সেই সেই কালেজ কিম্বা হাই স্কুলের নিকটে নির্ম্মিত হইবে। উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রেরা সেই সেই স্কুলে পড়িবার জন্য মাদ্রাসা ফণ্ড হইতে তাহাদের

বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য পাইবে। ইহা ভিন্ন ২০০ হইতে ৫০ টাকা বেতনে এক একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। এই সকল বিষয়ে ৭০০০ করিয়া টাকা ব্যয় হইবে। কেবল ঢাকার মাদ্রাসার ব্যয় কিছু অধিক ১০০০ টাকা থাকিবে। মাদ্রাসার ছাত্র। তাহাদের কলেজ কিম্বা স্কুলে ইংরাজী আইন, অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়িতে পাইবে। তাহাদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মহম্মদ মহিনের ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মাদ্রাসা এক একটী কমিটীর অধীন থাকিবে। ইউরোপীয় ও মুসলমানেরাই এই কমিটীর সভ্য হইবেন। মুসলমান সভ্যদিগের মতেরই অধিক সমাদর করা উচিত। এই সকল মাদ্রাসার বাটী নির্ম্মাণ করিবার ব্যয় পূর্ব্বোক্ত উদ্বৃত্ত ৯০০০০ টাকা হইতে দেওয়া হইবে। প্রতিবিভাগে বার্ষিক ৭,২০০ টাকা মধ্যে হুগলী পাবনা ফরিদপুর বারাসত মায়মনসিংহ টিপারা নোয়াখালি এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের জেলা স্কুল সমূহে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে। ১ম ও; ছাত্রদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য করা হইবে। ২য় ও; পারসী ও আরবী শিক্ষকদিগের বেতনের কিছু কিছু সাহায্য করা হইবে। কোন মাদ্রাসার যে এ ই'এ হুগলী কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ কিম্বা ঢাকা কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের ও বেতনের সাহায্য করিবার জন্য ৮০০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট রে. ১১৮০০ টাকা থেকে লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর তাহা মুসলমান ছাত্রদিগকে বৃত্তিরূপে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে যে মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের যে সকল কলেজ কিম্বা স্কুল আছে তাহাতে ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগকে গ্রহণ করিতে কখনই আপত্তি ছিল না। তথাপি যে মুসলমানেরা কেন সে সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা আপনারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যখন অগ্রসর হইয়া উৎসাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন এদেশীয় মুসলমানদিগের এই সাহায্য শীঘ্র গ্রহণ করা উচিত। এই বন্দোবস্তে দেশের অপর কোন শ্রেণীর আপত্তি হইতে পারে না; কারণ ইহা দ্বারা মুসলমানদিগেরই বলা হইতেছে। ইহাদের একার অতিরিক্ত ৮০০০ টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এই গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় তাহার অনুরোধিত হইয়াছে। মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইলে মুসলমানদিগের উপর দোষ না এ অনুরোধ করিতেন না।

প্রাপ্ত।

রুশিয়া ও ইংলণ্ড।

রুশিয়া ও খিবা পরাস্ত করিয়াছেন কিন্তু পরাস্ত করিয়া অন্য ধর্ম্ম জাতিদের ন্যায় নিজ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং খিবার খার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের পরস্পরের প্রতি এরূপ সদাচরণ অন্যান্য সময়ের মধ্যে তাহাতে সন্দেহ নাই। খিবার সহিত এরূপ সদ্ভাব চিরস্থির থাকিবে কিনা সন্দেহ। "ইংলিশম্যান" বলেন যে, রুশিয়া অবশেষে খিবা অধিকার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতের ইতিহাসে সবল ও দুর্ব্বলের সহবাসের যে সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায় তদনুসারে বিচার করিতে গেলে ইংলণ্ডের নামের কথা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু প্রকার সেই রাজনীতি কর্ম্ম অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে যুক্তিপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম করিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বলিয়াছেন যুদ্ধে অনেক অনর্থ ও নিষ্ঠুরতা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যুদ্ধকে যথাসাধ্য নিবারণ করিতে আমরা চেষ্টা করিব, আমাদিগের উদ্দেশ্য নয় অধিকারীদের অনধিকার অধিকার হইতে চ্যুত করা, কিম্বা অপরে আছিলে, মুসলমানের মানে বাদসাহ মুসলমান মত করা যে ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কিম্বা অন্যায়ের উপর স্থাপিত তাহা সকল জাতিই জানে বুঝিতে পারিতেছে। তুরস্কের "রোম খাস মুলুকের" এই প্রাদেশিকদিগের অনেক মত জন্মেই চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন বর্ত্তমান জাতিদের কার্য্যের মধ্যে দেখা যাইতেছে। কিম্বা পরাস্ত করিয়া রুশিয়া যেরূপ ভাবাদের আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, ইংলণ্ডও কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিষয়ে সহিত এই রূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খিবার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে রুশিয়ানেরা যে অকারণ কিম্বা আক্রমণ করেন নাই এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন হইতে রুশিয়া বশ্য আসিয়াতে রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং খিবা তাহার যাতায়ত বন্ধ করিয়া আসিতেছে। ১৭ ২৭ খৃ অব্দে প্রথম খিবার খাঁর দিকে এই বিবাদের আরম্ভ তাহা পুরাণ নয়। কিন্তু তাহাতে রুশিয়ানদের কারণ যুদ্ধ না হইয়া রাজ বিদ্রোহের 'ভাল' বলিয়া যুদ্ধ। কারণ খিবাদেশ এতদিন অধিকারভুক্ত করিতে নিষ্ফল চেষ্টা হয়। রুশিয়ার যখন যেই ব্যবহার হয়) অধীন অনুগত হইয়া আপনার রাজপুরুষদিগকে তাহার অধিকারে করিতে অনুরোধ করিয়া যুদ্ধ নিষ্ফল খিবা ও রুশিয়ার [illegible]

হইতে এই কল জাতি এক একটী করিয়া রুশিয়া প্রাধান্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করে, ইহারা যে যাত্রা ও খিবার পথ মুক্ত হয়। খোখন্দরা প্রথম হই তিন বৎসর কর প্রদান করে, কিন্তু খিবা কোন প্রকারেই বশীভূত হইতে প্রস্তুত হয় নাই। খিবা যত অসভ্য ও লুব্ধ যাবনদেশী আভিথিগকে আশ্রয় দিত এবং সেই সকল তাড়িয়া প্রায় খিবা হইতে বাহির হইয়া, রুশিয়ার বণিক দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত এবং কখনো দিগকে ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ১৭৩৯ সালে কর্ণেল ইবার্গ নামক একজন একেণ্ট রুশিয়া হইতে খিবাতে প্রেরিত হন। এই সময় উহার বিবরণের জন্য যাঁকে অনুরোধ করা তাঁহার মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু খিবাসেরা তাঁহাকে খিবা পর্য্যন্ত যাইতে দেয় নাই এবং ফিরিয়া যাইবার সময় তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তদবধি ৺ম পরাক্রান্ত পীটর প্রথম খিবারাজ দমন করিবার জন্য রুশিয়া কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন নাই রুশিয়ানেরা বলেন যে, কোন উপায় অবলম্বন করিব এ আবশ্যকতা ছিল না, কারণ খিবাধেরা তাঁহারই অধীনস্থ বিশ্বস্ত কসাক জাতির একজন খাঁকে আপনাদের খাঁ পে মনস্থ করিয়া এক প্রকারে তাঁহাদেরই আধীনতা স্বীকার করে। সে যাহা হউক, কসাকি বিদ্রোহ সে পাঁচিলের দৌরাত্ম্য একত্র হইয়া, কাযে রুশিয়া গত শতাব্দীতে খিবার দমনের জন্য কিছুই করে নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দের বিদ্রোহের পর সম্রাট হইতে ১৮১৯ সালে রুশিয়া নয়া আবার খিবাতে দূত প্রেরণ করেন। এ যাত্রাতেও কিছু কোন ফল দর্শে নাই। যখন রুশিয়া দূর থাকুক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে খিবাসেরা একটী একাও রুশীয় বণিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইহাতে রুশিয়ানেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য খিবার খাঁ রুশিয়ার সম্রাটকে একটী সুন্দর ঘোড়া উপঢৌকন দিয়া দূত প্রেরণ করেন তখন রুশিয়া এই কয়টী কথা স্বীকার করাইয়া লইতে চায়। ১ ম, রুশীয় বণিকদিগের প্রতি আর উপদ্রব করা হইবে না। ২ য়, সমুদায় রুশীয় দাসদিগকে খিবা দেয়া ছাড়িয়া দিবেন। ৩ য়, খিবাতে দাস ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে খিবার দূতদিগে সেণ্টপীটর্সবর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তদবধি খিবা বরাবর পূর্ব্বের ন্যায় রুশিয়ার বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া আসিতেছে। বৎসর বৎসর রুশীয় দরিদ্র প্রজাদিগকে ধরিয়া দাসরূপে ক্রয় ও বন্দী করিয়া আনিতেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এরূপ দাসের সংখ্যা ২ সহস্র নিরূপিত হয়। এদিকে আবার যুদ্ধের নিকট নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে রুশিয়া তখনও এই বন্দী প্রজাদিগের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। এরূপ শুনা যায় রুশিয়ার সম্রাট অর্থ দিয়া এই বন্দিদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। খিবার অসভ্য খাঁ তাহাতেও সম্মত হন নাই। সুতরাং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করাই স্থির হয় এবং তদনুসারে খিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়, এবারেও খিবাসেরা ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রুশিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। রুশীয় বন্দীরাও মুক্তি লাভ করে। তদবধি কিছুদিন রুশিয়া অধীনে মধ্য আসিয়ার সহিত বাণিজ্যাদি করেন, কিন্তু অসভ্য খিবাসেরা আবার পূর্ব্বের ভাব ধারণ করে। সুতরাং এইবার আবার তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। এই যুদ্ধের ফল কি ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন।

যুদ্ধের পর রুশীয়ার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজেরা মধ্য আসিয়াতে রুশিয়ার অগ্রসর দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও রুশিয়া, মধ্যে খিবা এক প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল, সম্প্রতি সে বাধা দূর হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত হইল, এই জন্য বোধ হয় ইংলণ্ডের শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি অবলম্বন করিলে ইংরাজদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বেষের এই কয়টী কারণ হইতে পারে। ১ মতঃ রুশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ হঠাৎ উন্মুক্ত হয় এবং সুলোচনা সেনেপতির পরামর্শানুসারে হঠাৎ রুশিয়া হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক মাত্র ইংলণ্ডের হস্তগত থাকিবে না, আসিয়া তাহাতে অংশী হইবেন। বস্তুতঃ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে আসিয়াতে এখনে ইংলণ্ডই প্রায় একমাত্র সম্ভ্রান্তজনক ও ক্ষমতাশালী, মধ্য আসিয়াতে রুশীয়ার প্রতাপ বিস্তার হইলে এই সম্মান ও ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইবে। ৩য়তঃ ক্রমশঃ ভারতবর্ষও রুশিয়ার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। এই তিন প্রকার আশঙ্কার মধ্যে প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিরক্ত হওয়া ভাল দেখায় না। ভারতবর্ষে ত তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে পোর্টুগীজেরা এবং ফরাসিরা বাণিজ্য করিতে ছিলেন, তবে তাঁহারা কেন আসিয়া তাহাদের বাণিজ্যে ব্যাঘাত করিলেন? আর ইংলণ্ড ভিন্ন আর কেহ ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকও লইতে পারিবে না, সমুদ্র বাণিজ্যার্থ জাহাজ প্রেরণ করিতে পারিবে না, ভূমির উপর বাণিজ্যার্থ রেলওয়ে করিতে পারিবে না, ইহারই বা অর্থ কি? এই জন্যই বুঝি "ক্রিমেন কেনাল" খনন হইবার সময় ইংলণ্ড এত আপত্তি উত্থাপন এবং এত অনিচ্ছা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহাঁরাই না হই ইচ্ছা কোম্পানিকে "মুখব্যাদন করিয়া" বাণিজ্য বিষয়ে সকল জাতির স্বাধীনতা" সকল জাতির তুল্যাধীনতা "বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। তবে অপরের সময় সে বিষয়ে এতদূর গোলযোগ চান কেন? পূর্ব্বটীর ন্যায় দ্বিতীয় আশঙ্কাটীও আমাদিগের নিকট অযৌক্তিক বোধ হয়। নিজের সম্মান ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য অপর কোন সম্মানোচিত ব্যক্তিকে বিদেশে দিতে দিব না ইহাই বা কিরূপ কথা। বাস্তবিকই এ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ইংলণ্ডের কখনো থাকে সম্মান পাসন ধর্ম্মভাব প্রভাবসম্পন্ন প্রজা ... অপে

রুশিয়াকে পরাস্ত করুন, তাহা হইলে আপি য়ার জাতিদিগের মধ্যে ঈ. ।র যে মহত নাম সম্ভ্রম ও ক্ষমতা আছে তাহা রক্ষিত হইবে তৃতীয়টী ইংলণ্ডের পক্ষে বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয় বটে কিন্তু রুশিয়া যে প্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ক য়ণ তাহা হইলে তিনি সমুদয় ন্যায় ন্যায়িয় জ্ঞান, ও মহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। ক ীয়েরা যাহাই বলুন না কেন ইহা হইলে অনেক ইংলণ্ডের পক্ষ হইবেন। আমরাও প্রার্থনা করি যে সে দিন যেন উপস্থিত না হয়। স্বদেশীয় বিদেশীয় জাতিদের বিবাদে বিবাদে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, আর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা নাই। পরের ভরে থাকায় ও পরমুখাপেক্ষী হওয়ার সুখ ভারতবর্ষীয়েরা অনেক অনুভব করিয়াছেন। আর সে সুখের লোভ নাই। যুদ্ধের মত অসার্থক অন্যায় ও অধর্ম্ম রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য আর নাই। এ দেশে যুদ্ধ ঘটে সে দেশের ধর্ম্মমতি অন্তরে এক শত বৎসরের জন্য মুর্চ্ছিত হইয়া যায়, সমাজের কলঙ্কাদি হয় এবং উন্নতির পথের ব্যাঘাত হয় এ সুখ আর ভারতবর্ষের দেখিবার ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ড ইউরোপীয় সকল জাতির পালিসি গ্রাহ্য করিয়া ক্ষান্ত এ বিষয়ের মীমাংসা করুন। বিবেচনায় বাড়াইলেই বাড়িতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ যাহা যে সকল সময় অবস্থার উৎপন্ন হয় না তাহা ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইতে পারে।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ শ্রাবণ সোমবার।

যে সকল কালেজের বাঙ্গালি ছাত্র দিগের সহিত ইউরোপীয় ছাত্রদিগের হারা হইবার পর দিবসে যে একজন ইউরোপীয় ছাত্র দৌড়ের ফুটবল এক্টী ছাত্রকে প্রহার করে, পুলিসের বিচারে উহার ১৯ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

পারসোর সাহা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য একখানি রেলগাড়ী আনান ইংলণ্ডের কুলে অপেক্ষা করিতেছিল। [illegible] দিগের রাজা পুত্রগণ যখন সাহেবকে আহারে ডাকিয়া দেন, করাসী মাহিকেরা তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেনাই। ইহার সংস্কার এই, গত করাসী যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড করাসীদিগের সহায়তা করেন নাই বলিয়া আজিও তাহাদের সে ক্রোধের শান্তি হয় নাই। এই জন্য করাসী মাহিকেরা রাজপুত্রগণকে যথোচিত সম্মান করে নাই। কেবল কুপ বলিয়া নয় আজি কালি পৃথিবী মধ্যে যে কয়েকজন প্রধান রাজা আছেন ইংলণ্ডের সকলের সঙ্গেই প্রায় এইরূপ সদ্ভাব।

ডাক্তর্কপার যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, রাডিউরদিগের উৎসাহ পাইয়া তিনি পুনরায় দেখা দিয়াছেন। ১৯ এ আগষ্ট তাঁহার বিচার হইবে। ৩৫ হাজার টাকার জামীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উঁহার জয়লাভ হইবে বলিয়া রাডিউরেরা উঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। প্রথম একটী অযোগ হাতছাড়া হইয়াছিল বলিয়া রাডিউরদিগের আক্ষেপ ছিল, এক্ষণে উঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া লইল।

ডেকন ডেরলড বলেন, একখানি কেঁ য়োট কাঁয়ার নদী পার হইবার সময় অলমগ্ন হয়, উহাতে ১৫০ জন এদেশীয় আরোহী ছিল, ৫ জন ভিন্ন উহাদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের মৃত পূর্ব্ব রাজার অন্যতর স্ত্রীর পোষ্য পুত্র রাজা মোদাজী ভনসিলকে বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু দেবেন্দ্র কর কলিকাতায় আসিয়া এ বৎসর পাট কিরূপ অধিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

পুণাতে যে সৈন্যদিগের শিক্ষা শিবির হইবে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, ইহাতে কুলাইবে না বলিয়া বোম্বাইর কর্ত্তৃপক্ষগণ আর ৫০ হাজারের জন্য আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট এ টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এক লক্ষ টাকায় কি পূজা আমোদ হইবে না?

[illegible] বিবেচনা করেন, গত সপ্তাহে ৭ টী

বালক মেদিনীপুরের [illegible] হইতেছিল, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে [illegible] জনের মৃত্যু হয়, আর অন্যূন ১৫ জন প্রায় মূর্চ্ছিত হয়। [illegible] ভয়ানক ভয় হইয়াছিল।

ঐ অঞ্চলের পত্রিকা বলেন, সিবিলি য়ান বাবু হরেন্দ্রনাথ [illegible] সিবিল প্রাকটিস উকীল হাইকোর্ট কৌন্সিল, অরিজিনেল কৌন্সিল, হরেন্দ্র বাবু যাহাদিগকে মন্দ বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন, উকীল ও বিষয় জজ সাহেবের নিকট জানান, জজ সাহেব হরেন্দ্র বাবুর বৈষয়িক ভ্রম প্রদর্শন করেন, তিনি ইংলিসম্যানে যাহা লিখিয়াছেন, জজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রিমিনল হাইকোর্টের নোটিস করেন, হাইকোর্টে ঐ বিষয় এক কমিটী বসে, কমিটীতে হরেন্দ্র বাবু দোষী এই স্থির হয়। এক্ষণে অবগতি এই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হরেন্দ্র বাবুকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। সংবাদটী যদি সত্য হয় তত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। হরেন্দ্র বাবু বিনা কত ইংলণ্ডে থাকিয়া বারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া এদেশীয় ব্যক্তিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হয় না। এটী সম্পূর্ণের একত কারণ যা হইতে পারে।

ইংলিসম্যানের সম্পাদক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, সভা যত দিন তথায় ছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত প্রতিদিন ৮ টাকার টাকা ব্যয় হইত। তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৫।৬ শত টাকার কলাই ক্রয় করিতে হইত। তাহা ইংলণ্ডে বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও [illegible]

[illegible] বিবাহ [illegible] ১।৮ হাজার [illegible] ইংরাজ কাস্টমারের ভুরে [illegible] হইয়া [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] প্রায় ১২ [illegible] করিয়াছে।

[illegible] করেন, [illegible]

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া বিচারার্থ নীত হয়, তাহার বারিষ্টর তাহার পক্ষ সমর্থন কালে জুরয়দিগকে বলেন, "ধর্মশাস্ত্রে হত্যা করিবার নিষেধ আছে, আমার মক্কেলকে যদি দোষী প্রমাণ কর, তাহার ফাঁসী হইবে, সুতরাং তোমাদের ধর্মশাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করা হইবে। আমি বেশ বলিতেছি যে আমার মক্কেল হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা খুন করিতে যাইবে কেন"? জুরেরা আসামীকে মুক্ত করিয়া দেন। বারিষ্টরটীর প্রশংসা করিতে হয়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় বেলল সাহেবের একটি কেরাণী চিৎপুর চৌরাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় কতকগুলি লস্কর আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া যায়। সন্ধ্যা হইয়া গেলে পর পাহারাওয়ালা সাহেবেরা আসিয়া ধুমধাম করেন।

পাঠকগণ। পক্ষপাতে রেলের গাড়ি বন্ধ করিয়াছিল এ সংবাদ শুনিয়া যদি বিস্মিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা নিম্নে যে সংবাদটী দিতেছি তৎপাঠে আমাদিগকে কি মনে করিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু এটী আমাদিগের মন গড়া নয়। সংবাদ পত্রে দেখা গেল কলমে জর্জ ডেভন্যান নামক এক ব্যক্তির সম্প্রতি মশায় কামড়ে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে! তবে বিস্ময় না জন্মিবার এই এক কারণ হইতে পারে মশা ডেভন্যানকে কামড়াইয়াছিল। মরে হুল ফুটাইয়া দেওয়াতে তাঁহার বেদনা বোধ হয়, কিন্তু তখন গ্রাহ্য করেন নাই দুই তিন ঘণ্টা পরে সমস্ত গাত্র ফুলিয়া উঠে, পর দিন সমুদায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিত না, তাহাতে তাহার পুত্র কুপিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়াছে। পরশুরাম বোধ হয় আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার বেটিং ডাক্তারদিগের কপাল ভাঙ্গিয়াছে বোধ হয়। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে ঘোড়দৌড়ের সময় যে সকল ব্যক্তি বাজি রাখিয়া হারিবে তাহারা ডাক্তারদিগকে ফি দিবে না। ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে তাঁহারা ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়ার চিকিৎসা করিবেন না, ঘোড়ার চিকিৎসা করিলে তাঁহাদের ফি মারা যাইবে। ডাক্তারেরা ঘোড়ার চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া ঘোড়ার মালিকেরা ডাক্তারদিগকে ফি দিবে না, ইহা কোন ন্যায়ের কথা?

গত ১২ এ জুলাই মেহাল সিংহ নামক একজন শিখ কলিকাতাস্থ সত্যসিংহ নামক অধিবাসীর একজন বাঈজীপুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার ৯০০৲ অধিক টাকার মুক্তা হীরকাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল চুরি করিয়াছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বিচারপতি কিম্বারের ঘরে চুরি করিয়া ইহাকে ৫ বৎসর মেয়াদ দেয়া হয়। ইহার মেয়াদ সাঙ্গ হোনর দিন গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহি ধরম করিয়া ছাড়ে।

গত রবিবার চোরবাগানের পদ্মপুকুরে নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। মদ্যপানের এই সকল বিষময় ফল প্রত্যক্ষ হইয়াও লোকে যে সাবধান হয় না, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

আগামী ২৮ এ তারিখে হাইকোর্টের সপ্তম জজিয়তী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

গত ৫ই আগষ্ট সেখ মিয়াজান নামক এক ব্যক্তি কুমার সর্ব্বাধ নামক এক ব্যক্তিকে লাঠি মারিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। এ ব্যক্তি একণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে, জীবনের আশা অল্প। মৌলবী আবদুল লতিফ বিচারে মিয়াজানের দ্বীপান্তর হইয়াছে।

কমাণ্ডিগের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অধীন চাঙ্গাগ্রাম এক্ষণী উৎকৃষ্টতর বন্দর করিবার প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বন্দর অবধি ১৪ ক্রোশ রেলওয়ে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৪ ই তারিখে এখানে হইতে বঙ্গদেশের দ্বিতীয় রাজধানী মহাসমারোহে স্থানান্তরিত হইবে। সেজন্য ষ্টেট ষ্টীমারের ভিতরে কিছু বিশেষ থাকিবে।

ভবানীপুরের সেসনস হাসপাতালে হাইকোর্টের প্রথম রেসীয় জজ মুক্ত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে শত্রু ভিন্নদেশী একটী [illegible]

পিয়ারিসন বলেন, ভারতবর্ষে যে স্থায়ী বাষিক বিনিময়ের কথা হয়, তাহা হইবে না। পবলিকদিগের পীড়াপীড়ির জন্য তাহা এ সংবাদে [illegible] সন্দেহ নাই।

২৩ এ শ্রাবণ বুধবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, তাহা বাস্তবিক [illegible] ভেড় উপস্থিত হইয়াছে। ভেড় কি বেগ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে আসিবার সংকল্প করিয়াছেন?

কাগজের রাজদূত ৩০ এ জুলাই ইংরাজ মেসরসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা পতি গোপনভাবে রহিয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে 'ঐরাবত' ও 'হরিণ' পশ্চিম বিভূতে আর কোন গোলযোগ নাই।

পিয়ারিসন বলেন, অবাধ আদিবাসী যত লাখেরাজ ভূমি ছিল তাঁহারা ইংরাজদিগের সকল ভোগ করুন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সকল ভূমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা খোজাদিগের খোরাক জুটিতেছে।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "এতদ্দেশীয় ইংরাজদের শিবসং শিবরাগণ বিশেষতঃ ছাত্র, বালিকা, পাঠিকা বা বৃদ্ধ প্রাচীন শিবরাগণ আমাদের পত্র, ঐরূপ ও পবিত্র অন্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন কি না, কাহার পণ্ডিত আমাদের অর্থ অতিকষ্টে সমাধান করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা আজ্ঞাধীন হইয়াই, পুনরায় করিয়া তাঁহারা পেটিশন অর্থাৎ যে অর্থ আমি সংগ্রহ পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বত্র উহাই পুনঃপ্রচার প্রেরণ করিয়াছেন। একটী সর্ব্বত্র উক্ত পত্রিকা বিক্রয় রূপে প্রতি মাসের ২ তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহা পুস্তকের ন্যায় ইংরাজী ও উড়িয়া উভয় ভাষাতেই লিখিত হইবে। গ্রাহকগণের সুবিধার্থে ইহার মূল্য কমাইয়া ধরিয়া মাসে ৷৷ টাকা করা হইয়াছে। উক্ত সমাজ হইতে [illegible] মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে

ম্যাজিষ্ট্রিয়ল পেপর বলেন, পূর্ণিয়ার বিখ্যাত মকদ্দমার আসামী আবদুল কাদেরের বিচারার্থে যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠান হয়, তিনি তহবিল তছরূপের দুটী অপরাধে আবদুল কাদেরকে সেসিনে দিয়াছেন।

এবৎসরের প্রথম ৩ মাসে ত্রিটীশ ভারতে ১০৮৪৮৮১ টাকা শুল্ক আদায় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ১৪১৮৩১৪ টাকা হইয়াছিল।

আগামী মাসে রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত খুলিবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে যেমন স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে বোধ হয় হীরাও সেইরূপ পাওয়া যাইবে। কিছুদিন হইল সিডনিতে ২০টী হীরক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা বড় ভাল নয়।

ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের আপীল সম্বন্ধে প্রিবি কাউন্সিল সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। প্রিবি কাউন্সিলে প্রায় ১২০ টী আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া আছে, আপীলকর্ত্তারা আপীল করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, ইহাই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণ। প্রিবি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ বলিয়াছেন, এই সকল আপীল কর্ত্তা যদি ১২ মাসের মধ্যে উহার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা না করেন, এগুলির সময় খারিজ হইবে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আপীল করিবেন, আপীল মঞ্জুর দিবস হইতে ৬ মাসের মধ্যে যদি তাহার নিষ্পত্তির জন্য কোন চেষ্টা করা না হয় মকদ্দমা খারিজ হইবে। কেহ যদি এই সকল হুকুম দিবার আদি না বলিয়া আপত্তি করেন সে আপত্তি শুনা যাইবে না। এই বিজ্ঞাপনটী ভারতবর্ষীয় গেজেট সকলে প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু যাদব চন্দ্র সেন পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ কি?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল কুচবেহার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা একজন খাষ্টীয়ের সহিত রোমান কাথলিকদিগের একটী ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করে। ধর্ম্মমন্দিরের ৩ জন কুমারী তাহার হাত ধরিয়া একটী গুপ্ত ঘরে মধ্যে লইয়া যায়। তথায় যাজকেরা এই যুবতীকে বলাৎকার করে। উহার পিতা আদালতে এবিষয় জানান, কিন্তু কোন্ কোন্ স্থান দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল উক্ত যুবতী তাহার বলা করিয়া দিতে না পারাতে মকদ্দমা ডিসমিস হয়। যাজকেরা মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে ঐ যুবতীর নামে নালীশ করেন, সে মকদ্দমাও ডিস্মিস হইয়াছে। যুবতীর পিতা নিতান্ত অপমানিত হওয়াতে এবং আদালতে তাহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কি দুঃখের বিষয়। ইউরোপের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম মন্দিরের সহিত আমাদিগের মেড়ামেড়ির আদতার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। আর দিন কত পরে আমাদিগের উন্নতিশীল মেডা মেডিদিগেরও ধর্ম্মমন্দিরে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রবেশ করিবে।

ইংলণ্ডের কতকগুলি মেডিকাল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া দেখে কতকগুলি বালিকা (এদেশের যুবতী) টেলিগ্রাফের কার্য্য করিতেছে। দেখিয়া উহারা চতুর্দ্দিক হইতে উহাদিগকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করে, একজন কেরাণী উহা দেখিতে পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেয়, কিন্তু বালিকারা বলিল ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় নাই, এনিমিত্ত ছাত্রদিগের নামে আর নালীশ হইল না। অসন্তুষ্ট হইবে কেন? উহাদিগকে ত আর প্রহার করে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধন্য!

পারিসে এক প্রকার আশ্চর্য্য ধোয়াত প্রস্তুত হইয়াছে, উহাতে জল দিলে কিঞ্চিৎ পরে উত্তম কালী হয়, এবং ঐ কালী বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকে, এমন কি প্রতিদিন এক কর্ম্ম করিয়া কাগজ লিখিলে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। একদিন লোকের এক কলমে অনেক দিন কাটিয়া ছিল এখন এক দোয়াতে অনেক দিন কাটিবে।

২৪ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

গড়করসের গেজেটে একটী মিনিট প্রকাশিত হইয়াছে। কাবেল সাহেব প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক একটী প্রথম শ্রেণীর এবং প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে এক একটী মুসলমান নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিভাগীয় নর্ম্মাল স্কুলে মধ্য শ্রেণীর জেলার স্কুলে শিক্ষা দিতে পারেন এবং কাবেল সাহেব যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোক সকল প্রস্তুত হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট নর্ম্মাল স্কুলে কেবল এই শেষোক্ত শিক্ষকদিগকে শিক্ষা প্রণালী শিখান হইবে। যে সকল সেকেলে গুরু আছেন উহাদিগকে এই স্কুলে একবার করিয়া "রেফ্রেস" কোর্স দেওয়া হইবে। ইহাঁরা যত দিন এই স্কুলে "রেফ্রেস" হইবেন তত দিন বেতন দিয়া প্রতিনিধি রাখিয়া ইহাঁদিগের পাঠশালার কার্য্য করান হইবে। ইহাঁদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল বালক নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া শিক্ষক হইবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহাদিগকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্রেরা বর্ষে বর্ষে নর্ম্মাল স্কুলের এই ছাত্রবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে। কোন নর্ম্মাল স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না, কারণ কালেক্ট এই উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহারাই ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত হইতে পারিবে।

স্কুল হইবে। সমুদয় নর্ম্মাল স্কুল [illegible] ১৮৭২—৭৩ অব্দের গবর্ণমেণ্ট [illegible] অপেক্ষা অধিক হইবে না। তবে [illegible] হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে যে [illegible] হইবে তাহা [illegible] পাইবা টাকা ও কলিকাতার স্কুলের [illegible] গুলির ব্যয় কমাইয়া তদ্দ্বারা সম্পন্ন হইবে। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে বলেন, হুগলী প্রভৃতি স্কুলের ব্যয় কমাইয়া যে এই নূতন স্কুল গুলির পোষণ করা হইবে এটীই ইহার মধ্যে অন্যায়, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যেমন 'স্কুল সেস' আছে এখানে তাহা নাই

অঞ্চলেরাই এইরূপ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কাবেল সাহেব যে'ল'সেলে আর তাহাতে মুখ থাকিতে দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ডি'নব ও ইহার উপরে কোম্পানির পরামর্শানুসারে কাজ করেন সোণার সোহাগা হইবে।

গমের শুল্ক করিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত এই ব্যবসায় উত্তরোত্তর চলিবে বোধ হইতেছে। সে দিন করাচি হইতে এক জাহাজ গম লিবরপুলে যায়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, তথাপি এ গম ভাল পরিষ্কার ছিল না, ভাল গম পাঠাইলে আরো অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে।

লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয়। রাজস্ব করিবার নিকটে যে সাক্ষ্য দেন তাহার এক স্থলে তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন স্বদেশের জমীদারেরা যে প্রভূত অধিকারীর ন্যায় প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা চালন করেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এমন একটী আইন নাই। লর্ড লরেন্সের এ আক্ষেপ অমূলক নয়। জমীদারদিগের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। জমীদারেরা অধীন প্রজাদিগের ভূমি হস্তান্তর করিবে এই আশঙ্কা, থাকাতেই কৃষকদিগের ভূমির প্রতি মমতা জন্মে না, যাহা না জন্মিলে স্বদেশের ঐ ভূমির উর্বরতা সাধনে চেষ্টা হয় না। কৃষকেরা প্রাণপণ করিয়া একটী ফসল জন্মাইলে জমীদার সকল উৎপন্ন করিয়া লইলে, জমীদার তাহাদিগকে কিছু সাহায্য করিতে পারিলেন না, উপরন্তু তাহাদিগের শস্য বিক্রয় করিয়া দিলেন, জমীদারের এ ক্ষমতা হ্রাস করিতে পারিলে ভাল হয়। জমীদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল অন্যায় উপায়ে অর্থ গ্রহণ করেন তাহাও নিবারণ হইতে পারে। জমীদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিলে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইবে, এই আশঙ্কায় অনেকে ইহার বিরোধী হইতে পারেন, কিন্তু ইহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইলে ইহাদিগের ঋণ দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, ইহাদিগের ঋণ দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে ইহারা ঋণ দিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন, ইহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস

খেলাত কতকগুলি সৈন্য ও দুটী কামান পাঠাইয়াছেন।

২১ এ শ্রাবণ শনিবার।

অদ্য আমরা একটী শোচনীয় সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি, গত বুধবার বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বকার হিন্দু কালেজের এক জন বিখ্যাত উত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। ইনি যেমন সংধ্যান ছিলেন তেমনি উচ্চ উচ্চ পদ লাভও করিয়াছিলেন। কিছুকাল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ পেটী আদালতের জজ হইলে ইনি মেট্রপলিটন কমিসনর মাজিষ্ট্রেটের পদ পান। ইহাঁর লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, যখন হিন্দু পেট্রিয়টচন্দ্র ঘোষ যেমন রেকর্ডার নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন কিশোরি বাবু উহাতে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে হিউম সাহেব ইণ্ডিয়ান রিফরমর নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে ইনি সেই কর্ম্ম প্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে ইনি প্রায়ই কলিকাতা রিবিউ পত্রে লিখিতেন। এই সকল মহৎ গুণ সত্ত্বেও ইহাঁর একটী প্রধান দোষ ছিল, দোষ না থাকিলে সোদর তুল্য আমাদিগকে ইঁহার অকাল মৃত্যু জন্য শোক করিতে হইত না।

যেক্‌লি পাঠে অবগত হওয়া গেল প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আইনাধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার মুসলমান আইনের বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে উক্ত পদে আর এক বৎসর রাখা হয়। এ নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারী সভা বা বিশ্ববিদ্যালয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন বিভাগের ছাত্রগণ শ্যামাচরণ বাবুর উপদেশ শ্রবণে এত অনুরক্ত যে শ্যামাচরণ বাবু গিয়া তাঁর এক জন নূতন অধ্যাপক আসিলেন এই অসম্ভব শুনিয়া অধিকাংশ ছাত্র শ্যামাচরণ বাবুকে তাহার নিজের বাটীতে একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য জিদ করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুকে আর এক বৎসরের জন্য রাখা হয় আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকা	সিকা	১০৪৪—১০৪৫/
৪	"	কোং	১০৪৬—১০৪৮/
৪৪	"	"	১০৭০—১০৭৪
৪৪	"	"	১০৮০—১০৭
৫৪	"	"	১১১৪—১১১৫/

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার কমিয়া শতকরা ২৪ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে অদ্য ২০৩০০০ এবং গত কল্য ৯০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সক্সনির রাজার ভয়ানক পীড়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই—অষ্ট্রীয় মজলর পর্য্যন্ত পারলিয়ু মেণ্ট মহা সভার কার্য্য স্থগিত আছে।

ডন কারলস বিবাহ উপলক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সিবিলির বিদ্রোহীরা পিটোলিয়ম ঢালিয়া গৃহদাহ আরম্ভ করিয়াছে।

কণ্টিয়াস হুইবানি রণতরির সহিত আলমিরায় উপস্থিত হইয়া নগরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

কমলবাটী ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন।

উইগানে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া ১৪ জন হত হয়। ইহার মধ্যে সব জন এক্সন ছিলেন।

জর্ম্মণ সৈন্যগণ বাল্টি হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২রা আগষ্ট—কমন্স সভাতে ডাবলিন ইয়ুথ সাহেব রাজদ্রোহের তত্ত্বাবধান বিষয়ে দোষারোপ করেন। লো সাহেব বলিয়াছেন, এক্ষণ অবধি শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, আর কোন গোলযোগ হইবে না।

এডিনবরার ডিউকের বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হয় তাহাতে আপত্তি হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা আগষ্ট—গতকল্য ব্রাডলা এণ্ড উক সাহেব তাঁর বাড়ীর ঋণ পরিশোধ করিয়া ঋণ অর্পণ করিয়াছেন। অগষ্টী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পুনরায় তদ্রূপ টক্স স্থাপিত হইবে কি না তাহার ত্বরায় সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে ঋণ করিতেছে তাহার অধ্য হইতে চেষ্টা দেখা তিনি হাউসের তদ্বিষয়ে অবস্থা ভাল হইবে এই সম্ভাবনা করেন।

ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ গিয়াছে তাহাতে লোকের এই সন্তোষ জন্মিয়াছে, লাভ মর্লি কয়েক সপ্তাহ নানা প্রশ্নের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন গুরুতর বিষয় তাহা তিনি স্থির করিয়া বলেন নাই। ইতিমধ্যে যখন আরো কয়েক মাসে তাঁহার এ অংশ বলা হইল। পরে স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি যে সকল পীড়ন হয় তৎসম্বন্ধে কমেট সাহেব যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচনা হয়। তদ্দেশীয় প্রেসিডেন্সি কমিশনর হ্রাস করিয়া উহাকে প্রথম শ্রেণীর অর্দ্ধেক করিতে এবং অধিক সংখ্যক এদেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের পরামর্শ দেন। অন্যান্য অনেক সভ্য আরো মিতব্যয়িতা ও ব্যয় সংক্ষেপের পরামর্শ দেন।

সক্সনির রাজা অপেক্ষা কৃত সুস্থ আছেন।

মাল্টা হইতে ১লা আগষ্ট—গ্রীসের রাজার সৈন্য গণ সংখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা তাহাতে সকল অপরাধিরা পরিত্যাগ করিয়াছে। কার্লেজের ১ শত সিপাহী আলিকাণ্টে যাত্রা করিয়াছে। আর একটী রণতরির কেপ ভেরে যাইয়া ইংরাজের সহিত যোগ দিয়াছে। সৈন্যগণ যাহাতে সহায় থাকে বর্ষণ অনুরোধ করিয়াছে। ৩ সহস্র কার্লিষ্ট কাল্ডারমস্থই আক্রমণ করে। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

লণ্ডন ৩ই আগষ্ট—ডেনমার্কের রাজকুমারী ওয়েলসের রাজকুমারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

সার ব্যাল ফিয়ার প্রিবিকাউন্সিলর এবং এডমিরাল সভ্য হইয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টর। এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় নাই।

বিদ্রোহী দলের রণতরি কার্থেজনা ধৃত হইয়াছে। সেনাদল অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হয় ইংরাজদলের সেনাপতিকে বলা হইয়াছিল যেন ব্রিটিশ প্রজাদের রক্ষার জন্য এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন। কাজে কোন পক্ষেই কেহ কর্ণপাত করেন না।

লণ্ডন ৪ই আগষ্ট—গতদিনে গুরুতর যুদ্ধ প্রতিষ্ঠার হইয়াছে।

স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। পাঁচ দিবস যুদ্ধ হইয়াছে। বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়াছে।

বিদ্রোহী রণতরি সকল আলেমাদে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু সৈন্য হইতে তাহা উদ্ধার হইয়াছে। সেনাপতি কাস্টরা

সাক্ষ্য দর্শন প্রভৃতিতে প্রতিভূস্বরূপ রাখা হইয়াছে।

পাটির যে পর্য্যন্ত অধিবেশন হইয়াছে।

সভ্যগণ এতদ্দেশীয় ভিক্টরের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তদনুসারে রাজী উহাদিগকে ধনাগার দিয়া রহিলেন। রাজী আশা করেন প্রতিনিধি ভিক্টরের সহিত কথোপকথন দ্বারা উভয় রাজ্যের মঙ্গল সূত্র আবদ্ধ হইবে। রাজী বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন বিদেশীয় রাজগণের সহিত সদ্ভাব আছে। প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন নিমিত্ত সকলে যত্নবান হইয়াছেন। রাজ্যের অবস্থা উত্তম। লোকের সাধারণ অবস্থারও উন্নতি হইতেছে।

—:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

হুকুম নং সাধারণ বিভাগ।

৩ এ জুলাই। ডাক্তার জি ব্রিকিথ সিলেটে একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডাক্তার এ সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, জে মিল্‌বর্ণের সাহেব মুন্সীগঞ্জে বদলী হইয়া সেখানকার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডাক্তার হাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

১ লা আগষ্ট। চাঁদপুরস্থ প্রতিনিধি কালেক্টর মহাশয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তর এ, এল, রেভেন্যু ৮১৯ অঙ্কে ২ আইনের ৩ ধারানুসারে সবে কোর্ট গবর্ণর

মহোদয়কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বার্লো, এলেন পাটনায় একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এতদ্দেশীয় অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূমে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত আর্লট ডি, জি টেলর, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৩০ এ জুলাই। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মতিকান্ত ঘোষ বগেরহাটের হাস্পাতাল চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

৪ ই আগষ্ট। শ্রীযুক্ত সি, সি, এস, ইলবর্ট সাহেব মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজের একজন সভ্য হইবেন।

এইচ এল ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

৩১ এ জুলাই। বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ বিনা বিলের জন্য ২৪ পরগণার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়া বারাসতে রহিলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
যুডিশয়ল সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গোয়ালপাড়া জেলার আদালতে কোন্ ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত কি আসামীর ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা আমিনের জন্য বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল মাননীয় বঙ্গদেশীয় হাকিম ও জমীদার মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ডেপুটী কমিশনর দেশীয় রাজা ও জমীদার মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এস্থলে কোন্ ভাষা প্রচলিত হওয়ার উচিত নির্ণয় করেন। বাস্তবিকও এখানকার লোকেরা যে কথার কথোপকথন করে তাহা বাঙ্গালা, আসামীর ভাষার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এমন কি এই স্থানীয় ভাষাতে সহস্রের মধ্যে একটী বিশুদ্ধ আসামীর শব্দ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এতদ্দেশীয় লোকে আসামীর ভাষা কহিতে বা বুঝিতে পারে না। এমত স্থলে আসামীর ভাষা প্রচলিত হইলে যে, তাহা বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহা তাবিলে সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় শুনিতে পাইলাম যে এই ঢেঁকিলার কোন অবসর আসামীর হাকিম থাকি এস্থানে [illegible] তত্রাচ [illegible]

ডেপুটী কমিশনরের [illegible] বিবেচনা করিতেছেন। ডেপুটী কমিশনরের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এই যে তিনি যেন এক আইনের [illegible] না হয়।

[illegible]

গভর্ণর জেনারলের প্রধানতার বিখ্যাত পদের অধিষ্ঠানের সাম্বৎসরিক জন্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মহোদয় যে এডুকেষ্টে প্রোক্লেমেশন দিয়েন, তাহার বিষয় মহাশয় যে এখানি বঙ্গবর প্রকাশ করেন, তৎপাঠে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আপনি যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী সম্পাদক বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি ছিল, তাহা কি কারণ? ইহা ও অপেক্ষা ভিন্ন জাতি ইহা কোন্ ন্যায়পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ মনে করেন? মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের কি-এ বিষয়ে একটিও শ্লোক নাই? আপনি কি এমন সর্ব্বশাস্ত্রটীকাকারপণ্ডিতবর মহাত্মা ভরত মল্লিককৃত একখানিও গ্রন্থ দেখেন নাই? তাঁহার সকল গ্রন্থেই "ঔর্ব্বাত্ত্ব" লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন টীকায় ঔর্ব্বাত্ত্ব দেখেন নাই?

"অথ শ্রীভরত মল্লিককৃতায়াং বিবাদার্ণবসেতৌ ঔর্ব্বাত্ত্বপ্রকরণং ভরতো মুনয়োঽব্রুবন্।"

ভরত মল্লিক কি উন্মত্ত ছিলেন? এপর্য্যন্ত সেই মতভেদ শ্রোত বয় যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে:—

"ন্যায়াস্ত্রাণাতোহি বৈদ্যঃ
সাধয়ত্যেনং অতপুত্রক" ইতি।

এটীও কি আপনার দেখা নাই। আরও উক্ত আছে:—

[illegible]

তবে নিরপেক্ষ সম্পাদক নামে কখনই পরিচিত হইতে পারিবেন না। আপনি যে লিখিয়াছেন, কোন বৈদ্য উপবীত গ্রহণ করেন, কেহ করেন না। সে লক্ষণ সেন দ্বারা বিধিবক্তমে ঘটিয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণী, সুতরাং দাসী পুত্রও হইতে পারেন, কিম্বা আচারভ্রষ্ট হওয়ায় আর্য্যসমাজ শ্রেণী হইতে নিঃসারিত হইয়াছেন। এদেশের কেহ কেহ যে উপবীত গ্রহণ করেন না, সে কেবল নাস্তিকতার জন্য, অনেক ব্রাহ্মণও এরূপ দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈদ্যজাতির মূল স্থির নাই, ইহা যে হরিবাবুর উদ্ধৃত বা ধর্মশাস্ত্রের কোন বচন দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সকল ধর্ম শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের দ্বারা যে বৈশ্য হইতে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় আছে। তবে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের অনুলোম বৈশ্যার গর্ভে কোন মতে বা ব্রাহ্মণের প্রতিলোমে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি নির্ণীত আছে। এই বিভিন্নতা কল্পান্তর ভেদে (১) তাবিলেই সকল শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হয়। তাহাতে বৈদ্যজাতির মূলের স্থিরতার প্রতি সন্দিহান হওয়া তবাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অসম্ভিজ্ঞতা প্রকাশ।

বৈদ্যজাতি যে কায়স্থের সেবার্থ তাহা ও আপনার কায়স্থ পক্ষপাতিনী লেখনী হইতেই নির্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, সকল ধর্ম শাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

কায়স্থ জাতি করণ হইলেও শূদ্র। যদিচ অনুলোমজাত সন্তানের মাতৃজাতি পেক্ষা উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা শূদ্রগর্ভ সম্ভূত সন্তানের পক্ষে নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণের শূদ্র বিবাহ ধর্মশাস্ত্রের অনভিমত, মনু কহিয়াছেনঃ—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং।"

আপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ কোনমতে উচিত নহে, মোহ হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যা মুর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য প্রভৃতি হীন জাতি স্ত্রী অর্থাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে শীঘ্র সন্তান সহিত কুল শূদ্রতা পায়। যাজ্ঞবল্ক্যও

"বহুষ্বেতদ্বিজাতীনাং শূদ্রা দারোপসংগ্রহঃ
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ং।"

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজগণ তাদৃশী শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা আমার মত নহে যেহেতু তাহাতে আত্মা জন্মায়। এই সকল বচনে স্পষ্ট জানা যায়, দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনভিমত। তবে যে মধ্যে মধ্যে কায়স্থেরা উচ্চাশা সম্পন্ন হইয়া বীর ক্রুরতার চিহ্ন দর্শায়, তাহা কেবল অবার্দ্ধিকতা প্রকাশ মাত্র। উসনস সংহিতায় কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিত আছেঃ—

"কাকারোদ্ভূতং যথাৎ
ক্রৌর্য্যং স্যুপতেরথ কৃতবং।
আদ্যাক্ষরাণি সংযুক্তা
কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

তাঁহারা ইহা স্মরণ করেন না, যে স্ব লেখনীতেই সতত শূদ্র পরিচিত হয়েন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে।

"সর্ব্বস্বাপহরণস্যান্তং
বর্দ্ধেতি ক্ষত্র সংযুতং।
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং
বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।"

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বৈশ্যের গুপ্ত শূদ্রের দাস উপাধি। কায়স্থেরা সতত দেবদাস প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়! শূদ্রের কি ধর্ম শাস্ত্র স্পর্শের অধিকার আছে? কোন্ যুক্তির বশীভূত হইয়া রামদাস বাবুকে এবিষয়ের স্থিরতা করিতে বলিয়াছেন? শূদ্রের দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ কি সামান্য লজ্জা কর! এই কি আপনার সহৃদয়তা বা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞতার কর্ম?

হরিবাবুর প্রতি নিবেদন তিনি যেন কোন শূদ্রের তথায় কথা না কহেন, এটি স্মরণ রাখিবেন যে "নীচ যদি উচ্চ ভাসে বুদ্ধি উচ্চ হাসে।"

উপসংহার স্থলে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই পত্রখানি যথাযথ প্রকাশিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান ও আমাকে বাধিত করিবেন।

৯ চড়াপাড়া
১৯ এ শ্রাবণ
১২৮০

বশম্বদ
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার চাটর্জ্যা।

সম্পাদক মহাশয়! ভারতবর্ষীয় স্কুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত শ্রীযুক্ত ডাক্তর মর্ডক সাহেবের এই অভিপ্রায়। আপনকার ৭ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদকতন্তে লিখিত হইয়াছে, উহা যে সমতি প্রায় তাহা সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য হৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন পরন্তু সেই সমতিপ্রায়ের উপর আপনার কটাক্ষ পাত দেখিলাম, লিখিত হইয়াছে "সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে কিছু লেখা পড়া হইতেছিল তাহাতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে" এ কি কথা! একি আপনকার অপক্ষপাতিনী ও হৃদয় প্রসবিনী এবং ন্যায়পরায়ণা লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গীত শিক্ষা করিলে অধঃপাতে যায় এ কথাটী এতদ্দেশীয় কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্খের মনই করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতেই কি

---

(১) হরমোহন বাবু আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানি প্রকাশিত হইল বলিয়া সেখানি অপ্রকাশিত রহিল। তাহাতে বৈদ্যজাতিকে যে পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনুলোম প্রণালীর বিরুদ্ধ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে গতবারে ঐ সংবাদ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে সংশয় অন্বিত হইবার কোন কথা নাই। তবে যে পত্রপ্রেরক মহাশয়ের কেন সংশয় জন্মিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা হরমোহন বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি নৃপেন্দ্র বাবুর পত্রের এই অংশটুকু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন তাহা হইলে বৈদ্য জাতির মূল স্থল আছে কি না, তিনি বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। স।

আপনকার অনুগ্রহের ইতা ত-কদাচ আমার বোধ হয় না, তবে যদিই আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য বিবন্ধন ঐ মত আপনার দাঁড়াইয়া থাকে বলিতে পারি না। তাহা হইলে কিন্তু মহাশয়ের নিকটে নিম্নলিখিত কএকটী প্রশ্ন পাঠাইতে হইল, বিরক্ত হইবেন না। কেনই বা হইবেন সাধারণের সংশয়াপনোদন করা সম্পাদকীয় ভারের অন্যতম এবং যথোপযুক্ত বিষয়ে সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন বলিয়াই সম্পাদকগণ এত গৌরবান্বিত। অতএব সাহস করিয়া কএকটী সামান্য প্রশ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে একবার দর্শন করিবেন।

প্রশ্ন।

সঙ্গীত শিক্ষার সহিত লেখা পড়ার অলাঞ্জলি দিবার কি নিয়ত সম্বন্ধ আছে? (১)

কম্বু মহিমনাথ রায়ের ঐতৃপ্তির কি বিদ্যাশিক্ষার অভাব ছিল?

আমাদিগের আরাধ্য দেবতা সরস্বতী দেবীর হস্তে কি বীণা ও পুস্তক অবিরোধে শোভিত নহে?

সঙ্গীতের কি কি দোষ আছে?

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে কি সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় না? যদি হয় তবে তথায় কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে? মহাশয় এই কএকটী মাত্র প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আপনকার নিকটে আপাততঃ প্রত্যাশা করি সমুত্তরদানে আমার কুসংস্কার অপসারণ করেন সবিনয়ে ইহাই আমার প্রার্থনা।

১০ ই শ্রাবণ ১২৮০ } কস্যচিৎ সোমপ্রকাশ পাঠকস্য।

(১) বাঙ্গলা দেশের অনেকেরা গ্রন্থ ও ছেলে পিকে মন্দ। ইহাদিগের মন যে প্রকার আমোদে হয়। যাহাতে ঐ মোদ আছে, এমন বিষয় পাইলে ইহারা তাহা ও যেমন অনুরক্ত হয় মন, বিষয়ে তেমন হয় না। আমরা দেখি ছ এদেশে নাট্যোৎসব প্রসারে অনেক হানক ঃ হয়। পত্রপ্রেরক কি বলিতে চাহেন এদেশের অধিকসংখ্যক যুবক ইংরাজী ছাড়িয়া বা দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে মুগ্ধপ্রায়? ইউ রাপ খণ্ডের সহিত ও আমা দেশের তুলনা হয় না। আমরা অনেক হইতে জানিয়াছি, এই কার এই সঙ্গীত বিদ্যার প্রতিবাদ করিয়াছি ইহা সত্য।

সঙ্গীতরত্নাকর।

সন ১৮৭০ সাল ১ লা আগষ্ট।

স্থানের নাম	সমষ্টিগত অন্তর	
	ক্রোশ	মাইল
যোধপুর অন্তর্গত লুনের নীচে	১৬	
তথা হইতে গাড়িয়ার টুপর ঔষধার যোধপুর ১২ মাইলের মধ্যে	৮	
তথা হইতে অভিপুর		৫৮
৭। মাইলের মধ্যে		১৪
অভিপুর হইতে মহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে		১৪
মহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে		১৪
কাটোয়া হইতে নদীয়ার ৪৬ মাইলের মধ্যে		২৯

যাতায়াতে নদীয় স্থলের মাপ।

গঙ্গার যোহানার	১৩	৩
তথা হইতে তাঁতার পাড়া	১০	৩
তথা হইতে ৪টি যোয়ালিয়া	১১	৪
তথা হইতে কাটি ১		১৪
তথা হইতে যোলঘাটি		১৩
তথা হইতে আলিকদহ		১৪
তথা হইতে ভাটপল্ল		১৫

সন ১৮৭০ সালের ৪ ঠা আগষ্ট মহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৪	৫৫

মহরমপুর ৪ ঠা আগষ্ট } শ্রীযুক্ত গিরীশ, উহার একটি কিউরিও উদ্ভিদবিদ্যার নদীয়া লোকাল রিপোর্ট উপরিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন সিংহ চৌধুরী কলিকাতা	১০
" হরিনাথ দাস—কৃষ্ণনগর	১০
" কৃষ্ণবিহারিলাল সিংহ—উদয়া	১০
" চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ শ্রীরামপুর	১০
" লোহারাম শিরোরত্ন, বহরমপুর	১৮
শ্রীযুক্তা রাণী সুবলেশ্বরী কৃষ্ণনগর	১৬

[redacted]

যাঁহারা কাহাকে মূল্য বিনা পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ [redacted] বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ১০ দশ আনা মাশুল লাগিবে। বিশেষ [redacted] বন্দোবস্ত এতদ্ভিন্ন ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত [redacted]

[redacted]

যে [redacted] প্রতি [redacted] ৵০ [redacted] ১০ [redacted] ইহার [redacted] ১৫ [redacted] সাধারণের [redacted] ১০ টাকা, অন্যান্য [redacted] ১০ [redacted] ১৫ টাকা। ইহার [redacted] যে [redacted] করা [redacted] যায়। [redacted] [redacted] [redacted]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪০ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিসিদ্ধিরস্য পার্থিবঃ খলস্তাসী অতিসহসী ন বীরসা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৩রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৮ ই আগষ্ট।

মফস্বলে যাহাদের সংবাদ অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের বেতন কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অল্পমাত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিক্টোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও ধূমহীন এবং বাতিতে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিকক্ষণ থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় ফাটিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধুরিষ তৈল—[illegible]
ইহা এবং ভিক্টোরিয়া তৈল [illegible]
আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন।

কলিকাতা
ষ্ট্রাইব ষ্ট্রীট
৮১ নং বাটী
ওয়াইজম্যান মিচেল এণ্ড কোম্পানি

—:—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য্য একাধিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহের পর উহার কার্য্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি উহা বাহুল্যরূপে প্রচার করিবার জন্য ভিন্ন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারিত ও স্বতন্ত্র কার্য্যকম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, অতএব করি এবম উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোক্তার, দালাল এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত কার্য্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিম্বা কাহার নিজ প্রয়োজনের জন্য অগ্র বিক্রয় সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা মামলা মকদ্দমার ভার গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন কিছুরক্ষা করা এবং টাকা লেনা পাওনার তাগাদা প্রভৃতি যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক, তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই এজেন্সী কর্ত্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং প্রতিনিধি দ্বারা যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্ত্তৃক সুনির্ব্বাহ হইবেক। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী আফিসে প্রস্তুত আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার দ্রব্যাদির চলিত বাজার দরের তালিকা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয় যাহার মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্য্যালয়ের কারণ পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট না হয় তদবধি গুপ্ত যন্ত্র নির্ম্মাকর্ণলেন ২৪ নং ভবনে উহার কার্য্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি এই স্থানেই কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে হইবেক।

এজেন্সী আফিস
গুপ্তযন্ত্র ২৪ নং
মিজ কর্ণলেন
১ লা আগষ্ট
১৮৭৩।

শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইশতেহারদাতা কাছাড়ি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এসলাব শ্রীযুক্ত মেং উইলিয়ম হেনরি সাহেবএকটিং রেলওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইই

ইংরাজ রেলওয়ে কোম্পানির ঐ পার্শ্ব স্থিত ৫৫ ক্রোশের তুলাধিক ১৭৫৷৷৷

বিক্রয় করা যাইবেক। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন।

বালাখানা	ষ্ট্রীট	৫ নং বাটী কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪৩ ন বাটী সমস্ত
কালীপ্রসাদ দত্তের	ষ্ট্রীট	৫৭ নং বাটী সমস্ত
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১ নং বাটী কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১০।১১ নং বাটীর ঐ
ঐ	ঐ	১২ নং বাটী ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের	ষ্ট্রীট	১৯ নং বাটীর কিয়দংশ
ঐ	ঐ	৪২ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	৪০ নং বাটী ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের	লেন	১ নং বাটী সমস্ত
ঐ	ঐ	২ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	৩ নং বাটীর কিয়দংশ
ঐ	ঐ	১১ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	১৮ নং বাটী ঐ
ঐ	ঐ	১৯ নং বাটী সমস্ত

মিঃ ডব্লিউ এচ, ডারবার এক্সোএর
সিভিল সার্ভেণ্ট

কলিকাতা সদর বাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেনে ২০ নং বাটীতে } সন ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে কলিকাতা টাউনের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক কালেক্টর সাহেব

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্

ক্লিনিকাল্ ডায়গ্নোসিস্

অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার ছাপাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহেরল্ডে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। যুবিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২) ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুহেরল্ড } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ব" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—:০:—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ নিদান মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ কৃত্রিম ঔষধ তৈল ঘৃত ও পাচনাদি সুলভমূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার সদ্য উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুররোড কলিকাতা। শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র ৺হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লালোস মুনসিপ্টি আফিস } শ্রীনবীনচন্দ্র রায় সহকারী রেজিষ্ট্রর

—০—

এরিথমেটিক ফর্গিউশন এবং ফ্রুইট সর্জ্জরি ও নার্সিং এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেকচার্স অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পুণারত্নে (৭৩৩ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি মূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জ্জরি (৩ প্রতি-

কিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাশুল ও প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ আনা। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাশুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীকালীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিয়ন।
কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১৪ নং
মফস্বল নবীন এণ্ড কোং অথবা
ভবানীপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা ভাদ্র সোমবার।

অদ্যতন প্রধানতম আদালত ব্যভিচারিণী বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, প্রিবি কৌন্সিলে তাহার আপীল করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, মিলা সলপুরের অন্যতম পাত্তী মাহিশ্যের শ্রীযুক্ত বাবু জানকী বল্লভ সেন তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকট ৪০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উহা সত্বর যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

বারুইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। বারুইপুরে তাঁহার বাটীতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেই স্থানে সম্প্রতি তিনি একটী কৃষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। চাষকেরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে।

৫ [illegible] কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

[illegible] যখন রাজা যায়, তাহার পূর্ব্বে সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হই[illegible] জমীদারদিগেরও তেমনি সকলে বিপক্ষ [illegible]। আমরা আর কাহাকে জমীদার [illegible] সুহৃদ দেখিতে পাই না। [illegible] ধনাঢ্য, কৃতবিদ্য [illegible] বিজ্ঞ, প্রজারাও অনুগামী আয়ত্ত করিয়াছে। পার্লমেণ্ট প্রথমতঃ বিদ্রোহ ভাব প্রদর্শন করে, উহা নবীনা বঙ্গোদয় প্রভৃতি অনেকেও সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবার যে একটা মহান বিপ্লব উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে সমুদয় ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ভূমির একবিধ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। আমরা দেখিতে পাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালাদেশের জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অন্যত্র প্রজাদিগের সহিত জমীদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর। জমীদার প্রজার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করুন, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বারাণসীতেও এই প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবে গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত। ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্ত। যে গ্রামকে যে খাজনা দিতে হইবে, ১৮৪০ অব্দে তাহা স্থির করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে জমীদারী গ্রামওয়ারি রায়তী, এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। জমীদারী বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকার। প্রথম যাহাদিগের পৈতৃক জমীদারী ছিল, তাহাদিগের সহিত সেই পুরাতন বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্ট ১৮০২ অব্দে বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ নিয়মে কতকগুলি লোককে জমীদারী দেন। গ্রাম ওয়ারি বন্দোবস্ত এই, গ্রামের লোকেরা নিয়মিত রাজস্ব দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি লয়, তাহার পর আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদন করে। রায়তী বন্দোবস্তের স্বরূপ এই, রায়তেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেয়-এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করে। এই সকল ভূমি [illegible] নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় করিতে [illegible] অন্যকে দান করিতে পারে। উহারা [illegible] নৈমিত্তিক নিয়মিত রাজস্ব দেয়, তদতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে হাত দিতে পারেন না। ইহা উপস্থিত সাধারণ বিষয়ে বিবেচনা করেন। এইটাই প্রোসিডেন্সিতে সাধারণ বন্দোবস্ত।

এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। সর্ব্বত্র একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি রায়তদিগের সহিত ঠিকা বন্দোবস্ত করেন এবং তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া খাজনা আদায় করেন, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ভূমি কখন হস্তান্তর হইয়া যায়, এ শঙ্কা থাকিলে কোন ব্যক্তির তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্ন জন্মে? এ বন্দোবস্তে প্রজার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন জমীদারদিগের অধীনে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা পরস্পর স্পর্দ্ধা হইয়া এক এক ভূমির এত খাজনা বৃদ্ধি করিয়া তুলে যে তাহাতে রাজস্ব দিয়া তাহাদিগের লাভ থাকে না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ঐরূপ না হইবার কথা নাই। এ উদ্দেশ্যের প্রথা পরিত্যাগ হইবার সম্ভাবনাও আছে।

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যেরূপ আছে, প্রথার সহিত যদি সেইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তাহাতেও দুই, প্রাপ্তি আছে। প্রথম, ঐরূপ দুর্ব্বিপাকে ভূমি কার্য্যের [illegible] তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব [illegible] এ [illegible]

করিতে হইবে। তাহা ভঙ্গ করিলে গবর্ণমেণ্টের কেবল যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে তাহা নহে, একটী বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে। জমীদারী ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা উহার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেকে অনেক প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে দোষ তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনায় প্রজা বিদ্রোহ উহার ফল। এ বন্দোবস্ত কোন সহৃদয় ব্যক্তিরই অভীষ্ট নহে। অতএব যাহাতে এ সকল দোষ না ঘটে এরূপ একটী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা যাহার যে বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সেই প্রস্তাব। ভূমির কৃষিকার্য্যাদির ব্যয় বাদে ভূমির উৎপন্ন হইতে কৃষকের লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য জমীদারের কমিশন বিবেচনা করিয়া যদি বন্দোবস্ত করা হয় দোষাপাত সম্ভাবনা থাকে না। জমীদারেরা কোন প্রকার বাব আব লইতে না পারেন বিশেষ রূপে তাহার নিষেধ করিতে হইবে। অথবা তাহার নিষেধ করিবারও প্রয়োজন থাকিবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রজার অতিরিক্ত এক পয়সাও দিবে না, তাহাদের তাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে তাহারা যদি সেই সেই ভূমি অন্য প্রজাকে ধরায় সেই নিয়মিত রাজস্বে ধরাইতে হইবে। ফলতঃ ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রজার লাভ ও জমীদারের কমিসনে এই বন্দোবস্তটী করিতে হইবে। যিনি সেই ভূমি গ্রহণ করিবেন তিনি ঐগুলি দিলেই নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাকে আর অতিরিক্ত এক পয়সাও দিতে হইবে না।

—•—

অকর্ম্মণ্যদিগের একটী গতি না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই।

আমরা বাল্যকালে নিষ্কর্ম্মাদিগের যেরূপ দলপুষ্টি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। তখন গ্রামের যে পল্লীতে যাইতাম দেখিতাম এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি লোক দলাদলি পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কাল হরণ করিতেছে। কোন স্থানে দেখিতাম কতকগুলি লোক তাস ও পাশা ক্রীড়াদির আমোদে মগ্ন আছে, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি দিতেছে, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে পরিহাস করিয়া অশ্লীলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে। এইরূপ যে পল্লীতে যখন যাওয়া যাইত সেই খানে সেই ঐরূপ অকর্ম্মণ্য দল নয়নগোচর হইত। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ ছিল। অল্প আয়েই অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং অকর্ম্মাদলের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি ছিল। ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াতে ঐ অকর্ম্মা দল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে। এখন মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে জীবিকা অর্জ্জন হয় না। সুতরাং নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আমোদ প্রমোদে আর কালযাপন চলে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যের গুণে অনেক অকর্ম্মা অন্তর্হিত হয়, যাহারা অবশিষ্ট ছিল কায়েস সাহেব এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস ও গুরুপাঠশালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অনেকের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও ঐ দল সম্যক নিঃশেষিত হয় নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা বড় ভয়ঙ্কর লোক। তাহারা গ্রামের কণ্টক স্বরূপ। গ্রামে যত মামলা মকদ্দমা হয়, তাহারা তাহার মূল, একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের একটী গতি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই, কায়েলসাহেব এদেশে আসিয়া অনেক কাজ করিলেন, এখন তাহাদিগের একটী গতি করিয়া দিলেই আমাদিগকে চিরকাল কিনিয়া রাখেন। আমরা সে উপায়টী বলিয়া দিতেছি। তাহাদিগকে পুলিষে ভরতি করিয়া দিন। বেঙ্গল পুলিষের কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল প্রভৃতি যে যে স্তনে পুলিষে লস্কপ্রবেশ হইয়াছে, আমাদিগের বর্ণিত উল্লিখিত নিকর্ম্মাদিগের সেই সেই গুণ বিলক্ষণ আছে। কায়েল সাহেব ঐ অকর্ম্মাদিগের এমনি অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাইবেন যে তিনি তাহাদিগকে পুলিষে নিযুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগের অনেকের নিকটে হাবড়ার পুলিষের কৈলাস মণ্ডলও লজ্জা পাইয়া যায়। কায়েল সাহেব এমন মনোহর গুণের অনুরোধ পরিহারে কি সমর্থ হইবেন?

—•—

ইংলণ্ডস্থ ভূমি কমিটির নিকটে এদেশীয়দিগের সাক্ষ্য দান।

গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উল্লিখিত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত মনোনীত করিয়াছেন। পাবনার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উড়িষ্যার অন্যতর জমীদার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল লতিব খাঁ বাহাদুর, রেবরেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, হেয়ারের সুবর্ডিনেট জজ সায়দ ইমাদ আলী, পত্রাবের বাবু নবীনচন্দ্র রায়, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মহম্মদ হাদি খাঁ

সি, এস, আই, বোম্বাইর দাদাভাই নারায়ণ, হরিদাস বিহারিদাস, এপাজী রামচন্দ্র, ডেপুটী কালেক্টর সুরেন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত।

গবর্ণমেণ্ট পাথেয় দিয়া ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত কমিটীর অগ্রে এত দিন যত লোক সাক্ষ্যদান করিলেন আমাদিগের বিবেচনায় এদেশীয়দিগের সাক্ষ্যদান তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গুরুতর। ইহাঁদিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিক পরীক্ষা হইবে। ইহাঁরা যদি অপক্ষপাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত দোষ ও গুণগুলি কমিটি সমক্ষে অবিকল ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই মহাসভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দোষ সংশোধনে যত্নবতী হইবেন। তাহা হইলেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান দোষ ও অপব্যয়াদিনিবন্ধন আমাদিগকে যে কষ্ট পাইতে হইতেছে তাহার সহজে প্রতীকার হইয়া আসিবে। অন্যথা গবর্ণমেণ্টের যে দোষগুলি আছে, তাহা অনুমূলিত থাকিবে, আমাদিগের যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিবে এবং গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইবেন মাত্রের মধ্যে এই হইবে ভবিষ্যতে, গবর্ণমেণ্টের দোষগুলির সংশোধন পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সকল বিষয় বিশেষ করিয়া জানিয়া যান। তাঁহারা যেন মায়ার্জ্জি কর্ণওয়ালিসের ন্যায় লোক না হয়েন। এদেশের যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, তাঁহাদের উচিত সৈনিক বিভাগের যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ অবালোচিত না থাকে। আফিসগুলির বিষয়ও বিশেষরূপে জানা উচিত। গবর্ণর জেনরল পদ রেবিনিউ বোর্ড অবধি সমুদয় পদ ও কার্য্যালয়গুলির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখা উচিত। ইহাঁর মধ্যে কোন্ গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের কোন হানি হয় না, অথচ বিপুল অর্থ বাঁচিয়া যায়। যিনি পরিশ্রম পূর্ব্বক এই গুলি বিশেষ করিয়া না জানিবেন, আমাদিগের মতে তাঁহার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংলণ্ড দেখিয়া আসিবেন এ উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় দিতেছেন না। এটী সাক্ষ্যদায়ীদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র।

মহাশয়! এ সম্পাদক সিবিলেস আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব আইন মানিলেন না, অমুক কাজ করিলেন। ও সম্পাদক সিবিলেস হাইকোর্ট যে বিচার করিয়াছেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অমুক অন্যায়াচরণ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সে সম্পাদক সিবিলেস, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগের শিক্ষার নিমিত্ত এদিকে এক পয়সা দিতে চাহি না, কিন্তু অমুক ধর্ম্মাধ্যক্ষ টাকা চাহিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তখনি হাত তাঁহার হাত খুলিয়া দিলেন। এগুলি সম্পাদকদিগের রাগের লেখা। কিন্তু আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঐ সকল কাজে কোন দোষ দেখি না। কর্ত্তা হইয়া যদি ইহা হয় কাজ করিতে না পারিলেন, কর্ত্তা হইয়া কাজ কি? লেপ্টনণ্ট গবর্ণরী গবর্ণরী ও গবর্ণর জেনরলী দূরে থাকুক, যদি আমার হাত পা বাঁধিয়া কেহ আমাকে ইস্তফা দিতে চায়, তাহাতেও আমি নই না। আইন আমার কি। কর্ত্তার ইচ্ছাই আইন। সিরাজউদ্দৌলাই একজন যথার্থ কর্ত্তা ছিলেন। যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই করিয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি দূরে আইন এক-পক্ষে তাঁহার জুতার তলায় ছিল। মার্শমিকির

লিখিত [illegible] সুখ করিতে [illegible] পরিবর্ত্তন, [illegible] কি সুখ হইল। রাজারা রাজনীতিজ্ঞ [illegible] দুরে, তাহারাই ধনের [illegible] জন্য [illegible] ধর্ম্ম ও ন্যায় বিসর্জ্জন দেয়, সিভিল অটোক্রেটরাই ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকেই রাজনীতির মকল জানেন না। রাজার ধর্ম্ম প্রজার নামই রাজনীতি। রাজনীতির নিকটে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি সকলকেই মস্তক নত করিতে হয়। ক্লাইবের মেয়রিল এক দিন ভারতবর্ষে ধর্ম্মের [illegible] শিখাইয়াছেন। কর্ত্তা হইয়া যেরূপ করিতে হয়, তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত সকল কাজই করিয়াছেন। তাঁর কর্ত্তা কি ডিরেক্টর দিগের আজ্ঞা তৃণজ্ঞান করিয়াছিলেন। স্বার্থ হানি হয় দেখিয়া অমানমুখে নন্দকুমারকে ফাঁসী দিলেন। ইহাকেই বলি কর্ত্তা। এখন কি আর সেদিন আছে। এখন কি আর ভারতবর্ষের কর্ত্তা হইয়া সুখ আছে।

আমাকে যদি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পদ গ্রহণ করিতে হয় আমি যদি নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পাই, তবেই গ্রহণ করি, নতুবা করি না। প্রথম দিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়াই এই আইন করি, রাজা মহারাজরূপের জমীদারেরা অতি মহাজাত মেহারবী, প্রজাপীড়ক, অতএব আজি অবধি উহাঁদিগকে জমীদারী হইতে রহিত করা হইল। উহাঁদিগের ভরণপোষণার্থ পরিবার বিবেচনা করিয়া ১০৲ ১৫। ২০ বিঘা জমী দেওয়া হইবে। উহারা নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া উহার কৃষিকার্য্য করিবে। যদি করতে কুণ্ঠিতার্থা না করে, সে ভূমিও তাহাদিগের থাকিবে না। তাহারা অনেক বার্ষিক আয় পাইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে যে এই অনুগ্রহ করা হইল ইহাই যথেষ্ট।

আমি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইয়া এদেশের [illegible] করিবার চেষ্টা করিব। [illegible] [illegible] [illegible]

লইতে হইবে। যদি ভূমির উপর প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া লওয়া যায়, প্রজারা তাহাতে কাতর হইবে না, অম্লানবদনে দিবে। আমি গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম করিবার নিমিত্ত ঐ টাকাগুলি রাজকে যথাক্রমে করিব, তাহার যে দুলট জন, বলিয়া আর একটী জন্ম হয়। ঐ জন্মটী এরূপ করিয়া কন্যা লই যে ঐ টাকায় রাস্তা নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কার প্রভৃতি সমুদ্ধ সম্পন্ন হইবে। প্রজারা রাস্তার চলনে তাহাদিগের পথ বর্ষে রাস্তা মন্দ হইয়া যে ধূলি উঠিয়া যাইবে, তাহার নিমিত্ত কর দেওয়া কি তাহা দিবের উচিত নয়?

রাস্তার কথার বিষয় এই এখন। ডিষ্ট্রিক্ট সড়কের ৮ টাকা করিয়া, পুলিষকর করিব। পুলিষকর দিব না প্রজাদিগের এ কথা বলিবার যো নাই তাহারা যদি কোন বিষয় বাধ্য করে, আমি রাস্তা ঘাট সড়কের এই ঘোষণা করিয়া, দিব, তোমাদের দুর্গাপূজা কয়েরা হিন্দু ও মুসলমানের রাজত্বে বা করিয়া গরিবেন ও তাহা কি কোন মত সুখে রাত্রি যাপন করিতে পারিতেছেন? পুলিসের এমন উৎকৃষ্ট প্রণালী কি তখন ছিল? পুলিষের গুণ এখন যেমন বলিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এখন কি তেমন হইয়া ছিল? অতএব তোমরা পুলিষকর না দিবে কেন? সুতরাং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র পুলিষকর দিতে হইবে। ঐ করে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা রাজ তাণ্ডারে জমা হইবে। ও দিকে একণে যত পুলিস কর্ম্মচারী আছে, তাহার তৃতীয় অংশ কমাইয়া দিব এবং এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিব যে গ্রামে চুরি ও ডাকাইতি হইয়া যে গৃহস্থের যে ক্ষতি হইবে গ্রামবাসী সকলে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। আর সেই গ্রামের নিকটে যে পুলিষ কর্ম্মচারী থাকে প্রত্যেক বৎসর ক্ষতি গ্রামবাসিদিগকে তাহার বেতন দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়! কেমন রাজনীতি বলুন, গবর্ণমেণ্টের কত দিকে লাভ হইল, অথচ দুষ্ট তস্করাদির শাসন হইয়া গেল।

মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ করিব তাহাও শুনুন। বর্দ্ধমানের মর্দ্দিনী মাতীকে ও সর্ব্বদা পরিষ্কার না রাখিলে প্রজা রক্ষা হওয়া ভার। ইহার নিমিত্ত যে কর করা হইবে, সকল প্রজা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা দিবে সন্দেহ নাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় বঙ্গদেশ এক্ষণে ধনজনসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। আমার

যদি প্রতি বালক ও , চারি আনা, প্রতি যুবক আট আনা ও প্রতি প্রৌঢ় একটাকা করিয়া কর করি বোধ হয় কেহ অসন্তুষ্ট হইবে না। ঐ টাকা গুলি গবর্ণমেণ্টের কোষ মূল প্রবিষ্ট করিয়া আমি গ্রাম নগরাদি পরিষ্কারার্থ অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কালে সমর্পিত বুঝিয়া আর কতকগুলি ভূমন ভূমন কর করিব। প্রজারা এই সকল উৎসব কালে দশ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা এ কর দিতে কখনই কাতর হইবে না। ঐ সকল টাকায় গ্রাম নগরাদির বিল,

কি হইবে কাহারই কষ্ট হইবে না, অথচ গবর্ণমেণ্টের দশ টাকা লাভ হইল সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি বিবেচনা করেন এ রাজনীতিতে প্রজারা সুখী হইবে না? আমি ত বোধ করি তাহারা সুখ সাগরে সাঁতার দিতে থাকিবে আজি এই পর্য্যন্ত, শরীর অসুস্থ বলিয়া সুদীর্ঘ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলাম না।

নূতন পুস্তক।

সমরসঙ্গিনী ১ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র উহার রচনা করিয়াছেন। উহার গল্পটী এই—যোধপুরের নরপতি নামক একজন শ্রেষ্ঠী একটী কন্যার কন্যা প্রসব করেন। সেই কন্যার নাম হেমনলিনী রাখা হয়। হেমনলিনী যে বর বিদ্যায় পারদর্শিনী হন, যোধপুরের রাজকুমার অরিন্দিৎসিংহের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্চার হয়। কিন্তু একথা মন্ত্রীর পুত্রের তাঁহার এক বাল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে অন্তঃপুরে আনয়ন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ইত মধ্যে রাজকুমার অরিন্দিৎ পিতার আদেশে সম্রাটের সাহায্যার্থ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। সেখানে কারাগারে বদ্ধ হন। এদিকে সম্রাট বসুপতিকে কন্যার সহিত দিল্লী নগরে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। নরপতি এক বেশ্যাকে কন্যা সাজাইয়া সম্রাটের সমীপস্থ হন। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাশ হওয়াতে কারারুদ্ধ হন। হেমনলিনী দাক্ষিণাত্যে গমন কারণে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইতেও দিবে এই আশায় পুরুষবেশে লুক্কায়িত হইয়া সম্রাটের নিকট হইতে এক সৈন্যের পদ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। প্রথম খণ্ড এই স্থানে সমাপ্ত। হেমনলিনী কে? এবং পরে তাহাদের প্রণয়ের কি দশা ঘটিল তাহা বলিতে হয় নাই। এই পুস্তকে নরপতি, পদ্মা, হেমনলিনী, মাধবিকা, দামোদর ও কবি ভরৎ সিংহ এই কয়জনের চরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন চরিত্রের প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল না। উদ্যান বাটীর ব্যাপার সকল এবং রাত্রিতে রাজকুমারের নিকট অভিসার করিতে প্রস্তুত হওয়া এই সকল স্মরণ করিয়া হেমনলিনীর বিষয় ভাবিলে একবার তাঁহাকে যেমন ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী ও গম্ভীরপ্রকৃতি করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। অরিন্দিৎ সিংহের বীরত্ব ও হেমনলিনীর সাহস অনৈসর্গিক রূপ বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাও বিশেষ হৃদয় গ্রাহী নয়। এই উপলক্ষে আমাদের দুটীকথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেশের পক্ষে বড় অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লেখকেরা মনে করেন যে কোন প্রকারে গুটিকত অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, একটী গল্প প্রস্তুত করিতে পারিলেই যেন একখানি উপন্যাস লেখা হইল। এই ভ্রমে পড়িয়া দেশের রুচি বিকৃত হইতেছে। এক মাত্র অনেদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উপন্যাসের উদ্দেশ্য নহে। অবস্থা চক্রে পড়িয়া মুখ্য প্রকৃতির কিঞ্চিৎ ভাবান্তর, কোন অবস্থা, বিশেষ মানসিক ভাবের [illegible] পরিবর্ত্তন হইতে পারে

শিক্ষা ও চরিত্রের কদাকার বিকাশ [illegible] সামান্য ও অভাবিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্রিত করা প্রকৃত ক্ষমতার কার্য্য। আশ্চর্য্য ঘটনার অবতারণা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ভাব বিশেষের উদ্রেক করা ও আমোদ প্রদ বা চমৎকৃত করা অতি সহজ ব্যাপার।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ শ্রাবণ সোমবার।

পারস্যের সাহার সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি হইবার কথা হইতেছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ অধীনস্থ স্থান সকলে কর বৃদ্ধি করিতেছেন। উত্তর প্রদেশ সকলে শতকরা ৩॥ টাকা পর্য্যন্ত কর বৃদ্ধি হইয়াছে এমনি স্থানে স্থানে শত করা ৮০ পর্য্যন্তও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এদিকে সিন্ধ গবর্ণর সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, বেশ কর বৃদ্ধি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বলেন যে এই সকল কর বৃদ্ধি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে ও প্রজাদের অবস্থানুসারে করা হইতেছে এবং সেই সেই স্থানের কৃষি কার্য্যের উন্নতি হওয়াতে এই বর্দ্ধিত কর দিতে প্রজাদের বিশেষ ক্লেশ হইবে না। যাহা হউক, রাজস্ব সংক্রান্ত ভার লাঘবার্থ গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক করায় যে আপত্তি দেখাইয়াছিলেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত হাতে হাতে উপস্থিত।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, লেফ্‌ট পিটর্সবর্গ ও কাশ্মীর উত্তর প্রদেশ সকলে আইসলণ্ড দ্বীপের এক প্রকার সোরা হইতে মদ প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে প্রায় শত করা ১০০ টাকা লাভ হওয়াতে দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রকার মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এখনে [illegible] হয়, তাহার পর সেখান হইতে [illegible] এক প্রকার গাছের শিকড় হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য [illegible] নাই।

[illegible] নামক একজন সাহেব সম্প্রতি পার্লিমেণ্টের অধীনস্থ সভায় বলিয়াছেন, যে বৎসর বৎসর তাড়নার্থে কয়া ফাঁসীদ্বারা অনেক মনুষ্য ও পশু প্রাণ হত্যা হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার কোন উপায় করিতেছেন না কেন? এই বিষয় লইয়া পার্লিমেণ্ট মেম্বরদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন যে অতিশয় শীঘ্র তিনি ইহার কোন উপায় বিধান করিবেন।

কলিয়ার রাজকুমারীর সহিত অযোধ্যার মহম্মদ পুত্র ডিউক অব এডিনবরার বিবাহ হওয়া স্থির হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের লোকেরা কহিতেছেন যে ভেণ্টর্ডের রাজকুমারীর সহিত রাজকুমার আর্থারের বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।

স্পেন দেশে সম্প্রতি বড় গোলযোগ চলিতেছে। স্পেনে সম্প্রতি সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু কতকগুলি লোক আবার রাজতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্স এক আশ্চর্য্য দেশ কতবার যে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইল ও হইবে বলা যায় না। এ সকল বিদ্রোহ ও যুদ্ধে ফ্রান্সের যেমনি অমঙ্গল ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে আশ্চর্য্য এই তত ফরাসিদিগের চৈতন্য হয় না। অর্জ্জনি হাত পা খোঁড়া করিয়া না রাখিলে এতদিনে বোধ হয় আবার ফ্রান্সে অস্ত্র আইন জারি হইত।

ইংলণ্ডের বলের মেরিটিতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২ই আগষ্ট রবিবারে মেজর হ্যারিস সাহেব এবং অপর দুইজন কর্ম্মচারী এক গৃহে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একজন পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখস্থ একটী জানালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সে ব্যক্তি তাহাতে আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং একখণ্ড ছোরা দ্বারা বার বার আঘাত করিল। মেজর সাহেব এবং তাঁহার বন্ধু [illegible] এবং তাঁহার [illegible] সইলেন। অনেক সময় [illegible] বিলেন। তখন [illegible] তাহাকে বন্ধন করিয়া [illegible] দিয়া [illegible] সে [illegible] স্থলে এই [illegible] ১০ দিবসের পাক হইয়াছে। অদ্যদিবে তাহার মৃত্যু হইবে। এই হত্যার কারণ আদ্যাপি জানা যায় নাই।

পিটর্সবর্গের সংবাদ, যে কয়েদের আমীর সিরাজ আমীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী নিরূপণ লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সেরূপ সম্ভাবনা আছে যে তাঁহাকে সহজে উত্তরাধিকারী হইতে দেন এরূপ বোধ হয় না। অর্থাভাবের সময়ে সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময় একথা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের এরূপ কথা উঠিয়াছে যে আমীরের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুলকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিষ্ণু পেট্রিয়টে দৃষ্ট হইল যে লেফ্‌ট গবর্ণর পুনরায় আসিবেন এরূপ সংবাদ আসিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মিউটীর আরোপ পর্য্যন্ত বঙ্গ বহরের বন্দোবস্ত স্থগিত রাখিয়াছেন। বোধ হয় তদন্তীনদার নিযুক্ত হইবে। সব ডেপুটিগণই বোধ হয় সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। আমরা তদন্তীনদার নিয়োগের কোন দোষ দেখি না। তাল লোক যদি তদন্তিকরার পদে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার দীর্ঘকাল পদস্থ থাকিবার সম্ভাবনা করা যায় নাই। এতদ্দেশীয় লোকের অত্যাচার প্রতিরোধের বিলক্ষণ ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে। "যেমন দেবর তেমনী ভাজ" আর বড় বেশী বলা নাই।

ডায়মণ্ড হিউম বলেন, বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহার ডায়মণ্ডসহিত আংটীর একটী সেখানকার ইউরোপীয়দিগকে অযোধ্যা করিবার জন্য [illegible] দিয়াছেন এবং [illegible]

সহিত লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সাক্ষাৎ হওয়ায় অন্য কোন ফলোদয় হউক, আর না হউক আপাততঃ একটী মন্দ ফল ফলিয়াছে। তিব্বত দেশের লোকেরা শুনিয়াছে যে এই সাক্ষাৎকারের সময় সিকিমের রাজা ইংরাজদিগের নিকট হইতে অনেক মহামূল্য উপহার সামগ্রী পাইয়াছেন। তিব্বতের লামারা সেই উপঢৌকনের অংশ পাইবার আশয়ে মক্ষিকার ন্যায় সিকিম রাজকে বেষ্টিয়াছে রাজা এক্ষণে "চোলা" পথের অপর পার্শ্বে চারি মাইল স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যায়, তিব্বতবাসীরা রাজাকে তিব্বতের অধিকার ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিবে। তাহাদের শঙ্কা জন্মিয়াছে যে ইংরাজেরা সিকিম রাজাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তিব্বত হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আগামী বর্ষে তাঁহারা "চোলা" পথ বন্ধ করিয়া দিবে তিব্বতের সহিত আর বাণিজ্য করিতে দিবে না। ইহাকেই বলে "লাভঃ পরং গোবধঃ।" ইংরাজদিগের উপরে অন্য অন্য রাজ্যের লোকের যেরূপ মনের ভাব এতদ্দ্বারা তাহারও পরিচয় হইতেছে।

উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, এবারে নেপালে পঙ্গপাল আসিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি নষ্ট করাতে সেখানে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

২৯ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

লেপ্টনেণ্ট পেপর বলেন, "ফেটলি সাধারণ তন্ত্র সভা" নামক এক সভার সভ্যেরা পারস্যের সাহায্য সংবর্দ্ধনা বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পার স্যার বর্ত্তমান সাহা একজন অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক রাজা এবং ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ অনেক কদাচরণের মূর্ত্তি স্বরূপ এই বিবেচনা করিয়া সাধারণ তন্ত্র সভা এই বিবেচনা করেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে এবং একটী সুসভ্য জাতি হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধ এরূপ ব্যবহার করিয়া এবং এরূপ ব্যবহারে অপরদিগকে উৎসাহিত করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়াছেন। এ মন্তব্যের সাহেবের গাত্র উহা সিক্ত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি "ইণ্ডিয়ান লোনাইট" বলিয়া লণ্ডনে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভার সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সহকারী সম্পাদক সভ্য প্রভৃতি সকলেই এদেশীয় লোক। আজি কালি ইংলণ্ডে এদেশীয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে চলিল। বৎসর বৎসর দলে দলে লোক বিলাত যাইতেছে সেখানে তাঁহারা পরস্পর পৃথক না থাকিয়া যদি এইরূপ সকলে একত্র হন এবং দেশের মঙ্গল ও নিজের মঙ্গলের বিষয় আলোচনা করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিসম্যান বলেন, সিকিমের মহারাজ এক চমৎকার উপায়ে তাঁহার রাজ্য চুরি রক্ষণ করিয়া থাকেন। যখন চুরি হয় যতদিন না সেই সকল চোর ধরা পড়ে ততদিন কোতোয়াল ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম্মচারিরা বেতন পায় না।

সিমলা পর্ব্বতে বিশপ কটনের একটী স্কুল আছে। এক দিন সেই স্কুলের কতকগুলি বালক একত্র হইয়া এক ঝরণার জলে স্নান করিতে যায় ইতিমধ্যে দুই এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে জলের স্রোত এত বৃদ্ধি হয় যে তাহাদের মধ্যে একটী বালক ভাসিয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, যে পাটের চাস ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে কোন কাজ হইতেছে না। কমিশনর দিগের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া ছুটী লইয়াছেন এবং তাহার সহযোগী বাবু ধেম চন্দ্র কর কেবল বসিয়া খাইতেছেন। বেঙ্গল টাইমসের সম্পাদক বলেন, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার অপেক্ষা অনেক সবিশেষ সংবাদ দিতে পারিতাম।

৩১ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলিশম্যান বলেন, হাবড়ার মহেন্দ্রনাথ সাহা নামক এক ব্যক্তি মদের ব্যবসায় করে। তাহার দোকানে ভাল মোহর প্রভৃতি থাকাতে তাহার কর্ম্মচারীরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরর অবগত হইয়াছেন যে সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রদেশে অনূন ১২৫০০০ জন স্ত্রীলোক নানা প্রকার কর্ম্মদ্বারা আপনাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন। ইঁহারা ডাক্তারি ওকালতি প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্র বলেন, যে কার্ডশোরাদিতে একটী চমৎকার হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সে খানে ইঙ্গস কারম নাম স্থানে মেরি ও কেট নামক দুই ভগিনী আপনাদের ভ্রাতার বাটীতে বাস করিতেছিল। একদিন প্রাতঃকালে বেলা ১০ টার সময় দুই ভগিনী একত্র ক্রীড়া করিতেছিল ইতি মধ্যে মেরি হঠাৎ তাহার ভগ্নীকে বলিল আমি তোমাকে গুলি করিব, এই কথা বলিয়া একেবারে বন্দুক লইয়া ভগিনীকে গুলি করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

গত বৎসর মাদ্রাজ নগর সিরাজগঞ্জে একটী শাখা স্থাপন করিয়াছেন এবং অচিরে মোজাফরপুর ও চট্টগ্রামে এক একটী শাখা স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছে। সিরাজগঞ্জ পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। মোজফরপুরে যথেষ্ট নীল বিক্রয় হয় এবং চট্টগ্রাম চাউলের একটী প্রধান বাজার।

৩২ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

মাদ্রাজের গবর্ণর সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসর যে অর্থ ব্যয় হয় এখন হইতে তাহার অধিকাংশ টাকা সাধারণ প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া উচিত। এই জন্য তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি ত্বরায় এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সদুপায় বিধান করুন। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু নিম্নতর শিক্ষার জন্য

উচ্চ শিক্ষায় গাধা'ত হইলে দেশের একটী বিশেষ ক্ষতি হইবে।

" বেথুন সিভিল কত" সভার গত অধিবেশনে মনরো সাহেব প্রস্তাব করেন, যে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে সেই কর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুবিবাহ বাল্য বিবাহ অন্তঃপুর প্রথা চিরবৈধব্য প্রভৃতি থাকিতে তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজের কাহাকে এই কর্ম্মের মধ্যে লইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। মার্শম্যান সাহেব এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই কর্ম্মে এদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে লওয়া উচিত। বিশেষ যে সকল কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া জাতির আশঙ্কা করা হইয়াছে তাঁহার মতে তাহারও উপায় করা যাইতে পারে। যেমন কোন সিবিলিয়ান এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কর্ম্ম হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় কোন বালিকা বিবাহ করিলে তাহারও উপায় বিধান করা যাইতে পারে। এই সকল প্রস্তাব ও কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। হাসিবার কারণ এই, যে আমাদের রাজপুরুষ হিন্দুসমাজকে যেন একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করেন। 'হিন্দু যত শিক্ষিত হউন না কেন বিলাতে গিয়া অবস্থান করুন না কেন, তিনি উচ্চপদের উপযুক্ত হইতে পারেন না। কি চমৎকার সংস্কার!

১ লা ফাল্গুন শনিবার।

পিয়োনিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট ইউরোপের মাংসাহার কার্য্যানুসন্ধানে যুক্তান্ত মনোযোগী হইয়াছেন। কর্ণেল ব্রাউনের প্রস্তাবানুসারে নদী খাল প্রভৃতি খনন করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থানের কৃষক ও প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের তুলনায় ইউরোপীয় প্রজাদিগের কিরূপ ভাব আমিবার জন্য কৌন্সেল করিয়াছেন। এজন্য সম্ভবতঃ বুদ্ধি হওয়া ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ এরূপ অনুযোগ করায় পিয়োনিয়র বলিয়াছেন যদি অন্যস্থানে উহারা যাইতে হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু হতভাগ্য লোকে কত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না দুই বৎসরে কেন এ প্রকার ভাব অনেক স্থলেই হইতেছে।

ফরিদপুর হীতৈষীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ফরিদপুর সাধারণ গো মহিষ প্রভৃতি ভারবাহী পশুর যে প্রকার বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষীয় কুলিদের কাহার সেরূপ বিশ্রাম ঘটে না কেহ যদি ফরিদপুর পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে যায় তাহার যে বিলের পেন্সন বন্ধ করা হয়। আমরা তিনদিন দেখিতেছি সকল স্থানেই কুলিবিলের এই রূপ দুর্ঘটনা।

আমরা বিস্ময়ে লিখিত হইয়াছে, "কলিকাতার পুরাতন সাবিলতা নগরে এখানে যে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা সমূলে বন্ধ হয় নাই। পুত্রে গোলাম ও কন্যা বিবাহে জীবনের মত কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করা হইত এবং তাহাদের সহিত এরূপ লিখন করা হইত যে তাহাদের পুত্রপৌত্রগণও গোলাম হইবে, এখন সেই রীতি কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে অবলম্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় করা হইত এখন তাহাদের নিকট সম্মতি পত্র লইয়া কৃতজ্ঞতা আজীবন তাহা করা হয়। কিন্তু যাহারা আপনাদের সন্তানদিগকে এইরূপে অর্থের সহিত বিনিময় করে তাহাদের সংস্কার পূর্ব্বৎই আছে তাহারা ষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া দিলে হইলেও মনকরে যে গবর্ণমেণ্টের আইন মতে তাহাদিগকে সন্তান তাহাদের সন্তান দিগকে চিরকাল দাসত্ব করিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এইরূপে লেখাপড়া করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাহাদের বিশ্বাসের আশা অত্যন্তরেই [illegible]

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর আবশ্যক মত বাগ্‌র জন্য হইতে কিছু ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে উইলিয়ম হেন্‌রি আর্ণার সাহেব একজন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর উইলফ্রেড কেণ্ডাল ক্লেবেণ্টন সাহেব (যিনি এখন ছুটী লইয়াছেন) পাটনা ডিবিজনে বদলী হইলেন।

এডমণ্ড ষ্টিবন গডফে সাহেব বাবু বিহারিলাল গুপ্তের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভাগলপুর ডিভিজনের ভার পাইলেন।

টমাসাক্রসলেম সাহেব আপাততঃ তাঁহার অপরাপর কার্য্যের সহিত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এণ্ড রিমেমব্রর আর অব সিয়াল এফেয়ারসের কার্য্যও করিবেন।

চট্টগ্রাম ডিভিজনের কমিসনর এইচ হাড্‌ সাহেব যতদিন অনুপস্থিত থাকেন ততদিন ফুলওয়ার ক্রেডন ক্রাউল সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ এফ সি ক্রাউল সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত টমাসটেলর এলেন সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন।

শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কুমার ধরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহুর এবং বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন উইলিয়ম লিসেষ্টার ফাদুরেলস সাহেব ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়র আইনের ৩২২ ধারার অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এডোয়ার্ড মিলিএল সাউয়াস সাহেব আপাততঃ বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের কার্য্য করিবেন।

লেপ্টনণ্ট কেরি সেণ্টপ্যাট্রিক মাক্লওয়েল গত মাসের ২১ এ হইতে সৌতালীর সব রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট এধিকারি এইচ এ ডেভিস সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরেল হাঁসপাতালে নিযুক্ত হইলেন।

এইচ আর বাইলি সাহেব সাসরামে চকদীঘি নামক স্থানের হাওয়া ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য হইলেন।

জে সি মরে সাহেব বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৫ আইন অনুসারে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য কমিসনর নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রামচাঁদ আঢ্য বেঙ্গল কাউন্সিলের ৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে পুরী বিভাগের রোডসেস কমিটীর একজন সভ্য হইলেন।

সি বার্ণার্ড
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

মৌলবি আলি আহম্মদের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মৌলবী মোহাম্মদ আলি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

এ মেকেঞ্জি
সেক্রেটারি বেঙ্গল
গবর্ণমেণ্ট।

পলিটিকেল্‌ওয়াক ডিপার্টমেণ্ট। বাবু রাধা মোহন দাস চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিজন হইতে মদীয়া বিভাগে বদলী হইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর আকাউণ্টেণ্ট বাবু কালীকমল সরকার মেদিনীপুর বিভাগ হইতে কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিজনে বদলী হইলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট এম এণ্ড সাহেব কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র জে বিরী সাহেব আপাততঃ দিনাজপুর এবং মালদহের ইঞ্জিনিয়রের কার্য্য করিবেন।

জে, ই, বি, নিকলস সেক্রেটারি প ও ডি, প্রথম শ্রেণীর ওভরসিয়র বাবু বিশালচরণ মল্লিক মুর্শী হইতে হিজলিবিভাগে বদলী হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওভরসিয়র বাবু মহীয়া প্রাণ মুখা দক্ষিণ হুগলি ডেমেজ হইতে মুর্শীতে বদলী হইলেন।

উত্তর ডেমেজ এবং এগ্রাজমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর প্রোবেশনরি সব ওভারসিয়র বাবু ক্ষেত্র মোহন পালিত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এইচ ডবলিউ গলিভার সেক্রেটারি প ও ডি ইরিগেশন ব ক।

হুগলি বিভাগের হরিপালের সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু অভয়চরণ দে ত্রিপুরা বিভাগের মেহারিতে বদলী হইলেন।

এবং বাবু আনকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল মোহারিল হইতে হরিপালে আসিবেন।

ডবলিউ এম সাউটার হাইকোর্টের রেজিষ্টার।

ইউরোপীয় সমাচার।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকর এই উভয় কর্ম্ম করিতেছেন। ডডসন সাহেব তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধীয় সেক্রেটারি এবং আর্থর পীল সাহেব ফ্রেঞ্চির সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আয়ার্টন সাহেব তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এডাম সাহেব তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারসোর ১৭ ই জিরেনা হইতে কমর্টাডি মোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

কাল মার্ক্সকে তাঁহার ভূতীয় কিস্তির টাকা দিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। থারসর হইতে লেণ্ট পিটর্সবর্গে যে দূত প্রেরিত হয় তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ১২ ই আগষ্ট। সাধারণ তন্ত্রের বিপক্ষেরা ফ্রান্সে পুনরায় এক রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটী প্রস্তাব করিয়া তাহাতে নাম সহি করাইতেছেন।

মাডরিড ১২ই আগষ্ট। জেনারেল কণ্টেরাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অনুচরেরা প্রায় দুই সহস্র লোক মাডরিডের বিপক্ষে যাত্রা করিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সৈন্যেরা তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছে। কণ্টেরা পলায়ন করিয়াছে। সাধারণের সংস্কার যে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। সিংহলের গবর্ণর গ্রেগরি সাহেব পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার পদে আরল জারাড সাহেবের নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

উইলিয়ম কলেজের রেভ রেণ্ড ইয়াট সাহেব কলিকাতার ডিসপস কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডনে সম্প্রতি টাইফয়ড জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

পারিস ১৫ ই আগষ্ট। ডিউক অব ব্রগলি বলিয়াছেন যে সাধারণ তন্ত্র মতাবলম্বী দলকে বিশেষরূপে দমন করা গবর্ণমেণ্টের উচিত।

মাডরিড বিদ্রোহিরা বিরোধ ঘোষিয়াছে।

বন্টেরা আবার কার্পেটিলাভে প্রবেশ করিয়াছে, এই স্থানেই বিদ্রে ইতি একত্র হইতেছে।

আমাদিগের ধীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যে পরিমাণে এদিকে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহা কার্য্যোপযোগী বড় বাং বলিলেই হয়। আমোন ধান্যের রোপণ জন্য ভূমিতে যত জল থাকা আবশ্যক তাহা এখনও অনেক ভূমিতে দেখা যাইতেছে না। শ্রাবণ মাস অতীত হইল, কিন্তু আমন কার্য্য সুচারুরূপে শেষ হইল না। পূর্ব্ব আশায় ছাই দিয়া থাকুক, অর্দ্ধেক ফসল পাইবার আশাও লোকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ দিকে দরিদ্র প্রজাকুল (রোজমেল) খাজনের আদেশ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এটী টাক্স স্থাপনের উপযোগী বৎসর নহে। গবর্ণমেণ্ট এ টাক্সটী আর এক বৎসর স্থগিত রাখেন এই আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা।

বিপদ বিপদেরই অনুগমন করিয়া থাকে হাইপুরের অধিবাসিরা সে দিবসের অগ্নিদাহ বিস্মৃত হইতে পুরণ না করিতে করিতেই আর এক নূতন বিপদমুখে পতিত হইয়াছে। হাইপুর গ্রাম খানি অজয় নদীর তটে অবস্থাপিত। হাইপুরের দক্ষিণ অংশ প্রায় প্রতি বৎসরেই বন্যায় প্লাবিত হয়। সে দিন অজয় একটু বিশেষ বর্দ্ধিতকলেবর হয়। এই হেতু বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে গৃহগুলি আছে তাহার অর্দ্ধেকাংশ ভূতলশায়ী হইয়াছে। এখন এই নিঃসহায় হতভাগাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বদান করা একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

বনহাটী আবাদের অতি নিকটে কুমারপুরে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। যাহাকে অপরাধী স্থির করা হইয়াছে সে আপন অপরাধ স্বীকার করে নাই। ঘটনা স্থলে কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সে দিন উপস্থিত হন। [illegible] বিচারালয়ে [illegible] বলিয়া আমরা কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম না। ঘটনার বিবরণ মূল বৃত্তান্ত জানা যাইতেছে। [illegible] ভাবণ (উত্তরিত অপরাধী) একটী শূকর তাহার বাস গৃহে প্রবেশ করায় রাগান্ধ হইয়া শূকরটীর প্রাণ বধ করে। উক্ত শূকরটী একটী দীন ব্রাহ্মণীর মৃত স্ত্রী লোকের ছিল। সেই স্ত্রীলোকটীকেও বিপক্ষ দলে প্রহার করায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত পরশ্ব রাত্রে বনহাটী আবাদের সন্নিধানে জনশ্রুতি প্রাণে একটী স্ত্রীলোক উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী একজন ধনকের কন্যা। শুনিলাম, স্ত্রীলোক টীর চরিত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ ছিল না।

শুনিলাম, ময়ূরাক্ষী নদীর পুল ভগ্ন হওয়ায় লাভপুর থানার অন্তর্বর্ত্তি হইয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের মাল পার যাই করিতে হইয়া গিয়াছে। অথবা অথবা এই পুল ভগ্ন হইয়া যাত্র বলিয়া অজয়া স্থানের অধিবাসী দিগকে যে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়, তাহা আমরা সোমপ্রকাশে অনেকবার লিখিয়াছি-লাম। কর্ত্তৃপক্ষের চোখও হইয়াছিল। অনেকবার সে বিষয়ে অবহিত হইয়া বলিয়া কার্য্য সম্বন্ধে আর কোন উক্ত বাচ্য হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট এ সকল কার্য্যে উদাসীন থাকিলে রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না।

১১ ই আগষ্ট
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ওনিয়া আহলাদিত হইলাম, যে কলিকাতা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা পণ্ডিতদিগকে বিদ্যুদ্বর্ষে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিত নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সাধুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এবং কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, [illegible] ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি পাইতে পারিবে। আশা করি, সহৃদয় প্রতিবন্ধকেও তাঁহারা এ কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা করিয়াছেন পণ্ডিতদিগের [illegible] হুগলী জেলার [illegible] পাঠশালে অনুরূপ

মাতিদিগের [illegible] দিবে [illegible] রহস্যীল দেখিতে [illegible] কাজে [illegible] দিগকে এই সংবাদ পাঠাইয়া [illegible] করি যেন তাঁহারা উক্ত [illegible] বিদ্যুদ্বর্ষি-তিতে পাঠিতে বিশেষ [illegible] হয়েন। কলতা সুবিধা হইলে [illegible] প্রবর্ত্তনা অনেকানুষ্ঠানিনী হইবে, [illegible] ন পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা [illegible] বিদ্যু-ন্যায় [illegible] পরীক্ষার কার্য্যে যথা-পাত্র [illegible] পণ্ডিতগণ [illegible] বিদ্যুদ্বর্ষি [illegible] যদি তাহা-দের [illegible] সাধারণ [illegible] হয়, তাহারা [illegible] অনেক গণ্য হইবে। [illegible] সংস্কৃতানভিজ্ঞদিগকে নিজ ধর্ম্মে [illegible] প্রত্যেক বিদ্যুদ্বর্ষি কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিলে পরম পুণ্যজনক কার্য্য আর কোন বিদ্যু [illegible] পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা এই মোক্ষ-প্রদ [illegible] কার্য্যে [illegible] দান দিবেন, পরকালে [illegible] অর্থ প্রাপ্ত হইবেন।

হুগলী জিলা
১২৮০ সাল

শ্রীঃ—

অন্তরীয় ও [illegible]।

[illegible] বিকট [illegible] বাহিরা বরষ
বহু কাণ্ড যার জলে পরাজয় মানে
আহা কি অপূর্ব্বশোভা। যেন কেহ যায়
অমরাবতী রজনীতে লাজহাঁসা কাটে
হাঁড়ি হুপ হুপ নাম তাহার বহতে
[illegible]
তাহিনা পড়িতেন লক্ষিয়া সহবেগে
তাসে খালি ইন্দ্র প্রতিছে। বীর মহাকাল
[illegible] [illegible] পড়ে।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

আদি কবি বাল্মীকি পুরাণ রামায়ণে
গাইল তোমারি কীর্ত্তি ওহে কীর্ত্তিমান্
ব্যাস সাঙ্খ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক আর
মীমাংসা বেদান্ত যত সপ্ত দর্শনেতে
নব্যকাব্যে নাটকে নবেলে যথাযথ
তব মৃত্যুগীত হয় পাই দেখিবারে
সকলি কিচ্‌কিন্ধ্যা কাণ্ড প্রাণহে কদলি
কৃতার্থ করহ তব চির দাস জনে।
কি ভ্রম কূপেতে পড়েছিল এতকাল
জগতের লোক সব। জানিত তাহারে
লোক পিতামহ বলি। কিন্তু কতকাল
প্রচলিত থাকে বল কল্পিত রচনা
হইলেও ঋষিকৃত? থাকে কি গোপনে
বহু দিন তনুকথা? ধন্য কলিযুগে
ইংলণ্ড দেশেতে জন্ম লভিলা দুষ্কণে
মহামতি ডারুইন! যেই বিদ্যাবলে
প্রকাশিলা মহোপকারক ওই কথা
"বানর হইতে নর উৎপন্ন হয়েছে"
কালক্রমে ক্রমে ক্রমে যদিও লাঙ্গুল
খসেছে, অঙ্গার মুখ লুকায়িত হয়েছে
তথাপি কি পিতৃঋণ যায় একেবারে?
বিস্তীর্ণ তোমার বংশে বংশধর যারা
তোমা'কেও জিনিয়াছে মানসিক গুণে
পিতা চেয়ে পুত্র বড় বিষয়ের বলে।
যদি পিতামহ আমি যদি তব পদে।
প্রবাদ আছিল কিন্তু তোমার ঔরসে
রাক্ষসীর গর্ভে সন্তানের সময়
অধিল অপূর্ব্ব জাতি যত বেতকায়।
লম্ফ ঝম্ফ কাষ্ঠাসন কদলিতে টান
বিমাংসিক ভাব স্বার্থপরতা প্রভৃতি
দিতেছে তাহার সাক্ষ্য। বড়পুত্র এঁরা
কিন্তু হায় সকলে তোমারি যশ নয়
প্রাণপণে সাধে যারা স্বজাতির হিত
একতা বিবাদ করে মানে মান্য জনে
কুলাঙ্গার যত! তুমি কত অবতার
মহাপ্রলয়ের তায় ব্যস্ত তব ঘরে
একতা ভাঙ্গিবে কিসে হয় তত্ত্ব তবে
সমাজ বন্ধনী তব চেষ্টা অবিরত।
কেবল এসব গুণে বিভূষিত আছে!
আছে কতগুলি তব প্রকৃত সন্তান
তনুমানে গোত্রে তারা কুলের তিলক
"ডেপুটি" নামেতে খ্যাত বাঙ্গালার সবে
গর্ব্বে যত পরিপূর্ণ দেখে পৃথিবীরে
সরাসরি তুলা। তারা করে পদে পদে
মানিজন অপমান শক্তি শেলসমে
তুমি যথা সূর্য্যদেবে বগলে করিয়া
বিশ্বব্যাপী তেজো রাশি চাকিতে চাহিলা
ইহারা তাদের দোষে শ্যামে দেয় কাঁশি
তুমি যথা শকটকে রাম দিয়ু লাথি
তাদের অপরাধে নির্দ্দোষি সাগরে
পাষাণে বান্ধিলে (১)। পাত্র উপযুক্ত বুঝি
ইহাদেরি হতে মাত্র টেকনা খড়াখানি
বীরাম কখন বীর—মূর্ত্তিমান তুমি
কলিযুগে যার বলে ইহারা এখন
নিরীহ জাতির মূলে পাঠাবে "ঐশরে"।
উচ্চতম বিদ্যালয়েতে এত দিন
কুল ছেড় হইত। এক্ষণে সকলে
ম্যাজিষ্ট্রেটি কুল ছেড় হইবে নিয়ত
অনুরাগিণ সবে। ইহাদেরি ঘটে
"বড় পুত্র, গুণবত্ত বর্ত্তিয়াছে দেখি
অকৃতভাবেতে। ওহে বাবুর মকল।
কেহ কেহ পাইয়াছে তব পিতৃঋণ
ঈষৎকালত মাত্র উত্তরাধিকারে
রুদ্ধ পিতামহও না পাইবে কেন?
পুরাণ প্রবন্ধে লেখে পুরাণ বারতা
ওয়াল্টর স্কটাদির বহুল ভাণ্ডার
গোপনে লুটিয়া, মুখে বলিয়া বিস্তর
আপন খেয়ালে আমি রচেছি এ সব।
সর্ব্বদা থাকেপ হয় সব শিক্ষিগণ
পড়ে না এ সব গ্রন্থ। লাগে কি খেয়াল
ঞ্চপদের কাছে তাল? বাঙ্গালা ভাষার
গ্রন্থের শরীর রচি শিরো ভাগে দিল
সংস্কৃত পোল কত! ঠিক যেন তার
বুট পায়ে জামা গায়ে মাথা বাবু শিরে
জড়াইল মাথাবলি। কখন কখন
ইংরাজী বচন রাজী প্রবন্ধের মাঝে
রাখে যেন সে বাবুর উত্তরীয় দেখে
পরাইল শোলাহ্যাট। নিখিল অপার
ভারত বিখ্যাত ভারতেরে। বাঙ্গগুণে
জিনিয়াছে তোমারে যে বঙ্গবিক্ষারক!
লিখিয়া বাবু পুরাণ কিছ্‌কিন্ধীর বোলে
কাহ কি অঙ্গুলি তা'র? কতজন রোগে
কাহার অঙ্গুলি কত? ফুটাইয়া বল
মলমীনে তুমি যথা ফুটাইয়াছিলে
ত্রেতাযুগে দর্পণ লিখিতে দিল যম
খ্যাত বঙ্গদেশে শেষে না রহিতে দিবে
বেদব্যাস নাম। বেদ করিয়া বিভাগ
দুর্গারে করেছে কাহত সরস্বতী সনে।
দোষগুণ যদি কেহ করিতে বিচার
বলে কোন কথা যথা কুকুরের বল
লাগে তব পাছে তুলি খেউ খেউ রব
অমনি সে বীরবর উঠে লম্ফ দিয়া
আস্ফালত বিটপির সর্ব্বাগ্র শাখাতে
বসি তথা নির্ভয়ে তাহার মনসুখে
তোমার সন্তানগণে অন্য পশু বলি!!!
পাল মধ্যে গোরা কভু মিশিবার নয়
সন্ন্যাসির দলে সদা সর্ব্বদা উপরে।
মিত্র তাঁর গড়াইল দর্পণ সুন্দর
তাহাতে হেরিয়া মুখ কৃতজ্ঞতা কর।
তুমিও রচিয়াছিলে তদ্রূপ এবারে
মহানাটকের গ্রন্থ অমৃত লহরী
লোক প্রিয় হইবে না ভাবিয়া তাহায়
নিজ হস্তে ছিঁড়িলা। হস্তের বীজ তবে
আছিল প্রচ্ছন্নভাবে তোমার দেহেতে
প্রভূত হইল যাহা বংশাবলি ক্রমে
কিছু নাহি যায় যায় যা এসে কলমে
লেখে এরা ভাবে মনে না হয় বঞ্চিত
তুমিত বঙ্গের লোক সে অমৃত পানে।
পুনরপি মনে মনে তব পদযুগে
কৃতার্থ করহ মোরে খাইয়া কদলি।

শ্রীঃ—

ভাল করতে পারবো না
মন্দ করব কি দিবি তা বে।"

মহাশয়! বঙ্গীয় কতিপয় বিদ্যাভিমানী কিন্তু বস্তুতঃ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ও অন্তঃসারহীন ব্যক্তি এই আবহমান প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারিণী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। পরপদলেহিত অনুদিনী বঙ্গভূমির এমনি দুর্ভাগ্য যে কেহই ইহার দুঃখোপশমের নিমিত্ত একবার মাত্রও মস্তক সঞ্চালন করিবে না, এমন যদি অপর কেহ চেষ্টা করে সাধ্যানুসারে তাহার সাধ্য কার্য্যের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত

(১) অহার সীতা দশকন্ধরের, মন্দোদরীরমুনন্দনের। কুতোঽগলশ্যাং ইহ বিচিত্রং, পরাঙ্গনাধন পরাঙ্গনাসং॥

হইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। দুই জনে একত্র কথা কহিলে যে কথা অনুকম্পাদিত হইতে পারে, সেই কার্য্যে যদি একজনের সহিত কথার অনৈক্য ঘটল, অমনি এক-জন কথার কার্য্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হইলেই হইবে। দুই'য়ের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের প্রতি অভিনিবেশ ক'রলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে। এই প্রকার বিরহ ভাব ও অনৈক্য হেতুই আজি ভারতবর্ষ পঞ্চশত বর্ষাধিক কাল যাবৎ পরজাতি পদানত, এই হেতুই আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এতদূর দীনা-বস্থা, এই হেতুই আমরা রাজদ্বারে বাঙ্গালার অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত।

কলিকাতা বঙ্গ-দর্শন " বিদ্বেষভাবপরবশ জন সমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ বিবর কলুষিত হইল। যখনি কেহ কোন প্রস্তাব বা পদ্য " বঙ্গদর্শনের " বাহির করিয়া বা তৎসম্পাদককে গালি দিয়া কিম্বা প্রশংসা করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বাদ পত্র সম্পাদকও এই প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি, তবে কর্ত্তব্যানুরোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায় সাধ্যানুরূপ শুটিকত কথা বলিব, তাহা করি মহাশয় পাঠক কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবেন না।

" বঙ্গ-দর্শন " চিরস্থায়ী হইলে বঙ্গ ভূমির কুত্রেলিকাসমাকীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য সংসা-রের দুর্দ্দশার । প্রতি সংখ্যায় আমরা তাহার সমালোচনা পরিচয় প্রদান করিতেছি। বঙ্গ-দর্শন নিতান্ত বাঙ্গালার অকর্ম্মণ্য। যে প্রণালী অনুসারে " বঙ্গদর্শনের " প্রস্তাব-গুলি লিখিত হয়, তাহা দুষ্পরিচিত ও সমু-দ্রান্ত। ইতস্ততঃ দুই একটি সামান্য লিপিগত প্রমাদ ব্যতীত এমন একটি দোষের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গ-দর্শন অধঃপাঠ্য। তবে আপনার " শ্রী " আকর্ষিত লিপি প্রেরকের নাম যদি " যোগাদ্য ও পরমশ্লেষসহিষ্ণু, " হইলে এ বিষয় যোগাদ্য না হইতে পারে। কতক-গুলি লিখক সর্ব্বদাই গালি খাইয়া থাকেন, যে " বঙ্গ-দর্শনের " লেখকগণ বিদ্যাবিদ্যোতি-মানী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথায় বড় আস্থা করি না, যেহেতু " বঙ্গ-দর্শন " নিজেই নিজ ক্ষমতায় পরিচয় প্রদান করি-তেছে। সহস্র কথা বলিলেও নিখক নিখ-কই থাকিবে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু তাহারা সকলের ও সকলের তাহারা আমাদিগের যাহের যাথার্থ্য অনুভব করি-বেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে কতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার গণনা না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য। অল্প কয়েক খানি সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলি ভিন্ন এমন এক খানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যথার্থ পাঠ্য হইতে পারে। আমাদিগের কথায় আস্থা না করুন সাহিত্য সমাজ উদ্যোগ করিয়া দেখুন। এ অভাব যে কতদিনে পূর্ণ হইবে, তাহা দুষ্পরিজ্ঞেয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের লিখি-তই " বঙ্গ-দর্শনের " পূর্ত্তি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে যে অস্বীকার করিবে ? " ভারত-কলঙ্ক " " দুর্গেশনন্দিনী, " " উত্তর চরিত " " ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত, " " বঙ্গদেশের কৃষক, " " সীতা " " সাবিত্রী " " সাধ্বী " " অর্থনীতি ", প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব বাঙ্গালায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই সকলের ন্যায় উত্তম ভাব লিখিত প্রণালী আমাদিগের দেশে কখনই প্রচলিত হয় নাই। পরন্তু সেবার পাণ্ডিত্যে " বঙ্গ-দর্শন " অতুলনীয়-এ কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গভাষায় যে কয়েক খানি সম্বাদ পত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে না। " বঙ্গ-দর্শন " যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন লোকের মনোরঞ্জন করে আর কোন পত্র তদ্রূপ করি-তে পারে নাই। ইহাতে সুশৈলক আমাদি-গের উপর বিরক্ত হইবেন এবং বঙ্গবাসী-দিগকে " বঙ্গ-দর্শনের " গ্রাহক মধ্যে করি-বেন কখন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ দিতেছি যে যাঁহারা এ কথায় আস্থা না করেন তাঁহারা " বঙ্গদর্শনের " অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।

[illegible] " শ্রী " আকর্ষিত পত্রপ্রেরক [illegible] বলের [illegible] " [illegible] [illegible] লিখিত [illegible] যাইতেছে " [illegible] [illegible] নিখিত [illegible] " বঙ্গ-দর্শনের " [illegible] [illegible] যে কতদিনে পূর্ণ হইবে তাহাও বলিতে পারা যায় না। আমরা এই বিষয়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে বলা উচিত যে " বঙ্গ-দর্শন " [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] নিখিত-দর্শনের " নাম শুনে যে [illegible] [illegible] নিখিত হয়। আমরা [illegible] পারি যে " বঙ্গ-দর্শন " দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও বলিতে পারা যায়। তাহার যে সকল [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্যেবভাব ও অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক, বঙ্গ কবিকুল মুখিয়াই কথা হইতেছে পারে না। তিনি রাজদ্বারে তাঁহার উপলক্ষে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার উপযুক্ত স্থান পায়। তাঁহারা [illegible] প্রকার অসভ্য-ব্যবহারপরতার প্রাচীর [illegible] প্রস্তাবলী হইতে কতগুলি সভ্য সমুদায় নির্গমন করিতে-ছেন, " কালিদাস, " " [illegible], " " জীবন " [illegible] [illegible] কাল নির্ণয় ও তাঁহাদি-গের [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আহার নীহার করিয়াছেন তাহা [illegible] তিনি আমাদিগের-সহিত বন্ধুত্বের পাত্র। তাঁহার সহিত বিবাদে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, [illegible] [illegible] [illegible] পোষকতা করিবেন সম্ভব নাই।

[illegible] " বঙ্গদর্শন " [illegible] [illegible] [illegible]

প্রণালী প্রভৃতি অনেকাংশে অনুকরণ করি, এটি সংসর্গ দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গুলিই যে দোষ একথা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের যেগুলির অভাব আছে বা যেগুলি দ্বারা তৎপূরণার্থ বা তৎ পরিবর্ত্তে বিজাতীয় প্রকরণগুলি গ্রহণ করিলে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই। একটি বিষয় আমাদিগের ছিল না তাহার চিরাভাবাপেক্ষা অপর জাতি হইতে সেটি পূরণ করা ভাল, অথবা আমাদিগের একটি দোষ ছিল সেই দোষে মগ্ন থাকা অপেক্ষা অপর জাতির অনুকরণ করিয়া তাহার সংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদতিরিক্ত যুক্তির সঙ্কেত নাই। ইংরাজী ভাষার কতকগুলি এমন সদ্গুণ ভাব আছে যাহা বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না এমন স্থলে সেগুলি গ্রহণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিলে তাহাকে দোষ বলি না, বরং তাহাতে আরও দেশের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। একথা যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি ভাষা প্রকরণই অবগত নহেন। তিনি আরও বলেন "বঙ্কিম বাবু ইহাকে ফিরিঙ্গি ভাষাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন" কেন না ইহার রচনা মধ্যে কদাচিৎ এক আধটি ইংরাজী শব্দ দৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে বলা আবশ্যক যে মহত্তম ব্যক্তিও এরূপ সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ-সাধন হয় নাই যে তাহাতে সকল বিষয়ক সকল শব্দই পাওয়া যায়। এতদভাব পূরণের নিমিত্ত বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার দোষাবহ নহে, অপিচ তাহার পুষ্টি এইরূপেই সম্পাদিত হয়। ইংরাজীতে এমন একটি শব্দ থাকিতে পারে যাহার সম শব্দ বাঙ্গালায় নাই, সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য? দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "বিষ বৃক্ষের" এক পরিচ্ছেদে "সেকা" এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। "সোকা" শব্দ আমরা সকলেই বুঝি বিশেষ ইহা দ্বারা একটি বস্তু বিশেষ বুঝাইতেছে। "সোকার" অনুরূপ বাঙ্গালায় কোন শব্দ নাই, যাহাদ্বারা সেই বস্তুটিই বুঝাইবে, তাহা থাকিলে "সেকা" শব্দ প্রয়োগ দোষাবহ বটে। মনে করুন, তৎপরিবর্ত্তে আমরা "আসন" বলিলাম তাহাতে কি অধিকন্তু সেই বস্তুটিই বুঝাইল কখনই না, আসন অনেক প্রকার হইতে পারে। পীঠ পর্য্যন্ত প্রভৃতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কেহ অভিপ্রেত বস্তুটি বুঝাইল না। অতএব উদ্দেশ্য বস্তু নির্ণয় নিমিত্ত "সোকা" শব্দ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। অপিচ এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা এক প্রকার মোটামুটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে লোকে তদভিপ্রেত বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই শব্দটি রাখিলে সেই বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা এই স্থলে আপনার পত্রপ্রেরকোল্লিখিত 'আবসোলিউটিউ' শব্দটী গ্রহণ করিলাম। আবসোলিউটিউ" শব্দটী বাঙ্গালায় প্রকারান্তরে অনুবাদ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লেখকের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল না। অনুবাদ দ্বারা সে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তুইংরাজী শব্দটী রাখিলে সহজেই বুঝা যায়। এস্থলে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এতদতিরিক্ত হইলে তাহাকে দোষ বলা যাইবে। "নব নাটকের" মতে "দাবা না বলিয়া কাদার বলিলে তাহা অবশ্যই দূষণীয়।

আপনার পত্রপ্রেরক "চন্দ্রশেখর" সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি কারণ এখানি অসম্পূর্ণ। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। "চন্দ্রশেখরে" বর্ণিত 'সরেশ কণ্ডর' সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বঙ্কিম বাবু "সরেশ কণ্ডরকে" চিত্রিত করিয়া নিজ ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় প্রদানে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য যে, কয়টি ব্যক্তির অবস্থারণা করা যাইবে তাহাদিগের চরিত্র সম্যক চিত্রিত করা। এতদ্বিষয়ে যিনি কৃতকার্য্য তিনিই উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা লেখক। বঙ্কিম বাবু এবিষয়ে যেরূপ পারদর্শী তাঁহার প্রণীত উপন্যাসগুলিই ইহার সাক্ষী। কলতঃ চরিত্র প্রকরণ করিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালায় নাই তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে উজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। "সরেশ কণ্ডর" ইংরাজ। তাহারা স্বভাবতঃই সকল বা অধিকাংশ সেই চিত্র চিত্রিত করিবার নিমিত্তই বঙ্কিম বাবুর তদ্বর্ণিত ইংরাজীর অবতারণা। যে সময়ের বর্ণনায় এই আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত সে সময়ে ইংরাজেরা মুতন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি বা ভাষা তখনও সম্যক অবগত নহে, কেবল তাহাদিগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংসর্গে যাহা কিছু শিখিয়াছিল। "চন্দ্রশেখরেও" এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। "সরেশ কণ্ডর" বিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার প্রযুক্ত দুই কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ প্রকার চিত্র সামান্য ক্ষমতায় পরিচয় নহে। "আই কম এগেইন কেয়ার লেডি" বলায় তাৎপর্য্য এই—সরেশ কণ্ডর মনে করিয়াছিলেন যে "শৈবলিনী" কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু যখন দেখিলেন "শৈবলিনী" সে প্রকৃতির নহে, তখন আপনার ক্ষমতানুযায়ী বাঙ্গালা বলিলেন। ইংরাজদিগের অভ্যাসই এইরূপ, যাঁহারা তাহাদিগের সংসর্গ করিয়াছেন একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নতুবা ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় এই সামান্য কথা দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। "দুর্গেশ নন্দিনীতে" "আগৎস্বহ," "ওসমান" বীর প্রভৃতির মুখ হইতে তাহাদিগের দেশীয় ভাষা নির্গত হয় নাই কেন তাহার অনেক কারণ আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিবৃত করিব না। যাঁহারা উপন্যাস কাহাকে বলে অবগত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন চিত্র প্রকরণের নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন তাহা করিলেও ক্ষতি হয় না। 'কপালকুণ্ডলায়" কাপালিকের মুখ হইতে এক সময় যে "তৃক্ষং" "মাংসুস্য" প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বাহির হইয়াছিল তাহারও কারণ ঐ কাপালিকের চরিত্র প্রকরণের নিমিত্ত ঐ টুকু প্রয়োজনীয়। ঐ দুই কথাতেই আমরা তাহার চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি। কাপালিক পরম ধার্ম্মিক, তাহার মুখ হইতে ঐ প্রকার বাক্য নিঃসরণ

হওয়া বিচিত্র নহে। পরম প্রয়োজনীয় বিশেষ তিনি তাহাকে মহাতম মত প্রদান করিয়াছিলেন, লোকদিগকে খাইতে করিবার নিমিত্ত ও লোকের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত ঐ প্রকার ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দোষ ঘটে নাই। " সরোপ কটরেও তদ্রূপ।

পত্রপ্রেরক " বিল্ব-বৃক্ষকে " অপাঠ্য বলিয়াছেন, তদালোচনায় আমরা বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব। তবে এক্ষণে দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না যে বঙ্গভাষায় যত উৎকৃষ্ট পুস্তক দেখা হইয়াছে " বিল্ববৃক্ষ " তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও হৃদয় গ্রাহী।

" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় " সম্পাদক যাহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ যথার্থই অপাঠ্য তাঁহাতে তাহার উন্নতি হইয়া যাউক বরং অধমতি হয়। তবে যেগুলি যথার্থ ভাল সম্পাদকও তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে আমরা বঙ্কিম বাবুর এই উদ্যমকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেরূপ বিদ্যাবান ও সিদ্ধিকুশল মহাভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদ্যম হ্রাস যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্ণের ন্যায় অবহিতচিত্ত থাকুন। বঙ্কিম বাবুও বঙ্গদর্শনের অন্যান্য লেখক বর্গের " জয় জয়কার হউক "। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দশা দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তাঁর যত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাচরণ করিতেছি। ঐ দুইজনের " লেখনীর উপর (সমস্বন) পুষ্পবৃষ্টি হউক।

২৫ এ ফাল্গুন ১২৮০ — একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী " বঙ্গদর্শন " পাঠকবর্গ।

নদীয়ার নদী।

সন ১২৮০ সাল ৮ ই আষাঢ়।

স্থানের নাম	পরিমাণ	অঙ্গ
	ক্রোশ	ইঞ্চ
মোহনাহইতে জয়রামপুরের ঘাটে	১৫	
তথা হইতে গড়িয়ার উপর উত্তরায়		
১২ মাইলের মধ্যে	১৬	৩
তথা হইতে অধিপুর		
৭ মাইলের মধ্যে	১৮	৩
অধিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৭
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২৬	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১১ ই আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ক্রোশ	ইঞ্চ
	২৪	১৪

বহরমপুর ১১ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটিং সিউপ্টিং ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল বিভাগ ডিরেক্সন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৰ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বিশ্বাস বোয়ালী	
সংস্কৃত কলেজ	৫৷০
শ্যামাচরণ মিত্রোপী—কুচবিহার	১০
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পোরাবাগী	১০
গণেশচন্দ্র বসু মেদিনীপুর খাঁ	১০
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—লোয়াদুই	১০
শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেতড়বজ্রপুর	৫৷০
আনকীবল্লভ সেন কাঁদুম গোটোয়া	১৭
বেহালা ব্রাহ্মসমাজ হাজারোয়	৫৷০
শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—ভবানীপুর	৫৷০
মাধবচন্দ্র তাঁতুড়ী—মধ্যপাড়া	৫৷০

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

পরিষ্কাররূপে পত্র লিখিলে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে ভিন্ন চিঠি প্রেরিত করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, কলিকাতে বাহাল সমেত মফস্বলে বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ইহার মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প টিকিট, রসি অর্ডর, ইহার মূল্যাদায় যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ লইতে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যদি যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও থানার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

গ্রাহকদিগের মূল্য দিবার সময় বর্ষ ফুরাইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একবার কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা সীল পাইব।

যাঁহারা আমাদের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন পত্রাদি প্রেরণ করা আবশ্যক।

একবারে অধিকদিনের নিমিত্ত কোথা যাইতে হইলে তাঁহাকে 'প্রবাস ভিন্ন বার প্রতি পত্রাদি ১৷০ দুই আনা তাহার পর ১৷০ বেশী আনা দিতে হইবে। যিনি স্থায়িরূপে স্থান বিশেষে বাস করিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত ঐরূপ অন্যান্য নিয়ম [illegible]

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] আছে সোমপ্রকাশ [illegible]।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪১ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ২৫ এ আগষ্ট।

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মচারীর নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যে নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এলাকার শ্রীযুক্ত মেং উই-লিয়ম হেমান সাহেবএকটীং রেল-ওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্বস্থ ডিঃ ষ্টাকের ছামাদিক ১৭০০।৷৷/ বিঘা জমী যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশ্‌তাহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর ৭ ভাদ্র সন ১২৮০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এবং তৎপরে মোকাম সিহিয়ার অন্তর্গত কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেসী জমি বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ অল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ অবস্থিতধারার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ সন সন জোত করে এবং নিকর নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

হস্তি বিক্রয় বিজ্ঞাপন।

মধুপা হস্তি উত্তম শিকারী, উচ্চে ৯।৷ফিট বয়স ত্রিশ বৎসর বিক্রয় আবশ্যক প্রার্থনেচ্ছু গণ আমার নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীমনোমোহন সিংহ
পোষ্ট আপীষ অজিপুর

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে আর সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বেতন কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও ধূমহীন এবং বাতিতে অল্প উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এ গ্যালনপুণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক

কাল খাটে। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল খাটাইবার জন্যে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা তিন চৌর ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অভর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠান ইহা লেখা।

মলিক ব্রা
ব্রাউন ষ্ট্রীট
৮১ ন বাড়ি
} ওয়াইলম্যান মিচেল রিড কোম্পানি

ওপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকারের পক্ষে সর্ব্বা দেখা হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান মার্কাণ্টাইল রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টরি এলাকার শ্রীযুক্ত মেং উই লিয়ম ডেগামাহেবের এষ্টাব্লিং রেল ওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডেলটাই লের উত্তর পার্শ্বের ইস্টর বর্দ্ধমান নামা ষ্টেশন সমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ন্যূনাধিক ৩৬০/ বিঘা জমি রাধা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি মজুরি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ পরিত্যক্ত জমির শ্রীযুক্ত সরকার ব হাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ এ ভাদ্র শুক্রবার এবং তৎপরে যে কার্য্য সিহিরার অন্যান্য কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

ঐ জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার মাটীর গুণাগুণের ক্রম আছে। অবশিষ্ট এক অংশ বালুকাময় উচ্চ ভূমির বোঝ হইতে পারে।

ঐ সকল জমি রেলওয়ের ষ্টেশনের জমি, কুলিগণ তথাকার এতদ্বিষয়ের কর্ম্মের জন্য কম জমার প্রত্যাশা করে এবং ঐ জমি নিলামে নীলাম হইবেক যে কেহ উহা খরিদ করিতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিষয় অন্যান্যের নিকট এ আপীসে জানিতে পারিবেন।

১ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৯

—১০২—

সাপ্তাহিক পরিবর্ত্তক।

এই পত্রখানি পুরাতনের পরিবর্ত্তে প্রতি সপ্তাহে ওপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পরিষ্কার, সাপ্তাহিক সংবাদ, সমাচার, বৃত্তান্তাদি, ব্যবসাদির ব্যবসার, এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। বিঃ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ আনা।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের ক্রত বহুমূত্রের ঔষধ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

আবশ্যক মত ছোটশিশি ডাকমাসুল সহ মূল্য ৩২ টাকা ডাক মাসুল ৷০।

ঐ বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৷৵, ডাক মাসুল ১৷৵ মাত্র। ১২০ খানি উৎকৃষ্ট ছবি সমেত প্রকাশিত প্রথম খণ্ড মূল্য ৩৷০ ডাক মাসুল ৷৵০ আনা মাত্র।

ধাতুশিক্ষা মূল্য ৸৵, ডাক মাসুল ৷০ আনা। উক্ত গ্রন্থকারের ক্রত বৈদ্যক শব্দ সিন্ধু ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে দিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডও আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ডাক টিকিট পাঠাইয়া অগ্রে লেখা পাঠান।

ডাক্তার কালীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাসায়নিক্রিয়া মূল্য ৸৵, ডাক মাসুল ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের ক্রত মোটিয়া মেডিসিন অর্থাৎ তৈলাদি ঔষধাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷০ উহার ক্রত বিবরণ ইহাতে মূল্যের ব্যবস্থাপত্র সহ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ ডাকমাসুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ওপ্ত মহাশয়ের ক্রত, সুলভ সার্জ্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা পুস্তিকা সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুপম ও পরিশ্রমিত স্বর্ণ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল ৷০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবতীচরণ কর্ম্মকার প্রণীত ভারতের চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি ভারতের কাব্যাদীর ঐতিহাসিক মূল্য ৸৵০ ডাকমাসুল ৷০ আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

[illegible] শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
[illegible]

—

[illegible] পাইবার এজেন্ট।

[illegible] সকল কার্য্যের বিশেষ উপায় উক্ত রেল করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তৌত্তিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহেরেল্ডে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীবন্ধুর ই আত্যন্ত ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।/০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকাল মর্য্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ।/০

৫। উদ্ভিদ্ বিদ্যা (বটানি) ।৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহেরেল্ড } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ম্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্গান বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বাবিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি পাঠিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন, ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মর্গান বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঞ্জাত ও বলবিঘাত তারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান যেগ বর্ত্তমান যেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাপমান দ্রব্য ন ক্রান্ত বিষয় সমাহিত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। উক্ত পরীক্ষায় সাহিত্য বিষয়ে কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা মর্গান স্কুল।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই ভাদ্র সোমবার।

নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের
মুক্তিলাভ।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হাবড়া পুলিসের নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করাতে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়া অসঙ্গত নয়। তিনি অন্যায় করিয়াছেন, এ কথা কিরূপে বলা যায়। হাবড়ার ৫। ৬ শত ভদ্রলোক নিমচাঁদকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাপ্তেন সাহেবের নিকটে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিমচাঁদ হাবড়ার পুলিসের লোক, হাবড়ার লোকেরা তাঁহার চরিত্র সুন্দররূপে জানেন সন্দেহ নাই। তাঁহারাই যখন তাঁহাকে নির্দ্দোষ ও ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন আমার সংশয় হওয়া সঙ্গত নয়। তবে আবেদনকারী ভদ্রলোকদিগকে ও ন্যায়কারী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে আমাদিগের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা

হইল। নিমর্চাদ কৈলাস মণ্ডলের কুকর্ম্মের বিষয় জানিতেন কি না? হত্যার প্রমাণভূত মস্তক ও শোণিতাদির কে সংগ্রহ করিল? নিমর্চাদের অজ্ঞাতে সেগুলি সংগৃহীত হয় কি না? কৃত্রিম হত্যা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত মস্তকাদি সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত বাস্তবিক হত ব্যক্তির মস্তকাদির যে বৈলক্ষণ্য থাকে, নিমর্চাদ তাহা জানেন কি না? প্রস্তাবিত স্থলে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না? যদি জানিতে না পারিয়া থাকেন, কেন পারিলেন না? তিনি কৈলাস মণ্ডলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রাখিলেন কেন? মোহিনী উপস্থিত না হইলে ঈশ্বর নাপিতের প্রাণদণ্ড হইত কি না? নিমর্চাদ কি নিজ অজ্ঞতা গুণে যথাসময়ে প্রকৃত বৃত্তান্তের উদ্ভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রাণ রক্ষা করিতেন?

—:০:—

সাহার জি কর্দ্দন জি এ রাজস্ব কমিটী।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার রাজস্ব কমিটির নিকটে নারায়ণি কর্দ্দনজির যে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছিল, ১৯ এ জুলাই তাহার শেষ হইয়াছে। আমরা তাঁহার বাক্য গুলি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি অনেক গুলি সার কথা কহিয়াছেন কিন্তু দুই দোষে তাহা উপাদেয় বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। প্রথম, বিশেষরূপ সমুদায় জানিয়া শুনিয়া ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যেরূপ সজ্জ হইয়া যাওয়া উচিত, তিনি সেরূপ সজ্জ হইয়া যান নাই, এই কারণে তিনি সময়ে সময়ে অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে যান এবং কমিটি একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সমুদায় আলস্য করিয়া দেন। তিনি প্রায়ই প্রস্তাবযোগ্য প্রমাণ দ্বারা নিজ বাক্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং সহৃদয় দাদা দ্বারা কমিটির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, বিনা পক্ষপাতে সরল ভাবে যেরূপ বস্তুর স্বরূপ বর্ণন করা কর্ত্তব্য তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বোম্বাই বাসিদিগের প্রতি অস্বাভাবিক পক্ষপাতী হইয়া অনেক অন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার অনেক গুলি কথা অযুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে। পক্ষপাত প্রকৃত বাক্যের নির্গম কালে প্রায়ই কণ্ঠরোধ করিয়া দেয়। লার্ড নরেন্সও এই দোষে কমিটির নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজজাতির প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে, সাক্ষ্যদান কালে তাহা প্রবল হইয়া তাঁহার গলরোধ করে। সুতরাং তিনি যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসিদিগের মঙ্গল হয়, এরূপ উপদেশ স্থানে সমর্থ হন নাই। আমরা আমাদের শিরিষের এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ তাঁহার পক্ষপাত বিষয়টী সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সে এই—

"লার্ড নরেন্সের প্রজাহিতৈষিতা ইংরাজহিতৈষিতার নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে জিলার কর্তৃত্বভার বাঙ্গালীদিগকে দেওয়া উচিত কি না, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীদিগকে বিচার কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাসন বিভাগে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা তাঁহার অভিমত নহে। বিচারবিভাগের প্রকাশ্য অভিযোগিতার পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করা বিধেয় নহে। দেশীয়দিগকে কমিশণ্ড কর্ম্মচারী করাও তাঁহার মতে অন্যায়, কারণ সমরোপযোগী ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় অভিজ্ঞান জন্মিবে। যদি এই যুক্তিতে কাজ করা হয়, তাহা হইলে দেশীয়দিগের উন্নতিরাশার কোন আশা থাকে না। ইংরেজদের জাতীয় গর্ব্বও যাইবে না আমাদেরও শুভদিন কখন অনুদিত হইবে না। কিন্তু লায়নপায়রণ কলেট মহোদয় সত্ত্ব লর্ডেলের এই স্বার্থপরতাতে অভিভূত থাকিতে দেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহা হইলে মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিপরীত কার্য্য করা হয় কি না? তিনি স্বীকার করিলেন যে তাহাতে পক্ষপাত হয়, কিন্তু জাতীয় গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে প্রবলতর যুক্তি বলিয়া বোধ হইল। লার্ড লরেন্স কিরূপে এই কথা তুলি উচ্চারণ করিলেন তাহা আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কলেট সাহেব যখন সভায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, লর্ড লরেন্স তখন আমতা আমতা করিয়া দুঃখের বলিলেন ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা বড় সঙ্কট এবং একটু এদিক ওদিক হইলে অনেক অনিষ্ট হয়।"

উপসংহারে বক্তব্য এই, নারায়ণি কর্দ্দনজির অকৃতার্থতা লাভ এদেশীয় সাক্ষ্যদানার্থিদিগের অবধানতা শিক্ষার নিমিত্ত। তাঁহারা যদি সমুদায় বিশেষ করিয়া জানিয়া শুনিয়া না যান বিনা পক্ষপাতে সরলভাবে কমিটীর সমক্ষে সমুদায় বিষয় ব্যক্ত করিতে সাহসী না হন, তাঁহারাও ঐরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

আদালত গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকতা।

[illegible]

পানা ও শৈবালাদি হইয়া তাহার জল বিকৃত ও দূষিত হইয়া গেল। উহার বিকারনিবন্ধন গ্রাম মধ্যে পীড়ার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। সেই পুষ্করিণীর জল যে রূপ সংশোধন করিবার চেষ্টা না পাইয়া গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন চেষ্টা যেরূপ, প্রজার সহিত জমীদারের বর্ত্তমান সময়ের দোষ সংশোধন না করিয়া আবওয়াবের নিবারণ চেষ্টা সেইরূপ বিড়ম্বনাবহ সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যেই সেই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ১লা অক্টোবর হইতে কর সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তাহার এক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এই রাস্তার কর ভিন্ন অন্য প্রকার আবওয়াব আইনসিদ্ধ নয়। সুতরাং জমীদারদিগকে অন্য কোন প্রকার আবওয়াব না দেয়, ইহা অতি প্রত্য। যাঁহারা কায়েল সাহেবের চাটুকার, তাঁহারা অজ্ঞানে আটখান হইয়া এই পরামর্শ দিতেছেন যে ঐ ঘোষণার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া প্রজাদিগের গোচরার্থ থানাদি সকল স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা মনে করিতেছেন, ঐ ঘোষণাটী জমীদারদিগের আবওয়াব গ্রহণ নিষেধের অমোঘ অস্ত্র। কায়েল সাহেব এদেশের অবস্থা অবগত নহেন। তিনি ঐ প্রয়োজনা বাক্য ভুলিয়া ঘোষণার মহাফল অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যে ফল হইবে, আমরা তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি প্রজার জমীদারকে ন্যায্য কর দিবারও ইচ্ছা নাই। তাহারা একটী সূত্র পাইলেই মহা গোলযোগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জমীদারের খাজনা বন্ধ করিয়া বসে। আমরা জানি কলিকাতার দক্ষিণে অনা অঞ্চলের কতকগুলি প্রজা একবার এই হুজুক ভুলিয়া দেয়, খুটান হইলে আর জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে না। এই হুজুকে শত শত লোক খৃষ্টান হইয়া গেল। সম্প্রতি পাবনায় যে গোলযোগ হয়, তাহাতেও এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে। হিন্দু পিটেরিয়টে লিখিত হইল, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল ও রাজা কমলকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির জমীদারীতে কোন প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করিবার রীতি নাই, সুতরাং অত্যাচারেরও প্রসক্তি নাই। কিন্তু সেখানকার প্রজারাও ঐ এক সূত্র পাইয়া দলবদ্ধ হইয়া খাজনা দিবে না এই চেষ্টা পাইতেছে।

আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত ঘোষণা কেবল দুষ্ট প্রজাদিগের উদ্দীপন বিতান হইয়া উঠিবে। তাহারা ঐ ঘোষণার এই অর্থ করিবে, প্রজাদিগের জমীদারদিগকে খাজনা দিতে হইবে না, মহারাণীর এই আজ্ঞা হইয়াছে। উহাতে প্রজার হিতসাধন হইয়া কেবল অহিত হইবে। দুষ্ট প্রজাদিগের সহিত জমীদারদিগের বিষম গোল যোগ বাঁধিবে, এবং মকদ্দমার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইবে। যাহারা ভাল মানুষ তাহারা জমীদারদিগকে যেমন আবওয়াব দিয়া আসিতেছে তেমনি দিবে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপে তাহার নিবারণ করিবেন? জমীদারেরা অধিকাংশ জমী ঠিকা বন্দোবস্ত যে প্রজা অধিক দিতে স্বীকার করিবে তাঁহারা তাহাকেই বন্দোবস্ত দিবেন। এক খাজানাতেই তাঁহারা আওয়াব পোষাইয়া লইবেন। গবর্ণমেণ্টের তন্নিবারণের উপায় কি? অগ্রে গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করুন, তাহার পর ঘোষণার কাজ হইবে। প্রজারা আবওয়াব দিবে না এ ঘোষণা না করিয়া জমীদারেরা আবওয়াব লইতে পারিবেন না, এই ঘোষণা হইলেই ঠিক হইবে।

—:০:—

কায়েল সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা।

কেহ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করেন, বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব্ব কোন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। এরূপ ক্ষিপ্রকারী লোক রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ আছেন কি না সন্দেহ। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব পদে পদে এই অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অবিমৃষ্যকারিতা এবম্বিধ ক্ষিপ্রকারিতার প্রায়ই সহচরী হইয়া থাকে। কায়েল সাহেব সময়ে সময়ে এই অবিমৃষ্যকারিতা সংকৃত ক্ষিপ্রকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়পরতার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক অন্যায়পরতার অধিকার মধ্যে প্রায় তিন চারি হস্ত গমন করিয়া থাকেন। জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে কতকগুলি অন্যায় বাধ লন। তন্মূলক অত্যাচারও ঘটিয়া থাকে। ইহার নিবারণই কায়েল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি উল্লিখিত ক্ষিপ্রকারিতাবশে জমীদারদিগের যেগুলি ন্যায্য প্রাপ্য, তাহারও উন্মূলনে উদ্যত হইয়াছেন। জমীদারেরা হাট ও বাজারে তোলা লন এবং তাঁহাদিগের জমীদারির মধ্যগত নদী ও খাল প্রভৃতিতে নৌকা প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা মাসুল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এগুলি অন্যায় বলিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বোধ হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কেমন করিয়া অন্যায় হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। জমীদারদিগের অধিকৃত স্থানে হাট ও বাজার হয়। যাহারা লাভার্থ তথায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে আইসে, জমীদারেরা তাহাদিগের নিকট হইতে সেই ভূমির খাজনা স্বরূপ কিছু কিছু তোলা লন, তাহাতে দোষ কি? ঐ তোলা লওয়া যদি

অন্যায় ও অত্যাচার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্নাম অত্যাচারীর আর নাই। আমরা যে ভূমিতে বাস করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাহার রাজস্ব লইতেছেন, যেই ভূমিস্থিত বাটীর টাক্স গ্রহণ করিতেছেন, আমরা সেই ভূমিতে বসিয়া যদি বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা দশ টাকা আয় করি, গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ও ইনকম টাক্স লন, ঐ ভূমি হইতে চৌকিদারও লইবার উপক্রম হইতেছে। এগুলিও ত তবে কায়েল সাহেবের মতে অত্যাচার হইল।

যাহা হউক, কায়েল সাহেবের এই চেষ্টায় জমীদার সহজে ১৭৭৫ অব্দের সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহার বৃত্তান্তটী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যদি কেহ আসিয়া জমীদারের নামে নালীশ করিল তৎক্ষণাৎ সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ানা বাহির হইল। জমীদার যদি আসিতে বিলম্ব করিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। যদি তিনি জামীন দিতে না পারিলেন, তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করা হইল। পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তিনি কারাগারে পচিতে লাগিলেন তাহার তত্ত্ব হইল না। দুই শত ক্রোশ দূর হইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পাঁচ ছয় মাস তাঁহার কারা ভোগ হইল, তাহার পর বিচার হইয়া প্রমাণ হইল, তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহাকে অমনি বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এক পয়সা পাথেয় দেওয়া হইল না। কে সুপ্রিমকোর্টের অধিকারস্থ কে নয়, বিচারপতিদিগের অনুসন্ধান বশতঃ সে বিবেচনা ছিল না। এ সকল যে অন্যায় ও অত্যাচার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদিগকে কেহ একথা বলেন, এমন লোক ছিলেন না, বলিলেও তাঁহারা সে কথায় দুর্ব্বপাত করিতেন না, তাঁহাদের হস্তে সর্ব্বময় ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করেন ইলবর্ট সাহেব গবর্ণর ও সেইরূপ অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁর ৭ মাসের পা ও আর থামিতেছে না। ইহাঁকে নিবারণ করেন, এমন কাহাকে দেখিতেছি না। নিবারণ করা যাঁহার কর্ত্তব্য তিনি উৎসাহ দিয়া, ইহাঁকে বসিয়া তুলিতেছেন।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই ইলবর্টসহ গবর্ণরের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের যে সবিশেষ চেষ্টা আছে, তাহাতে আমরা তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করি কিন্তু তিনি অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া স্বয়ং যে অন্যায় ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র।

সম্পাদক মহাশয়। আমি ইলবর্টসহ গবর্ণর হইয়া যে যে কাজ করিব, তাহার সমুদায় তত্ত্ব বলা হয় নাই, প্রাণ আমার বলি শুনুন। আমি আসিতে ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন "ব্রহ্মতেজো পরমা কীর্ত্তি" আমি ব্রাহ্মণদিগকেই সমুদায় উচ্চপদ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণেরাই উচ্চপদ পাইবার যোগ্য পাত্র। এ পদ ভূমিতে উহাদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার আছে। আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকে মানুষ জ্ঞান করি না। আমার সিদ্ধান্ত এই, অন্যে সহস্র লেখা পড়া করুক মূর্খ ব্রাহ্মণেরও সমকক্ষ নয়। আমার উচ্চ রাজ্যের সমুদায় কর্ম্ম শুদ্ধি ব্রাহ্মণদিগকে দিব তাহা হইলেই আমার চিত্ত নির্ব্বৃত হয়, কিন্তু কি করি আমাকে নিতান্ত বঞ্চিত করিলে লোকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিবে। সভ্য সমাজে পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় হওয়া অতি লজ্জার বিষয়। আমি কেবল এই ভয়ে ভীত হই। ব্রাহ্মণেরা যখন আমার সভায় আসেন, তখন আমি আর কোন সন্দেহ করি না। এমন সময় সমাজে উপস্থিত হয়ে [illegible] আর এক কারণ এই ব্রহ্মণ্যদেব ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক ঘৃণা করেন।

এইরূপ কর্ম্মের প্রারম্ভ করিয়া এমনি পক্ষপাত ব্যবহার করিবেন যে সকলে অবাক চমৎকৃত হইবে। পক্ষপাতের প্রয়োজনই ত ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ কখন অপরাধ করেন, তাঁহার দণ্ড নাই। তাঁহারা হত্যা করুন, রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুন আর যথেচ্ছ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হউন, সে কেবল তাঁহাদিগের অসাধারণ মহত্ত্ব মাত্র। অন্যায়-অত্যাচার আর বড় কি? তাঁহাদিগকে বিনয় গর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা সাবধান করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল; অতএব আপনি ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দিন। অন্য অন্য কর্ম্মচারির বিষয় এমনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইব যে লোকে আমার পক্ষপাতিতা দেখিয়া চমকিত হইতে আরম্ভ করিবে। পদ্যাতি ও ফুলকারের মত যত অধম জগতে আছে। অধিক কথা কি, কাহাকে একটী সামান্য ভুল করিলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করিব। ব্রাহ্মণ যে আজ্ঞা দিবেন যিনি তাহার বিরুদ্ধ কাজ করিবেন, তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। সিবিল সার্ভিস ম্যাক্ত যুক্তি অনুসারে যে সব করিতেছেন, এ অধমের তাঁহার রক্ষা হইবে না। এ সকলের উদ্দেশ্য ভঙ্গ যি করা হইবে। তবে যদি কেহ বিদ্যায় আমার পায়ে ধরিয়া পড়ে তাহা হইলেই ক্ষমা করিব। যাহারা আমার খোসামোদ করে, আমি যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাতে আমার পক্ষপাতিতার ব্যাঘাত হইল, আপনি কি ইহা বিবেচনা করেন? তখনই যা খোসামোদ করিবে অনুগ্রহ করা আমাদিগের ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাব, আমরা সকলেই খোসামোদ করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব আছেই ত। ঐ প্রভুত্বের প্রচারে অনুগ্রহ ভূমি হয়, আমি গবর্ণরই হইয়া তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিব। [illegible]

কার্য্যের একটী উপদ্রব। আপীলের অর্থ এই, নিম্নস্থ কর্ম্মচারিরা যে বিচার করেন, তাহাতে যে ভ্রম প্রমাদ ঘটে উপরিস্থ বিচারপতিরা তাহার সংশোধন করেন। ব্রহ্মাণ বিচারপতিরা যে বিচার করেন তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটে ইহা কি কখন সম্ভাবিত হয়? তাঁহাদিগের কি ভ্রম প্রমাদ আছে? আপীল প্রথাটী ব্রহ্মাণ জাতি কলঙ্ক স্বরূপ। ঐ প্রথাটী যাহাতে উন্মূলিত হয়, আমি প্রাণ পণে সে চেষ্টা পাইব। আমি আপীল প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিব যে ব্রহ্মাণ জাতি ভ্রম প্রমাদ শূন্য, তাঁহারা যে কাজ করেন, তাহা ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য, সে কার্য্যের কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না।

আমি যে প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইব সেখানে অত্যাচারের নাম গন্ধ থাকিতে দিব না কেবল যে জমীদারেরাই অত্যাচারী এমন নয় ও বিষয় বিশেষে প্রজারাও অত্যাচারী হইয়া থাকে। সম্প্রতি, চাকর কাফিকর প্রভৃতি এদেশের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত কত দূর দূর হইতে সাগরপার হইয়া আসিয়াছেন। এদেশের শ্রীবৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের আগমন দেশের দৌরাত্ম্যের বিষয় হইবে নাই। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা যাহা কিছু দেন, তাহাতেই তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কৃষিকর্ম্ম, করিয়া দেয় কিন্তু প্রজারা যদি দলবদ্ধ হইয়া কৃষিকার্য্য না করে তাহা হইলেই তাহারা অত্যাচারী হইল। ইহাদিগের দমনার্থ বিশেষ আইন করা আবশ্যক। সে আইনটী এই নীলকর ও চা-করের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত কৃষকদিগকে ডাকিলে যদি কোন কৃষক না যায়, আর নীলকর কাফীকর ও চা করেরা এই আইনের আশ্রয় লন, তাহা হইলে সেই অবাধ্য কৃষককে তাহার প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বলা পর্য্যন্ত নীল ক্ষেত্রে চা ক্ষেত্র ও কাফী ক্ষেত্র চাস করিয়া দিতে হইবে। এরূপ অপরাধের কঠিন দণ্ড বিধান করিতে হয়, এটী মূলের কথা নয়। আমাদিগকে আদিম আদমের অপরাধের ফলভোগ করিতে হইতেছে।

এক দল মহা চালির অত্যাচার নিবারণের ন্যায় এই উপায় দেখা আর একদল অত্যাচারী জমীদার, তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশেষ আইন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। জমীদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার অথবা বাব আব আদায় করিবার চেষ্টা পাইলে প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে, আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটী কোনরূপে প্রজারা জানিতে পারে, এমন কৌশল করিব। তবে শঙ্কা এই প্রজারা মূর্খ পাছে তাহারা সেই প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে গিয়া, বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসে। তাহারা বিদ্রোহী না হয়, এই কারণে আমি পাঠশালায় তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইব। অর্দ্ধচীনেরা যখন পাঠশালায় যে প্রকার লেখাপড়া শিখা হইবে, তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভদ্রলোক না হইয়া প্রত্যুত বুদ্ধি হইবে তাহারা যাহাই বলুক আমি সে কথায় কর্ণপাত করিব না। আমি যখন ঐ সকল পাঠশালায় পড়াইয়া উহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিব, তাহাদিগের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া সেই বিপক্ষ দলই অবাক হইয়া থাকিবে।

৺ প্রাপ্ত।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপাল অফিসের সহকারী সভাপতি ষ্টীবেনসন সাহেব ১৮৭২—৭৩ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক পৃষ্ঠা কতক দিন হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অন্য নানা কারণে এতদিন তাহার উল্লেখে সমর্থ হই নাই। এই রিপোর্ট খানি যে খুব আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম। কেবল এক রিপোর্ট পড়িতে হয় বলিয়া সচরাচর যে সব রিপোর্ট লেখা হয় এখানি তাহা নহে। এবার সকল বিভাগেরই রিপোর্ট একত্র এই পুস্তকের ও সাপেক্ষে দেখা যাইতেছে। কাহার সহিত কাহার অধিমুখ কারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষ থাকুক না কেন তাঁহার শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি যে সকল বিভাগ বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্টখানিতে সংক্ষেপে ও পরিষ্কাররূপে উপবিভাগ সকলের অনেক সমাচার দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। ষ্টীবেনসন সাহেব বলিয়াছেন যে উপবিভাগ সকলের স্বাস্থ্য ভাল নয় এবং তাহার ৪ টী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ম জল নির্গম হইবার উপযুক্ত নর্দ্দামা প্রভৃতির অভাব। ২য় পানের উপযুক্ত উত্তম জলের অভাব। ৩য় পচা ও দূষিত বিশিষ্ট পুষ্করিণী ডোবা প্রভৃতির বাহুল্য। ৪র্থ মেষ মহিষ প্রভৃতির প্রতিপালক নীচ শ্রেণীর লোকদিগের অপরিষ্কৃত বসতির বাহুল্য। আমরা অনেক দিন অবধি উপবিভাগ সকলের এই কয়টী অভাব দেখিয়া আসিতেছি। ১ম ৩য় উপযুক্তরূপ জল নির্গম না হওয়াতে এই সকল স্থানে বর্ষাকালে বাহিরাত করা দুষ্কর। সমুদায় নর্দ্দামা পচা পঁক ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং অল্প বৃষ্টি হইলে প্রায় রাস্তার উপর জল দাঁড়ায়। পানোপযোগী উত্তম জলেরও অভাব। সেরার সারকিউলার রোডের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা কল হইতে জল লইয়া যায় মাত্র, কিন্তু অধিকাংশ লোকই পচা পুকুরের জল খাইয়া থাকে শেষোক্ত কারণটীর প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত সেরার সারকিউলার রোডের দুই চারি রসির মধ্যে মহিষ ও মেষ পালকদিগের আড্ডা। সেখানে গেলে বোধ হয় জীবন্ত নরক। কর্দ্দম গোময় মূত্র ঘোর বিষ্ঠা প্রভৃতি একত্র হইয়া বর্ষার জলে তাহার উপর ঢেউ খেলিতে থাকে। বৈদ্যেরা সে সব পথে গিয়া পক্ষাঘাত রোগ বিষয়ে উপদেশ দেন। উপবিভাগের মিউনিসিপাল কমিটী এবিষয়ের কোন উপায় করিতেছেন না কেন? কলিকাতার মিউনিসিপালিটীও এবিষয়ে মনে যোগী হওয়া উচিত কারণ ইহা দ্বারা কলিকাতারও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। অবশেষে ষ্টীবেনসন সাহেব কয়েক জন কর্ম্মচারিকে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

ইংলিসম্যান কানপুর হইতে প্রবণ করিয়াছেন, একজন কয়েদীর অত্যাচারে [illegible] জেল দারোগা ও তাঁহার কয়েক জন [illegible] কয়েদিগের প্রাণ লইয়া [illegible] জেল সাহেব মনে করেন কয়েদিরা জেলে স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

১৮৭২—৭৩ অব্দে আগরার সাধারণ হিতকর কার্য্যে সর্ব্বসাকে ১২১৫৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মাদ্রাজ হইতে ৪৫ টন সিঙ্কোনার ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত [illegible] সিঙ্কোনার ছাল প্রেরণ হইয়াছে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল সাহেব বোম্বাই কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাঁহার অন্যান্য কার্য্য এত আছে যে তিনি সভার কার্য্য উত্তমরূপ করিতে পারেন না, কোনরূপে কাজ চালাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। এরূপ কর্ত্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত বিরল।

কর্ণেলের স্বাধীন সিয়ার আলী অবাসায় যেরূপ কামান দেখিয়াছিলেন সেইরূপ কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন, ব্রিচেলুস কামানও প্রস্তুত করা হইতেছে। আমাদের এ সকল অনুষ্ঠান অসাময়িক হইতেছে না।

পিয়রিয়র বলেন, এক আলোকের প্রকৃত গতি স্থির করিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন, আলোক প্রতি সেকণ্ডে ১৮৯০০০ মাইল গমন করে।

সম্প্রতি [illegible] সহিত [illegible] মহম্মদ আলম খাঁর সৈন্যগণের [illegible] সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। [illegible] পক্ষ [illegible] এবং বিপক্ষ [illegible] বন্দীকৃত হইয়াছে।

[illegible] ইহা দেখাইতে [illegible] পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশে একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজই হউন, কিম্বা অন্য কেহ হউন, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র ব্যতীত কেহই ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না। কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার গুরু অর্থ দণ্ড অথবা কারা দণ্ড হইবে। ব্রিটিশ প্রজারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ঐ সীমার বহির্ভাগে ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

অন্য প্রদেশ হইতে কতকগুলি প্রজা লোলকরের রাজ্যে উঠিয়া গিয়াছে। তত্রত্য প্রধানতম কর্ম্মচারী বলেন, তথায় যে উহাদের জন্য যে কঠিন আইন আছে, তাহাই উহাদিগের উঠিয়া যাইবার কারণ। অন্য প্রদেশে ভূমির রাজস্ব নিতান্ত অধিক বলিয়া প্রজারা উঠিয়া যাইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

আমাদিগের রাজধানী মুকুটে যে সকল হীরকাদি আছে, বিস্তু পেট্রিয়টে উহার এইরূপ আনুমানিক মূল্য লিখিত হইয়াছে। মুকুটের চতুর্দ্দিকে ২০ টী হীরক আছে, উহার প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০০ টাকা। মধ্য স্থলে যে টী আছে উহার প্রত্যেকের মূল্য ২০০০০ টাকা। আর ৫৪ টী ছোট ছোট হীরকের মূল্য ১০০০ টাকা। করিয়া। ৪ টী ক্রস আছে উহার এক একটীতে ২৪ টী করিয়া হীরক আছে মূল্য ১২০০০০ টাকা, ক্রসের উপরি ভাগে ৪ টী বৃহৎ হীরক খণ্ড আছে উহার মূল্য ৪০০০০ টাকা। আর ৩০ টীর মূল্য ১২০০০০ টাকা। ক্রসের উপরে আর যত মুক্তা ও হীরকাদির মূল্য ১০০০০০০ টাকা। আর আর সামান্য হীরকের মূল্য ৩৮০০০ টাকা। ধাতু ভিন্ন ওত মুকুটস্থ প্রস্তরগুলির মূল্য ১১১৯০০০ টাকা হইবে। ইউরোপীয়েরা না জানিয়া রাজপথকে পরিহারের স্বর্ণ শালিতায় লিখিত উপহাস করিয়া থাকেন?

[illegible] বলেন, [illegible] পুলিসের মিথ্যাচার উহার [illegible] অকর্ম্মণ্য আপীলে মুক্তিলাভ করাকে সে দিন [illegible] মহা ধুম [illegible] [illegible] এবং সে সাবাসী [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]

[illegible] হাইকোর্টের [illegible] ধুমধাম করিতে করিতে [illegible] পুলিসের [illegible] [illegible] ৪ঠা ভাদ্র সকলকার।

ভারত হিতৈষী সর উইলিয়ম গ্রে [illegible] কলিকাতার উপনীত হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তন্মা গোল অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, দুটী স্ত্রীলোক ইহার মধ্যে ছিল। মাটাশালার অধ্যক্ষগণ যদি বেশ্যা না লইয়া নাটকের অভিনয় করিতে না পারেন তাঁহাদের নাটকাভিনয় চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের অংগ্রেজ সহযোগী বলেন, গবর্ণমেণ্ট আফিস সকল নির্ব্বাহের জন্য সিমলায় কতক ভূমি ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ যে দেখি সিমলাবাসের পাকা পাকি বন্দোবস্ত হইতে চলিল।

দিল্লী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বহু দিন ধরিয়া অতি তওয়াতে মথুরার প্রায় ১০ হাজার লোক পড়িয়া গিয়াছে: ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ কমারায় লোকে গোবীজে টীকা প্রদান অসম্মত হওয়াতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যিনি গোবীজে টীকা লইবেন, তাঁহাকে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইবে। এ মন্দ উপায় নয়।

মাদ্রাজের হিন্দুদিগের ১৪ টী শ্রেণী বিভাগ আছে, ইহাদিগের পরস্পর বিবাহ বা একত্র আহারাদি চলে না। সমুদায় হিন্দু অধিবাসীর প্রায় ৩০ ভাগ ব্রাহ্মণ। হিন্দু দিগের বহু শ্রেণী বিভাগই ইহাদিগের একতা সাধনের প্রধান অন্তরায় এবং উহাই হিন্দু সমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ।

বোম্বাইয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে ৪ কোটি টাকার দাবী করিয়া মকদ্দমা হইতেছে, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ ৪ কোটি টাকার সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী এসাম্পসনের একজন ইহুদী। ঐ ব্যক্তি যদি কোন উত্তরাধিকারী বাহির হইয়া সম্পত্তি [illegible] করেন, গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া [illegible] এক দিন ধরিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তৎকালে কেহই উপস্থিত হন নাই। এক্ষণ দুই ব্যক্তি আসিয়া ঐ বিষয়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। টাকা অল্প নয়, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা সহকারে বিচার করা উচিত।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১১ টার সময় বিচারক দিগকে আদালতে উপস্থিত হইবার যে আদেশ করিয়াছেন তাহা হকুম প্রতি পালিত হইতেছে মুরশিদাবাদ পত্রিক বলেন, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ১ টা - টা কোন দিন তৎপরেও কাছারীতে আগমন করেন। আসিয়া একটী কুঠরীতে বসিয়া প্রায় ৩ টা বা তদ্ভোধিক কালও বিলম্বে প্রভৃতি সিখিয়া পরে দরবারে উপস্থিত হয়েন। আমলারা চাতকের ন্যায় কখন হুজুর বাহির হইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। তৎপরে হুজুর আসিয়া চাঁক চুরাইয়া কখন বা প্রদীপ জ্বালিয়া চলিয়া যান।

জ্ঞান বিকাশিনী বলেন, বিদ্রোহী হিগকে সুশাসনে রাখিবার জন্য চাটগেঁয়ে ষ্টেবগে ছয় জন মুন্সুফ্‌ কমিশনর এ তাহার অধীনস্থ কক্সবাজার মাউটপোষ্টে ১ জন মুন্সুফ্‌ কমিশনর পাঠান হইতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকের নিকট দশ দশ কাপ্তের উপযুক্ত গোলা মজুদ রহিয়াছে। বর্ষা কাটাইয়া আশি যাঁহা হইতেছে।

ঢাকা প্রকাশে লিখিত হইয়া ছে, গত ১৯ আগষ্ট তারিখে নওয়াবগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তঃপাতী সমসাবাদনিবাসী সংকীর্ত্তন বৈরাগী হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গাঁজেরতাব লাগিয়া একেবারে হতজ্ঞান হয় এবং তাহাতেই সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। বৈরাগী দিগের অনেক প্রকার দশা পাওয়ার কথা শুনা হইয়াছে কিন্তু এরূপ দশা পাইবার কথা কখন শুনা যায় নাই।

বারকপুর ক্রমেই গোলযোগের কেন্দ্র হইতেছে। কিজানাম হইতে ১১ ক্রোশ দূর মন্ত্রী নকলি নামক স্থানের লোকেরা এক প্রকার বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে বারকপুর একটীও সৈন্য থাকিতে পাইবে না তথায় কন্টোনমেণ্ট করা হইবে না এবং তাহাদের সম্মতি পরামর্শ ব্যতীত কোন হুকুম গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিতে হইবে, এগুলি না করিলে তাহারা রাজস্ব দিবে না। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সংখ্যক অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাইয় আনেষ্টি সাহেবের মৃত্যু হেতু তত্রত্য হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট এবং বহু সংখ্যক দোকান বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি স্থলেও বহু সংখ্যক লোক গমন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা পারসিরাই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। নগর মধ্যে এক খানিও পারসির দোকান খোলা ছিল না। সমাধি স্থলে প্রধানতম সিভিলিয়ন, হাইকোর্টের ৪ জন জজ এবং প্রায় সমুদায় বারিষ্টার ও উকীল গিয়াছিলেন। আনেষ্টি সাহেবের প্রতি বোম্বাইয় লোকের যে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি ছিল এবং তাঁহার মৃত্যু হেতু তাহা দিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

৫ ই ভাদ্র বুধবার।

একজন ফিরিঙ্গি মুরাপানে মত্ত হইয়া অসাবধান পূর্ব্বক পিস্তল ছোঁড়ায়, তাহাতে উহা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একখানি গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার ঘোড়ায় আঘাত লাগে। মিলার সাহেব উহার ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

ঔটন কমিশনরের পদটী উঠিয়া যাইতেছে। হাজার কমি বন্দোবস্তের সেক্রেটারিয়টের দ্বারা ঐ কাজ সম্পন্ন হইবে।

অতি বৃষ্টি নিবন্ধন দার্জিলিঙে বহু [illegible] হইয়াছে। এতদ্দ্বারা [illegible] ক্ষেত্রের অনেক উপকার হইতেছে। [illegible] হইতে সর [illegible]

বোম্বাইয় পারসিরা আইন [illegible] স্থগিত থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

সম্প্রতি মাঁর দুর্ভিক্ষে [illegible] বারাণসীর কমিশনে মৃত্যু হইয়াছে।

১ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে [illegible]

কলিকাতায় ১৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২২ জনের মৃত্যু হয়।

ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানি।

গত মঙ্গলবার হুগলীর জয়েণ্ট ষ্টাক্ কোম্পানির বিরুদ্ধে ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানির মকদ্দমার বিচার হয়। যে জাহাজ ইউনিয়ন কোম্পানি বীমা করিয়াছিলেন, তাহাতে মহম্মদ সাহা নামক এক ব্যক্তি সাক্ষী দিয়াছিল। মকদ্দমা আরম্ভ হইলে সকলেই জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। মহম্মদের এক জন মৃত্যু হইলে প্রধান সাক্ষী, আর একজন মকদ্দমার সাক্ষী দিয়াছে। মকদ্দমা সেসিয়নে গিয়াছে। মহাত্মা সেপ্টেম্বরের সেসিয়নে বিচার হইবে।

সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব নেটিভ স্টুডেণ্টস নামক সভা সকল ছাত্র আজ মীরজাফর মেডিকেল স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার্থ যাইবে সে। ১৮৭১ সালে উহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৩৮০০০ টাকার টাকা ছিল। ইহার মধ্যে ৭৫০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৭২ সালে ৬ হাজার টাকা জমা হইয়াছে।

ডলিপো সাহেবের একটা বৈদ্যুতিক আলো করা হয়। একজন ইংরাজ উহার অনুষ্ঠানকারক হন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া যেখানে উক্ত আলোক জ্বলিতেছিল তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।

ডফ সাহেবের বক্তৃতা।

কলিকাতার ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন কালেজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া একটী কালেজ স্থাপনের মানস করিয়াছেন।

ডফ সাহেবের অনুরোধে চিনু স্থাপনের জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয়, উহাতে ৫৩ হাজার ৮ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই টাকা কোন বিদ্যালয় না করা উচিত তাহা ডফ সাহেব অনেক কথা কহিয়াছেন। কমিটীর সভ্যেরা বলিয়াছেন, তাঁহারা অনেক দিন এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন। আমাদিগের অনুরোধ হইতেছে কার্ম্মাইকেল মেমোরিয়াল স্কুলের টাকা ব্যয় করা হউক এই ৫৩ হাজার টাকা।

ডফ সাহেবের বিদায়।

ডফ সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতার সকলে এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ডফ সাহেবের আফ্রিকার পরীক্ষার জন্য তাঁহারা অক্টেলিয়ার ভ্রমণ করিতে কতকগুলি সর্প পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। দেশীয় সর্পে কিছু হইল না এখন বিদেশীয় সর্পের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক ব্যক্তি কীরপাই ডাকঘরের দোষোল্লেখ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পত্রপ্রেরকদিগকে পরামর্শ দি তাঁহারা পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবেদন করেন। তত্র লোকে সমুখ যুদ্ধেই প্রশংসা করেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কলিকাতার দক্ষিণ মফস্বলহাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তথায় একে চিকিৎসক নাই, যাহারা আছে, মোল্লা হকিম এক জ্বরা ঔষধ দিতেছে রোগীরা সেই ঔষধই খাইতেছে, তাহাদিগের নিকটে কেহ যায় না। পত্র প্রেরক জ্বরার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলেন, রোগীরা অকারণ কষ্ট পাইতেছে। পত্র প্রেরকের এ আক্ষেপ বৃথা। জ্বরা প্রচারকদিগের প্রচারণা মাত্র যে পর্য্যন্ত লোকের এ সংস্কার না জন্মিবে, তাবৎ আক্ষেপ করিয়া ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কার্পণ্যও জ্বরার প্রতি বিশ্বাসের একটী প্রধান কারণ।

বঙ্গদূত বলেন শব্দকল্পদ্রুমের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ হইতেছে। এটী বঙ্গভাষার সংবাদ।

মদবিবাদের চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল। ইহাতে পুরাবৃত্ত, শব্দব্যাখ্যা বঙ্গভাষা পত্তি, বিজ্ঞান, চিত্তরঞ্জনী, সমীক্ষা সমাচার, উদ্ভিদ তত্ত্ব গীত এই আটটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাম্বেল সাহেব কোন বৈদেশিক ডাকের সংবাদে লিখিতে ছাড়িলেন না সম্প্রতি লিখিয়াছেন "ভিক্টি"। সেদিন অডিস কেম্প সাহেবকে লিখিয়াছেন কাম্বেল সাহেব এই পূর্ব্বিয়ার কালেজের সম্বন্ধে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে "পূর্ব্বিয়ার কালেজের যথার্থ অবস্থাবীকে বিশেষ [illegible] করিয়া তাহাকে অপ[illegible] লিখিতে লাগিলেন এই

খবরটা অন্য একবার বিবেচনা করিয়া লিখিলে ভাল হয়।" কেম্প সাহেব উত্তর করিয়াছেন "ঐ বিষয়ের আমাদের ভ্রমের সংশোধন নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করা যায়। আমরা এই ভ্রমের অনুরোধ করিয়াছি যে আমাদের কিরূপে পূর্ব্বিয়ার যে যথার্থ অবস্থা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারিকে তথায় প্রেরণ করুন। উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে।"

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। কেবিনের ডিউক সৈনিক আফিসরদিগের অসন্তোষ সম্বন্ধে এক আজ্ঞা প্রচার করিয়া ছিল এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ হয় উহা অতিক্রম করা। রাজী উহাদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন অনুসন্ধান শেষ হইলে পর আফিসরেরা যে সকল আবেদন করিয়াছিলেন তাহার বিষয় জানা যাইবে।

ফ্রান্সের অন্তর্গত এবং এডবের মধ্যে একটী সামুদ্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

আর্কবিসপ বিশপদিগের প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিদ্রোহী রাজ্যের সকল বিদেশীয় জাহাজে গোলাবর্ষণ করে ও। ঐ রূপ সেইরূপ করে। উহার পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। পারসের সাহা কল ষ্টাঁ ফোমোপলে উপনীত হইয়াছেন।

এডমিরল্টির ডিউককে আহ্বান করিবার জন্য রাজীর রাজ পরিবার লিবাডিয়াতে গমন করিতেছেন। আগষ্টের মধ্যে সেই সিটসবর্গে গমন করার হইতে ইহা বিলম্ব হইবে।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। গবর্ণমেণ্ট গোল্ড কোষ্ট হইতে আসান্টিদিগের প্রতিনিধি বিদায় করিয়াছেন। তাহারা [illegible] ইহা করিয়াছেন।

কার্লিষ্টরা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে এই অপরাধে আহাজোপোয়া ধৃত হইয়াছে। উহার সাহায্যের অনেক ঔষধপত্র অবলম্বন পূর্ব্বক উহাদিগকে বন্দীভূত করিয়াছেন। কুর্সিট সেনাধ্যক্ষের, রাজধানীতে [illegible] প্রতিনিধি বিদ্রোহী সাহায্যের [illegible]

লণ্ডন [illegible] ইহার মূল্য [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ইজন্ত এ সাধারণ বিজ্ঞাপন।

১৩ ই আগষ্ট। উড়িষ্যার প্রতিনিধি কেমাল বেটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ আর ক উলি সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং কটকের একজন কালেক্টর হয়ে ক্ষমতা পাইলেন।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, হিওয়াড সৌজন্যারী কার্য্য বিধয়ক ১২২ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, এফ স্মিথ সাহেব নদীয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ ওয়াইজার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিতে হইবে।

১৯ এ আগষ্ট। পি ডি ডিকেন্স সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ কলিকাতার প্রাক্তন পুলিস মাজিষ্ট্রেট থাকিতে হইবে।

বেহার সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডব লিউ এস আর ডেবিস সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কার উবের ক্ষমতা পাইলেন।

কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ই, ক্রফোড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অন্তর সেক্রেটারি হইবেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ সি কাউল সাহেবকে নিজ কার্য্যের ত্রিপুরার জইণ্ট সেটিলমেণ্ট অফিসর কার্য্য করিতে হইবে।

১৪ ই আগষ্ট। কাছাড়ের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু হরকিশোর গুপ্ত উক্ত পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এ ফ্রেডরিক সাহেব সহকারি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

মৌলবী আমহদ আলী আহম্মদ কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জন হইবেন।

শ্রীযুক্ত এচ জে, লিউবেরি সাহেব ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি সি) ৪৯ ধারানুসারে মুন্সেফের রোল দেশ কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত জি, আর কে মীহিন সাহেব মজঃ ফরপুর রোড কমিটীর বাইস চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১৮ ই আগষ্ট। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফের কর্ম্ম করিবেন।

বাবু অক্ষয়চরণ সে বিচার্দ্দের জন্য মহমদ সিংহের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফের কর্ম্ম করিবেন।

বাবু বামাচরণ সে কিছুদিনের জন্য সিলেটের প্রতিনিধি মুন্সেফের কর্ম্ম করিবেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

কুচবিহারের অন্তঃপাতী বোদরা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

"গত ১০ ই আগষ্ট রবিবার অত্রত্য ইং বং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এস্থলে বলা বাহুল্য হইতেছে যে রাজদত্ত পুরস্কার ব্যতীত স্থানীয় জমিদার ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী ও অন্যতর সেবক শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় স্বয় আপন আপন পুস্তকাগার হইতে ছাত্রদিগকে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন জমীদার বাবু ছাত্রদের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত আগামী বৃত্তি পরীক্ষায় যে সকল উপযুক্ত ছাত্র রৌপ্য মেডেল (পদক) বিতরণ করিয়াছেন। একটী তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ে, অপরটী পরীক্ষায় যে স্কুল সুচরিত্রের মধ্যে প্রথম হইবে।"

পঞ্জাব নীরা ভেরা এক্সাইল খাঁহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ ১৮। ১৯। এ শ্রাবণে গগন মণ্ডল এখানে প্রকৃত বর্ষাকালের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছিল, অদ্য শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ ভাগ, কএক দিন হইতে এমনি গুমট পড়িয়াছে যে তাহার বিরামের মধ্যে আমরা স্বস্তি পাই না, এক এক দিন বিন্দুমাত্রও বায়ু প্রবাহিত হয় না। এই রূপে এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি আমরা শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুর সমান অত্যাচার ভোগ করিতেছি, বঙ্গদেশে ছয় ঋতুর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এ অঞ্চলে শুদ্ধ দুই ঋতু।

২। এ অঞ্চলে তাদৃশ বর্ষা হয় না বলিয়া সমস্ত গৃহই মৃত্তিকা নির্ম্মিত, সুতরাং একটু বেজে বৃষ্টি হইলেই অনেক গৃহ ভূমি সাৎ হয়, বিগত বৃষ্টির সময় অত্রস্থ জেল খানার এক অংশ পতিত হইয়া দশ জন লোক হতাহত হইয়াছে জেলখানা বিচারালয় প্রভৃতি যে যে স্থানে অনেক লোক একত্র হয় সে সকল স্থানের গৃহ সকল বিশেষ রূপে পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা ভাল। নতুবা প্রায়ই বিপদ ঘটে।

৩। এই সময়ে সিন্ধু নদের জল অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে, স্রোতেরও বিক্রম কম হয় নাই, কএক দিন হইল কতকগুলি মহিষকে রাখালেরা জল পান করাইতে লইয়া যাইতেছিল স্রোতে মহিষ সকল তিন ক্রোশ দূরে নীত হইয়াছিল, নদের জলে কুমীর অতি সাংঘাতিক আছে এবং সন্তরণ জানে এই জন্য মরে নাই অন্য জন্তু হইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত।

৪। সর্ব্বত্রই কুকুর হত্যার ধুম পড়িয়া

গিয়াছে, এখানে ডেপুটী কমিশনরের বাবে-খানুসারে ক'এক দিন ধরিয়া শত শত কুকুর হত হইতেছে, যদিও এইরূপ কুকুর হত্যা নিষ্ঠুরতার এক শেষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বেওয়ারিস দেশী কুকুর এ সকলের সর্ব্বত্র এত অধিক ও বিরক্তিজনক যে এরূপ হত্যায় হুকুম মধ্যে মধ্যে না হইলে লোকের কষ্টের আর সীমা থাকিত না, পথে ঘাটে বিনা ছুতে হাঁটিতে যাওয়া তার ইহা ছাড়া কুকুরের দংশন বিশেষ বিপজ্জনক, এই সকল বিবেচনা করিলে শৃগাল কুকুরের সংখ্যা বড় কমে তত্তই অনপদ সকল নিরাপদ ও আবর্জ্জনা বর্জ্জিত হয়।

কিন্তু হইল, অদ্যত্ব এক ব্যক্তি এই বলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিল যে, তাহার অন্নোদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভগিনীকে বিকটদন্ত কোন গ্রাম হইতে কয়েকজন উজীরা লইয়া গিয়াছে পাঁচ শত টাকা পাইলে প্রত্যর্পণ করে। এ ব্যক্তি কহিল ৩।৪ শত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে অবশিষ্ট টাকা হইলে ভগ্নীকে আনিতে পারি। শুনিলাম এরূপ মধ্যে মধ্যে সুযোগক্রমে লোকের সন্তানাদি লইয়া উজীরেরা পলায়ন করে এবং অনেক টাকা দণ্ডস্বরূপ করিয়া প্রত্যর্পণ করে। পঞ্জাবের সীমান্তগুলি এখনও এরূপ নিরাপদ হয় নাই যে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে। এখনি হইতে কোহাট অথবা বন্নু যাইবার সময় কেহ একাকী যাইতে চাহে না, তাহা হইলে উজীরীদের হস্তে পড়িয়া কষ্ট হারাইতে হয়, কত দিনে যে সমস্ত অসভ্য বর্ব্বরগোষ্ঠি সুসভ্য ইংরাজ রাজের অধীনতা স্বীকার করিবে বলা যায় না।

১। গত বারে লিখিয়াছি এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের সহিত এক ও এক বিবাহ-প্রথা এবং সেই জন্য হিন্দুর ঘরপাড়া এসে। আমাদের দেশের হিন্দুর এমত স্থলে তাঁহার কন্যা বেহাই করা হয়। এখন দেখিলাম, [illegible] হিন্দুর ঘরে পাকে নহে, কন্যা [illegible] প্রায় অর্দ্ধাধিক গ্রাম্যও মুসলমানে স্পর্শ করিলে বাইয়া থাকে, আমাদের অঞ্চলে মুসলমান গৃহে প্রবেশ করিলে পানীয় জলের কলসী পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়, এখানে হিন্দুরা ভোজনের স্থানে একটী গণ্ডি দেয় এই গণ্ডীর বাহিরে যে কোন স্পৃশ্য জাতি আসুক না কেন তাহাদের তাহাতে আহারীয় দ্রব্য অপবিত্র হয় না, বঙ্গদেশ ছাড়া উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিধবা স্ত্রীলোকেরা বসনের পরিধান করে এবং একাদশীর দিন কেহ নিরম্বু বা অনাহারে থাকে না, বিধবা একাদশীর অষ্টের বিষয় অনুধাবন করিলে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপককে বিশেষ নির্ঘৃণ বলিয়া বোধ হয়, প্রতিমাসে দুইবার সমস্ত দিন রাত্রি অনাহারে থাকিলে শরীরের তেজ অনেক কমে এবং রিপুলক-ণের প্রবলতাও তাদৃশ থাকে না যথার্থ বটে, কিন্তু সমস্ত পাপের ও পঙ্কিলের মূল যে ইচ্ছা, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সেই ইচ্ছাপ্রবৃত্তি শাসনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? শারীরিক কষ্টকর কতকগুলি ব্রত নিয়ম পালনে শরীরই শুষ্ক হইতে পারে মনের মরুভূমি কে নিরাশ করিবে? যত দিন আমাদের দেশে নীত সমন্বিত বিদ্যার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কৃত না হইতেছেন, ততদিন পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষীর পোষমানার ন্যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের সতীত্ব অপরীক্ষিত থাকিবে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি দেবী সমা নারীগণ যে নীতি সমন্বিত বিদ্যাবর্জ্জিত ছিলেন এমত বোধ হয় না।

বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সতী দেখা যায় বাঙ্গালীরা স্ব স্ব স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যেরূপ কঠিন নিয়মে রক্ষা করেন, এমন সকলের পুরুষেরা সেরূপ নহে না এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, দেখা যায় [illegible] ইউরোপীয় বেশ্যাদিগের জন্য যেমন একটা একটা 'খালি বাড়ী' আছে, তদ্রূপ যার তাহাতে কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন [illegible] স্ত্রী বা কন্যা আসিয়া স্ব স্ব [illegible] চরিতার্থ করিয়া যায়, অদ্যতন লাহোর এমন কি এই শিয়ালকোট নগরেও অনেকগুলি [illegible] বাড়ী আছে ইহাতে ইয়ুরোপীয় সিবিলিয়নেরা পর্য্যন্ত আসিয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তির চরিতার্থ করে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার এই প্রতীতি হইয়াছে যে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মে মনোযোগ না হইলে মানুষ প্রবৃত্তি সকলকে পরাজয় করিতে পারে না। বঙ্গদেশ মধ্যে মহিলার স্রোত প্রবাহিত থাকিলেও সতীত্বের যে গৌরব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলে তাদৃশ আঁটা আঁটি নাই, সুতরাং অপবিত্রতার স্রোতও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

৭। যে সর্ব্বনাশকর মুদ্রাযন্ত্রের দেশ ছারখার হইতেছে বাধার স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এসকল অঞ্চলে তাহা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, আমাদের দেশে বন্ধুবান্ধব আসিলে যেমন তাম্বাকের ধূম সেবন করান ভদ্রতা রক্ষা করার মধ্যে গণ্য, এখানে সুরা-পান করান সেইরূপ ভদ্রতা রক্ষার মধ্যে গণ্য, বিবাহ শুভকার্য্যে আমোদোৎসবে সুরা একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা সে উৎসবই নহে। বাঙ্গালীরা যেরূপ ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই খানসেমা শিক্ষা করিয়াছে ইহারা সেরূপ এ পাপ যে কত অভ্যাস করে তাহা ইয়ুরোপীয় পুরাবৃত্ত লেখক যাহা পাপ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাব ঘরের ছাদ পাইয়া ইহা বসিয়াছে, এখন ত ইহারা স্বসভ্য ও অধিকিত অবস্থায় আছে, যখন আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালিদের ন্যায় সাহেব হইবে তখন মদ্যে কতদূর এ সকল অঞ্চল ছিলেন ভয়ানক হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রেই যে লিখিয়াছি পিতা পুত্রে আতায় আতায় একত্র ইয়ারী করা পাপ করিয়া অনেকে করে, ইহার পরে কিরূপ হইবে মনে করি, বোধ হয় আমাদের [illegible] হইতে [illegible]

দোষ নাই এবং ইহারা স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মনা নহে, কিন্তু এই সকল অকলের সাহেবদিগকে দেখিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে, অবিবাহিত ও স্ত্রী বর্জ্জিত প্রায় সকল সাহেবই স্ব স্ব খানসামার দ্বারা বেশ্যা গৃহে লইয়া যান, ইহাতে দোষ মনে করেন না, কোন কোন সাহেব আবার বেতন দিয়া বেশ্যা রাখেন। এ অকলের প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত নগরে এই জন্য অগণ্য ট্যাস দেখা যায়, সমস্ত আফিসে ও সমস্ত কার্য্যালয়েই ট্যাস, এই পশুবৎ ট্যাসের অত্যাচারে অনেকে বিরক্ত হয়, ইহারা সাহেব হইতে যায় এবং দেশীয় লোককে ড্যাম্ নেটিভ " বলিয়া উপহাস করে!!! আপনার কার্য্য উদ্ধার হইলে এমনি ভাব করে যেন আর তাহাকে চিনিতে পারে না, তবে সকলেই যে এরূপ তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অনেকের ভাব এইরূপ এ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আমার মর্ম্ম প্রকাশ করিব, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দিন দিন আমাদিগের দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই দক্ষিণ বারাসত গ্রামটী দুষ্কর বনের এলাকার অন্তর্গত হইয়া উঠিবে। বৎসর বৎসরই জঙ্গলের বৃদ্ধি ও পাড়ার সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামের মধ্যে অন্যূন ১০ বিঘা ভূমিও একত্র পরিষ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়াবহ জঙ্গল অন্তরে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু বাস, ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ অদ্যাপি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু আর দুই এক বৎসর এরূপ থাকিলে ক্রমশই গ্রামটী উহাদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বাঘাত্মক হিংস্রের মধ্যে পীড়া নানা আকারে ঘরে ঘরে লোক সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও একাকী এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় যাইতে শঙ্কার উদয় হয়। গ্রামের ভিতর একটী রাস্তা ভিন্ন সকল রাস্তাই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পাশাপাশি দুই জনের কথা দূরে থাকুক, জঙ্গলে স্থানে স্থানে এক জনেরও গতি রোধ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেও গ্রামের অতি অল্পাংশ ভূমি শুষ্ক হইতে দেখা যায়। গ্রামের সমুদায় স্থানই অপরিষ্কৃত ও বন্য বৃক্ষ সন্তাদিতে আকীর্ণ, ক্রমে বর্ষার বৃদ্ধিতে গ্রামেরও দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে থাকে, রাস্তাগুলি কর্দ্দমময়, গলিত বৃক্ষলতাদির দুর্গন্ধে গ্রামটী দুর্গন্ধময়। চারি দিকে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে ও জল নির্গমের পথগুলি সমস্তে আচ্ছন্ন হওয়াতে নীলবর্ণ জলে গ্রামের প্রত্যেক জলপথ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রতি গৃহস্থের গৃহেই প্রায় তিন চারিটী রোগী শয়ান, কবিরাজ বাড়ি বাড়ি ঔষধের বড়ি বন্টন করিয়া দিতেছেন, প্রায় প্রত্যেক রন্ধনশালারই কোন স্থানে সাগুদানা, কোথাও ডালসাগুর রস, কোথাও বা পাঁচন সিদ্ধ হইতেছে। যখন কবিরাজ বহির্গত হন, তখনই তাঁহার সহিত দশ পনর জন মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য প্রায়ই রাস্তায় জন মানবের সম্পর্ক নাই, শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তুগণ নিঃশঙ্কচিত্তে রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে অন্য আলাপের নাম মাত্রও হয় না কেবল কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে এইমাত্র আলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদাই আগে পাশে দৃষ্টি না করিলে রাস্তায় এক দণ্ডও দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। পুষ্করিণীর জলও গলিত বৃক্ষাদি সম্পর্কে দুর্গন্ধময় ও বিবর্ণ, অভাবেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিতে হইতেছে এবং সেই পরিণামে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প বলিয়াই হউক, বা সমস্ত লোক নিঃস্ব বলিয়াই হউক, গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? রাজার প্রজার সম্পর্ক কি? রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে সুখে রাখিবেন, কিন্তু সুখ স্বর্গে বিচরণ করিতেছে, অথচ দিন দিন নূতন রাজকর নূতন আকারে রোগকগ্ন দুঃস্থ গ্রামের হৃদয় হইতে শোণিত শোষণ করিতেছে। কলিকাতায় শোভা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পাদন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লীগ্রামের উপকার কি? যেখানেই ইংরাজের বাস সেখানেই ত গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আকুল, এদিকে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দেখাইয়া এদেশীয়দিগকে আর পয় নাই সদাশয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে আমাদিগের দেশে একটী সরকারী রাস্তা ও একটী কেরিওয়ালা রাস্তা ভিন্ন দেশের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি এবং বিশেষ ব্যয় দেখিতে পাইবেন না। যদি আজি ঐ গ্রামে সামান্য একজন গোরাও থাকিত, তাহা হইলে কখনই গ্রামের এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। আমরা যেরূপ রাজকর দিয়া থাকি, একটী ইংরাজাধিষ্ঠিত দেশও সেইরূপ রাজকর দিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে কি নিমিত্ত এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়? এক্ষণে হয় ত গবর্ণমেণ্টের কর্ণ এককালে বধির হইয়া থাকিবে, কিন্তু যদি এই প্রস্তাবে একটী লাইবেল কথা সংস্কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সেই মুদ্রিত কর্ণ এককালে জাগরিত হইয়া মহা অক্ষালনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিবেন। রাজা সমদৃষ্টি না হইলে তাঁহার রাজত্ব বিশৃঙ্খলা মাত্র প্রভয়ে ভয়ে প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে না পারুক, কিন্তু মনের উপর রাজ শাসনের অধিকার কি? এক অধিকারে এক ভাবে এক আকারে সকলেরই যে, কেহ স্বর্গ কেহ নরক ভোগ করিতেছে, ইহা কিরূপ বিবেচনা বলিতে পারি না। রাজার সন্তান চাহিলে রাজার মাথা মনের ভাবও রাখা কর্ত্তব্য, মনুষ্য ভয়ে

তবে রাজার প্রতি সম্মান প্রকাশ রাজভক্তিপরায়ণ প্রজার প্রতি ভক্তির আতিশয্যের ন্যায়ই হইয়া থাকে। আর আমরা কিছু বলিতে চাহি বা কে বা শুনিবে, কাকেই বা বলিব, অরণ্যের রোদন অরণ্যেই বিলাইল। এক্ষণে আমাদিগের (কাপুরুষদের) অন্তিম স্থান বৈতরণীর উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম, যদি রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি হয়, মঙ্গল না হয় তথাপিও মঙ্গল। যেরূপে হউক, আমাদের উপসংহারেই প্রস্তাবের উপসংহার হইবে (১)।

তথাপি আমাদের অবজ্ঞাভাজন বলিয়াই মহিম বন্ধুর নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি আর কিছু করুন না নাই করুন, আমাদের অনুরোধে ও তাঁহার সদাশয়তা গুণে যদি এই প্রস্তাবটী একবার পাঠ করেন, তাহা হইলেও আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী
দক্ষিণ রায়পাড়া।

সম্পাদক প্রবর। আপনার পত্রিকার সুন্দর হেডিংটী দেখিয়া ৺ মধুর মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। অর্থাৎ বাঙ্গ শিল্প নৈপুণ্যের আমরা অবশ্যই প্রশংসা করিব, তিনি যিনি এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করুন তাহাও আমরা ইচ্ছা না করিব এমন নয়, কিন্তু এই দারিদ্র্যের অ ক্ষেপের যে আপনার মত ধীর সম্পাদক সমাজে বিবেচনা না করিয়া একদাত্র জগৎ বাবুর উৎসাহ দানার্থ লোক খ্যাত সোমপ্রকাশকে বিকলাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এমন লোক অতি বিরল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি সাহিত্য জগতের স্তম্ভ স্বরূপ, আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, আপনি সোমপ্রকাশকে একটী মূল্যবান্ নিধি বলিয়া নির্দ্দেশ না করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকা সুরেন্দ্র শিরোভূষণ সকলের মনে যখন এই বিশ্বাসটী বদ্ধমূলিত ভাবে রহিয়াছে, তখন তাহাতে অন্য সাজাইলে কাহার না মুখ উদ্ভাসিত হয়? পূর্ব্ব হেডিংটী পত্রিকার উপযুক্তই ছিল, কিন্তু নূতনটী তাহার গৌরবের না হইয়া যথেষ্ট উপহাস হইয়াছে। স ত্রের ও এবং প ত্রের র এমন গর্হিত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে সোম হয় পত্রিকা যেন আপন মুখশ্রী দেখাইতেও লজ্জাবগুণ্ঠন উত্তোলনে সমর্থ হয় না, সৌরবের আশায় ভক্তির আধার গাম্ভীর্য্যের আদর্শ সকলের মনের মত সোমপ্রকাশের এমন চঞ্চলা মূর্ত্তি কি পাঠকগণ ভাল বাসেন? মহাশয়! আপনি যেমন লেখুন না কেন সত্যের অনুরোধে বলিতে গেলে আমরা বড় ভাল দেখি না। কেবই ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রীত নহেন। আপনি জগৎ বাবুর প্রতি যে পর্য্যন্ত ভক্তিমত্তা দেখান উচিত দেখাইয়াছেন, এখন আপনার পাঠকগণের মনোরঞ্জন করা কি উচিত নয়? আপনাকে অনুরোধ করি, পূর্ব্বার পূর্ণ হেডিংটী প্রকাশ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করুন। ভরসা করি, আপনি অল্প সময়ের মনোযোগ পূরণে শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না (১)।

আমরা
শ্রীকালীকমল সান্যাল
প্রধান শিক্ষক।

যে জানে না এবং শিখে না কিন্তু
আমায় যে আমি জানি, তাহার
দুর্দ্দশা কখনও
ঘোচে না।

কতকগুলি অসারগর্ভ বাক্য বিন্যাস করিয়া প্রতিবাদ করা বিবাদ ভঞ্জ বিবোধন

(১) প্রতি গ্রন্থস্থ যদি আপন আপন মাসীর সীমা পরিষ্কার রাখেন, গ্রামের এত দুর্দ্দশা হয় না। দুঃখের বিষয় এই আমাদিগের দেশের লোক নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এত দূর উদাসীন যে এই সামান্য বাহ্য বিষয়েও দৃষ্টিহীন এমন কি কোন স্থান পুরিষত্যাগ হেমনি অমনি করিয়া থাকে। পুলিস কর্ম্মচারীরা যদি গ্রামবাসিদিগকে আপন আপন সীমা পরিষ্কার রাখিবার নিয়ম পান, তাহা হইলেও অনেক কাজ হয়। সুধী সম্পাদকদিগের অনুরোধ করি। ম।

(১) পাঠকবর্গের অনুরোধ দেখিয়া আমরা পূর্ণ হেডিং দিয়া সোমপ্রকাশ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি অদ্য বাবুকে অনুরোধ করি, [illegible] সোমপ্রকাশের মনোরঞ্জন হেডিংটী করিয়া [illegible]

প্রধানী ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ বহুদিনের সঞ্চিত সাহিত্যের অপমান পদাঘাত করিয়া বাহির করে উচিত হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; এই প্রকার কার্য্যকাল মূল্য অনুরাগিজনেরা ইহাতির উপর কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কথায় কথায় বাহাবাহ হওয়া উচিত অনুমোদিত কার্য্য নহে।

৩রা আষাঢ় প্রকাশিত, রঙ্গদর্শন পাঠের পত্রখানি এই প্রস্তাব উপসংহার্থে বাক্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পত্রপ্রেরক আমাদিগের অন্য প্রবন্ধটিতে মুগ্ধ হইয়া নিজেই যথার্থরূপে বিপত্তিগ্রস্ত হইয়াছেন। ভিন্ন মতের কোন স্থলেই প্রতিবাদ দেখায় না; পত্রপ্রেরক রঙ্গদর্শনের প্রতি একান্ত স্নেহবান, সুতরাং তাঁহার চক্ষে দোষ ত্রুটিও গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যদি দুই দোষ থাকিলে উপশাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহার উল্লেখ না করা হীনজন বিহিত চাটুকারিতার লক্ষণ। যাহারা দুষিত হইলাম, পত্রপ্রেরক এই চাটুকারিতা দোষে দুষিত হইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের মতে রঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শ। যাহাদিগের কণ্ঠ বিকৃত তাহাদিগেরই লোকটী হইতে যে এই প্রকার অসভ্যতাসূচক শব্দ দ্বারা নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রঙ্গদর্শন কিসে বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিতে এপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় নাই। রঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে তাহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এখনকার অবনতির অবস্থাই সূচনা হইয়াছে। সুধীগণই যাহারা কাঁথাদিগের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া [illegible] লেখনী হইতে একেবারে প্রকাশ অসভ্যতা চমৎকার ঘাবাবী, পাষাড়িনী, অসতী খাসমহলী [illegible] প্রভৃতি বাক্যসমূহ, অধিকাংশ লিখিত হয়, পত্র প্রেরকের [illegible] লোকের [illegible] আমার আশঙ্কা [illegible] সংস্কৃতজ্ঞ লেখনী আমাদিগের [illegible] আমাদিগের [illegible]

অমর্য্যাদাকারক ব্যক্তিরিক্ত অন্য নামে পরিচিত হইবেন না।

উদ্দীপনা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। আমরা বঙ্গদর্শনের প্রথম সমালোচনা (১) স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তা বলিয়া উক্ত চরিত প্রভৃতি উন্নতভাবাপন্ন প্রস্তাব নয়। পত্র প্রেরক যে কয়েকটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ে ভাবাগত দোষ বহল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এরূপ প্রস্তাব বঙ্গভাষায় দেখাই যায় না। পত্রপ্রেরক বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের কয়েক পাত উল্টাইয়া "বঙ্গদর্শন" বলিয়াছেন, অন্যথা এরূপ ভাষাভিজ্ঞতার সম্ভাবনা কোথায়?

পত্রপ্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন, "ভাষার" পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়"। পত্র প্রেরক যে ভাবেই এই বাক্য উপন্যস্ত করুন না কেন আমরা প্রকারান্তরে ইহাতে আস্থাবান হইতেছি। বঙ্গদর্শনের ভাষা বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুগত নহে, সুসংস্কৃত বঙ্গভাষার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না। ভাষা এইরূপ অসংস্কৃত বলিয়া সামাজিক গণও উহার অনুকরণপ্রয়াসী নহেন। সুতরাং বঙ্গদর্শনের ভাষা "অতুল্য" ও "অননুকরণীয়" এই উক্তর বিশেষণেই বিশেষিত।

রামদাস বাবু যে ভূয়োদর্শন বলে, অনেক অপ্রচলিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এটী আমরা অস্বীকার করি নাই। পত্রপ্রেরক এই প্রসঙ্গে যেরূপ অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। বস্তুতঃ রামদাস বাবু যেরূপ পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন বিষয়ের সমুদ্ধার করিতেছেন, তদ্রূপ কয় প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তৎপ্রণীত "মহাকবি কালিদাস" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ের অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রাম দাস বাবু যেরূপ ভাবে কালিদাসের অনুসন্ধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আস্থাবান হয়েন নাই।

ইংরাজী হইতে কাব (বাক্যগত গূঢ় তাৎপর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসম্পাদন প্রশংসনীয় বটে, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি। ইংরেজী ভাব (তদীয় ধর্ম্ম) ও বাঙ্গালী ভাব উভয়ই বহুদূর ব্যবহিত। সুতরাং ভাব প্রয়োগ বিষয়ে ইহাদিগের অনুকরণ বিধেয় নহে। ইংরাজেরা সে বিষয় যে ভাবে প্রয়োগ করেন, আমাদিগের পক্ষে ঠিক তদনুরূপ না করিয়া বাঙ্গালীভাবে ভাষা যেরূপে শোভা পায়, তাহাই করা উচিত। যিনি এই প্রথার বিপর্য্যয় করেন, তিনি অবশ্যই অসহৃদয় বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদর্শনের অনেক বাক্য বাঙ্গালী ভাবে প্রযুক্ত না করিয়া ইংরেজী ভাবে প্রযুক্ত হয়। এতদ্বিবন্ধনই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শনে যেখানে ইংরাজী শব্দের "হুড়াহুড়ি" করা হয়, তাহা অত্যন্ত দুষণীয় ও অমার্জ্জনীয়। যাঁহারা "আবসোলিট উটিট" "পবলিক ডিমর" "কেসয়ান" "পলিসেমী" প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র। উল্লিখিত ইংরেজী শব্দগুলি বঙ্গভাষায় প্রবিষ্ট হইলে কি তাহার উৎকর্ষ হইবে? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, যাঁহারা এইরূপ বথে স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা এবং যাঁহারা এই অমানুষদিগকে প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহারা মাতৃহত্যাজনিত অপরাধে অপরাধী। পত্র প্রেরকের মতে "আবসোলিউটিষ্ট" বলা দোষের নয়, কাজেই বলাই যুক্তিসিদ্ধ, জগদীশ্বর এই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য চতুর্দ্দিগের হস্ত হইতে ফৌগাঙ্গী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন

বঙ্কিম বাবু যাঁর ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানার্থই লংফেলকটর চিত্রিত করিয়াছেন পত্রপ্রেরক এরূপ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? প্রতিবাদ স্থলে এইরূপ অকপোল কল্পিত বাক্য উপন্যস্ত করা কি ঘোর অন্যায়াচরণ কার্য্য? ইহাতে কি অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাদ প্রিয়তা পরিস্ফুট হয় না? বঙ্কিম বাবু অবশ্যই কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের ফষ্টরচিত্র পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার অপলাপ করিতেছি না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগের লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অবথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ ঔদ্ধত্য এরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা নিতান্ত ক্ষোভ জনক। আমাদিগের আক্ষেপ এই, বঙ্কিম বাবু ফষ্টরচিত্র ইংরাজী কথা দিয়া নিরক্ষরের অসহ্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য ব্যবহার বর্ণন দ্বারা কি সুশিক্ষার চরিত্র উন্নতরূপে চিত্রিত হয় না? ইংরেজীর ছড়া না বাঁধিয়া ব্যবহারে কি ফষ্টরের চাকলা পরিস্ফুট হইতে পারে না? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "লংফেলকইর" প্রদেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলিয়াই ইংরেজীর অবতারণা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ, এসমান বাঁ জাহাঙ্গীর কি সংস্কৃত কলেজ মর্ষাল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া কি সমাসবহুল বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? পত্রপ্রেরক এস্থলে বাহুল্য ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ভীরুভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন? অদ্ভুত মত পোষণ করা কি?

পত্র প্রেরকের মতে "জগৎ" "মৃন্ময়ের" এই দুটী সংস্কৃত কথা দ্বারাই কাপালিক চরিত্র সম্যকরূপে অনুগত হয়। পত্রপ্রেরক কি গভীর মানব হৃদয় তত্ত্বজ্ঞ? ঐ দুই কথার স্থলে বাঙ্গালা শব্দ প্রযুক্ত হইলে কি তাহার চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইত না? দেশ কাল ও পাত্রানুসারে ভিন্ন ভাষায় লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দুই একটী সংস্কৃত কথা শুনিলেই যদি লোকের মন ভক্তিবিগলিত হয়, তাহা হইলে এরূপ অল্প ভক্ত পত্র প্রেরকের হৃদয় এই স্থান পাওয়ার যোগ্য। ফলে ভক্তি-

(১) ১২৭৯ সালের ১১ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ দেখ।

সার্জ্জ করিবার নিমিত্তই " কস্তুং " " মামনু " হয় " প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বাক্য বিন্যাস বিষয়ান্ধের মূঢ়তার পরিচায়ক।

পত্র প্রেরক " বিষবৃক্ষের " কিরূপ সমালোচনা করেন, জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কুতূহল জন্মিতেছে।

" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা " ব্যাপদেশে বঙ্গদর্শন সময়ে সময়ে নিতান্ত অধীরতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচন স্থলে ধীরতা সহকারে দোষ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গদর্শনের কপালে এই " ধীরত্ব " লিখেন নাই। পত্র প্রেরক ৰ-ক স্থলে লিখিয়াছেন সমালোচন স্থলে যাহা বলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ মোহান্ধ পক্ষপাতী তিনি যে বঙ্গদর্শনকে বঙ্গভাষার শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

আমরা বিদ্বেষ তাড়িত হইয়া বঙ্গদর্শনের সমালোচন ৪০ বৃত্ত করি নাই। পত্র প্রেরক অকারণে আমাদিগকে " পর হ সহিষ্ণু নিন্দক " বলিয়া নিতান্ত অসাধুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুসংস্কৃত ভাবাপন্ন হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমালোচন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিলেই যদি নিন্দক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমালোচকই এই দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন। পত্র প্রেরকের পরমসেব্য বঙ্কিম বাবুও বিশিষ্টরূপে উক্ত বিশেষণ ভাজন হইবেন। ফলে পত্র প্রেরক না জানিয়া অথবা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই পত্রের শীর্ষ লিখিত প্রথম বাক্যটীকেই অন্বর্থ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

উদাসীন।

নদীয়ার নদী।

১৮৭৩ সাল ১৫ ই আগষ্ট।

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] নদীয়ার নীচে ১২

তথা হইতে গড়িয়ার উপর		
১২ মাইলের মধ্যে		
তথা হইতে অগ্নিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে		
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে		
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১৮	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২২	
মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাপ।		
গঙ্গার মোহানায়	১৭	৯
তথা হইতে ডাঙ্গার পাড়া	১৪	৩
তথা হইতে ৭ট বোয়ালিয়া	১০	
তথা হইতে ১ নং কল	১৫	
তথা হইতে বোলবাড়ি	১১	
তথা হইতে আলিকদহ	১৯	
তথা হইতে ইকগাছ	২০	
অলঙ্গী নদী।		
মহানায়	১০	৬
তথা হইতে অলঙ্গী	১১	১
তথা হইতে	১১	১
তথা হইতে নদীয়া	১৭	১

১৮৭৩ সালের ১৮ ই আগষ্ট বহরমপুর ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	১

বহরমপুর ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিভ ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

"	" হরিমোহন বসুমজুমদার—রাজপুর	৪৫
"	" হরনাথচন্দ্র সিংহ—বরদা	১০
"	" দুর্গাধর শর্ম্মা—আমার দাঁড়ি	৫।০
"	" নবীনচন্দ্র দাস—মেদিনীপুর	১০
	[illegible]রিলাল মজী চৌধুরী	
	[illegible]বাপুর	১০

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মনিঅর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা নাম না লিখা পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৷০ ছয় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিবেন।

[illegible] সোমপুর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রতি সোমবার [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা / অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১ লা সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত; জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা — শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ৷৷০ আট আনা। বাগবাজার, বহুপাড়া, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

—০—

"জেলা ২৪ পরগণা অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে এ পর্য্যন্ত বালক শিক্ষার্থে কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল না, সম্প্রতি গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র লোক একত্র হইয়া একটী বিদ্যালয় "বেণীপুর মজবিদ্যালয়" নাম করণ পূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ের দীর্ঘায়ু হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অর্থাভাবে শিক্ষাকার্য্যের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এমন্নিমিত্ত দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী মহাশয় মহোদয়গণ সমীপে নিবেদন যে যদি তাঁহারা এই বিদ্যাশিক্ষার্থী নিরুপায় বালকগণের উপর কৃপাকটাক্ষ পূর্ব্বক এই গুরুতর স্বদেশ মঙ্গলকর বিষয়ের সাহায্যে কিঞ্চিৎ মনে যোগী হন, তাহা হইলে আমাদিগের আশা তরু সফল হয়।

বেণীপুর। ১২৮০

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরামচন্দ্র দাস বসু
ও শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস বসু

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের বিবরাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০—

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সন্তোষ উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই পুস্তকালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীরামচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—০—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল জ্বালাইবার পক্ষে সস্তা এবং কার্য্যকর এরূপ নয়, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা কলিয়া গ্যালন। যখন যিনি অর্ডর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া

সলিক এণ্ড ক্লাইব ষ্ট্রীট ১ নং ব.টী — ওয়াইজম্যান নিকেল রিফাইনিং কোম্পানি

গুপ্ত যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় বাটী কলিকাতা।

সুলভ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় এরূপ লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:০:—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা ষাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৷৷০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ আনা ৫।

সার্জ্জিক্যাল মূল্য ২, ডাক মাসুল ৷০ আনা।

ঐ প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আগামী হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা ৮৲ টাকা ও ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহার কৃত ভিষগ্রত্ন ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র লিখিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল পার্সেল খরচ ৷৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুবাদ ও পরিশিষ্টের অর্দ্ধ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল /০।

—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ছেদ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্গল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ছেদ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা।
বয়ন এণ্ড কোং।
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

—০০—

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ সুত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী উৎকট পীড়ার মহৌষধ উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল নিবেশিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৯ নং মোহার চিৎপুররোড কলিকাতা।
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাসুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ম" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩১
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ক্লিনিকাল ডায়গ্নোসিস
এবং তিদ্বীজ
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তৌত্তিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ রয়েল সাইজ ৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ ডাকমাসুল ৷৷০ উহার ঘরাই অতি

পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা, শালবাজার হিন্দুস্কুল-হেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী সুকঠিন পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায় মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৷৹। এতল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ৵০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ৷৶০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুস্কুলের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১৯ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট অনুসন্ধান করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দিনাজপুর ২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } এচ, বিটলি সি, ই দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

মত রাজা সর রাধাকান্ত বাহাদুরের (কে, সি, এস, আই) ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকলের পাট্টা দেওয়া যাইবে।

লাট নং ১—বাটী নং ১৫৫ চিতপুর রোড (তন্মধ্যে সভাবাজার নামক বাজার উহার অন্তর্গত নয়)

বাটী নং ১৫২ চিতপুর রোড
ঐ ঐ ১৫৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৫৭ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৬ (১৬১) ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৪৪ বালাখানা ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৭ বেচারাম চাটুয্যের লেন
ঐ ঐ ৬৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৮১ করণ ওয়ালিস ঐ
ঐ ঐ ২৮ হাতীবাগান ঐ
ঐ ঐ ৩২১ চিতপুর রোড
(বিতল বাটী, এক খণ্ড বৃহৎ ভূমিসহিত)
ঐ ঐ ৫১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫০ শ্যামবাজার ঐ
ঐ ঐ ১৫৪ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৬ কছুলেটোলা লেন
ঐ ঐ ১১ ঐ ঐ
ঐ ঐ ১৩ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৩ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১১ কুমার টুলী ষ্ট্রীট
বাটী নং ১৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১৫ ঐ ঐ
ঐ ঐ ৩০ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ১০১ অপার সারকি উলার রোড (ইহার যে অংশে মাণিকতলা বাজার আছে তাহা ভিন্ন)

লাট নং ২—তালুক কিসমত ইছাপুর এবং নবাবগঞ্জ, হাবিলিসবার পরগণা এবং উক্ত জিলা, কালেক্টরের চৌকী নং ৩৭৭, গবর্ণমেণ্টের খাজনা ২৯২৸৵৫।

লাট নং ৩—তালুক কিসমত হাবড়া এবং চয় হাবড়া, পরগণা মেদো পাইকান, জিলা হুগলী, কালেক্টরের চৌকী নং ৩৮২৯ এবং ৩৯৯৩, গবর্ণমেণ্টের খাজনা ৭৫৷৵০।

লাট নং ৪—বাটী নং ৫০ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট
ঐ ঐ ৫৫ ঐ ঐ

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার নিয়মাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং আফিসে বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের নিকট অথবা ওল্ড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে উঁহাদের এটর্ণি বাবু দীননাথ মল্লর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত একজিকিউটরদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ৬ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে একটী সাধারণ ডাকের নিয়ম করা হইবে, যিনি সর্ব্ব পেক্ষা অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধামত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

সংক্ষেপ মন্তব্য [illegible]

বঙ্গদেশে সাংক্রামিক সুরের আরম্ভ অবধি গবর্ণমেণ্ট [illegible] কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তথাপি [illegible] পরিত্যাগ

করিতেছেন না, ইহাতে আমাদিগের মনে এই আশা জন্মিতেছে, উহার কারণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। আমরা প্রজাহিতৈষী লার্ড মর্লবরুকে এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান দেখিতেছি। তিনি পূর্ব্বে স্বয়ং পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া কারণানুসন্ধায়িদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আবার নিম্নলিখিত বারটী প্রশ্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে উহার সদুত্তর প্রার্থী হইয়াছেন।

১। স্বল্পে অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না? যে সকল গ্রামস্থের জমীর স্বত্ব আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের, না, যাঁহারা তাহাদিগের কোর্ণা প্রজা তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হইয়াছে? গত কয়েক বৎসর ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তি যে দ্রব্য ভোজন করে, তাহার পরিমাণ কত?

২। যে জেলায় বসতি অল্প, তথাকার লোকেরা আক্রান্ত হইয়াছে কি না? এবং ঐ জ্বর সংঘাতক হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তথাকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বর্ত্তমান ও দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা ভাল কি না?

৩। যে জেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় তাহাদিগকেও কি ঐরূপ জ্বরক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে?

৪। যে জেলায় বসতি অতি ঘন সেখানকার লোকে কি ঐ জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে? যদি পাইয়া থাকে, সে জেলার সহিত যে জেলার লোকে জ্বর ভোগ করিয়াছে তাহার কি অন্য কোন পরিশ্রম ও কুবায়ু ঘটিত কোন ভেদ বিশেষ আছে?

৫। যে সকল জেলায় সাংক্রামিক জ্বর হইয়াছে, তাহার যে যে উপবিভাগে ঘন বসতি কিম্বা সেখানকার লোকের অবস্থা অতি মন্দ, সেই খানেই অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৬। লোকে সচরাচর কি আহার করিয়া থাকে? প্রতি পুরুষ, প্রতি স্ত্রী, প্রতি বালক বালিকা যে ভাত খায় তাহার আনুমানিক ওজন কত? উহারা দিনের মধ্যে কয় বারই বা আহার করিয়া থাকে?

৭। লোকে ছাউল অথবা প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের সদ্ব্যয়রূপে উপযোগ করে না, এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৮। ১৮৪০ অব্দ অবধি এ অংশে লোকের আহারের কি কোন পরিবর্ত্ত হইয়াছে? অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণে যত বার আহার করিত, এখন কি সেই পরিমাণে ততবার আহার করে না? অথবা পূর্ব্বে যে দ্রব্য ভোজন করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা অপকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করে? তাহারা কি খাদ্য দ্রব্যের উপযোগ কালে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক সাবধান হইয়াছে?

৯। দৈনিক মজুরির হারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইয়াছে? দৈনিক মজুরদিগের জীবিকা অর্জ্জনের কি কোন কষ্ট হইয়াছে? ভিক্ষুক ও নিঃস্ব ব্যক্তি কি অধিক?

১০। লোকে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা হীন বস্ত্র পরিধান করে? এখন কি তাহাদিগের বস্ত্র পাইবার অধিক কষ্ট হইয়াছে? এবং কি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুরাণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে না?

১১। এখন ভূমির উপরে কি অধিক চাপাচাপি হইয়াছে? গবাদি কি [illegible] ? কোন প্রজা কোন ভূমি [illegible] শ্রমিক লোকে কি তাহার

১২। যদি মৃত্যুসংখ্যা কমিল, লোকে কি দুর্ভিক্ষবর্ষের অনেক অংশে, অল্পক্লেশে অর্থাৎ আনাজে দিয়া দান করিবার ইচ্ছা করে?

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের এই আয়ত্ত। প্রশ্নগুলির সদুত্তর লাভ হইলে, লোকের নিদান নির্ণয় হয় হউক না হউক, এই একটী লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশের ব্যবহার কতক জানিতে পারিবেন। ভাল করিয়া যদি প্রশ্নগুলির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করা যায়, স্পষ্ট বুঝা যায়, গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা হইয়াছে, প্রজার অন্ন বস্ত্রের কষ্টই ঐ পীড়ার কারণ। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এটী কারণ নয়। আমরা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীর অন্ন বস্ত্রের যে প্রকার কষ্ট দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার সপ্তাংশের এক অংশ নাই। দিবাভাগে একবার রাত্রিতে একবার দুইবার ভাত খাওয়া এদেশের রীতি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, নীচ শ্রেণীর অধিকাংশের দুই সন্ধ্যা অন্ন জুটিত না। পূর্ব্বে এক আনা দেড় আনায় মজুর খাটিত। ঐ মজুরীও সকল দিন জুটিত না। এখন মজুরীর হার বৃদ্ধি হইয়াছে, খাটনীও প্রায় বন্ধ থাকে না। বিলাতী কাপড়ের আমদানী হওয়াতে বস্ত্রও বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পীড়ার কারণ নহে। তবে যাহাদিগের অবস্থা মন্দ, পীড়া হইলে তাহাদিগের অধিকাংশের মৃত্যু হয়, ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য। অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদিগের ভাল চিকিৎসা হয় না। পীড়ার সময়ে যেরূপ বায়ুর [illegible] তাহাদিগের তাহা [illegible] অকাল মৃত্যু [illegible] এই [illegible] লোকের উদরে [illegible]

গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যকর প্রদেশে ডাক্তার পাঠাইয়া দেন। ডাক্তারেরা স্বয় নিবারণার্থ বিষম ব্যগ্র হন। সুতরাং তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। রোগের পূর্ণ অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে আপাততঃ স্বর বন্ধ হয় বটে, কিন্তু প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগী সাবধান থাকিতে পারে না, কুপথ্যসেবী হয়, ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া যায়। যে প্রদেশে যা ক্রামিক জ্বর প্রবেশ করে, তথায় সাবধান হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ ও পথ্যের নিয়ম অতি শয় আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ডাক্তারদিগের এই উভয় বিষয়েই প্রায় যথোচিত মনোযোগ নাই।

আমরা ডাক্তার নহি, চিকিৎসা শাস্ত্রেও আমাদিগের বিদ্যা নাই, দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া তাহার দোষ গুণ নির্ণয় করি, আমাদিগের সে সামর্থ্যও নাই। অতএব মানুষ জনের সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। আমরা সে সাহস করি না। তবে দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমরা তাহাই গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি। বর্ষাকালে যাবতীয় পল্লীগ্রামেই পীড়ার বৃদ্ধি হয়। তাহার কারণ এই, বর্ষা প্রভাবে গ্রাম মধ্যে বন জঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হয়। বৃষ্টিতে ঐ সকল পঁচা দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল ভাল থাকে না। তবে যে বর্ষে বর্ষে অধিক হইয়া গ্রাম ধৌত হইয়া বিকৃত পদার্থগুলি মাঠে গিয়া পড়ে সে বৎসর পীড়া হয় না। গ্রাম ধৌত হইয়া সুন্দর রূপে জল নির্গম হইলে গ্রাম নীরোগ থাকে, আমরা তাহার আর একটী প্রমাণ দিতেছি। দামোদরের যখন উত্তর পার্শ্ব খোলা ছিল, তখন বন্যা হইয়া গ্রাম ধৌত করিয়া জল স্বচ্ছন্দ নির্গত হইত, পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না। এখন বন্যা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের গ্রামগুলি দীর্ঘ কাল জলে মগ্ন থাকে, তাহাতেই তথায় অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই, গ্রামগুলি যদি বন জঙ্গলশূন্য পরিষ্কৃত ও শুষ্ক থাকে, পীড়ার হ্রাস হয়। গবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বর্দ্ধমান পীড়ায় উৎসন্ন প্রায় হইল, তথায় আপাততঃ কর্ণেল হেথের প্রস্তাবিত খাল খনন আবশ্যক। ঐরূপ অন্য অন্য স্থানেও জল নির্গমের পথ ও গ্রামগুলি পরিষ্কৃত রাখিবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়মেণ্ট সভায় বিচার।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সুযোগ্য অডিটর জেনেরল টারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ও ভারতবর্ষের হিতৈষী মহাত্মা কলেট সাহেবের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের কথা উপস্থিত করা হয়। তাহাতে কলেট সাহেব প্রস্তাব করেন যে, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বিবেচনায় ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা চলিতেছে এবং শীঘ্র তাহার সদুপায় বিধান করা উচিত। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "যে অনর্থক ভয় প্রদর্শন করা কলেট সাহেবের স্বভাব। তিনি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ দেখেন বাস্তবিক তাহা নহে"। ইত্যাদি কলেট সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। তাহার মধ্যে তিনি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনকম টাক্স অন্যায় নহে এবং নিজ মত পোষণ করিবার জন্য লার্ড লরেন্স সর বার্টল ফ্রিয়র প্রভৃতি অনেকের মত তুলিয়াছেন এবং আর দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম টাক্স পুনরায় প্রচলিত করা হইতেছে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় করের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় কর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে লোকে চীৎকার করেন, তাহা নিতান্ত অমূলক, কারণ সমুদায় ভারতবর্ষ আয়তনে রুসিয়া ভিন্ন প্রায় সমুদায় ইউরোপের সমান; এই বৃহদায়তন স্থান হইতে স্থানীয় করের হিসাবে সমুদায়ে ২৭৫০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়, অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ১৸০ মাত্র পড়ে। ইহাকে কি গুরুতর কর বলে?

গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে কলেট সাহেব প্রার্থনা করেন যে সে দিন ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কথা বন্ধ থাকে, কারণ সে বিষয়ে তাঁহার বলিবার অনেক কথা আছে, সে দিন তাহা বলিবার সময় হইবে না, তিনি বারান্তরে সে সকল বলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে দিন কথা বন্ধ রাখা সভ্যদিগের মত না হওয়াতে তিনি গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যুত্তরে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এত অল্প সময়ের মধ্যে সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রত্যেক কথা এক একটী করিয়া কাটিয়া দেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ এই বক্তৃতাতে কলেট সাহেব ভারতবর্ষের যে প্রকার হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ না দিয়া

থাকিতে পারি পাম না তাঁহার মত বহু প্রায় আমাদের ভাগ্যে মিলে না। আমরা পাঠকগণের জন্য সমুদায় বক্তৃতা আটী অবিকল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিব ভাবিতেছি। সম্প্রতি তাহা হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ যে খলেই বুঝিতে পারিবেন ফসেট সাহেবের ক্ষমতা ও সহৃদয়তা কত।

"যদি সেই টাক্স (ইনকম টাক্স) ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী হইত, তাহা হইলে তাহা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভয়ানক ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন টাক্স এক দেশের উপযোগী হইলে যে অন্য দেশের পক্ষেও উপযোগী হইবে এ বিবেচনার ন্যূনা ভ্রমও আর নাই এবং ইনকম টাক্স যে ভারতবর্ষের উপযোগী নহে তাহার প্রচুর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে অতএব মেক্রেটারি ঈাহার মতের পোষকতার জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে বিজ্ঞ কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার। প্রত্যুত্তরে তিনি (ফসেট সাহেব) তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে চান, যাঁহারা এক কালিক্রমে তিন জনে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রজাদিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স আদায় করিবার দলের একজন লোক হওয়া অপেক্ষা কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়, মনে করিয়া গবর্ণর জেনরল ভিন্ন যাহার উপরে কেহ নাই এমন পদ পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, এই টাক্স অপেক্ষা বিরক্তিকর ও সাধারণ মত বিরুদ্ধ টাক্স মনে কল্পনা করা অসম্ভব এবং তৃতীয় ব্যক্তি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যে যদি তিনি রাজস্বের জন্য ইনকম টাক্স সংস্থাপন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজার বা কোন শক্তির সাধ্য নাই যে তাহাকে আর নিজ কর্ম্মে ধরিয়া রাখে। অতএব সেক্রেটারি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া লাভ লরেন্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু লাভ লরেন্স যে বলিয়াছেন যে, এই টাক্সের ন্যায় আর কোন টাক্স লোকের এতবিরাগ উৎপাদন করে নাই, সে কথাটী তিনি উল্লেখ করেন নাই। অতএব মেক্রেটারি বলিয়াছেন যে কয়েক বৎসর পরে আবার ইনকম টাক্স স্থাপন করিলে বরা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি (ফসেট সাহেব) বলেন, যাইতে পারে কেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের যেরূপ অপরিমিত ব্যয় হইতেছে তাহাতে নিশ্চয় ইহা স্থাপন করিতে হইবে। ইহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব সেক্রেটারি সেই বক্তৃতে তাঁহাকে এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে তিনি (ফসেট) রাজস্ব সম্বন্ধীয় সকল বুধা তর্ক লইয়া চাকে কাটি দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁহার এইরূপ আন্দোলনের এই ফল ফলিয়াছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। এই ঘটনাটি তাঁহাকে ভবিষ্যতেও এই প্রকার আন্দোলন করিতে উৎসাহিত করিতেছে।"

এই কথাগুলি পড়িয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করে এবং কে না ফসেট সাহেবের সাহস ও সহৃদয়তার প্রশংসা করেন? সাহস শুনুন, অতএব সেক্রেটারি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের স্থায়ীর কর সমুদায়ে ২৫৫০০০০০ টাকা বই নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অবস্থাগত কি অসামান্য প্রভেদ তাহা তিনি মহাসভাকে বিস্মৃত করিতে অনুরোধ করিয়া দিয়াছেন। এখানে [illegible] টাক্স লইয়া ৫০০০০০০ টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তুএখানে এ হিসাবে টাক্স লইলে ৫০০০০০০ এই টাকা উঠিত না। তবে ভারতবর্ষের প্রজারা ইংলণ্ডের প্রজাদিগের অপেক্ষা ৮ গুণ দরিদ্র। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা লাভজনক আয়তনে বৃহৎ একটী দেশ হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, ইংলণ্ড হইতে তাহার আট গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ০০০০০ এ সকল বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান বিজ্ঞ লাভ লরেন্স বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অধিকাংশ এত দরিদ্র যে তাহাদের কষ্টে দিন যাত্রা করাও কঠিন।" ইহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল ভক্ত সাহেবের ভ্রমের আর কি উত্তর হইতে পারে? আমাদের হুজুরেরা বিলাতে বসিয়া মনে করেন যে ভারতবর্ষে বুঝি বস্তুতই সোণা ফলিয়া থাকে। দেশের রাশি রাশি দুঃখী প্রাণী যে কি ক্লেশে দিনপাত করিতেছে তাহা একবার ভাবেন না। আজিও দেশের দশ আনা লোক আট আনা দিয়া যাহাতে শিবকে গড়াইতে পারে না। ইহা ছিন্ন যাঁহারা চাকরি করেন তাঁহারা যে খাটী কত টাকার জন্য কিরূপ মুখে হক উঠিয়া পরিশ্রম করেন তাঁহারা জানেন। বরং সেদিন ইংরাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে লোকের অতি অল্প পরিমাণে অর্থ সাহায্য হইতেছে বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত আর সমুদয় দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বিষয় স্মরণ কর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাম্প্রতিক লোক ক্ষয়ের বিষয় ভাবিয়া দেখ। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ভারতবর্ষের এতদ্দেশীয় প্রজাদের দুরবস্থা। [illegible] ভারতবর্ষের দুঃখ তাঁহারা এই দেশের [illegible] কি [illegible] কি [illegible] ?

সাহেবের শেষ কথাগুলি না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষীয়দিগকে ভারতবর্ষ শাসন বিষয়ে অধিকতর অধিকার দেওয়া আর একটী অত্যাবশ্যক সংস্কারের কার্য্য। ভারতবর্ষীয় কোন লোক সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পায় না যদি সে ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে না আসে, কিম্বা নিজ দেশের ইঞ্জিনিয়ার হইতে পায় না যদি এখানকার কুপার্স হিল কলেজে প্রবেশ না করে। টাইমস পত্রিকা সম্প্রতি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক রাজকীয় সুসম্বদ্ধতা, কারণ আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল বিষয়ের কেবল বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। প্রধানতম পত্রিকার সেই মতটী তুলিয়া তিনি (ফসেট) তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাহাতে তাঁহার (ফসেটের) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মতের সার মর্ম্ম বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে কি চাই—না মিতব্যয়িতা চাই—সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পর্য্যন্ত দেখা চাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটী পরিবারের গৃহের ন্যায় সকল বিষয়ে মনোযোগ চাই। সর্ব্বোপরি প্রার্থনীয় বিষয় এই যে রাজা ও প্রজাদিগের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত শাসন, আইন বিষয়ক সংস্কার এ সকল কিছুই হইবে না, যত দিন না ভারতবাসীরা বুঝিতে পারে যে দেশের শাসন বিষয়ে তাহারা অধিকার লাভ করিবে। যত দিন না ইংলণ্ড তাহা করিতে পারেন তত দিন যে তিনি অনাবৃত হইয়া ২০ কোটি লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুতরো দায়ী হইয়াছেন তাহার উপযুক্ত কিছুই করা হইবে না।"

ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট মহাশয়দিগের কর্ত্তাদের বিপক্ষে এরূপ কথা বলিবার লোক আছেন ইহা জানিলেও অনেক আনন্দ হয়। আমরা ফসেট সাহেবকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করুন। আমাদের ক্ষমতা অল্প আমরা তাঁহার কি প্রত্যুপকার করিব, এইমাত্র তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইতেছে।

—•—

সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটী।

বেহালা হইতে দক্ষিণ হরিনাভি মালঞ্চ পর্য্যন্ত স্থান সকল সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটী নামক এক মিউনিসিপাল কমিটীর অধীন। ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কার্ব্স সাহেব এই মিউনিসিপালিটির সভাপতি। বেহালা গ্রামে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১২ জন, তাহার মধ্যে অন্যূন ১০ জন বেহালার লোক, অবশিষ্ট দুই জন মাত্র গড়িয়া হরিনাভি মালঞ্চ প্রভৃতি স্থান হইতে লওয়া হইয়াছে। এই মিউনিসিপালিটি, হাউস টাক্সের হিসাবে বাৎসরিক প্রায় ২২০০০ হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে প্রায় ১৬০০০।১৭০০০ হাজার টাকা পুলিষ রক্ষার্থ ব্যয় হয় এবং টাক্স আদায় প্রভৃতি অন্যান্য কারণে বৎসরে প্রায় ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় ৪০০০ হাজার টাকা মিউনিসিপালিটীর হস্তে থাকে। এই টাকায় অধিকাংশই বেহালার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। মেম্বরদিগের মধ্যে অধিকাংশই বেহালার অধিবাসী এবং মিউনিসিপালিটীর কার্য্যটীও বেহালাতে বসিয়া থাকে, সুতরাং বেহালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেরই উপর মিউনিসিপালিটীর বিশেষ দৃষ্টি। যেখানার অভাব অগ্রে দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া হয়। সেই সকল অভাব পূরণ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়া থাকে। এইরূপ রাজপুর হরিনাভি মালঞ্চ প্রভৃতি স্থান সকল কলে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে গত কয়েক বৎসর হইতে সাংক্রামিক জ্বরের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে এখানকার রাস্তা পুল জলনির্গমের পথ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এবং এখানকার অধিবাসীরা যখন রীতিমত টাক্সও দিতেছেন তখন এসকল সুবিধার জন্য তাহাদের অনুযোগ করিবার অধিকারও আছে, কিন্তু বেহালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল সমুদায় অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাঁহাদের অনুযোগ কোন কার্য্যের হয় না। অথচ এতৎপ্রদেশীয় অধিবাসীদের আবেদনে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ব্রিবল সাহেব রাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাস্তা ঘাট প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের জন্য কিছু টাকা দিতে সম্মত হন, এবং বর্ত্তমান সভাপতিও আরও কিছু দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বেহালাতে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত টাকা হস্তগত হইল না, এবং যে হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প।

এই সকল কারণে রাজপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র মিউনিসপালিটীর জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ আবেদন করিবারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী স্বতন্ত্র হইলে এতৎপ্রদেশীয় লোকেরা বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের কত টাকা আয় আমাদের ব্যয় হইবে না, সুতরাং তাহাদের যথাসাধ্য

টাক্স দিতে প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত অর্থের ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিলে তাঁহারা আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারিবেন, ব্যয়ের ভার হস্তে থাকিলে অনুমান হইবে অন্য উপায়েও কার্য্যোদ্ধার করিতে বাধ্য হইবেন। তৃতীয়তঃ সম্প্রতি এ প্রদেশীয় দুইটী মাত্র লোক সভ্য আছেন এরূপ অবস্থায় আশা করা যায় না যে সেই দুইজন এই সকল গ্রামের অবস্থা অবগত থাকিবেন এবং এতদ্দেশের অভাব মিউনিসিপালিটির গোচর করিতে পারিবেন, কিন্তু একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে তদন্তর্গত সকল গ্রাম হইতেই সভ্য মনোনীত হইতে পারে এবং সমভাবে সকল গ্রামের অভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ উপস্থিত প্রণালী অনুসারে সমুদায় টাকা স্থানান্তরে ব্যয় হইয়া যাওয়াতে এ প্রদেশীয় ট্যাক্সদাতারা মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এক প্রকার প্রতারক মনে করিতেছেন, কিন্তু মিউনিসিপালিটী হইলে তাঁহাদের অর্থ নিজেরা ব্যয় করিতে পারিবেন বলিয়া অনুমান হয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন বিরাগের কারণ থাকিবে না। পঞ্চমতঃ একণে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে প্রকার লোক রাখিতে হয় এবং একারণে যেরূপ ব্যয় হয় স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইলে সে প্রকার ব্যয়ের অনেক সংক্ষেপ হইতে পারে, কারণ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী আপনার সভ্যদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্য করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ একণে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বিদেশের লোক অধিকাংশ সুতরাং এ প্রদেশীয় লোকেরা অনেক সংস্কারের কার্য্যে (সহরের স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতি) অনেক সময় বাধা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য আপনাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু স্বার্থত্যাগ বিনা মিউনিসিপালিটী হইলে সভ্যগণ অনেক স্থলে স্বার্থ হইতে পারে। কারণ দেশের মান্য গণ্য লোকের অনুরোধ সকলেই শুনিয়া থাকেন।

এই সকল কারণে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা এই আবেদন গ্রাহ্য করেন। কিন্তু সহরটী মিউনিসিপালিটী হওয়ায় ট্যাক্স আরোহণ করে এবং বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত কতকগুলি কথা আছে তাহা এই স্থানে বলা উচিত। প্রথমতঃ সে মিউনিসিপালিটীর সভ্যপতি কে হইবেন? বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর সভ্যপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংস্কারক লোক। বাঁকিপুরে যিনের মিউনিসিপালিটী আছে, তাহারও সভ্যপতি একজন গবর্ণমেণ্ট সংস্কারী লোক। ইহাতে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের হেড্ অফ্ ডিপার্টমেণ্ট সভ্যপতি করার গবর্ণমেণ্টের হেড্ অফ্ উদ্দেশ্য আছে। সম্ভবতের বিবেচনায় ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে। ১ম গবর্ণমেণ্ট সংস্কারক একজন দেশীয় লোক সভাপতি থাকিলে মিউনিসিপালিটীর গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। ২য় এতদ্দেশীয় লোকেরা যেরূপ অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের হাত না থাকিলে মিউনিসিপালিটীকে রাহু না করিতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞ করিবার জন্য যদি এই সকল উপায়ের অবলম্বন হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট দূরে না থাকিয়া নিকটে থাকিলে ভাল। গবর্ণমেণ্ট সংস্কারক কোন লোক না থাকিলে বিরোধ হইবার যত সম্ভাবনা, থাকাতে তাহার অপেক্ষা অধিক বিবাদের কারণ হয়। কারণ গবর্ণমেণ্ট সংস্কারক লোক সেখানেই লোকের [illegible] মিউনিসিপালিটী করা আছে, অধিক টাক্স [illegible] বার জন্য [illegible] শেষে [illegible] এ সাধারণ [illegible] হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য লোক কই? স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইয়া কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তাহা সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন। এ আপত্তি বাস্তবিক গুরুতর বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা যদি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক দেখাইয়া দিতে না পারেন তাঁহারা যে নিন্দার ভাজন হওয়া উচিত। যাহা হউক যদি গবর্ণমেণ্ট সংস্কারক কোন লোককে সভাপতি করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট একজনকে দিয়া কার্য্য করিয়া লইবেন, কিন্তু যাহাতে আর "ফেলো" হই হাতিতে না পারে তাহার উপায় করুন।

উপসংহারকালে আমরা এতদ্দেশীয় ইংরাজী ব্যবসায়ী ও ইংরাজী ব্যবসায়ীদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হউন। কেবল বিদ্বেষ ভাবের জন্য ও সাধারণের [illegible] [illegible] [illegible]

মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা করুন। দেশের অবস্থা ও হিতাহিত বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করুন। দেশের ও গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখুন এবং সেই সকল লইয়া আন্দোলন করিতে আরম্ভ করুন। এ সমুদায় যদিও আমাদের পক্ষে নূতন ব্যাপার তথাপি উঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই ইউরোপীয় জাতিরা স্বাধীনতা ও সভ্যতাতে অগ্রসর হইয়াছেন। মাতব্বরি ও বৃথা আমোদ দ্বারা দেশীয় বৃদ্ধ ও অজ্ঞ লোকদিগকে বিরক্ত না করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই সকল ভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের সুখের অবস্থা আসিবেই আসিবে

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই ভাদ্র সোমবার।

পাবনার প্রজা বিপ্লবের শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোলযোগ মিটে নাই। প্রজারা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণানুসারে শান্তভাবে জমীদারদিগের দাওয়ার প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এদিগে ত এই, আবার বাজারের গোলা সম্বন্ধে কাবেল সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে পাবনার মাজিষ্ট্রেট এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, জমীদারদিগের বাজারের গোলা তুলিবার কোন অধিকার নাই, ইহাতে বাজারের দোকানদারেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমীদারদিগের প্রতি কাবেল সাহেবের ও বগতি দেখিয়া আমাদিগের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেবের লীলা বিচিত্র। সম্প্রতি তিনি নিয়ম করিয়াছেন, যদি কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া হাসপাতাল কি ডিস্পেন্সরি স্থাপন করেন, তিনি উহাতে যে টাকা দিবেন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাবৎ ঐ টাকা দিবেন এরূপ লিখিয়া দিতে হইবে। বিদ্যু পেট্রিয়ট বলিয়াছেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিজ্ঞাত টাকার সহিত তাহাদিগের উত্তরাধিকারিদিগের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এটী ঠিক নীলকরদিগের দাদনের ন্যায় হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, সেসিয়ন কোর্টের বিচারে জুরের সংখ্যা ৯ জনের অধিক হইবে না।

রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ের রামগঙ্গার উপরে যে সেতু ছিল তাহা ভাসিয়া গিয়াছে এবং উজ্জয়িনীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভরতপুর প্লাবিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা হোট আদালতে একটী মকদ্দমা উপলক্ষে এই একটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মিউনিসিপালিটী একটী বাটীর উপর কিরূপ কর ধার্য্য করিতে পারেন কি না? একটী কর দুষাধীকে অপর একটী বাড়ীওয়ালাকে দিতে হইবে। এবিষয়ের এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই।

বারাণসীতে গঙ্গার উপরে একটী সেতু হইবার কথা হইতেছে।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বাঙ্গালা বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত বর্ম্মপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পত্নী একবারে ৪ কন্যা প্রসব করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সন্তানদিগের মৃত্যু হয়। ৪ দিন পরে প্রসূতীও পরলোক গমন করিয়াছে।

বোম্বাইর একজন ইউরোপ মাষ্টার একজন মেথরকে একটী উচ্চ জাতীয় হিন্দুর সহিত এক গাড়িতে তুলিয়া দেওয়াতে হিন্দু তাঁহার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসর মধ্যে মান্দ্রাজের অন্ধ নিবাসে ১৩০০০ অন্ধ একবারে চক্ষু রোগ হইতে মুক্ত হয়। ৫০০০ লোকে কতক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে উক্ত নিবাসে ১৪১৯ জন অন্ধ আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ন বলেন, তথায় সাধারণের সংগৃহীত শূকরের চর্ব্ব বিশ্লিষ্ট করিয়া বিক্রয় করে। কেবল ম্যাঞ্চেষ্টর বলিয়া কেন পণ্য দ্রব্য এরূপ প্রতারণা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, একজন অন্ধ একদা এক চৌমাথা পার হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ি বেগে আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় এক অজ্ঞাত যুবতী দাঙ্গা মারিয়া এরূপ কৌশলে ঐ অন্ধকে ঘুরে ফেলিল যে তাৎক্ষণেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। ঐ গাড়িতে যিনি ছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তি। তাঁহারও বিবাহ হয় নাই। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহস ও পরহিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। স্ত্রী লোকটী সকল বিষয়ে সামান্যা হইলেও কেবল ঐ কারণে তিনি উহাকে বিবাহ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে বড় একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে এখন প্রতি দিন অনেক অজ্ঞা যুবতী চৌমাথার ধারে বৃদ্ধ ব্যক্তির গাড়ি চাপা পড়িবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইচ্ছা এই, তাহা হইলে তাহারাও ঐরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস দেখাইয়া বড় লোকের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে।

বিদ্যুৎ বলেন, এসহযুদ্ধার পাল সংক্রান্ত ভবানীপুরের এক ব্যক্তিকে গোক্ষুর সর্পে দংশন করে, ভাগ্যক্রমে সেই সময় ঐ ডাক্তার উহাকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে অপনার একটী কন্যাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া আমেরিকার কোন সেসিয়ন কোর্টে উহার ৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করাতে উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আজ্ঞা হয়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আবার ঐ দণ্ড কমাইয়া ৬ মাস কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কন্যা হত্যা করে, সে সময় সেসিয়ন আদা-

লর্ড ও গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভাল অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মফাটের কুতপুর্ব্ব ইমাম বেলুচিস্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

আফ্রোদের একজন পুলিস ইন্সপেক্টর একজন অপরাধীকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইন্সপেক্টরের ফাঁসী হইয়াছে। এতদ্দর্শনে পুলিস কর্ম্মচারিদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

মেটিব পলিটিক্স এণ্ডিমিয়ন বলেন, এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দুই জন সহচর সমভিব্যাহারে মথুরায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে এক বৃক্ষ তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, একটী সর্প জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটী ছুঁচোর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। উহার গমনে সমুদায় ফুল পুড়িয়া গেল।

সিন্ধিয়ার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে চৌর্য্য নিবারণার্থ একটী চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংলিসম্যান বলেন, চৌর্য্য কার্য্য সংঘটিত হইলে যত দিন না চোর ধরা পড়ে তত দিন কোতয়াল ও অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীকে বেতন দেন না। এটী মন্দ উপায় নয়।

গত মে মাসে কলিকাতা হইতে ৬৭৩ কুলি মরিসসে এবং ৫৭৭ কুলি সাইগনে গমন করে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সিলেটকে আসামের অধীন করাতে তত্রত্য কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কাছেল সাহেবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

ডে, ডব্লিউ গার্ডিনার সাহেব কিছু বিলম্বের জন্য রাজস্ব বিভাগে অওর লেজে টাঁরি হইয়াছেন।

অদ্ভুত রামায়ণের [illegible] আমেরিকার [illegible] পত্রে লিখিত হইয়াছে এক [illegible] একটী মদ্য ছিল, উহা পিপার [illegible] পান করায় ঘোড়া উহা অতিরিক্ত [illegible] পান করায় ঘোড়া উহা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অশ্বস্বামী মনে ভাবিলেন যে ঘোড়া অধিক বিয়ার পান করিয়া মরিয়া গিয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি তাহার শরীর হইতে সমুদয় চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইলেন। চর্ম্মশূন্য মৃত অশ্ব পড়িয়া থাকিল। পরদিন প্রাতে অশ্বস্বামী গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, যে কি একটী ভয়ানক জন্তু, গাত্রে চর্ম্ম নাই, লোম নাই, তাহার মুখের সম্মুখে ফুল আবদ্ধ করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া প্রথম ভয়ে পলাইবার উদ্যোগ করেন, শেষে আপনার চাকর ও প্রতিবাসী সমুদয় একত্রিত হইয়া বন্দুক তরবার প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্ব আপনার বাড়ীতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, স্বত্বাধী তখন ঠেক পাইলেন যে এটী তাহার অশ্ব। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে অশ্বের মৃত্যু হয় নাই অধিক বিয়ার পান করা উহা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অশ্ব স্বামী তখন হাত সরত হইয়া একজন অশ্ব চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলেন এবং তিনি চর্ম্ম ছাড়াইয়া হইতে চর্ম্ম আনিয়া উহার শরীরে চর্ম্ম ও লোম লাগাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সমাচারটী সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যিনি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ইহা সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের একটী গল্প মনে পড়িল। একদা পশ্চিম দেশীয় একজন বলবান পুরুষ অসল মদ্যে মত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উহার হস্তে অস্ত্রাদি কিছুই ছিল না, সে দুই হস্ত দ্বারা প্রাণপণে বাঘটীকে ধরিল, বাঘ বিপদ দেখিয়া উহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, শেষে ঐ ব্যক্তি উহার লাঙ্গুল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, কিয়ৎক্ষণ টানাটানির পর বাঘটীর কপোলদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গিয়া সমুদয় চামড়াখানি খুলিয়া উহার হাতে আসিল, ছাড়ান বাঘ চীৎকার করিতে করিতে বনে পলাইয়া [illegible] বনে গিয়া পুনরায় নূতন [illegible] পরিধান করিয়া [illegible] দিবার, বাহির করিতে লাগিল কিন্তু, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, তাহা পারে নাই।

এক ব্যক্তি আবেদন করিয়া কাপ্তেনের বিরুদ্ধে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, [illegible] পাওনা বাকী [illegible] পুত্র আমার [illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] ছিল, পরীক্ষা দিবে বলিয়া কতকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিল না বলিয়া বিদ্যালয়ের অনুন্নতি ভাবিয়া ইন্সপেক্টর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

অমৃতসর হরিতকিপ্রকাশিনী সভার সম্পাদক প্রস্তাবনা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীযুতী মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত সভায় ২০ মুদ্রা টাকা দান করিয়াছেন।

১১ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে পুনরায় আগামী বৎসরের জন্য প্রথম দুইটী ঠাকুরের আইন অধ্যাপক মনোনীত করা হইয়াছে।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের ন্যায় এদেশীয় ভদ্রলোকও ক্রমে পর্ব্বত বাস প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। বহিমুরের রাজা উৎকল মধ্যে "ফারণ্ হিল" নামক একটী বাটী ১০ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। রাজা গ্রীষ্ম কালে এই বাটীতে অবস্থান করিবেন।

গতবার আষাঢ়ে একটী ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া ৩৫ টী বাটী পতিত হইয়াছে এবং ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সেবা সেমি দুর্ঘটনাস্থলে আসি কয়নি কিছু তীবন দুর্দ্দশা বারণ করিতেছে।

বিজ্ঞাপনে রাজর্ষি-ভবের মানে আমরা গবর্ণর জেনারেলের ভবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ ভবনাদিগের জন্য আর একটী শিক্ষা শিবির করিবার মানস করিয়াছেন। আমাদিগের প্রবেশ [illegible] হইবে, তখন [illegible] আমাদিগের [illegible] প্রণালীটী [illegible] কোনের [illegible] আসিবে।

ডবলিউ এচ, ম্যাগাউন সাহেব মধ্য প্রদেশের পোষ্ট আফিস সমূহের প্রধান ভম ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, আলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি আর্ভিনের মৃত্যু হইয়াছে।

হিন্দুরিফরমর বলেন, লোনসিংহ নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য যাওয়া হয়। তাঁহার উপযুক্ত পৌত্র এক দিন দুরা পথে উপস্থিত হইলে পিতামহের অস্থি গঙ্গায় দিতে হইবে মনে হয়। তিনি মনে করিলেন, উদয়ের মধ্যেই ত গঙ্গা দেবী রহিয়াছেন, তবে আর অপেক্ষা কি? তৎক্ষণাৎ বিলাতি গঙ্গা জলে মিশ্রিত করিয়া অস্থি উদয় গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেই দিবসেই তাহার ও গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে।

১২ ই ভাদ্র বুধবার।

ষ্টারজিলিঙ্গ মিউস বলেন, পাঙ্খাবাড়ীর নিকটস্থ একটী চা-ক্ষেত্রের কুলিরা এতদূর সভ্য হইয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা সামান্য কুলিদিগকেও এত দূর সভ্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহাদিগের ক্ষমতাকে ধন্য।

চাকায় সর্ব্বোচ্চ হারে এবং অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধহারে লবণাক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্প্রতি আর একজন টিপু বংশীয় পেন্সনভোগীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মাসিক ১ টাকা পেন্সন পাইতেন। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজমে একটী দ্বিমস্তক সর্প আনা হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ কোল কোম্পানির পার্শ্ববর্ত্তী বাবু পান্না লালের একটী কয়লার খনি অদ্যাপি পুড়িতেছে। কিরূপে আগুন লাগে তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যাহাতে ঐ আগুন অন্যান্য খনিতে বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে।

১৩ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

অতিবৃষ্টিনিবন্ধন আগ্রার অনেক গৃহ পতিত হইয়াছে।

মধ্য আসিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য লুধীয়তে এক কোম্পানি হইয়াছে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এ নিমিত্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সিমলার ব্যবস্থাপক সভার মুরসিদাবাদের নবাবকে তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। তাহার ঋণগুলি স্থির করিয়া তাহার একটী ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিল প্রস্তুত হইবে।

রায়বেরিলিতে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা মুলুর একজন পূর্ব্বতন রাজার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। রাজার এই সংস্কার ছিল, স্বর্ণ মোহরগুলি ভোজে দিলে ভাল হয়, ঐগুলি উদটাইয়া দিবার জন্য যে সকল চাকর নিযুক্ত হইত উহারা পারে আঠা মাখাইয়া মোহর চুরি করিত। গণনা করিয়া তুলিবার সময় মোহর কমিয়া গেলে রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত ভোজে শুকাইয়া কমিয়া গিয়াছে। আমরা নবাবের মণিমুক্তা ও মোহরাদির এইরূপ শুকি যাবের কথা শুনিয়াছি।

১৪ ই ভাদ্র শুক্রবার।

প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে কর আদায় সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে আজ্ঞা দেন এবং যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বনের প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। কাবেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, যদি কোন জমীদার অন্যায়রূপে কর আদায় দ্বারা প্রজাপীড়ন করেন, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা অবিলম্বে সে বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং প্রজাদিগের যত অন্যায়ত রাখিয়া যাহাতে এরূপ পীড়নের উন্মূলন হয় তাহার নিমিত্ত আইনসঙ্গত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন। সে দিন লবণাক্ত সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র দ্বারা যাহাতে জমীদারদিগকে অতিরিক্ত কোনরূপ কর দেওয়া না হয় তদ্বিষয়ে প্রজাগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা জমীদারদিগের বড় বিপদ দেখিতেছি। কাবেল সাহেবের দৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পতিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

হুগলী জিলাতে ডে-ডাস খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া বর্দ্ধমানের কমিশনর বকলাণ্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় জুয়াখেলার আইন উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেবের প্রস্তাব মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত আইন হইলেই কাজ হয় না। কলিকাতা ও উপনগর কি উক্ত আইন প্রচলিত নাই? কিন্তু থাকিলে কি হইবে জুয়াখেলা প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিসের সম্মুখে নিঃশঙ্ক চিত্তে খেলিতে থাকে।

গত মঙ্গলবার গঙ্গায় একটী শ্বেত হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে।

আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে, উহা "সিন্ধিয়া স্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহার দিক রক্ষণ রাখিলেন।

কাবুলের আমীর সিরাজ আলী স্বীয় রাজ্যের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনার্থ সময়ে সময়ে মিলি কাউন্সিলের অধিবেশন করিবার মানস করিয়াছেন।

১৫ ই ভাদ্র শনিবার।

আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের নাজীর বাবু কুমুদনাথ ঘোষাল উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারা দণ্ড হইয়াছে। উপরি লাভের এই মধুময় ফল।

পিয়রসিয়র বলেন, জাঞ্জিবারের সুলতান ইংলণ্ড দর্শনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পারস্যের সাহা যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন সুলতান তথায় যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্মত হন নাই, বোধ হয় তাহাতেই অপমান বোধ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ এ আগষ্ট। শ্রীযুক্ত জে, এফ ডিবেল সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীস্থ কটকের অতিরিক্ত ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২২ এ আগষ্ট। হাবড়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, এম, ডুয়াণ্ড সাহেব আলিপুরে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল রাজার জন্য গবর্ণর জেনরলের নিয়োজিত এজেণ্ট লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এম, টমসন সাহেব উক্ত রাজার বাসস্থানের সীমার মধ্য হইতে যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার বিচার করণার্থ ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রতনলাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এস, ওয়াসলি সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ত্রিহুতের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

কটকের সহকারী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এচ, ওয়েকিলন সাহেব ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

রঙ্গপুরের সহকারী কমিসরিয়ট লেপ্টেনণ্ট ডব লিউ এ হলবরস সাহেব মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২৬ এ আগষ্ট। লেপ্টেনণ্ট এম, এ জে সাহেব আসাম বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ আগষ্ট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লার অতিরিক্ত সুপারভাইজরের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু বিহারীলাল চন্দ্র কুমিল্লার অতিরিক্ত সুপারভাইজরের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

সি মার্শাল

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

২০ এ আগষ্ট। সিলেটের অতিরিক্ত সুপারভাইজর বাবু শ্যামাচরণ রায় বি এল কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। মৌলবী মোবারক আলী কিছুদিনের জন্য টিপারার অন্তর্গত রাঙ্গামাটির প্রতিনিধি সুপারভাইজর হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কিছুদিনের জন্য টিপারার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত সুপারভাইজর হইলেন।

এ, মাকেঞ্জি

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে যাহারা ঋণ করিয়া টাকা লয় উহাঁদিগের বিচার হইতেছে। উহারা মিউনেট হইতে যেরূপে পলায়ন করিবার চেষ্টা পায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক লোক অব্যাহতি পাইয়াছিল।

কার্লিষ্টরা বার্গসে জয় লাভ করিয়াছে, বিলবোয়াতে আরো সৈন্য পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। মোটকোতে একটী রেলওয়ে হইবার কথা হইয়া অনেকে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মণ্ডেল সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পদস্থ থাকিবেন।

চ্যানেল পত্র আয়ার্লণ্ড সাহেবকে তাঁহার পদে বিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, মিউনিসিপল অব আর্থিন ঐ অভিপ্রায় গ্রহণ করেন, লোমসাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কাষ্টে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আলাকোকের মেলা মেডির নিকটস্থ প্রায় ৫০০ ইংরাজ যাত্রিক গমন করিতেছে।

কার্লিষ্টরা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। সেরাণ্ডি কাম্পস আরো অধিক সৈন্যের প্রতীক্ষায় আছেন। ক্লেপমের লাভয় চরণ্ডি সকল প্রস্তুত করিয়াছে। বিলবোয়ার কর্তৃপক্ষগণ বিদেশীয় জাহাজ সকলকে বন্দর পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডে আজি কালি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় কিছু আধিক্য হইয়াছে। গত কল্য বার্মিংহামে মাল গাড়ির সহিত একটী আরোহী টেণের ধাক্কা লাগিয়া অনেকে আহত হয়।

ফ্রান্সিস ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া [illegible] যাবজ্জীবন কারা দণ্ড [illegible]

মেলবোর্ণ এ গভর্ণমেণ্ট হাউসে [illegible] ইথরাজ কোম্পানির ১০ লক্ষ অংশের অধি[illegible] হইয়াছে। ১৩০ পরিবার স্বাধীন হইয়াছে।

ডর্বির সম্রাট তিষ্টীয় এমাসুএলকে আক্রমণ করাতে তিনি বালিনে দর্শনার্থ গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৯ এ জুলাই এবং বোম্বাই হইতে ১ লা আগষ্ট যাত্রা করে উহা অদ্য আনুমানিক সময়ে উপনীত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। ৭ই শ্রাবণ বিহারীর সোমপ্রকাশে বৈদ্যজাতীয় বহিষ্কারক গুপ্তের একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি বৈদ্যজাতির উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করিয়াছেন আপনিও সেই পত্রের একটী সোট দিয়াছেন। পত্র প্রেরক অম্বষ্ঠ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন আপনি অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক হউক আর যেকের সংস্কার থাকে, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও সেই মত, সুতরাং সমুদয় আপনার মূলাধার উড়িতে কে বিশ্বাস করিবে? আমি এতৎসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞাত আছি তাহা লিখিতেছি। প্রার্থনা যে পত্র আমি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এক বিহারীর পাত্রিত্যপূর্ণ সমুদয় পত্রখানি প্রকাশ করি যেরূপ তাহা হইলে পাঠকগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়।

২। পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় অম্বষ্ঠ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন এবং সেই অম্বষ্ঠ জাতিকে চিকিৎসা দ্বারা [illegible] লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তিনি [illegible] অধিকাংশস্থল [illegible] বৈদ্যকুলগুরু অবলম্বন করিয়া [illegible] লিখিয়াছেন, সুতরাং [illegible] অন্যান্য [illegible] ধন্যবাদ [illegible]

৩। ভরত নিজে বৈদ্যজাতিস্থ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার কৃত অভিধানের টীকাতে উল্লেখ আছে " নত্বাশঙ্করবর্মণ গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজঃ অভিধীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুদ্ধ বোধিনীং "। তিনি বৈদ্য কুলতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলিয়াছেন। তিনি অম্বষ্ঠ গৌরব জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এই—বিপ্রাম্বষ্ঠাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং। তাভ্যোহম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোপিবা। বৈশ্যা শূদ্রোক্ত রাজন্যা-ম্বা বয়োর্যো সুতৌ স্মৃতৌ। বৈশ্যাতু করণঃ শূদ্রায়াং বিন্নাম্বের বিধিঃস্মৃতঃ। এতদ্দ্বারা পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক জাত সন্তান অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত, অতএব তিনি বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্র কন্যকা উপযেমিরে, ইত্যাদি। যুক্তি যুক্তি করিয়া তিনি অম্বষ্ঠকে বৈদ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কোন শাসন উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি পরাশর সংহিতার বচন বলিয়া নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণা জ্জাতো হম্বষ্ঠোহি মুনি সত্তম। ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনি পুঙ্গবৈঃ। কিন্তু সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে মুদ্রিত পরাশর সংহিতাতে ঐরূপ কোন বচন দৃষ্টি গোচর হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে পরাশর সংহিতাতে " বৈশ্য কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ। আম্বিকাঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ভোজ্যা বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ। তিনি শঙ্খের বলিয়া নিম্নলিখিত বচন তুলিয়াছেন " বেদাজ্ঞা ভোহিবৈদ্যঃ সাম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ কিন্তু শঙ্খ সংহিতাতেও তদ্রূপ কোন বচন দেখা গেল না। তিনি হারিতের বলিয়া "ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি অম্বীপাক দ্বিজাএবাং বধা পূর্ব্বক গৌরবং বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে হারীত সংহিতাতে ঐ বচনটি পাইলাম না হারীত সংহিতাতে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সঙ্কর জাতির উল্লেখ মাত্র নাই। পরিশেষে তিনি বলেন " আম্বষ্ঠৈর্যোপনয়নাৎ বৈদ্যোদ্বিজ ইতি স্মৃতঃ। ইতি বৈদ্যকেতিহাস প্রবেশঃ। কোন্ প্রমাণানুসারে ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৪। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক জাতি ইহার কোন প্রমাণ নাই পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ভিন্ন জাতি। অমর সিংহ কৃত অভিধানে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে এক বলা হয় নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়বর্গে "রোগহার্য্য বক্তারোভিষক্ বৈদ্য স্চিকিৎ সকঃ" বলিয়া বৈদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যস্থানে শূদ্রবর্গে সংকীর্ণ জাতিগণমধ্যে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন " আম্বষ্ঠোলম্ভ সংকীর্ণা মম্বষ্ঠ করণা হয়ঃ। এতদ্দ্বারা বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক বলিয়া প্রতীতি হয় না। টীকাকর্ত্তা কহেন, অম্বষ্ঠঃ অয়ং চিকিৎসা বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। সেই টীকাকর্ত্তা ঘোষ হয় বৈদ্যজাতীয় হইবেন। তাহার নাম ভরত। যাহা হউক, তিনি যে জাতি হউন অম্বষ্ঠ যে বৈদ্য ইহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। সংহিতাতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে মনু সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে—হুতাশ ময় সাধ্য অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং " লেখা আছে। ইহা দ্বারা অম্বষ্ঠের চিকিৎসা ব্যবসায় থাকা জানা যায়। এইরূপ ব্যবসায় দেখিয়া জাতি অনুমান করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। বিশ্বামিত্রের পুত্র শুক্রত ক্ষত্রিয়বং বিশ্বোবাস হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারাও চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তাহা বলিয়া কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য হবে? মনু সংহিতায় ঐ বচন এবং বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এই দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বৈদ্যগণের সপক্ষ একটি অনুমান হয় মাত্র, কিন্তু নিম্নলিখিত যুক্তিযুক্ত প্রমাণ সকলে, তাহা খণ্ডিত হইতেছে।

৫। অমর সিংহ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়া দুই জাতি বলিয়া প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অম্বষ্ঠগণ সংহিতার লিখনানুসারে যদিচ দ্বিজ বর্ণের মধ্যে বলিয়া বোধ হয় এবং ভরত ও তদনুসারে পত্র প্রেরক ঐ অম্বষ্ঠকে বৈশ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ও তৎপরের স্মৃতিতত্ত্ব কর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কলিযুগে অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ নামে এক প্রকার কায়স্থ অদ্যাপি আছে।

৬। সকল সংহিতা হইতে মনুর প্রাধান্য আছে ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু মনুসংহিতাতে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে এক ইহা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে উশনা সংহিতাতে ভিষক ও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া উক্ত ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ হইয়াছে। উশনা সংহিতার লেখার সহিত মনু সংহিতার লেখার বিরোধ না হওয়াতে এবং উশনা সংহিতাতে বিশেষ করিয়া দুই সংকীর্ণ জাতির উল্লেখ থাকাতে উশনা সংহিতার লেখা এস্থলে বলবৎ। তিনি অম্বষ্ঠ বিষয়ে লিখিয়াছেন, " বৈশ্যাদ্বাং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। কুর্য্যাজ্জীবো ভবেত্তস্য তদ্বৈদ্যানাঞ্চ বৃত্তিকং। ঘণ্টিনী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠঃ শস্ত্রজীবিকঃ। অনেকেই অবগত আছেন ভিষক ও বৈদ্য এক, এবং উপরে যে কোন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও ঐকথার প্রমাণ হইতেছে। উশনা সংহিতাতে ভিষকের (বৈদ্যের) জন্ম নিম্নলিখিত মতে বর্ণিত হইয়াছে মূর্দ্ধাবসিক্ত স্ত্রৈণ্যাংস ব্রাহ্মণে [illegible] ক্ষত্রিয়ায়াং [illegible] বাপি [illegible]

৭। পুরাণ [illegible] করিলে বৈদ্যের জন্ম [illegible] বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যথা- বৈ[illegible] ব্রাহ্মণ বিপ্র যোনিষ্ঠি[illegible] শূদ্রায়াং বহুদুর্ব্বহবোজনা[illegible] জাত মাত্রৌষধি পরা[illegible] শূদ্রায়াং কেবলপ্রিয়ে[illegible]

উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে উক্তি হইয়াছে তাহার মূলে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কথং ব্রাহ্মণ পত্নাস্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনী সুতঃ। অথোক্তেন বিপাকেন বির্য্যাধানং চকারসঃ। উত্তর—গচ্ছন্তীং দীর্ঘ মাত্রাং ব্রাহ্মণীং সুকুমারাঙ্গ মন্মথ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে তত্রা নিবারিতো মন্থাৎ বলেন বলবান স্বয়ং শক্তীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্য ধারাধরং চকারসঃ। ঋতুং ত্যক্তাজ গর্ভংসা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে। সংজ্ঞা মসুত পুত্রশ্চ তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভঃ। সপুত্রা স্বামিনং গোত্রং জগাম ক্রীড়িতা তদা। স্বামিনং কথয়ামাস মম্বাদৈবাদি শঙ্কটং। নিঃপ্রা রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকা মিনীং। সংস্মরন্তুব যোগেন সাত গোদাবরী সুতা। পুত্র চিকিৎসা শাস্ত্রক পাঠয়ামাস যত্নতঃ। মানা শিল্পক শস্ত্রক স্বয়ং স ত্বষ্টিনন্দনঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়।

৮। উশনঃ সংহিতার প্রমাণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে চৌর্য্যসঙ্কা করিয়াতে অথবা গোপনে করিয়াতে গমন করাতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে সন্তান জন্মে তাহারি নাম ভিষক। প্রত্যুত্পন্নমতিত্ব কৌশল রূপেই বৈদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখন মতে জানা যায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পত্নীতে অশ্বিনীকুমার হইতে বলাৎকারে জাত পুত্র বৈদ্য। উভয় প্রকারেই কি বৈদ্য অম্বষ্ঠ কিম্বা কি দ্বিজবর্ণাবলম্বী নহে।

আপনি বলিতেছেন বৈদ্যের মূল স্থির নাই। সংহিতার সহিত এক বাক্য হইতে পারিলেম না। উপরে পৌরাণিক যে বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে মূল ঠিক হইতেছে। বৈদ্যজাতির মধ্যে অনেকগুলি লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ঐরূপ জন্ম অপয়ন দোষ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এমত অনুমান করা যাইতে পারে। কেবল তাহারা অম্বষ্ঠ ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এমত নহে। অতি পরাত প্রমাণ দ্বারা কোন কোন লেখক বৈদ্য বলিয়া করিয়াছেন। তাহাদের মতে ধন্বন্তরি বৈদ্য জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ভট্টনারায়ণের পৌত্রের কৃত মনোরমা নামক গ্রন্থে ধন্বন্তরি ক্ষত্র বংশীয় রাজা বলিয়া উক্ত আছেন। বৈদ্যেরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলেন। সম্প্রতি যে সকল অনুসন্ধান হইতেছে তাহাতে প্রকাশ হইতেছে বল্লাল সেন কায়স্থ ছিলেন।

৯। বৈদ্যগণ, বোধ হয় আপনারাই আপনাদের বিষয় জ্ঞাত নহেন। কেহ উপবীত ধারণ করেন কেহ উপবীত ধারণ করেন না কেহ পৈতার দিন শৌচ গ্রহণ করেন কেহ এক মাস। কিন্তু অন্য কোন জাতির মধ্যে এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

১০। কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া বৈদ্য কি কায়স্থের অপকারণে ব্যগ্র হেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈদ্য ও কায়স্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া গেল তাহাই উদ্ধার করা গেল।

পত্র প্রেরকের লিখার আভাসে বোধ হইতেছে, আপনি বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার ভার রাজবল্লাল সেনের উপর অর্পণ করিয়াছেন। যদি বাস্তবিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বোধে কার্য্যটা ভাল হয় নাই। রাজবল্লাল বাবু ত কায়স্থ বটেন, তাঁহার মীমাংসাতে বৈদ্যগণ কেন সন্তুষ্ট হইবেন? আমার স্মরণ হইতেছে একজন লেখক (বোধ হয় ইনি কায়স্থ হইবেন) চন্দ্রা সেন বর্ম্মন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে বৈদ্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন যে যেহেতু এই "বৈদ্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অপাঙ্ক্তেয় মেদপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহা হেতে তাহারা ব্রাহ্মণের তুল্য ভক্ষ্য ও বিবাহ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণী গর্ভজাত শূদ্র সন্তানদের চন্দ্রাল না বলিয়া ভক্ষ্য স্বীকার করতঃ ভক্ষ্য ব্যবসায়ে নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহারাও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে কি? বিবিধার্থ সংগ্রহ [illegible] লেখক পক্ষগণই [illegible] ব্যবসায় তার কেবল

ব্রাহ্মণগণই বহন করিতেছেন। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণের দ্বারা মন্ত্রপূত জল ও মৃত্তিকা পুরাণে পাঠের বিষয় উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ হইলে কেবল কায়স্থ মাত্র শূদ্রের পাদার্ঘ্য নিক্ষেপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে?

আমি বহুদিন হইতে শুনিতেছি কায়স্থ গণ ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন কালে শূদ্রগণ শ্রীমকর্ম্মা ছিলেন, সেই হেতু ধনবান্ বিদ্যাবান্ মহাত্মা পরাক্রান্ত কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমে অগ্নি পুরাণের যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—আসৌ প্রজাপতে জাতা যুধাজিৎ প্রাঃ সদারকা বাজ্যোপ্ত করিয়া জাতা ঊর্দ্ধো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাভ্যাং শূদ্রঃ সম্ভূতা। শ্রিবর্দ্ধনাত্ত লেখকঃ। বীরবাহা সুত জন্য প্রতীপজন্য পুত্রকঃ। কায়স্থজন্য পুত্রোদ্ভূৎ বসুর লিপিকারিকঃ। কায়স্থস্য জায়পুত্র্যাঃ বিধাতা জগতীতলে চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রলেখো বিচিত্রজ্ঞ তদ্বংশজ। চিত্রগুপ্তো-গতঃ স্বর্গে নিত্যিতো যাগ সন্নিধৌ চিত্রলেখঃ পৃথিব্যাং ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষাতে। কায়স্থ শব্দের স্থানে গৌড়ে পক্ষ ব্রহ্মণ আগমনের ভূত্যার পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আদিশূর ও বীরসিংহের পত্রার্থ গ্রহণ করিলে ইহা অনুভব হইবে যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারা শূদ্র ছিল। কিন্তু সেই সকল শূদ্র ভৃত্য যে জাতি গাথহা বহন করিয়া আসিয়াছিল, এমত বোধ হয় না। একজন ভৃত্য লেখক, লেখক যেরূপ ইউরোপের কোন উপনিবেশী বীরগণের সঙ্গে কোন যুদ্ধক ভাবনীয় ভৃত্য থাকিত সেইরূপ পক্ষ ব্রাহ্মণের সঙ্গেও যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাও যাবনীয় ছিল। যদি কায়স্থ ব্রাহ্মণগত ব্রাহ্মণ-সঙ্গীয় ভৃত্য শূদ্র হইল, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের বীরত্বের কিরূপ [illegible] কায়স্থেরা [illegible] আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে [illegible]

গোল উপস্থিত হয়। শূদ্র হইতে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে যে পূর্ব্বে উক্ত হইল যাহারা তাহা স্বীকার না করেন তাহাদের পক্ষে এই কয়েকটী পথ দেখিতেছি। প্রথম স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, পরশু রামের নিঃক্ষত্রিয়কালে চন্দ্রসেন রাজা হত হন, তাঁহার সগর্ভা স্ত্রী ঔর্ব্বা মুনির আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরশুরাম গর্ভ নষ্ট করার নিমিত্ত ঔর্ব্বাশ্রমে যান, মুনিবর পরশুরামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গর্ভ যাচ্ঞা করেন। তাহাতে পরশুরাম বিবাবের সহিত গর্ভ নাশের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কহেন—যাচিতস্ত ময়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তম। তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভ। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে ঐ জারজ সন্তান আর ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইল না এবং দ্বিজ ধর্ম্ম পালন করিতে তাহার অধিকার ছিল না। ইচ্ছামতে বৃত্তি অবলম্বন করিত। মনু কহেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে যাহারা ক্রিয়া লোপাদি দোষে যাহা জাতি তাবাপন্ন হয় তাহারা ম্লেচ্ছ ভাষি বা আর্য্য ভাষি হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়। ১০ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক। রঙ্গপুরের উত্তরস্থ ও কুচবিহারের কোচগণ কহিয়া থাকে তাহারাও ক্ষত্রিয়। যৎকালীন পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করেন তৎকালীন সঙ্কোচ অর্থাৎ ভয় প্রযুক্ত যে সকল ক্ষত্রিয় পলায়ন করিল, তাহারা কোচ বলিয়া অভিহিত হইল। সঙ্কোচাৎ কোচ উচ্যতে। ইহা হইলে স্কন্দপুরাণোক্ত সহ্যাদ্রি খণ্ডোক্ত কায়স্থ ও কোচে ইতর বিশেষ কি হইল অমরকোষের টীকাকার ভরত কহেন করণের নাম কায়স্থ, ইহাঁর লিখন বৃত্তি, তাহা হইলে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইল। শূদ্রা বৈশ্য যোজাতঃ করণঃ। পক্ষান্তরে উশনঃ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে " বৈশ্যাদ্রাং বিপ্র স্ত্রৌর্য্যাত কুম্ভকারঃ স উচ্যতে। কুলাল বৃত্ত্যা জীবেত মাণিভোষা তবস্ত্যতঃ।

যাপনং। সাংতকর্ণ্ণ যপনং তস্মাদ্যাপিত উচ্যতে। কারস্য ইতিজীবেতু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ। কাকারৌস্যাং যথাৎ ক্রৌর্য্যাৎ স্থপতেরথ কুম্ভকারাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।

২রা ভাদ্র ১২৮০ } কস্যচিৎ পাঠকস্য

মহাশয়! রাইপুরের আর মঙ্গল দেখি না। বুঝি বা গ্রামখানি একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যায়। ছয় মাসের মধ্যে দুইটী মারাত্মক বিপদে অধিবাসীদিগকে আকুলিত করিল, আবার একটী দুরন্ত বিপদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে। অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে যদি কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া রহিল, আবার সেই বর্ষার সহগামী সংক্রামক জ্বর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদের দুর্দ্দশা পূর্ণাঙ্গ করিতে বসিয়াছে!!! এই গ্রামখানি আজি দুই বৎসর সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। এবারকার গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ মধ্যে পীড়া কিছু মন্দ ভাব ধারণ করে। আজি কয়েক দিন বর্ষা একটু বিশেষ প্রবল হইয়াছে বলিয়া পীড়ার প্রকোপ এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে গ্রামের অধিকাংশ লোকই সপরিবারে শয্যাগত হইয়াছে। শুশ্রূষা করে রোগে শরীরে এমন এক ব্যক্তিও নাই। পীড়ার এরূপ প্রচণ্ড ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পরিলক্ষিত হয় নাই যখন পীড়ার প্রথম বাহ্য এত ভয়ঙ্কর না জানি পরিণাম অবস্থায় (আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে) ইহার ভীষণতা কত হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিবে। এই উপস্থিত বিপদে অধিবাসিরা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অনুভবসিদ্ধ সহৃদয় পাঠক মাত্রের অবোধগম্য থাকিবে না। দুঃখি তন্তুবায়দের দারুণার একশেষ হইতেছে। তাহাদের দুরবস্থার আর ইয়ত্তা নাই!! একে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়, তাহাতে দুই বৎসরের আহার ঔষধ ব্যয়ে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া রহিল। আবার যাহা কিছু সম্বল অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিদাহ, জলপ্লাবনে গ্রাস করিয়া গিয়াছে। গ্রামখানিতে তন্তুবায়ের সংখ্যাই অধিক।

মহাশয়! আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রজাবৎসল শান্ত করিয়া থাকি। বাৎসল্য ভাব কার্য্যে প্রদর্শন করিবার এটী কি উপযুক্ত স্থল নহে? রাইপুরের দিকে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা সবাধর চীৎকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহা এক সামান্য বাঙ্গলা কাগজের সংবাদদাতার রোদন বলিয়া তাদৃশ কার্য্যকর হয় নাই। যাহা হউক, প্রজা রক্ষা করা যদি রাজ কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দুঃখি অধিবাসীদের পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অন্ততঃ ৩।৪ মাসের জন্য একটী অন্নছত্র না খুলিয়া দিলে রাইপুরের দুঃখি প্রজাগণ কোন প্রকারেই রক্ষা পাইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই রাইপুর গ্রাম খানি বলপুর ষ্টেষণের সন্নিধানে অজয় নদীর তটে অবস্থিত

৯ই ভাদ্র ১২৮০ } একান্ত সমবয়ে সমস্তাদ্রি আবাস প্রবাসিনঃ

মহাশয়! গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিলেন, রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে যাইবেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। অনেকে আবেদন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া আমাদের বিশেষ পরিচিত তাঁহারা কেহই অগ্রসর হইলেন না। কেবল শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মাধব রাও এই দুই জন আমাদের আশা স্থল রহিলেন। তবুও অনেকটা আশ্বাস। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ জানিবার নিমিত্ত আশা পথ চাহিয়া রহিলাম। কয়েক দিন কাটিয়া গেল। সিমলা পর্ব্বত হইতে সংবাদ আসিল এই দুই জনের একজনকেও প্রেরণ করা হইবে না। বাঙ্গলা হইতে যাঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন ভূদেব বাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ পরিচিত। আর মাধব রাও অনেক দিন বিবা-

ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এক্ষণে মহারাজা হোলকারের রাজস্ব মন্ত্রী। ফ্রেজর সাহেব ইতিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কটলেজ সাহেব মাসম ষ্টাডকে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী করিবার বিধিমত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আমাদের রাজপুরুষদিগের বিবেচনার সাক্ষ্যদানে অনুপযুক্ত, সুতরাং মনোনীত হইতে পারিলেন না। আর যে সব লোক যাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও ইহার পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই, তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। বলিতে কি অনরেবল মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর ভিন্ন কাহাকেই আমরা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাজপুরুষেরা কি বিষয়ের দোষ গুণের তত্ত্ব পণ্ডিতের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত লোকদিগকে মনোনীত করিলেন না। সেই জন্যই যদি হয়, তবে এতদ্দেশীয়দিগকে রাজস্ব কমিটির সভ্য না পাঠাইলেই ত ভাল হয়। অনর্থক সাধারণের ধন নষ্ট করিবার আবশ্যকতা কি? একেইত ভারতবর্ষের অনেক মন্দ। তাহাতে আবার এইরূপ অনর্থক অপব্যয় হইলে কি আমি হয় ত আবার মুতন ট্যাক্সের স্কন্ধে লইতে হইবে। অথবা আবেদনকারিদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা দেশের যথার্থ হিতৈষী হইলে ইংলণ্ডে যাইতে বিরত হউন

উপসংহারে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সাক্ষ্যদান কালে যাহাদিগের [illegible] করিয়াছেন তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইতে পারেন কিনা, রাজস্ব কমিটির [illegible] প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে কি না, তাঁহারা কি এ কথারও অনুসন্ধান করিয়াছেন? কমিশনে আমাদের অসন্তোষের কারণ কখনই সঙ্গত নয়। আরও যাহা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীদিগকে একেবারে কথা কোন বিষয়ের সাক্ষ্য মাত্র। গবর্ণমেণ্ট [illegible] কিছু গোল না থাকে। তাই কি লোকদিগকে পাঠাইয়া দিবেন [illegible] বাবু তাঁহাদের [illegible]

ঋণগ্রস্থিত হইবার ভয়ে অনেকে অগ্রসর হন নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যাইতে অনুরোধ করুন। মফস্বল অনর্থক সাধারণের ধন এরূপে নষ্ট না করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

১১ আগষ্ট
১৮৭৩ শ্রীদ
কলিকাতা

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২২ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি জল কীট ইঞ্চ
মোহাদার জয়রামপুরের নীচে	১৩
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৬
তথা হইতে অধিপুর ৭৪ মাইলের মধ্যে	২১
অধিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	

সন ১৮৭৩ সালের ২৫ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	কীট	ইঞ্চ
	২৫	৩

বহরমপুর ২২এ আগষ্ট ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উয়ড একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া সোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭৩ অব্দের আগষ্ট ও ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, বিনে তাঁহাদিগের সমীপে নাম প্রকাশিত হইল।

রাজা গোপীলাল পাঁড়ে—পাকোড়
পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার
* * রাধানাথ বসু—সৌরভী
* * রহমাণ্ড বক্স—মোলেহাবাদ
শ্রীমতি ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা
* * মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
হেঁসদী পান্ডা।
[illegible]

* * গঙ্গাধারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
* যদুনাথ পাল—কাঁকড়াই।
* গৌরীকান্ত সেন উকিল হোলাড় বী।
* অক্ষয়রতন বন্দ্যোপাধ্যায় হালিসহর।
* কালীপ্রসাদ সিংহ গোয়ী মুরবিবার।
* ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি—বর্দ্ধমান।
* মনোমোহন ঘোষ—কামরাট।
* আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ।
* তারামোহন চৌধুরী চৌকী বক্তবাড়ী।
* কালী বিহারী সাহিড়ী—কুমকদ।
* মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাত্তিলপাড়া।
* তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় করিদপুর।
* মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিগঞ্জ।
* শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হরিহরপুর।
আধিকধিন সরকার—মুড়বিহার।
* * নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—চাউভাঙ্গ।
* * নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যোগপুর।
* * রাধিকা প্রসাদ মিত্র—জোয়ানপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে স্বীকারে প্রকাশ করিয়াছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর ১০
* * শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় রায়ডিহিবিং ১০
* * গোলোকচন্দ্র কামলগো ঝালিহাটী ১০
* * [illegible] বহরমপুর [illegible] ১৫
[illegible] সরলপ্রাণী ক্ষত্র [illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

১৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রত্নসিদ্ধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ৮ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

অদ্ভুত উপন্যাস।

প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা (পৃষ্ঠা কথ র আকারে) প্রকাশিত হইবে। মূল্য প্রতি সংখ্যা নগদ দুই পয়সা। ডাকে বিদেশে ডাক মাশুল অর্দ্ধআনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পুস্তক প্রেরিত হইবে না। কলিকাতা মধ্য বহুবাজার ঠিকানায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পত্র ও মূল্য প্রেরিতব্য।

শ্রীসীতারাম ভট্টাচার্য্য।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাঁদমহরম্ 'জ্ঞানবিকাশিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ ফরমা। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক ছত্তন কথা—ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মা এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য ৵৫ আনা।

মেমারীর অধীন চকদিঘী পোষ্ট
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
হেড মাষ্টার
দ.মো.ফ্রী স্কুল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বাগবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ৷০ আট আনা। বাগবাজার, বঙ্গবাসী, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আক্তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কর্ম্মখালি।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের ছেত্ত কম্পাউণ্ডরের পদ শূন্য আছে। প্রার্থীর বাঙ্গালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক। যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন ও কথঞ্চিৎ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়। বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকদীঘি

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেঙ্গুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয় পরিষ্কার ও ধূমহীন এবং জ্বালিলে অতি উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, সুতরাং ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তারা মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ঈষৎ পীত বর্ণ এবং ভিকটো নাম্না তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল

আলোক দেয় না, কিন্তু যাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে না। বিশেষ ইহা যে কেবল আলাইবার পক্ষে সস্তা এবং সার্বাকর এরূপ নহে, ইহা ভিন্ন লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুকে মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার যেরূপ উপযোগী এরূপ আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৸৵০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অভর পাঠাইবেন, সেই সঙ্গে কেন মূল্য টাকা-পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা
৯৮.১ম ষ্ট্রীট
৮১ ম বাটী
} ওয়েষ্টলেক মিউজিক বিক্রয় কোম্পানি

—:০:—

শুভ সম্বাদ।

২৪ নং বৃন্দাবন মেন্‌ মেসিডেনসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

অদ্য হুগলী উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ শুভ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:০:—

" প্রভু কল্প-দ্রুমিণী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা " প্রভু " অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অনুগামী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলে ইংরাজি বঙ্গী, বিদ্যালয় ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর ও মাটোরাধীশ্বর প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সুরপতি সিংহ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনরেবল বাবু দারিকানাথ মিত্র ও ৺ স্বর্গীয় সাতাবন্ধু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি " সদাত্রন ধর্ম্ম কিণী " সভার অবৈতনিক রাজা রাধাকান্ত ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার ৺ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, পৈরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আগামের ত্রিলোকচন্দ্র চৌধুরী ভাতিবন্দের দিজ গোবিন্দ চৌধুরী, মধ্যীপুরের পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের মধুসূদনমোহন দেবরায় হাজরার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হরিনাভির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও মুক্তাগাছির রায় প্রভৃতি মেরুতলার (মহত্তরি কল্প) রমানাথ সেন ওরফে মুলাটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল ওরফে বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বোস প্রভৃতি ক.শীর (সংস্কৃত তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তরত্নবর্ত্তী ও গায়েনের (অভিনবজয়ের) রামচন্দ্র মজোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রচার কার্য্য স্বাধীন যত্ন দ্বারা বা ব্যক্তিবিশেষানুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের, অধিকন্তু নিজ নামের একটী যন্ত্র স্থাপন করা হয়। গত বর্ষের কার্য্যে কিছুমাত্র লাভ দর্শিতেছে না বরং উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ের ঋণ-ভিন্ন প্রায় পূর্ব্বক সহস্রের টাকা ঋণ করিয়া তাঁহার প্রাপ্তির অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশেষ এই যে উল্লিখিত ঋণ শীঘ্র পরিশোধ করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইয়াছে ইহার যাহা (অর্দ্ধেক ও মূলধন নষ্ট হইতেই পারে।) অবশ্যকে মুইবাও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই অকালগ্রীষ্ম এগ্রাহকগণের সাহায্য ভিন্ন পত্রোদ্ধার হেতু নহে। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞ ও দাতা গ্রাহকবর্গ সমীপে প্রার্থনা যে অগ্রিম বিংশতিমুদ্রা, অর্দ্ধ বার্ষিক মূল্য, ও বিংশতিমুদ্রা, প্রত্যেক [illegible]

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ০ আনা উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ উহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইংরাজিতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত ফুসফুস সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল পাঁচ সিকা খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

রসীদ পাঠাইবার বিষয়।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ছেদ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নির্ম্মিত উপরি উক্ত ছেদ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রভৃতি করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস্
অর্ থিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
তাত্ত্বিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার প্রফর্ম্মার নিকট এবং কলিকাতা আলবাজার হিন্দুহেটেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল /০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সংসারের দুঃখ হরার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ৸০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ৸০

৬। ফুইমাইস্ প্রয়োগ-প্রণালী /১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহেটেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্দ্বারা দিনাজপুর সিবিল ষ্টেসনে ১১ লক্ষ পাকা ইট দিবার জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

যাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের আফিস
দিনাজপুর
২২ এ আগষ্ট ১৮৭৩ } এচ, বিটলি সি, ই দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের প্রতিনিধি একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বাবুই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজ তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স লিখিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন

জানা পুস্তক না থাকে তে ইনি দৃষ্টান্তি পদার্থ দর্শনের এক চুড়ান্ত সংস্কার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অঙ্কের শুদ্ধ আকর্ষণ ডিভিবি জান পতিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান বায়ু বিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্ণমাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলাকর্ষ ও বেগবিষয়ক তারকেন্দ্র সম্বন্ধ বিজ্ঞান, বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তালমান দ্রব্য ও জাত বিষয় সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা ৸৹ আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ॥০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ বেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা বর্ম্মাল স্কুল।

স্বর্গীয় রাজা সর রাধাকান্ত বাহাদুরের ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকলের (১ লা সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনে যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়, ইহাতে সেগুলি এবং তদতিরিক্ত আরো কতকগুলি আছে) পাট্টা দেওয়া হইবে—

লাট নং ১ কলিকাতা সহর ভবানীপুর সন্নিহিত ভূমি।

বাটী	নং	১৫৫	চিৎপুর রোড, স্বত্রত্য সভাবাজার নামক রাস্তার মধ্যে বাটী ও গুদাম সহিত।
ঐ	ঐ	১৫২	চিৎপুর রোড, বাটী ও গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৩	চিৎপুর রোড গুদাম সকল সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৪	চিৎপুর রোড, বাটী ও গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ	ঐ	১৫৭	চিৎপুর রোড।
ঐ	ঐ	১৬০।১৬১	ঐ
ঐ	ঐ	৩২১	ঐ চিৎপুর বাটী এক খণ্ড বৃহৎ ভূমির সহিত।
ঐ	ঐ	২৩	ঐ
ঐ	ঐ	৪৬	বাগবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	৭	বেচারাম চাটুর্য্যের লেন।
ঐ	ঐ	৩৫	রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	৫৯	ঐ
ঐ	ঐ	৫৫	ঐ
ঐ	ঐ	৫০	ঐ
ঐ	ঐ	৮১	বরন্ ওয়ালিস ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	২৮	হাটীবাগান।
ঐ	ঐ	১৫০	শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১৫৪	ঐ
ঐ	ঐ	৩	কছুলিয়া টোলা ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১	
ঐ	ঐ	১৩	
ঐ	ঐ	৩	শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১	কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১৩	ঐ
ঐ	ঐ	১৫	ঐ
ঐ	ঐ	৩০	কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	১১১	অপর সারকিউলার রোড স্বত্রত্য মাণিকতলা বাজার ও মার বাটী গুদাম ইত্যাদি সহিত।
বাটী	নং	১৫৯ ও	মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বত্রত্য মেছুয়াবাজার নামক রাস্তার ও মার গুদাম ইত্যাদি সহিত।
ঐ	ঐ	১ ও	ঐ
ঐ	ঐ	১৩০ ও	ঐ
ঐ	ঐ	১৫৮ ও	ঐ

ও এই ষ্ট্রীট সম্প্রতি তদানীন্তন মেয়রগণ [illegible]

লাট নং ২।

জানুক্ষিণ্ডস্থ হাবড়া ও চুন হাবড়া (সমুদ্রাইয়ের চৌহদ্দী নং ৩৮১৯ এবং ৩৯৯৩) জিলা হুগলীর মেরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত।

লাট নং ৩।

তালুক কিশনত হাবড়া ও চুন হাবড়া (সমুদ্রাইয়ের চৌহদ্দী নং ৩৮১৯ এবং ৩৯৯৩) জিলা হুগলীর মেরো পাইকান পরগণার অন্তর্গত।

এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টা নিম্নবাদি আসিতে হইলে মূল্য মত টুকের ষ্ট্রীট ৩৪ নং আফিসে উক্ত ষ্টেটের একজিকিউটার বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং ম্যানেজার মিত্রের নিকট অথবা তদত পোই আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাহাদের এটর্ণি বাবু দীননাথ বসুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং উক্ত একজিকিউটারদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অব্দের ১৯ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১ ও ২ ঘটিকা মধ্যে পাট্টার জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে। একটী সাধারণ ডাকের দিবস ধরা হইবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাড়িবেন (জমার বিষয় সকলও সুবিধা মত হইলে) তাঁহারই ডাক মঞ্জুর করা হইবে।

ভুবন সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা স্কুল বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের সুযোগ ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ১৮২৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও স্কুল বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগের প্রস্তাবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ৵৹ ।

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ

সোমপ্রকাশ
[illegible]

অনেককেই ইংরাজ সভ্যতার নিতান্ত পক্ষপাতী দেখা যায়। ইঁহারা অশন বসনাদি সাধারণে বিষয়ে ইংরাজদিগেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় আমরা যে কখন সভ্য ছিলাম, আমাদের আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধি ভাল ছিল ইহাঁদের এ সংস্কার নাই। কিন্তু চলিত কথায় এই এই দশ সাঁকার দশর অনুকরণ করেন, সেই জাতির প্রশংসা স্থানে স্থানে লোকেরাই এই সকল স্তবের জন্য আর্য্য জাতির প্রশংসা করেন এবং ইংরাজ বিদ্বেষ অনুকরণ করেন বলিয়া ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের স্থানান্তরিত মন্ত্রি সমাজ মুনার সাহেব বহরমপুরের বাবু রোমদাস সেনকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, এই দলের সেই পত্র খানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি লিখিতেছেন, "তোমাদিগের জাতীয় তেজ স্বতঃ উত্তেজিত হয় এবং তোমরা তোমাদিগের পুরাবৃত্তে গণিত ও প্রাচীন সাহিত্যে যেরূপ ব্যুৎপন্ন হও এই আমার অভিলাষ। ইউরোপের যাহা ভাল আছে তাহা গ্রহণ কর, কদাচ ইউরোপীয় হইতে চেষ্টা করিও না। তোমরা যেমন মনুর পুত্র তদ্রূপ ভারতসন্তান সত্যানুসন্ধায়ী এবং এক মাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাকারী সংস্থাপক থাক। যে আর্য্য জাতির প্রতি এতদ্দেশীয়দিগের এত ভক্তি, সেই আর্য্য জাতির প্রতি স্বদেশীয়দিগের অনাস্থা দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? স্বদেশীয় নবাদল মাক্স মুনার সাহেবের এই সারগর্ভ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

—:০:—

বিহার প্রদেশস্থ মুসলমান সম্প্রদায়।

সেক্সপিয়রের আক্ষেপ করিয়াছি-লেন "আজি অবধি যে কিছু আমার মনের প্রথম, তাহা আমার হস্তেরও প্রথম হইবে।" কায়েল সাহেব তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সংকল্প আর কার্য্য উভয়ের দূরত্ব অতি অল্প। এরূপ কর্ম্মঠ হওয়ায় অনেক স্থল সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে সকল সংকল্পিত বিষয় কেবল পত্র লেখালিখির চক্রে পড়িয়া মাস বাইত তাহা কায়েল সাহেবের হস্তে শাসন ভার হইয়া অবধি অচিরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র বিংশতি বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে কায়েল সাহেবের হস্তে পড়িয়া তাহা দুই বৎসরের মধ্যে আর এক বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত ব্যগ্রতা বশতঃ সকল কার্য্য সুসঙ্গত হইতেছে না। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাদানের উপদেশ দান একটী প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এত দিন তাহার কোন বিশেষ উপায় বিধান করা হয় নাই। কায়েল সাহেব সেই অভাবটী পূরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কতকগুলি উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য মহম্মদ মহসিনের প্রদত্ত অর্থের বিনিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক বহরের মুসলমানদিগের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে প্রবিষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি বিহার প্রদেশীয় মুসলমানেরা দুটী অভিযোগ করিয়াছেন। প্রথম, শিক্ষা সম্বন্ধে বিহার প্রদেশীয় মুসলমানদিগের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট অথচ তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ উপায় করা হয় নাই। মহম্মদ মুসিনের টাকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের সমুদায় স্থানের মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। বিহারে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে কিছু করা হইল না।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই, লেপ্টনণ্টগবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তিনি বিহারে যে সকল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাগরী বর্ণমালা প্রচলিত করা হইবে। এই নিয়মটী তৎপ্রদেশীয় মুসলমানদিগের অত্যন্ত অসন্তোষের হেতুভূত হইয়াছে। তত্রত্য দেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর উর্দ্দু ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এবং পারসী অক্ষরে লেখা পড়া করেন। যে কারণেই হউক নাগরী বর্ণমালার উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিরাগ আছে। বিশেষতঃ উর্দ্দুর মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে তাহা নাগরী বর্ণমালার কোন অক্ষর দ্বারা প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। এই কারণেই হউক কি হিন্দুদিগের উপর বিদ্বেষ থাকাতেই হউক তাঁহারা নাগরি বর্ণমালার উপর অত্যন্ত বিরক্ত। এরূপ স্থলে তাহাদিগের অনিচ্ছাতে অভ্যাসের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার তাহাদিগকে নিরস্ত করা সন্দেহ নাই। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্থানান্তরে নত প্রকাশ করিয়াছেন যে যে যে স্থানের মুসলমানদিগের পারসী বর্ণমালা ব্যবহার সেসকল স্থানে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থ পারসী বর্ণমালা চলিত হইবে। ঐ তাঁহার এই আদেশের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত আদেশের বিলক্ষণ বিরোধ হইতেছে। বিহারের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ও পারসী বর্ণমালার আদেশ হইল, কিন্তু সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা দিবার জন্য নর্ম্মালস্কুলে যে সকল লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা নাগরী বর্ণমালা শিখিবেন। এরূপ অদ্ভুত বিরোধ কি লেপ্টনাণ্ট সাহেবের বাস্তবিক সম্মত হইতে পারে? সন্দেহ নাই।

যায় হউক, বিহারের মুসলমানদিগের উক্ত উভয়বিধ অভাবমোচই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বিহার প্রদেশে মুসলমান অনেক। অতএব তাঁহাদের সুবিধা ও অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের সকল জাতিই প্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উন্নতিশীল হইতেছেন কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, যেন ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত ও দরিদ্র হইয়া যাইতেছেন। সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া বাস্তবিক উদারতার কার্য্য করিয়াছেন। অতএব বিহারের মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সদয় দৃষ্টিদান একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গবাসীর উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার বঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএক জন পত্র প্রেরক আমাদিগের সেই মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কএক সপ্তাহ কাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে আমরা যদি উহার সমুদায় গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, তাহা হইলে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রু ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উনাই তাঁহার শত্রু ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই এক মাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকেরই তাঁহার ভাল বাসেন। যে লেখার পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদর পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই দুর্বিটী সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড় লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বঙ্গলোকের ক্ষতি নাই। "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং হিনস্তি মন্দাস্চরিতং মহাত্মনাং" "ন কেবলং যোমহতোপতাপতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সপাপভাক্"। এই নিন্দায় বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের প্রাহুক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অনুচিত। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা শিক্ষিত লোক, জ্ঞানী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পিশাচোক্তি দত্ত হওয়া উচিত। ইংরাজ গ্রন্থ হইতে ঠিক পিশাচোক্তি দত্ত না হউক ঐরূপ একটী দণ্ড হইতে সন্দেহ নাই। যাহাদিগের রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] বঙ্গদর্শনকে পাইতেছেন [illegible] ঘটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সেই [illegible] পাঠক বিস্তারে বঙ্গদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের কেবল যে এক ঘোর বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষার একতর প্রধানীরও যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা আপনারা মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা বাঙ্গালার যে অপূর্ব্ব আকার সম্পাদনের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ তাহাদিগের প্রদর্শিত দুই তিনটী উপন্যাস দর্শন করিলেই সমাধানে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাস্তবিক তাহার বিপরীত। আমরা উপরিউক্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, যতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে যে সমুদায় যৎপরোনাস্তি কৃত্রিম প্রয়োগ করা হয়, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর যাহাতে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়, পুস্তকের মধ্যে সেই সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলে কখনই কৃত্রিম বোধ হয় না, যাহা সহজ ও স্বাভাবিক বোধ হইয়া থাকে। [illegible] করিতেছি আমরা [illegible] সম্পাদিত হয়। [illegible] পোড়ায় [illegible] করি, পাঠকবর্গ [illegible]

কাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চুণ ও এক গালে কালি দিলে সেই দিব্য মূর্ত্তী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শর পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণ শুঁনতে কি সেই রূপ মধুর হয় না? বঙ্গ দর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন॥

উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদর্শন সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করিয়া আমাদিগের সময় ক্ষতি ও সোমপ্রকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন। "কস্যৈশ্চিদার্থস্থির মিচ্ছন্ মনঃ পরস্ত নিস্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ," মহাকবি কালিদাসের এই মহার্থ বাক্যটীর অর্থ চিন্তা করিয়া পত্র প্রেরকগণ বিরত হউন। মত্ত হস্তী ভিত্র তার অঙ্কুশের আঘাতেও বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

উভয় সঙ্কট।

সম্প্রতি জমিদারের সহিত প্রজাদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমরা তাহার উভয় সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পাবনাতে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে সদমন সিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রজারা জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। সকল স্থানেই যে কর বৃদ্ধি কিম্বা জমিদারদিগের অত্যাচার এইরূপ দলবদ্ধ হইবার কারণ তাহাও বোধ হইতেছে না। আমরা যাঁহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া জানি, এরূপ কোন কোন জমিদারের অধিকারের মধ্যেও এইরূপ ধর্ম্মঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এ সকল নিবারণের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে দিকে যাইবেন সেই দিকেই বিপদ। প্রথম, জমিদারেরা যে সকল আইনবিরুদ্ধ কর আদায় করেন, তাহা অন্যায় বলিয়া যদি প্রজাদিগের নিকটে ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে মূর্খ প্রজারা বলিয়া বসে যে আমরা করও দিব না। আবার যদি বলেন যে প্রজারা অতি গর্হিত ব্যবহার করিতেছে, ন্যায়সঙ্গত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারদিগের অধিকার আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের এ অন্যায় আপত্তি শুনিবেন না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে অনুকূল মনে করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই কারণেই এ বিষয়ে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে নানা কথা কহিতে হইতেছে। সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলিয়াছেন যে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজা দলের ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাঁহার যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ভূমির মাথা কর ভিন্ন অনেক গুলি কর জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্মতি অনুসারে নির্দ্ধারিত এবং চিরক্রমাগত, সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এ কথার এই ফল হইবে যে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি জানিয়া এই সকল করের উপলক্ষ করিয়া হয় ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এই পত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার, বল প্রকাশ কিম্বা অত্যাচার দ্বারা ন্যায়বিগর্হিত কর আদায়ের চেষ্টা পান, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কোন কর গুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন গুলি চিরপ্রথাসিদ্ধ ও উভয়ের সম্মতিতে স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যে গুলিকে "বাব" বলিয়া জানেন, তাহা সকল প্রদেশে কিম্বা সকল বিভাগে সমান নহে। সুতরাং এক প্রদেশ ধরিয়া মীমাংসা করিলে সে মীমাংসা প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। আবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে ক্রমেই ভূমির আয় বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজারা যেরূপ মূর্খ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাজিয়ের "বাব" দিতে পারে কিন্তু বর্দ্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারেরা এক দিকে যেমন কর বৃদ্ধি করিতে পান না অন্য দিকে এই সকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করেন। প্রজারাও এই গুলিকে সাময়িক ও আইনবহির্ভূত জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এগুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না কিন্তু এ দায়ের জন্য রাজ দ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজে বর্দ্ধিত কর দিতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এই

সকল ধার এবং ত দা আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজ দ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করিলে কর বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সর্ব্বস্ব হইতে হয়। এই সকল কারণেই ভূম্যধিকার ও প্রজার বর্ত্তমান অবস্থা উদ্ভিত হইয়াছে। যত দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত না হয়, তত দিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক জমিদার নানা প্রকারে প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল জমিদারই অত্যাচারপরায়ণ তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নূতন আবের সৃষ্টি হয়। জমিদারের পুত্রের অন্নপ্রাশন জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধ, জমিদারের বাটীতে পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রায় প্রজাদিগের স্কন্ধেই পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বিষয়টী বড় জটিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। চতুর্দ্দিকে জমিদারদিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপ্টনল্ট গবর্ণর রোড সেস সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন যে প্রজারা বৎসর বৎসর নানা আবে জমিদার দিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড সেস সম্বন্ধে যাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই সেস অপক্ষ পাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল আব দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের কাহার লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে তার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়তঃ জমিদারদিগের উপর সেসের যে অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে। প্রজারা শোষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্য্যাদির উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্ট যদি ১৫ কিম্বা ২০ বৎসর অন্তর এক একবার সমুদয় প্রদেশের আয় বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটী করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে যে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর প্রদেয় হইলেই কমিশনর দ্বারা সেস তাহার বিষয়ের করা যায়। তাহা হইলে জমিদারদিগের [illegible] পারেন। ভিন্ন [illegible] কর্ম্মচারী [illegible] আদায় করেন তাহাদের দ্বারা সুশাসনের সেই সেই প্রদেশের দুর্দ্দশার কারণ কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে জমিদার ও জমিদারদিগের নিজ সুখের হ্রাস বৃদ্ধি যাহা হউক, তাহাতে যদ্যপি করা যায়, কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারা বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহাদিগের মনে সুখ না থাকিলে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রণার অবসান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের দুঃখ কষ্টের একটী প্রধান কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহারা দিগকে একেবারে এক ব্যক্তির নিকট সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময়, এক জমীদারের ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট পৃথক পৃথক রূপে দিতে হয়। সেই জন্য পৃথক পৃথক রূপে রোম-সুমারী পুরুষা প্রভৃতি নানা আবে ধার্য্য স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিয়া দেয় যদি তবি ষ্যতে কোন জমীদারির ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একমতে কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট সরকারি কর জমা দিবে। উক্ত পঞ্চমাক্ত আইনে এই মত কার্য্য হইতেছে, কিন্তু ১৮০৫ সাল হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাঙ্গলা দেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং অদ্যাবধি [illegible] হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিশনর [illegible] বিভিন্নদেশে কর্ম্মচারী [illegible]

চাহেন। গবর্ণমেণ্ট পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশীয় জমিদারেরা যদি ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইত না। কিছুদিন হইল আয়রলণ্ডের কয়েকটী প্রদেশে উপযুক্ত রূপ শসাদি না হওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয় তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে প্রজাদিগকে লিখিয়া পাঠান যে সেবৎসর তাহাদের নির্দ্ধারিত করের অর্দ্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ লিখিবে চক ও সহৃদয় হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিকারে বাস করা সুখের বিনা অসুখের ব্যাপার হয় না। আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি জমিদারেরা কৃষকরা যেরূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে স্বয়ং আপনাদের হক গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃত বিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটী সভা করিয়া সর্ব্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অত্যাচারী এবং প্রজারা যে সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বাস্তবিক দয়ার প্রজাদিগের দুঃখ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ দুরন্ত যে বিনা অত্যাচারে বশীভূত হয় না। কিন্তু সবল দুর্ব্বলের সমাগমে দুর্ব্বলের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা একটী চির প্রসিদ্ধ কথা। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ের একটী উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্ত মাংস প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অধর্ম্মাচরণ প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের ভদ্র হওয়া নাই।

—•—

কলিকাতা শিমুলীয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়া একখানি প্রার্থনা পত্র প্রচার করিয়াছেন। উহার একখণ্ড আমাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেখানি প্রকাশে প্রকাশ করিলে বিদ্যালয়ের যদি কিছু উপকার হয়, এই ভাবিয়া সাধারণের গোচরার্থ ঐ পত্র খানি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"মহাশয়! প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতৎকাল পর্য্যন্ত উহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে স্বদেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ৺ কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়, প্রথমতম বিচারালয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক ৺ গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও মেসুর্স জে কিনার মেকিন্টির ধাত্রীর মেসরান ৺ নীলমাধব দেব এই বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা অল্প কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়টীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ একটী সভা স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইবার মনস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অর্থসাধ্য, কিঞ্চিৎ মূলধনের সংস্থান না থাকিলে কোন মতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভবনা নাই। অতএব যে দানশীল বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা ব্যক্তি সাধারণের প্রতি আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনারা বিদ্যালয়ের মূলধন সংস্থাপন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অথবা এককালীন কিছু কিছু দান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও স্থায়িত্ব বিষয়ে যত্নবান হউন।

—•—

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ (১)। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আর্য্য, মধ্য, ইদানীন্তন বিশেষণ দিয়া তিনটী কাল কল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ইদানীন্তন কালের লেখকদিগের জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ সমালোচিত হইয়াছে। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় অবধি ইদানীন্তন কাল গণনা করা হইয়াছে। আমরা এখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলি পাঠে চিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়। আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা তদনুসারে আমরা কোন কোন এখানি বড় ভাল এক খানি পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে অনেক সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনের শেষাংশে লিখিয়াছেন "এতাদৃশ পুস্তক রচনা পক্ষে ইহা

(১) রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত ইহার মূল্য ১ টাকা।

এক এক সময় প্রথম উদ্যম। অন্ততঃ এতদ্দেশীয়দিগের যদি তাঁহারা (পাঠকগণ) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমপ্রমাদ মার্জ্জনা করেন এবং উপদেশ বাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। এই টুকু দেখিয়া তাঁহার কৃত গ্রন্থসকল কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল। চতুর্থ পরি ছেদের আরম্ভেই তিনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের নিরপেক্ষভাবে গুণ দোষ বিচার করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বতা ও ধীরতার অনেক পরিচয় হইয়াছে। "কলের পরিচালনে" এই একটী চিরপ্রসিদ্ধ মহার্ঘ বাক্য আছে। ন্যায়রত্ন সেই বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি সঙ্কলিত গ্রন্থগুলির গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া নিজ নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা হইলে সমালোচকের যথার্থ মেকাজন হইতেন আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে, ঐ তিনটী পৃষ্ঠ অধিকে পুস্তক হইতে উঠিয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব করিয়া মিস্ এ্যাকটন গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দুই স্তবে জীবন বৃত্ত পাঠকের অধিকতর আদরণীয় হয়, তাঁহার গ্রন্থে সেই জীবন চরিত গুলিতে ঐ দুই গুণের অভাব দৃষ্ট হইল। এই অভাব পূরণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জীবন বৃত্তান্ত নানাপ্রকার ঘটনা সম্বন্ধবাকে তাহাই অধিকতর বিনোদকারী হয়। এই গ্রন্থসমষ্টির মধ্যে বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় গ্রন্থকারদিগের জীবন মধ্যে ঘটনা বাহুল্য হয় না। বোধ হয় ঘটনা বাহুল্য হইলে তিনি মিস্ অ ত দোষপরম্পরা পরিত্যাগ করিয়া চরিত্র বর্ণনা দ্বারা জীবন বৃত্তের সমধিক উপাদেয়তা হয়, পাঠকগণও উহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ তৃপ্তি লাভ করেন। সাধুচরিত্রকে আদর্শ করিয়া তদনুরূপ স্বচ্ছ চরিত্র সংশোধনে যত্ন জন্মে।

ন্যায়রত্ন গ্রন্থগুলির যে স্তব দোষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে তাঁহার নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এইমিত্ত আমরা তাঁহার উপরে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। তবে কোন কোন স্থলে তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ে বহুতর প্রতি ক্ষেপোক্তি করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার মূল অধিক দূর ধরিয়া আমরা তত্ত্ব বর্ত্তব্য করিতেছি না। তারতচন্দ্রকৃত গ্রন্থের তিনি যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সামান্য মাত্র। যে যে বিশেষ দোষ অর্পণ তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের অনেক স্থল এরূপ আছে যে তাহাতে সহজে হস্তক্ষেপ করা যায় না। সেই সেই স্থলের অর্থ বোধ করিবার প্রয়াস পাইতে গেলে মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থল শ্লীলতা আছে। প্রস্তাব লেখক সেগুলির উল্লেখে মৌনত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল অতএব আজি আমরা অন্য অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না।

বিবিধসংবাদ।

১৭ ই ভাদ্র সোমবার।

কলিকাতা একেডেমির অবজার্ভরে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রধানতম বিচারপতি সর রবর্ট কাউচ সাহেব মুন্সিফের বাঙ্গালী উকীলদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না বলিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারপতিকে সর রবর্ট ওয়েলসের রোগে পাইয়াছে না কি?

পাঠকগণ বোধ হয় ষটন্ লেলিন ষ্টিমারের কথা শুনিয়া থাকিবেন। পর্ব্বত কাটিয়া এই পথটী প্রস্তুত করা হয়, ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৭ মাইল হইবে। সম্প্রতি ঐ মাউন্টেন্সের মধ্য দিয়া যে একটী পথ প্রস্তুত হইতেছে, সেটী সম্পন্ন হইলে পৃথিবী মধ্যে ইঞ্জিনিয়রদিগের দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, এটী তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, এটী দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ, অত্যুচ্চ-পর্ব্বতের উপরে ৬ বাজার কীট [illegible] হইবে। ইহাতে যে অর্থ [illegible] প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই প্রস্তাব হইলে [illegible] বাঁধা যাইবে। [illegible] অনেক [illegible] হইবে। তাহার পর [illegible] ১৫ বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছিল এটী [illegible] বৎসরের মধ্যেই হইবে বিবেচনা করিলে তাহাকে বড় হইতে দিবে না।

ডিরোজিওকৃত বলেন, সর ষার্টল ফ্রিয়র এক স্থলে লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে হাউসের লিপাহী প্রহরীদিগের এই রীতি ছিল, সেই স্থান দিয়া কোন পশু গমন করিলে সেই তাহারা চোপাদার করিত। ইহার কারণ এই, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যোষার একজন বৃদ্ধ গবর্ণর পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভুভক্তির অধিতীয় দৃষ্টান্ত।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাছার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন। তাৎকালীন গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা পরিশোধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমী দিগের গবর্ণমেণ্টের এমনিই টানাটানি এই ১৯ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা শুদ্ধ পরিশোধ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই ১৯ বৎসরের মধ্যে তাঁহা ঐশ্ প্রজাপীড়ক কর হ্রাস করিয়া ১১ কোটী আয়বৃদ্ধি করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে সকল ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস হুকুম হইবে তাহাদিগকে কলিকাতায় রেখেই রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের আজ্ঞা আকিলর এবং মিউনিসিপাল কমিশনর একটী প্রস্তুত সমস্যার মীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি বাজারের আবশ্যকীয় ময়দা ও চাউল কলাই প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করিতেছেন। কেমন ঐ গুলিতে কোন সকল খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই সুবিবেচনা, অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

[illegible]

[illegible] সমাজের কৃতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও তত্ত্ব-[illegible] বোধিনী পত্রিকার কৃতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত [illegible] য় গ্রামাথ পাকড়াশী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যু সংবাদে অনেকের হৃদয় ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও তিনি সাধারণ্যে তত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহাকে এক বার দেখিয়াছেন কিম্বা তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই হায় হায় করিতেছেন।

১৮ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

কোলাপুর রাজ্য মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ-[illegible] ভাবার উপাসনা বেদতাকে নরবলি প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটে নাই এই প্রথম হইল তৎপূর্ব্বে এই জঘন্য রীতি প্রচার বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

অনেক বড়লোক নানারূপ ভাল ভাল কথা দ্বারা সভা সাজাইতে শিক্ষা করেন, অনেক লোক এডিনবরার ডিউক বাহাদুর মত উচ্চমঞ্চ বাঁধাইতে পারেন, কিন্তু মহীয়সী রেডুক রাজা চাকে যত অনুরাগী হইয়াছেন। কিরূপে চাক সাজাইতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়াছেন এ বিষয় ডিউক অব আর্গাইলের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাজপুত্রের বুদ্ধি বোধ হয় তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইবে না, মস্তুয়া এ রুচি কেন?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট ৮ই সেপ্টেম্বর মহিষ মহেশের [illegible] বন্ধ হইবে।

আগ্রা সর্দ্দে বলে যে নৌকা বাইচ খেলা হয়, গত বৃহস্পতিবার সেই খেলার সময় একখানি নৌকা তরঙ্গাঘাতে সেতুমে পড়িয়া জলমগ্ন হয়। ঐ নৌকায় ২০ জন লোক ছিল। উহার মধ্যে ১০ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

১৯ ই ভাদ্র বুধবার।

সম্প্রতি পারিস এগজিবিসনে ইউরোপের [illegible] একটী ঘড়ির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ ঘড়ীর নির্ম্মাতাদিগের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। যে কয়েকটী ঘড়ির বর্ণন করা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত একটী ঘড়ি স্ট্রাসবর্গ নগরে ছিল। ১৫৭১ অব্দে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৪ অব্দে [illegible] বৎসরে এটী প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাণ [illegible] শাস্ত্রে ব্যাপক কনভাডস ডেসপোজিসন এটী প্রস্তুত করিতে করিতে অন্ধ হইয়া যান। অন্ধ হইয়াও নিজে ইহা সম্পন্ন করেন আর কাহাকে ইহার প্রণালী শিখাইয়া যেন নাই। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতির গতি প্রদর্শিত হয় উহাদের প্রকৃত গতির সহিত এক মুহূর্ত্তেরও তফাৎ নাই। উহাতে একটী পক্ষী আছে, উহার শরীর মধ্যে এই সকল গ্রহাদির গতি প্রদর্শিত হয়। কোন সময় সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হইবে ইহা দ্বারা তাহাও সূক্ষ্মরূপে গণনা করা হয়। রবিবারে ঘড়িতে সূর্য্যদেব আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া অস্তগত হন, আবার সোমবার চন্দ্র ঐরূপ ভ্রমণ করিয়া অস্ত গমন করেন। প্রতিদিন এরূপ চন্দ্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন। ঘড়ির দুই দিকে দুটী বালক মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া আছে। উত্তর দিকস্থ বালকের হস্তে একটী রাজদণ্ড আছে, ঘড়িতে যে কয়টী বাজে এই বালক সেই কয়টী ঘণ্টা সজোরে বাজায়। দক্ষিণদিগের বালকের হাতে ঘড়ির গ্লাস আছে সেটী ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে চলে। চারিটী ছোট ছোট ঘড়ি আছে, উহার প্রত্যেকে কোয়ার্টার বাজে প্রথম কোয়ার্টারে একটী বালক উত্থিত হইয়া একটী ফল দ্বারা ঘণ্টা বাজায় এবং বাজাইয়া চতুর্থ কোয়ার্টারের ঘণ্টা দিয়া গদা দাড়ায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এক যুবক আসিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজায় এবং প্রথম বালক যেখানে দাড়াইয়াছিল সেই খানে গিয়া দাড়ায়, তৎপরে এক বৃদ্ধ আসিয়া [illegible] প্রথম দুইবার [illegible] ঘণ্টা বাজাইয়া যুবকের স্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। চতুর্থ কোয়ার্টারে এক বৃদ্ধ দুস্ত লাঠি হস্তে উপস্থিত হয়, সে চারিকোয়ার্টার বাজায়, এ ঘণ্টা অমনি মৃত্যু আসিয়া ঘড়ি বাজাইতে থাকে। যে স্থলে বালক যুবা প্রভৃতি দণ্ডায়মান করে, তাহার মস্তকের উপরে ঘড়ি আছে। বালক যুবা প্রভৃতি কোয়ার্টার বাজাইবামাত্র মৃত্যু অমনি পড়ি মাত্র বাজাইতে আসেন কিন্তু সেই সময় আসার উহার মস্তকে যমদণ্ড আসিয়া তাহার প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া দেন। মৃত্যুকে ফিরিয়া যাইতে হয়। চারি কোয়ার্টার বাজা গেলে পর মৃত্যু পদ ছাড়িয়া দেন, তখন মৃত্যু আসিয়া নিজ অস্ত্র দ্বারা ঘড়ি বাজায় এবং তার পরের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকেন। ১২, টা সাঙ্গ হইলে খৃষ্টের ১২ [illegible] উপস্থিত হন এবং যীশুর সম্মুখে জানুপাতিয়া উপাসনা করেন, যীশু তাঁহাকে কাশীর্ব্বাদ করেন। ঘড়ির চূড়াদেশে একটী [illegible] আছে উহা ৫, ৭, ৯, ১১ টার সময় ভিন্ন ভিন্ন গান বাজে। ঈষদ [illegible] সলটায়ার প্রভৃতি দুইটী মনোহর পর্ব্বতে যীশুর প্রতিকৃতিটী অনাবরণ গীত হয়। ইহা সমাপন হইলে [illegible] চূড়ার উপর একটি মোরগ আসিয়া পাখা নাড়িতে থাকে এবং [illegible] করে। এক কথায় ঘড়ির কিরূপ বুদ্ধিমান কারিগরী কার্য্য প্রণালী দর্শকের তাহা বিবরণ প্রকাশ করা হইল।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

আজ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, [illegible] চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতার [illegible] যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে উভয় পক্ষ [illegible] সম্পাদক টাকা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারিয়াছে। এ বিষয়ে সকলের একটু একটু গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য।

[illegible] বিভাগের একজন গমস্তা এক জন মুহুরী ও আর কয়েক জন গবর্ণমেণ্টের ১৪ হাজার টাকার অধিক তছরূপ করিয়াছে। গাজিপুরের অধিষ্ঠাতা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহাদের বিচার হইতেছে।

[illegible] পার্লামেণ্ট রথযাত্রার সর্ব্বোচ্চ হারে সংগৃহীত হইবে। কুচবিহার এবং পুরি [illegible] তত্রত্য তীর্থ স্থান হইতে আদায় হইবে। [illegible] সেপ্টেম্বর হইতে বীরভূম এবং বাঁকুড়ার উক্ত কর [illegible] হইবে। ২৪ পরগণার [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এত কোপ কেন?

২১ এ ভাদ্র শুক্রবার।

কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয় [illegible] পড়িয়া গিয়াছে। যে অঙ্কে যে পদে ৬৫ টিকিট বিক্রয় হইত, গত মঙ্গল [illegible] টাকার বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থা এক্ষণে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এক্ষণে মাচকের ছুচক কতক যাইয়া এই কুসঙ্গ ছুচক করিতেছে। অতএব [illegible] কাছে বঙ্গ সঙ্গীতের দায়ী কেহ অগ্রসর হইবেন

[illegible] মিউনিসিপালিটির সভ্য নির্ব্বাচন সম্প্রতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] ৮ জন মুসলমান ভদ্রলোক ভোট পাইয়া কেহ [illegible] কোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না। [illegible] আজিও সেই পুরাণ দেশী [illegible] বিস্মৃত হইতে পারেন নাই?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইউরোপীয়সমাচার।

[illegible] এ আগষ্ট। অমিবাদে রুলটইকের [illegible] হইয়াছে। তিনি যে [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহার আত্মা [illegible] সে উৎসব [illegible] হয়।

[illegible] এ আগষ্ট। অষ্ট্রিয়ার ডিউক [illegible] সমাটের প্রধান সেনাপতি পদে, [illegible] ঐ পদে [illegible] হইতে [illegible] পাঠান হইতেছে।

[illegible] ফ্রান্সীর অন্ত প্রিন্সেপ [illegible] দিন ধার্য্য হইয়াছে, তিনি [illegible] ঐ কার্য্যের সম্বাদের বিচার [illegible]।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জামালপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি ডবলিউ কামেল।

" রেবরেণ্ড [illegible]।

" [illegible], লিসিয়ক্স।

এম সেণ্ট লেজার কাটির

বাবু প্রসাদ মণ্ডল।

" মুন্সি হরমল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বলদেব দাস খুংকে খা, সম্প্রতিবাল সবডিবিজন।

বাবু ওয়াজদ আলি এবং সাহেব নীলওয়ার হোসেন, নওগাঁ বা উপবিভাগের অধীনস্থ।

২৮ এ আগষ্ট। হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর ই বি, পক্সকে কিছুদিনের জন্য বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

বাবু বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে সদরের প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু বিমল নন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার বিভাগের ভার পাইলেন।

ট ওয়াল্টন সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত আফিসরেরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, কর্ণিস।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সচরাচর যে দুর্গাপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাতটী প্রধান পুত্তলিকা আছে। উহার মধ্যে তিনটী কাজের, দুর্গা অসুর ও সিংহ। দুর্গার অসুরে যুদ্ধ হইতেছে সিংহ আঁচড় কামড় করিয়া দুর্গার সাহায্য করিতেছে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশ ইহারা কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ খান। কোন কাজেই নন। সর জর্জ্জ ক'ম্বেল সাহেব শিক্ষাবিভাগে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতেও এই রূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটেরা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইনস্পেক্টরেরা হাসিয়া বসিয়া ভোগ লইতেছেন, একথা বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হয় না। ক'ম্বেল সাহেবের নূতন বন্দোবস্তে ইনস্পেক্টরদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের সোজা সম্পাদন অথবা অব্যাহতি প্রতিপালন ইহার কোন্‌টী মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করা কঠিন। বোধ হয় কলেক্টর সাহেব এ অপ্রিয় বিষয়টী জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় আমি উপরে যে উপমাটী দিলাম তাহা সঙ্গত হইল কি না ইহার নিম্নে একটু লিখিয়া দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।

১২৮০ সাল
১৮ ই ভাদ্র

শ্রীঃ—

—•—

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মফঃস্বল স্কুল সকলের যে নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে একটী বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। হুগলি কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল প্রথম শ্রেণীর মফঃস্বল স্কুলে আপাততঃ ১৫০।১০০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, ঐ সকল স্কুলে উপযুক্ত লোক আছেন বলিয়া ঐ রূপ উচ্চ বেতন ধার্য্যে তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঐ সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ট্রেণিং স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকেরা কি অপরাধ করিয়াছে? যাহারা ঐ স্কুলে বহুকাল হইতে ১০০ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অনুরোধে উহাতেও ৭০ হইতে ১০০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করা উচিত ছিল। বোধ হয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এ ভ্রম অবশ্য সংশোধন করিতে পারেন। ভ্রম সংশোধিত না হইলে যাঁহারা ১০০ টাকা পাইতেছেন, তাঁহারা ৭০ টাকা পাইবেন। হয় ত তাহাতে অনেকে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বা অন্য কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর বেতন এ পর্য্যন্ত উক্ত মহাত্মা হ্রাস করিয়া দেন নাই।

মহাশয়। কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত পঙক্তি কতিপয়কে আপনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। "বিপদ বিপদের অনুগমন করে" এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। অত্রত্য অধিবাসীগণ সাংক্রামিক জ্বরের কবল কবল হইতে মুক্তিলাভ না করিতে করিতে একটি অধিকতর ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ সমষ্টি একবারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। একে ত গবর্ণমেণ্ট বাদোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের আভ্যন্তরীণ বাঁধ ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়াতে তথায় দিয়া বন্যার জল গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বর্ষাকালে লোককে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া থাকে। তবে আবার এ বৎসর বিগত শ্রাবণ মাসে নদের স্রোত প্রতিবন্ধে জোৎশ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণপুর এই দুই গ্রামের মধ্যস্থিত বাঁধ ভগ্ন হইয়া "গোবের উপর বিষ ফোড়া" হইয়াছে। আর লোকের রক্ষা নাই। বন্যার সময় দুঃখধনসমুদয় দুরবস্থা অবলোকন করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। অনেক সুচীরসঞ্চিকে সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ তাহাদের কষ্টের বিষয় সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে হইলে এস্থলে হইয়া উঠে না। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে এই প্রশ্নটী স্বতঃই দেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। স্থির চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বন্যাপীড়িত গণকে সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিবার পরামর্শ চিত্তেই প্রবৃত্তি জন্মে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত প্রায়বাসীদিগের অবস্থা দেখিয়া কখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিরত হইতে পারিবেন না। দামোদর নদী গর্ভে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হয় আবার কিয়দংশ এই উদ্দেশে অর্পণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। সামান্য টাকার জন্য দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কখনই এতগুলি প্রজাকে দামোদর গর্ভে নিক্ষেপ করিবেন না। পিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার সহিত সেই রূপ। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে বাস্তবিক বিপন্ন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণের উপায় গ্রহণ না করিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? উপসংহার কালে আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহ করিয়া দুঃখীগণের সপক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুই চারি পঙক্তি লিখিয়া তাহাদিগকে উপকৃত করিবেন। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে স্থানীয় চাঁদা দ্বারা বাঁধটির সংস্কার করা সুদূরপরাহত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

শ্রীঃ—

মহাশয়। আপনার সোদর তুল্য হিতৈষী [illegible] করিয়া আমার মনে [illegible] হইয়াছিল। উক্ত শ্লোক [illegible] সাহেবের সুবাময়ী লেখনী [illegible] পূর্ব্ব সৌহৃদ্য পূর্ব্ব অভিপ্রায় [illegible] উদ্ধৃত। উহা গ্রন্থ সমাপ্তি [illegible] আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ বাক্য। [illegible] সহরে রাজার এবং আপনার [illegible] পর্য্যন্ত উহার উদ্দেশ্য। আপনিও [illegible] বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রথমে

ঈদৃশরূপ স্বরূপে উক্ত অর্দ্ধভাগ শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা পণ্ডিতবর্গ মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত ও মুদ্রিত কালিদাস গ্রন্থাবলীতে উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবাঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্" এবং "সর্ব্বমঙ্গলাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "সর্ব্বমঙ্গলাম্" ১।১২ ৩।৪। পুস্তকে 'মহীয়সাম্' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের শিরোভাগে "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিবাঃ সরস্বতী শ্রুতি মহতী মহীয়তাং" শ্লোকার্দ্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। "শ্রুত মহতাং মহীয়তাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "শ্রুতিমহতী মহীয়তাং" প্রযোজিত হইল কেন? স্পষ্টই বোধ হয় আপনিই এই পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তদর্থে আপনারও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। অথবা উহা কি আপনার কল্পিত? না অন্য কোন মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত? যদি আপনার কল্পিত হয়, তাহাতেও ত বিশেষ অর্থ সৌষ্ঠব দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় মূল পাঠ সন্দিগ্ধ হইলে আপনার মনোযোগ নিষ্ঠির থাকিতে পারিত না। মূল পাঠ কোন্‌টী তাহার আবার সন্দেহ স্থল। যে হেতু অনেকানেক গণ্যমান্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনেক স্থানেই ভূরি ভূরি পাঠ কল্পিত হইয়াছে; তাহাতে উক্ত গ্রন্থের কোন স্থান কলঙ্কিত ও কোন কোন স্থান বা রসাল যোগে উৎকৃষ্ট বোধ হইয়া রহিয়াছে। মহা পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনীত পাঠই এক প্রকার মূল বলিয়া এখন অনুভূত হয়। তিনিও মূল নির্ণয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পণ্ডিত বিশেষ কর্ত্তৃক প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন বোধ হয় তাদৃশ সুখকর নহে। এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গৌরবহানি হয় কি না? মূল গ্রন্থগত [illegible] পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহাদের [illegible] হয়ে

তাঁহাদের গ্রন্থগুলি একত্র থাকাই সম্ভব। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়া পাঠকগণ স্থলে স্থলে বোধ হয় কেহই কালিদাসকে চিনিতে পারিবেন না। আভিজাত্য সিদ্ধি-প্রয়াসী সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পাঠান্তর-কল্পিত হইয়া মূলের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তদনুরূপ মহাত্মা কর্ত্তৃক এই প্রকার পাঠান্তর কল্পনায়ও বোধ হয় সেই ভ্রম প্রমাদ বাহুল্য হইতেই চলিল। এক মূল শ্লোক উদ্ধৃত শকুন্তলা বহুবিধ কবিতা নিবদ্ধ করাই কি উচিত নহে? শকুন্তলা এপ্রকার পাঠান্তর কল্পনায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকিলে শেষে মাঘের মত অসন্দিগ্ধ হইবে। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে চিনিতে অক্ষম হইবে। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠান্তর কল্পনা পূর্ব্বক সংবাদ-পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সম্পাদক মহাশয়ই উহার অর্থ পাঠযোজনা করিয়াছেন, বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা অনুভূত হওয়া দুষ্কর। তখন ইহাই কালিদাসের পাঠ বলিয়া (১) প্রতীতি হইবার আশঙ্কা কি?

ভবদীয় গুণগ্রাহ
শ্রীবিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য।

(১) বিদ্যারত্নের অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহা মনের অবাক্ত থেকেই সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ শকুন্তলার কবিতাটুকুর পাঠ বদলান করেন নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক মুদ্রাঙ্কণের এই ভিন্ন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর পণ্ডিত যেরূপ প্রচলিত পুস্তকরে আদর্শ করিয়া শকুন্তলা মুদ্রিত করিয়াছেন; এই উভয় রূপ প্রচলিত শকুন্তলার পাঠ রক্ষ বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্যের কারণ এখন অনুধাবন করা সম্ভবপর নহে, কালিদাসের সময়ে এরূপ মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। বোধ হয় এদেশে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়া উহা প্রচার করিতেন। কালিদাসও ঐ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শকুন্তলা শকুন্তলার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা কালে যে যে স্থানের পাঠ তাঁহার অনুরাগী না হয় পশ্চাৎ [illegible] পরিবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে যে যে [illegible] লিখিত হইবে [illegible] পাঠ

যথাসম্ভব। যাহারা অধ্যয়নার্থে [illegible] যৌবনী পুরুষ কর্ত্তৃক কার্য্যারম্ভ, পরস্পর, বলবান্ করিতেছিল পূর্ব্বে এই জেলার স্থানে স্থানে ডাকাত লোকদিগের কার্য্য যাহার অনুকরণীয় বিদেশীয় ব্যবসায়ের দুর্ঘটনাদ্বয়ে সম্ভ হইতেছিল হয়, পোষ্টাল প্রবাসিদের গমনেই যাতায়াতের। সে যৌবনার দুর্বা কতা ক্রমে গমন করিয়াছেন, রেলওয়ে দ্বারা, ও ইশ্বর কৃপায় ইদানী পুরুষ ও রেলওয়ে ওটার উপকারে কয়েক বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টক হইতে ছিল, এইবারে তাহাদের শক্তি করিয়া দেশত্যাগী করিবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ এই জেলায় কাঁসাই কালীসাবাই এবং কাঁসাই নাদি নামে যে কয়েকটী নদী আছে তন্মধ্যে কাঁসাই নদীর মৃত্যু অতি ভয়ানক। উক্ত বিষম লোভাস জন্য জেলার অন্তর্গোতী অসমুক মিলাদল মহনা ও জলঘাটা আদি পরগণায় যে কৃষি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে বাঁধবন্দি না থাকিয়া নীচ কালে নিষ্কর লোভাস হইত এবং বর্ষাকালে তাহা প্লাবিয়া ঐ নদীস্রোতের জল বহুদূর গামক নদীর পথে সমুদ্রে যাইত। লোভাস প্রবাসিত হইলে পরেই সকল স্থানে বাস্য দি আবার ছাড়ন গদর্দমেই হইতেই তৎস্থানাধিকারীগণের সহ বন্দোবস্ত হইয়া ঐ সকল স্থানে মুক্তকলে বাঁধবন্দি করিয়া নদীস্রোতের

দেখিতে পাই না এই জন্যই শকুন্তলা পা ঠের বহু পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এদেশীয় পণ্ডিত দিগের একটী রোগ আছে ইহারা অন্যের কৃত গ্রন্থের পাঠ বজায় করিয়া এবং একবার বিদ্যা লয়। তুলুয়ারোগ বড় বিষম ব্যাপার। যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া যায় তাহার উদ্ধার সময়ে যে যে স্থলের অর্থ বোধ বড়ই দুরূহ হয় সে সেই স্থলেই পাঠ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শকুন্তলা সেরূপ ঘটে নাই; ইহা যে কবির স্বকৃত তিদ্বিষয়ে বিভিন্ন-প্রমাণাভাব হইয়া। বোধ হয় মূল অবধি গাদ্যের ইহাই অবিকল এবং অবিকৃত ভাবে আসিতেছে। এজন্য অনেকগুলি শকুন্তলা পুস্তক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থি যে যে স্থলের অর্থ বোধগম্য হয় সে সে স্থলের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ আছে। এ সকল আদর্শেই অনেক পুস্তকে প্রকার [illegible] সম্পাদকের ন।

জল নির্গমের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ করায় ঐ নদীদ্বয়ের বন্যায় তাহার পার্শ্বস্থিত পরগণা সকলের বাঁধ সময়ে সময়ে ভগ্ন হইয়া বন্যাজল আমাদিগের যেরূপ দুর্গতি করিতেছে তাহা অধিকাংশ রাজপুরুষগণের অগোচর নাই। কিন্তু এই বিপদের মূল কারণ প্রধান রাজপুরুষেরা দেখিতে পান নাই, কারণ ঐ পোতাম মহল যাহাতে এইক্ষণে দুষ্টম বাঁধ হইয়া দেশ উচ্ছন্নের হেতু হইয়াছে সে অঞ্চলে প্রধান রাজপুরুষ গণের গমন ভয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। প্রধান রাজপুরুষেরা কেবল বন্যার প্রাবল্যই দেশ উৎসন্নের হেতু বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু উল্লিখিত কয়েক পরগণায় যে সময়ে নিমক পোতাম হইত তৎকালের এবং পোতাম এবালিশ পরে এইক্ষণ কার মাপ দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে উল্লিখিত পোতাম মহলের দুষ্টম বাঁধ স্থাপনে বর্ষা কালের বন্যা অধিকন্তু তাহা কটালসময়ের জুয়ারের যোগে কয়েকটী পরগণার কিরূপ দুর্গতি করিতেছে এবং করিবেক। এইক্ষণে পোতাম মহলের বাঁধের দ্বারা গবর্মেণ্টের এবং ঐ মহালের অধিকারী জমিদার মহাশয়গণের উপকার হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি পরগণার দুঃখী প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সম্বন্ধে সুসভ্য ও সুবিচারক গবর্মেণ্টের এরূপ উপকারে মনোযোগ রহিত, তবে সকল দিগে উপকার হয় ইহার উপায় সত্বর করা কর্ত্তব্য। এমতে প্রার্থনীয় যে কাঁসাই নদীর বন্যার কিয়দংশ রূপনারায়ণ নদীতে যাইবার আর একটি সুষম পথ আবিষ্কার অথবা অন্য প্রকার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া এ দুর্ভাগ্য গবর্মেণ্টের পরম বিপদ নিবারণ করিয়া দেন, নতুবা সাহাপুর কাশীযোড়া, সবঙ্গ মহনা, জনাব টাঁদি কয়েকটি পরগণার দুর্গতির সীমা থাকিবেক না।

কাশীযোড়া
১৮ই৩
২৪ এ ভাদ্র
} একান্ত বশম্বদ
কাশীযোড়ার কতকগুলি
প্রজা

সবিনয় নিবেদনং—

মহাশয়! আপনার ১০ ই ভাদ্রের সোম প্রকাশে নিমচাঁদের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন আছে, আমরা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপ ঈশ্বর মাপিতের মকদ্দমার স্থূল বিবরণটী লিখিতেছি পাঠ করিলেই এই ব্যাপার সংক্রান্ত আপনার সমুদায় সন্দেহ নিরাকরণ হইবেক। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে, ঈশ্বর মাপিতের কন্যা মোহিনীকে প্রথমে কলিকাতায় একটী লোক বাহির করিয়া লইয়া যায়, সেখানে ঈশ্বর মাপিত গোপনে তাহাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনে, কিন্তু মোহিনী ২। ৪ দিন পিত্রালয়ে বাস করিয়াই পুনর্ব্বার পলাইয়া যায়, এবারে ঈশ্বর মাপিত প্রকাশ করে যে মোহিনীকে বাটীতে আনিয়া কাটীয় ফেলিব এই কথা বলিয়া ঈশ্বর অনুসন্ধান করিয়া মোহিনীকে বাটীতে আনিয়াছিল। মোহিনী এবারে এক দিনও পিত্রালয়ে বাস করে নাই। ঈশ্বর যে দিবস ফিরাইয়া আনে সেই দিবস রাত্রিতেই পলাইয়া যায়। ঈশ্বর মাপিত লোক লজ্জা ও স্বজাতীয় দলপতিগণের ভয়ে মোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার এই কথায় কেহই বিশ্বাস করে নাই। ঈশ্বর মাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া পল্লীস্থ অনেক লোকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ ঘাটে পথে সর্ব্বত্রই এই কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে। সুতরাং এই কথা ক্রমে ক্রমে দেশময় হইয়া উঠে। সেই সময়ে ঈশ্বর মাপিতকে অনেকেই নারী হত্যা বলিয়া ঘৃণা করিত। মোহিনীর মৃত্যুর কথা এতদূর বহুমূল হইয়াছিল যে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে একজন স্ত্রীলোক এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে" ঐ যে গো পোলে মোহিনীকে ঘাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া খাইতেছে।" কৈলাস মণ্ডল ঈশ্বর মাপিতের পাড়ায় বাস করিত, সে তাহার চীৎকার শ্রবণ করিয়াছে মোহিনীর হত্যার সংবাদ দেয়, তাহাতে নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় (তৎকালিক একটীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) কে ঐ সংবাদ অবগত করে। নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায় মোহিনীর হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য শিবপুরের পুলিষ ইন্সপেক্টার ৺ পাওয়েল সাহেবকে অনুমতি করেন এবং মকদ্দমাটী তদন্তের নিমিত্তে করিতে তাহাকে কহেন স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। পাওয়েল সাহেব ঐ বিষয় তদারক করেন। নিমচাঁদ কেবল দুই একটী ইংরাজী শব্দের অর্থ সাক্ষীদিগকে ও বাঙ্গালা শব্দের অর্থ পাওয়েল সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুই দিন তদারক হয়, পাওয়েল সাহেব প্রথমে ঈশ্বর মাপিতকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেন, ঈশ্বর মাপিতের পুত্র যদু মল্লি এবং পুত্র ভূতনাথ পাওয়েল সাহেবের নিকট ঈশ্বর মাপিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, পাওয়েল সাহেব তদারক কালে ঈশ্বর মাপিতের গৃহে এক খানা ছাগল কাটা বাঁড়া ও একটা কলা পাকাইবার জালা এবং ঈশ্বর মাপিতের বাটীর পশ্চিমে বাঁশবনে মড়ার মাথা প্রভৃতি পাইয়া কৌজদারি বাদি লইতে পাঠাইয়া দেন, পরে সাক্ষ্য বিবার জন্য ভূতনাথ ও যদুমল্লিকে কৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিকেট সাহেবের নিকট ঈশ্বর মাপিতের বিচার কালে ভূতনাথ ও যদু মল্লি আপনাদের পূর্ব্ব কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলে যে তাহারা মোহিনীর হত্যার বিষয় কিছুই জানে না, সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর মাপিত অব্যাহতি পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল, এমন সময়ে আবার মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বর মাপিত তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। যে স্থানে মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহার চতুর্দ্দিকেই বন ও বাঁশ বাগান। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকের উত্তর লোকেরা তদন্তের সময় ঐ স্থানে কখন কখন ছাড়াদি ফেলিয়া থাকে, এখনও ঐ স্থানে কতক গুলি হাড় পড়িয়া আছে। যে সময় মাথা পাওয়েল সাহেব তদারক কালে পান সেই সময় ঐ স্থানে তদারকের পূর্ব্ব হইতে পতিত ছিল। এমন কি যখন পল্লীস্থ স্ত্রীলোক পরস্পরায় মোহিনীর হত্যার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিল ঐ সময় গ্রাম ৭৮ জন কয়েকজন (মকদ্দমা বাধাইয়া ও মিটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। মূল্য স্থানের হ্রাসে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সংবাদোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর আগামী সংখ্যা বন্ধ করা যাইবে।

যোগাপুর ডাকঘরে টিকিট ভাঙ্গিলে পাওয়া যাইতে পারে।

যাঁহারা মাসুল সহ, বিনা পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যাঁহারা সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৴৩ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা গণিত হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সুবিধা করা যাইতে পারে।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ২৯ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি	অন্
	ক্রোশ	ইঞ্চ
মোহানায় জয়রামপুরের নীচে	৩	৩
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৪	১০
তথা হইতে অধিপুর ৭। মাইলের মধ্যে	১৮	৬
অধিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৭।
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৯ মাইলের মধ্যে	২৪	৩

সন ১৮৭০ সালের ১ লা এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের বাপ।

	ক্রোশ	ইঞ্চ
	১০	১

বহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭০ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজনগর	১০
* * পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—সোহাগা	৫।
* * গোলোকচন্দ্র দত্ত—কাঞ্জিরাবাদ	১০
* যৌবনী মোহন মোদকাদ্য বাহুর পুকুরিয়া	৫।০
* * গোবিন্দচন্দ্র সিংহ—মুরলিধারা	৫।০
* * রাধিকানারায়ণ ঘোষ মহাজাজার	১০
* * দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর	৫।০
* * রাধাকিশোর শীল—রাধাবাড়ি	১০
* * মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]	১৫
[illegible]	১০

যাহাদের সাহায্য) ঐ স্থানে মোহিনীর আত্মা বলিয়া বকলম, [illegible] ঈশ্বরের নিকট হইতে অর্থ সম্পত্তি [illegible] করিয়াছিল। কৈলাস মণ্ডল অন্যান্য গ্রামস্থ মণ্ডল উপাধিধারী [illegible] নিমচাঁদ ঐকজন প্রধান [illegible] করিলেন মোহিনীর [illegible] কৈলাস এর প্রেম [illegible] কি না নিমচাঁদ তাহা অনুসন্ধান না। মোহিনীর হত্যার বিষয় কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডলদিগের যত যত্ন কি না নিমচাঁদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কলতঃ তৎকালে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, যে হেতু তৎকালে পল্লিস্থ অনেক ভদ্র লোকের মুখে নিমচাঁদ মোহিনীর হত্যার কথা শুনিয়াছিলেন, মোহিনীর হত্যা এ বিষয় যথার্থ বলিয়া নিমচাঁদ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কৈলাসের বা গ্রাম্য মণ্ডল দলের চক্রান্ত উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বোক্ত সময়ই ঈশ্বর মাপিতের মকদ্দমার মূল হইয়াছিল। কৈলাস অথবা গ্রাম্য মণ্ডলগণ বা পৃষ্ঠপোষক কুমুদে ঈশ্বর মাপিতের বাটীর পশ্চিমে বাঁশ বনে মড়ার মাথা আনিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিস তদারক কালে গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর মাপিতের পক্ষ হয়, তাহাদের পরামর্শে ঐ কুমুদ ও মতি পুলিসের নিকট মোহিনীর হত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অস্বীকার করে। ঈশ্বর মাপিত মুক্তি লাভ করিবার পর নিমচাঁদের কয়েকজন শত্রু বৈরনির্য্যাতন মানসে ঈশ্বর মাপিতকে হস্তগত করিয়া তাহার দ্বারা নিমচাঁদের নামে মকদ্দমা উপস্থিত করে। তাহাতে নিমচাঁদ খুনির বিচারে ক্রমশঃ অপরাধে দোষী হইয়া ৩ত প্রাপ্ত হয়। হাইকোর্টের বিচারে নিমচাঁদ অন্য অন্য অপরাধে নির্দ্দোষী হয় কেবল খুনির বিচারে বলিয়া ৩৩০ ধারায় অপরাধে হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু নিমচাঁদ ঐ ৩৩০ ধারার অপরাধেও অপরাধী ছিল।

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত কেদারনাথ বিশেষজ্ঞানারি।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিনিবিনাম পার্থিবঃ স্বস্তয়নী অনিনশ্বরী ন স্থীয়সা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩১ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটগেঁয়ে বন্ধু 'জ্ঞানবিকাশিনী' মাসী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ করমা। আগামীতে আয়তন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক নূতন কথা—প্রথম বৃত্তান্ত।

১২ পেজী কর্ম্মা এক কর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য ৵০ আনা।

মেমারীর অধীন ৷ পোষ্ট } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত হেড মাষ্টার ভ.ভ.মেমারী স্কুল

বাবু ইন্দ্রনীলকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাসুল ৵০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সাগরাজার হিন্দু হষ্টেল ৷ কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

হিন্দুধর্ম্ম—মূল্য ৷৹ আট আনা। বাগবাজার, বঙ্গবাসী, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের পত্রিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০০০—

" প্রত্ন কল্প-দর্শিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা ' প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অভিনবী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মাহতাব চাঁদ বাহাদুর ও মাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর প্রভৃতি অমরেন্দ্র বঙ্কিম চন্দ্রকান্ত মিত্র ও কাশ্মীর রাজামাত্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি " সমাজস্থ ধর্ম্মরক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি ও অনেক প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, পেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী ভাতিনন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, কাশীপুরের পৃথ্বী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের " সুধেন্দুমোহন ঘোষাল, হাসড়ার অমলমোহন ঘোষ রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুমারখালির রায় প্রভৃতি নেমুতলার (মদতরি বল্ল) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবরঘুনাথ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়া শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সত্ত্বযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রত্নের কার্য্যে কিছুমাত্র আয় অঙ্কিত না হইয়া উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়ায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে সুসম্বাদিনের অধীন ও পত্রিকা কার্য্য

নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভদ্র মহাশয় যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে ইহার দায়ে (যন্ত্রটি ঐ সকলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে মইয়া ও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই অর্থশোধে প্রস্তুকর্ত্রমণ্ডলের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রস্তুকর্ত্র সঙ্গিনীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধর্ম্মী, বন্ধানা, বিবেচনাশালী, প্রস্তুকর্ত্র মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহাশয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আমার হইতে পারে। (ই তপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সহাই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা মদীয় ধর্ম্মতলস্থিনী সভাতে অথবা কলিকাতা জীমদ্দেবের লেন ৩ নং ভবনে সত্বর যন্ত্রের আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকার্য্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রস্তুকর্ত্র সঙ্গিনী ও সভার অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—:০:—

শুভ যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন বসু লেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

মনীয় ব্যয়ে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় ন্যূন বাধ, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে ন্যূনা ৫ ... পড়ে এরূপ ভাবেই করা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সাপ্তাহিক পরিচয়।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার শুভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর এবং বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪। ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা
সহকারী সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৷৷০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাসুল ৷৷০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ১০ আনা।

উক্ত প্রাক্টীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ড [illegible] হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার বঙ্কিমনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৷০ আনার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য দ্রব্যাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৷৷০ উহার কৃত ডিসপেন্সরি ইহাতে বহুতর ব্যবহারপত্র লিখিত [illegible] ডাকমাসুল ৷৷০।

[illegible] কালীচরণ শুভ
[illegible] কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অঙ্ক পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
সাধুরাজার
বিদ্যারত্নের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

শুভ লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে উপস্থিত আছে অন্যান্য পুস্তক ক্রয় মনস্থ করা যায় মূল্যের তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ শুভ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—

ঘড়ীসজ্ঞ পটারি ওয়ার্ক।

ঘড়ি ঘারার প্রস্তুত নিম্নলিখিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভারতে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

রেড করা প্রস্তুত ঘর্ষিত মর্দ্দামার পাইপ এবং উহার মিলিত সাইফন গজন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ব্লাডের টাইল ইট। মেডিয়াম্ বসাইবার মিলিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফলার স্লিক।
কামার ফ্লে।
বাটীর ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেড করা পাইপ, টাইল এবং ফলার স্লিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ম মর্দ্দাবাদ
৭নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } মেসর্স এণ্ড কোং।

—

বঙ্গভাষার।
ফিজিয়োলজি মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গ্নসিস্
অব ফিভার্স
অর্থাৎ
জ্বরাধিকার বাঙ্গালা

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাশুল ।০ আনা উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্কুল-ষ্টেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীত্রেই ভাবশ্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী এতদ্ভিন্ন বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ্ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা হিন্দুস্কুল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষায় স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় নিম্ন চুম্বক ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজ তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স লিখিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান অতি উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নির্ম্মিত বলপ্রোত ও বলবিঘাত দ্বারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগবর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

ভূসার সংগ্রহ।

ইহাতে সাহিত্য ও বাঙ্গালা গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন পরীক্ষকদিগের মুখোপযোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ১৮১৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রস্তাবগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।৵০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

—•—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ১২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন।

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান আবার এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া গুটিকত কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুইটী শাখা অর্থাৎ একটী ইংলণ্ডে ও দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালে এখানকার গবর্ণর জেনরলই প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অনেক স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে ইংলণ্ডে একটী সভা ছিল এবং তাহার উপর ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল বটে, কিন্তু এখনকার মত সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধার অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে সেই সভার বিশেষ হস্ত

হিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৮ অব্দে তা হইতে পার্লামেণ্টের হস্তগত হওয়া অবধি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অন্যথা হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে একজন সেক্রেটারি এবং তাঁহার অধীনে একটী সভা আছে। ইহাদেরই হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার। ইহাদের অধীন হইয়া গবর্ণর জেনরলকে কার্য্য করিতে হয়, সুশাসনের পক্ষে এরূপ যেরূপ অবস্থা ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যেরূপ আবশ্যক আমাদিগের বিবেচনায় আর কিছুই সেরূপ আবশ্যক নহে। ইংলণ্ডে যাঁহাদের অবস্থিতি ইংলণ্ডের স্বার্থই সর্ব্বদা যাঁহাদের দৃষ্টি পথে তাঁহারা কিরূপে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইবেন এবং কিরূপেই বা ভারতবর্ষের শুভাশুভ বুঝিতে পারিবেন। আমরা গতবারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের যে বক্তৃতার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি তাহাতেই এই কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফসেট সাহেব বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে শাসনের ফল এই। সকল বিষয়ে এই বিদেশীয় সভার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে এদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে কিরূপ বদ্ধ ভাবে কার্য্য করিতে হয় তাহা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। এদেশীয় শাসনকর্ত্তারা প্রজাদিগের অবস্থা ও প্রয়োজন অনেকাংশে বুঝিতে পারেন, সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করিতেও পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকাতে অনেক শুভকর বিষয়েও হাত দিতে অগ্রসর হইতে পারেন না। মনে কর লার্ড নর্থব্রুক ইলবর্ট টাক্স সহিত কর্ণীফ বিবেচনা করিলেন [illegible] ইংলণ্ডের এজুরা বিলাতে বসিয়া তাহা রহিত করার আবশ্যকতা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং ইবকম টাক্স না। এইরূপ অনেক শুভ অনুষ্ঠানের যে ব্যাঘাত হয় এমন নহে, তাঁহাদের আদেশে অনেক অশুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এদেশীয় শাসন কর্ত্তাদিগকে অনেক সময় লোকের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। ইহার দুইটী স্থলে আমরা দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। ১ম অযোধ্যা অপহরণের জন্য আমরা অনেক সময় ডেলহাউসির বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া থাকি, কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করার বিষয়ে তিনি অনুকূলতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক বরং তাহার বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড অব কণ্ট্রোলের আদেশে তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ২য় ভঃ ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সভার সাহায্য দিবার জন্য এদেশীয় যে যে ব্যক্তি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ সার আরথর হাব্হাউস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হইল না কেন, এই জন্য সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ষ্টেট সেক্রেটারির গুপ্ত পরামর্শ আছে এবং তাহা হইবারই সম্ভাবনা। কারণ সার আরথর হাবহাউস প্রভৃতি ব্যক্তিরা সেখানে গেলে অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে; তাহা হইলে ফসেট প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের পক্ষে অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং ষ্টেট সেক্রেটারি ও অন্যান্য সেক্রেটারিকে লোকের নিকট অপদস্থ হইয়া পড়িতে হয় সুতরাং সাহী মনোনীত [illegible] বিষয়ে সন্দেহ হইতেও পারে। যাহা [illegible] হউক, [illegible] হইবে [illegible]

নয় হওয়া দুর্ঘট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বরং ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে সময়ে সময়ে কতকগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সামান্য নহে। ১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যয় ৫৩৩৮২০২৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ১০৫১০১৩০ টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। বৎসর বৎসর ১০ কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। এ ব্যয়ের সমুদায় সম্পাদন কি সম্ভব নহে? কি উপায়ে তাহা হইতে পারে? একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রহিত করাও যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের পরামর্শ ও মত লইয়া যদি এখানকার রাজ কার্য্য চলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ হইয়া এক দিন চলিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার কার্য্য প্রণালী চলিতেছে তাহাতে প্রজাদিগের জন্যে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে আবেদন করা আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষের কথা শুনিবার এবং ভারতবর্ষীয়দিগের মতের হইয়া উত্তর দিবার যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে প্রজাদিগকে অনেক সময় অনেক অন্যায় সহ্য করিতে হয়। ফসেট সাহেব ও ষ্টেট সেক্রেটারি না থাকিলে কাহার সাধ্য ও এবার উচ্চশিক্ষা ও সম্ভ্রম ফসেট ঘুচিয়াছিলেন। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের আবেদন শুনিবার এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সহায়তায় সভ্যগণের মধ্য হইতে একটী সভা নিযুক্ত থাকে এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত লোকদিগের মধ্য হইতে যদি সেই সভায় সভ্য নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এক [illegible] স্বীকার না করিয়াও সুশাসন হইতে পারে।

[illegible]

বিশেষ কষ্টের কথার উল্লেখ করিয়াছি। সে কষ্টটী এই প্রজাদিগকে অনেক সময় এক জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট পৃথক পৃথক রূপে খাজনা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট গে জটে সেই সম্বন্ধে লেপ্ট নণ্ট গবর্ণরের একটী আদেশ দেখিলাম। তাঁহার লেখা ও প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদের ক্লেশ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

প্রজাদিগের এই কষ্টের কথা তাঁহার গোচর করিবার জন্য হিজলী ও অপরাপর কয়েক স্থান হইতে তাঁহার নিকট আবেদন প্রেরিত হয় এবং গত পাবনার প্রজাবিদ্রোহের সময়ও সকল প্রকার অভিযোগের মধ্যে এ অভিযোগটীও ছিল। এই সকল কারণে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় জানিয়া পাঠান। প্রায় সকলেই এই কথা বাস্তবিক ও অনেক ক্লেশের কারণ বলিয়া তাঁহার গোচর করিয়াছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মি জর মত প্রকাশ করিয়া এই কষ্ট নিবারণের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে একেবারে আইন করিবার পূর্ব্বে জমিদারদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা উচিত, কারণ যদি ইহার কোন উপায় করিতে হয় এমন উপায় করা উচিত, যাহা জমিদার ও প্রজা কাহারও পক্ষে কষ্টকর না হয় এবং জমিদারের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা না হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পরামর্শ অনুসারে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সকল জমিদার ও ভূম্যধিকারীর বিবেচনার জন্য এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এ বিষয়ে আইন করিবার পূর্ব্বে জমিদারদিগের অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। এই আদেশ অনুসারে কমিশনর কালেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা জমিদারদিগের অভিপ্রায় জানিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে জমিদারেরা এ বিষয়ে আইন করিবার প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে এরূপ একটী আইন হওয়া উচিত যে কোন প্রজা কর্ম্মচারীর নিকট প্রথমে এরূপ কষ্ট জানাইলে তিনি সমুদায় অংশীকে ডাকিয়া একজন সাধারণ সরবরাহ কারক কিম্বা গোমস্তা নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিবেন; যদি তাঁহারা আপনা হইতে এরূপ কোন সাধারণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে না চায় তাহা হইলে তিনি একজনকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি এবিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন প্রভৃতির মত জানিতে চাহিয়াছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন আমরাও জানি যে অনেক ছোট ছোট জমিদারিতে ভিন্ন ভিন্ন অংশীরা সাধারণ হইতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং অনেক অনেক বড় বড় জমিদারিতেও এক একটী সরকারি দপ্তর থাকে। অনেক স্থলে অংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি থাকেন তিনিই প্রায় সরকারি বিষয়ের মানেজর নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের দেশে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা না থাকাতে পৈতৃক বিষয় লইয়া ভায়াদ অংশের মধ্যে যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস যোগ্য এরূপ ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্য হইতে বাহির করা অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ হইতে একজন গোমস্তা নিযোগ করার বিষয়ে অংশীদিগের কেন যে বিশেষ আপত্তি হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কালেক্টরকে যদি লোক নিযুক্ত করিয়া দিতে হয় তাহার খরচ অবশ্য জমীদারদিগের সাধারণ বিষয় হইতে দিতে হইবে। কিন্তু জমীদার নিজে লোক নিযুক্ত করিলে যে টাকা খরচ বাদে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারা যাবে গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক নিযুক্ত হইলে তার বাহুল্য দিয়া অংশীরা আপনা হইতে লোক নিযুক্ত করিতে যাহা হইবেন এরূপ বিবেচনাও অযুক্ত নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে জমীদারদিগের পরামর্শ গ্রহণ যে প্রকৃত যুক্তিযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা কিরূপ উপায় দিতে চাহেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহারা বুঝিবেন এমন অনেক কথা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যেরূপ হউক, কোন পক্ষের কোন প্রকার অসুবিধা জন্মে না করিয়া যে প্রকার হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগিবার সম্ভাবনা এবং সেই অধিক ব্যয় দিতে সকল অংশীর মত না হইতেও পারে। বিশেষতঃ যদি জমীদারদিগের অমতে লোক নিযুক্ত করা হয় জমীদারেরা কখনই সহজে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না, বরং নানা প্রকারে তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা পাইবেন। যে কারণে ১৮০৫ অব্দে জমীদারেরা ১১৯৩ অব্দের নিয়ম রহিত করিবার প্রার্থনা করেন এখন যে সে সকল যুক্তি তিরোহিত হইয়াছে এমন নহে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যখন সেই নিয়ম রহিত করা হয় তখন কেবল জমীদারেরই দিক চাহিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল, প্রজাদিগের কষ্টের কথা বিবেচনা করা হয় নাই। একথা যথার্থ কিন্তু তখন সাধারণ লোক নিযুক্ত করিতে জমীদারদিগের যে যে অসুবিধা ও ক্লেশ হইত কালেক্টরের সাহায্যের প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে তাহার লাঘবের বিশেষ সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না। জমীদারেরা আপনা হইতে যদি সাধারণ এক জন সরবরাহকার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সকল কথা চুকিয়া যায়, কিন্তু অন্যতরপক্ষ স্থলেই বিষম সমস্যা। গবর্ণমেণ্ট হইতে লোক

কোন সদুপায় বিধান করিলে প্রজাদিগের একটী প্রধান ক্লেশ দূর করা হয় এবং এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রজারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের দুরবস্থা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচপোকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টেলপায়িকাকে কি প্রকারে বল বীর্য্যবিহীন করিয়া বশে লইয়া বেড়ায় তাহা দেখিলে যেমন সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইতে হয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসনের বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় সেইরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ। একটী আর্য্যভূমে শিশু অপরটী এক দীর্ঘাকৃতি দৈত্য কি রাক্ষস। কিন্তু এই শিশু এই প্রকাণ্ড অসুরের স্কন্ধে চাপিয়া কিরূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা সাত আট গুণ অধিক। ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের মধ্যে আবার সহস্রজনের এক জনও ভারতবর্ষের সংবাদ লয় কি না সন্দেহ স্থল। এই ত্রুটিমের মহাপ্রাণির হস্তে বিংশতি কোটি জীবের জীবন মরণ ভার, ইহা আবার স্মরণ করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি ও অবনতির জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকটে এই বিষয় কেবল মাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার না হইয়া ক্ষোভেরও ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ড বিংশতি কোটি লোকের সুখ দুঃখের ভার হস্তে লইয়া কিরূপে সুখে নিদ্রা যায় মনে ধারণা হয় না। ধারণা হউক আর না হউক, ইংলণ্ডের এক কলঙ্ক বহুদিন হইতে রহিয়াছে এবং সকলে ভাবিয়া ভাবিয়া [illegible] হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোধ হইতেছে ভারতবর্ষের কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার সময়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভ্যগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষের কথা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ভাবিতেন কি না সন্দেহ। অথবা এক একবার পার্লিয়ামেণ্টে মহাসভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা করিবার, জন্য ভারতবর্ষ লইয়া যোগাযোগ করিতেন এবং কখনকালের জন্য ইংলণ্ডের অধিবাসিদিগের অথবা পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যদিগের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিতেন কিন্তু তাহাদের আগ্রহ অল্প বিস্তর হইতে না হইতে ভারতবর্ষ পুনরায় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। তবে সৌভাগ্যক্রমে একাধিক্রমে কতকগুলি দক্ষ ও কার্য্যপটু গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কতকগুলি দূরদর্শী ও উদারপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞের শাসনাধীনে আসাতেই ইংলণ্ডের এরূপ ঔদাসীন্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই। তথাপি অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ভারতবর্ষীয় রাজবর্গের সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় হইয়াছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি থাকিলে তাহার অনেক হইতে পারিত না। হুক সকলও প্রভৃতি দুই একজন ব্যতীত কি কোম্পানির সময়ে কি মহারাণীর সময়ে অকর্ণধার ও সাক্ষী গোপাল গবর্ণর জেনরল আসেন নাই। এই সকল কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর গবর্ণর জেনরল মনোনীত করিয়া তাহার হস্তে অধিকাংশ ভার ন্যস্ত করাই শ্রেয়ঃ। ইংলণ্ডের অধিক ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য অস্থিত হইলে বিপরীত ফল হইবে, এত দিন ভারতবর্ষের [illegible] ইংলণ্ডের ঔদাসীন্যের [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] ভারতবর্ষ

ছেছে। এই পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি কারণ আছে, তাহা মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ম ভারতবাসীদিগের বহুল পরিমাণে ইলণ্ডে গমন (২য়) ফসেট সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষের বন্ধুদিগের ভারতবর্ষের বিষয়ের সিদ্দোলন (৩য়) যেন টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা। এইরূপ নানা কারণে ইলণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের বিষয়ে ক্রমশই মনোযোগী হইতেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিচারের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভায়। সর ফসেট সাহেবের বিরুদ্ধে এই কথা বলেন, "যে তাঁহার (ফসেট সাহেবের) কথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে সুতরাং কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ না ধরিয়া তাঁহার মধ্যে মধ্যে ইলণ্ড ভারতবর্ষের কত উপকার করিয়াছেন তাহাও স্মরণ করা ইয়া দেওয়া উচিত"। ইহাতে সার চার্লস উইউড্‌ফলত এই উত্তর করিয়াছিলেন "দেশীয়দিগের কোন সংবাদ পত্র ত ইংলণ্ডের উপকার অস্বীকার করেনা, যদিও তাহারা বিদেশীয় দের অধীন থাকা প্রার্থনীয় বলে না, যদিও তাহারা আমাদের শাসন সম্বন্ধে অনেক ভ্রম ও ত্রুটী দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে, ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা ইংলণ্ডেরই পক্ষ হইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে—" আমরা আনন্দিত হইলাম যে সার চার্লস আমাদের হৃদয় যে প্রকৃত ভাব অবগত হইয়াছেন। বিশেষ কারণ বর্ত্তমান থাকিতে উপকারের কথা স্মরণ করাইলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। ভারতবর্ষ যে অনেক বিষয়ে ইংলণ্ডের নিকট ঋণী তাহা বোধ হয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ অস্বীকার করেন না। সার চার্লস আর ও দুটিএক সার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ১ম পবলিক ওয়ার্কস সম্বন্ধীয় ব্যয় সঙ্কোচ (২য়) বম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর নিয়োগের প্রথা তুলিয়া দিয়া বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করা। তাহা হইলে গবর্ণরের কাউন্সিলের আবশ্যকতা থাকে না সুতরাং অনেক ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে। (৩য় ঃ) এদেশীয়দিগকে উন্নত পদস্থ হইবার অধিকার দেওয়া, ইহা দ্বারাও যথেষ্ট ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে, কারণ এখন সেই সকল পদের জন্য ইউরোপ হইতে লোক আনয়ন করিতে যত ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে এদেশীয় উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন অপরাপর সভ্যেরাও ভারতবর্ষের হিতকরঅনেক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন 'আমরা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং মুখে যেরূপ বলিয়া থাকি, তদনুসারে সকল প্রকার উন্নত পদে দেশীয় দিগকে অধিকার দেওয়া উচিত এবং এখানে আসিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও যাহাতে তাহারা ঐ সকল পদের উপযুক্ত হইতে পারে এরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য, কারণ কুপার্শহিল কলেজে উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও কর্ম্ম দিবনা বলা ও বাঙ্গ আর কাহাকেও নিযুক্ত করিব না বলা ও তাহা ।' অন্য একজন সভ্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অবশেষে আমরা ভারত হিতৈষী ফসেট সাহেবের শুটি কত কথা মূল প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। "অবশেষে তিনি মিঃ ফসেট সাহেব) বলিতে চান যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ক্ষমতার হ্রাস করা কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, বরং ভবিষ্যতে যাহাতে সুশৃঙ্খল রূপে ভারতবর্ষ শাসন হইতে পারে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। তাহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে কমন্স মহাসভার সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদের রাজা সুরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ভারতবর্ষবাসীরা বুঝিতে পারে যে তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবার ঠাঁই ইংলণ্ডে আছে।" পাঠকগণ বলুন দেখি একথা গুলি শুনিলে ভারতবর্ষের সুখের দিন আসিতেছে মনে হয় কি না? ইংরাজকে সুহৃদ্ভাব বলা যায় কি না? আমাদের মধ্যে উষ্ণ শোণিত ও বলবীর্য্য সম্পন্ন যদি কেহ থাকেন, যিনি তরবারের আশ্রয় ভিন্ন ভারতবর্ষের সুখের দিনের সম্ভাবনা দেখেন না, আমরা তাহাঁর পক্ষ নহি। তরবার ও যুদ্ধের যুগ অবসান হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের যদি কখন সদ্গতি হয় সে সদ্গতি কেবল সকল জাতির ন্যায় বিচারের দ্বারাই হইবে। ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করা বিষয়ে ইংলণ্ড অনেক ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত রাজ্যের শাসন যদি ন্যায় সঙ্গত রূপে করিতে না পারেন, তবে ইংলণ্ডকে ধিক্! ভারতবর্ষের সন্তানেরা যদি আপনাদের যোগ্যতা ও চরিত্র দেখাইতে পারেন ইংলণ্ড কত কাল বধির হইয়া থাকিতে পারিবেন, স্বার্থপর নীচ প্রকৃতি ও ক্রূর হৃদয় ইংরাজদিগের স্বার্থপরতা দুষিত রাজ নীতি কত কাল কায় করিতে পারিবে, অর্থ-পিশাচ হৃদয় শূন্য তাক খৃষ্টান সাহেবেরা কতকাল ভারতবর্ষীয়দের ধন মান লুটিয়া খাইতে পারিবে? যে সমাজ শাসনের ভয়ে ইংলণ্ড আবিসিনিয়া হাঁফাইয়াছেন, যে সমাজ শাসনের ভয়ে

করিয়াছেন এবং শিক্ষার ফলস্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমাজ শাসন একণে তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। অতএব এ সময় কলেজ রিফরমের প্রভু ও যিনি যিনি ভারতবর্ষের হইয়া বলিতেছেন ও লিখিতেছেন তাঁহাদের সকলকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। তাঁহারা সেই সমাজ শাসন প্রস্তুত করিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

—•—

অমরনাথ নাটক (১) নাটকে আমাদিগের নিতান্ত অরুচি হইয়াছে। নাটক দেখিলে মন উৎপাটে লোলুপ ও ব্যাঘ্র হয় না। অমরনাথ নাটকে স্থূলতম অবয়বটী ঐ অরুচির দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করিয়া দিল। কিন্তু কি করি কর্ত্তব্যের অনুরোধে নাটকখানি পড়িয়া দেখিতে হইল। পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম, এখানি অপদার্থ নাটকদল প্রবিষ্ট নহে। ইহাতে কিছু রস আছে। আমরা ইহাতে নাটক রচয়িতার মূলী কবিতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। এক তিনি প্রায় প্রতি বাক্যেই উপমা দ্বারা সরস ও মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক উপমাই সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ উপমা সংগ্রহের শক্তি আছে, সেরূপ যদি কবিতা রচনা করিবার শক্তি থাকিত তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। গ্রন্থে যে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার একটীও [illegible] অধিকাংশ পদ্যই [illegible]

দ্বিতীয়, গ্রন্থকার যে নাটকের নায়ক [illegible] যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা [illegible] হইয়াছে। উহাদিগের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের

(১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা সিমুলিয়া বাণিকলা ষ্ট্রীট ১৯৮ নং ভবন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও মূল্য [illegible]

অমরনাথ বিদ্যাবান বুদ্ধিমান ও অতি উপযুক্ত লোক। তিনি একটী মিথ্যা ছলনা করে সেরূপ ত্যাগ করা দেখে। এটী সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ অংশটী অন্য রূপে রচিত হইলে অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। গ্রন্থের যেরূপে আরম্ভ করা হইয়াছে তার ও কিছু বিশেষ চমৎকারিতা হয় নাই উপসংহারও অনুরূপ করিয়া করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষাটী বড় গোরীবহিয়াছে। রচনা রীতিও আমরা গত অনেক ভ্রম প্রমাদ ও লক্ষিত হইল।

অমরের চরিত্র। ২। প্রবেশে জীবন চরিত লিখিবার রিস্তি ছিলনী। সুতরাং প্রাচীন কালের গ্রন্থকারেরা কোন সময়ে কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ ও কি কি [illegible] করিয়াছিলেন এসব তাঁহারা জানিবার উপায় নাই, ইহা অতএব একণে যাঁহারা প্রাচীন কালের লোক দিগের জীবন চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইবার মত বলা যায়। অমরের চরিত লেখক অমরের [illegible] প্রকৃত জন্ম কালাদির নির্ণয়ে যে সমর্থ হন নাই সেটী তাঁহার দোষের নহে। এ বিষয়ে অধিক জ্ঞান করিয়া বহুদূর জানা যায় তিনি সে অনুসন্ধানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি রচনার্থ [illegible] অনুরোধ করিয়া

[illegible] শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত [illegible] শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, [illegible]

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরিশ্রমের সহিত লিখিত হইয়াছে। তিনি যে সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি হয় ছিলেন। এ অবস্থায় এ প্রকার গ্রন্থ রচনা করা অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু প্রকাশের বিলম্ব হওয়াতে তাঁহার রিস্তি বিপ্লব ঘটিয়াছে। এখানিও ন্যায়রত্নের শীরীষ্য বিরচিত গ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার এক খানি পাঠ্য গ্রন্থ হইল।

উদ্যোগুক পত্রিকা। (৩) এখানি মাসিক পত্র। ইহাতে পাঠ যোগ্য অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লেখাটী বিষয়ের অনুরূপ হইতেছে না। পত্রিকা খানির নাম উদ্যোগুক পত্রিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অর্থ বড় নাই। উদ্যোগুকের মুখ্যার্থ অধিক পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশ হইলেই ইহার নামটী যথার্থ হইত। কিন্তু আমরা পত্রিকা মধ্যে উদ্যোগুকের ভাব এক পাইলাম না।

অবকাশ রোধিনী (৪) এখানিও মাসিক পত্র। এখানির লেখা উদ্যোগুক পত্রিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিষয় গুলি সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট নহে।

বিবিধসংবাদ।

সংবাদ পত্রের মুখ্য কর্ম্ম, রাজাদিগের রাজনীতি পরিচালনার বিষয়ের সহিত যে কর্ত্তব্য মুখ্য কর্ম্ম, তাহার [illegible] হইয়াছে, তাহাও [illegible] সম্পাদকের [illegible]

মুক্তের অন্তর্গত জামুই আনিয়া মুঙ্গের [illegible] কলিকাতে আসিয়া [illegible] নাহের খাঁ [illegible] তাহার সঙ্গে [illegible] তাহার আছে, উহা সেই

(৩) কাঁটালপাড়া হইতে [illegible] ৩০৬ নং ভবনে [illegible] মূল্য [illegible] ডাক [illegible]

(৪) [illegible]

ভিন্ন আর কেহ তুলিতে পারে না। কন্যার সাহেব যাস যায় কি মুন্সীফের লোকে যাস খায় পরে জানা যাইবে।

ডেমরাকের এক ব্যক্তি একদা মুষ্টসবিলের দুরন্ত খেলার আফিসে গিয়া ১,১১, ১১১ অথবা ১১১১ নম্বর টিকিট প্রার্থনা করে। এরূপ বিশেষ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, সে ৯ বৎসর বয়সের সময় স্বদেশে আগমন করে, এখানে ৯ বৎসর থাকিয়া বিবাহ হয়, বিবাহের ৯ মাস পরে তাহার একটী সন্তান (বোধ হয় বিবাহের পূর্ব্বে কিম্বা সেই দিবসেই গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিবে) জন্মে। ৯ ম দিবসে ঐ শিশুর নাম করণ হয়। সে ৯ বৎসর স্বামীর স্ত্রীর সহিত একত্র ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে ৯ টী সন্তান হয়। তৎপরে স্ত্রীর সহিত বিবাদ হওয়াতে সে তাহাকে ৯ বার প্রহার করিয়াছিল। এ জন্য সে ৯ দিবস কারাগত ছিল, তৎপরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ৯ বৎসরের শেষে ঐ টিকিটের জন্য আসিয়াছে। ৯ নম্বর টিকিট দ্বারা অনেক টাকা পাইবে আশা ছিল কিন্তু তাহা না হওয়াতে ৯ টা বেলায় সময় চলিয়া গিয়া ৯ গ্লাস বিয়ার মদ পান করিয়া চলিয়া গেল।

২৫ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

ইচ্ছামত ঘরের ভাড়া ধরিয়া রথ্যা কর নিরূপণ অত্যাচারের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার সামান্য প্রকার একটী বাটী আছে, উহার বার্ষিক ভাড়া ৩ শত টাকা স্থির করিয়া ৯ টাকা কর ধার্য্য করা হইয়াছে। যদি এইরূপে কর ধার্য্য করা হয় অত্যাচারের এক শেষ হইবে। বাটীর ভাড়া ধরিয়া মূলধনীর আয় নিরূপিত হইতে পারে না। অনেক স্থলে এমন আছে পুরুষেরা অট্টালিকাদি করিয়া দেশান্তরে সব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, কিন্তু সেরূপ ধনশালীতা নাই, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাদের সেই বাটীর ভাড়া ধরিয়া কর ধার্য্য করিতে গেলে তাহাদের প্রতি কি অবিচার করা হয় না?

শুনা যাইতেছে, কতকগুলি লোকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, সঙ্গীতের উন্নতি বিধানার্থ সাধারণ লোকে যে চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সাহায্য করেন এবং কালেজ ও স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত চর্চ্চাও প্রবর্ত্তিত করেন। বোধ হয় এ নিমিত্ত শীঘ্র গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইবে। কলিকাতা এডুকেসন গেজেট ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন সাংক্রামিক আক্রান্ত প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের এমন অর্থ নাই যে এ সময়ে উহাদিগের উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন, এমন সময়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পোষণার্থ সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদান কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। কথা অযথার্থ নয়, যে সকল দেশীয় ধনবান ব্যক্তির ইহাতে অনুরাগ আছে, তাঁহারা মনে করিলে আর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

২৬ এ ভাদ্র বুধবার।

গত বুধবার কলিকাতার বিশপ উত্তর পশ্চিম দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। গত রাত্রিতে আড়ংঘাটা বেলি পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন।

পুনার ক্ষৌরকারেরা মাগদালার লার্ড নেপিয়রের নিকট যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার কোন উত্তর না পাওয়াতে তাহারা একেবারে রাজীর নিকটে আবেদন করিবে স্থির করিয়াছে। লার্ড নেপিয়র সৈনিক দিগের ক্ষৌরকার্য্যের সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিয়া যদি এক বৎসরের জন্য আপনাদের পর্য্যন্ত বাস ও দেশ ভ্রমণ বন্ধ করেন সাধারণ ধনাগারের অনেক উপকার হয়।

আলাহাবাদে মেটকাফ সাহেবের স্মরণার্থ যে ১৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, পিয়নিয়র বলেন, উহা আলফ্রেড পার্কে একটী সুন্দর ঘণ্টা নির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে। সাহেবদিগের আমোদের জন্য একটী টেনিস খেলা নির্ম্মাণ অপেক্ষা প্রকৃত কাজ হয় না কোন বিষয়ে ঐ টাকা ব্যয় করা কি ভাল হয় না?

গবর্ণর জেনরল আগ্রায় যে দরবার করিবেন, বোম্বাইর গবর্ণর তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয় লইয়া সে দিন পার্লিয়ামেণ্টে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে ফসেট সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহা এবং তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তৃতা শীঘ্র ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হইয়া ১৭ ই নবেম্বর সোমবার পুনরায় খুলিবে।

কাবুলের আমীর সিরায় আলী ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

জে, ডবলিউ গার্ডিনার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লোহাই সমাচার বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়াছেন, রিয়াজী জীজী ভাবর এরগম নামক হেটে একটী হংসী ছিল। একদা প্রাতঃকালে উহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃহৎ সর্প ওকরর আহার বিষয়ক চলচ্ছক্তি রহিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সর্পটীকে তৎক্ষণ ২ চিরিয়া ফেলা হইল, কি আশ্চর্য্য উহার উদর মধ্যে সেই হংসীটী জীবিতাবস্থায় রহিয়াছে, উহার একটী পালকও নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র বাহির না করিলে সর্পের উদর মধ্যে হংসীটী ভস্ম পাইত।

৭ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

টাইমস বলিতেছেন, মেকেঞ্জির ডিউক স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড হইতে কানাডা যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে সান ফ্রান্সিসকোতে গমন করিবেন, পরে জাপান ও চীন হইয়া আগামী শীত কালে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। ডিউকের স্ত্রী ত্রিভিসি হইয়া আসিয়া কলিকাতায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে ভারতবর্ষে আগ-

মন করিয়া ইহার অবমাননা করিয়াছেন, আমাদিগের ইহা বোধ হয়।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমে সকল বিষয়েই পুরুষের ন্যায় ব্যবহার পাইতে আছে। কি চিকিৎসা কি বিচার কি শিক্ষা সকল বিষয়েই ত তাহারা পুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে, সম্প্রতি আবার ছাবাড়া ট্রামওয়ে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের শীঘ্র গতিতে পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন ডাক্তার মের ওয়াকার পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে উন্নতি শীলা স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া অবাধে যেখানে সেখানে যাইতে পারিবে আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, পরে হয়ত পুরুষ-দিগকে ঘরে বসিয়া সাউন পরিয়া সৌখিন বাড়ি কাঁখাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতে হয়।

সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে একজন খ্রিষ্টিয়ান তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে ছিলেন, বেঞ্চের উপর তাঁহার ব্যাগ ছিল। শ্রীরামপুর ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালি ঐ গাড়িতে উঠিয়া ব্যাগ সরাইয়া উপবেশন করেন। অনন্তর তিনি একখানি বহি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহেব অমনি তাঁহার হাত হইতে বহি খানি কাড়িয়া লইয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, বাঙ্গালি বাবুর গায়ে জোর নাই তিনি হাত ছাড়া হইয়া রেলওয়ে পুলিসে সংবাদ করেন। পুলিস সাহেবের নামে নালিশ, মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইলেন। [illegible] হইয়াছে।

ঢাকার উত্তরবর্তী বেলুনীস্থ মাহুক খাঁ নামক এক ব্যক্তি ঢাকা এক্সপ্রেসে লিখিয়াছেন, উক্ত গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত বসুর পুত্রদ্বয় রাত্রিকালে বীর দুধ লোহা একটী সিন্দুক লইয়া যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করে। [illegible] ঐ সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লণ্ডন নগরে প্রতিদিন ৫১৯০০ সংবাদ পত্র বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে ডেলি টেলি গ্রাফ ১১০০০০, ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০, ডেলিনিউস ১০০০০ এবং ৮০০০০ টাইমস ৭০০০০।

চন্দ্রদীঘী হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন—গত ১১ই ভাদ্র রবিবার মহারাজ প্রতাপের কালে বর্দ্ধমান জেলার মহাপাড়া চন্দ্রদীঘির সন্নিকটবর্ত্তী ওঁড়া নামক গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় দুই ব্যক্তির (ইহারা সহোদরদ্বয়) সামান্য কথায় কলহ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে রিপুর জ্বালা একবারে বিবেক শূন্য করিয়া এক বড় দাল জাতের দ্বারা তাহার জ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি এরূপ একটী আঘাত করিল যে আঘাত স্থান হইতে অপ্রতিহত প্রভাবে মস্তিষ্ক-আবরণ বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই ভিন্ন হইবার সময় তাহাকে অচেতন ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরা সময়ে তাহাকে চন্দ্রদীঘী চিকিৎসালয়ে আনয়ন করা হয় তথায় নীত হইবার অব্যবহিত পরেই আনুষাঙ্গিক পঞ্চ ভিক্ষিই পরে এই হতভাগ্য মানবলীলা সম্বরণ করে। পরদিন (১২ ই ভাদ্র প্রাতঃকালে বর্দ্ধমান প্রেরণ জন্য শবটিকে স্থানীয় পুলিসের বক্তে অর্পণ করা হইল।" এরূপ অমানুষিক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা সহজে শ্রুতিগোচর হয় না।

১১ এ ভাদ্র শনিবার।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বক্তৃতাকালে ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইহার টাকায় কাগজ পত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ভারত বর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড ৫৬গুণ ধনী ইংলণ্ডের [illegible] ভারতবর্ষ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চিঠিপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য কুলমুতে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিয়াছেন।

তাঁহার জমিদারী এলাকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের প্রজাসমূহের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ২৫০০ আড়াই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটী খাল খনন করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী বিজ্ঞাপন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ই এ আগষ্ট। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ভাগলপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন বলিয়া যে আজ্ঞা প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য হুগলীর অন্তর্গত বলিটোরি বিভাগের ভার পাইলেন এবং যে পর্য্যন্ত এই ভার তাঁহার হস্তে থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সাহানন্দ গুপ্ত হুগলিতেই থাকিয়া মেদিনীপুরে থাকিবেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু পুরস্কার হালসা হতে বদলী হইলেন।

মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

উক্ত লক্ষ্মীপুরের সহকারী কমলনর কালেক্টর এচ জে, পিট সাহেব সুব ডিভিসনের ভারের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু জানকীনাথ সিংহ মজঃফরপুর বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর। হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি সমকে সাহেব কিছু দিনের জন্য কটকে বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পদ লিখিত বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন—

বাবু সূর্য্যচন্দ্র রায় ভাগলপুরের, বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মিদিনাপুর এবং রাওয়া, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন মজঃফরপুর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত অন্নদাপ্রসাদ সেন মজঃফরপুর, ভগবতচন্দ্র সোম আলীপুর ঈশ্বরচন্দ্র পালিত বলে হয়, নীলমণি মিত্র সম্বলপুর।

শ্রীযুক্ত জে এণ্ডার্সন সাহেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দ্বীপ ও তার উপনিবেশের ভার পাইবেন।

কক্স বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি আইনি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে এলফ্রড সাহেব শ্রীহট্টে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ ডবলিউ ফ্রেজর সাহেব প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ এচ, হ্যারাড সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলীর বিভাগের ভার পাইবেন।

মি বিক্স র্ক সাহেব উড়িষ্যা সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইলেন।

আর এক হ্যাম্পরি সাহেব কিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়া বিভাগের স্কুলসমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইলেন।

মি বার্ণ্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ৩ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের মন্ত্রিসভায় যে গোলযোগ হইতেছিল এখনও তাহার শেষ হয় নাই। কার্লেষ্টিনার আক্রমণকারীরা কৃত কার্য্য হইতে পারিতেছে না।

লণ্ডন ৫ই সেপ্টেম্বর। কোর্টিরেরা পুনরায় সৈন্যদল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বোধ হয় মাদ্রিদের মৃত্যুদণ্ডের নিয়ম থাকে তাহা দেখা ইচ্ছা।

কার্লেষ্টরা উত্তর ভাগ অধিকার করিতেছে। পোপ পুনরায় সুস্থ হইয়াছেন

মাদ্রিদ ৮ই সেপ্টেম্বর। সিনর কাষ্টিলার মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ই সেপ্টেম্বর। কেপ এবং কয়লার মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বোম্বে সিবদুর মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভগ্ন ইংলণ্ডের ধনাগার ৯৩০০০০ টাকা জমা দেওয়া হয়।

লণ্ডন ১০ই সেপ্টেম্বর। আমাদের রাজী এলবার্ট মুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হ্যানবর্গে গমন করিতেছেন।

সিলভ কষ্টের নিকটে আর একটী রেল পথে হুর্ঘটনা হইয়াছে। ইহাতে ৩ জন হত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের বী ভূষণ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। রাইপুরে আর একটী খুনের বিষয় শুনা গিয়াছে। এই বারে গ্রাম খানি জনশূন্য হইল। আশ্চর্য্য এই রাইপুরে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন অনুসন্ধান লইতেছেন না। আমরা কি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছি? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবেন আমরা কোন বিষয়েরই অণুমাত্র অযথাযথ বর্ণন করি নাই। গবর্ণমেণ্ট একটু কৃপানয়নে রাইপুরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অধিবাসীদের প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইবে। গৌড়নগরের ন্যায় একটী জনপদ লোকশূন্য হইলে ইংরাজ রাজ্যের কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না।

২। কাষেল সাহেবের কাজ গুলি যে তাদৃশ পরিপাটি হইতেছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে কলমকালে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি অনেক গুলি চৌকী উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন যে চৌকীগুলি বজায় আছে, তাহার এলাকা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে একজন মুহুরি দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না অতএব একজন অতিরিক্ত মুহুরির নিয়োগ প্রয়োজন হইতেছে। এতদ্ভিন্ন স্থলেদারেরা কাটোয়া চৌকী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কাঁদরায় একটী চুনসেকি আবশ্যক হইয়াছে। তাহার কার্য্য বন্ধ করিয়া কিয়দংশ এলাকা, বলপুরের চৌকীর সঙ্গে একত্রীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মজুরী অংশ কাটে হার অন্তর্দ্ধান করা হইয়াছে। এত বিষয়ের বিচার যে কত কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য

হইয়াছে, তাহা অনুভবশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এত যে পরিবর্ত্তনে মূল ধারা ন ফেলে, তাহা কত দূর কার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক বার দেখা যাউক। কাটোয়ায় এক মকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে যে একজন মুন্সেফ কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না, এই হেতু একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং কাঁদরায় চৌকী থাকাতে যে খরচ হইতেছিল তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অথচ দুখি প্রজাদের বিচার পাইবার পথে মাত্র কণ্টক নিক্ষেপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। কর্ণাটের জমিদার বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়কে মামা পীড়ায় এত আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, যে তিনি আপন বিষয় কার্য্য পরিদর্শনে নিতান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর সদৃশ কার্য্যদক্ষ উদ্যোগশীল পুরুষকে এরূপ শোচনীয় অবস্থা পর দেখিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। শুনিলাম তিনি আপন বিষয় কার্য্যে এত ভাল অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া সংসার ক্ষেত্র হইতে একরূপ অবসৃত হইতে মানস করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া যেন এই আমাদের প্রার্থনা সফল করেন।

৪। এক জন মুসলমান শ্রেণী মধ্যে একজন বেশ ভাল উদ্যোগশীল পুরুষ দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইয়াছি। তিনি আপন বাসগ্রামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন, একান্ত যত্ন করিতেছেন। তথায় একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয় সংক্রান্ত বালকদিগকে উৎসাহী করিবার, ও পারিতোষিক দেওয়া হয়। ইহার জন্য যে টাকার দরকার তাহার সমস্ত ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এক পয়সাও সাহায্য লন না। তিনি একজন মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁহার এত অল্প বয়সে সহকারে দেশের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে তিনি আপন বাস গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। আমরা যে মহাশয়ের এত প্রশংসা করিলাম, তিনি বর্দ্ধমানের নিবাসী মুসলমান

সৌম্যমূর্ত্তি গোলাম সরবার খিয়ার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মুন্সী খিজির রহমান সাহেব বাহাদুর। তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এত অনুরাগ যে তিনি বাঙ্গলা ভাষার প্রচারিত অনেকগুলি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু, কি মুসলমান, ভদ্রলোকের ঘরের ছেলেদের মন অসৎপথে প্রধাবিত না হইলেই দেশের অনেক মঙ্গল হয়। উপসংহারে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই প্রাতঃস্মরণীয় খিয়া সাহেব দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করেন। তালিবপুর গ্রামখানি মমরাজী আবাদ হইতে অনেক দূর হইবে না।

৫। সম্প্রতি কাবেল সাহেব শিক্ষা বিভাগে একটী নিয়ম করিয়াছেন যে প্রতি জেলায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কতক টাকা দেওয়া হইবে, তাহাতেই সেই জেলার শিক্ষাবিষয়ক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম বর্দ্ধমান জেলার স্কুলগুলির পোষণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১৪০০০ টাকা দিবেন। কিন্তু স্কুলের বর্ত্তমান সংখ্যা বজায় রাখিতে গেলে রাজকোষ হইতে প্রতি বর্ষে ৩৭০০০ টাকা দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং ১৩ হাজার টাকার অনুলান পড়িয়াছে। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধনের অন্য উপায় না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল স্কুল অচাকরূপে চলিতেছে না, তাহাতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়াছেন। এই হেতু মমরাজী আবাদের চতুষ্পার্শ্বে যে স্কুল গুলি ছিল তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য স্কুলের কথা বলিতে পারি না, গঙ্গাটীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কি অপরাধে যে সাহায্য উঠাইয়া লওয়া হইল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এটী এ অঞ্চলের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয়। এক এক বার পরীক্ষায় বীরভূমের সমস্ত স্কুলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরাও সোমপ্রকাশে ইহার [illegible] প্রণালী দর্শনে প্রীত হইয়া কয়েকবার

[illegible]

করাতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

৬। এবারে পূজার বন্ধের পূর্ব্বে মমরাজী আবাদ স্কুলের বালকদের বাৎসরিক পরীক্ষা হইবে হইবে।

৭। মলারপুর আজি কালি বীরভূমের একটী প্রধান স্থান হইয়াছে। মল্লপুরের সঙ্গে কাটোয়া প্রভৃতি স্থানের যোগ করে, এরূপ একটী পাকা রাস্তা থাকা প্রার্থনীয় হইয়াছে। রোডসেস কমিটীর মেম্বরেরা সভায় এ বিষয়টী আন্দোলন করেন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমি নানা সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য পাবনা ও নের অন্যান্য অঞ্চলের জমীদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের বিবাদের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা ও তাহার যে প্রকৃত কারণগুলি অবগত হইলাম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কএক বৎসর হইল এ অঞ্চলের জমীদারেরা অনেকগুলি গ্রামের প্রজার প্রাপ্য অসঙ্গত রূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ঐ সমস্ত প্রজার ঘরচা আদায় করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা তাহা দিতে অসম্মত হয়। তদ্নিবন্ধন জমীদার বাবুরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অত্যাচার এক প্রকারে ক্ষান্ত হয় নাই। জমীদারগণের পক্ষ হইতে প্রজাগণের প্রতিকূলে নানা প্রকার অনুমতি, [illegible] ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং জমিদারগণের ন্যায় তাঁহের দলে [illegible] প্রজাদের সর্ব্বনাশ হইতে লাগে। অনন্তর প্রজারা সৌমভূত্ব বিবাদী [illegible] স্থানকে [illegible] রক্ষার মন্ত্রণা [illegible] তার নাই প্রজাগণকে [illegible] জমিদারীকার্য্য অপরাপর [illegible] আবাদের [illegible]

দায়ি আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দেন। প্রজা'রা তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সেরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বলেন সাহেব জমিদার বাবুদিগের স্থানে প্রচুর পরিমাণে টাকার সূচনকা ও কোরাল জামিনী গ্রহণ করেন, তাহাতে জমিদারের দৌরাত্ম্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু উহারা একবারে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা অসঙ্গতরূপে মিরিখ ও জমা বৃদ্ধি করিয়া কএক খানি গ্রামের প্রজার নামে অনু ন ১০০ শত বাকী খাজনার মকদ্দমা

জিলপুরের মুন্সেফী আদালতে উপস্থিত করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু পরগণা আপিল করাতে জেলা রাজসাহির সেসন জজ শ্রীযুক্ত মালেকজেণ্ডর সাহেব জমিদারগণের দাখিলি দলিল সকল কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণ পাইয়া প্রজাগণের স্বীকৃত মত বস্তু প্রতি বিঘা ২৷৷০ টাকা ও ফসলী প্রতি বিঘা ৷৷০ আনা মিরিখ অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিয়া তদনুসারে নিষ্পত্তি করেন। প্রজাগণের অবাধ্য হইবার এই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দৌলতপুরের জমীদারেরা দৌলতপুর প্রভৃতি গ্রাম জরীপের প্রার্থনায় আবেদন করেন। কালেক্টরের উপরে উহার বিচার ভার সমর্পিত হয়। সেরাজগঞ্জের প্রথমসিভ মেসন সাহেব ১৩৭ ইঞ্চির হাতে জরিপের আদেশ করেন (মেসন সাহেবের এই কার্য্য যে নিতান্ত অসঙ্গত এমত বলা যায় না, কেন না ১৮৬৯ ইংরাজীর ৮ আইনের যে স্থানে যে মাপ দণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদ্দ্বারা মাপ হইবার বিধান থাকায় এবং ইমফসাহি পরগণায় "মোকদম সাহেবের" অর্থাৎ ২৩৫ ইঞ্চির হাত প্রচলিত থাকার দলিল ও প্রমাণ পাইয়া মেসন সাহেব ঐরূপ মীমাংসা করেন) কিন্তু জমিদারেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন কোন জমীদার কতকগুলি প্রজার নাম করিয়া আপন ইচ্ছা মত জমি, মিরিখ এবং তদনুসারে রেজিষ্টরি করিবার জন্য সেরাজগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার মেসন সাহেবের সমীপে উপস্থিত করেন এবং প্রকৃত প্রজার পরিবর্ত্তে আপন বাধ্য অন্যান্য লোককে উপস্থিত করিয়া তদ্ভাবৎ রেজিষ্টরি করাইয়া লন পরে প্রকৃত প্রজারা তাহা টের পাইয়া ঐ সকল কবুলীয়ত কোরত চাহিবাতে মেসন সাহেব উক্ত রূপ চাতুরী হইয়াছে জানিয়া তাহা প্রজাগণকে ফেরত দেন।

এইরূপে সেরাজগঞ্জ প্রদেশে কতক দিন গোলযোগ চলিতে চলিতে পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি জমিদারের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের বিরোধ এবং তদ্দ্বারা ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত হয়। কোন কোন জমীদার প্রজাগণের বাস্তি কাটিয়া কালীগাড়ীর প্রাঙ্গণে টিকট লাগাইয়া মটকাইয়া লেন এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রজা ও তাহাদিগের পরিবারগণকে উলঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়া অপমান করেন। প্রজারাও তাহার প্রতিশোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাবনা প্রদেশের গোপাল নগরের প্রজারাই প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে, পরে তাহারদিগের সঙ্গে নানা স্থানের দল্লা দল এবং জমিদার বাবুদিগের পুষ্ট পালিত লাঠিয়াল দল মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গোপাল নগর হয় মজুমদারদিগের বাড়ী লুঠ করে। তাহার পর মুরাকান্দা ক্রমশঃ বলে বলে পুষ্ট হইয়া হটুরিয়া নাকালিয়া এবং ফাঁড়াসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অত্যাচার করিয়া অবশেষে সাগর কান্দিতে ধ্বংশান্ত করে। ইহার মধ্যে পাপাত্মারা কত কত স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইয়াছে এবং কত প্রকার অপমান করিয়াছে।

গোপালনগর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর কান্দি পর্য্যন্ত শেষ করিতে অত্যাচারিদিগের প্রায় ৫।৬ দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যেও পাবনার মহাত্মা মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবের চৈতন্য হয় নাই। নানা স্থানে লুট আরম্ভ হইয়াছে এবং দুষ্টগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছে এ সংবাদ তিনি কএক জন পুলিস কর্ম্মচারির দ্বারা প্রথমে তাহার কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। যখন গবর্ণমেণ্টের পত্র গোচর হইল তখন টেলর সাহেব রঙ্গপুরে যাইয়া নিজে নৌকায় বসিয়া থাকিয়া পুলিস কর্ম্মচারিগণের দ্বারা দেশীয় লোকের সঙ্গে কতকগুলি নির্দ্দোষ লোককে ধরিয়া আনিলেন। টেলর সাহেব সতর্ক হইলে কি ঐরূপ অত্যাচার হইতে পারিত?

যাহা হউক দুষ্টের অত্যাচারই হউক বা বিদ্রোহী প্রজার অত্যাচারই হউক যেন তেন প্রকারেন দরিদ্র প্রজারই যে সর্ব্বনাশ তৎপ্রতি সন্দেহ মাত্র নাই। যে প্রদেশে লুট পাট হইয়াছে অগ্নি কালি সেই প্রদেশের অবস্থা দেখিলে অরাজক বলিয়া বোধ হয়। যে সকল লোকের বাড়ী লুট হইয়াছে তাহারাও নালিশ করিতেছে, যাহাদের বাড়ী লুট হয় নাই তাহারাও নালিশ করিতেছে এবং যে সকল লোকের সঙ্গে শত্রুতা আছে তাহাদিগের নাম অসাক্ষির মধ্যে লিখিয়া দিয়া পরে পুলিস কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক এক ব্যক্তির নিকট ১০। ১৫। ২০ টাকা পর্য্যন্ত সন্তোষজনক করিয়া লইয়া ক্রমে ছাড়িয়া দিতেছে। ওদিকে যে নিরপরাধ ব্যক্তি টাকা দিতে পারিতেছে না তাহাকে কোজদারী আদালতে চালান করিতেছে। এবম্প্রকারে যে কত শত নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অকারণে জেলে আবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা নাই।

দুঃখ সহ। আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ আন্দোলন দেখিয়াছি তাহাতে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাগণের রক্ষার উপায় নাই। আজি কালি এ প্রদেশে যাহার নিকটে সত্য কথা পাওয়া যাইতে পারে এমন একটী নিরপেক্ষ লোক পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা, সকলেই প্রায় জমিদার অথবা তাঁহারদিগের পক্ষাবলম্বী লোক। প্রজারা অধিকাংশই ঘোর মূর্খ এবং দরিদ্র। তাহারা সংবাদ পত্রেও লিখিতে জানে না এবং হাত যাহা হউক

৫।৫ কথা টাকার দরকার, এত টাকা কে যায় পায়। এদিকে পাঁচকড়ি স্বামীর অস্থি প্রকরেরটুকেরার গংপ্রতিষ্ঠেই পিণ্ডোটা করিয়া আপন আপন দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টাতেই তৎপর। কিরূপে কোন প্রদেশে প্লেগ শান্তি সংস্থাপিত হইবে তাহার কোনও প্রস্তাব নাই। পাবনা পুলিস কর্ম্মচারিগণের নিরপেক্ষতা এক প্রকার অসম্ভবপরই হইয়াছে। ২।১ টী ভাল লোক থাকিলেও তাহারা ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কেহ সাহস পূর্ব্বক প্রজাদিগের অনুকূলে কথা বলিলে অধিকারীরা অমনি সাহেবকে বিরক্ত হইয়া তাহা বা তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রকার অপদস্থ দিতে এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক মুখে বলেন, তাঁহারা ইংরাজের বন্ধু, কিন্তু কাজের বেলায় অধিকারগণের দোষ হস্ত স্বরূপ। তাহারা প্রজার কিম্বা প্রজার পক্ষাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে কোন মন গড়া কথা লিখিলে অধিকারগণের সন্তোষ সাধন ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত অমনি যাত্র, যদি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কিছু লেখে প্রাণান্তেও তাহা প্রকাশ করেন না। করিবেনই বা কেন? তাহারা ত টাকা দিয়া সংবাদ পত্র প্রচার করিতে পারেন না। অধিকারের বিরুদ্ধে লিখিলে দেশে দেখে ভ্রমণ করিয়া যে প্রজাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতেছে তাহা যে করিয়া যাইবে তাহার উপায় কি? আজি কালি সেরেস্তা। পুর নবেল সাহেব এবং হোলাস্ত পুলুর এবং অন্যান্য স্থানের সম্পাদক দিগের লক্ষ্য করিয়াছেন। নবেল সাহেবকে লৈ 'অমৃত বাজার' হইতে স্থানান্তর এবং ইশানচন্দ্র কে কর্ম্ম দেওয়াইতে পারিলেই অধিকার কি নিরাপদ বা সিদ্ধি হয়। তখন অধিকার বাবুরা স্বচ্ছন্দে বলিয়া প্রজার যত ভাসিয়া ভক্ত পান করিবেন এবং বাহাদুর পুলুর কাটিবেন কথাটি বলিবার লোক থাকিবেক

মহাশয়! লিখিতে লিখিতে এত দূর হইয়া পড়িল আর লিখিতে পারি না,

দেখে পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবকে একটি কথা বলিয়া পত্রের উপসংহার করি। প্রশংসিত সাহেব কি মনে করিয়াছেন যে ইশানচন্দ্র রায়কে আবদ্ধ রাখিলেই অমনি রাজে প্রজার সন্ত্রীত হইবে? যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার ভ্রম। তিনি যদাপি এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও প্রজার বন্ধু হইতে চাহেন তবে স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখুন এবং যে সকল অধিকারের অত্যাচার অসহ্য হইয়া প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে ঐ অত্যাচারী অধিকারের কঠিন দণ্ড বিধান করুন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে অথচ কেহই তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না। তদ্ভিন্ন অন্যরূপ যত চেষ্টা করিবেন সকলই বৃথা হইবে।

জনৈক কায়িগোজমস্য

অধিকেশ্বরের মহান্তের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে সম্বাদপত্রসমূহে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন অধীর প্রকৃতি ব্যক্তি মহান্তের উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিদারুণ বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মহান্তের উপর পরস্ত্রীগমনাপরাধের আরোপ করিতেছেন। "চোরস্তের এই কি কাজ?" এই শব্দের একখানি নাটকও মুদ্রিত হইয়াছে। যে মুৎসিত অপরাধের নিমিত্ত মহান্ত অভিযুক্ত হইয়াছেন, সংসারের কার্য্যপ্রণালি ঈশ্বরসেবানিরত ব্যক্তির পক্ষে তাহা অপেক্ষা মহালজ্জাকর মনঃপীড়ার কর অপরাধ আর নাই। কিন্তু মহান্ত বস্তুতঃ সেই অপরাধে অপরাধী কি না, আমরা কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। এমত স্থলে চূড়ান্ত বিচারের পূর্ব্বে অভিযুক্ত মহান্তের বিরুদ্ধে কিছু লেখা সঙ্গত নাই বোধ হয়। ইহাতেই যে কেবল অধীর প্রকৃতিজনত ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইতেছে এমত নহে, অধিকন্তু বিচারপতির অন্যায়, অবিমৃষ্য

অন্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। যাহা হউক, আমরা প্রার্থনা করি অন্যায় বিচারপতি মহাশয়, এই অপরাধের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত নিরোধ করিয়া সাধিতায় বিচারণ করিতে পারেন হইবেন।

অবশেষে এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বোধ হয়, "সেসন" বিচারালয়ে এই গুরুতর অপরাধের বিচারকালে জুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। যেস্থলে উভয় পক্ষের অন্যতর পক্ষ বিশেষতঃ অভিযুক্ত পক্ষ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন হন, সেস্থলে প্রায়ই জুরীর বিচারে লোকে শঙ্কান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ আশঙ্কার কোন যুক্তি যুক্ত হেতু আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু যখন সাধারণে উক্ত বিষ আশঙ্কা করেন, তখন বিচারপতিরও সমধিক সতর্ক হইয়া জুরী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। আরো এতদ্বিষয়ে শীর সাধারণ জুরীর বিচারে লোকের আস্থা অতি কম। তৎ প্রমাণার্থে আমরা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, যথা—"কিন্তু বিচার জুরির হাতে! জুরর মহাশয়েরা একাজে মুহুরি জাতী, এযাবৎ এপ্রযন্ত কিছু বুঝেন না। যখন নাকির অবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাহাঁরা কেহ কেহ গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের লেখা পাওনা মনে মনে বিচার করিতেছিলেন, কেহ বা কল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাহাঁরা কিঞ্চিৎ সুপ্তাবস্থায়। [illegible] করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা জানিতেছিলেন। [illegible] বাঙ্গালায় "চক্ষু" দিতেছিলেন, তখন তাহাঁরা মনে মনে অন্য সাহেবের ছবির পাখা গুলি গণিতে ছিলেন। জজ সাহেব যে শেষ করিলেন, "সম্প্রতের [illegible] পারিবে" তাহাই [illegible]

যায়, কিছুই বুঝেন নাই, তদিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, ধরণও সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। ইত্যাদি।" যদি এস্থলে মহান্ত সত্যই নিরপরাধী হন, তথাপি জুরীর বিচারে মুক্তি লাভ করিলে সাধারণের ইহা বলিবার অধিকার হইবে যে, মহান্তের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত হইয়া জুরেরা তাদৃশ পাপিষ্ঠকে নিষ্পাপী বলিয়াছেন। অথবা তাহাঁদিগের মূর্খতা নিবন্ধন মহান্তের নিষ্কৃতি হইল। আর যদি তাহাঁর দণ্ডোচিত হও হয়, তাহা হইলেও সম্ভ্রান্ত সাধারণেরা ইহা অনুমান করিতে পারেন যে, এই চুক্তুরার বহুল আন্দোলন হওয়াতে জুরদের মনে মহান্তের বিরুদ্ধে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা-তেও বশবর্ত্তী হইয়া সম্যক প্রমাণ প্রয়োগ হাসীত হয়ত তাহাঁরা মহান্তের দণ্ডবিধান করিয়াছেন। অতএব উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি, যে মহামান্য বিচারপতির হস্তে মহান্তের এই মকর্দ্দমার বিচার হইবে, তিনি যেন জুরী নির্ব্বাচন কালে এরূপ সাবধান হন যে, "জুরীর দোষে সন্দিহানের নিস্তার হইয়াছে" সাধারণে এরূপ দোষোদ্ঘাটন করিতে ছিদ্র না পায়। অপর, এই অভিযোগের বিচারার্থে যাহাঁরা জুরী হইবেন তাহাঁদিগকেও আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই তদন্তের অপরাধের বিচার কালে পদে পদে ধর্ম্মের দিকে—লোক সমাজের দিকে সম্বাদ পত্র সম্পাদক মণ্ডলীর দিকে তাহাঁরা যেন দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। "অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ দণ্ড্যাং স্তৈবাপ্নোদ্দণ্ডয়ন্ অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।" ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনুর এই শাসন, বিচারপতি মাত্রেরই স্মর্ত্তব্য।

বহুবাজার } বশম্বদ
১৫ই ভাদ্র। } শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

সম্বাদ পত্রে দৃষ্ট হইল গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে বিশেষ তদন্ত করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেছেন। এই জেলার যে সকল পুষ্করিণী খাল নাই সেখানে খাল খনন জন্য তিন লক্ষ টাকা প্রদানের অনুমতি দিয়াছেন। এই সম্বাদটী পাঠ করিয়া আমাদের মৃতকল্পদেহে পুনর্জীবন প্রাপ্তির আশা সঞ্চারিত হইল। কতদিনে যে জেলার স্থানে স্থানে খাল হইয়া দেশরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নদী ও আবাদীখাল না থাকাতেই প্রতিবৎসর অধিকভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকে। বিশেষতঃ গতবৎসর অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত অনেক মহালের অর্দ্ধেক ভূমি আবাদ হইয়াছে কি না সন্দেহ। একারণ কৃষকগণের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। এক ত কয়েক বৎসরাবধি ম্যালেরিয়ার জ্বরে দেশীয় জীর্ণ হইয়াছে, আবার এবৎসর ঘরেও অন্ন নাই, সুতরাং মজুরী না করিলে উদরান্ন সংস্থান হয় না। তদুপরীরে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে জ্বর হয়, এই প্রকার উপায়ান্তরি কিছুদিন জ্বরের যাতনায় অস্থির হইয়া কেহ অন্যত্রে কেহ হাঁসপাতে কিংবা ঔষধ পথ্যের অভাবে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়া হতভাগ্য পরিবারবর্গের শোকাশ্রু ও দারিদ্রাদুঃখ প্রবাহিত করিতেছেন। কোন পরিবারের যদি ৩ তিন বা এক মাত্র বৎসর ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বংশেরও নাম তৎসঙ্গে লুপ্ত হইল। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা অনেক গ্রামেই দৃষ্ট হইবে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই জেলার স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠান দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে কিছুতেই দুর্ব্বিষহ সংক্রামক জ্বরের শান্তি হইতেছে না। তাহার কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথম, এজেলার স্থানে স্থানে জল নির্গমনোপযুক্ত নদী বা খাল নাই দ্বিতীয়, যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার অনেক গুলি ভরাট হইয়া যাইতেছে সেই কারণে মাঠে কৃষিকার্য্যের বিঘ্ন উৎকৃষ্ট পানীয় জল লাভের ব্যাঘাত হইতেছে। তৃতীয়

গ্রামে, তাহার অধিকাংশই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সাদর প্রার্থনা এই, বর্দ্ধমান জেলাস্থ নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন গ্রামগুলির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া খাল খনন করিয়া দিলে নিম্ন প্রজাসমূহের জীবন দান করা হয় এবং জেলাটীকে সম্যক উর্ব্বর করিয়া কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা প্রকৃত মঙ্গলসাধন করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলাস্থ
কয়াচিৎ জনস্য।
শ্রী —

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আজি কালি ইংরাজদের ভারতবাসী প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ বিসদৃশভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে এদেশের আর মঙ্গল নাই। বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর দিবসের ইংলিসম্যান মৃত বাবু কি...চন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে অনুবাদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের যথোচিত উন্নতি হয় না কেন এই বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়া উপসংহার কালে করেন "এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পরীক্ষক জীর্ণ মনের (গ্রাড্ এটদিগের) ইংরাজ জাতির প্রতি বৈরভাব তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন বিদ্যোন্নতির একটী মহান্ অন্তরায় স্বরূপ" ইহারা (গ্রাড্ এটরা) অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও বিদ্যাভিমানী। ইহাঁদের পূর্ব্বকালের ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায় স্বভাব গত নম্রতা নাই। এই সকল কারণের সমবায়ই তাঁহাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়" ইত্যাদি। কুসংস্কার বর্জ্জিত ও সদ্ভাব পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া লিখিতেন, করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এরূপগুলি কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র। ইংলিসম্যানের ন্যায় এক খানি এদেশের মধ্যে দরিদ্র সমূহের দীর্ঘশ্বাস সংযুক্ত ও লক্ষ প্রতিষ্ঠা একাকে বিদ্বেষ দূষিত বাক্যে একটী প্রতিসাধ্য ঘৃণা প্রকাশ করিতে যেখানে আমাদের হৃদয়ে সেরূপ পরিতাপের আবির্ভাব হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ সম্প্রদায় তাঁহার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহারদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহারদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারদিগকে সরল করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা নীত্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রত্যেক বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে পর ৸০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ডাকঘর পত্র মহিকাদার মুক্তিকপুর
সোমপুর ডেপুটি [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৪ ঠা সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমষ্টি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মোহানার অন্তরাবপুরের নীচে	৪	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৪	৩
তথা হইতে অধিপুর ৭। মাইলের মধ্যে	১১	০
অধিপুর হইতে মহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	১
মহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৩	১
কাটোয়া হইতে নবীয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	১৯	৩

সন ১৮৭৩ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর মহরমপুর গজ ঘাটের জলের বাপ।

ফীট ইঞ্চ

মহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, ষ্টাইল এসাজি কিউটর ইণ্ডিগিয়র নবীয়া লোকাল বিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

বাবু মধুসূদনমোহন পাল চৌধুরী বালিডাঙ্গা	১০
* ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্র ছাকি বাহাদুর মুরশিদাবাদ	১০
মুন্সি জিয়ার মহম্মদ তালিবিপুর	১০
* মহাভারত যন্ত্র—সিয়ালদহ	৫।০
* বাবু চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জলঙ্গীপুর	৫।০
* * কেদারনাথ পাঠক পাণ্ডারাজিয়ার	৫।০
* সুরেন্দ্রমোহন রায় মোরাইল	১০
* ঈশানচন্দ্র চৌধুরাণী	

ভাব দেখিয়া অনুসন্ধান না করিয়া ঘটকালিতা পরতন্ত্র হইয়া মিথ্যা প্রকাশ করিলে তাঁহারা [illegible] হইতে পারেন এরূপ আর বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। যতদিন দেশমধ্যে বিভিন্ন জাতির পরস্পর সমন্বয়ঘটনার উদয় না হইতেছে, ততদিন এদেশীয় অনুসন্ধান কোথায়? যাহাদিগের উপরে মেয়ে ও পণ্ডাৎ বলিয়া সংস্কার আছে, তাহাদের প্রতি সমাজরূপে সদ্ব্যবহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। আমরা যতদূর অবগত আছি স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি ভূমিষ্ঠাত দোষ আধুনিক শিক্ষিত ইয়ংদের অনুষ্ঠিত কার্য্য নহে। [illegible] শিক্ষিতদিগের পরীক্ষা প্রণালী সংস্কৃত না হইতেছে ততদিন উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এদেশের ভূতদিব্য মাত্রেই বিদ্যাভিমানী ও গর্ব্বিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ যুক্তির অনুমোদিত তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদেশীয়দিগের (পতিত বাঙ্গালিদের) রাজভক্তি ভূয়সুর ভূত ও ইহাদের ইংরাজদের প্রতি কিরূপ ভাব তাহা পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসবিদ ইংরাজ মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারা ইহাদের মেয়ের মায় শান্তভাবে অনুচেতা ইংরাজ এর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না এবং তাহাদের কোন যুক্তিসঙ্গত কার্য্য দেখিলে সংবাদপত্র দ্বারা সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করে এই তাহাদের দোষ। কিন্তু ইংলিসম্যানের জানা উচিত যে প্রজাবৎসলা মহারাণীর শাসনে বিদ্যা শিক্ষার যত প্রাদুর্ভাব হইবে ততই তাহাদের এরূপ সাহসিকতা লক্ষিত হইবে। ইংরাজেরা আপনারাই ইহাদের চক্ষুকর্ণ দান করিয়া দিয়া আপনারাই তাহা বন্ধ করিতে প্রয়াস পান কেন বুঝিতে পারি না। অদেশীয় ইংরাজেরা আমাদের কতদূর উন্নতিকীয় উল্লিখিত পঙক্তি কতিপয় তাহার স্পষ্ট পরিচায়ক।

মহরম
অনৈক অদেশীয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ৭ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ২২এ সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমাদের চাটগাঁহরস্থ 'অনাথিকাশিনী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ করমা। আগামীতে আয়তন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক চমৎকার কথা—প্রথম বৃত্তান্ত।

১২ পেজী ফর্ম্মার এক ফর্ম্মাকারে প্রতি মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাঁহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য /০,আনা।

মেমারীর অধীন চকদিঘী পোষ্ট
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত
ভেণ্ডর মাষ্টার
তাজামোড়া কুল

—•—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত "জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০। ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

নাখবাজার 'হিন্দু হরেল' ক লকাতা
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ত্তা থাকের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

" গ্রন্থ কল্প-দ্রুমিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা 'গ্রন্থ অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ও নাটোরাধিপতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপত সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনরেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও "আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়" প্রভৃতি উদার রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আমামেস চিদানন্দ চৌধুরী ভাতিবন্ধের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, মজীপুরের পর্ণ্ণী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবরায়, হাজরার অনন্দমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুমুদকিঙ্কর রায় প্রভৃতি মেডিকেল কলেজের (ধন্বন্তরি কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতার (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তরত্নভট্টী ও মাহেশের (অভিনবভট্ট) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত,যন্ত্র নামক একটী যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে গ্রন্থের কার্য্যে কিছুমাত্র আর অর্থিত না হওয়ায় উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে স্বীয় স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে এতদ্ভিন্ন টাইপ্ সমুদয়রূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত ত গার ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইতেছে

হুগলীর ডাক্তার, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, যন্ত্রটি কিরূপ উপকারী হইবে। অধিক কি বলিব, এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি, এবং করিতেছি। ইহার সাহায্যে রোগীর রোগ নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, ঔষধ নির্ণয় করাও সেইরূপ সহজ। ইহার সাহায্যে রোগীর রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ নির্ণয় করিতে আমার অধিক সময় লাগে না। ইহার সাহায্যে রোগীর রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধ নির্ণয় করিতে আমার অধিক সময় লাগে না।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্র্যাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৷০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৶ মাত্র। ১০০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্র্যাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত যাবতীয় মূল্য ৫, ডাক খরচা ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য বর্ণাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উহার কৃত ডিসপেন্সরি হইতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কৃত হুতম সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিংসহ ৯৷০। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতি বিষয় অতি পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল ১/

কলিকাতা শ্যামবাজার হিন্দুহেরেল্ড } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

ওল্ড লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে আমি সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত রাখি অন্যান্য পুস্তক ও সত্বরবাহ করা যায়, তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঈশানচন্দ্র গুহ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ড্রেন করা প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অগলস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী রেশীর ছাদের টাইল ইট। বেরিয়াডে, বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাওার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

মার্টার মর্ত্তমা ও অন্যান্য যে কোন কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ড্রেন করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৯ কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } বরদা প্রসাদ ঘোষ।

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসিন গুপ্ত,
ক্লিনিকাল সার্জ্জরি,
সর্ব্ব প্রথম,
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
ঔষধিক ও অস্ত্র নির্ণয়
ডাক্তার মুরারিমোহন কবিরাজ

ভগ্ন যন্ত্র।

২৪ নং বৃন্দাবন বসু, মেসিনেডেসী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

মসদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার টাইটা ও বাঙ্গালা ছাপার কল শীঘ্র ভগ্নাবস্থায় শীঘ্র নির্ম্মিত হইবে। মূল্য কর্ত্তা বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্ব, পেক্ষ সুলভ হয় তাহা করা যায়।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবি বার শুভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পাঠিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪৷ ত্রৈমাসিক ২৷০ আনা।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

সত্যপ্রকাশ।

প্রস্তুকর্ত্রী ও সত্যপ্রকাশের অন্যান্য

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফরমা ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।০ আনা উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবার্ট ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। সূতিকাগারের জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। ধাত্রীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায় স্তনবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকে ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। *

কলিকাতা
বিডনষ্ট্রীট } শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য শ্রেণী পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নূতন চুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকার ফিলিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঞ্চারণ ও বলবিঘাত তারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তর সমাহিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২ য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা মর্ম্মাল স্কুল।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইংরেজি মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ১৮২৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য /৵০

শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

—•—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ধাতু প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ন" চলিতেছে অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

সোমপ্রকাশ।

৭ ই আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমাদী সোমবার অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

—:•:—

তারকেশ্বরের মোহন্ত ও নবীনকে লইয়া দেশের লোক যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। আজিও এই মকদ্দমার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। মোহন্ত প্রকৃত দোষী কি না, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। অথচ ইহার মধ্যে তাহাকে দোষী করিয়া সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। মোহন্ত প্রচুর ধনের অধিপতি, ভোগ সুখে বাস করে, তাহার এরূপ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য কি বিস্ময়কর? যাঁহারা ইহা লইয়া এত গণ্ডগোল করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি এলোকে-

শীর হত্যা না হইত, তাহা হইলে কি তাঁহারা মোহন্তের এ অপরাধটী (যদি সত্য হয়) এত গুরুতররূপে লইতেন? কখনই না, তবে এলোকেশীর হত্যাই এত আন্দোলনের কারণ। কিন্তু সেই হত্যা বিষয়ে অপরাধী কে? নবীন নিজ আদালতে স্বীকার করে যে সে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু উপর আদালতে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। ভুবিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলেন কিন্তু সেসন জজ দু'জনের মতে এক মত না হওয়াতে ঐ মকদ্দমা পুনরায় হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনের অপরাধ কতদূর সপ্রমাণ হয় তাহার স্থিরতা নাই যদি নবীন বাস্তবিক অপরাধী হয়, দেশের লোক কি তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলেন? একটী স্ত্রীহত্যা করা কি সামান্য কথা? বিশেষত, শুনিতে পাওয়া যায়, যে সময় পুর্ব্বে এলোকেশী নবীনের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল, সে অনিচ্ছা সত্ত্বে অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া মার্জ্জনা চাহিয়াছিল এবং নবীনের সহিত শ্বশুরালয়ে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; যদি প্রকাশিত কথা সত্য হয় এত কথা শুনিয়াও সেই অসহায়া বালিকাকে পরের উপর আক্রোশ করিয়া হত্যা করা কিরূপ কাপুরুষতা তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। প্রভুত্ব না হইয়াও, অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়াও পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে যেরূপ চরিত্রের অধমতা প্রদর্শন করেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এলোকেশীকে ভগিনী বলিতে হয়। এই বালিকাকে বলিদান করা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে এরূপ অবস্থায় ক্রোধ সম্বরণ করা সহজ নয়, কিন্তু আপনার স্বামীকে দুশ্চরিত্রা জানিয়া যদি কোন স্ত্রী তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেন দেশের লোক কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেন? আমরা প্রাণ-দণ্ডের বিরোধী, নবীনের প্রাণ দণ্ড হউক, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং নবীন কিরূপ অবস্থায় ইহা করিয়াছে তাহাও আমি না কিন্তু যদি বাস্তবিক নবীন অপরাধী হয়, তাহার কোন প্রকার দণ্ড হওয়া উচিত। সে যে ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহা জানা উচিত। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মোহন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি। যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয় তাহারও গুরুতর দণ্ড

নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে একটী বালিকাকে নানা উপায়ে তাহার সতীত্ব বিক্রয় করিতে যে বাধ্য করে, আইন আপনার সকল অস্ত্র শস্ত্র সেই দুরাত্মার শিরে বর্ষণ করুক। এরূপ কার্য্য স্মরণ করিতেও হৃদয়ে ঘৃণার সঞ্চার হয়, বিশেষ যেখানে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক বাতায়াত করিয়া থাকেন সেই স্থানের মঠাধিপতির এই চরিত্র মনে করিলে এই ক্রোধ দশ গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং যদি সে বাস্তবিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হয় কে ইচ্ছা করে যে সে বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করুক। কিন্তু ইহার মধ্যে তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নাম উঠিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেশের লোকে কেহই তাহার নাম করিতেছেন না। সে ব্যক্তি নীলকমল;—মৃত এলোকেশীর পিতা। তাহার অপরাধ মোহন্তের অপরাধ অপেক্ষা শতগুণে গুরু। মোহন্ত একটী সাধারণ স্থানের মোহন্ত হইয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই জন্য তাহার উপর এত আক্রোশ; কিন্তু যে মোহন্ত অনেকের মূলের নিকট অনুসন্ধান করিলে পাঁচকড়ার এক একজন বশী অধীনতার দৃষ্টান্ত ইহা অপেক্ষাও অসমুযোচিত দুষ্কার্য্যের ধারা ধরিয়া থাকেন। কিন্তু পিতা হইয়া অপরিপক্ক মতি নিজ কন্যাকে সামান্য অর্থের লোভে তাহার সতীত্ব বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য করা এরূপ অধমাচার মুটাদ্য হইতে অতিরিক্ত। তবে এই কথাটী কল্পিত হইতেও পারে।

যাহা হউক, আমাদের এইবার বক্তব্য এ বিষয়টীর যখন এখনও মীমাংসা হয় নাই, তখন ইহা লইয়া এত আন্দোলন করা উচিত হয় না। যাঁহারা নবীনের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং দিতেছেন তাঁহারা তাহা করুন, কিন্তু প্রকৃত দোষীকে বিনা দণ্ডে যাইতে দেওয়া যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না হয়। মোহন্তের দোষেরও অবশিষ্ট কিছুই থাকিতেছে না। অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে অপমানেরও সীমা থাকিতেছে না। দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে দেশের লোকে যে এরূপ রক্তাহস্ত, তাহা সুলক্ষণ, কিন্তু দোষ সপ্রমাণ না হইতে হইতে কাহাকেও দোষী বলিয়া আক্ষালন করা সাধারণ কার্য্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

হর্ষোৎসব।

দেখিতে দেখিতে বিল্বমিশ্রের অপরাধভঞ্জনের মহোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ৺ অথবা হর বাবাজিকে বলিলাম, কারণ এই উৎসবকে বঙ্গদেশীয় হিন্দু স্ত্রীজাতির উৎসব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহাও বর্দ্ধমান অন্যান্য স্থানে ইহা প্রচলিত নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও ইহা [illegible] না। [illegible] বাঙ্গালি মেয়ে [illegible] ছেলেদের [illegible]

সব আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা হইতে এই উৎসবের জন্ম হয়। এ কথা ইহার প্রকৃত ইতিহাস অবগত নই। যদি আমাদের কোন পাঠক পূজার দুটীর মধ্যে ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইব।

যাহা হউক, তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকারে এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রথম শ্রেণী,—হিন্দু ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবান বৃদ্ধগণ, তাঁহারা আজ হর্ষ ও বিষাদের সহিত জগদম্বার পথ চাহিয়া আছেন। হর্ষের কারণ এই তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্ম যে অদ্যাপি জীবিত আছে, এই উৎসব তাহার পরিচয় দিবার জন্য আসিতেছে, বিষাদের কারণ এই—প্রায় তাঁহাদের সকলেরই পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন সেই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইতেছেন। কালে সকল ক্রিয়াকাণ্ড লোপ হইবার সম্ভাবনা। সম্বৎসর পরে তাঁহারা দুর্গার নিকট এই মনের কষ্ট নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী,—শিক্ষিত ও আমোদপ্রিয় যুবা বয়স, ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইহাঁদের যে আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতা পিতামহদিগের ন্যায় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত উৎসবের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন না; কিন্তু উৎসবের সময় মুক্তভাবে আমোদ করিতে পারিবেন, সেই আশায় এখন হইতে আনন্দিত হইতেছেন। প্রবাসীরা নব বস্ত্র ও নব ভূষণে ভূষিত হইবেন, বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইবেন, মৃত্যগীতে বাটী কোলাহল পূর্ণ হইবে, সুদূর আগমনে চারিদিক আমোদিত ও সকল হৃদয় উল্লসিত হইবে, এরূপ নানা কল্পনায় তাঁহাদের হৃদয় মুগ্ধ করিতেছে। তৃতীয় শ্রেণী,—সুশিক্ষিত সভ্য চিত্র ব্যক্তিগণ, তাঁহারা ও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত। আমোদেরও আকর্ষণ তত নাই। সুতরাং তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির নিয়ম পুস্তক অনুসন্ধান করিতেছেন। যখন সকলেই গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিবার সংকল্প করিতেছেন, তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এইরূপে যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে ততই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আমরাযদিও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সুতরাং বন্ধুদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না; যদিও সংক্রামক জ্বরের উপদ্রবে এতৎ প্রদেশের লোকদিগের কষ্ট দেখিয়া, এবং নিজেরা সপরিবারে জর্জ্জর হইয়া, দেশের অপরাপর স্থানের বন্ধুদিগের আনন্দের অংশী হইতে পারিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা উৎসবের সময় সুখে যাপন করুন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত আস্থা না থাকিলেও এত লোকে আনন্দিত হইতেছেন দেখিলে আনন্দ হয়। পতিব্রতা ভার্য্যা বহু দিনের পর প্রোষিত পতির মুখ দর্শন করিবেন, স্নেহময়ী মাতা অনেক দিনের পর বিদেশ গত প্রাণাধিক সন্তানকে নিকটে পাইবেন, যিনি যেখানে আছেন সকলে অন্ততঃ কয়দিনের জন্য একত্রে মিলিত হইবেন, এ দৃশ্য স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়।

এমন সাধারণ সম্মিলনের দিন আর নাই। অতএব এ সময় কিছু দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট এ সময় যেরূপ অবকাশ দেন তাহাতে যাহাঁরা দূর দেশ হইতে আসিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের অনেকের বাটীতে যাইবার সুবিধাই হয় না। এই জন্য সওদাগর আপীসের কর্ম্মচারিরা অবকাশের দিন বৃদ্ধি করিবার জন্য 'চেম্বর অব কমার্সের' নিকট আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু এ সময় বাণিজ্য বন্ধ করাতে তাঁহাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সুতরাং তাহাঁরা যে এ আবেদন গ্রাহ্য করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী 'ইণ্ডিয়ান মিরর' দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এ সময় অবকাশ পাইলে ইংরাজদিগের কোন লাভ নাই। বর্ষাকাল স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে যাইবার সময় নয়, কোন স্থানে স্বাস্থ্যের জন্য যাইবার ও সময় নয়। ইহা অপেক্ষা শীতকালে অধিক অবকাশ পাইলে ভাল হয়। আমরা অনেক বার বলিয়াছি শীত কাল আমাদের কার্য্য করিবার সময়। মুক্তিমেয় ইংরাজ কর্ম্মচারির সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং হিন্দুদিগের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে অবকাশাদি দেওয়া উচিত।

উপসংহারকালে আমরা পাঠকগণের নিকট দুই সপ্তাহের মত বিদায় লইতেছি। আমাদিগের কোন কথা যদি কাহারও অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, আমাদিগের কোন কথায় যদি কেহ ক্লেশ পাইয়া থাকেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে প্রসন্ন-চিত্তে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন। আমরা জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিতেছি কয়েক দিবস বিশ্রামের পর আবার তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইব।

দেশীয় সংবাদপত্র ও দেশের অবস্থা।

দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ চিহ্ন।

প্রত্যহে প্রত্যহে দুই এক খানি করিয়া নূতন পত্রের সৃষ্টি হইতেছে, এবং সুখের বিষয় এই যে, অল্প গ্রহণ করিয়া অনেকেই জীবিত রহিয়াছেন। দিন দিন সংবাদ পত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি যেমন একদিকে লোকের সকল বিষয় জানিবার ও শুনিবার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে, অপরদিকে দেশের হিতকর বিষয়ে যে সাধারণের রুচি পড়িতেছে তাহাও প্রমাণ করিতেছে। সংবাদপত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই আনন্দজনক তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই এই একটী প্রশ্ন করিতে পারেন যে সভ্য সমাজে সংবাদ পত্রের যে মহৎ লক্ষ্য এই সকল পত্র দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের লোকের কর্ণ ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে ১ম, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া ২ য়তঃ পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হওয়া"। বাস্তবিক ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য সমাজ সকলে সংবাদ পত্রের প্রভুত্ব ও প্রতাপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহার নির্ব্বাক শাসনের নিকট রাজা ও প্রজা সকলেই অবনত। এই জন্যই লোকে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে চারি অঙ্গবিশিষ্ট করিয়া সংবাদ পত্রকে তাহার চতুর্থ অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ১ম এমন্স সভা, ২ য় লর্ডস, সভা ও য় মহাত্মা চতুর্থ সংবাদ পত্র। ইহা অপেক্ষা সংবাদ পত্রের লক্ষ্য ও কার্য্যের মহত্ত্বের আর কি পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে? কিন্তু এদেশীয় সংবাদ পত্র সকল কি সেই লক্ষ্য সাধন করিতেছেন? আমাদের সুযোগ্য সহযোগী [illegible] এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু অপক্ষপাতে কতকগুলি দোষ ও ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত দোষগুলির সত্যাসত্য বিচার করা এবং কারণানুসন্ধান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদের সহযোগী যেরূপ সদ্ভাবের সহিত কথাগুলি বলিয়াছেন তাঁহার সহিত বিরোধ অসম্ভব। তিনি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান ১ ম কতক গুলির ভাষাতে যথেষ্ট ভক্তির অত্যন্ত অভাব। ২ য়তঃ সাধারণের হিতজনক বিষয় বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ব্যক্তি বিশেষ কি ঘটনা বিশেষ লইয়া আপনাদের হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—৩ য়তঃ রাজনীতি বিষয়ে সচরাচর এরূপ অসার ও অযৌক্তিক কথা বলা হয়-যে, যে'খয়া যাহাঁরা রাজনীতির কিছু জানেন তাঁহাদিগের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। এই তিনটী অতি যোগই গুরুতর কিন্তু এই তিনটী বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে দুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। উপরে সংবাদ পত্রের মহৎ লক্ষ্য ও কার্য্যের কথা যাহা বলা হইল, দেশীয় সংবাদ পত্রের অতি অধিকাংশ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে অকপট। এমন কি? এদেশেরই মান্য গণ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠের অযোগ্য বিবেচনা করেন। উহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাহারা একটু সুশিক্ষিত হয় তাহাঁরা প্রায়ই ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। সুতরাং তাঁহারা ইংরাজীতে সংবাদ পত্র লিখিয়া থাকেন এবং ইংরাজী সংবাদ পত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকল ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি-মাত্র বিবেচনা করিয়া তাহা পাঠ করা আর শাক সূত্রে করেন না। [illegible] দেশের মধ্যে অতিশিক্ষিত ব্যক্তিরাই প্রায় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের মধ্যে আশানুরূপ—স্বাধীনতা চিন্তাশক্তি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা কোন পত্র বিশেষ কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না কিন্তু সাধারণ সম্বন্ধে দোষ হয় একথা সত্য। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকল ক্রীত দাস ও অশ্রদ্ধেয়ের মধ্যে হইয়া আছেন।

কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত প্রথম দোষ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এ বিষয়ে উভয় পক্ষকে আমরা দোষী মনে করি। ১ ম, স্বাধীন ভাবে গবর্ণমেণ্টের দোষ প্রদর্শন করিলে এবং অসংযত ভাবে ইংলণ্ডের কার্য্যাদির আলোচনা করিলে অনেক সময় এদেশীয় ইংরাজেরা মনে করেন যে বিদ্রোহ কিম্বা রাজবিপ্লব প্রচার করা হইতেছে। ২ য়তঃ বাস্তবিক কতকগুলি পত্র এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান। সবল ও দুর্ব্বলের পক্ষে সমভাবে অতি মৌখিক আস্ফোলন প্রচার করা যেমন তৃপ্তিজনক এরূপ আর কিছুই নহে। এই সকল পত্র সাধারণ লোকের নিকট সুখ্যাতি ভাজন হইবার জন্য অনেক সময় এই মৌখিক আস্ফোলনে যোগ দিয়া থাকেন। দেশীয় অজ্ঞ ও ক্রিয়াশক্তিবিহীন লোকেরা বিবেচনা করেন ইংলণ্ডের কৃত উপকার এ সম্প্রদায় বিচার করিতে পারে না, সুতরাং ক্লেশজনক একটী ব্যবহার দেখিলে তখনই উপকারের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, এই সকল সংবাদ পত্র সময় সময় সুবিবেচনা না করিয়া বিদ্বেষ বর্দ্ধিত করিয়া [illegible] বিশেষ দেশীয় [illegible]

মধ্যে একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার অধিয়াছে সটী এই গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিন্দ কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে না পারিলে প্রকৃত দেশ হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না-এই ভাবটী জন্মগ্রহণ করাতে সত্যের অত্যন্ত অনাদর হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের প্রতি এক একটী দুরভিসন্ধির আরোপ করা হয়; যেখানে কোন দুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না সেখানেও কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির সম্ভাবনা করা হয়। এইরূপ ব্যবহার যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ। ভালই হউক মন্দই হউক সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে না পারিলে, কিম্বা কাপ্তেন সাহেবের মস্তকে কটূক্তি বর্ষণ না করিলে আর স্বাধীনতা কিম্বা তেজস্বিতা প্রকাশিত হয় না, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর হইতে পারেনা।

ফ্রেণ্ডেরহিতৈষীর কথা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, এবিষয়ে কেবল অসভ্য দেশীয় সংবাদপত্রেরা কেন, উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজী সংবাদ পত্র সকল ও নিন্দার উপযুক্ত যে উদারতা স্বার্থ ও প্রতিহিংসা বিস্মৃত হইয়া সাধারণের হিত সাধনে ব্রতী হন সে উদারতা কোথায়? ফ্রেণ্ডের স্বজাতীয়দিগেরই বা তাহা কই? দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের যে এ বিষয়ে ত্রুটী আছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি আমরা আমাদের সমুদায় বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা আর সংবাদ পত্রদিগকে স্বার্থ কিম্বা বৈর সাধনের যন্ত্র স্বরূপ না করেন, কোন বিশেষ ব্যক্তি কিম্বা ঘটনা লইয়া হৃদয়ের বিদ্বেষ কিম্বা ঘৃণা প্রকাশে অগ্রসর না হন। দেশীয় সংবাদ পত্রের এ কলঙ্ক অনেক দিন আছে; কিন্তু এ কলঙ্ক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দেশের হিতসাধনে সকলেই ব্রতী, অতএব পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সেই শুভসাধনে রত থাকুন।

তৃতীয়তঃ রাজনীতি। এ বিষয়েও আমাদিগের ত্রুটী দেখিতে পাইতেছি, তবে ফ্রেণ্ডকে এই কথা বলিতে পারি যে, দেশের শাসন বিষয়ে এদেশীয়দিগের হস্ত না থাকাই এবিষয়ে অজ্ঞতার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর গুণে সর্ব্বসাধারণকে প্রায় দেশের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি আলোচনা করিতে হয়, সুতরাং ইংরাজদিগের বালককাল হইতে রাজনীতি বিষয়ে এক প্রকার শিক্ষালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশী লোকেরা পরাধীন ও রাজা শাসনের সহিত সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক, সুতরাং এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদের প্রায় আবশ্যক হয় না। রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতা অল্প, অথচ সম্পাদকতার অনুরোধে দুই এক কথা বলিতে হয়, এই জন্যই অনেক সময় অসার ও অযুক্ত কথা বর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এবিষয়ে যে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আমরা যে আমরা অপক্ষপাতে কৃষক দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া ফ্রেণ্ড আমাদিগকে যে প্রশংসা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আমাদিগের দেশীয় দুঃখী কৃষকদিগের ন্যায় অরক্ষিত ও কৃপাপাত্র প্রায় কোন শ্রেণী নাই। তাহাদের নাম প্রকার কষ্টের কথা স্মরণ হইলে এক এক সময় বাস্তবিক অশ্রুপাত করিতে হয়। এই জন্যই তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি যাহা করেন তাঁহার প্রতি সহজেই হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। আমাদের যত বলাই চউক তাহাদের অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা না থাকাতে সকল সময়। তাহা করিতে সমর্থ হই না বলিয়া, ২০ শত হই। জগদীশ্বর এই নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে দেখুন, সকল মানব হিতৈষী একত্র হইয়া এই নির্ব্বাক নিরাশ্রয় ও সহিষ্ণু প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করুন, তাঁহাদের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইবে। কাপ্তেন সাহেব ইহাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে

অপভাষা ও অশ্লীলতা দূষিত সাহিত্য।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক এমার্সন এক স্থানে বলিয়াছেন "যে দেশের লোকে যে প্রকার গ্রন্থকারের প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই প্রশংসা সেই দেশের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপক। এই কথাটীর অর্থ এই— কোন দেশের সাহিত্য দেখিলে তাহার অধিবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের লোকের রুচি প্রবৃত্তি এমন কি চরিত্র পর্য্যন্ত গঠন করা বিষয়ে, প্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের যে কতদূর ক্ষমতা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক সীতার চরিত্রে বাল্মীকি কায়স্থসন্তানদিগকে যে কি সতীত্বের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে সতীত্বের এত মূল্য কেন? হিন্দু রমণীদিগের স্বামীর প্রতি এত ঐকান্তিকতা কেন? বাল্মীকির সীতা কি ইহার মূলে প্রতিফলিত নন? হিন্দুপুত্রকন্যাদিগের এত গুরুপরতন্ত্রতা কেন? বাল্মীকির রাম কি ইহাতে প্রতিফলিত নন? এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ সাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও যেমন, গ্রন্থকারদিগের অসাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও সেইরূপ একটী অসদ্গ্রন্থে শত শত পাঠক পাঠিকার অধঃপাত হয়, বিশেষ অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক যুবতী বর্গের

হতে এই সকল কুৎসিত গ্রন্থ কিরূপ দুষ্পরিত্তর ফল প্রসব করে তাহা বর্ণনা নীত। অতএব দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতি যাঁহারা প্রার্থনা করেন, দেশের রুচি পরিষ্কৃত করিতে যাঁহাদের বাসনা আছে, এই বিষয়ে তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এবং গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় ভদ্র লোক সকলে, ইঁহারা সমাজের এই গুপ্ত শত্রুদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকগণকে সংবাদ দিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত পুস্তক পত্রিকা ও চিত্র প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেটের কংগ্রেস সভাসভ্য মুদ্রণ আইন প্রস্তুত করিয়াছেন সম্প্রতি আমরা আর একটী সুসংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

কিছু দিন হইল এইরূপ পুস্তক পত্রিকা চিত্র প্রভৃতি এবং প্রকাশ্য স্থান কিম্বা রাজপথে অশ্লীলতা ব্যবহার প্রভৃতি দমন করিবার জন্য কলিকাতার ভদ্র লোকেরা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে ইহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের বড় বড় লোকেরা অগ্রসর হইয়াছেন। গত শনিবার টাউনহলে এই সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, মনক্রিফ সাহেব, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক এবং বারিষ্টার মুন্সী সাহেব আমীর আলি প্রভৃতি অনেকে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের এইরূপ শুভ উদ্দেশে একত্র সম্মিলন আশু সুফল দায়ক। এইরূপ উদারতা দেখিয়া অতীব আহ্লাদ হয়। ইঁহারা এরূপ করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন এবং তাহা হইলে দেশের একটী বিশেষ অমঙ্গল নিবারিত হইবে। এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা কেবল বালকদিগের মধ্যে বদ্ধ নাই, অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং এই সময়ে অধুনা সাধিত দমনে বিশেষ সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এবং দেশীয় প্রাসঙ্গ কবিদিগের কাব্য সকলে অনেক দূষণীয় স্থান আছে; সে সকল তুলিয়া দিলে তাহাদের সৌন্দর্য্য অপহরণ করা হয়, সে বিষয়ে বোধ হয় সভা হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

সভার দ্বিতীয় লক্ষ্য এ প্রশংসনীয় অপভাষী অসভ্য লোকদিগের রাজপথে এক এক সময় পথে চলা দুষ্কর। বিশেষ পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে লোকের অত্যন্ত অসাবধানতা, সভা যদি স্থানে স্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি এরূপ অপভাষী ব্যক্তিদিগকে পুলিষে দিবার ভার দেন এবং পুলিষকে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে ভার করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

সমালোচনা।

ভূল কালিমা (১)। ইহাতে গ্রন্থ কর্ত্তার নাম নাই। আজি কালি নাটকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব এই গ্রন্থ খানি হস্তে পড়িয়া মাত্র নাটক বলে হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার স্বহস্তে লিখিত এক পংক্তি দেখিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক ভুল বোধ বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহার দুই এক স্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে ইহাতে বঙ্গজ দেবের ও কৌলীন্য প্রথার ভুল ইতিহাস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার এ গ্রন্থ খানির অন্ততঃ কিছু অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিষয়ান্তরে পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ করা যাইবে।

(১) কলিকাতা মেডিকেল যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য কর্ত্তার নাম নাই। মূল্য চারি আনা।

মধুবিলাপ (২) ইহাতে মধুসূদন, মধু সূদন দত্তের মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত। ইহাতে শুভিয়াকার মাত্র দিয়াছি। ছাপা মন্দ নয় কিন্তু ইহা পড়িয়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভাষা ও ছন্দের প্রতি গ্রন্থকর্ত্তার কিছু মাত্র মনোযোগ নাই।

সরলতা (৩) ইহার ভূমিকা পড়িয়া বিস্তর ভূমি দেখিয়া শিক্ষকদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ বোধ হইল। কিন্তু ইহা বালকদিগের জন্য লিখিত। ছাপা ভাল হইয়াছে। ইহাতে পাঠ্য পুস্তক প্রণেতার ভাল করিয়া ইহার পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

সর্ব্ব তত্ত্বালোচনা (৪) ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা জিজ্ঞাসা ও আচার্য্যের কথোপকথনের ছলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, একত্ব নিত্যত্ব, প্রভৃতি প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বিষয় গুলি এত দুরূহ ও এত অল্প পৃষ্ঠায় যে উহার জন্য তর্ক করা অনাবশ্যক ও পণ্ড শ্রম মাত্র।

বিবিধার্থ (৫) ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অনেক উত্তম বিষয় সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। "সৌর জগৎ" "গ্রহণ প্রভৃতি কয়েক খানি ছবি থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক পুস্তক খানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এইটী পুস্তক বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী। আমরা

(২) [illegible] প্রণীত। মূল্য আনা। মুদ্রাঙ্কন মন্দ নহে।

(৩) [illegible] মূল্য আনা। মুদ্রাঙ্কন ভাল।

(৪) [illegible] মূল্য আনা। মুদ্রাঙ্কন ভাল।

(৫) [illegible] মূল্য আনা।

বাঙ্গালা স্কুল সম্বন্ধে এই পুস্তক ব্যবহারের অনুরোধ করি।

প্রেম কুল-বালী (৬) এখানি হিন্দী পুস্তক। দুঃখের বিষয় আমরা হিন্দী জানিনা, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারা গেল, তাহাতে বোধ হইল এটী কোন নায়ক নায়িকার প্রেমের সঞ্চার ও বর্দ্ধন অবলম্বন করিয়া রচিত। এইরূপ বোধ হওয়াতে হিন্দী না জানার জন্য দুঃখ রহিল না। প্রেমের নামে অনেক অশ্লীল লিখিয়াছে। এখন সম্পাদকের কথা দুই একটী শুনিতে ইচ্ছা হয়।

পাষণ্ড-বিড়ম্বন (৭) ইহা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অনুবাদ। হিন্দী জানিনা, সুতরাং অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে বলিতে পারি না।

বিবাহপদ্ধতি (৮)। এখানিতে গুরু শিষ্যের কথোপকথন ছলে নানা বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি সংক্রান্ত কথা বার্ত্তা প্রধান। ইহাতে বর্ত্তমান অনেক প্রণালী ও মতের দোষ আবিষ্কার করিয়া পরিশুদ্ধ মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহু বিবাহ রাহিত্যরহিত্য বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক (৯) ইহার ভাষা যেরূপ কটূক্তি ও বিদ্রূপ পরিপূর্ণ ও মত সকল যেরূপ ঘোর আড়ম্বরের মধ্যে প্রচার দেখিয়া আমাদের পড়িতে সাহস ও মনন হইল না। ইহাতে কবিরাজ মহাশয় বিদ্যাসাগরের উত্তর দিয়াছেন।

শান্তি প্রদায়িনী (১০)। এই গ্রন্থ খানি শ্রীরূপ গোস্বামির বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মূল সহিত অনুবাদ। ইহার সংযত জীবগোস্বামির বিরচিত টীকাও আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বিষয়ে অল্প সাধারণের জ্ঞান। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল কদাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিত্যাগ আমরা মহাত্মা চৈতন্যের যত কিছু জানি তাহার কিছু মিলে না। এই সকল পুস্তক দ্বারা সে বিষয়ে অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যেরা তাঁহার ধর্ম্মকে কি প্রকারে বুঝিয়া ছিলেন তাহা জানিতে পারা অল্প লাভের বিষয় নহে। অতএব এরূপ কার্য্যে সাধারণের সহায়তা দান করা কর্ত্তব্য।

স্মৃতিতত্ত্ব।(১১) এই পুস্তক খানি স্বর্গীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মূলের অনুবাদ। মূল ও ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতির যেরূপ আদর ও সকল কার্য্যে যেরূপ প্রয়োজন সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহা এক খণ্ড খানি থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলেই সাধারণ লোক দিগকে ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয়। এবং যাহা দেখে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক চেটে করিয়া লইতেছেন, এই পুস্তক নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইলে সাধারণের বিশেষ সাহায্য হইবে।

বহু বিবাহ ও বহু বিবাহ (১২) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধ দলদর্শন যে প্রস্তাব লেখেন এটী তাহার প্রত্যুত্তর মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা যুক্তি চাতুর্য্য ও অসাধারণ মীমাংসা শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং বঙ্গদর্শনের যুক্তি ও আয়ত্তরিতা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাও কতক কতক প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গদর্শন যে প্রকার পাঠকের মনোযোগের মধ্যে বিবেচনা করেন না, তাহা মনে হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে যাহা ভাল বলিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। পাঠকগণ সে সকল যুক্তি জানেন সুতরাং তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

অসবর্ণ বিধবার বিবাহ বিষয়ক বক্তৃতা। (১৩) ইহাতে গ্রন্থকার শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায় অবলম্বন করিয়া অসবর্ণ বিধবার অনধিকার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্রের এরূপ সৎ বিষয়ে উৎসাহ ও শাস্ত্রানুসন্ধান দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই বক্তৃতার মধ্যে ইঁহার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশা হয় যে তিনি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট। ইহাতে ভোড দেশ, বেঙ্গল মিউনিসিপালিটী বিল, ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়ার কোড প্রভৃতি অনেক আবশ্যক বিষয়ে বিচার আছে।

পুরাতত্ত্বসংগ্রহ ইউরোপ (১৪) এখানি ইংরাজী গ্রন্থ। কোন বিদ্যোৎসাহী হিন্দু যুবকের পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত। আমরা ইহার আরও কিছু পাঠ করিয়া পরে মতামত প্রকাশ করিব। যে পাইতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহার অনেক কথা পাওয়া যায়।

বিবিধসংবাদ

৩১ এ ভাদ্র সোমবার।

আগামী ২৬ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলিকাতা ছোট আদালত বন্ধ হইয়া তরা অক্টোবর সোমবার খুলিবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর [illegible] সৈনিকদিগের যে শিক্ষা শিবিরের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা ১৩ ই নবেম্বর আগ্রাতে হইবে, তৎপরে তিনি ইটা, বুদন, বেরিলি সাজাহানপুর, ফতেগড় এবং কানপুর ভ্রমণ করিয়া যাইবেন। জানুয়ারির শেষে কানপুরে উপস্থিত হইবেন। অধিকাংশ লোকে বলে তাঁহার আগমন [illegible] রাজ কার্য্য [illegible] সম্পর্ক নাই, [illegible] শ্রীযুক্ত পঞ্জাবপ্রদেশ [illegible] যে সম্প্রদায়ের [illegible] চক্ষের প্রতি [illegible]

(১) [illegible]

[illegible]

(১০) শ্রীনাথ ঘোষ প্রণীত বক্তব্যতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বহরমপুর সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিবাহ করেন, এটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনায় যে ১৪১ জন বিদ্রোহী বন্দীকে প্রেরণ করা হয় তাহার মধ্যে ৮১ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে ২৯ জন মরিয়া গিয়াছে, ১২ জনের সম্বন্ধে কিছু স্থির হয় নাই। এক মাস মধ্যে এই সকল কার্য্য শেষ হইবে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনার ভূতপূর্ব্ব সেসন্স জজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৫০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক মাস মধ্যে এই সকল কার্য্য শেষ হইবে।

যে সকল কালেজের ছাত্রসংখ্যা ১৪০০ হওয়াতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাজলা ক্লাশ তুলিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান কলেজ ও ইস্কুলের উন্নতি নিমিত্ত ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সে বিষয় যে সকল কালেজে যে ধারা হইয়া গিয়াছে, তাহার মাজলা ক্লাশগুলি তুলিয়া লইয়া ইস্কুলের কার্য্য করা হইবে, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ অলীক। কালেজের সহিত যে সকল ইস্কুল আছে তাহার মাজলা ক্লাশগুলি লইয়া যাইবার কোন সংস্রব নাই।

সে দিবস সিঙ্গাপুর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

কাবুলের বিকটে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে বলিয়া তথায় অনেকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

এখনে কয়েক বার বাঙ্গালির জ্যেষ্ঠপুত্র পৈত্রিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে না বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে। এক্ষণে কয়েক বার বাঙ্গালির জ্যেষ্ঠপুত্র পৈত্রিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে।

শীঘ্র মুরশিদাবাদ হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

বেথুন ফিমেল স্কুলের সম্পাদক মহাশয় দুর্গোৎসবের সময়ের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" খোলা হইবে।

ডবলিউ এন্, বেথুন সাহেব শিক্ষা বিষয়ে যুক্তিযুক্ত বংশলতার অনুকরণের ঐক্যের বিষয় লিখিয়াছেন, একদিন আহারে বৃদ্ধিকে সংশয় করে, তাঁহার এক বন্ধুর পরামর্শানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ একটী মাছি ধরাইয়া ঐ স্থানে দিলেন দিবা মাত্র সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হইয়া গেল।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, শ্রীযুক্ত উমেশের অন্তর্ধানী সিংগাড়া নিবাসী কালী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা লক্ষ্মী বাজারের অগস্থ লোকদিগকে ঠকাইয়াছিলেন। উক্ত লোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কোন কোন সময় সিংগাড়া যাইত। অতএব বহুলোক তাহার বাসস্থান ছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে অগস্থ যে সময় নিদ্রাগত ছিল সেই সময় চোরা ভাঙ্গা করিয়া সিংগাড়া যন্ত্র এবং আহারাদির পর পশ্চিমের ঘরে শয়ন করে। পরদিবস বাটীর সকলে উক্ত লোক চোরা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা স্বর্ণময়ীকে (উমি ডুমীর কামিনী) দেখিতে না পাইয়া অনুমান করে অগস্থের সঙ্গে স্বর্ণময়ী বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, সিন্দুক হইতে অগস্থ অলঙ্কার পত্রে প্রায় ২৫০৲ টাকা মূল্যের বাসন অপহৃত হইয়াছে। উক্ত সকলের কিন্তুকের চাবি স্বর্ণময়ীর নিকট ছিল। পুলিস অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। ইহাতেও কুলীনদিগের চৈতন্য হয় না।

ফরাসী ও আমেরিকানগণ চীন যুদ্ধ নিমিত্ত বিখ্যাত। সম্প্রতি মার্সেলসের এক হোটেলে একজন ফরাসী গমন করেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরীকামি চৌকিতে উপবেশন করেন, পার্শ্বস্থ আর একখানিতে আপনার ব্যাগ রাখেন। ঘণ্টার পর হোটেল পরিত্যাগ করিবার সময় তাহার মূল্য চাহিলেন

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ধনিয়ার বলিলেন যে তুমি ব্যবহার করিয়াছ, এজন্যে তাহার মূল্য দিতে হইবে। উক্ত ভদ্রলোক হাস্য করিয়া মূল্য দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক তিনি পুনরায় হোটেলে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাগটী খানার পরে ব্যবহার করিয়া ছিলেন। ফরাসী ব্যাগ ফিরিয়া পূর্ব্বদিনের ঘটনা স্মরণ করিয়া হাস্য করিলেন। হোটেল অধ্যক্ষ ফরাসীকে ব্যাগের ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন, আমি সে দিনের মূল্য কেহ দিতেছি।

সম্বাদক লিখিয়াছেন, বেলা ফুলিকাতার ঘড়ওয়ার থানার অধীন গাউলাড়া নিবাসী ফুরিজাতি ইরফানবক্স খাঁ গ্রামের একজন প্রাইমারি পাঠশালায় গুরু মহাশয়-পুত্রমহাশয় টেপিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে বলিয়াছেন। তাহার দুই বাহু নাই এমন কি যেখানে হাত থাকে সেখানে গহ্বরের যেন চেহারা বা খিলকাপ তুলাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে হাতের তাবা সকুয়ার পায়ে ধরিয়া থাকে, আর পায়ে কাগজ ধরিয়া বাঁকুল পায়ে কলম লইয়া এমন লেখে যে অনেক লোকে তাহার মত লিখিতে পারেন না। দুই পায়ে দুই ধারে রেখা টানিয়া, কাগজ ভাঁজে পুস্তকের পাত উলটায়, টাকা গণিয়া বস্ত্রে সন্ধান করে, বেত লইয়া বালকদিগকে শাসন করে, লাইন ও মুক্ত বিদ্যা করে, বাঁধিয়া, ঘুরাইয়া, ফিরিয়া, তুলিয়া অনায়াসে সাধারণ করে, [illegible] কাটা যাইয়া লয়, [illegible] গহ্বর করিয়া। তাহে [illegible] চালিয়াছিয়া অবলীলাক্রমে কেবল তুল্য পরিমাণ [illegible]

পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য শিক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিবার্সিটি কালেজে একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার ও'বিয়াছেন, হুগলী বিভাগের প্রজারাও পাবনার প্রজাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন।

১লা আশ্বিন। মঙ্গলবার।

ইয়ারখণ্ডের ন জঙ্গ বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অবালায় উপনীত হইবেন। লাড মর্ণক্লফ ২২এ সেপ্টেম্বর মধ্য-প্রদেশে যাত্রা করিবেন এবং ২রা অক্টোবর প্রত্যাগমন করিবেন।

মবেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সিমলার সিবিল কর্ম্মচারিদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

মার্শ্বিত বীথ বলেন, পুর্ণিয়ার সেসান জজ সতে আবদুল কাদেরের যে বিচার হইতেছিল, তিনি তাহাতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি কাকুরির সায়র টাকি আলী সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি আরবীতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন সম্পাদক লিখিয়াছেন "আমরা প্রার্থনা করি তিনি স্বর্গ গমনে কৃতকার্য্য হউন"।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আজি কালি পাটের চাসের প্রতি একটু বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। মান্দ্রাজে পাট জন্মে কি না এবং সেই পাট কি কাজে ব্যবহৃত হয় সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে।

সিমলার বাজারে যত আমাগার এবং পাক-গৃহ আছে, উহার প্রত্যেকের প্রতি মাসিক দুই আনা করিয়া কর গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে। নূতন নূতন করের সৃষ্টি বিষয়ে আমাদিগের রাজপুরুষগণের উর্ব্বরা শক্তি যেমন প্রবল এমন আর কিছুতেই নহে। আমাদিগের বোধ হয় শয়নের একটী কর হইবে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বন বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব বন্য পশু বধের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন এ নিমিত্ত তিনটী কোম্পানি করা হউক, প্রতি কোম্পানিতে দুইজন ইউরোপীয় অফিসর ও ১৫ জন করিয়া সিপাহী থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সির সেনাদল কিম্বা পুলিস হইতে এই সকল সিপাহী সংগ্রহ করা হইবে। পারিশ্রমিক স্বরূপ সিপাহিদিগকে মাসিক ১০। ১২ টাকা এবং অফিসর দিগকে দৈনিক ৬। ৭ টাকা দিলেই হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বন্য জন্তু বধের নিমিত্ত পুরস্কার দানে যে ব্যয় (মান্দ্রাজে এক একটী ব্যাঘ্র বধের নিমিত্ত ৫০। ৬০ টাকা দিতে হয়) হইতেছে, সাহেবের প্রস্তাব মুসারে কার্য্য করিলে অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে যেমন পুরস্কার দেওয়া আছে ইহাদিগের সে প্রলোভন নাই। ইঁহারা তাঁহাকে বলেন, পশুর চর্ম্ম উপরি দাখিল করিতে পারেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএর অন্তর্গত আমালিগঞ্জের নবাব আসগর আলীকে একটী মহিষে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মহিষে কামড়ায়, গরুতে গুঁতায় ইহা এত দিন জানিতাম না, যাহা হউক কলের যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, ইহার পর সাপে লোককে ছোবাইতে আরম্ভ করিবে।

২রা আশ্বিন। বুধবার।

বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই সেদিন এক ব্যক্তি বেগে গাড়ি হাঁকাইয়া যাওয়াতে, উহা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হয়, পুলিস মাজিষ্ট্রেট উহার অর্থ দণ্ড করেন। ঐ সপ্তাহে ঐরূপ আর দুইটী ঘটনা হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে পুলিস কমিশনরকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তিনি ইহার নিবারণার্থ রাস্তায় রাস্তায় পুলিসম্যান রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। পুলিস কমিশনর বলিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আছে। কিন্তু তাঁহার মতে অশ্বারোহী পুলিস ভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই আজ্ঞার জন্য কোন ফল হউক না হউক, ঠিকা গাড়ির ঘোড়া গুলির আর প্রাণপণে দৌড়িতে হইবে না।

সে দিন মান্দ্রাজে একটী হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহা মান্দ্রাজে এই প্রথম হইল।

৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২০২ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে, ৫ জনের কেবল ওলাউঠার মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টের আপীলেণ্ট বিভাগ ২২এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ছুটির সময়ে চীফজষ্টিস মাকফারসন ও মার্চ সাহেব বিচার কার্য্য করিবেন। ১৯এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে পর জজেরা আসিবেন না, কিন্তু আপীল গ্রহণ এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সোমবার পর্য্যন্ত আফিস খোলা থাকিবে। ২৩এ সেপ্টেম্বর অবধি আফিস সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইবে।

২রা আশ্বিন। বৃহস্পতিবার।

সাংক্রামিক জ্বরাক্রান্ত দেশে ড্রেণেজ দ্বারা উপকার হয় কি না, তাহার পরীক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট টেলাবাটীতে ৬০ বর্গ মাইল স্থান লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা মনের সাধে বই যে সাংক্রামিক জ্বরের বলাস্তর প্রধান কারণ এদেশের অনেক বিশেষ ঘটনা সেই মত। গবর্ণমেণ্ট যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহার সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে।

আসিষ্টেণ্ট সিবিলিয়ন বলেন, সম্প্রতি গোয়ালন্দ পাড়ার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এক জন রেলওয়ে ইউনিয়নকে "বজ্জাত" ও "লায়েকজাদা" বলিয়াছিলেন। উক্ত বাবুটী সাহেবকে মোকদ্দমা করেন নাই এই তাঁহার অপরাধ। এইরূপ কতকগুলি সে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী শব্দ ইংরাজ জাতির একচেটে হইয়াছে।

পেট্রিয়টে একজন লিখিয়াছেন, সেদিন বিচারপতি জ্যাকসন একটী মকদ্দমা

বিচার করেন, কোর্টের উকীলদিগের পোষাক বিশেষতঃ পাগড়ী যথার্থ বিচার বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ছিলেন, কোন কটাক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ঐ মকদ্দমার যিনি উকীল ছিলেন, তাঁহাকে স্বাভিমত রূপে পাগড়ী পরাইতে ছাড়িয়া দিলেন। উকীল বাবুটি কিরূপ সাজিয়া ছিলেন, তাহা যাহারা কিরূপ সাজে চলেন আমরা বুঝিতে পারি না।

[illegible] বিজ্ঞান শাস্ত্রের (সি, এস) ১১ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ছাত্রীদিগকে ছাত্রীরূপে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা কলপ্রতাপের উন্নতি স্রোত প্রতিরোধ করা তাঁহার একিয়োর চেষ্টা নিষ্ফলিতা মাত্র।

[illegible] সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সিন্ধিয়া রাজার তালুকে একটী ছোটক হইয়া [illegible] কিছুই করিতে পারিতেছেন না। হাকিমদিগের [illegible] তিনি [illegible] ১২ হাজার টাকা ও [illegible] এবং দুইজন প্রধান [illegible] পুরস্কার রেখে, ব্রাহ্মণ [illegible] করিতেন এবং সহস্র [illegible] করান হয়। এত লোকের [illegible]

১৯, আশ্বিন শুক্রবার।

গত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বর্ম রক্ষার্থ আপীল [illegible]

আরও শুনা, কাল্পনা [illegible] বাবু কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের [illegible] কালেক্টের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন, এবং বাবু অম্বিকাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তত্রত্য [illegible] অজ হইয়াছেন।

কলিকাতার পুলিস কমিশনর ষ্ট্রাকোণ সাহেব ৩এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটি লইয়াছেন।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ অন্ধ হইতে ১২৪২৭৬ টাকা মূল্যের ২৬৯৩ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরল সাত মর্ব্বজন কলিকাতার পণ্ডিতদিগের প্রতি বিশেষ বিদায়িনী সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কাবেল সাহেবকে আমরা কখন এরূপ অপব্যয় করিতে দেখিলাম না।

প্রথম শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু বাণবচন্দ্র ঘোষ বহুকাল অবধি সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এ উপাধি লাভে আর সুখ নাই, আজি কালি রায় হরকা ছড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের প্রায় সকল বিভাগেই বৃষ্টির আধিক্য, বিশেষতঃ রাজসাহী পাটনা ও ভাগলপুর বৃষ্টির আধিক্যে অধিক ক্ষতি হইয়াছে, বর্ত্তমানে জলের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু ভয়ানক কিছু হয় নাই।

গত সপ্তাহে কলিকাতার ৫ বৎসর বয়স্ক একটী পর্টুগিজ বালকের প্রতি আশ্চর্য্যরূপে হত্যা হইয়াছে। সে বৃষ্টি উপলক্ষে গিয়া ড্রিতলা বাটীর ছাদ হইতে পতিত হয়, সৌভাগ্যক্রমে জলপূর্ণ একটী নর্দ্দমায় পড়াতে মৃত্যু হয় নাই, সর্দ্দমায় আঘাত লাগিয়াছে।

৫ই আশ্বিন শনিবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল যে দিন উদয়চরণ বিশ্বাস, রামরতন দত্ত এবং শশি দত্ত নামক তিন ব্যক্তি বেলিয়াঘাটায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে সন্ধি খনন করে। উহারা ঘরে প্রবেশ করিলে পর একটী শব্দ হওয়াতে সকলে আগ্রহিত হয়, উহারাও পলাইবার চেষ্টা পায়, পলাইবার সময় একজনকে ধরা হয়, কিন্তু আর দুই জন পলিস উহাকে ছিনাইয়া লইয়া সকলেই প্রস্থান করে। পর দিন এক [illegible] বাটীতে উহাদের তিন জনই ধরা পড়িয়াছে। সিরাজদৌলার ম্যাজিষ্ট্রেটের

বিকট বিচার হইতেছে। এই পুলিস-সংক্রান্ত অনেককে প্রেসিডেন্সি জেলে জোর খাটতে হইবে।

সিমুতে পুনরায় গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি করে নাই।

সিন্ধী গেজেটের কায়লহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আগীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল, কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক্ষণে কেবল বাগা খেলিয়া কালযাপন করিতেছেন তবে রাজ কার্য্য করিবার বাধা কি?

একজন পুলিস ইন্সপেক্টর দোষ স্বীকার করাইবার জন্য একজনকে অত্যন্ত প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ট্রাফুইবারের সেসিয়নে জজ তাহার যে মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট সে আজ্ঞার পরিবর্ত্ত করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে দিন কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ব্যক্তি গিয়া এক আশ্চর্য্য প্রার্থনা করে। তাহার ২৬ বৎসর বয়স্কা একটী পুত্রবধূ আবেদনকারীর একটী ছোট ছেলেকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব উহাকে প্রেরণ করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয় ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে কতকক্ষণ করেন নাই। ছেলেটী নাবালক বলিয়াই কি?

বিজ্ঞাপন।

ফৌজদারী কার্য্য বিধায়ের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক আদালতসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সম্বন্ধীয়) বিধির টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, ই, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রামরতন বসু কর্ত্তৃক [illegible]

মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল [illegible]

[illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। মমমমার প্রতিনিধি ক ষ্টোমমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ক ম ডমলিউ চপ কিশন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন নারাক পুরের ক.ষ্টোমমেণ্ট ম জিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাষ্টোম মেণ্টের স্মল কজ কোর্টের জজের প্রতিনিধি কমিশনর।

লেপ্টনণ্ট এম এ গ্রে বিনি মজফরপুর আসাম ,৭৬ গ্রের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর হইয়া ছেন, শিবসাগরে য় বলেন।

বাবু ডাক্তারচন্দ্র মজুমদার মোয়াল পাড়ার এতজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী হইলেন এবং ডপুটী ক লেক্টর ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ব আসামীয় ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিনাথ চ ট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি,) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর। কটকের ডেপুটী ম াজ ষ্ট্রেট ও ডপুটী কালেক্টর ই, বি, সাহেবকে সাহেব প্রথম শ্রেণীর মা জষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের এ ডমিনিষ্ট্রি ডেপুটী মাজষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক লেক্টর বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু কিছু দি নের জন্য, ডমে যুক বিভাগের ভার পাইয়া রাজমহলের অতি রি ক্ত সহকারী কমিশনর সি, এ এস বেডফর্ড গোডডা উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই এম মর্মি সাহেব কিছু দিনের জন্য বেতড়ার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেরিনাথ দাস বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পদ সমাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

ডে মনগো সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজমাহীর প্রতিনিধি মিষ্ট্রেট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

মুর সাহাবাদের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ সি, বার্টলমেন বাবু বিনের জন্য পূর্ণিয়ার বদলী হইলেন।

ই সেপ্টেম্বর। বাবু নবীনচন্দ্র রায় চট্ট গ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বাবু কৃষ্ণচরণবন্দ্যোপাধ্যায় ময়মন সিংহের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বাবু কালীকান্ত মজুমদার নারায়ণ গঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টণ্ট সার্জ্জন ডমণ কৃষ্ণ কে কিছু দিনের জন্য কুষ্টিয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

সার্জ্জন এচ, ডবলিউ হিল কিছু দিন জন্য বাকুড়ার সিবিল সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইলেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর কে ই বি ক্রেক শ্রীরামপুর এবং উত্তর পাড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইলেন এবং এই উভয় স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনর দিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। ডবলিউ এচ, পেজ সাহেব পুরুলিয়ার মিউনিসিপাল কমিটীর অনারেরি সভ্য হইয়াছেন।

সি মার্শাল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাইভেট সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ৭০০০ টাকা ইংলণ্ডের বাঙ্ক হইতে গ্রহণ করা।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। উলসলি সাহেব স্বদল সহিত রোলেড কোটে যাত্রা করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সকল সামগ্রী তাঁহাকে করিয়া পাঠান হইতেছে।

ফর্ণিচ ইসমাইল আডুল পরিত্যাগ করাতে তন্ত্রতা অধিক সীমা ত অনন্ত প্রকাশ করেন। কোন সোলবে গ হয় ন ই

কার্লে জনার হুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

গত সপ্তাহের মধ্যে পাবিস নগরে এলাইঠাস্থ ১০৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেনাপতি লর্ডলি আসান্টি রাজধানী পর্য্যন্ত এক া ও রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। গত কল্য এডিন বরার ডিউক লিবাডিয়ার যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৯ এ এবং বোম্বাই হইতে ২২ এ আগষ্ট যাত্রা করে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন এবার তথায় লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ১৭ ই সেপ্টেম্বর। গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এপ্রেল পর্য্যন্ত উদ্ভূত আয়ের কতক টাকা আইরিশ পাব্লিক ওয়ার্কস বিভাগে ব্যয় করা হইয়াছে।

সেনাপতি লর্ডলি আসান্টি রাজধানী পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন। ইনি বঙ্গদেশের জনরব গেল বৎসর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিবেন।

মাডিচ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে. ভোলোসার নিকটে কার্লিষ্টরা পরাভূত হইয়া ছে উহাদের সংখ্যা ১৫০০০ ছিল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুঃ—কলিকাতা চতকডাঙ্গা আমরা যত কবিতাপ্রিয় নহি বিশেষ দুর্গোৎসবের আগমনী সোমপ্রকাশের উপযুক্ত বোধ হইল না।

ম'য় বহু মহাশয় সমীপেষু। আপনার পত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ থাকাতে প্রকাশ করা গেল না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। এই করিমাতি গ্রামে বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট রাস্তার অতি নিকটেই পরদাহ কার্য্যটী বন্ধ হইল না। এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় পরদাহ কার্য্যটী গ্রামের অতি নিকট হইতে উঠাইয়া না দিলে ক্রমশই মেলেরিয়া বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এক্ষণে যেখানে পরদাহ করা হয় সে স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর, অথচ গবর্ণমেণ্ট রাস্তার পার্শ্বেই। এক দিকে একটী খাদ। খাদটী মৃত কদলীবৃক্ষ ও নানা প্রকার দ্রব্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল বৃক্ষপত্র পচিলে এমন দুর্গন্ধ বাহির হয় যে নিকটে দিয়া চলিতে কষ্ট হয়। পরদাহ স্থান অন্যদিকে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দিয়া এই পুষ্করিণীর জল সেবনের [illegible] নাই। গ্রামে পরিপূর্ণ কেবল একটী [illegible] স্থান করিবার জন্য এইটু খোদা [illegible] এই রূপ নানা প্রকার [illegible] হইতে স্থানটী বড় ভয়ঙ্কর হইয়া [illegible] সোমপ্র সে বাগা [illegible] একটী বিদ্যালয়

আছে। এই বিদ্যালয়ে ১২০।১৩০ জন ছাত্র প্রতিদিন বিদ্যাভ্যাস শিক্ষালাভ করে। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত যেখানে এত লোকের সমাগম হয়, তাহার দক্ষিণ দিক দুর্গন্ধময় স্থান কি ভয়ানক, তাহা সকলেই বিলক্ষণ জানেন। এক এক দিন এরূপ দুর্গন্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যে অনেক সময়ে স্কুল বন্ধ করিতে হয়। এরূপ ভয়ানক স্থানে কি গবর্ণমেণ্ট একবারও চক্ষের উপর দাঁড়াইবেন না? এ সকল যে কি কেবল "মেলেরিয়া" ফলে জন্মে "সে সম্বন্ধে, "ফলে জন্মে" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাহা

[illegible] বৎসর গত হইল যখন এই [illegible] ঐ স্থানীয় হাকিমপুরের মহকুমায় [illegible], তখনকার চতুর্পুর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট [illegible] এই শবদাহ কার্য্য যাহাতে [illegible] উপর না হইতে পারে [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে [illegible] ফল দর্শে নাই। অধিক দূর দাঁড়াইতে হইলে বলিয়া, আমরা অধিক কি করিলেন, তাহারা চতুর্দ্দিক [illegible] করিলে [illegible] হইতে পারে। এক [illegible] হইতেছে। এক দিন [illegible] মহাশয় আসিলেন কোথায় শব-[illegible] পর নির্ব্বাহ হইবে দেখিয়া [illegible] করিলেন, তৎপরে [illegible] সহকারী টাকা দেহাদাহের নিমিত্ত দিয়া বলিয়া [illegible] আমাদিগের কিছুই

হইল না এক দেশের টাকা আর এক দেশের উপকার হওয়া নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শিক্ষক সাহেব এ বিষয়ে দোষ দর্শন মনোযোগ করেন না। তাহা হইলে শীঘ্র উপায় বিধান করিতেন॥

একেত হরিনাভি গ্রাম মেলেরিয়া রোগে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে তাহাতে এই সকল উপদ্রব। কত ম্যাজিষ্ট্রেট, কত প্রধান প্রধান লোক স্বচক্ষে এই শবদাহ কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার প্রতীকার চেষ্টা করেন নাই। হরিনাভি বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহাশয় যাহাতে এই সাধারণের অস্বাস্থ্যকর কার্য্যটী বর্ত্তমান স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে করিয়া যায় তাহার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার একা চেষ্টায় কি হইবে। গ্রাম বাসীরা একবার তাঁহার সহায়তা করুন, আর কেনইবা সাহায্য না করিবেন কারণ তাঁহাদের সন্তানগণ ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদেরও ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হরিনাভি
১৮ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩

অনুগত
শ্রীঃ—

নীলকরের অত্যাচার।

নীলকর একটী সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা প্রায়ই বিদেশীয়, সুতরাং এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে স্বীয় বশতাপন্ন করিতে না পারিলে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। অনেক অভিজ্ঞ লোকে এতদ্বিষয়ক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন, কিন্তু ভরসা করি ক্রমশঃ নীলকরের অভিপ্রায় অবগত হইলে তাঁহাদিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। যাহা হউক, কোনরূপে প্রজাগণকে স্বীয় করতলীন করাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য্য। যে গ্রামে নীলকরেরা কোন নিষ্কর্ম্মা লোককে তাঁহাদিগের পরামর্শ দাতা ও কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিয়া নীলকরের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছে, তথায় তাহারা নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া তাঁহার অধিবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে ছাড়ে না। প্রথমতঃ প্রজাদিগকে নিসহায় করিতে পারিলে স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়তা নিবেদনার্থ উক্ত মহাশয়কে গ্রাম হইতে তাড়াইবার কথা তাহাতে তিনি স্থানিত না হইলে মুরীর দেওয়ানী, পরে মারপীট পর্য্যন্তও করিতে সম্মত হন। তাহাতেও তাঁহাকে বশে আনিতে না পারিলে বহুমূল্য অর্থ অপেক্ষাকৃত অল্পলোভন দ্বারা, তাঁহাকে স্বীয় পক্ষে আনয়ন করিবার চেষ্টা পান। ইহাতেই কৃতকার্য্য হইলে যদি প্রজাগণ হতোৎসাহ হইয়া জমীদারী স্বীকার করে, তাহা হইলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল, কিন্তু এইরূপে যদি তাঁহাকে হতগর্ব্ব করিতে কৃত কার্য্য না হয় অথবা তিনি তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেও প্রজাগণ সে পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আর কোন উপায়ের সংস্থান লইতে হয়। এই উপায় অপেক্ষাকৃত বহু ব্যয় সাধ্য। সেই সেই গ্রামের জমীদারকে আদায়ী অপেক্ষা অধিক জমা দিয়াও বহুমূল্য অর্থ নজর দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইজারা গ্রহণে অসমর্থ হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় পরে বলিব। ইজারা গ্রহণ করিয়া কি উপায়ে প্রজাগণকে শাসন করিতে হয় তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জমীদার হইলে প্রজাদিগের মনে যাবৎ-জীবিক ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই যে উহাদিগের মূল সংস্থার জন্মে, নীলকর আমাদিগের মালিক রাজা, সুতরাং কোন না কোন সময়ে উহার অধীনস্থ হইতেই হইবে। অতএব এক্ষণে তাঁহার সহিত অসৌজন্য করিলে পরিশেষে ক্রোধানলে পতিত হইবে। প্রজাগণ কি নির্বোধ। উহারা জমী দার কিসে ভূস্বামীর আবেদন। জমীদার যাহা করেন তাহা তাহারা অকাতরে সহ্য করে। যাহা হউক, এই ভাবিয়া যদি উহারা নীলকরের অধীন হইল তাহা হইলেই মুরাজা সহজ হইল, মাসে২ হলের জমাবন্দি নাই। তৎক্ষণাৎ কর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইল। নীচ শ্রেণীর লোক [illegible] কর কতক টাকা [illegible] এক্ষণে ৪০ পঞ্চাশ টাকায় [illegible]

টাকা বার্ষিক হয়। প্রজা কোথায় পাইবে? সর্ব্বস্বান্ত গরু সকল ক্রোক করিলেন, তাহারা নিকপায় হইয়া পড়িল। অতএব স্থির, উক্ত সম্প্রদায়ের শরণাগত হইবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সম্ভবতঃ কোন কোন ধনী প্রজা জেলায় আপিল করিল। আপিলের বিচার প্রায় ১।১ বৎসরে হইয়া উঠে না। ইহাতেও যাঁহারা শরণাগত হইলেন, কয় বৃদ্ধির মকদ্দমা তাহাদিগের উপর আর চালাইলেন না। (এবার এই পর্য্যন্ত প্রকাশ্য দ্বিতীয়বারে এই স্থান হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য) এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট পৌণ্ডে এই উপায়ের প্রধান যন্ত্র। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গ্রামস্থ সমস্ত পতিত জমীতে নীল বোনা হয়, এবং প্রত্যেক গ্রামে নীলরক্ষক অন্যূন ঠিকা লাঠিয়াল ২০।২৫ জন নিযুক্ত করা হয়। নীলকর মহাশয়ের হুকুম থাকে প্রজাগণের গরু যে খানে পাইবে নীল খাইয়াছে বলিয়া পৌণ্ডে দিবে। শুনিতে পাই এই সকল নীল রক্ষক (তাগাদগীর) দিগকে বেতন দিতে হয় না। উহারা প্রজাগণের গরু যে খানে পায় পৌণ্ডে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। প্রজাগণ প্রত্যেক গরুর নিমিত্ত পৌণ্ডে ৵০ পঁচ আনা জরিমানা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া গরু লইয়া আইসে। তাহাতেই শুনিয়াছি উহারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। প্রজারও বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি প্রজার কোন গরু বাটীতে বাঁধা রহিয়াছে কএক জন দুরন্ত আসিয়া দড়া খুলিয়া পৌণ্ডে লইয়া চলিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন প্রজারা কোর্টে নালিশ করে না কেন? ইহারা নালিশ করা দূরে থাকুক, যদি ২।১ জন লোক সাক্ষ্য করিবার জন্য ডাক দিল, অমনি তাহারা ছাড়িয়া দেয়, কুঠীতে গমন করে, সাহেব দুই এক জনকে বেত্রাঘাত করিয়া কোর্টে পাঠাইয়া দেন, তখন উহারা নালিশ করে যে প্রজাগণ আমাদিগকে মারপিট করিয়া গরু ছিনিয়া লইয়াছে। কেহবা করিয়াদী কেহ বা সাক্ষ্য। মামলায় যদি প্রজাগণের কটক কিম্বা জরিমানা হইল তাহা হইলেই সন্তোষের বিষয়। না হইলেও মন্দ নহে, কারণ, প্রজার অর্থ ব্যয় হইয়াছে: দুর্ব্বল প্রজাগণ কত দিন এই ব্যয় ভার বহন করিবে। বশতাপন্ন হইল। নীলকরের অভিষ্ট সিদ্ধির বাধা রহিল না। এক্ষণে প্রজাগণ বিচারার্থী, সুতরাং বিচারকগণের বিষয়ে এই স্থানে কিছু বক্তব্য আছে। বিবিধ বিড়ম্বনা বশতঃ যে স্থানে অথবা যাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নীলকর বসতি করে, অথবা তাহার প্রাদুর্ভাব থাকে, তথায় প্রায়ই মদ্য সিভিলিয়ান ভিন্ন অভিজ্ঞ বহুদর্শী মাজিষ্ট্রেটগণ তায় প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলকর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ইংরেজ সুতরাং তদ্দেশবাসী কোন দয়া সিবিলিয়ান তত্তৎ মফস্বলের ভার প্রাপ্ত হইয়া নীলকরের চরিত্রের কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। নিরীহ প্রজার প্রতিও তাঁহাদের মমতা জন্মে না। সুতরাং স্বদেশীয় লোকে নিঃসহায় প্রজাগণের উপর দোষারোপ করিয়া কোন কথা বলিলে বিশেষ বিশ্বাস হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি? ইহাতেই প্রজাগণ অনেক অযথার্থ বেদখলী কটক প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এই মাজিষ্ট্রেটগণই কিছুকাল এদেশে থাকিলে যখন নীলকরের চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, যখন তাঁহাদের বিচার শক্তি প্রশংসাস্পদ হইয়া উঠে নীলকর পীড়িত প্রজারা তখন আর তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মুরাডাঙ্গা ও মেহেরপুর এ স্থানে প্রবল করিলাম। এখন কার নীলকর সমুদায় ইংলণ্ড দেশবাসী। বোধ হয় তাহাদেরই শুভাদৃষ্ট এবং প্রজাগণের দুরদৃষ্ট বশতঃ এস্থানে কখন আমরা বাঙ্গালি হাকিম দেখিলাম না। যাহা হউক প্রজার নামে মিথ্যা ফৌজদারি মকদ্দমা করাই উক্ত সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির আর একটী প্রশস্ত উপায়। এই ফৌজদারি মকদ্দমার কিরূপ প্রকৃতি তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ২।৩ জন সাহেব কোন মাঠে গমন করিয়া একজন ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন, টুপি ভাঙ্গিলেন গাত্রে ধূলি দিলেন এবং পেণ্টুলেন ছিঁড়িলেন অপর কয়েক জন সাক্ষ্য দিলেন যে কুঠী আসিয়া স্বীয় গমস্তা মুহুরি প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গকেও সাক্ষ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া কোর্টে নালিশ করিলেন। নিম্ন আদালতের বিশ্বাস জন্মিল (কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) আসামীর কটক হইল, প্রজাগণ ভয়ে বশতাপন্ন হইল। কে হাইকোর্টে গমন করিবে কে অব্যাহতি প্রার্থী হইবে, চার্লস মিয়ার ফরিয়াদী, আসামী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মকদ্দমা ইহার যথার্থ প্রমাণ কত লোক হাইকোর্টে গমনে অশক্ত হইয়া এত কষ্ট ভোগ করে। মহেশ বাবু একজন ভদ্র লোক ও ধনী কাযেই তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ প্রজা হইলে কাটকেই থাকিতেন। এইরূপে প্রজাগণ ক্রমাগত কটক থাকিতে ও জরিমানা দিতে থাকে, পরে ক্রমে অসক্ত ও দীনবল হইয়া আসিলে অগত্যা নীলকরের করগত হইয়া অব্যাহতি লাভ করে নীলকরের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ আবিষ্কার হইয়া উঠে। * ইহার অবশিষ্ট আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।*

১ লা আশ্বিন খ্রীঃ—
১২৮০

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়। সাতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে মেলেরিয়া নিবন্ধন মেহিনীপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশের কয়েকটী পরগণা উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। এ প্রদেশে প্রায় তিন বৎসর হইল মেলেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বৎসর অল্প পরিমাণে হইয়াছিল বটে, কিন্তু গত বৎসর হইতে প্রকৃতরূপে দেখা দিয়াছে। গত বৎসরে দেশের অধিকাংশ লোকই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাগা ও পরমায়ু গুণে এবং স্থানান্তর গমনে যাহারা বাঁচিয়াছিল, এবৎসর আবার তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে। এখন অবধি মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা আর ৩।৪

মাস থাকিলে নিশ্চয়ই গ্রামগুলি লোক শূন্য হইবে।

সত্য বটে, গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিয়াছেন এবং ডাক্তার ও ঔষধ প্রেরণ দ্বারা মেলেরিয়াক্রান্ত প্রধান স্থান গুলির অনেক উপকার করিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠ ও কাতর স্বরে বলিতেছি যে, যেরূপ পীড়া তাহার অনুরূপ চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান হইতেছে না।

পুলিশ কর্ম্মচারী ও ডাক্তারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও পীড়ার কারণ ও তারতম্য জানিবার জন্য এক স্বতন্ত্র বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়; অথবা মেলেরিয়া পীড়িত গ্রাম সমূহের ভদ্র লোকদের কথা যদি শুনেন তাহা হইলেও অনেক জানিতে পারিবেন।

ডাক্তারদের স্বাধীন ভাবের চিকিৎসায় ও দাতব্য চিকিৎসায় অনেক অন্তর আছে, কিন্তু সাধারণের এরূপ সামর্থ্য নাই যে স্বাধীন ভাবে ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসা করেন লোকের অর্থসামর্থ্য নাই বলিয়া দিনে দিনে লোকে জীবনে নিরাশ ও উৎসাহ হীন হইতেছে, আবার এ প্রদেশে এমন সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যে তাঁহাদের দ্বারা দেশের কিছু উপকার হয়। উপরে ঈশ্বরও পৃথিবীতে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমাদের বাস গ্রাম বসিরহাটপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বাসদেবপুর চাঁদপুর ও দাসপুর প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে ও আত্মমান আর তথিতে পারা যায় না। প্রত্যেক পরিবার মধ্যে একটী লোক ও ভাল আছে কি না সন্দেহ। অতএব ডাক্তার মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা দেবগণ কয়েক খানি গ্রামের প্রতি বিশেষ মনঃ করেন। তাঁহাদের হস্তে এখন এদেশের লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। পরিশেষে প্রস্তাবকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিনয় নিবেদন, যে তাঁহারা আরও কয়েক জন ডাক্তার এবং স্থান ও পীড়ার পরিমাণ। ঔষধ প্রেরণ করেন।

জেলা মেদিনীপুর
থানা হাসপুর
১৫ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৩
} কলাচিৎ।
বসিরহাটপুর নিবাসিনঃ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১২ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকরতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মোহাগার জহরাবপুরের নীচে	৭	৬
তথা হইতে গড়িয়ার উপর ১২ মাইলের মধ্যে	১৫	
তথা হইতে অগ্নিপুর ৭। মাইলের মধ্যে	১৮	
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২৩	২।

বহরমপুর
১৫ সেপ্টেম্বর
১৮৭৩
} শ্রীযুক্ত সি, ই, ঈডল একজি কিউটিং ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল বিভাগ ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ৺ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

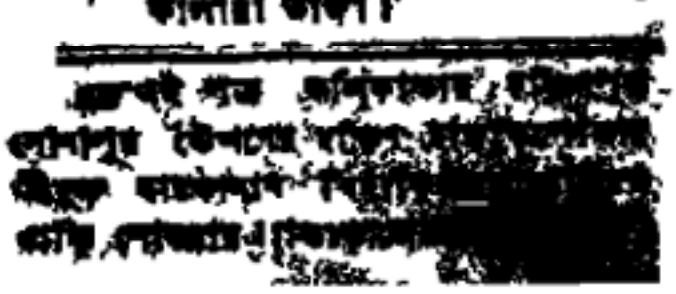
সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন দত্ত
হোসেনাবাদ ১০
" " দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়নীপুর ৪।৮
" " হরচন্দ্র চৌধুরী—সিমুলিয়া ১০।
" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক
খাস্তিলপাড়া ৫।৮
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু
সিউড়ী ১০

" " শ্যামগোপাল ঘোষ
গোবিন্দপুর
" জেম্‌স মারেল কোং—বহরমপুর ১০

১৮৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর ও ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্বরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামরামচন্দ্র—শ্রীরামপুর
" " মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলগড়।
" " শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটীকুরী।
" " নবীনচন্দ্র বসুরা—নওগাঁ আলাম।
" " নবীনচন্দ্র সরকার—খোলাহাটা।
" " উপেন্দ্রনাথ রায়—বসিরহাট।
" " জগন্নাথ কা—ঠাকুর গাঁ।
" " মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
ভদ্রতাহাটা।
" " উমাচরণ দত্ত—পিটে
" " কাশীবিহারি লাহিড়ী—মুদকল।
" " বিহারিলাল-সেন—শ্রীরামপুর।
" " শিবনাথ বসু—বুলিয়ারি।
" " নবেন্দ্রচন্দ্র দেব—নিশিগুড়ি।
" " তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
কটক।
রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেব বাহাদুর
রাজবাজার।
ধরণীর মুলীন পাড়া মুক্তিবাদি এমো
লিবরাম গজা।
" " চন্দ্রশেখর মাইতি—মুলুখাড়িয়া।
" " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—ফ্রাঙ্ক
মুর কোর্ট হোউ খাবদত।
" " হরিশচন্দ্র সেন—ত্রিবিক্রমপুর।
" " পুটিয়া ইউডেন এলোসিএশন
মফঃ
" " রাজকুমার ঘোষ ঘাট হোউমাগপুর
" " কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন মজীদার
রাজবাটী।
মশবরা কুলের হেড মাষ্টার
" " তারকচন্দ্র অধিকারী
কালীরা ভাঙ্গা।



রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

৮ম। ৫৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷ টাকা
সন ১২৮০। ২৮ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ১৩ ই অক্টোবর
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৪ এবং ২২০ নং মকদ্দমার-যাহাতে শ্রীমতী কুরুমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু অ,নন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমার হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬১ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত ১৫৩ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিবরবাজী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত, এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে ছয়তর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিষহাটী ভুক্ত সমুদায় ভূমি ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত মুড়াগছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত বারপুর ও অমরহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেক্টরীর হৌলী ভুক্ত মাকরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৯ নং কালেক্টরীর হৌলী ভুক্ত মাকরাজ, ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা টিকা মহল আছে এবং যে সকল মাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত মহারাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৩৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে

যদি বিশি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা টীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির ধরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণ কারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কুরুমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ ব্যতীত অপর সমস্ত জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহাঁর আবেদন গ্রাহ্য হইবে কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও হইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাহাঁদের উকীল বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, ষ্টী, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল ৸০ আনা।

ব্যাঙ্কার স্লিপ এও কোং

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—:—

" প্রত্ন কল্প-মন্দিনী "

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য যাঁহারা প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় মনপতি সিংহ রায় বাহাদুর

প্রভৃতি, অনরেবল রমিশ রায়কালাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার অধ্যক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও "আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়" প্রভৃতি। উনার রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের চিদানন্দ চৌধুরী, উত্তিবন্দের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী লক্ষ্মীপুরের পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন দেবশর্ম্মা, হালদার অনঙ্গমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামলাল সেন, হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি মেট্রপলিটন কলেজের ছাত্র আশুতোষ পণ্ডিত ও কুমারটুলির রায় প্রভৃতি, মেসুতলার (মধ্যস্থ কর্ম্ম) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি, হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রভৃতি, কাশীস্থ (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অতিমবন্ধুৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাদৃশ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য স্বাধীন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবায় শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে এতদ্বারা কার্য্য কিছুমাত্র আর স্থগিত না হইবার উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ের স্বীয় স্বত্ব ত্যাগপূর্ব্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রার্থনা অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়ায় তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিষয় এই যে স্থগিত কাশীর আশু নষ্ট [illegible] সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রস্তাবিত মন্ত্রিণীর গ্রাহক সূত্রে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, প্রস্তাবিত মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহার শত মুদ্রা কিম্বা অধিক নহে। তরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আশায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সদাই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলে সেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাতে অথবা কলিকাতা জীমবোসের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

প্রস্তাবিত মন্ত্রিণী ও সত্যযন্ত্র অধ্যক্ষ
শ্রীমহাব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ওল্ড এজেন্সী।

মোক্তার, দাতাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির সমস্ত কার্য্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে। কর্ম্মকারকের নামে মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের নিয়মাবলি ও মাশুলাদির কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত
কার্য্যসাধক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যে ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহাতে কৃত ভিষগ্‌বর ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত সুতন মাতৃরি অর্থাৎ অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিংবক্স ৸০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অঙ্ক পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
নারকেলডাঙ্গার
হিন্দুহিতৈষী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই প্রস্তাবনায় প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক সকল আনয়ন করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীকালীকিঙ্কর গুপ্ত

স্থাণীয়ন্ত পাঠারি ওয়র্ক।

যদি কাহার প্রস্তর সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সুদৃশ্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গোল করা প্রস্তর নির্ম্মিত সন্ধ্যার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সুন্দর মুখোস ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী সেমেণ্ট ছাদের স্লাইজ ইট, মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ইট, ইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটার চকমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেজ করা হইল, ষ্টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে অবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

৯ কলিকাতা
৭ নং চেরিটোলা ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

গুপ্ত যন্ত্র।

৩৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পশ্চিম গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় দেওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্ব প্রকারে সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীনন্দলাল গুপ্ত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

বঙ্গভাষায়।
ক্লিনিকাল মেডিসন এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস,
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
জৈবিক তত্ত্ব নির্ণয়।
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ।০ আনা। উহার বাঙ্গালা অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুস্থান ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রীশিক্ষা। দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ।০ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী কি কি বিষয়ে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ করা অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কতকটী সুলভতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা।

৪ শরীর-পালন (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬ কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুস্থান ষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

———

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাণ্মাসিক ৪॥ ত্রৈমাসিক ২৷৷০ আনা।

শ্রীনন্দলাল গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

—•—

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেণী পরীক্ষার পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় নেচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ বর্ণন যে বাঙ্গালা ভাষার এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ বর্ণনের এক নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বলসঞ্চালক ও বলবিঘাত স্থানকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বেগ, বর্দ্ধমান বেগ পতনশীল বস্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয় সমাহিত গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহার ১ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড মূল্য এক টাকা।

ম ক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ।০ আট আনা।
পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড় আনা।
এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা। মর্ম্মাল ফরম।

ভূগোল সার সংগ্রহ।
ইহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ খৃঃ হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।/০
শ্রীরজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার।

পোয়েন্দা বিষয়।

প্রজা এক জাতি, এক ধর্ম্মী ও এক দেশী, এবং রাজা অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্মী ও অন্য দেশী হওয়ায় অনেক অসুবিধা। এরূপ অবস্থায় দেশ অধিকার করিয়াও অধিকারের সম্পূর্ণ সুখ দুর্লভ। এই জন্যই কিছুদিন হইল একজন বুদ্ধিমান ইংরাজ বলিয়াছেন, আমরা ভারতবর্ষীয়দের শরীর অধিকৃত করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের হৃদয় হস্তগত হইল না। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট নিজের শাসনাধীন কোন শ্রেণীর অভাবের কথা জানিতে পারিতেছেন না। যদিও রাশি রাশি সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে প্রজাদিগের ভাব ও অবস্থা রাজাদিগের গোচর করিতেছে তথাপি কত কথা যে সমাজের মধ্যে লুক্কায়িত রহিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। কোথায় কত প্রকারে বলের নিকট দুর্ব্বলের নিগ্রহ হইতেছে তাহার তত্ত্ব কয় জন রাখে? অন্যায় অত্যাচার দুষ্কর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা বিধিমতে হইতেছে বটে, কিন্তু কয়টী অত্যাচার বা দুষ্কর্ম্মের কথা সমাজের উপর ভাসিয়া উঠে, সহস্র সহস্র অজ্ঞ দুর্ব্বল ও অসহায় ব্যক্তি যে প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইয়া ক্রন্দন করে, তাহাদের রোদন ধ্বনি কয় জনের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়?

সমাজের এইরূপ অবস্থায় সহজেই মনে হয় যে হয় ত গোপনে গোপনে অনেক অত্যাচার, অনেক অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা সাধারণের চক্ষুর উপর উপস্থিত হয় না। এই জন্যই বোধ হয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, যে জ্ঞাতসারে কোন আইন-বিগর্হিত অপরাধ কৃত হইলে, সকলকে নিকটস্থ পুলিষে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার সংবাদ দিতে হইবে। এই বিজ্ঞাপনের সহিত সেই সেই অপরাধের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। পুরাতন ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনের ১৩৮ ধারাতে এই মর্ম্মের কথা লিখিত ছিল এবং বর্ত্তমান ফৌজদারি আইনের ৮৯ ধারাতেও এই আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পুনরায় সকলকে সেই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এরূপ পুরাতন কথার উল্লেখ করিবার প্রকৃত অভিসন্ধি কি বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু এক্ষণে এই এই, এতদিন ত এই কথা প্রচারিত হইয়াছে তথাপি এতদিন ইহার অনুসারে লোকে কার্য্য করিল না কেন? ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ কোন অপরাধের গোয়েন্দা হইলে প্রায় সংবাদদাতাকে বাদী হইতে হয় সুতরাং আরোপিত অপরাধের প্রমাণোপযোগী সাক্ষী প্রভৃতি সংগ্রহের ভার তাহার উপর অর্পিত

হণের ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত সকল গুপ্ত কথা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই এই সকল গুপ্ত অপরাধ আবিষ্কার ও গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার ভার পুলিস, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পুলিস কর্ম্ম চারিদিগের যেরূপ ঔদাসীন্য এবং তাহাদের ধর্ম্মাধিকরণ যেরূপ নিকৃষ্ট তাহাতে সে আশা করা দুরাশা মাত্র।

আমরা কয়েকটী ঘটনা জানি যেখানে সংবাদ দিয়াও কোন ফল হয় নাই বরং পুলিস, কর্ত্তৃক অপমানিত হইতে হইয়াছে। যত দিন না পুলিসের লক্ষ্য হিন্দুর সুখ সচ্ছন্দ বিধায়ক হয় এবং অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারিগণ তাহাদের কার্য্যে মনোযোগী হইবে, যত দিন না তাহারা ভদ্রলোক মাত্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে, যত দিন না আদালতের শোণিত-শোষক রাক্ষসেরা শাসিত হইবে এবং আদালত ভদ্রলোকের গম্য স্থান হইবে, তত দিন লোকের উপর কথা কহি করা বিফল। এখনো বিচারকেরা প্রায় কি বাদী, কি প্রতিবাদী, কি সাক্ষী সকলকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক স্থির করিয়া বিচার আরম্ভ করেন। এরূপ স্থলে কোন ভদ্রলোক সে ঘরে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবেন? যাঁহাকে দুই বারের অধিক আদালতে দেখিতে পাওয়া যায়, আদালতের এবং বাহিরের লোকে তাঁহাকে সাক্ষী ব্যবসায়ী স্থির করিয়া বসে। পুলিস ও আদালতের এরূপ হীনাবস্থা থাকিতে কোন ভদ্রলোক গোয়েন্দা হইতে পারেন না। বিশেষ হিন্দুদের চক্ষে গোয়েন্দা গিরি অতি নীচ কার্য্য। অপরের যে দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্থ করা হিন্দুর হৃদয়ের পক্ষে ভয়ানক দুঃসাধ্য। অপরাধীকে ধরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে আশ্রয় দেওয়া, খাইতে দেওয়া, আইন হইতে রক্ষা করিতে অনেকে দয়ার অনুরোধে আপত্তি দিয়া থাকেন।

মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অপরের উপর কথা কহি না করিয়া যদি পুলিস বিহারী নরাধমদিগকে একটু সজাগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা।

✓ বঙ্গীয় সংবাদ পত্রসমূহের নিন্দুকতা।

আমরা গতবারের সোমপ্রকাশে "ক্রেতৃমর ইণ্ডিয়া এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র" নামক প্রস্তাবে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার প্রায় সকলই বলিয়াছি; কিন্তু আর ও কিছু বলা উচিত বোধ হওয়াতে পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকলের চক্ষু শূল হইয়া উঠিয়াছে, এদিন "পিয়র নিয়র" বলিলেন, ইহাদিগকে দমন কর তদ্দিন ইংলিসম্যান বলিলেন, এই বিবেচনা শূন্য চীৎকার; পটু নিকর্ম্মাদিগকে শাসন কর, এই রূপে ত ইংরাজী সংবাদ পত্র দিগের অধিকাংশই মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের আক্রোশ কিম্বা আক্রমণে ভীত হইবার কারণ অতি অল্প, কিন্তু কিছুদিন হইল সুক্ষ্মদর্শী' ম সাহেব এক আইন রূপ মেঘে সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার গর্জ্জনের ধ্বনি যদিও এপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই মেঘের মধ্যে যে ভীষণ বজ্র নিহিত আছে, তাহা বুদ্ধি মান মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে এবং সময় উপস্থিত হইলে, কালে সেই বজ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের মস্তকে পতিত হইতে পারে। সে আশঙ্কা ও বিশেষ চিন্তার কারণ নহে, কারণ তাহা আইন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রদিগের নিন্দিত যত্নে চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে তাহাদের উপর আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কোপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কায়েল সাহেব যে কি ধাতুর লোক তাহা এত দিনে সকলে এক প্রকার বুঝিয়াছি। তিনি তাহাঁর দেশের পূর্ব্ব-পুরুষ ম্যাকবেথের ন্যায় ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে বড় অন্তর রাখিতে চান না। কলিকাতায় পা দিয়াই হবার্ট সাহেবকে নসপেণ্ড করা, ব্রডলি সাহেবকে সাত সমুদ্র ও তের নদীর জল পান করান; এবং গেডিস সাহেবকে পদচ্যুত করা এই সকল কথা স্মরণ করিয়া কে না তাহাঁর প্রকৃতিকে ভয় করিবে। আমরা কেবল তাহাঁর স্বজাতীয়দিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, কারণ ইহা হইতেই এদেশীয় দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের সম্ভাবনা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সেই জন্যই আমরা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি, পাছে মহারাজা কায়েলের চক্ষু আমাদিগের উপর পড়ে। কিন্তু অবশেষে বোধ হয় তাহাই ঘটিল, অম্লরা নিয়ে তাঁহার রাজসাহী শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট বিষয়ক আদেশ হইতে কয়েক পঙ্ক্তি তুলিয়া দিতেছি—

"লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে যে দেশের সর্ব্বসাধারণের উপর বাঙ্গালা সংবাদ পত্র দিগের ক্ষমতা অল্পই। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিবেচনায় বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন,—সাধারণ লোকের যে গবর্ণমেণ্টের উপর এত অবিশ্বাস, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরা তাহার প্রধান কারণ" সে কথা অনেক পরিমাণে সত্য। এই সম্বন্ধে কমিশনর ম— সাহেব বলেন "আমার বিবেচনায় এতৎপ্রদেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের বাড়ন না হইয়া অমঙ্গলের কারণ হইতেছে। এই সকল পত্র হইতে কোন বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না, বরং এতদ্দ্বারা

এপ্রদেশী শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে চঞ্চলতা ও বিরাগের উৎপত্তি হয়। এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি নিজে কোন মত স্থির করিতে পারে না, কেবল মাত্র সংবাদ পত্রের মত লইয়াই চলে—

আমরা গত বারে প্রায় এই সমস্ত কথাই বলিয়াছি। বাস্তবিক আমাদিগের কতকগুলি সহযোগীর অমবধানতা ও অনুদারচিত্ততাদর্শনে যে এই রূপ অপকার হইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা অসঙ্গত গণ্ডগোল করিয়া বিশেষ কোন উপকার করিতে পারুন আর না পারুন, হয় ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের স্বাধীনতা হানির কারণ হইতে পারেন। ভাল হউক মন্দ হউক গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিব, ঘৃণা ভিন্ন কৃতজ্ঞতা দেখ ইব না, কোন প্রকা। দুরভিসন্ধি না পাইলে ও গুরু দুরভি সন্ধির আরোপ করিব, এপ্রকার প্রতিজ্ঞা সম্পাদকের মহাপ্রিয় ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ইংলণ্ড যদার অনুরোধেই অথবা পরকালে মহাগতির আশাতেই ভারতবর্ষের উন্নতির মস্তক গ্রহণ করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের অন্য কথা হওয়া উচিত নহে, এরূপ প্রস্তাব আমাদিগের নিকট যেমন অসত্য ও অসঙ্গত বোধ হয়, আর ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কখন কোন উপকার করেন নাই এবং করিবার ইচ্ছাও করেন নাই, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে ইংলণ্ডের অন্য কিছু প্রাপ্য নাই, এ কথাও সেইরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত বোধ হয়। [illegible] আমাদিগের [illegible] ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা হইতে উন্নতি, [illegible] আমরা আশা করিতে পারেন। অন্যায় চীৎকার ছাড়িয়া যদি আমরা কথার আলোচনা করেন এবং দেশের লোকদিগকে ন্যায় নীতি এবং সুবিচার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা বিশেষ ইষ্ট সাধিত হয়।

—•—

কমীশন প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট।

কিছুদিন হইল উত্তর পশ্চিম লিবোমাসে আমরা একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলাম তিনি আজিও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। বস্তুতঃ এস্থলে গবর্ণমেণ্টের যে কি করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পাবনা ও বগুড়ার জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের অনেক চেষ্টা করা হইতেছে। গ্রেহাম কমিশনর মনসি সাহেব এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা প্রজার প্রজাদিগের অভিযোগ শ্রবণ ও সদুপায় বিধানের জন্য নিজে তাঁহার বক্তৃতা মেলার অন্তর্গত জমিদারিতে গমন করিয়াছেন, বিখ্যাত রায় যদুপতি সিংহ বাহাদুর কয় কিম্বা কোন প্রকার বাধ প্রদান করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কলিকাতার ঠাকুরদিগের কর্ম্মচারীরাও মোলাম সাহেবের সাক্ষাতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রজাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এ সকল ত হইল। এ সকল উপায়ে পাবনা কিম্বা বগুড়ার প্রজারা শান্ত হইতে পারে, কিন্তু এপ্রশ্ন ত আর এদেশে কেবলমাত্র পাবনা কিম্বা বগুড়াতেই বদ্ধ নহে। অন্যান্য স্থানের প্রজারাও গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আর খাজনা দিতে চাহেনা। ঘোষ বসু রায়দিগের নিকটে যাহা জমা দিবে তাহা বাবের ঠিকানায় কাটা যাইবে, পুনরায় সমস্ত খাজনা দিতে হইবে, এই আশঙ্কায় যতদিন না অতিরিক্ত বার প্রদান মহাশয় কোন নিষ্পত্তি হয় ততদিন খাজনা পর্য্যন্ত দিতেছে না। যাহা হউক যে প্রজাটী উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। যে প্রকারে হউক ইহার মীমাংসা না হইলে কোন পক্ষের শান্তি নাই। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের যে দুই একটী কথা আমরা শুনিয়াছি তাহাতে তিনি যে কোন বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। রাজমাহির শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর তিনি যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, এই রিপোর্টে উল্লিখিত কতকগুলি সুস্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা রাইয়তদিগের অনেক স্বাধীনতার ভাব জন্মিতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা আপনাদের স্বত্ব এবং অধিকার অধিক বুঝিতে পারিতেছে। দেশের সর্ব্বসাধারণের যাহা যে অভাবটি তুখাকী প্রজার মধ্যে সহজ ঘোষ জমিদারিটি ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত উন্নত সহজ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে এবিষয়ের ত্রুটি হইতেছে এবং এই সময় সিবিলিয়ন হইবে। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে এদেশের আধুনিক সকল শ্রেণীস্থ ও আইন ব্যবসায়ী লোকে পরিপূর্ণ, সেখানে রিপোর্ট বিচারের মীমাংসা করা দরিদ্র প্রজার পক্ষে সুখের হইবে না। এবং যতদিন উকিলপক্ষ ব্যারিষ্টরদিগের কার্য্য, সুবে ততদিন যেখানে প্রজা বন্দোবস্তের প্রস্তাবে আইনের মীমাংসা [illegible] তাঁহার ইচ্ছা। [illegible]

যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা সমূলক বোধ হয়। বাস্তবিক আদালতের ও আইনের বর্ত্তমান অবস্থা থাকিতে যে স্থানে গিয়া যে প্রজার কষ্ট দূর হয় এমন আশা করা যায় না। আবার এদিকে নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে জমিদারের ইচ্ছার তলে ফেলিয়া রাখাও উচিত বোধ হয় না। দেশের অধিপতি ভিন্ন তাহাদের অরক্ষিত মস্তককে রক্ষা করে কে? সেই কোটি কোটী নিরুপায় জীব, যাহারা জন্মে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন অন্ধকারে বাস করিতেছে, যাহাদের সংবাদপত্র নাই এসোসিএশন নাই মনের কষ্ট জানাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের হইয়া বলে অথবা ভাবে কে? এই উভয় পক্ষের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কিম্বা আইনের দ্বারা মীমাংসা করিতে গেলে, কেবল উভয় পক্ষের ক্লেশ বৃদ্ধি করা হয়, এই ভয় কারেল সাহেব দেখিয়াই হউক অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু এখন হস্ত গুটাইয়া বসিবার ত সময় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট নিজে জমিদারদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, ইংরাজী আইন রূপ লবণাম্বু আনিয়া যদি পুরাতন হিন্দু গ্রাম্য স্বশাসন প্রণালী নষ্ট না করিতেন, যদি অন্ততঃ মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দু গ্রাম সকলকে হিন্দু প্রণালী অনুসারে সকল কার্য্য করিতে দিতেন তাহা হইলে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার লোক থাকিত। গ্রামের পঞ্চ হইতে যাহা তাহাদের দেয় কর নির্দ্ধারিত হইত এবং বিবাদের মীমাংসা হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে সে সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার ইংরাজী আইন প্রয়োগ করিয়া হিন্দুদিগের চিরন্তন প্রণালী, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর আইন প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? হয় আমাদের প্রথম প্রস্তাবানুসারে প্রজাদিগের সহিত চির স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের স্বত্ব ও অধিকারের সীমা নির্ণয় করিয়া দিন, নতুবা আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে ১০। ১৫ বৎসর অন্তর সকল প্রদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মত খাজনার হার স্থির করিয়া দিন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামি করা হইয়াছে; কিন্তু লাঙ্গল যাহাদিগকে ধরিতে হয় ভূমির উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব না হইলে ভূমির উপর তাহাদের মায়া ও স্নেহ না, জন্মিলে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব

জমিদারদিগকে সৃষ্টি করিবার সময় বোধ হয় লর্ড কর্ণওয়ালিস বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক শ্রেণী ধনী ও ভূস্বামি লোক থাকিলে তাহারা অবশ্যই নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং সময় বিশেষে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক আশঙ্কা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি কালে কখন এই শ্রেণী প্রজাদের সহিত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা ভার হইবে এবং এ আশঙ্কা অমূলকও নহে, কারণ আমরা ত ইতিহাস পাঠে জানিয়াছি ইংলণ্ডের রাজাদিগকে দেশের ধনী ও লর্ডদিগের ভয়ে চিরকাল কিরূপ শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে, বিপদের সময় যেমন এক একবার এই শ্রেণীরা রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি সময়ে সময়ে প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদস্থ করিয়াছেন। অতএব লর্ড কর্ণওয়ালিসের আশা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আশঙ্কা উভয় নিতান্ত অমূলক নহে। পাবনার বিদ্রোহ উপলক্ষে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রজাদিগের দিকে পক্ষপাত দেখাইতেছেন বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে এরূপ অবিবেচনায় কার্য্য করাতে ফল এই হইবে যে অবশেষে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া প্রজাদিগের সহিত মিলিত হইবে এবং দ্বিতীয় লেখকের আশঙ্কা পূর্ণ হইবে; কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবে উঁহাদের বিবেচনায় এ বিবাদে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

আমরা বলিতেছি গবর্ণমেণ্টের কোন শ্রেণীর দিকে পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণ এবং ন্যায় বিচার করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি অবধি এই ৮০ বৎসরে বঙ্গ সমাজ আর এক ভাবে গঠিত হইয়াছে, সকল বিষয়ে এক প্রকার শৃঙ্খলা বাঁধা হইয়াছে, এখন সেই শ্রেণীর উচ্ছেদ করিলে বিষম গোলযোগের সম্ভাবনা। আবার হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া উদাসীন হইলেও প্রজারা বাঁচে না। অতএব এই সময়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃঢ়তার আবশ্যক। কোন শ্রেণীর ক্ষতি করিয়া অপরের লাভ হউক আমাদের ইচ্ছা নহে, কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার হউক, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলেরা রক্ষিত হউক, নিরাশ্রয় অজ্ঞান ও নির্ব্বাক প্রজাদের দুঃখের রাত্রি অবসান হউক, এই আমাদের প্রার্থনা

বিবিধসংবাদ।

৭ই আশ্বিন সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কমীশনের মেম্বর হইবার উদ্যোগ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। মহারাজা সঙ্গে হইয়া তাঁহাকে ও দিয়া-

প্রেম, এক জাহাজ সেতুর ১৩০০ টাকা হইতে ২৩০০ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজা প্রকাশ্য সভায় অনেক প্রধানকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং বিদ্যমতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ক্রসিক সাহেব এই রেশমের কারখানা করণ প্রণালী দেখিয়া [illegible] সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। নীলাম্বর বাবু যেরূপ সুযোগ্য লোক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি কাশ্মীরের বিশেষ উপকার করিবেন।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে জাহাজের মিস্ত্রি 'পরিত্যক্ত জাহাজগুলি ভগ্ন হইলে সর্ব্বসাধারণকে তাহার সংবাদ দিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন:—১ম। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কিম্বা যুদ্ধ বিষয়ে সাহায্য করা। ২য়। পূর্ব্বোক্ত অপরাধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা কিম্বা তদ্বিষয়ে প্রকাশ অথবা মনঃপ্রকাশ দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা। ৩য়। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে অস্ত্র শস্ত্র বারুদ প্রভৃতি কিম্বা তৎসমস্ত সংগ্রহ করা। ৪র্থ। গবর্ণর জেনেরল কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিম্বা কোন মন্ত্রি সভার সভ্যকে পাতিত করা কিম্বা বল প্রকাশ দ্বারা ভীত করিবার চেষ্টা করা। ৫ম। গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের বিরক্ত করিবার চেষ্টা করা। ৬ ষ্ঠ। মহারাণীর কোন বিশ্বস্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিম্বা তাহার সাহায্যের অপকার করা। ৭ম। কোন রাজা বন্দীকে মুক্ত করা কিম্বা মুক্ত করিবার চেষ্টা করা অথবা কোন পলায়িত [illegible] দেওয়া। ৮ম মুন। ৯ম [illegible] ১০ম। মুন [illegible]

সাংঘাতিকরূপ হস্তে ডাকাইতি করা। ১৭শ ডাকাতির জন্য বোম্বাত করা। ১৮শ। ঘরে আগুণ দেওয়া। ১৯শ। কোন জাহাজ অপহরণ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক জাহাজে বাটীতে প্রবেশ করা। ইত্যাদি।

৮ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

হাইকোর্ট সম্প্রতি এক বিষম প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে এই আদেশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালীগণকে বারটোরে এনরলড করিতে হইলে তাহাদিগকে ফ রি এল পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন দুই বৎসর কাল কোন আর্টস কিম্বা উকীলের ক্লার্কের কাজ করিতে হইবে কিম্বা কোন জজের কাছে ৪ বৎসর শিক্ষানবিসরূপ এক্সপ্রেন্টিস করিতে হইবে। তাহার পর এই সকলের সার্টিফিকেট এবং গভর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট দিলে তাহারা হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। একেবারে আডাই উকীল না লইয়া হাইকোর্ট একটু পাকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন সে ভালই।

৯ ই আশ্বিন বুধবার।

আসাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ভূকম্পের উপর একটী টীলা বসান হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষদিগের মস্তিষ্কে এরূপ একটী টাল্‌ন উদয় হয় নাই কেন বলা যায় না।

ডিন্নি মেজেষ্টের কাহলন্স সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, খারীয় সিয়ার আলী পীড়িত অবস্থায় বলিয়াছিলেন "আমি ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্বে বাবহার করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাঁহারা আফগানস্থানে রাজত্বের আশায় এ ইচ্ছা নয়।" কেবল খারীয়ের কেন আফগানস্থানের অনেকের এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজেরা তথায় গমন করেন।

মর্ণিংপোষ্ট বলেন, এসোসিয়েশনীয় সিপাহী ৮ কোম্পানের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পতঙ্গদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থ সভা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

পঞ্জাবের সহিত ইরাবতের বিবাদ [illegible] মীমাংসা হইতেছে। সম্প্রতি লাহোর হইতে প্রায় ৫ শত মোটর বাহিনী যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়াছে এবং আরও [illegible] যাইতেছে।

বাঙ্গাল মেসেঞ্জার বলেন, সম্প্রতি গাজীপুর ষ্টেশনরের টেলিগ্রাফ্‌ ইন্সিপিয়র জি কে উইলিয়ম সাহেব এক নূতন প্রণালীতে টেলিগ্রাম প্রেরণের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এক সময়ে একটী তার দ্বারা উভয় দিকেই সংবাদ প্রেরণ যায়। কিন্তু দিন রহিল আর্লি সাহেব এর পরিশ্রম করিয়াছিলেন এইরূপ উপায়ে টেলি গ্রাফ পাঠান যায়।

১৫ ই বৃহস্পতিবার।

কলটার ষ্টেসোপলের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, পুর্ব্বির স্থলভাগ পাওলোর সাধা উৎ বিষয়ের মালমসলা এই ভিন্ন অনেকই বয়স এক। এই তিন জনই ১৮৩০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

মরহার ওইলুহর বলিয়াছেন অতঃপর রেসিডেন্ট কোর্ট পরামর্শানুসারে তিনি বরদার শাসন কার্য্য করিবেন। তিনি বীয় দ্বারা যত্নে বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা উহার কার্য্য সম্পাদনের আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ফুলটের দুই সিষ্টের জন্য বরদারাজ মুবিরাজকে বরদায় হাইকোর্টের জজ হইবার জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। ফুইলুহার জয়ে সোজা হইয়া বসিতেছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, পৃথিবীতে ১৪০০০০০০০ লোকের বাস আছে, ইহার মধ্যে বর্ষে বর্ষে ৩৩০০০০০ অথবা প্রতিদিন ৯০০০ কিম্বা প্রতি মিনিটে ৬ জনের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা বড় অধিক নয়।

মুর্শিদাবাদে নিম্নলিখিত বিপদটী লিখিত হইয়াছে। এক জন চিকিৎসক একটী রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগীর মৃত্যু হইলে চিকিৎসক বাবাজি তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

।ত্য বিষয়ে সন্দিহান হন, আমি শপথ
রিতে প্রস্তুত আছি। তিনি উত্তর করি
লেন " আপনাকে শপথ করিতে হইবে
ন, আপনি যে চিকিৎসা করিয়াছিলেন
তাহার মৃত্যুই তাহার পরিচয় দিয়া
দতেছে " এই বলিয়া টাকাগুলি ফেলিয়া
দলেন।

১১ ই আশ্বিন শুক্রবার।

প্রেমদূত বলেন ৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন
সন্ন্যাসী এদেশে আসিয়া বলে যে আমেরি
কার এক পর্ব্বতের উপর একটি নারিকেল
বৃক্ষ জন্মিয়াছে, অতএব এদেশে বুদ্ধদেবের
রাজত্ব পুনঃস্থাপিত হইবে। এখন সেই
সন্ন্যাসি প্রায় বাসীদিগের নিকট বলিয়া বেড়া
ইতেছে যে সেই নারিকেল গাছের ফল
হইয়াছে অতএব আর ১৫ বৎসর পরে
ভারতের সিংহাসনে মুসলমান রাজা উপ-
বিষ্ট হইবে দেখিতে পাইবে। এ ব্যক্তি কি
ন বুদ্ধ গয়া বাসিদিগকে ঠকাইতে ছে ?

" বিরারের আওলপুরস্থ কোন সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, গত ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবার
প্রত্যূষে টেলিস্কোপ যোগে পারার মত একটী
আলোকযুক্ত আকাশের পূর্ব্বভাগে হঠাৎ
দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমে শিখা উদ্গীরণ করিতে
করিতে চলিতে থাকে; কিন্তু কোন প্রকার
অনিষ্ট করে নাই। ইহার প্রভাবে
উষার গোধূলি সময় হঠাৎ মধ্যাহ্নের ন্যায়
আলোকময় হইয়া উঠে। আলোক স্তম্ভ এত
বেগে বায়ু মধ্য দিয়া গমন করে যে তাহাতে
বজ্রধ্বনি অপেক্ষা গম্ভীর নাদ শ্রুত হয় এবং
চলিয়া গেলে একটী প্রবল ঝাটিকা উত্থিত
হয়।"

১২ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

আমেরিকার কাণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত
হইতেছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে মন্ত্রণাপরাধে একজন
অন্ধের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের প্রাতঃ ডাইং সংবাদপত্র
আপনাকে বুদ্ধে সংবাদদাতা প্রেরণ করি
তেছে

মেলবর্ণ ইভিনিং লেটার এক খানী স্ত্রীলোক
লিখিয়াছেন, পারলোর নাম্নী যে পর্ব্বত
ইংলণ্ডে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি
৮ হাজার ভিক্টোরিয়া পায়। তিনি ঐ পত্র
গুলি সিন্দুকে করিয়া পারলো পাঠাইয়া
দিয়াছেন। তিনি ঐ পত্রগুলি একটী চিত্র
শালিকায় রাখিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন বোম্বাইয়ে
একটী স্ত্রীলোক তাহার একটী শিশুকে
ভূমিতে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে। উহার
ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এ সংবাদে
আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলিসমান পাঠে জানা গেল যে লণ্ডন
নগরে " ডেলি টেলিগ্রাফ ১৭০০০০
সংখ্যা মুদ্রিত হয় ডেলিগ্রাফ ১৪০০০০
ডেলিস্ক্রিপ্টস ৯০,০০০ ; ইকো ৮০,০০০
টাইমস ৭০,০০০ ; এই সকল সমুদয়
সংবাদ পত্রের সমষ্টি ৩১০০০০ সংখ্যা
হইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন কানেলা প্রদেশে
বৃক্ষের উচ্চতা মাপিবার এক আশ্চর্য্য রীতি
প্রচলিত আছে। বৃক্ষের তল হইতে ঘুরে
যাইতে আরম্ভ কর, যখন যখন এক একবার
উত্তর জানুর মধ্য দিয়া বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া
দেখ, এইরূপে দেখিতে দেখিতে যে স্থানে
গিয়া ঠিক বৃক্ষের অগ্রভাগটী মস্তক দেখা
যাইবে সেই স্থান হইতে বৃক্ষের তল যত
হস্ত বৃক্ষটী উচ্চে তত হস্ত।

পিয়ানিয়রের একজন সংবাদ দাতা
বলেন পারিস নগরের একজন ধনী কিছিৎ
সক একদিন রাত্রি যোগে পথ দিয়া যাইতে
ছিলেন, পথি মধ্যে এক স্থানে একজন দস্যু
তাঁর করিয়া পলাইয়া যাইতে ছিল।
তাঁহার সাহেব সাহসে কোন দীক্ষিত
ব্যক্তি মনে করিয়া নকটস্থ হইলেন, তিনি
নিকটস্থ হইবা মাত্র দস্যু, হঠাৎ উঠিয়া
তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ
করিল। তাহাতে তিনি আপনার পকেট
হইতে ছুরি নিষ্কাশনের জন্য বাহির করিয়া
তাঁর করিয়া ঐ দুর্বৃত্তের মস্তকে দুই চারি
আঘাত করিলেন। সে ব্যক্তি আঘাত পাইয়া
কাতর হইয়া পড়িল এবং পুলিসে লইয়া
যাইবেন বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয়

করে সাহেব পলায়ন করিলেন। তাঁহার
সাহেব দুইটী ছুরি উপরে উঠে না
হয় না। দস্যু কাকুতি করে সাহেব পড়িয়া যান
করিয়া বসিল, তখন সাহেব অস্ত্র করিয়া
অস্ত্র সংবরণ করেন ও দুইটী হস্ত তুলিয়া সেই
লেন। দস্যু হস্ত দিয়া ঝুলিবের ন্যায় হইতে
না চলে।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন সোয়াই প্রেসি
ডেন্সিতে বড়ে চমৎকার ঘটনা হইয়াছে
কার একটী অযুত্র য জন ব্রাহ্মণকে তাঁহার
পৌরহিত্য কর্ম করিতে বলে তখন স্বীকার
পান। তাহাতে তথাকার সকল নাপিতে
ঐক্য হইয়া তার অযুত্র জন ব্রাহ্মণের
কে ক কর্ম করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।
সেখানকার ধোপারা নিশ্চেষ্ট হইয়াছে
কেন না সকল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ছিল।
নাপিতের ন্যায় ধোপা নাপিতের ক্ষৌরকার্য্য
করিবেন না, এখন তার সে দিন নাই,
ধোপা নাপিতের কর্ম না করিলে চলিবে
না।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পল্লাবোটা
নামক স্থানে একজন গাড়োয়ান গাড়ি
হাঁকাইবার সময় একটা কুকুরকে চাকে
মারিয়া গাড়ির সম্মুখস্থিত পথ হইতে সরা
ইয়া দিয়াছিল। ঐ কুকুরটী সেখানকার
ডাক্তার সাহেবের। সাহেব [illegible] হইতে
ঘোষণা করিয়া গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনিতে
স্থানকে প্রহার করিতে করিতে পাড়ি হইতে
পথে ফেলিয়া দেয়। অনন্তর তথাকার মাজি
ষ্ট্রেট সাহেবকে এই ঘটনা লিখিয়া পাঠান।
মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পেয়াদা পাঠাইয়া
গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনিয়া যখন এবং এক
দিন ফেলে রাখিয়া, তাহাকে ডাক্তার সাহে
বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ
দেন। তৎপর দিন ঐ গাড়োয়ান [illegible] ক
একজন উকিল মাজিষ্ট্রেটের [illegible] উপস্থিত হইয়া তাহার [illegible] দে
হইয়াছিল, এই বিচারে [illegible]
দেয় গোরু সকল যে যথা [illegible]
সম্পাদন করিলে। গাড়ো [illegible]
সাহেবের নামে নালিশ করিয়া [illegible]

গাহেম কর্ত্তৃক পাঠে হাতের মাথেও মাথিম কষ্ট হইয়াছে। দুঃখের সেই মাজিষ্ট্রেটের ডাকে। এই ডাক্তার ও মাজিষ্ট্রেটের মত অনেক সাহেব ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

১১ এ আশ্বিন বুধবার।

" পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ডগলাসের আপনার স্ত্রীর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ঔষধ ইত্যাদি ডাক যোগে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠকে ডাক যোগে যে পত্র লেখেন তাহা সাহসাৎ করেন। এরূপ শিরোনামে যে পত্র পাঠান হয় তাহা পাঠকে ডাক যোগে যে পত্র লেখেন তাহা সাহসাৎ করেন। এরূপ শিরোনামে যে পত্র পাঠান হয় তাহা কখন কখন ঠিক এই প্রকার ঘটিতে পারে না। ডগলাস সাহেব তাঁহার সহিত কহিবার নিমিত্ত ইংরাজি পত্র লিখিতে কয়েক দিন ব্যস্ত থাকেন। এক্ষণে শুনিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডগলাস সাহেবকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। ডগলাস সাহেবের জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ান হইলে সাত ছেলের মা পরিণত বয়স্ক পুত্রবাঞ্ছিনী হইত না, তিনি ও কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইতেন না।

৭ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার কতকগুলি ধনিরা মদ্যপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার মৃত ওটকুমারের গর্ভবতী স্ত্রী এতদিন একটী নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে ছিলেন সম্প্রতি তিনি প্রসব হইবার জন্য [illegible] আসিয়াছেন। তিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। ওটকুমারের বিষয় বেদখল হইয়াছে।

ডিয়ার সাহেব বলেন, সম্প্রতি সাউথ গবর্ণর ৭০ টী গোরা সহিত একখানি জাহাজ [illegible] আসিবার পত্র লেখেন। মুলতান এই সকল গোরা ও জাহাজস্থ অন্যান্য লোক ইংলণ্ডে পাঠাইয়া উক্ত জাহাজখানি নষ্ট করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ডগলাস সাহেবের সহিত এ বিষয়ে যে সংস্রব ছিল, তাহাতে এই কার্য্যটী অন্যায় হইয়াছে।

১৮ ই আশ্বিন শুক্রবার।

[illegible] সাহেবের জাহাজ আসিবার কথা রহিত হইয়া গিয়াছে। টেণ্ড যাইবার সময় যেরূপ শব্দ হয় ডুবিবার সময় সেই রূপ শব্দ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান জজ ষ্টার পদে সর ওয়ালটর মর্গান পুবরার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ডিস্রেলি সাহেব কোলার প্রবেশে করিলা এবং স্বর্ণ খনি আবিষ্কারার্থ কমতা প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। তিনি গোপনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পরিশ্রম করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।

১৯ এ আশ্বিন শনিবার।

ইণ্ডিয়ান পলিটিক ওপিনিয়ন বলেন ডিরাজার সাহা পুবরায় বাঙ্গলায় ২ সহস্র পদাতিক সৈন্য নব গমন করেন। তথায় তাঁর যোদ্ধবেগের সহিত যুদ্ধ হইয়া ঔষধ পক্ষেই সৈন্যক্ষয় হয় কিন্তু কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে পারে নাই। রাজের মত ছয় আলম খাঁ। তাঁর যোগের সাহায্য র্থ তিন সহস্র পদাতিক ও। সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছেন।

ইয়ার খাঁর রাজধুত মুরীতে আসিবার এবং তথা হইতে যাইবার সময় ১৫ টী সেলামি তোপ পাইয়াছেন।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি রাজস্ব বিভাগের জন ইউরোপীয় শিক্ষানবিসকে এদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহারা কলিকাতার রাজস্ববিভাগে প্রত্যেকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া ভাল ভাল কর্ম্ম কাজগুলি এক রেটিয়া করিয়া লইয়া সহস্র গালি খোড়া চড়িয়া বেড়ান আর এদেশীয়েরা চব্বিশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কোন রূপে দিন যাপন করেন ষ্টেটসেক্রেটারির [illegible] ইহাই অভিপ্রেত?

প্রেসিডেন্সি বর্ণন সাহেব এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা পুরস্কার এবং [illegible] করিতেছেন, এমন [illegible]

প্রতীহারদিগের সহিত তাঁহাদিগের এক্ষণে সদ্ভাব সংস্থাপনেই চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দিস্থানীয় ইংরাজ প্রজাদিগের সাহস বৃদ্ধি করিবার জন্য বক্তৃতা দিতে অযোধ্যাতে গিয়াছেন। অন্যান্য অধীনস্থ চাকরেরাও এই রূপ করিতেছেন।

কলিকাতার অনেক পাষণ্ড পূজার ৩ দিবস রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত মদ পাওয়া যাইবে জমিদারেরা এই রূপ বলিয়াছিলেন, তথা যেন একদিনও রাত্রিকালে মদ পাওয়া যায় নাই। জমিদারেরা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন না কি?

মেসিনিটিসে লিখিত হইয়াছে এবার অষ্টমী পূজার দিবসে কালীঘাটে স্ত্রীপুরুষ বালকে প্রায় দশ সহস্র যাত্রী হইয়াছিল, প্রায় দুই সহস্র ছাগ বলি হয়।

২২ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

ওয়েষ্টবর্ণ হইতে লেখোয়াড় পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব হয়, সেটী কেবল প্রস্তাব মাত্র নয়। কে মু ষ্টেম্ স্থান দিয়া রাস্তা করিলে সুবিধা হয় তাহার অনুসন্ধানার্থ লেসেপের পুত্র পেড্রোসাহেব আসিতেছেন। এই নিমিত্ত সেই সিভিলবর্গ হইতেও একজন কমীষ্ট ইঞ্জিনিয়র শীঘ্র যাত্রা করিবেন। কাসীয়া এ বিষয়ে লেসেপের সাহায্য করিবেক স্বীকার করিয়াছেন। লেসেপ যেরূপ অধ্যবসায়শীল, লোক তাহাতে বোধ হয় তিনি এই প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না।

১০ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লার্ড মেয়োর কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। ১ লা ডিসেম্বর সিসেসান জজ ও লেক্রেটারিও আসিবেন কলিকাতায় আসিবে।

২৩ এ আশ্বিন বুধবার।

পিয়রিসন বলেন, ঝিকাঝিরায় মুর্ত্তিকের উপদ্রব হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি [illegible] পুরা উপলক্ষে এক [illegible] পাঠা [illegible] করিতেছে, এমন [illegible]

গায়ে মশাল ভাঙ্গিয়া পড়াতে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে ঐ হতভাগার মৃত্যু হইয়াছে। মানুষ হইয়া মানুষের এমত বিপদ এই।

১৮৭২ অব্দে ইংলণ্ড হইতে ৪৪২৪৮০ টাকা মূল্যের পুস্তক ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, বিএনার প্রদর্শনে এক আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র হস্তাক্ষর প্রদর্শিত হইতেছে। এই অক্ষরে হোমরের সমুদায় ইলিয়ডাদি এরূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে লিখিত হইয়াছে যে উহা অনায়াসে একটী দীয়াশলাইয়ের খোলের মধ্যে রাখা যায়।

৬ ই অক্টোবর লার্ড মর্লি ব্রুকের মধ্যে প্রবেশ হইতে সিমলার প্রত্যাগমনের কথা আছে।

লক্ষ্ণৌএ ব্যবসার শিক্ষার্থে একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইর ধাঁজিসা নাউরোজী পারাথ ধর্ম্মক একজন পারসী সওদের ইউনিবার্সিটি কালেজ আর একটী স্বর্ণমেডাল পাইয়াছেন।

কলীয়ার সম্রাট মন্ত্রীক ক্রিমিয়ায় আসিতেছেন, তাহারা ওডেসায় উপনীত হইয়াছেন। এডেনবরায় ডিউক শীঘ্র তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

দিল্লীর হাকিম আজমা খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে বলেন, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ইনিই প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা।

২৪ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

তত্ত্বসংস্কারক লিখিয়াছেন, "২৪ পরগণার অন্তর্গত মিউনিসিপালিটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। দিনকত হইল হইতে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী পরিষ্কার করা এবং রাস্তা, ঘাঁহার মুমূর্ষাবস্থা হইয়াছিল তাহাতে কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির প্রতিপালন হয়। কিন্তু এক্ষণে ইহার অধীনস্থ মজিলপুর অন্তর্গত প্রভৃতি গ্রাম সকল পূর্ব্বাপেক্ষা জঙ্গল পূর্ণ হইয়াছে, পুষ্করিণী সকল পঙ্কে ভরিয়া গিয়াছে এবং রাস্তা সকল অতি অবমানা হইয়া আছে। তদ্ভিন্ন পাই এই মিউনিসিপালিটিতে প্রবৃত্ত আয় হয় এবং বর্ষে বর্ষে ইহার টাকা অনেক জমিতেছে। তবে তত্রত্য বসবাসীদিগের এ দুরবস্থা কেন? সকল স্থানের মিউনিসিপালিটীর অবস্থাই কি এক রূপ?

পূর্ব্বিয়ার আবদুল কাদেরকে অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দোষ করিয়া তদ্বিষয় তদ্রূপ অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাটনা এবং মেদিনীপুরের আদালতসমূহে হিন্দুস্থানীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার প্রচলিত হওয়াতে তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া কাউন্সেল সাহেবের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

পিরুমিয়র কচ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন বৃষ্টির অভাবে তথায় শস্যাদির বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। ২৪ পরগণা ও নদীয়া প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, এবার ধান্য উত্তম জন্মিয়াছিল, বৃষ্টির অভাবে সমুদায় শুকাইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধেক ধান্য পাওয়া যায়। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, অনেকে এ আশঙ্কাও করিতেছেন।

অযোধ্যার একদল বলদিয়া সেনা করিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে কেবল অযোধ্যাবাসিগণ থাকিবেন।

ইতিপূর্ব্বে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কলিকাতায় দুর্গাপ্রতিমা কতক কম হইয়াছে।

সেদিন কমলপুটি নদীর সেতু খোলা হইয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ বৃহৎ সেতু এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০০ ফীট পরিসর ৭৯ ফীট। ৮০ ফীট অন্তর এক একটী করিয়া ১৩ টী খিলান আছে, উহার উচ্চতা ৮০ ফীট এই সেতু নির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২৫ এ আশ্বিন শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম শিবপুর [illegible] বাবু আনন্দ রাম বসুয়ার আত্মা বলি দাতা [illegible] বসুয়া ফুলশিল সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশার্থ পরীক্ষায় ৮৩ নং ৮৬ স্থানে।

ডারজিলিঙ্গ 'টাইম্‌স' বলেন, তত্রত্য পর্ব্বতসকলের নিম্ন দেশে বহু পরিমাণে ভাল ভাল স্লেট প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১ লা অক্টোবর হইতে আউড এক্সেলসিয়র নামক পত্র খানি প্রাত্যহিক হইয়াছে, এবং উহার মূল্য এক আনা করিয়া করা হইয়াছে। অল্প মূল্যের প্রাত্যহিক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রার্থনীয়।

গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই হইতে ১৩৮ ১১২৩ টাকা মূল্যের ৫১২৮৮০৪ পাউণ্ড তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, দাদাভাই নাউরোজী নাম সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিয়াছেন, বরদার গাইকুয়ার তাঁহাকে দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। গাইকুয়ের যদি এ বুদ্ধি হইয়া থাকে আহ্লাদের বিষয়।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে করিবার উদ্যোগ হইতেছে। পূর্ব্বে যে ভাবের উপরে রেল বসাইয়া ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হয় সেই রূপ হইবে না কি?

অদ্য হুগলীতে তারকেশ্বরের মহান্তের পুনর্ব্বার বিচার হইবে।

১১ এ আশ্বিন সোমবার।

ইতিহাস বিদ্যার দুই মহাত্মা অর্থাৎ [illegible] দিগের ইতিহাসের এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ [illegible] যার স্বর্গের জন্য ২০ হাজার টাকা, পাণ্ডিগের প্রতি আজ্ঞার নিমিত্তিনী সংখ্যা [illegible] হাজার, ইহার [illegible] সংখ্যা [illegible] হাজার, প্রেতিনিধি বিদ্যাসাগর [illegible] কোন বিষয়ের [illegible] হুগলীর প্রধান [illegible]

ঐ বিষয় [illegible] কোন ব্রাহ্মণ [illegible] কুলীন ছিলেন [illegible] উৎসবমত সকল [illegible] যদি কোন [illegible]

তাঁহার সাহায্যার্থে তিনি জন মেজর্সি সাহেবকে তাঁহার কাপি ব্লাইটগুলি দিয়াছেন। ঐ ব্লাইট দিয়া ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যিনি স্ত্রীলোকদিগের এই পরম বন্ধু ছিলেন তাঁহার কৃত উইল তাঁহার অনুরূপ পরিপক্ক।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ডকে মোটে ৫ লক্ষ আফ্রিকা অধিকার করিতে হয় নাই, কিন্তু এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আফ্রিকার আশান্তি ও কাফ্রি সংক্রান্ত আরও অনেক কথা আছে। কাফ্রি জাতি ইংরাজদিগের বন্ধুগত। আশান্টিরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করাতে ইংরাজ বিবাদ করে, কাফ্রিরা পরে যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ দিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, ইংলণ্ড আশান্টিদিগকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছেন। ইংলণ্ড যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার কথা মনে হইয়া আমরা ভীত হইতেছি।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

রাজপথ ও সাধারণ বিদ্যালয়।

১৮৭৩ সাল। তাহাদের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ৮ পুলিস কমিশনর মেজর ডব্লিউ এচ, সেমান সাহেব পরলোক গমন করিলেন।

মেজর ই এচ ডব্লিউ সাহেব কিছু দিনের জন্য কলিকাতা পুলিস কমিশনরের প্রতিনিধি হইলেন।

যে পর্য্যন্ত সেই পদের স্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত ইনি সেই কার্য্য করিবেন।

এচ এম, ডিমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এম জেমস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডব্লিউ, ডি এচ সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এ, এচ, কেমস সাহেব পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সেণ্টলেজর ডবলিউ এচ, ইহাঁর সাহেব প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন আর এম, ফিনার সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

যে কয়জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

সি এস এম মেকলিয়ড সাহেব সি ই ফিলিস সাহেবের অসুস্থ হওয়া কাল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ডব্লিউ সি বার্টলেমন প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসি ষ্টাণ্ট মার্জ্জিষ্ট্রেট বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্রকে ডেপুটি কমিশনর ডব্লিউ এচ, সেমান সাহেব পরলোক গমন করাতে তাঁহার প্রতিনিধি পদে বরণ করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট মার্জ্জিষ্ট্রেট বাবু যাদব লাল (ইনি এক্ষণে মেডিকেল স্কুলের ইনস্পাক্টর পদে কার্য্য করিতেছেন) উত্তরপাড়ার এসিষ্টেণ্ট ডিস্পেন্সারির ভারে থাকিবেন।

সি, বার্টলে
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রাক্তনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। ডিসপেচ্‌ নামক সংবাদের এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহে যে সমস্ত সত্য সংবাদের প্রকাশ করিয়াছেন।

পারিস ৭ই অক্টোবর। অদ্য কি প্রকার একটী বক্তৃতা করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা এখন স্থির করা সহজ বিষয় নয়।

লণ্ডন ৮ই অক্টোবর। সেনাদলে পদোন্নতি প্রথা উঠিয়া যাওয়া ও আফিসারদিগের অনুকূলে যে পেন্সন প্রদত্ত হয় কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ

লাভ করিবে সেজন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত লিভারপুল সুয়ানে কথোপকথন হইয়াছে।

ফ্রান্সের ক্যাবিনেট আজ বিসমার্কের প্রস্তাবিত প্রস্তাবের আলোচনা করিয়াছে।

ভেনসিলিকাস ইলেকটরেল ডিপার্টমেণ্ট হইতে কাসিমীর অপেক্ষা হইতে প্রস্তুত করিয়াছে।

লণ্ডন ৯ই অক্টোবর। ইটালি এক পত্র দ্বারা রাজতন্ত্রের প্রাধান্য করিয়া সাধারণ তন্ত্রের প্রতি তাহার অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার কংগ্রেসদিগের সভাটি সকল সাধারণ সংবাদকে পরাভব করিতেছে।

টিকাগোর কাজ সকল পুনরায় উদ্যম হইয়াছে, তাহা সিকে আনন্দ করিয়াছে।

লণ্ডন ৭ই অক্টোবর। ডিউক অব্‌ এডিনবরা বেলুন বিহারোপলক্ষে ইউরোপীয় মহাসাগরের উপর দিয়া ইউরোপে যাত্রা করিয়াছে।

পেস হইতে রওয়ানা আলিয়ান্সের মাইটের সৈন্যগণ আলজিরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ই অক্টোবর। মহাসাগর পরাইজ বেলুন দ্বারা ইউরোপে যাত্রা করিবার যে চেষ্টা করেন মহাসাগরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কয়েকদিবস ঐ বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পতিত হন কিন্তু কাহার ও জীবন নষ্ট হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টবিজ্ঞাপন।

"প্রমিত যাবৎ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণের সংখ্যা হয়" ইত্যাদি পাঠ। এই আদেশের যেরূপ তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য তাহাতে বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় কথায় ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। তাহাদিগের পরীক্ষা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার উপায় করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের পরীক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার প্রধান উপায় পরীক্ষকদিগের নিরপেক্ষতা। পরীক্ষকেরা যাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া পরীক্ষা করেন তাহার উপায় করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরীক্ষকেরা যাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া পরীক্ষা করেন তাহার উপায় করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরীক্ষকেরা যাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া পরীক্ষা করেন তাহার উপায় করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোডরঙ্গ বংশী কতিপয় ভদ্র লোক। আপনাদের পত্রীর ভাষা ও রীতি দুর্ব্বোধ হওয়াতে আমরা তত সময় দিতে পারিলাম না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নীলকর—ইতস্য

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(গত প্রকাশিতের পর)

এইরূপে যে কোন উপায়ে নীলকর প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া ভূমিতে লইয়া যায় এবং যথেচ্ছ খাটা লিখাইয়া লয়, তাহাকে দাস খত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা আফ্রিকার দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, কিন্তু স্বীয় শাসনাধীন ভারতবর্ষে যে নীলকর সম্প্রদায় দাস ব্যবসায় করিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। খাটা কিরূপ ও তাহাতে প্রজাদিগের উপর কতদূর অত্যাচার হইয়া থাকে তাহাই এস্থলে বলিতে হইতেছে।

নীলদাদনের মোয়ালী খাটার মর্ম্ম এই।

"আমার আবাদী জমির মধ্যে আপনার ইচ্ছামত জমি দিব, আপনার ইচ্ছামত সময়ে, আপনার ইচ্ছামত চাষ করিব, প্রথম বৃষ্টি হইলেই বীজ বুনিয়া দিব আপনার ইচ্ছামত নিড়ানি আদি কারকিত্ত করিব।

এই খাটা গৃহীত হইলে ২ টাকা দাদন স্বরূপ প্রদত্ত হয়, কিন্তু ঐ টাকা লইয়া বাহিরে আসিতে না আসিতে মাহেষের মজুর ১ টাকা এবং দেওয়ান ও আমীনের আর টাকা দিয়া প্রজা হিন্দু হতে দাস খত লিখিয়া বাটী আইসে। দাসখতে ক্রীত দাসেরা খোরাকী পাইয়া থাকে এবং এক জনের নিমিত্ত বিক্রেতা কিছু টাকাও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহারা আপনি খাইয়া পরিয়া পরের দাসত্ব করে, ইহা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত বিবেচনা করিলে অজ্ঞান হইতে হয়।

নীলের জমী চাস করিবার সময় আসিলে প্রজারা নীলের জমী ও ধান্যের জমী করিয়া রাখিয়াছে। নীলকর কর্ম্মচারী তাঁহার ইচ্ছামত জমী গ্রহণ করিলেন, সুতরাং তাঁহার শুভাগমন হইল। কোন এক স্থলে প্রজা ৫ বিঘা জমী ধান্যের নিমিত্ত রাখিয়াছে তাহাতেই কর্ম্মচারীর দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহারই মধ্য দেশে প্রজার ধানের এক বিঘা জমী চিহ্নিত করিতে উদ্যত। যদ্যা দেশে নীল জন্মিলে অনেক কারণে পশ্চাদ্দেশে ধান্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। প্রজা তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব ধান্যের জমী যাহাতে চিহ্নিত না হয় সেই জন্য কর্ম্মচারি মহাশয়কে উৎকোচ প্রদান করিল, তখন তিনি অন্য জমীতে চিহ্ন করিলেন এবং একবিঘা স্থানে দেড় বিঘা বসিলেন। হতভাগা প্রজার উৎকোচ দান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কর্ম্মচারী মহাশয়ের লাভের সময় উপস্থিত কোন মতে টাকা পাইলেই যথার্থ বিচার করিলেন, সুতরাং প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইতে শঙ্কিত হইবেন কেন? এই সময়ে কর্ম্মচারী মহাশয়ের একটী কথা আমার স্মরণ পথে পতিত হইল। যখন কোন রাইয়ত নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতেছে মেহেরবানী মহাশয় আমি আট আনার অধিক দিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন (৮/১৯৫) পনের আনা উনিশ গণ্ডা হইলেও হইবে না। এক টী টাকা আন তবে হইবে নতুবা যা করিবার তা করিব। এই সময়ে প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

যাহা হউক, প্রথম জল হইল নীল বুনিবার তারি গোলমাল পড়িয়া গেল। প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই সময়েই ধান বুনিবার উপযুক্ত সময়। প্রজারা এই সময়েই নীলের দাদন গ্রহণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং একবার যে ঐ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে সে আর সাধ্যমতে পুনর্গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না।

প্রজারা মহাজনের নিকট হইতে [illegible] জমীর ধান্য ও টাকা বৎসর বৎসর [illegible] করিয়া থাকে, এবং ধান্য জন্মিলে [illegible] উক্ত মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। যদি পরিশোধ না করিলে, অথবা পরিশোধ হইবে এরূপ আশা না থাকিলে, মহাজন মহাশয় কখনই প্রজাগণকে পুনরায় ঋণ দান করিতে সম্মত হন না, সুতরাং প্রজাদিগকে অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় ধান্যের প্রতি প্রজাদিগের কীদৃশ যত্ন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই ধান্য বুনিবার এক মাত্র সময়, সুতরাং প্রজাদিগকে ধান্য বুনিতে যত্নবান হইতে হয়, কিন্তু কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহা বলকে পীড়ন করে এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া তাহাদিগকে নীলের জমীতে লইয়া যায়। পরে তাহাদিগের ধানের জমী মোনা হইয়া গেলে নীলকরের নিজাবাদের (১) জমী চুমাদি আরম্ভ হয় এবং যত দিন সম্পন্ন হইয়া না যায় ততদিন প্রজাদিগকে তাহাতেই থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় তাহাদের লাঙ্গল আদি কাড়িয়া রাখে, নিজাবাদের জমীতে কাজে কাজেই গমন করিতে হয়। এই সময়ে নিতান্ত পক্ষে কর্ম্মচারী মহাশয়গণকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান না করিলে উপায় নাই। তাঁহারা অনাবশ্যক হইলেও তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিয়া রাখেন। এস্থলে থাকার কয়া কর্ত্তব্য যে ঐ সকল নিজাবাদের জমীতে কার্য্য করিতে হইলে প্রজাগণ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। এই প্রাপ্য নিরূপিত ধান্যের অর্দ্ধেকেরও ন্যূন হইবে। কিছু প্রাপ্ত হউক বা না হউক জীবনোপায় ধান্যের চারা হইতে আরম্ভ করিয়া ধান্য [illegible] সম্পন্ন হইয়া, যত দিন নীলকর কর্ম্মচারীগণ প্রজাদিগকে [illegible] নীলের জমি [illegible] করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমশঃ [illegible] হইয়া উঠিলে নিশ্চিন্ত [illegible] এক একটী উৎকোচ আছে

[illegible] মাসের [illegible] করিয়া [illegible]

(আহারীয় ধানের একবিঘা প্রতি ৬ মণ হিসাবে প্রজাদিগকে যেরূপ দিতে হয় এই অতিরিক্ত আর বিশকে বাড়ী কহে) পরিশোধিত না হইলে অথবা কড়ক পরিমাণে শোধ না হইলে পূজার তাহারা আহারীয় ধান্য প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু নীল হইতে তাহার যেরূপ লাভের সম্ভাবনা তাহা প্রদর্শিত হইল। (ক) কাশের এক বিঘা জমী (খ) নীলের জমী সাহেবের কাশের এক বিঘা কিন্তু (ক) র যেরূপ তাহার কারণ লাহে যেরূপ হলী। সুতরাং ঐ আর বিঘার যে ধান্য হইত তাহাও প্রজার লোকসান, পরে (ক) ও (খ) তে ধান্য ও নীল বপন করা হইলে কোন জমীতে কতলাভ বা লোকসান হয় তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি বিঘায় ধান্যের চাসে ৫৸৶ লাভ হয়, কিন্তু নীলের জমী আবাদ করিয়া প্রতিবিঘায় ১১ টাকা লোকসান দিতে হয়। এই টাকা মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া খাকে সুতরাং এই (খ) র বিঘিত যেরা টাকা পরিশোধ করিতে তাহাদের (ক) র লাভ বৃথা ব্যয়িত হয় অথচ সাহেব বাহাদুর ৩০ বাণ্ডিল নীল ২৪০ টাকা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই নীলকরের অভিলাষ। আমরা একজন বাঙ্গালি নীলকরকে দেখিয়াছি তিনি প্রতি বাণ্ডিল ৬০ হাতে প্রস্তুত করেন এবং প্রতি বিঘায় যথার্থ খাটি করিয়া ৩০ বাণ্ডিল করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং করিতে হইলে নীলকর যে জমীতে ২৪০ টাকা প্রদান করিলেন উক্ত বাদ তাহাতে ২১০ টাকা প্রদান করেন সুতরাং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে নীলকর ঐ নীল বিঘা সুদ্ধা প্রজাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। বিনা খরচে জমা চর্ষিলে অথচ বিলক্ষণ লাভ হইবে ইহাতে কাহার অভিলাষ না হয়? এই লাভের প্রত্যাশায় তাঁহারা প্রজাগণকে প্রলোভনে [illegible] প্রথমে এক বার ও পরিশেষে [illegible] যাহা হউক, এইরূপ প্রলোভনে [illegible] ও বাধ্যতাপূর্বক আবাদ নীল করিয়া

তাহা চুকান করিলে এই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে কেহ কেহ অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কি নীলকর সম্প্রদায়ের উচ্চ কর্মচারিগণের [illegible] হইবে, [illegible] সত্য তাহা [illegible] আটা প্রভৃতির [illegible] মহাশয়েরা মিডামি আবশ্যক করেন এবং কেহ কখন মিড়াইয়া দেয়ও না) আপনার ইচ্ছামত মিড়ামি করিয়া লিখিয়া লইবার তাৎপর্য কি? এই কথা লিখিয়া লইবার তাৎপর্য যে নিম্ন কর্মচারীগণ যাহাতে অত্যাচার করিতে পারে তাহারই উপায় স্বরূপ মিডামি ফরপতি রাখা হয়, সুতরাং ইহা যে ঐ দলের অভিমত তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ করিতে পারে না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অত্যাচার করিবার পথ না থাকিলে এত [illegible] অত্যাচার করিতে না পারিলে ইচ্ছামত লাভ করিবার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হয়। সুতরাং নীলকর এক প্রকার অত্যাচার [illegible] এরূপ সন্দেহ অনেকের অন্তরে জাগরূক আছে। [illegible] আমিন নীল সুবিধায়, তাহা লাভ পাইব আমি [illegible] করিব এই কথা লিখিয়া লইবার তাৎপর্য কি? [illegible] কর্তৃক গমন করে অমনি নীলকরের [illegible] আগাইয়া সেই গরু [illegible] লইয়া গিয়া [illegible] করিয়া লইল। অথচ [illegible] নীল [illegible] মাস থাকে তাহাই তখন [illegible] নীলের [illegible] গরু গমন করিতে থাকে। কিন্তু [illegible] হুকুম দিবে তখন আর নীলের [illegible] দিতে কোন ক্রটি বা [illegible]

[illegible] নীলকর্তনের হুকুম দাহির হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে নীল দুই প্রকার [illegible] অর্থাৎ ধানের নীল এবং নিজাবাদের নীল। এই সময়ে সকল প্রজার লোকেরই বিঘা [illegible] [illegible] নিজ ধানের নীল। আছে তাহারা [illegible] ধান [illegible] কাটিবার সময় উপস্থিত তথাপিও কোন প্রকারে তাহারা ধানের নীল কাটিয়া দিল ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে নীলকরের কি? তাঁহার নিজাবাদের নীল কাটিতে হইবে। এই নীল কর্ত্তনের কারণ স্বরূপ প্রতি বাড়ী ২।১ টাকা দিয়া যেন তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। এক্ষণে কিরূপে ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া আপনাকে নীলকর্ত্তন দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতে থাকিল। হতভাগা প্রজার ধান্য পাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা যতেই নিজাবাদের নীল কাটিতে সময় ব্যয় করিতে পারে না। যা'কায় ধান্য মাটে সেও তদ্রূপ অল্প কালে নিজাবাদের জমীতে গমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ এই যে এই সময়ে তাহাদের সাধারণ যেরূপ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং কিছু প্রাপ্ত হইবে ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবে এই আশায় ব্যাকুল থাকে। কিন্তু দুর্জ্জন প্রজাগণের উৎকোচই এক মাত্র সহায় সুতরাং ১ টাকার আর এক টী কা উৎকোচ প্রদান করিয়া ঐ টাকা ফিরিয়া দিয়া থাকিল। ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনেকেরই ঐ কারণে টাকা নষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। কথা কহিলে যে এই স্বীকারি টাকার নিমিত্ত সকলেরই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় এবং কি গাড়োয়ান কি মোকা ওয়ালা প্রভৃতি সকলকেই কিছু কিছু লোভ দিতে হয়, না দিয়া কি করিবে। গত ১৪ এ পৌষ তারিখের অমৃতবাজার প্রভাকর সভায় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল যে নীল বপনের সময় সাহেব আসিতে ৪ মাস থাকা উচিত ছিল কিন্তু ২ টাকা ভাড়া স্বরূপ দিয়াছেন বলিয়া, কিন্তু এক্ষণ সময়ে আমরা প্রতি দিনে ১ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই কথা একজন গাড়োয়ান। এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকোচের টাকা সমুদায় দরিদ্র প্রজাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া লইতে হয়। পর বৎসরে ঐ টাকা, উহার নিরূপিত সুদ আনারীর দাদন (যাহা মহাজনের নিকট হইতে লইয়াছিল) এবং তাহার বাড়ী [illegible] ও দালালিগণ আবার নীল করিয়াছে

কে সম্মত হইবে ? সম্মত না হইয়াই বা তাহাদের উপায় কি ? কেহ কেহ অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহারা কোর্টে নালিশ করে না কেন ? এ কথার উত্তর নিম্নলিখিত বিবরণে প্রকাশ পাইবে। জয়রামপুরের প্রজার সভার বিগত ২৪ এ পৌষ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে শাদম পুর নিবাসী লালবাবু বিশ্বাস কোন নীলকরের অত্যাচার প্রকাশ্যরূপে বর্ণনা করেন। পরে ১৪ ই ফেব্রু তারিখের সাধারণ অধিবেশনে বোয়ালিয়াবী নিবাসী কেশব বিশ্বাস ও গোবিন্দপুর নিবাসী বৃদ্ধ বিশ্বাস সাতিশয় ভীত হইয়া বলিতে লাগিল

নীলকরের কোন অত্যাচার আমরা কোন স্থানে প্রকাশ্যরূপে বলা দূরে থাকুক ওই স্থানে থাকিয়া অত্যাচারে গোলার মাত্র বলিলেও প্রাণ সশঙ্কিত হইয়া উঠে, নীলকর কর্ম্মচারী আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, মার পিঠ করে, তখন তখন গুদামেও পুরিয়া রাখে। মহাশয় ! গত সভায় যে লাল মোহন বিশ্বাস প্রভৃতি নীলকরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছিলেন, নীলকর সাহেব শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, জরিমানা করে এবং কিছু দিনের নিমিত্ত গুদামে পুরিয়া রাখে, আমরা এই কথা বলিলাম কিন্তু পরে আমাদের অদৃষ্টে কি হইবে কি জানি।" বাস্তবিক তাহাদের যে কি দশা হইয়াছে অদ্যাপিও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। "কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য !! নিরুপায় প্রজাগণ এতদূর অত্যাচারে অগত্যা নীল করিতে ও বশম্বদ হইয়া থাকিবে, না করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইল। যাহা হউক, অকপটে কথা করিতে অক্ষম হইবার আর একটী কারণ আছে। বিবেচনা করুন প্রজার উপর নীলকর একটী অত্যাচার করিলে সে তাহা কোর্টে জানাইল। বিচার হইতে বা হইতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] কয়েদীর এক [illegible] প্রকারের অত্যাচার করা [illegible] প্রথম [illegible] যে [illegible] সহিত [illegible] ঘর [illegible] উঠে। কাযতঃ তাহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে সিংহের সহিত শৃগালের যুদ্ধ করা কখন উচিত নহে।

—•—

জাহানাবাদ কেলনের এলাকাভুক্ত দুরঘুট পরগণায় সাঁওতা নামক একটী তালুক মাটী আছে। তথায় অতি অল্প পরিমাণ লোক বাস করে। উক্ত তালুক জমাইয়ের শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নিকট হইতে কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজ মণি দেবী গত বৎসর দরপত্তনি গ্রহণ করেন। দখল করিবার সময়ে উক্ত জমাদার সহ ডিহিজনের নিকটস্থ কয়েক জন জমিদার উক্ত সাঁওতা গ্রামের কয়েক ঘর প্রজাকে পরামর্শ দিয়া, রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে না দিয়া দরপত্তনি দারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সুতরাং দরপত্তনি দার ঐ সকল খাদি বিগত ২০ এ শ্রাবণ তারিখে এতলা দিতে বাধ্য হন। তাহাতে ঐ সকল পত্তনিদারের ধর্ম্ম হইয়া যায়। গত ভাদ্র মাসে ঐ স্থানের নিকট বাসী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সেন নামক এক ব্যক্তি পুনরায় দরপত্তনী গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সেন রীতিমত দখল দখল করিবার চেষ্টা করায় উপরি উক্ত বিবাদী জমীদারগণ তৎপ্রদেশস্থ সমুদায় প্রজাকে হস্তগত করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান তালুকদার যে কি পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সাঁওতার নিকটস্থ উক্ত কয়েকটী জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য : দৃঢ় আশা করিতেছি এই কথা শ্রীল—শ্রীযুক্তের কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই বর্ত্তমান তালুকদার রক্ষার উপায় করিয়া লাভ করিতে পারে। অধিক লিখিত হইলে সমুদ্র সাগর হইয়া পড়ে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ—

আমরা কালি আমাদের এ অঞ্চল তাঁহার তালুক [illegible] হাঁটিয়াছিলাম। নগরের হাটের চতুর্দ্দিকস্থ [illegible] ক্রোশ পর্য্যন্ত ৩০। ৩২ খানি গ্রামে ঘরে ঘরে এমনি দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে, যে সমগ্র লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক গ্রামের লোকের সঙ্গে এক গ্রামের লোকের সাক্ষাৎ হইলে কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে, এই আলাপই শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একজন মাতব্বর গোছা বৈদ্য এ অঞ্চলে চিকিৎসাদি করিয়া থাকে। সম্প্রতি তাহাদেরও আর গন্ধে পা মাটিতে পড়িতেছে না। এ অঞ্চলবাসি লোকের ধান্যের চাষই প্রধান উপজীবিকা। রাজা মহারাজ ইত্যাদি সমস্ত আয় ঐ ধান্য চাষের উপর নির্ভর করে। একে জমা বাঁধা তাহাতে আবার প্রতি বৎসর সমস্ত চাষি মাত্রেরই বিলক্ষণ খরচের সময়, যাহার যাহা ১০।১৫।২০ সংগ্রহ ছিল, তাহা কৃষি কার্য্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সময়ে যে তাহারা দুই এক টাকা ব্যয় করিয়া রোগ প্রতীকারের চেষ্টা করে এরূপ সম্ভাবনা নাই। হাট বাজার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলে, কয় পীড়িত, ও দুর্ব্বল মানবই অধিকাংশ মৃত্তি পথে পতিত হইয়া থাকে। কেহ বা জ্বরের প্রকোপে হাটশালার যেটা চাঁদর দিয়া গাত্রাচ্ছাদন করত হু হু শব্দ করিতেছে, কেহ বা জ্বরের সময় আগত, এই বলিয়া হাটের মধ্যে সমস্বরে কেহ বা জ্বর ও ক্রীত ক্রব্যের ভার স্কন্ধে করত উৎকট বক্রভাবে হু হু শব্দ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। এই রূপে লোকে সর্ব্বদাই বিব্রত। একে এপিডেমিক জ্বরে লোকের প্রাণান্ত ও সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাতে আবার যে সামান্যচক্ষ গ্রামের অল্পায় চিকিৎসক দ্বারা পুরাতন জ্বর প্লীহা যোথ ও গুটিকা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। এমন কি পরমানন্দকাটী গ্রামের সর্ব্বশুদ্ধ ২৮।১৯ জন বসন্তের দানা বাহির হওয়া অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৭।১৮ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া ও লোকের মুখে জ্বালার শ্রবণ করিয়া হৃদয় মন ব্যথিত হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা মগরা নিবাসি বিদ্যার্থী শ্রীযুক্ত রমজান আলী মহম্মদ মহোদয়ের নিকটে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিতেছি যে তিনি উল্লিখিত পীড়া নিবারণের জন্য অন্ততঃ কিছুদিনের মত একজন সুশিক্ষিত (মেটিক) ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলোপায় সাধনে যত্নবান হউন। তাঁহাকে অনেক বিষয়ের কার্য্যে ব্যস্ত দেখিতে পাই। এই শুভ অনুষ্ঠানটী করিলে তিনি এদেশীয় সমস্ত প্রজাদিগকে কিনিয়া রাখিতে পারেন।

মগরাহাট ১২৮০ সাল
অনুগত
শ্রীগোপীমোহন বসু
শ্রীগিরিশচন্দ্র সরকার

মহাশয়! অদ্য ৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ইংরাজী ১০ এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে এখানে একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্ব চটা বাজিতে ৯৫ মিনিট বাকিতে (ভাগলপুর টাইম) একটী বৃহদাকার অগ্নির সমূল তেজপুঞ্জ কোন একটী পদার্থ পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ রাজ পুতানার দিকে গমন করিতে করিতে ১৫০ মিনিট পরে শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অগ্নি বৃষ্টির ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হয়। সেই সময়ে অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বোধ হইল যেন এক কালে শতাধিক বজ্র সবেগে সাতিশয় আস্ফালন করত পৃথিবী বিদীর্ণ করিতেছে। এতাদৃশ ভয়ানক শব্দ আর কখনই আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!!! পূর্ব্বোক্ত অগ্নির পদার্থটির আকার ঠিক একটি বৃহৎ ঘুড়ির ন্যায় লৌহকে অগ্নিদ্বারা গরম করিলে যেরূপ বর্ণ হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ বর্ণ। আর ধূমকেতুর ন্যায় একটী পদার্থ উহার সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছে। প্রথমে উহাই দেখা গিয়াছিল। একজন ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে ঐ পদার্থটিকে দেখিবামাত্র বলিলেন যে দেখ একটি ৫ কায়ার * আসিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতেই উহা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। সেই সময়টি ঠিক যেন দ্বিতীয় প্রহর দিবা ১২টা ১৫ মিনিট বোধ হইল। আর দেখিতে পাইলাম না, আর একটী পদার্থ সহযোগে আসিয়া উহার উপর পতিত হইবা মাত্রেই উহা ভাঙ্গিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই ঘটনাটি হইতে ২ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ লোকেই উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর যাঁহারা সে সময়ে নিদ্রিত ছিলেন পূর্ব্বোক্ত শব্দে তাঁহাদিগের যে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হইল অনেক দূরে পতিত হইয়াছে।

এরূপ অসম্ভব ঘটনা আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই, ইহাই আমাদিগের ভ্রম। অনেক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে সকলেই ইহার অনুভব প্রকাশে অক্ষম। আপনার পাঠকগণের মধ্যে যদাপি কেহ ইহার বিশেষ কারণ অবগত থাকেন লিখিলে বাধিত হইব। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনিলেই অবশ্যই ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইবেন।

২৩ এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ ভাগলপুর
বশম্বদ
শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসুমজুমদার বহরমপুর	৫৷৷০
" গোপীনাথ চৌধুরী—ভোরা	১০
" মীরকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় বাউসাড়	১০
" পঞ্চানন লাহিড়ী—বাজরাগ্রাম	১৷৷০
" জগদ্বল্লভ নাথ—শ্যামচক	১০
" মকুন্দ সরকার—কলিকাতা	৫৷৷০
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐঘরি	১০
" শরীশচন্দ্র সরকার—গোলাবাড়ী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে বাহুল্য সহকে অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। খোট, ইণ্ডি, রসিদ টিকিট, বহি ইত্যাদি, ইহার অন্যান্য যাহাতে ইহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ কেহ টিকিট প্রেরণ করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অর্দ্ধাংশ মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন কিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহার রসিদ স্রোজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও থানার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট মূল্য ফিরাইয়া লইবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বাংশে পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সংবাদের করিয়া তাঁহাদিগকে সময় করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একবার অন্ত প্রতীক্ষা করা যাইবে, তাহার পর সংবাদ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে বিক্রী বাবদের আমরা কমিশন পাইব।

যাঁহারা মাসুল দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেই সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি [illegible] আনা হিসেবে [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা থাকিবে, তাহার সহিত অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

[illegible] সোমপুর ডাকঘরে [illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ [illegible] প্রতি ডাকঘরে [illegible]

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তনা প্রজানিধিতায় পার্থিব দক্ষয়না শ্রুতিমহতী ন ক্ষীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

নম ১২৮০। ৫ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ২০ এ অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ১৪ নং মির্জ্জাপুর লেন প্রেসিডেন্সি কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ বাটীর দ্বিতল।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গলা ও ইংরাজী নানাপ্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প খরচে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয় যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন, তাহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তদ্নিমিত্ত অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মদাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিরূপণাদি অবগত করা যাইতে পারে। মাশুল দিয়া কর্ম্মধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের ডাকটিকিট পাঠাইলে অবিলম্বে সমস্তের সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীগুরুচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

" শব্দ কল্পদ্রুম। "
সদ্য রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের
সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়
বার মুদ্রিত।
পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেব।
রাজকরে ডিমাই ৪ পেজি কর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। অগ্রিম খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অগ্রে পূর্ব্বে স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি ৫ নং কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীহরদাকান্ত মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।
(১৮৭২ সালের ১০ আইন)
ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টী, প্রিনসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত।
মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাসুল ৸০ আনা।
ব্যাঙ্কার স্লিপ এণ্ড কোং

—:০:—

৺দীনবন্ধু মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্ত যন্ত্র, মূল্য ৷৵০ ডাকমাসুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার মিশন প্রেস কলিকাতা | শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

" প্রত্ন কল্প-মঞ্জিনী "
(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)।
এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বাঙ্গালার প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ অনুশীলন করা। ইহার সাহায্যকারীদিগের প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ বাহাদুর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয়ের প্রভৃতি, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপত সিংহ রায় বাহাদুর প্রভৃতি, অমরেবল মহিম দ্বারকানাথ মিত্র ও কাশ্মীর রাজমাতা দীনাময়ী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, " সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী " সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও " আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয় " প্রভৃতি উমার রামদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আলামের চিদানন্দ চৌধুরী, উড়িষ্যের বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী মজীপুরের পৃথ্বী রায় চৌধুরী, চন্দ্রপ্রতাপের সুধেন্দুমোহন ঘোষাল, হুগলীর অন্নদামোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামদাস সেন হুগলির হরিদাস শীল প্রভৃতি, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত ও কুমারটুলির রায় প্রভৃতি মেসুডলার (ধন্যবাদ কল্প) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি, হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি, কবীর (মহৎ হীর ; শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবভরত) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

স্বাধীন। এরূপ না করিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইয়া শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সভ্যযন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে তন্ত্রের কর্ম্ম কদাচিৎ আর স্থগিত না হইয়া উহা হইতে যন্ত্র লয়ে যাঁর যত্ন ত্যাগ পূর্ব্বক যৎসামান্য টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রকাশ করিবার তাঁহার অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত হয়, তাহে অবশিষ্ট কিছু টাকা অদ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রটি সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু আমার এ বিষয় এই যে, উল্লিখিত ভাগীর ভাগ নষ্ট করিতে এই ১৮০০ আঠার শত টাকা ঋণ হইয়াছে ইহার ধারে (যন্ত্রটি ঐ মূলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষ কি সহিয়া ও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই কার্য্যোদ্ধারে গ্রন্থকর্ত্তাগণের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সংস্করণ বিজ্ঞ গুণগ্রাহক গ্রন্থকর্ত্তা মণ্ডলীর গ্রাহক শ্রেণীতে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, মানী, বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী, গ্রন্থকর্ত্তা মাত্রেরই নিকট এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। তবল, করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই উহা আদায় হইতে পারে। (ইতিপূর্ব্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যে কতিপয় মহোদয় সহায় প্রদত্ত ছিলেন)। আমাদিগের সর্ব্বত আশা আছে যে যন্ত্রটি নিষ্কণ্টক হইলে সেই গ্রন্থিকার বিবিধ উন্নতি সাধক হইতে পারিবে।

যাঁহার যাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পুরাতন "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "ধর্ম্মসহিতৈষিণী" সম্পাদকের নিকটে কিম্বা সমাচার সুধাবর্ষিণী" সম্পাদকে অথবা কলিকাতা জীমদ্বোসের লেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার নামীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকার করিব। সে সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।

গ্রন্থকর্ত্তৃ মণ্ডলী ও সত্যযন্ত্র অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাসুল ।৵০ আনা মাত্র।

মাতৃ শক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল লিখা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহার কৃত ডিসপেন্সু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সহিত বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল /০।

কলিকাতা
আলবাজার
হিন্দুহষ্টেল
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•০•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক্স।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ কয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বর্ষাকার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন ভলবস ও মেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ কয়া পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
বরণ এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন এণ্ড্
ক্লিনিকাল ডায়গ্নোসিস্
অব ফিভারস্
অর্থাৎ
জ্বরের বিচার এবং বাহ্যিক
লৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার মহামতি গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ম্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ ডাকমাসুল ।৵০ আনা। উহার বাঁধাই অতি সুশোভন এবং সুন্দর। চুঁচুড়ার গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা আলবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক।

১। পুথিমাত্রেরই প্রাথমিক বাল্য-শিক্ষা দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ৸০ ডাকমাসুল ।/০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিতে হয় প্রভৃতি গর্ভিণীগণকে নিরাপদে প্রসব করিতে [illegible] ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি [illegible]

তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ ও তাহাদিগের কতকগুলি গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী এতদ্ভিন্ন বাসকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, মৃতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের যাহাতে ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ১ টাকা, অবধারণ করা গেল।

২। কলারা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিলে ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে রক্ষা করিতে পারা যায়।

৩। রেড ওয়াটার বা রক্তজল জ্বরাতিসার অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ সাময়িক পত্রিকা, ত্রৈমাসিক মূল্য ১ একটাকা ১০ আনা ডাকমাশুল।

৪ শরীর-পালন (৫ম সংস্করণ)

মূল্য ।০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ।৵০

৬ কুইনাইন্ প্রস্তুত-প্রণালী ।১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত ছই চিকিৎসার পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহেল্থ ঐ শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর সারস্বত গ্রন্থ

উহাতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের উপযোগী বঙ্গভাষার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ১৮১৮ ও ১৮১৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ও প্রস্তাবনাও প্রদত্ত হইয়াছে কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে ইহা পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০

শ্রীবঙ্গচন্দ্র গুপ্ত ।

ব্যাঙ্গালা শব্দ ব্যাঙের ধাতু হইতে, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বর্ণমালা এক খানি অতিসুন্দর রয়েল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। একণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বরবর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের 'ন' চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট ঐযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—০—

ইডেন বাড়ির হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে শতলক্ষটী রেল হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইবার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে সকল লোকা ডিসট্রিক্টের অধিক ঋণ আবশ্যক করে না তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এই ডুবলিউ গ্লাডষ্টন
লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্ট ইণ্ডিয়েসন ব্রাঞ্চ।

টেলিগ্রাফ

৫ই কার্ত্তিক সোমবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধের বিচারের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ শুনা যাইতেছে, যে ফরমন সিংহের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর রেণল্ডস সাহেব একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং আসামের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল লাষ্ট সাহেব এই কয়জন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার শ্রীঘ্রই হইবে। এবং গবর্ণমেণ্ট ওহাবি ব্যাপার প্রসিদ্ধ ওকেনলি সাহেবকে নিজের নিকের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্র বাবুর উপর মিথ্যা হিসাব দেওয়ার দোষারোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে সুরেন্দ্র বাবু যে টিটন পাঠান তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ছিল না। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয় সন্দেহ কি? এবং অনেকে এই সামান্য অপরাধে এত আয়োজন করা অকারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়টী অবস্থার জন্য গুরুতর

শেষ অনুসন্ধান না করিয়া নিজের বিশ্বাসমত তাঁহাকে দণ্ড দেন, তাহা হইলে এদেশীয়েরা মনে সন্দেহ থাকিবে যে বোধ হয় তাঁহার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল। আবার যদি নিজে বিশ্বাসানুসারে লঘু দণ্ড করেন, তাহা হইলে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ, বিশেষ রাজা দৌন্দষী সাহেবদিগের চীৎকারে দেশ ফাটিয়া যাইবে। সুতরাং বোধ হয় বাধ্য হইয়াই গবর্ণমেণ্টকে অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতেছে সে ভালই। যদিও সুরেন্দ্র বাবু আমাদের স্বদেশীয় এবং তাঁহার গৌরবে আমাদের দেশের গৌরব, তথাপি আমরা এক দিনের জন্য প্রার্থনা করি, যে তিনি যদি বাস্তবিক অপরাধী হন, বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করুন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুকে যাহাতে এই বিচারের জন্য আর অধিক ক্লেশ কিম্বা বায় স্বীকার করিতে না হয়, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ করা উচিত। সুরেন্দ্র বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস হন তাহা যে বাঙ্গালিদিগের পক্ষে কি সুখের সংবাদ হইবে বলা যায় না।

—০—

অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।

যতই সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতেছে আর চক্ষু মুদ্রিত হইতে এবারকার ধান্যের সম্বন্ধে ভয় ও দুঃখের সংবাদ আসিতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রায় সমুদায় প্রদেশেই বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না

"বৃষ্টির অভাবে কিছু হইল না" এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পদ্মার দুই পার্শ্বের স্থান সকল প্রায় প্রতি বর্ষে পদ্মার প্লাবনে ভাসিয়া যায়, এবার বন্যার ও সেরূপ প্রবলতা দেখা যায় নাই। পূজার পূর্ব্বেই সে সকল স্থানের জল শুখাইয়া গিয়াছে, এবং পূজার সময় হইতেই কৃষকেরা এক প্রকার ধান্যের আশা ছাড়িয়াছে। কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানের বড় বড় আড়তদারেরা পূজার পর হইতেই চাল আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নৌকা সকল উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ষার অভাবে ঐ সকল নৌকা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

বাখরগঞ্জ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ধান্যের জন্য ভূমি। এই স্থান হইতেই প্রায় বাঙ্গলা দেশের অর্দ্ধেক লোকের আহারের সংস্থান হয়, সেই বাখরগঞ্জ এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একবারে জ্বলিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু আর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলে বোধ হয় সেখানেও হাহাকার ধ্বনি উঠিবে। একে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সমুদায় বঙ্গদেশের কৃষকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার ধান্যের হানি! এবার যে কৃষকবর্গের কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলা যায় না। জমীদারেরা নিয়মিত খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না, শ্রমজীবিরাও কার্য্য পাইবে না; নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী বহু-পরিবারপোষী কর্ম্মচারিগণ গৃহস্থদিগের আহারের সংস্থান করিতে পারিবে না; এইরূপে সর্ব্বসাধারণেরই মৎপরোনাস্তি ক্লেশের সম্ভাবনা, কিন্তু কৃষকদিগের ভাবী দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। [illegible] নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। ধান্যই তাহাদের সর্ব্বস্ব; ধান্য হইতে তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ করে; ধান্য হইতে তাহারা জমির খাজনা দেয়; ধান্য হইতেই তাহারা পরিবারের অন্ন প্রস্তুত করে; ধান্য হইতেই তাহারা সংসারের সহস্রসহস্র অপর ব্যয়ের সংস্থান করে এবং ধান্য হইতেই তাহারা পুত্র কন্যার বিবাহাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করে, সেই ধান্যের অভাবে তাহাদের কি বিপদ একবার ভাবিয়া দেখ।

আমাদের এপ্রদেশেও জলের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সুফা-গাছা মোল্লাহাট প্রভৃতি যে সকল স্থানের ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাহাতে এখনো ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু উচ্চভূমি সকলের ধান্য প্রায় জ্বলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত পরগণা সকলে এবৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছিল তাহার অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতেও চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসিবর্গের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। হায়ড কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীয় বিপণিতে বৎসর বৎসর যত তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহার অনেক এই সকল স্থান হইতে গিয়া থাকে। এই সকল স্থানের তণ্ডুল প্রথমে কেওলার হাটে প্রেরিত হয়, এবং সেখান হইতে সওদাগর আফিসের কর্ম্মচারিরা আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে আমাদের কার্য্যদক্ষ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার মধ্যেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কমিশনর এবং ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিদিগের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

"এবারে শীঘ্র শীঘ্র বর্ষা বন্ধ হওয়াতে এরূপ বোধ হইতেছে যে, অনেক প্রদেশে নানা প্রকার ফসলের ব্যাঘাত হইবে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ফসলের অবস্থার বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এরূপ ইচ্ছা নহে। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট কর্ম্মচারিরা যেন ফসল কাটা না হইতে হইতে যতদূর পারেন স্বচক্ষে দেখিয়া অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবারে ফসল কত কম তাহা নির্দ্ধারণ করেন।"

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বীডন সাহেব যে কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন, ফ্রাসের সাহেব কখনই সে কলঙ্ক আপনার মস্তকে লইবেন না। তিনি যথা সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। তিনি মনোযোগী হইলে নিশ্চয় সদুপায় বিধান করিতে পারিবেন। এবং এই বিপদের সময় প্রজা দিগকে বাঁচাইতে পারিলে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

দুর্ভিক্ষের রক্ষা।

ইংলণ্ড ধনী প্রধান দেশ। সেখানে ধনীর পূজা এবং দরিদ্রের দুর্দ্দশা। সুতরাং ইংলণ্ডের ছাঁচে যে শাসন প্রণালী গঠিত, তাহাতে ধনীর সমাদর এবং দরিদ্রের অনাদর হইয়া থাকে। শাসনকর্ত্তারা দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ধনীদিগেরই উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল। ধনীদিগকে চিরদিনের জন্য কর-মুক্তি হইতে অব্যাহতি দেও; ধনীদিগের পুত্র পৌত্রের আত্মীয় স্বজনের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর, এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত ধনীদিগের [illegible] প্রথমেই আয়োজন [illegible]

লের চক্ষের নিম্নে যে আর এক শ্রেণী মুখ মুদ্রিত করিয়া রহিল, জগতের আইন পুস্তকে যাহাদের নাম কৃষক ও শ্রমজীবী, দয়ার পুস্তক যাহাদের নাম দরিদ্র ও অসহায়, এবং ন্যায়ের পুস্তকে যাহাদের নাম সমাজের মূল, ভিত্তি অথবা বন্ধু তাহাদের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল না। গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিলেন, তাঁহারা আপনাদের অধিকার ও পদ বুঝিয়া লইলেন এবং আপনাদের কষ্ট দুঃখ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই দরিদ্রেরা যে মুখ মুদ্রিত করিয়া ছিল, তাহারা মুখ খুলিল না কেন? সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট তুমি তাহাদের মুখ খুলিবার জন্য কি করিয়াছ? দেশবাসি ভোমরাই বা তাহাদের জন্য কি করিয়াছ? রাজ্যের রক্ষা কর্ত্তা রাজা, কিন্তু তাহাদের রক্ষা কর্ত্তা কে? আর কত দিন তাহারা কষ্ট পাইবে? আর কত দিন তাহারা মুখ মুদ্রিত করিয়া সহ্য করিবে?। আমোদিগের গ্রন্থের সহযোগী ক্ষেত্রও অবইণ্ডিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উপায় স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি ৫০৪ টী থানা এবং পুলিস ষ্টেসন আছে, তথাপি সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নীচ-প্রকৃতি হওয়াতে, তাহাদের দ্বারা আশানুরূপ দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না, যে ১১৫টী মহকুম আছে সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন তাহা দ্বারাও প্রকৃতরূপ দরিদ্রের রক্ষা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কর্ম্মচারির সংখ্যা ৮০১। ইহার মধ্যে শত করা ২০ জনকে নানা কারণে অনুপস্থিত বিবেচনা করিলেও ৬৪১ জন কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারি অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন চিহ্নিত কর্ম্মচারি নিযুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট ১৩৭ জনের উপর তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে দুর্ব্বলের রক্ষার বিশেষ উপায় হইতে পারে।

এক্ষণকার পুলিস কর্ম্মচারিরা যেরূপ অশিক্ষিত এবং মদের বশীভূত তাহা দিগের দ্বারা দুর্ব্বলের রক্ষা হয় না। দরিদ্রেরা অত্যাচারের কথা তাহাদের গোচর করিলেও তাহারা কোন উপায় করে না, সুতরাং যদি প্রত্যেক থানায় এক এক জন শিক্ষিত চিহ্নিত কর্ম্মচারি থাকেন, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা দুর্ব্বলের রক্ষার অনেক সদুপায় হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিকটে উপযুক্ত কর্ম্মচারি থাকার অভাবে যে দুর্ব্বল দরিদ্র দিগের এত ক্লেশ হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না, কারণ কলিকাতার পূর্ব্ব দেশে, চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের পশ্চাতেই বলিলে হয়, যে সকল অত্যাচার হয় তাহা ও উক্ত কর্ম্মচারিদিগের কর্ণ পর্য্যন্ত ও আসে না। কোন জমীদার কেবল নজরের দ্বারাই পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, নজর না দিলে নিস্তার নাই। কোন কোন জমীদার জরিমানার টাকাতেই বাগান বাটী, ক্রিয়া কাণ্ড সারিবার চেষ্টা করেন। জরিমানা জমিদারদিগের উপরি লাভ। গ্রামের কোন দুই দরিদ্র বিবাদ করিল, জমিদার উভয়কে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং উভয়কে জরিমানা করিলেন, এবং সকল কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া বসাইয়া রাখিলেন, পরে জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বলিতেছি আদালতের পার্শ্বেই এই সকল হইয়া থাকে, তবে এ সকল অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হয় না কেন? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আদালত দরিদ্রের গম্য স্থান নহে। সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমায় যেরূপ ব্যয় বাহুল্য করিয়াছেন, তাহাতে সে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করা দরিদ্রের পক্ষে অসম্ভব, এবং বিচার প্রার্থনা করিয়াও সহজে নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া আবার দরিদ্রেরা নিরাশ হইয়া পড়ে। অতএব কেবল মাত্র প্রথম প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ইষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেনের ন্যায় সুযোগ্য কর্ম্মচারি নিয়োগ করিয়া দরিদ্রদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও দুঃখ দুঃখ অবগত হইবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে অনেক গুপ্ত অত্যাচার প্রকাশিত হইবে এবং অবশেষে কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবেন।

মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি ও কার্য্য।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনের ভার নিজের মস্তকে লইয়া এক প্রকার কষ্টের অবস্থায় পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা প্রত্যেক ইংরাজের প্রিয় সম্পত্তি। সেই ইংরাজ জাতি যদি আসিয়ার স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের ন্যায় বিংশতি কোটি জীবের সুখ দুঃখ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার অগৌরব, তাঁহাদিগের সভ্যতার অগৌরব এবং তাঁহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অগৌরব, আবার এদিকে যদি প্রকৃত রাজনীতি ও উন্নত ধর্ম্মনীতির অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে যান, তাহা হইলে ভারতবর্ষেরই হিতের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতে হয়, অর্থাৎ সুখের গ্রাস অবশেষে ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহার কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য আজও ইংলণ্ড প্রস্তুত নন। সভ্যতার অগৌরব কিম্বা ধর্ম্মের অগৌরবের ভয়ও যদি তত না করেন, অন্যান্য সভ্য

জাতিদ্বেষের উপকারণ ও অশ্রদ্ধা বহন করিতে লাগিল না, আবার যাহার মন তাহাকে ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় এমন ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইংরাজদিগের জন্মে নাই। সুতরাং এই উভয় যুক্তি যুগপৎ কার্য্য করাতে, ইংলণ্ডের কর্ত্তা ও কার্য্যের মধ্য এক বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। অমুক দেশের রাজারা সুখ্যাতির অনুরোধেই হউক, এবং সভ্য জাতিদের অনুরোধেই হউক কিম্বা ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুরোধেই হউক, মুখে বলিতেছেন "আমরা ভারতবর্ষের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত দেখিলেই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিব" অথচ আবার কার্য্যের সময় অনুপযুক্ততার দোহাই দিয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকে সকল প্রকার উচ্চ উচ্চ পদ ও কার্য্য হইতে দূরে রাখিতেছেন। উক্তরূপ কার্য্যের তার না পড়িলে কি অনুরোধের উপযুক্ততা প্রকাশ পায়? স্থল বিশেষে একটু একটু কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দিতেছেন বটে, কিন্তু সে কেবল গলের রজ্জু খুলিয়া দূরকে কাটাইর মধ্য স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার ন্যায়। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল আইন ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিলেন অধীনস্থ জনপদ সকলের পথ ঘাট প্রভৃতির উন্নতি করা রাজার একটী প্রধান কার্য্য এবং সে বিষয়ে মনোযোগী না হইলে রাজার সুখ্যাতি নাই। অতএব দেশের এই সকল উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু প্রজাদের অর্থেই সে কার্য্য করিতে হইবে, এই লও কি মুখ হইতে অর্থ আনিয়া ব্যয় করিবেন? কখনই না। তবে উক্ত অর্থ সংগ্রহার্থ একটী নূতন করের সৃষ্টি করা যাক। কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদের মত গ্রহণ করাতে আপত্তি আছে। কেননা প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহাদেরই ক্ষতি। অথচ অল্প মূল্যে, ইংলণ্ড প্রজাদিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিতেছেন এ সুযোগ ভিত লাভ হয়। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক কিম্বা সরল ইচ্ছাতেই হউক গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আইনের সৃষ্টি করেন। ১৮৬২ সালে প্রথমে এই আইন প্রচারিত হয়। সম্মতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্মতি বলে না, সুতরাং প্রথমে বলপ্রয়োগের কথা ছিল না। এই আইনের উপকার গ্রহণ করা না করা প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা যত্ন দিয়া দেখিলেন যে এ প্রস্তাবে বড় কেহ অগ্রসর হইল না। একে আমাদিগের সাধারণ লোক অল্প তাহাতে আবার তাহাদের কোন বিষয়ের সহিত কোন সংস্রব নাই, এরূপ অবস্থায় সকলে যে সহসা এরূপ আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট অল্পে অল্পে বল প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে আইন চলিতেছে তাহার নিয়ম এই, যেখানে অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভদ্রলোকের বাস এরূপ কয়েকখানি গ্রাম বা স্থান লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালিটীর অধিবাসী স্থান হইতে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মনোনীত করিলে একটী মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপিত হইবে। সভ্য মনোনীত করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের। সভ্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হওয়া আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্য হইতে সভাপতি নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে [illegible] সভাপতি নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন; এবং তাহাই সচরাচর হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটীর টাক্স দ্বারা যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে সেই সেই স্থানের পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ভিন্ন টাকা তৎ তৎস্থানের পথ ঘাট প্রভৃতি ও সংস্কারার্থ ব্যয় হইবে। পুলিসের ব্যয় কত দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন, এবং তাহা দিতেই হইবে। কাহাকে কত টাক্স দিতে হইবে তাহা মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা স্থির করিয়া দিবেন সম্মতি গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। পাঠকগণ! বিবেচনা করুন, ইহা কি প্রকার কাটায় মাপে দূরকে স্বাধীনতা দেওয়া কি না? উদাহরণে গবর্ণমেণ্ট, বলিবেন গবর্ণমেণ্ট, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট, পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট, তবে প্রজার স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি কোথায়? এই জন্যই লোর্ড রিপণ উড়িষ্যার কমিশনার রায়েলস সাহেব বলিয়াছেন, রোজবেরি কমিটী, মিউনিসিপাল কমিটী, এবং বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে অন্য সকল কমিটীই কেবল ঠেলে ফেলা মাত্র। এই কথায় উত্তরে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে "সুখের বিষয় যে তিনি যাহা ইচ্ছা ছিল বলিবার পূর্ব্বে বিদায় হইয়া গেলেন। তিনি (লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর) বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রজারা ক্রমে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে নিজের মনোযোগী হইবে, তিনি আরও বলেন "আমি বোধ করিয়াছি যে সকল স্থানেই এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিশনর সভ্যেরা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস যে এই ভার আমার বিলুপ্তিত হইবে এবং প্রোক্তরেরা এবং মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যেরা [illegible] উহার উপর [illegible] তাহাদের [illegible] উহার অনুরূপ

এদেশীয় দিগকে অল্প শাসন শিক্ষা দিবার যতগুলি উপায় আছে ইহা তাহার মধ্যে একটী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই যদি লক্ষ্য হয় এত উত্তরে দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের নাম শুনিলেই লোকে ভাবিয়া বসে যে এসকল গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থ সাধনের অন্যতর উপায় মাত্র। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটিকে অপেক্ষা একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন। ১৮ জন সভ্যের মধ্যে তিন জন মনোনীত করিবার ভার কেবল গবর্ণমেণ্ট নিজের হস্তে রাখিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ১৫ জন মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের হস্তে দিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামপুর হইতে ৯ জন কোন্নগর হইতে ৩ জন এবং রিসড়া ও মাহেশ হইতে ৩ জন। এইরূপ উত্তরোত্তর এদেশীয়দিগকে যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেন তাহা হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি অল্প শাসন শিক্ষা দিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যত গা ঢাকা দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত

—০—

গো বংশের দুর্গতি।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য একটী সভা আছে। বড় বড় লোক তাহার সভ্য। মধ্যে মধ্যে আমরা এই সভার এক একটী কার্য্যের কথা শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক যাহারা কষ্ট পাইল, কষ্ট জানাইতে পারে না, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনেকদিন হইতে আমাদের দেশের গোবংশের অবনতি হইতেছে, সে বিষয়ে কাহাকেও বিশেষ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না। গাভী হিন্দু মণের অতি প্রিয় ধন। হিন্দুরা গোকুলকে যে কি চক্ষে দর্শন করেন, আমিষপি খাদ্য ও পশুভক্ষক মুসলমানেরা কিম্ব ইউরোপীয়েরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। যে গৃহে সবৎসা বৎসতরীর অধিষ্ঠান নাই, সে গৃহস্থের গৃহ নহে। হিন্দু রমণীরা প্রত্যহ প্রাতে গাভী দিগের চরণ ধৌত করিয়া, দেহ, যত্নের সহিত পরু, কদলীও নব দুর্ব্বাদল আহরণ করিয়া ইহাদের মুখে ধারণ করে, এবং যাজন করিয়া আহারের সময় দংশ মশক প্রভৃতিকে বিরক্ত করিতে দেয় না। গৃহপতিরা প্রতিদিন স্বচক্ষে ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন, এবং গৃহিণীরা অনুরাগের সহিত ইহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এমন গো বংশ ক্রমশ হীন অবস্থাপন্ন হইতেছে। লোকের আবাসস্থান কিম্ব সমুদায় ভূমিই প্রায় ধান্য প্রভৃতির চাষে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং পশুদিগের চারবার স্থানের ক্রমশই অভাব হইতেছে। চৈত্র মাসে লোকে ধান বপন করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গাভীদিগকে গৃহে রুদ্ধ করিতে হয়, বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে ধান্যের ফসল থাকে সুতরাং এ কয় মাস তাহারা গৃহে বদ্ধই থাকে। পৌষ মাসে ধান্য কর্ত্তন হইলেও ক্ষেত্রে কড়াই প্রভৃতি থাকে, সুতরাং তখন গাভীদিগকে বদ্ধ রাখিতে হয়। সমুদায় ফসল উঠিতে, প্রায় চৈত্র মাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয়। তখন গাভীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু সে কয় দিনের জন্য, বৈশাখ মাসের দিন কত গত হইতে না হইতে লোকে আবার ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে; বিশেষ এ সময়ে মাঠ শুষ্ক ও তৃণ-শূন্য থাকে। অতএব গাভীদিগের মাঠে চরা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে মাঠে উত্তম উত্তম ঘাস জন্মে, কিন্তু প্রতিদিন গাভীদিগের জন্য তাহা আহরণ করা সকলের পক্ষে সুবিধা হয় না। ইংলণ্ডে গাভীদিগের চরিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে; সেখানে কেহ চষ করিতে পারে না, সুতরাং গোবংশের এত দুর্গতি নাই। কলিকাতায় অনেক গাভী গড়ের মাঠে চরিয়া থাকে; কিন্তু গড়ের মাঠে তেমন উত্তম ঘাস জন্মে না, সুতরাং সহরের অধিকাংশ গাভীই সমৎসর বদ্ধ থাকিয়া ভুসি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। সেই কারণেই বোধ হয় কলিকাতার দুগ্ধ এত জলবৎ ও অল্প স্বাদ। ক্রমে পল্লীগ্রামের গাভীদের ও সেইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। সুস্থ, সবল ও সুন্দর গাভী প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই প্রায় দুর্ব্বল এবং শ্রীভ্রষ্ট।

গোকুলের ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ আর একটী কারণ এই যে দেশের মধ্যে সতেজ ও বলিষ্ঠ বৃষ দেখা যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেখানে সেখানে ত্রিশূল চক্র-অঙ্কিত সদ্দম্ভ বিচারী বলীবর্দ্দ অনেক বৃষ দেখিতে পাওয়া যাইত, ধর্ম্মের ষাঁড় বলিয়া কেহ ইহাদিগকে ধরিত না, কেহ ইহাদের স্কন্ধে লাঙ্গল দিত না, কেহ স্বাধীনতা রোধ করিত না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকেও পূর্ব্বের স্বাধীনতা (ও সুখের) অবস্থা হইতে বিচ্যুত হওয়া মিউনিসিপালিটির ময়লা ফেলার গাড়ি টানিতে হয়। উপযুক্ত সুষ্ঠকায় বৃষের অভাবে, গ্রামবাসিদিগকে লাঙ্গলবাহী দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ষাঁড়িয়া দ্বারা গোবৎসের উৎপত্তি করিতে হয় সুতরাং গোবংশ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শীঘ্র ইহার কোন সদুপায় বিধান করা উচিত।

কিছু দিন হইল কতকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া গোবংশের রক্ষা ও উন্নতির উপায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আর কোন কথা শোনা যায় না। সকলেরই ইহার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত। যদি যুদ্ধ প্রভৃতি যে ক্রমেই এত দুর্মূল্য হইতেছে তাহার কারণ গোবংশের ক্ষয় অবধারিত। এদিকে আবার মাংস পিশাচ মনুষ্যদলের উদর পূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন শত শত গোধনের প্রাণ যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের রক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা প্রস্তাব করি কতকগুলি ভদ্র লোক একত্র হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সভার ন্যায় একটী সভা করুন মূল সভার অধিবেশন কলিকাতাতে হউক এবং মফস্বলের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে এক একটী শাখা সভা স্থাপিত হউক। সভা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিলাতি এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় বৃষ ক্রয় করুন। সেই বৃষের কতকগুলি কলিকাতাতে রক্ষিত হউক, এবং অবশিষ্টগুলি মফস্বলের স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন। আমরা বিলাতি বৃষ দ্বারা এদেশীয় গাভীতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি, সে সন্তান এদেশীয় গাভী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হয়। এবং অন্যদিকে সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া কয়েক ক্রোশ মাইলের মধ্যে এক একটী পশুচর রাখিবার নিয়ম করুন। তাহা হইলে আবার গোবংশের উন্নতি হইতে পারে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের একটী দুষিত ব্যবহার।

যাহারা পক্ষপাত প্রিয়, পক্ষপাত তাহাদিগের বিস্ময় লাগে না; কিন্তু যাহাদিগের তাহাতে একান্ত অরুচি, তদ্দর্শনে তাহাদিগের অতিশয় ক্লেশকর হয়। নিম্নলিখিত পত্র খানি তাহার প্রমাণ। যিনি পত্র লিখিয়াছেন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের সপক্ষপাত ব্যবহার দর্শনে দুঃখিত হইয়া তিনি কেমন অনুখিত হইয়াছেন, পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। পত্রলেখক আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে এই বিষয়টি আমরা মহানুভব আর্ড মর্ডক্রকের গোচর করিয়া উহার প্রতীকার চেষ্টা পাই। আমরা জানি লাট মর্ডক্রক যেরূপ লোক, তিনি পত্র খানি পাঠ করিয়া উদাসীন থাকিবেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদিগের এবিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু লিখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তবে যদি অনুরোধক মহোদয় নিতান্তই এই এক সভা আছে। পত্রখানির ভার তাঁহার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল।

"আমি ৫ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে সৈদাপুর যাত্রা করি। আমার ভয় ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর প্রকটারোহিদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানির আর অধিক, উহাদিগের দুই কই অধিক। আমি কখন তৃতীয়শ্রেণী হই নাই, সুতরাং আমার ঐ কষ্টের স্বরূপ জানা হয় নাই। ঘটনাক্রমে ঐ কষ্টটী এই বার হাতের রূপে আসা হইল। আর তাহি পাঁচ ব্যক্তি আমরা সঙ্গী ছিলেম। উঁহাদিগের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে উঁহারা অন্য শ্রেণীর শকটে যাইতে পারেন, আমারও এরূপ সঙ্গতি নয় যে আমি লাভিয়া উঁহাদিগকে অন্য শ্রেণীর শকটে লইয়া যাই। সুতরাং উঁহাদিগের অনুরোধে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল। আমরা ৫। ৬ জন একত্র ছিলাম বড় কষ্ট হইল না। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে বেলা ৯ টার সময় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল অবতীর্ণ হইলাম। দিবালোকে ঐ স্থানে থাকিয়া রাত্রি ৯ টার সময় সাদরা পুনর্ব্বার শকটে আরোহণ করিলাম। আমরা এ গাড়িতে উঠিয়াই দেখি তাহার পার্শ্বের গাড়িতে একজন ওলাউঠা রোগী আছে। দুর্গন্ধে গাড়ি খানি পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের বোধ হইল আমরা কি করিব আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন ক্রমে সেখানে টিকিতে না পারিয়া ঐ বিষয় কর্ম্মচারিদিগের গোচর করিলাম। "তাঁহারা আমাদিগকে আর এক গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া আমাদিগের কষ্টের নিবৃত্তি হইল। তৃতীয় শ্রেণীর শকটের মধ্যে মধ্যে লোহার শীক দেওয়া এক একটী বেঞ্চ স্বতন্ত্র ফুটানো আছে, আমরা সেখানে শীত হইলাম যে গাড়ি খানি তত মন্দ নয়। উহার দুই পার্শ্বে কাঠের বেঞ্চ সব। উহাতে প্রবিষ্ট হইলে অন্য গাড়ির লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। গাড়ির মধ্যস্থলে একটী আলোক আছে। ঐ গাড়ি খানি যেরূপ দেখিলাম, আমি তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। চিন্তা করিতে করিতে ২। ৩ ষ্টেশন পার হইয়া গেল ম। ক্রমে নিদ্রা আকর্ষণ করিল, সকলেই ঘুমিত হইয়া আসিল। ঐ ভাবে আমি কতক্ষণ গেলাম তাহা বলিতে পারি না। কতক্ষণ পরে আমার সহচরগণ বড় ব্যস্ত হইয়া আমাকে জাগাইয়া তুলিলেন, শীঘ্র এ গাড়ি হইতে নামিয়া যাইব, সাহেব বড় রাগিয়াছেন। আমিও ঘুমের ঘোরে উঁহাদিগের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিলাম, কিন্তু মনটা বড় চটিয়া উঠিল। ষ্টেশন মাষ্টারকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদিগকে এ গাড়ি হইতে নামাইবার কারণ কি? এখানি তিনশ্রেণীর শ্রেণীর গাড়ি নয়, তিনি উত্তর করিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি বটে কিন্তু ইহাতে ইউরোপীয় ভিন্ন আরোহণ করিবার হুকুম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি যেরূপ ইউরোপীয় বায়, তাহাতে আমার আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি বলিলেন [illegible]

তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। ক্রমে বিস্ময় ক্রোধে সঞ্চার হইয়া হৃদয় একান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। কি আশ্চর্য্য কি পক্ষপাত? এক শ্রেণীর গাড়ি এক ভাড়া অথচ ফরাসে এত ইতর বিশেষ? সে কোন রূপে কতক এদেশীয়দিগের অর্থ লইয়া ইউরোপীয়দিগকে সুখিত করাই কি ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্য? বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় জানেন না। জানিলে কখন এরূপ স্পষ্ট পক্ষপাত থাকিতে দিতেন না। লাড মর্থব্রুক অবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর করেন এক্ষণে এই আমার প্রার্থনা।

পুস্তক সমালোচনা।

কমলে কামিনী (১)। এই নামটী শুনিবামাত্র অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলে কামিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। কিন্তু তাহা নহে। এ আর এক কমলে কামিনী, ইনি ব্রহ্মরাজ্যের কন্যা রণকল্যাণী। গ্রন্থকার সমালোচকদিগকে কুটে কুটে মাছি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু মাছির একটা বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে সে ছোট বড় বিচার করে না। একটু ঘা পাইলেই ভ্যান ভ্যান করিয়া বসে। ছত মহাত্মা জনষ্টুয়ার্টমিল এক স্থলে বলিয়াছেন "এক প্রকার রচনা আছে যাহাতে কবিত্ব (অর্থাৎ আন্তরিক ভাবোদ্বোধন এবং বর্ণনা, অর্থাৎ বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য) অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তাহার নাম নাটক ও ও ও এই উভয় প্রকার চমৎকারিতা একত্র হওয়াতেই সেক্সপীয়রের গ্রন্থ সকল সংসারে এত আদৃত। এই সকল গ্রন্থে সকল শ্রেণীর পাঠকেরাই আপন আপন শক্তি ও রুচির অনুযায়ী দ্রব্য পাইয়া থাকেন। অনেকের নিকট তাঁহার গল্প রচনার চাতুরী চমৎকার, অল্পসংখ্যক লোকের নিকটে তাঁহার আন্তরিক ভাব বর্ণনের ক্ষমতা আশ্চর্য্য"। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এই উভয় প্রকার অঙ্গকে যথাক্রমে "বস্তু" এবং "রস" বলিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থে এদুয়ের বিশেষ সদ্ভাব দেখা গেল না। দর্শক এবং পাঠক গণের বিস্ময়, ভয় কিম্বা ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে, মনের উপর একটা ভাব মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিতে পারে গল্পটীর মধ্যে এমন কোন বিশেষ চাতুরী দেখিতে পাওয়া গেল না। বঙ্গেশ্বরের মৃগয়া একটী হাস্য জনক অংশ বটে, কিন্তু সেরূপ পয়রের সার জন ফলষ্টাফের রাজকুমার হেনরির সহিত বনমধ্যে চুরি করিতে যাওয়ার কথা মনে হইবামাত্র ঐ হাস্য রসের কিছু ব্যাঘাত হইল। সারজন ফলষ্টাফকে যেমন স্বপক্ষীয় লোকেরা বেশান্তর পরিধান করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, বঙ্গেশ্বরকেও তেমনি নিজের লোকেরা বিপক্ষ সাজিয়া আক্রমণ করে। তবে গোঁজ ধরাটী বোধ হয় নূতন। সাইকোলজিবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়জন প্রধান শিখণ্ডিবাহন মকরকেতন, বঙ্গেশ্বর, রণকল্যাণী, সুরবালা ও সুশীলা। এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই। কামিনী সম্বন্ধে শিখণ্ডিবাহনের যেরূপ কথা বার্ত্তা দেখা গেল, এবং সুশীলা ও মকরকেতনের তাঁহার উপর যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে শিখণ্ডিবাহনকে গম্ভীর প্রকৃতি ও বিজ্ঞ বলিয়া মনে হইল কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ সাজা রাজার সম্মুখে মৃত্যু করিয়া মিলন ও প্রকাশ করা, দেখিয়া সেতার উড়িয়া গেল; পিতার নিকট সলজ্জ ভাব ও পূর্ব্বকার কথা বার্ত্তা দেখিয়া রণকল্যাণীকে শান্ত ও ধীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু রাধিকা সাজিয়া অভিসার করা দেখিয়া এবং বুড়িকে বৌ সাজাইয়া শিখণ্ডিবাহনের কোলে ধরা ধরি করিয়া দেওয়া দেখিয়া সেতার চলিয়া গেল। মকরকেতনের মন পরিবর্ত্তন যেন এক কথায় হইয়া গেল। যে মৈথরিনকে এত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে এত সহজে ভোলা অস্বাভাবিক। মনের মধ্যে আরও কিছু সংগ্রাম হওয়া উচিত ছিল। গাঙ্গারীর অনুতাপ ও স্বপ্ন সঞ্চরণ যেন লেডি ম্যাকবেথের ছবি খানি। লেডি ম্যাকবেথের পাপ ভয়ঙ্কর ও অপ্রতিবিধেয় বলিয়া সুতরাং তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও ভয়ানকত্ব আছে। গান্ধারীর পাপ অপ্রতিবিধেয় নহে সুতরাং তাঁহার অনুতাপ বড় মনে লাগিল না। ইহা ভিন্ন বস্তুগত দোষও আছে। রণকল্যাণীর স্বাধীনতা সূচক কথা বলা, ও পাঙ্গারি বিবাহে যবাক, মৃত্যুসময়ে বিরহ দিবার সময় গল্প করিয়া মুখচুম্বন এ সমুদায় ইংরাজী ভাব, আবার ছাঁদলাতলা, বুড়ীকে বউ সাজাইয়া ঘরের কোলে দেওয়া, এসকল দেশী ভাবও আছে। সুরবালা প্রভৃতির রসিকতা তত মধুর বোধ হইল না।

মানস বিকাশ (২) এখানি পদ্যগ্রন্থ কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। ইহাতে অনেক ভাল কথা আছে। এখানি বোধ হয় গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল তিনি চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে একজন সুলেখক হইতে পারেন।

বিবিধসংবাদ।

১৮ এ মার্চ্চের সে বার।

এবার বঙ্গদেশের অধিকেনের সাতবারের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অধিকেনের ১ মাসের শুল্কে ৪৪৫৫১২০ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকেনে ৩১৪১১০ এবং মালওয়ার অধিকেনে ৩১৮১০১০ টাকা হয়।

এতদিনের পর ইংরাজরা অনেক কষ্টে আবদুল আজিজের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী একরার পত্র লইয়াছেন যে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া ও মানের কাগজ তত্ত্বাবধান করিবেন না; এবং তাঁহাকে যে সম্মান দিয়াছি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজদিগের মত না লইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত একসপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১০১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

---

(১) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর প্রণীত মূল্য সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা মাত্র।

(২) গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

অনেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়েছে।

অদ্য কলিকাতায় ঠিকা গাড়িওয়ালদিগের একটী সভা হইবে। যেসে গাড়ি চালান বন্ধ করাতে এবং এতদ্ভিন্ন পুলিস কর্ত্তৃক কয়েক জনের দণ্ড হওয়াতে এই সভা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার নির্দ্ধারণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি চালান বন্ধ করিবে এই রূপ কল্প করিয়াছে। এক ব্যক্তি দুরা পানে মত্ত হইয়া অতিশয় বেগে গাড়ি হাঁকাইয়াছিল বলিয়া উহা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পতিত হইয়া তাঁহার ঘোড়াগুলীকে আঘাত লাগে, এ নিমিত্ত আর কেহই বেগে গাড়ি হাঁকাইতে পারিবে না এরূপ আজ্ঞা দেওয়া কিন্তুর ন্যায় সঙ্গত বলা যায় না। এটী যদি ন্যায় সঙ্গত হয় তবে লাট যেসে একজন ওহাবির অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছিলেন বলিয়া যাবতীয় ওহাবির অস্ত্র সমস্ত কাড়িয়া লওয়া উচিত।

পারসোয়ান্না টিকারণে উপনীত হইয়াছেন।

যাঁহারা ট্রামওয়ে দ্বারা যাতায়াত করেন তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী দুই একটি কটের বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই, যেসব স্থানে ট্রামওয়েটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এটী উঠিয়া গেলে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ বর্গ ফোস্কা নিষ্ক আন্দোলন করেন। তাহাদের যে কয়টী টাকা প্রায় ফেল ট্রামওয়ে প্রভৃতি হইতে পাওয়া সিদ্ধ হয়।

গি ,ভ মহাশয় বীতিলাভ করাইবার জন্য, পার্লামেণ্টে যে আবেদন করেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মাদ্রাজ ঐ গার্ড বলেন, মাদ্রাজ আফিসের ডাইরেক্টরেরা তাঁহাদিগের সভার গত অধিবেশনে যাবতীয় কর্ম্মচারীর বেতন কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। সুতরাং চাকরী ত যুটা ভার, যাহাদের নিকট যে বেতন পাইতেছে ক্রমে তাহার হ্রাস হইবে, চাকরীতে এই সুখ, ইংরাজী

টকে চাকরী চাকরী করিয়া প্রাণান্ত হইবে তথাপি বাণিজ্য বা শিল্প প্রভৃতি অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা পাইবে না।

পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনরল ফন সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া পুনরায় এই পদ দিয়াছেন।

ইন্দোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিছু দিন হইল প্লেগ এবং বসন্তের লোকদিগের মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করা হয়, ইহাতে ৩৪ জন হত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হয়।

শুনা যাইতেছে কায়েল সাহেব দাবি করিয়া দিয়াছেন বালিকাদিগকে কেহ যেন বৃত্ত শিক্ষা দিতে পারিবে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ব্রাহ্ম বান্ধবদ্বয় মিত্র মহাশয়ের আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, শীঘ্র বীর কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডে পুনরায় এসোসাইয়েশনের রিফরমেসন যুক্তিত হইতেছে। যিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিলাতে লিখিয়া আসিয়াছে এক ব্যক্তি এক খানিমাত্র লৌহ অথবা ইস্পাত দ্বারা জলের জাহাজ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি কোন রূপ রিবেট না দিয়া কেবল লৌহপাতের দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি এক ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়াছেন উহা দ্বারা এই কার্য্য অতি অল্প মূল্যে সম্পন্ন হয়।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে মেসাচুসেট্স্ নগরে একটী আশ্চর্য্য বিড়াল আছে, সে আলমিন অনুসন্ধান করিয়া পাইলে উহা জিহ্বা দ্বারা উঠাইয়া লয় এবং একটী কাগজে বিদ্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ একশত পিন সংগৃহীত হইলে সে উহা তাহার মোকদ্দমে লইয়া গিয়া উহার পরিবর্ত্তে আংশিক ফল পায়।

* ভারত সংস্কারক মহেন্দ্র প্রতাপ ডাকাইতীকারী ধরিয়া বন্ধ হইয়া যে ৪ জন পোলিসম্যান, ৫ জন প্রাণ এক জন ডাকাইত তাহাদিগের ঘরে মশালের সন্ধান করিয়া দেয়, অনুসন্ধানে অন্যান্য স্থানের ডাকাইতির মশাল প্রভৃতি ধরা পড়াতে তাহারা পুনরায় শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান হইয়াছে, পুনরায় তাহাদিগের বিচার হইবে।

জেলা ২৪ পরগণার মজিলপুর, ডায়মণ্ড প্রভৃতি স্থানে অল্পদিন মধ্যে মহা ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়াছে। গত ২ খানি নৌকায় কাঁচে, তদ্দ্বারা সকল সময় ঝড় হয় না, এজন্য অত্রত্য ডিস্পেন্সরীওয়ালা তাঁহার বাহু ঔষধ বলিয়া মদ্য বিক্রয় করিতেছিলেন। যাহাহউক তাঁহার দুর্ভাগ্য যে ধরা পড়িয়া ২০০, টাকা দণ্ড দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে অনেক ডিস্পেন্সরী হতে মদের ভাঁটী মিলিতে পারে।

মাদপুরে বন্দর প্রস্তুত করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ১০ কোটী ৫০০ টী অংশ করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ৩০০ অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি যে ধরনার করিবেন উহাতে মেদারের সব জজ তাহার উপস্থিত থাকিবেন।

কালী পূজা উপলক্ষে কলিকাতা সেসন ও মফঃসল নয় সপ্তাহ আফিস বন্ধ থাকিবে।

কর্ণেলকে বৃত্ত দেহ কবরিত করিবার রীতি আছে। সম্প্রতি অন্যান্য অনেকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্যুদ্বিহের ন্যায় শব দাহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইরিশ পুলিসদিগের কার্য্য পরিবার জন্য কর্ত্তারা কতকগুলি সাহেবের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন। যাবতীয় সেসনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই আবেদনের [illegible]

কিন্তু সিম চাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমচাঁদের ন্যায় অনেক লোপার চাঁদ পুলিস বিভাগ আলোক ময় করিয়া আছেন, সেগুলি অস্তর্হিত না হইলে পুলিস বিভাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম বঙ্গদেশীয় সিবিল সার্ব্বাণ্ট হুযোগ্য কর্ণেল সাহেবের স্কন্ধ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর মৃত্যু কেবল আমাদিগের নহে, অনেকেরই শোকের কারণ হইবে।

শুনা যাইতেছে ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া পুলিস কমিশনর এবং জষ্টিস দিগের সভাপতি এই উভয় পদ গ্রহণ করিবেন। এই দুটী পদই গুরুতর, এই কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। এ সম্বন্ধে অনেকেরই মত নাই। কিন্তু মত না থাকিলে কি হইবে, ডিউক অব আর্গাইল ইণ্ডিয়া আফিসে বসিয়া যাহা করিবেন তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস ও ক্ষমতা কি কাহারও আছে?

১১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিএট প্রেসের প্রায় ১৫০ জন কম্পোজিটর প্রেসে কর্ম্ম করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহাতে সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় বেতনের বন্দোবস্ত না করিলে আর তাহারা কর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্মঘট ক্রমে সাংক্রামিক রূপে ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন সম্প্রতি শোলাপুরে কতকগুলি হিন্দু একটী সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। এ সাবান এরূপ প্রস্তুত হইবে, যে অতি সূক্ষ্মবস্ত্রেও ইহার ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকিবে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় ভিন্ন কোন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না বলিয়া বোম্বাইর লোকেরা যে প্রতিজ্ঞা করেন, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে এই সকল ফল ফলিতেছে। দেশের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে বোম্বাইর লোকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকদিগকে পরাস্ত করিতেছেন।

৩০ এ আশ্বিন বুধবার।

গত শুক্রবার কলিকাতায় তিন বৎসর বয়স্ক একটী শিশু ত্রিতল ছাদের উপর হইতে পতিত হওয়াতে মরিয়া যায়।

সম্প্রতি ভাবলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাকের নিকট একটী কৌতুকাবহ সমস্যা উপস্থিত হয়। একটী বালক একটী দোকানে খাদ্য দ্রব্য চোরাইবার চেষ্টা করিত। কিছুদিন পরে সে কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সে স্বদোষ স্বীকার করিয়া বলে সে ঐ জিনিসগুলি লইয়া বাটীতে যাইবার পথে দেখিল ভাঙ্গা মাঠার মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া সে শবটী লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে দাহ করিয়া ঐ অপহৃত দ্রব্য গুলি তীরে রাখিয়া স্নান করিতে যায়। স্নান করিয়া উঠিয়া দেখে কে সেগুলি লইয়া গিয়াছে। উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ ঘাটা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে আর ছয় সপ্তাহ মেয়াদ খাটিতে হইবে। চোরের ধন মাটী পাঠে লইল, চোর কারারুদ্ধ হইল।

ইতিমধ্যে মাগলালার লার্ড মেলিয়রের সিমলা পরিত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু তিনি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ২৯ এ অক্টোবরের পূর্ব্বে আর সিমলা হইতে যাত্রা করিতেছেন না। রাজধানীতে আসিতে হইবে এমন কোন বিধি নাই। যখন যা চালিয়া দিয়াছেন, তখন এত শীঘ্র শীঘ্র নাই আসিলেন।

১ লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত কল্য রাত্রে কলিকাতিস্থ কোন ভদ্র লোকের গৃহে সিঁধ হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই। প্রথমে চোর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রলোকটীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া ছিল। মনে করিল গহনা লইব। ভদ্র লোকটী তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চোর চোর বলিয়া উঠিলেন, অমনি চোর সিঁধ দিয়া পলায়ন করিল। পাহারাওয়ালা তাড়াতাড়ি যে কি করেন বলা যায় না। সেনাপতি খানার ইন্সপেক্টর বাবু যদি যোগ দেন, তাহা হইলে উপকার হয়। হরিনা ও রাজপুরের মধ্যে প্রায়ই সিঁধের কথা শোনা যাইতেছে।

আমেরিকায় সকলই সুদৃশ্য। তথায় শূন্যের উপর একটী আস্তাকর স্থান প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। গ্যালবেষ্টন নামক একটী স্থানে একটী বড় লেমুন রক্ষা হইবে, উহা সৌধ ভার দ্বারা ভূমির সহিত আবদ্ধ থাকিবে। লেমুনটী একশত জনের বাসোপযোগী করা হইবে। একটী ছোট লেমুন দ্বারা ঐ লেমুন উঠিতে হইবে। স্থানযান যন্ত্রে বাতাসের উপক্রম দেখিলে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, লেমুনটী তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নামিয়া পড়িবে, ঝড় থামিয়া গেলে পুনরায় শূন্যে উঠিবে।

দিল্লী গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, পত্রের সাম্মুখ নামক স্থানে সেদিন ঝড় হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সে দিন বৈটকখানায় একজন ফিরিঙ্গির বাটীতে একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক একজন এদেশীয় দাসীকে ছুরিকা দ্বারা গুরুতর আঘাত করে। আহা স্ত্রীলোকটীকে মেডিকল কোলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

হারজিলিঙ্গ ‘অবজর্ভর’ বলেন বৃষ্টির অভাবে তথায় এবার চা অল্প জন্মিয়াছে, যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তা অপেক্ষা অনেক কম জন্মিবে।

কটন কমিসনর রিভেট কার্পেক সাহেব পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে দোষে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করা হয় গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন সে গুলি অমূলক।

লক্ষ্ণৌএর কতকগুলি হিন্দু সম্ভ্রান্ত ও অমৃত বাজার পত্রিকার সিদ্ধান্ত যে লক্ষ্ণৌয়ের নালীশ করেন, তাহাতে আদালত বাদীর সপক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আদালত বলেন যাহা লেখা হইয়া

ছিল তাহাতে লাইবেল হইতে পারে না। ইহাতে ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহারা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন কিন্তু ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আদালত অন্যায় করিয়া একজন সম্পাদককে জেলে দিতে পারেন না।

গত শনিবার জয়পুরের রাজা সিংহলা প্রস্থান করিয়াছেন।

হুগলী মহসীর উপরে যে সেতু হইতেছিল গত বৃহস্পতিবার উহা খোলা হইয়াছে।

আউড এক্সেলসিয়র বলেন, অযোধ্যার অনেক সর্ত্ত এবং তালুকদারের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা ভাল বলিয়া গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, সেজন্য এ দরবার হইবে তাহাতে তাঁহাদিগকে পুরাতনানুসারে নজর দিতে হইবে না। ভারতবর্ষের দরিদ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।

গত ৪ ঠা অক্টোবর চন্দ্রার যুবরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার অভিষেকের পর এক দরবার হয়, এবং সন্ধ্যা কালে নগর আলোকময় করা হয় এবং নানা রূপ বাজী পোড়ান হয়।

গ্রেহাম সাহেব পদত্যাগ করাতে পাল সাহেব আডবোকেট জেনরলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হুগলীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তর পুনর্ব্বিচার হইতেছে। গত ১০ ই ও ১১ ই অক্টোবর কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আসল সাক্ষী তেলী বৌএর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সেই জন্য আগামী ২২ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত মকদ্দমা বন্ধ হইল। মক দ্দমা চলিতে চলিতে এলোকেশীর পিতা মাতার মৃত্যু হইল, তেলীরো উধিয়া গেল। ঐ সকল কেমন কেমন লাগিতেছে। যাহা হউক মহান্ত বাবাজীকে ধন্যবাদ !!!

শিবা রক্ষার মাসিক প্রিবাহুরের একজন উকীল একটী হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। যে সকল দরিদ্র বিধবা পতান্তর গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ ইনি একটী ফণ্ড করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়া তাবিল ভাষায় বিধবা বিবাহ বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাও তাঁহার ইচ্ছা। অনেকে এবিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হিসাব বিভাগের ডেপুটী কমিশনর একজন সিবিলিয়ানি সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একটী মুসলমান বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেব ১৯ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ বিষয়ক আইনের নিকটে জবাব দিতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক সাহেব বুড়ো বয়সে এ কাজ করিয়া ভাল করেন নাই।

গত পূর্ব্ব বুধবার বোম্বাইয়ে পোর্ট কমিশনর কোম্পানির এক সভায় অধিবেশন হয়। তাহে রেইন বিগের রিপোর্ট অনুসারে ১০৭০৩ টাকা লাভ হইয়াছে। চেয়ার মান বলিলেন, কোম্পানিকে শীঘ্র ডাউনের কলের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, অতএব এ টাকা অংশিদার দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিয়া ঐ টাকা কল চালাইবার জন্য মূল ধন স্বরূপ রাখিলে অনেক কাজ হইবে।

২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার।

সাঙ্কুলিস্ কোকে শিশুদিগের কাশ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত রোগাক্রান্ত অনেক শিশু তন্ত্রত্য গাধার কারখানায় গিয়া আরোগ্য লাভ করে। গাধা হইতে গরুদের একরূপ দুগ্ধ নির্গত হয়, তৎ সেবনদ্বারাই এই রোগের উপশম হয়। এ ভিন্ন যাহারা এই কারখানায় কর্ম্ম করে তাহাদের প্রায় ওলাউঠা হয় না। এই সংবাদটী চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

গয়াতে যত গয়ালি আছে তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ডের গয়ালি সর্ব্বাপেক্ষা বড়ী ও মহান্য। অদ্যাপি ইনি গয়া ফিলা অঞ্চলে বার্ষিক ১৬ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কোন বন্ধু হইতে এই সংবাদটী পাইয়াছেন। মুটী মুবক সেদিন কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। একজনের পিতা পুত্রের বিরহে কাতর হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার পুত্র যে জাহাজে যাইতে ছিলেন, সেখানি জলমগ্ন হইয়াছে। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তার পরদিবস তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমত সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তারে কি সংবাদ আসিয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম দেখেন যে ঠিক যে সময় তিনি স্বপ্ন দেখেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্রের জাহাজ জলমগ্ন হয়।

সকলেই জানেন আমাদের দেশে মধু মুল ছাই এ সকল দ্রব্য কোন কাজে আইসে না, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার ব্যবসায় আছে, ইহাতে তথায় বার্ষিক ৮ কোটী টাকা হয়। এদেশের কৌরকারেরা চেষ্টা করিলে বড় মানুষ হইতে পারিবেন।

৩রা কার্ত্তিক শনিবার।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পাঠে জানা গেল বারাণসির কতকগুলি পণ্ডিত, একজন কায়স্থের প্রার্থনানুসারে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে।

রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে।

লণ্ডনে প্রথম মেট্রোপলিটন ১৮১৪ অব্দে এলবাহীপে যে বাটীতে বাস করেন সেটী বিক্রয় করা হইবে। উহার মূল্য ৪০০০০০ টাকা স্থির হইয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন তিনি আপাততঃ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতের দুর্ভাগ্য।

বোম্বাইয়ে পাণ্ডুরঙ্গ নামক এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়া [illegible] বলিয়াছে বর্ষ [illegible] করিবার জন্য [illegible]

জমজন্তি এই, মেজর যাক ডোনাল্-। ডের হত্যাকারী নাহারু খাঁ কাবুল হইতে পলায়ন করিয়াছে।

মান্দ্রাজে আর একটী কোম্পানি হইতেছে, সুতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়ন ইহাদিগের উদ্দেশ্য। কলিকাতা কি কেবল দাবা খেলিয়া রাজধানী হইবেন?

গত কল্য আগ্রা হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত রাজপুতনা রেলওয়ে খুলিবার কথা ছিল ইহা দ্বারা আগ্রা হইতে ভরতপুরে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে।

বোম্বাইর একজন পারসী উৎকৃষ্ট লৌহ কারখানা সকল দেখিবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। এব্যক্তি একটী লৌহ কারখানা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন। ইউরোপের ভাল ভাল কারখানা সকল দেখিয়া আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি করা ইহার উদ্দেশ্য।

মিরর শুনিয়াছেন, পয়লা নবেম্বর হইতে শিয়ালদহের নব হাসপাতালটী উঠিয়া যাইবে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ১৮৫৯ অব্দে লাড ডেলহাউসি কাপ্তেন গোবাড সিংহ এবং মর্দ্দার উত্তার সিংহকে যে পত্রাঘ হইতে খালাস করেন এবং যাহারা এ পর্য্যন্ত রাজ বন্দীভাবে এলাহাবাদে ছিলেন সম্প্রতি তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ করা হইয়াছে। ইহারা রাজা দোরসিংহের ভ্রাতা ছত্রসিংহের পুত্র।

এক ব্যক্তি মিরাটের জেলে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবদ্ধ হয়। ৪৫ বৎসর জেলে থাকিয়া সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মিরাট্ জেলে বোধ হয় কাহেলি বড়ো সভ্য নাই।

কিরণ বলেন, কতকগুলি হিন্দু কুলি মরিসেডোসের কলম্বিংটন কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে।

মান্দ্রাজ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রেসিডেন্সিকে পরাস্ত করিয়াছে। এক্ষণে তথায় ৫১১২ টী বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। বোম্বাইএ ইহার অষ্টমাংশ মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে যায়।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন। সর উইলিয়ম হার্শেল ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার কর সম্বন্ধে প্রজাদিগের যে গোলযোগ হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থে বিশেষ কমিশনর হইবেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সর্ভিসের পরীক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজের মেডিকেল কালেজ হইতে ৫ টী ছাত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের কোরেশ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কোথাও বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহুসংখ্য লোক ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে। বিদেশীয় পথিকদিগকে কান্টোনমেণ্ট দিয়া যাইতে দেওয়া হইতেছেনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

ন্যায্য ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই অক্টোবর। পুর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ ডবলিউ ব্যাডকক আগল পুরে বদলী হইলেন।

৯ ই অক্টোবর। বাবু তারিণীলাল চৌধুরী চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন, বাবু গৌরমোহন বসাক ত্রিপুরায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু রসময় দত্ত নওয়াখালির দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১১ ই অক্টোবর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি কাপ্তেন রমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কালেক্টরের ছোট আদালতের জজ কাপ্তেন এ এস প্রকেয়ারকে নিজ কার্য্য ভিন্ন দিনাজপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিতে হইবে।

পাটনার ছোট আদালতের জজকে আর দিনাজপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের কার্য্য করিতে হইবে না।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পুর্ণীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পাইকপুরের রাজা (জমীদার) শৌরচন্দ্র হরিচন্দন মানসিংহ বর্ষীয়ান অসমবয়স্ক মহাশয় মার-

রণ হাস বাবু ব সহ ১৩ অ ড. পণ্ডিত চরণ দাস বাবাজী ' শ শুভ গে পীনাথ মল্লিক।

১৫ ই অক্টোবর। এফ এচ পিলেট প্রথম বেঙ্গল।

ম এচ মর সন ডেপুটী ক লেক্টর বাবু হাইচরণ ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সালামত আলী পূর্ণিয়ায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী সিরাজুলহক দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সি, এ এফ পার্কার সব কমিসনের জন্য প্রতিনিধি পুলিস ইনস্পেক্টর জেনরল হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টেণ্ট সর্জ্জন নবীন চন্দ্র দত্ত কিছুদিনের জন্য মধুবনীর চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সি মার্শাল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। টাইমসের সংবাদদাতা লিখিতেছেন, নব রক্তে কালিফর্ণিয়ার এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটী ভয়ানক হইয়াছিল। ক্লিপ বলিকানেরা পুনরায় সিউদাদ ক্রেরিএনার আক্রমণ করিয়াছে। এক বার্ত্তা আসিয়াছে সে আপনাকে অটীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

লর্ড হাউটনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর সর সাদুলস এবং লেডি বেকার উপনীত হইয়াছেন।

কলেন আ কলের অস্তর সেক্রেটারির অনরে বল ডিনর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ম বার্বিতে কা লইর অবতরণ করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর ১ লা সেপ্টেম্বর ক ল কাতা হইতে যে মেইল ছাড়িয়াছিল তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক ১২০০০ টাকা অন্য ধরণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ ই অক্টোবর বে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের মিন্ট উৎকৃষ্ট ৪ র কম হইয়া পড়ায় ৪ টাকা করা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক হইতে ২০৪ ০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার ৪ র স্থলে ৫ টী করা হইয়াছে।

[illegible] বাঙ্কের [illegible] উৎপত্তির [illegible] [illegible] [illegible]

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

" মার মা আটিলে ও
শুকাইয়া যাও "

অস্মদেশীয় লোকেরা অতি সামান্য ভাবে এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের সেণ্টেলেক্ট সর্ব্বত্র যাবতীয় এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বিষয়ক নূতন বন্দোবস্তের সহিত এই কথাটীর বেশ সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীকে শিক্ষাবিভাগের এক প্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়াছেন। যিনি কমিটীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার হস্তে এত কাজ যে, আমাদের বোধ হয় তিনি ক্ষণকালের জন্যও শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা মাকি সাধারণ মেম্বরূপে পরিগণিত, তাঁহাদের অধিকাংশই সাক্ষিগোপাল স্বরূপ। তাঁহারা কমিটীর স্থানে পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। এমতাবস্থায় উক্ত কমিটী দ্বারা যে শিক্ষা বিভাগের কতদূর উন্নতি হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই নওগাঁও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী গত অধিবেশনে যে একটী অসার ও চিন্তা-শূন্য কাজ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, উক্ত কমিটী শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিয়া থাকেন। এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের কতদূর অভিজ্ঞতা আছে।

মর্ব্বাল স্কুল সমূহের নূতন বন্দোবস্তানুসারে এই নওগাঁও মর্ব্বাল স্কুলে একজন দ্বিতীয় শিক্ষক নিয়োগ করিবার আদেশ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কমিটী পূর্ব্বে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণ উক্ত তত্ত্ব জানিয়াই, কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। শুনিলাম, সেক্রেটারী মহাশয়, কমিটী ভুক্ত থানা আবেদন পত্র উপস্থিত করেন। আবেদন কর থানি মাকি লেপাকা হইতেও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আদেশ হইয়াছে, " প্রার্থীদিগের নিখিত বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহাতে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকেই উক্ত কাজে নিয়োগ করা যাইবে। " কিরূপ ব্যক্তিরা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই। কিন্তু প্রার্থীদিগের কাহারো কাহারো অবস্থা ও তাঁহাদিগের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কমিটীর কার্য্যপটুতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা শ্রুত হইলাম, প্রার্থীদিগের মধ্যে অত্রস্থ বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক, দুই জন এণ্ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষক, অপর কয়েক জন জিলা স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রার্থীদিগের মধ্যে অপর কাহারো সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক সম্বন্ধে কমিটীকে কিছু বলিতেছি। দ্বিতীয় শিক্ষক একজন বাঙ্গালী তিনি বাঙ্গলা দেশে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ৪ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত আছেন। মধ্যে মধ্যে একটীং রেড পণ্ডিতও হইয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষক একজন আসামিয়া, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ। প্রায় ৪।৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়। এরূপ অবস্থায় কয়েক জন স্কুলের বালকের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করা কি ইঁহাদের অবমাননা করা নহে? আর শ্রুত হইলাম, উপরোক্ত আদেশ প্রচার হওয়ার পর অত্র বাঙ্গলা স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমরা একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইব। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উপসংহারকালে আমরা কমিটীকে একটী মুপরামর্শ দিতেছি তাহা গ্রহণ করি, আমাদের শুভ্রাকে একেবারে বধির হইবেন না।

আসাম দেশে আসামিয়া ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। যদি আসামিয়াদিগকে কাজ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করুন। যদি কোন দিকে পক্ষপাত না করেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীদিগেরই হারিয়া অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে হারিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়া ঐ কাজে নিয়োগ করা উচিত ছিল।

১। আসামিয়া ভাষা ও সাহিত্য।

২। অঙ্ক-চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত।

৩। ক্ষেত্র ব্যবহার সামান্য ক্ষেত্রের পরিমাণ।

৪। মৌজাদারী ও মহাজনী হিসাব।

৫। খড়, পাটা, ও কড়ুলিয়ত সমন্বের রসিদ মাটী বেচা কেনা ইত্যাদি।

৬। মৌজাদারের পিয়াদা ও গোলার হিসাব

৭। ভূগোল পৃথিবীর চারিখণ্ড ভারতবর্ষ ও আসাম দেশের বিশেষ জ্ঞান।

৮। আসামিয়া সরার মিত্রও থাকা ভারতবর্ষ, আর আসাম দেশের মুরব্বি।

১৮৭৩ সন
সেপ্টেম্বর } আসাম নওগাঁও

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! বিগত রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় এই হরিমাতি, রাজপুর, মালফপ্রভৃতি স্থানের সমুদায় টাঙ্গনওয়ালা একত্রে হরিমাতি স্কুল বাটীতে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সভাটী অনুষ্ঠান করিবার কারণ এই যে, এ প্রদেশ সাউথসুবারবন মিউনিসিপালিটী ভু এই প্রদেশ বর্ষে বর্ষে টাক্স দিয়া থাকে, কিন্তু টাক্স দিলে কি হইবে? টাক্স দাতাদিগের উপকার যথেষ্ট হইতেছে। প্রায় ১০ বৎসর এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত একটি ও রাস্তা কিম্বা ঘাট প্রস্তুত হয় নাই, প্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, যে সকল পথ আছে তাহার সংস্কার হয় নাই। কেবল, গবর্ণমেণ্টের যে পাকা রাস্তাটী গিয়াছে সেইটী এক এক বার পরিষ্কার হয়, হয়। সেটী আবার গ্রামের বাহিরে, সেটীতে গ্রামবাসীদের কোন উপকার হইতে পারে না।

পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেহই মিউনিসিপালীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন নাই।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, হকদলে বায়ুর সংযোগ অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মফাস্বল চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

ডাঁশুটিদের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সাবধান করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র লেখান যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

[illegible] তালবনে চিঠী আসিলে তাহারা শীঘ্র পাইবে।

কাঁথায় মাসুল দী দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

[illegible] ডাকমাসুল দিতে হইবে। [illegible] সর্ব্বত্র দুই আনা তাহার পর ৵১০ দুই আনা দিতে হইবে। যিনি আরব কাল বিলম্বে দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইতে পারে।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

সম্প্রতি হরিনাভিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ [illegible] মহাশয় সভা হইয়াছেন। তিনি সভা হইয়াছেন বলিয়া আমরা মিউনিসিপালিটী বিষয়ে কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি। এপর্য্যন্ত যত টাকা উদ্বৃত্ত হইত তাহা দ্বারা গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি পরিষ্কৃত ও মেরা ২ হইত। আমাদের কিছুই হইত না। তজ্জন্য নবীন বাবু প্রার্থনাপত্রে আমাদের জন্য সভার অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না। কারণ সভা বেহালা গ্রামে হইয়া থাকে এবং সেখানকার সভা অধিক, সুতরাং তাঁহাদেরই কথা খাটিয়া যাইত।

এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া এতদেশের ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া যাহাতে উক্ত মিউনিসিপালিটী ভিন্ন হয় তাহার আন্দোলন করিলেন। তৎপরে সোমপ্রকাশে লেখা হইল। এই অবসরে ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় জানিতে পারিয়া টালিগঞ্জ থানার ইনস্পেক্টর বাবু কালিদাস বসু মহাশয়কে ইহার তদন্ত করিতে পাঠান। তিনি যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কতক গুলি সাধারণ লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মিউনিসিপালিটী টাক্স আদায় হইয়া কি হয়? তখন তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তদন্ত করিয়া কি ফল হইয়াছে তাহা অদ্যাপিও জানিতে পারা যায় নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনার্থ এই সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় ১৫০।২০০ ভদ্রলোক এবং টাক্সদাতা সমবেত হইয়াছিলেন। রেলের রাস্তা ঘাটের উপকার হইবে ও'হল সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রথমে হরিনাভি স্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক বাবু শিব নাথ শাস্ত্রী এম, এ, বলিলেন "এবিষয়ে সভা করিতে গেলে একটী সভাপতি এবং একটী সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক। সকলেই সম্মত হইয়া বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি এবং উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্পাদক করিলেন। তৎপরে সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য [illegible] করিলেন। অনেকেই সেই সময় বলেন ও ভাবিলেন "মিউনিসিপালিটী এই রূপ পদার্থ আমরা ওতদিন জানি নাই।" এই সভার কার্য্য নিম্নলিখিত রূপ নির্ব্বাহ হইবার জন্য রাজপুর হরিনাভি এবং বালক হইতে কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত করা হইল। সকলেই সম্মত হইলেন। তৎপরে সভার যত লোক উপস্থিত ছিলেন আসিবার জন্য সত্ত লেখা কাকর গ্রহণ করা হইল। এইরূপে সেই দিবস প্রথম অধিবেশন হইয়া উক্ত বিষয় গুলি নিষ্পত্তির্থ সময় কাটিয়া গেল। অন্য কিছুই হইল না। আগামী অধিবেশনের দিবস নির্দ্ধারণ হইবে। যত আবেদন দিয়া মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যত চিঠী, পত্র সমুদায় এই সভা হইতে যাইবে। এই সভা যা ২ ক্রমশঃ উল্লেখ করিতে হইবে। ইহার ফলম যেন সভাটী চিরস্থায়ী হয়।

হরিনাভি
১১ ই অক্টোবর
১২৮০ সাল

অনুগত
শ্রীকো—

নদীয়ার নদী।

সন ১২৭৩ সাল ১০ ই অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মোহানার অন্তরাদপুরের নীচে	১৪	
তথা হইতে ছয়পুর	৫	
তথা হইতে অধিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১২	
অধিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৯	৮
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৪০ মাইলের মধ্যে	১০	৬
কাটোয়া হইতে নবীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৬

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ই অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

		ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর ১৩ অক্টোবর ১৮৭৩	শ্রীযুক্ত সি, ই, উইলকিন্সন কিউরিং ইঞ্জিনিয়র বেঙ্গল লোকাল ফিমার ডিপার্টমেণ্ট।	১২	

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

ম ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রজাসুখে পৃথ্বীনিধিসুখে পার্থিব: সজ্জনো অতিসজ্জতী ন ছীয়তা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা / অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫। টাকা / সন ১২৮০। ১২ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ২৭ এ মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

[illegible] ৴০

শুভ যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ১৪ নং মির্জ্জাকাশ কেনেরে মেডিকালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ বিতায় গলি।

শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সার সুসারে

শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির

জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, জন্মাবধি স্বধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্কালের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অন্বয় সহিত বিরচিত হইয়া উত্তমরূপ সজ্জে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় বটে। অবলীলক্রমে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপায় বোধ হয় যে মহাশয়ের প্রতি তিলার্দ্ধ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৮৭ নং শুভ্র ভেষজ ও বারাণসী সোনারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন, পত্র রেজিষ্টরি পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

যাহারা কারীগরের প্রতি প্রতি খণ্ড	১৷৷০
বিনা যাহারকারী	১
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	৵

শ্রীনন্দলাল শুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মহারাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কেয়ার ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত লাখিরাজ পরগণাস্থিত এবং ৬১৭ নং কালেক্টরীর হৌজীভুক্ত তালুক কিসমত ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হুগলী জেলার অন্তর্গত বড় পাইকান পরগণাস্থিত ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩ নং কালেক্টরীর হৌজীভুক্ত তালুক কিসমত লাবড়া ও চর লাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা পরগণাস্থিত এবং ১৫৬ নং কালেক্টরীর হৌজীভুক্ত তালুক মৌজে মুক্তারাম। এবং উক্ত পরগণাস্থিত ১৭৬ নং কালেক্টরীর হৌজীভুক্ত সেরপুরস্থ লাখেরাজ ভূমি সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার অপরাপর সর্ত্তের জন্য উক্ত রাজবাটীর একটি কিউটার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬ নং বাটীস্থিত আফিসে বিষয়ি ব্যক্তিদের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন।

১৮৭৩ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত পুর্ব্বোক্ত স্থান সকলে পাট্টা দেওয়া রহিত করা হইবে এবং ৪ মাসা ৮ রতি বেলা ১ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত সালের ডাক হইবে এবং (অন্য সকল সুবিধা সত্ত্বে) হাইয়েষ্ট বিড্ডরকে দেওয়া হইবে।

" শুভ কল্পদ্রুম। "

মহারাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের

সংস্কৃত অভিধান ছিটার

যন্ত্রে মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে ডিমাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ১০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আদালতসমূহের কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়। বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সমেত শ্রীযুক্ত এইচ, টী, প্রিমসেপ সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল ৸০ আনা।

থ ‘কল্প’ প্রিন্টিং এ কোং

বাবু হরনাথ বসু [illegible] কর্ত্তৃক প্রণীত

জয়দেব ১ ৫৩ অং।৫ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৶০ ডাকমাসুল ৴০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লাহবাজার হিন্দু হষ্টল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ।৶০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৷৷০ ডাক মাসুল ৴০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাসুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাসুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষক্‌বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত চার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাসুল ৴০।

কলিকাতা
জানবাজার হিন্দুহষ্টল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অফসেট ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কার্ণার ব্রিক।

কারার ফ্লে

বাটী, মর্ত্তমান ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } হয়ড এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ক্লিনিকাল্ ডায়গ্নোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থাৎ
রোগ বিচার এবং ব্যাধির
নৈদানিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য ৮ পেজি ক্রাউন ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাসুল ৷০ আনা। উহার বাঁধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। মুদ্রাঙ্কণ এডুকেশন গেজিট এবং কলিকাতা আলবার্ট প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

সুধাধারেই গ্রাহক্য আর্য্য-দিগের

দুই ভাগ একত্র বাঁধাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ৴০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিণী নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এতদ্ভিন্ন এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন বালকের ব্যাধোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব নিবারণোপায়, প্রসূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে মুখোপকথনচ্ছলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ।০। এতন্নিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা-দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। পক্সীর-পালস (৫ম সংস্করণ)
মূল্য ৴০

৫। টীকিৎ বিচার (বোটানি) ৷৶০

৬। ফুইমাইগ্ প্রয়োগ-প্রণালী ৴১০

গ্রন্থকারের ডাকমাসুল এক আনা। উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

ভূগোলবৃত্তান্ত সংগ্রহ।

ইংরাজি হাইস্কুল ও বাঙ্গালা স্কুল-প্রভৃতি পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তদ্সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। উহাতে ১৮২৮ খৃঃ ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ফ্রাই পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলীও [illegible] কলিকাতার সংস্কৃত যন্ত্রে মূল্য ৴

শ্রীরজনীকান্ত [illegible]

বাঙ্গালা শব্দ তাহার বাঙ্গ প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রয়েল অাট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাশুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের "ম" চলিতেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট নং ৩৯ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং

—•—

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি ব্যবহারের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল লোক তিনকিটের অধিক জল আবশ্যক করে না তাহারা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গ্লিডার
লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

১৮৩৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমার-যাহাতে শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী বাদী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি প্রতিবাদী থাকেন সেই মকদ্দমার হাইকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৫১ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্ব্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে মৃত মহারাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইষ্টেট ভুক্ত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ ম। কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত ২৫৩ নং ইষ্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ যাবতীয় এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর যাবতীয়, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে খরিদহাটী মৃত সমুদায় ভূমি ২ খ। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও অম্বলহাড়া। ৩ য) ১২৬৬ নং কলেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি ৪ খ। ২৩৬ নং কালেক্টরীর তৌজী ভুক্ত লাকরাজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস কিম্বা টীকা মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত মহারাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয় দরের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৩৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিড্ গ্রহণ করা হইবে

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা টীকা মহল সকলের কিম্বা হাট প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণ কারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে খরিদখণ স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অন্য সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাঁহার অভিপ্রায় হইলে কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিগম্বর মুখর্জ্জির ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে এবার ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই অনাবৃষ্টি সংবাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। রাজপুরুষেরাও এই চিন্তার অংশ গ্রহণে উদাসীন নহেন। কোন্ স্থানের শস্যের কিরূপ অবস্থা তাঁহারা তত্ত্ব লইতে মুহুর্মুহুঃ সংবাদ লইতেছেন। যদি বাস্তবিক বিপৎপাত হয়, রাজপুরুষগণের পূর্ব্ব সংস্কারে প্রজার কষ্টের অনেক লাঘব সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে রাজপুরুষদিগের আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহারা জলসেচন বিষয়ে প্রজার সাহায্যদান করুন। বর্দ্ধমান নদীয়া প্রভৃতির এরূপ অনেক স্থান আছে, সেখানকার পুষ্করিণী ও নদী প্রভৃতির জল সেচিয়া দিলে অনেক শস্য রক্ষার সম্ভাবনা আছে। প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে সকলের রক্ষা করিবে, সে আশা অল্প। বঙ্গদেশে সে প্রকার প্রজা সংখ্যা বিরল। ইহা দিগকে ঘরে ভদ্র বসাইতে হয়।"

রাজপুরুষেরা বঙ্গদেশের এক সাংক্রামিক স্বত্বের নিবারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত, আবার তাঁহা হইতে অনাবৃষ্টির কারণানুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে হইল। প্রাচীন লোকেরা বলেন, তাঁহারা অনাবৃষ্টির এরূপ ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব কখন দেখেন নাই। অনাবৃষ্টিতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হয়, অতি বৃষ্টি বল আর ঝড় বল বিদ্যুৎ তেমন হয় না। অতএব ইহার কারণানুসন্ধানে উদাসীন কোন ক্রমে বিধেয় নহে। অনেকে অনাবৃষ্টির অনেক কারণ নির্দ্দেশ করেন। জলপ্লাবনের নিরোধিত

বিজ্ঞ লর্ড র "ক্লে" উহার বিপরীত করি বেন। অ ম এ বিষয়ে অধিকার নাই। তবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অনিষ্ট প্রতিবন্ধ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলি বার আবশ্যকতা আছে, তা হার্থের অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায় স্থানে স্থানে খাল খনন ক ে ে দ্দেশকেও নদীমাতৃক ক'রে ম কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি বলে যে শস্য সম্পত্তি হানির উপায় হইবে এরূপ নয়, গ্রামাদির জল গমন পথ বন্ধ হওয়াতে সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে অনুমান করিতেছেন, তাহারও সহজে প্রতিবিধান হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে স্থানে স্থানে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইয়া জনপদ গুলির শ্রীবৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে সন্দেহ নাই

বন্দোবস্ত।

হিন্দু সাধারণ জন প্রবাদ এই, কাশী পৃথিবী ছাড়া, সেখানকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ও পৃথিবী ছাড়া। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীবাসিদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বিশ্বেশ্বরের উপরে তাহাদিগের সমুদায় বিষয়েরই নির্ভর। মিউনিসিপালিটীও বিশ্বেশ্বরের উপরে কাশীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। কাশীর তুল্য হিন্দু জাতির অন্য প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থান অল্প আছে, কিন্তু মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের দোষে উহা নরক কুণ্ড হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গলিগুলি একে ১ হাত ৯ হাত প্রশস্ত, তাহার স্থানে স্থানে ময়লা জমা আছে, তাহা সময়ে পরিষ্কৃত হয় না। আমরা মিউনিসিপালিটীর কেবল এই একমাত্র দোষের উল্লেখ করিতেছি এরূপ বিবেচনা করিবেন না। যে বন্দে বস্তের গুণে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীর মিউনিসিপালিটী সে বিষয়ে একান্ত উদাসীন। সহরের যত ময়লা নলের যোগে রাস্তার ভিতর দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়ে। এই নিয়ম থাকাতে গলিগুলিতে আস্তাকুড় প্রস্তরের ছিদ্র দিয়া সর্ব্বদা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। ঐ পথে চলা যাওয়ার অভ্যাস নাই এমন কোন ব্যক্তির সাধ্য নয় যে নাসিকা আবৃত করিয়া গমন করে। এই দোষ থাকাতে কাশীর জল বায়ু ক্রমে দূষিত হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের যদি কোন উপায় করা না হয়, পৌত্তাদি প্রাচীন সময়ের ন্যায় কাশী নিঃসংশয় উৎসন্ন হইবে। কাশীর মিউনিসিপালিটী ঐ দোষের প্রতীকারের কোন উপায় চিন্তা করেন না। ইহা শোচনীয় সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি তেছি, মিউনিসিপালিটী যদি আপাততঃ অন্য উপায়ের অবলম্বনে অসমর্থ হন, রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতিটী বন্ধ করিয়া দিন। রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা অনাত্র নীত করিয়া কাশীকে সুন্দররূপ পরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখা সহজ নয়, গলিগুলি অতিশয় সংকীর্ণ বসতি যাহার পর নাই ঘন। কলিকাতার ন্যায় ময়লা নিঃসারিত করিবার ভাল স্থান নাই। গঙ্গায় ময়লা নিক্ষিপ্ত হইলে বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিবে। কাশীর সকল লোকেই প্রায় গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া থাকে। তাহারা কখনই ইহার অন্যথাচরণে সম্মত হইবে না,

রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার রীতি রহিত হইলে আর একটী মহান্ উপকার লাভের সম্ভাবনা এই, পাই খানার বন্দোবস্তের দোষে কাশীর গলিগুলি বাসের যোগ্য নহে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ স্পর্শিত হইবে। সর্ব্বত্রে নর্দ্দমা বাহির দিকে পাইখানা করে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে, কাশীর জল বায়ুর উৎকর্ষ বহু গুণে সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

—০—

খাঁশ অপেক্ষা কঠিন শক্ত।

আমরা বহুদিন হইল একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার একটী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। সে গল্পটী এই— একজন নবাব-প্রকৃতির জমীদার ছিলেন। এক দিন তিনি আহার করিতে বসিয়া বুটের ডাউলে একটী সমগ্র ছোলা দেখিতে পান, দেখিবামাত্র চক্ষু কুলিয়া পার্শ্বস্থিত তোষামোদজীবী ভৃত্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বুটের ডালে ছোলা?" অমনি শত শত ব্যক্তি চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল "সে কি বুটের ডালে ছোলা?"। এইরূপ বলিয়া কেহ বা পাচক ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে যায়, কেহ বা ভৃত্যকে আঘাত করিতে যায়। অবশেষে যে দোকানদার সেই ডাউল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া আনা হইল, এবং শত শত ব্যক্তি তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। সকলেই বলে "এত বড় বেয়াদা বুটের ডালে ছোলা দা। আমাদিগের নবাব প্রকৃতি-বিশিষ্ট লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর-ও তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। তিনি ধরিয়া আনিতে বলিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা বাঁধিয়া আনেন। প্রাক্টোরাদির পদের সম্বন্ধে পুলিসের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। একদা একখানি [illegible] মন্ত গবর্ণরের জাহির [illegible] মহারাজাধিরাজের, [illegible] জাহাজ। [illegible] জমনি পুলিস [illegible]

চীৎকার আরম্ভ করিলেন, "কি এত ক্রতগতে টানান।" এই উপলক্ষ করিয়া পুলিস-কর্ম্মচারিরা গাড়োয়ানদিগকে এত নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে অবশেষে তাহারা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইল। আমরা শুনিলাম মুসলমান গাড়োয়ানদিগের শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অপমান করা হইয়াছিল। এ কি আশ্চর্য্য কথা। কোন জাতির ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়াও পুলিস কর্ম্মচারিরা কেন এমন ব্যবহার করিলেন। আমরা বহু দিন হইতে গাড়োয়ানদিগের মুখে ঠিকা গাড়ির রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সে কথা গাড়োয়ানদিগের অত্যুক্তি হইতে পারে, বিশেষ অপমান না হইলে এত লোকের ক্রোধাগ্নি কখনই উদ্দীপ্ত হয় না কলিকাতার গাড়োয়ানেরা অতিশয় উদ্ধত ও দুষ্টস্বভাব সে কথা যথার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে এরূপ অপমান করা, বিশেষ তাহাদের ধর্ম্ম সংস্কারের অবমাননা করা নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায় বিগর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তদন্ত করা উচিত এবং যাহা বাস্তবিক এপ্রকার দুর্ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার বিশেষ শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

"রহস্য"

আমরা গত বৎসর দুর্গোৎসব প্রস্তাব পত্রস্থ করার পর অবসর ক্রমে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে টেঙরার হত্যালয় দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে স্থানে স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হত্যালয় ছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই হত্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। খিদিরপুরে অকান গঞ্জের নিকট আর একটী হত্যালয় আছে। সেটী গবর্ণমেণ্টের অধীন। এই দুই স্থান হইতে কলিকাতার মাংস ভোজীদিগের প্রতি দিনের মাংস যোগান হয়। আমরা এই হত্যালয়ের বাহ্যিক পরিপাটী ও বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। রক্ত নির্গম ও অন্যান্য দ্রব্যের দূরীকরণের জন্য অতি উত্তম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পশুদিগের হত্যার পরই কলের জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সমুদায় রক্ত প্রভৃতি একেবারে ধৌত হইয়া যায়। এবং নাড়ি ভুঁড়ি প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্য মিউনিসিপালিটীর ট্রেণের দ্বারা ধাপায় চালান হয়। এই হত্যালয়ের এক পার্শ্বের একটী বাড়ীতে একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারি থাকেন, এই হত্যালয়ে প্রতিদিন কি প্রকার কত পশু হত হয়, তাহার মধ্যে রোগ বিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যের হানিজনক কোন পশু থাকে কিনা এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপর। কিন্তু সে স্থানে হত্যার্থ যত গোধন সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল-সার ও রুগ্ন দেখিলাম। এসকল পশুর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় কি না বিশেষ সন্দেহ।

ইহা ভিন্ন এই হত্যালয় সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে প্রথম, ইহার যে স্থানে ফেলিয়া পশুদিগকে হত করা হয় তাহার চারি দিক অনাবৃত। রাস্তার উপর হইতে তাহা অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। বৈকালে বেলা ৪ টা হইতে রাত্রি ৭।৮ টা পর্য্যন্ত হত্যা কার্য্য চলিয়া থাকে। ইহার সম্মুখেই কতকগুলি হিন্দুর বাস। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর তাঁহারা বায়ু সেবনার্থ যে একটু গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন তাহার উপায় নাই। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেই শত শত গোধনের প্রাণ হত্যা চক্ষুগোচর করিতে হয়। বিশেষ, হত্যা কার্য্যের পর রাস্তায় অবাধিত পার্শ্বে রেলের নিকটে আনিয়া সেই সকল কাটিতে ও ভাগ দিতে আরম্ভ করে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাহার ১০। ১২ ঘণ্টের মধ্যে যাঁহাদিগকে বাস করিতে হয় তাঁহাদিগের কিরূপ যন্ত্রণা। আমরা সেখানে গিয়া শুনিলাম যে পল্লী বাসী হিন্দুরা একত্র হইয়া হত্যালয়ের চারি দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার জন্য মউনিসিপালিটীর নিকট আবেদন করেন, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদের আবেদনের কোন ফল দর্শে নাই। এই ক্লেশ প্রতিবাসি দিগের এত অসহ্য হইয়াছে যে কেহ কেহ উঠিয়া গিয়াছেন এবং একজন ভদ্র লোক উঠিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া বৎসরাবধি নিজের বাটীর দ্বারে "বিক্রয়ার্থ রক্ষিত" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বাটীটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার ৫০০০। ৬০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাটীর উপযুক্ত মূল্য হইতেছে না, বলিয়া তিনি উঠিয়া যাইতেও পারিতেছেন না। এই সামান্য বিষয় মিউনিসিপালিটী যে কেন অবহেলা করিতেছেন বলা যায় না।

দ্বিতীয় কথা। কলিকাতার যে যাঁড়ে প্রতিদিন বাজারে যে মাংস বিক্রয় করে তাহা এখানে আনিয়া হত্যা করিয়া লইয়া যায়। একটী গো হত্যা করাইতে চারি আনা এবং ছাগ দুইটীতে আনা করিয়া দিতে হয়। হত্যার পর করাইয়া হয় গরুর গাড়ি করিয়া নতুবা মুটের মস্তকে দিয়া এই সকল পশু নিজ দোকানে চালান করে। ইহা সম্বন্ধীয় আইনে আছে, যে লোকের বিশেষ গতি-বিধি শূন্য নির্জ্জন পথ দিয়া এই সকল শবপূর্ণ গাড়ি লইয়া যাইতে হইবে, এবং উত্তমরূপ আবৃত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু প্রতিবাসি

বিষয়ের নিকট শ্রবণ করা গেল যে প্রায় ঐ সকল শকটপূর্ণ গাড়ি অবরুদ্ধ করিয়া বহুজনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এমন কি এ জন্য ইটালীর কোন কোন ভদ্র লোক তাহাদের পক্ষে দাঙ্গা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী এবিষয়ে পুলিষকে যদি একটু সতর্ক করিয়া দেন তাহা হইলে অনেকের ক্লেশ দূর হয়।

কিন্তু আমরা যাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা এখনো বলা হয় নাই। এখানে প্রতিদিন কত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। আমরা গিয়া দেখিলাম যে দস্যুরা কিছুক্ষণ মধ্যে কসাইয়া হলে হলে গোপাল হত্যার স্থানে সংগ্রহ করিতেছে, একে প্রখর রৌদ্র তাহাতে কসাইদিগের নির্দ্দয় প্রহার, গরুগুলি আকুল হইয়া হত বুদ্ধি-প্রায় এক স্থানে জনবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষে জল আসিল এবং মনে মনে বলিলাম পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা তুমি কোথায়॥ দেখিলাম একটী মাত্র প্রকৃতি গরু ভাল করিয়া একখানি পা পাতিতে পারিতেছে না। কসাইএর নির্দ্দয় আঘাতে সেখানি বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথচ তিন পায়ে ভর করা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু অন্যায় তাহার কষ্টের অবসান হইবে ভাবিয়া ক্লেশের কিছু লাঘব হইল। সেখানে যে সকল কসাই হত্যা করাইতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল যে সেখানে প্রতি দিন দুই শত গোধনের প্রাণ নষ্ট হয়। অর্থাৎ বৎসরে ৭২০০০ হাজার গোহত্যা হয়, আমরা একথা যথার্থ কি না প্রমাণ করিবার জন্য ডাইরেক্টর সাহেবের রিপোর্ট অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, যে গত বৎসর ৯৩০৮৩ টী গোহত্যা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিদিন ২৫০ টী গোধনের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে এবং একণেও হইতেছে। এ সকল গরু কোথা হইতে আসে; কলিকাতা হইতে কখনই এত গরুর সংস্থান হয় না। চতুর্দ্দিক হইতে কসাইদিগের লোকেরা গরু সংগ্রহ করে। আমরা আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে কসাইদিগকে গরু লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। লোকে গর্ভিণী বৎসতরীদিগকে প্রায় বিক্রয় করে না। আঁতড়িয়া কিম্বা অকর্ম্মণ্য গাভী হইলেই বিক্রয় করে। এই জন্য এই সকল হত গোধনের মধ্যে আঁতড়িয়া অধিক। ইহার চতুর্দ্দিকে গোবৎসোৎপাদনোপযোগী দুধের অভাবের একটী প্রধান কারণ।

আমরা এ বিষয়ে পুনরায় দেশ বাসিদিগের এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দিন দিন গোবৎশের ক্ষয় হইতেছে সময় থাকিতে উপায় না করিলে তাহাদের রক্ষার পথ দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্ব বারের প্রস্তাবে কিছু বক্তব্য আছে। এবারে কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি দুগ্ধ বতী করিলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার আর অধিক দুধ ক্রয় করিতে হইবে না, এবং ঐ সকল দুধ প্রতিপালন করিবার ব্যয় ও ভার বোধ হইবে না। কারণ এই সকল দুধ দ্বারা যে আর এক শ্রেণী দুধে উৎপত্তি হইবে, তাহার মূল্যে যাহাতে ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন উক্ত সভা যদি নিজের অধীনে একটী গোশালা রাখেন এবং তাহাতে কতকগুলি গাভী রক্ষা করিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা দুই প্রকার কার্য্য হইতে পারে। প্রথম তাহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণী নবীন দুগ্ধবতী পাওয়া যাইতে পারে। মফস্বলে যে সকল দুগ্ধ ইহাদিগের প্রতিপালনের উপায় করা যাইতে পারে। অথবা গ্রামে একটী কি দুইটী দুগ্ধ থাকিলে অন্ততঃ তাহার দুই তিন ক্রোশের মধ্যের গাভী সকলের বৎসোৎপত্তির উপায় হইতে পারে। প্রত্যেক গাড়ীতে চারি আনা করিয়া শুল্ক লইলে দুগ্ধাদি যেরূপ ব্যয়োপযোগী অর্থ ও উদ্ভূত পারে। আমরা বাস্তবিক গোবংশের ভাবী দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি, সেই জন্যই সভাকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। গোবংশের উন্নতির পথ বন্ধ অথচ বৎসর বৎসর এত লক্ষ গোহত্যার প্রথা সংস্থাপিত হইতেছে। সুধীবর্গ বলুন এ অবস্থায় কি করিতে পারে।

একটী দুগ্ধ বতী সংবাদ।

আমরা অতিশয় আহ্লাদ সহকারে এই মাসের ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় দিনাজপুর মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে একটী সুখের সংবাদ দিতেছি। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বাবু মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে প্রস্তাবে তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছিল, যাহা নিবারণের জন্য তাহাদিগের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মিকট আবেদন করিয়াছিলেন, এবং যাহা নিবারণের জন্য তাঁহারা কিছুদিন হইল সভা করিয়াছিলেন, এতদিনের পর তাহাদের সেই কষ্ট নিবারণ হইবার আশা হইতেছে। উক্ত মিউনিসিপাল কমিশনর মহাশয় আবেদনে সভাপতি পীকক সাহেবের প্রস্তাবের প্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন যে আগামী বর্ষের শুষ্ক হইতে দেবনদী প্রভৃতি স্থানের পার তাহাদের নিবার পুরুক করা [illegible] আদেশ করেন মিউনিসিপালিটীর

অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সভাপতি বলেন যে কেবল চারিটী গ্রাম (যাহার বার্ষিক আয় ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র) লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপালটী এক রাখিয়া দুইটী হিসাব স্বতন্ত্র রাখিলে ও এ প্রদেশের টাক্সদাতাদিগের সময়ে টাকা পাইবার এবং পথঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার আশা থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে এবং সে জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। দুই হাজার হিসাব যখন স্বতন্ত্র হইল, তখন রাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আরও কয়েক জন সভ্য গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি এপ্রদেশের দুইজন মাত্র সভ্য আছেন। ঘরিয়াভি নিবাসী জমীদার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং বারুইপুরের জমিদার পরিবারের মধ্যে বসন্তকুমার চৌধুরি। ইহার মধ্যে বসন্ত বাবু প্রায় সভাতে উপস্থিত হন না এবং মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত প্রায় সংস্রব রাখেন না। নবীন বাবু এক মাত্র লোক যিনি নিয়মিতরূপে সভায় উপস্থিত হন এবং এই সকল স্থানের জন্য দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। এই এক মাত্র সভ্যের দ্বারা কিরূপে সকলের অভাব দূর হইবে। অতএব আমাদের প্রস্তাব যে গড়িয়া হইতে একজন রাজপুর হইতে তিন জন, বহিনাড়ি হইতে তিন জন এবং মাহেশ হইতে দুইজন সভ্য নিযোগ করা হউক। সভাপতি ইহাঁদিগের সহিত এই সকল স্থানের উন্নতির বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্দ্ধারণ করুন। বেতালার সভ্যদিগের সহিত এসকল স্থানের কার্য্যের সম্পর্ক রাখা পোলোযোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। এখানকার কোন্ পথ অগ্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কোন কার্য্যের জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত এস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ বুঝিতে পারিবেন বেতালার লোকেরা দূর বসিয়া কখনই সে প্রকার বুঝিতে পারিবেন না। আমরা স্থানীয় সভা এরূপ যে প্রস্তাব করিলাম উহা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ দুই এক ব্যক্তির উপর এই সকল কার্য্যের ভার থাকায় কি প্রকার ফল আমরা তাহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ধনী ও জমীদার দেখিয়া এক একজনকে মধ্যে মধ্যে একরূপ কার্য্যের ভার দিয়া থাকেন বাবুর হস্তে অর্থ আসিল গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে, বাবু আপনার বাটী হইতে বাগানে যাইবার রাস্তাটী পাকা করিয়া লইলেন। নিজের বাটীর চতুর্দ্দিকের এবং বাগানের চারি পার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু গ্রামের অপরাপর পথ পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গম ও অচল রহিয়া গেল। প্রতি কার্য্যে জমীদার, তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি কেবল দায়ের আ ষয়ে ব্যস্ত না হইয়া, গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং দূরদর্শী লোক বাছিয়া তাঁহাদের উপর এই সকল কার্য্যের ভার দেন কিম্বা অন্ততঃ তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দায়িত্বের সঙ্গী করেন তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। একে ত গবর্ণমেণ্ট রোডসেস কমিটী মিউনিসিপাল কমিটী প্রভৃতির সভ্য মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের উপর দিতেছেন না, তাহাতে যদি উপযুক্ত সভ্য মনোনীত করিবার ক্লেশও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এ সকল ছেলেখেলা ভিন্ন আর কি?

—১০২—

বাবু সুরেন্দ্রনাথ ও সাধারণ সিবিল।

বাবু সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ উপলক্ষ করিয়া অনেক ইউরোপীয় আমরা সেই পুরাতন চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা আজিও সিবিল সর্ব্বিসের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা এই আত্মাহঙ্কারপূর্ণ স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী লেখকদিগের আর কতবার প্রতিবাদ করিব? যাহাদিগের বিচার শক্তি ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় তাঁহাদের সহিত বিচার করা বিফল। কিন্তু তথাপি আমাদিগের দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ সুরেন্দ্র বাবু বাস্তবিক অপরাধী কি না, তাহা আজিও প্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি অসাবধানতা ভিন্ন অন্য গুরুতর অপরাধ না প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য, এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই সিবিল সার্ব্বিসের অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির করা উচিত বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ যদিও তিনি বাস্তবিক অসাবধানতা অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, তাহা অবলম্বন করিয়া সমুদায় এদেশীয়দিগকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করা কখনই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের কোন সুযোগ্য সহযোগী বলিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, জাতির ভয় ইহারা লঙ্ঘন করিতে পারিবেক না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ভয় উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না; ইহাদের বন্ধু বান্ধবেরাও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বৎসর বৎসর ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং এক্ষণে সাবধান হইয়া ইহাদের গতিবিধি দেখা উচিত। মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এদেশীয় সিবিল সার্ব্বিসের কর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ত একাধিপত্য থাকে না। তাঁহারা বলেন যে যদি সুরেন্দ্র বাবু [illegible]

শক্ত জাতি পদানত হইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ হইতেছে এত ভয় হইত না। সে কথা যথার্থ। কিন্তু যদিও তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ঘটেন, তথাপি তাঁহার দোষে সমুদয় জাতিকে দোষী বা [illegible] নাম্বরস্কত? প্রথম গবর্ণর হেষ্টিংস উমীচাঁদের সহিত জুয়াচুরি করিয়াছিলেন বলিয়া কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের গবর্ণর হইবার উপযুক্ত নয় বলিলে শোভা পাইত? ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত ইংরাজ আসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কি ধর্ম্ম ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন? কখনই না। শুক্ল বর্ণ নীলকরেরা যে অমানুষ ব্যবহার করিয়াছে এবং অদ্যাপি করিয়া থাকে এদেশীয়েরা তাহা স্বপ্নেও জানে না, তবে এদেশে ইংরাজদিগকে ন্যায় করিতে দেওয়া উচিত নহে; বড় বড় মানা গণ্য ইংরাজেরা মুরশিদাবাদের এবং আর্কটের নবাবদিগের সহিত যেরূপ জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তবে ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে। কর্ণাটের নাবব শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর হইয়া পরস্ত্রী হরণ করেন। অতএব ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে অথবা পরস্ত্রী হরণ অসাধুতা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে সিবিল সর্ব্বিসের সুখ্যাতি চিরদিন আছে। এই শ্রেণীর অনেক হক ও নরিস্টন কর্ম্মচারির গুণে সিবিল সর্ব্বিসের নামের সহিত একটী শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে। আমরা বলিতে এ সুখ্যাতি বর্ত্তমান কম্পিটিশনরয়াল্‌দের গুণে তত নহে যত পুরাতন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের গুণে। ইংরিজমান বলিয়াছেন কম্পিটিশন অর্থাৎ পরীক্ষা উপযুক্ত [illegible]

এদেশীয়দিগের পক্ষে কেন ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও যথার্থ। দুই এক পাত চলন ও স্পেলনার একটু গ্রামার ও একটু সংস্কৃত প্রভৃতি জানিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা লক্ষ লক্ষ লোকের উপর শাসন কার্য্য করিতে পারিবে? সিবিল সার্ব্বিস পূর্ব্বে অতি যৎসামান্য ছিল। প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লেখা পড়া করিবার জন্য এক এক দল কেরাণীর মত আনা হইত। তাহারা অতি অল্প বেতন পাইত এবং যৎসামান্য কর্ম্ম করিত। তাহারাই সিবিলিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ। ক্রমে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে করিতে রাজা হইয়া পড়িলেন এবং এই কর্ম্মচারিদিগের উপর শুরু ভার পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহাদিগকে অধিক শিক্ষিত করা আবশ্যক হইতে লাগিল, এই জন্য হেলিবরি কালেজের সৃষ্টি হইল এবং এই জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি করিলেন। যখন কেরাণীর কার্য্য করা সিবিলিয়ানদিগের ভাগ্যে ছিল, তখন ক্লাইবের মত ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরাই সেই কার্য্যে আসিত। কিন্তু সিবিলিয়ান দিগের পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সিটার বলের কর্ত্তারা তখন আপনাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারা সিবিল সার্ব্বিস পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখনও কি অকর্ম্মণ্য ও সাকী গোপাল কর্ম্মচারী আসে নাই? অনেক আসিত, কিন্তু সে সময় কার অনেক কর্ম্মচারির যে এরূপ হকতার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার কারণ কি? কর্ণেল চেসনি তাঁহার "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স" ইহার এরূপ উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বড় হইয়া ইংলণ্ড [illegible]

সারগর্ভ কথা। গুরুতর কার্য্যের ভার না পড়িলে মনুষ্যের যোগ্যতা বিকশিত হয় না। অবস্থা ও পদের গুণে মনুষ্য মহত্ত হয়। এদেশীয়দিগকে গুরুতর পদে দিলে যে তাঁহারা সেপদের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন না একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কেন ইহার কি প্রমাণ নাই? বাবু দ্বারকানাথ মিত্র কি হাইকোর্টের বেঞ্চের অপমান করিতেছেন? তার ব্যবহারাদির হাসনীয়তা কি নিন্দনীয়? ষ্টার্লিঙ্গ পত্রিকা না তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী করিবার পরামর্শ দেন? বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশের একজন সামান্য লোক; কিন্তু তাঁহা হইতে কাশ্মীরের কত উপকার হইতেছে। ইহা ভিন্ন যেখানে যেখানে উচ্চ পদে এদেশীয়েরা প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানেই ও তাঁহারা প্রশংসা ভাজন হইতেছেন।

এই এক সামান্য দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা যাঁহারা এমন যথার্থ যুক্তিযুক্ত কথা প্রচার করেন তাঁহাদের বিচার-শক্তিকে নমস্কার। সমগ্র জাতির উপর যাহাঁরা এরূপ কলঙ্ক আরোপ করিতে সাহসী হন তাঁহাদের সাহসকে ধন্যবাদ। এখনো কি লর্ড মেকলের দিন অবসান হইবে না? ইংরাজেরা হিন্দু সমাজের কিছুই জানেন না। এত সদ্‌গুণ ইহার মধ্যে আছে যাহার নিকটে তাঁহাদিগে নত মস্তক অবনত করা উচিত। যাহা কিছু মন্দ ইংরাজ দিগের মধ্যে, এবং যাহা কিছু ভাল হিন্দুদিগের মধ্যে, এই সংকীর্ণ অনুমান কথা যাঁহারা বলেন আমরা তাঁহাদিগকে বিদেশবিদেশীয় অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন [illegible] বলিতে বাধ্য হই।

[illegible]

(১) শ্রীযুক্ত বাবু

নহেন। আমরা আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এখানির বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে ইহার বর্ণিত বিষয় গুলি এরূপ সহজ ও স্বাভাবিক যে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় অথচ পড়িতে আসক্তি জন্মে। শিবির-সেবাচ্ছন্ন মরুস্থলে, তামসী নিশার নিশীথকাল, বিজন প্রান্তরে বিজন দেবমন্দির, তাহার মধ্যে এক নিরুপম রূপ বতী যুবতী, এরূপ ঘটনার যোগাড় করিলে ত সহজে মন চমকিত ও স্বভাব আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে রোমান্টিক লেখা বলে। স্যার ওয়াল্টর স্কট, উহার অবতার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম বাবু উহার ভক্ত। কিন্তু আমরা এ প্রকার অসম্ভাবিত ঘটনা রাজির সঙ্কলন অপেক্ষা, সেই সকল অধিক ভাল বাসি, যাহা মনুষ্যের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যেখান হইতে সৌন্দর্য্য এবং কবিত্বতা দেখাইতে পারে, স্বর্গ এবং নরক আবিষ্কার করে এবং সাধুতার পুরস্কার ও দুষ্কৃতির ফলাফল দেখাইয়া দেয়। মৃত মহাত্মা ডিকেন্স এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত স্থল। এই জন্যই ক্ষেত্রপাল বাবুর গ্রন্থটী আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইল। তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন ধনের অপব্যবহার দেখান তাঁহার এক উদ্দেশ্য, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ধনীর সহিত দরিদ্রের প্রণয় কিরূপ তাহা ইপেন বাবু ও নবীনের ব্যবহারে সুপ্রকাশ। বৃদ্ধ গোপাল বিন্দের বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন কিরূপে নিজ স্ত্রীর উপপতিদিগের সাহায্যে বেশ্যার চরণে ব্যয় হইল স্মরণ হইলে হাসি পায়। সৌরেন্দ্র ও যুবা হেমলতার প্রণয় একটী আরামের জিনিষ। ছলোচনা, আহা ছলোচনা! তিনি দাম্পত্যপ্রেমের অবতার। আমরা স্বরের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিতেছি যে ছলোচনার মৃত্যুর সময় কাঁদিতে হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারটীও মন্দ হয় নাই। সৌরেন্দ্রের শেষে সুখ হইল, গোলোক বসু ধরা পড়িল, হরিপ্রভৃতি জব্দ হইল, কেবল নবীনের সর্ব্বনাশ হইল। কেন হইল? মনে এই কথাটী রহিয়া গেল কেন হইল?

হেমলতা (২) আমরা নাটক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাও কমলে কামিনীর ন্যায় একজন বীর পুরুষ ও একজন রাজ কন্যার প্রণয় ঘটিত নাটক। কমলে কামিনীর ন্যায় ইহার নায়ক ও একটন রাজ পুত্র কিন্তু সাধারণ্যে অজ্ঞাত। কমলে কামিনীতে রণকল্যাণী শিখণ্ডিনীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মালা ফেলিয়া দেন, ইহাতেও হেমলতা সভাসধ্যে বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দেন

কমলে কামিনীতে শিখণ্ডিনীকে পাগড়ী ফেলিয়া যান, এখানে সভাসধ্যে তরবারি ফেলিয়া যান। কমলে কামিনীতে তরবারি পাগড়ী দিতে যান, এখানেও হেমলতার একটী সখী তরবারি দিতে যান। ঘটনা দুই এক স্থলে চক্ষে ধন্দ আসিয়াছে বটে, কিন্তু নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। প্রকৃত প্রেমের মূর্ত্তি বিচিত্র এই ভাবনায়া চালিত হইয়া গ্রন্থকার এই প্রেমের বর্ণনায় এত চমৎকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে এক প্রকার অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামবাসী। আমরা এ সপ্তাহে গ্রাম বাসী বলিয়া এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এখানি রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই কার্ত্তিক সোমবার।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ক যখন সাহেব আজি কালি যেরূপ লোকের প্রিয় হইয়া প্রকাশ করিতেছেন যদি ঐ ঘাট হইতে দরার শ্রেণী প্রস্তরযোগে প্রবাহিত হইয়া ছুটের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইতে রক্ষা নাই। ঘাবচন্দ্র ঈশ্বর নাপিতপ্রতিম মবন্দমার নিমচাঁদ কিরূপ অভিনয় করিয়াছিল বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। সেই নিমচাঁদ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের হইয়া পাঠ হন। সেদিন হেরিওলস সাহেব এদেশীয় ইহুদী প্রতারণা করিয়া মহী ক একজন জমীদারের সর্ব্বনাশ করে। এটী ম ষ্টেট কঠিন পরিশ্রমের সহি উহার ছ

(২) বাবু হরলাল রায় প্রণীত।

মৎসর কারাদণ্ড বিধান করেন। ফেরারম জজের নিকটে আপীল করাতে তিনি দুই বৎসর কয়েদ ও ৬ মাস করা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করাতে তিনি আবার উহা কমাইয়া ৩ মাস করিয়াছেন। এ ব্যক্তি যদি গবর্ণর জেনরলের নিকটে

এবং তিনি যদি কাষেল সাহেবের ন্যায় মহাশয় হইতেন তাহা হইলে এই ইহুদী একটী শুরুতর পাপ কর্ম্ম করিলেও অনায়াসে গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইতে পারিত সন্দেহ নাই। যাহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে তিনি সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা যেরূপ উপকার করিতে পারেন অসদ্ব্যবহার দ্বারা সেরূপই অনিষ্ট করিয়া থাকেন।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটার জেমরল উইলসন সাহেব দুই বৎসরের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। মফস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেট বিগমোলড সাহেবকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু বেতন বৃদ্ধি নাই বলিয়া তিনি আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সার্ভেণ্ট বর্ণক্লক আগামী ১৪ ই নবেম্বর আগ্রাতে যাইবেন তথায় এক পক্ষকাল থাকিয়া লক্ষ্ণৌ ও অলাহাবাদে গমন করিবেন পরে ১৫ দিবস প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় উপনীত হইবেন। কত দিবসে মান্দ্রাজে গমন করিবেন কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

মফস্বলের ছোট আদালতের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি কাষেল সাহেবের ঐ কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তিনি উহাদিগের বেতন কম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। মফস্বলের ছোট আদালতের আয় ত অল্প নয় আবশ্যক ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বরং উদ্বৃত্ত হয়, তবে এরূপ কেন?

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতার পুলিস কেরাণী টোবে ফোর্ড পরিবারস্থ বিবিদের ঔষধ বাটী একজন ফাণ্ডাটির সঙ্কেত বাহির করিয়া গিয়াছেন।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পাবনার রাইয়তদিগের সহিত জমীদারদিগের যে বিবা-

হইতেছে। মোসাল সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, একটী জমীদারীস্থ অনেক গুলি পল্লীর প্রজা জমীদারদিগের কর বাজনার হাতে সমস্ত হইয়া থাকনা দিয়াছে। এই সকল জমীদার যেরূপ বাজনা বিস্তার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেরূপ নহে, সাধারণের গোচর করেন যে এ দেশে যেরূপ অন্যান্য স্থানেও প্রজারা সেই রূপ বাজনার হাতে জমীদারের সর্ব্বস্ত বন্দোবস্ত করিতে পারে।

উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু অরুণ মুখোপাধ্যায় জমীদারদিগের সহিত প্রজাদিগের গোলযোগ সম্বন্ধে ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম গত ১৩ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক উপবিভাগে বাকি বাজনা, বাজনা বৃদ্ধি এবং জোত স্বত্ব সম্বন্ধে কত মোকদ্দমা হইয়াছে। দ্বিতীয়, কি কি বাবে কিরূপ হারে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আদালতই বা কিরূপ বিষয়ে ডিক্রি দিয়াছেন ইত্যাদি। অরুণ বাবু যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান হইলে অনেক কাজ হইবে।

৩ রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারা হত হইবে কেবল তাহাদিগ কে আন্দামানে পাঠান হইবে।

ডাক সমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন, রাঁচির চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে। যে ৩৫ টাকায় ৩০ সের বিক্রীত হইত এক্ষণে তাহা ১৮ সের বিক্রীত হইতেছে। এখনও যদি বৃষ্টি না হয়, মূল্য পাঁচো দ্বিগুণ হইবে। এখনও যদি বৃষ্টি হয় অনেক রক্ষা হইতে পারে, নতুবা দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

ঢাকায় যে একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপনের কথা হইতেছে, তাহার সহিত মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খুলিবার জন্য তত্রত্য মুসলমান অধিবাসিদিগকে আহ্বান করিয়া যাহে আশানুরূপ একটী কমিটি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

মেদিনীপুরে চুনার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বৎসর অনেক চুন তথায় রপ্তানী হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা চুনা লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন জামেকার গবর্ণর সর জন পিটার গ্রাণ্ট এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন আগামী ১ লা নবেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে মোরাদাবাদ ও বালী গড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবে। কেবল রাজ ঘাট এবং যেমিলির নিকটে রামগঙ্গার উপরে যে সেতু হইতেছে সেটী সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তথায় এক একবার ট্রেণ হইতে যাত্রিদিগকে পুনরায় ট্রেণে উঠিতে হইবে।

বোম্বাইর এক বাঙ্গালি সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইর মাউরোজী কর্ণ্ডুজী বহুদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এদেশীয়দিগের প্রতি ইংলণ্ডের লোকের সহানুভূতি বৃদ্ধি উত্তেজিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি বিষয় ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের লোকদিগের গোচর করিবেন। কর্ণ্ডুজী যেরূপ স্বাধীনচেতা ও দেশহিতৈষী তাহাতে তিনি ভারতবর্ষীয় মতের যে যথার্থ সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

যে মেডিকার প্রেততত্ত্বের প্রাদুর্ভাব বিষয় অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি চিকাগোতে "যীশু খৃষ্টের প্রকৃত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার জন্ম, যৌবন কাল, তাঁহার আদিম মত ও প্রচারাদি, তিনি যেরূপে লোক দিগকে চিকিৎসা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটনা এই তাবৎ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলির সত্যতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার যো নাই কারণ ইহা কোন পুস্তক দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া করা হয় নাই, খৃষ্টের সময়ে যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির খাতাকে আধার করিয়া সেই খাতা হইতে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আলেকজণ্ডার সিবি বিদ্যমান ছিলেন। খৃষ্ট বর্ম্মাবলম্বীরা এত দিন যে সে করিয়া খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমেরিকার ফুলের নিকট সেই ঈশ্বরত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে ভূত বশীভূত করিতে না পারিলে আর খৃষ্ট ধর্ম্মের মঙ্গল নাই।

গত বৎসর ইংলণ্ডে ৭৪০ জন ঘোড়ার চেউা পায়, তন্মধ্যে সতরে ৪০২ জন। প্রোকেসর বিউক্যাননের শিষ্যেরা যা কি?

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মান্দ্রাজের সিউইরেজ কমিশনরেরা সেবের জল বৃদ্ধি করাতে তত্রত্য তাবৎ লোক একত্র হইয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। আজ কাল এদেশে প্রায়ই এরূপ ঘটনার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় চ্যাঙ নামক এক আশ্চর্য্য মনুষ্য আসিয়াছে। মানুষটী ৪ ফীট ৩ ইঞ্চ হইবে। ইহার সঙ্গে কিন্তু নামক একটী স্ত্রী লোক আছে, তাহার পরিমাণ ৮ ফীট ৩ ইঞ্চ হইবে। ইহি আবার গান বাদ্য বিদ্যা জানেন। ইহাঁরা ভেলহাউসি স্কয়ারে উঠে রহিয়াছেন। গড়ের মাঠে আসিয়া কম্পনে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

মাটোঁয় এবং ডরভাঙ্গার রাজা এক্ষণে কাশীতে রহিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন, বিবাহে [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে বোম্বেয়ারের এবারি মেলনীরা কাবাল্ড বন্ধুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। আমি কালি প্রায় সকল জাতি কেই যুদ্ধের আয়োজনে, ব্যস্ত দেখা যাইতেছে।

আমেরিকার [illegible] একটী কন্যা জন্মিয়াছে, এবং [illegible] তেওপর্যন্ত

আমেরিকায় গিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুলের একজন জজ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি একটী মকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতে ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন, এক জনের নিকট হইতে অধিক টাকা লইয়া তাহাকেই মকদ্দমা জিতাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ধরা পড়িয়াছেন। এই মহাত্মা বহু কাল হইতে এইরূপ উৎকোচ লইয়া আসিতেছিলেন। ইহার পাণ্ডিত্যে স্ত্রী আমীরের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমীরের স্ত্রীর নিকট বহু মূল্য নানারূপ উপহার পাঠাইয়াছেন।

এদিগে আমরা এক বিন্দু জলের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি ওদিকে মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে জল-প্লাবন হইতেছে।

অহহা কেবল আমাদের দেশে নয় ইউরোপেও ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইংলণ্ডের বহু সংখ্যক লোক ব্রিটলি নামক একটী স্থানের একটী প্রাচীন কূপ হইতে জল আনয়নার্থ যাইতেছে। উহাদিগের সংস্কার এই, ঐ জলে অচিকিৎস্য রোগও আরোগ্য হয়।

কতকগুলি এদেশীয় ও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া "অবলাবান্ধব" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয়।

ইংলিসম্যান বলেন কাবুলের আমীর নিজার আলী খাঁকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করিয়া পুনরায় লালপুরার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

জাপানের সহিত এদেশের সকল বিষয়েই সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। জাপানিরা ভাত মাছ খায়, এদেশীয়েরাও ভাত মাছ খায়, এবার এদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্যাদি নষ্ট হইতেছে। সেখানেও বৃষ্টির অভাবে ধান্যাদি জন্মে নাই, দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

৮ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত শনিবার আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে বেরিলি পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

সি, জি, হিলস্ সাহেব কিছুদিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

এবার বিহারে শস্যাদির অবস্থা শুনিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পাটনায় গমন করিয়াছেন। তিনি শনিবার হাজিপুর হইতে যাত্রা করিয়া সোমবার পাটনায় উপনীত হইবেন। ৫ ই নবেম্বরের মধ্যে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে।

১৮ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে, ধানের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। উচ্চ ভূমির ধান্য সকল এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লোকে ঐ ধান কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে, শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে নিম্নভূমির ধান্যও নষ্ট হইবে। যশোহর বাখরগঞ্জ ভাগলপুর পূর্ণী বালেশ্বর এবং লক্ষ্মীপুর এই কয়টী স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে পাটনায় দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে তথায় অনেক চাউল প্রেরিত হইতেছে। তথাপি সেখানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্থানে পাটনার ন্যায় প্রায় বিপদাপন্ন কেবল বর্দ্ধমানে হয় এবং ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৯ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ১৭ ই অক্টোবর লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বোম্বাইর হাইকোর্টে অনেক মকদ্দমা পড়িয়া থাকাতে ঐ সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ৬ মাসের নিমিত্ত একজন চতুর্থ জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। অল্প সংখ্যক বিচারপতির হস্তে বহু-সংখ্যক মকদ্দমার ভার ন্যস্ত হইলে কেবল যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় না এমন নহে যে সকল মকদ্দমার বিচার হয় সকল সময়ে তাহারও সুবিচার হয় না।

সংবাদপত্রে দেখা গেল ইণ্ডিয়ানা নামক একটী স্থানে এক ব্যক্তির ৩ টী বিবাহ। ৮ কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা উহার সমুদায়ে ১৮ টী সন্তান হইয়াছে। এই ২৮ টীতেই নাগাড় হয় নাই, এখনও সন্তান হইবার যো নাই।

গ্যালি নামক স্থানে কয়েকজন সাহেবের মধ্যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। একজন ব্যক্তি কৌতুক করিয়া আর এক জন সাহেবের নিকট হইতে ৫ টাকার এক খানি নোট চুরি করিয়া উহা আর এক জনের হস্তে দেন। যাঁহার নোট তিনি অভিযোগ করিয়া এই শেষোক্ত ব্যক্তির নামে নালীশ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যথারীতি নালীশ গ্রহণ করেন। অভিযোগ কর্ত্তা ক্রমে গুরুতর হইয়া, কঠিন দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইতে নোটটি চুরি করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৭ দিনের জন্য কারাগার দেন। হাইকোর্টে অপীল করাতে আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমোদ গড়াইল মন্দ নয়।

এক ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকার একস্থল ভ্রমণ করিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য একটী বৃক্ষের গুঁড়ির উপর উপবেশন করেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যেন বৃক্ষটী নড়িতেছে, পরে দেখিলেন বৃক্ষটী বৃক্ষ নয় একটী বৃহৎ সর্প। আমরা গল্প শুনিয়াছিলাম এক ব্যক্তি একরূপ একটী সর্পের উপর রন্ধন করিয়া খাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে পর সর্পটী নড়িতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

বোম্বাইর ডাক্তার ভাউ দাজির কালেক্টরের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কোন একটী স্থানের ৫ টী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে ১২৫০০০ টাকা পোঁতা আছে, অতএব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা খনন করিয়া লইবার অনুমতি দেন। কালেক্টর অনুমতি দেওয়াতে তাঁহারা বিস্তর কুলি লাগাইয়া ঐ স্থান খনন করিতেছেন। কবিবর কলিদাস যেরূপ ভোজরাজ সভায় মহাশন পদ্মপাত বৃক্ষমূল হইতে লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়াছিলেন ডাক্তার ভাউও বোধ হয় সেইরূপ কোন নিদর্শন পত্রপাইয়া থাকিবেন।

অতিশয় শোক সন্তপ্ত মনুষ্য এক একটী উৎকট রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু শোকে মাথার চুল পাকা যায় এ কথা এত দিন

তথা যায় না। অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, বালিনে একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ডাক্তার তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে একটী আত্মীয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহাদের [illegible] করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তাঁহার কন্যার অত্যন্ত [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া [illegible] ডাক্তার শোক পাইলেন এবং আসিয়া তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল। [illegible] বালকটী [illegible] বৎসর বয়স্ক একটী মুটে [illegible] বাটীতে দেখিতে গেল একটী [illegible] হইতেছে, তিনি তাহাকে ভূত মনে করে [illegible] তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বালকটীকে বাঁচাইবার জন্য ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন দেখেন সেটী তাঁহারই পুত্র, তিনি এত শোক পাইলেন যে তাঁহার সমুদায় চুল শাদা হইয়া গেল।

১০ ই কার্ত্তিক শনিবার।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কালেজে বাবু প্রসন্ন কুমার রায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া [illegible] বি উপাধি পাইয়াছেন। মোহাইল ডিন পর্য্যন্ত এই কালেজে একটী বর্ষ যেতাল [illegible] পাইয়াছেন।

[illegible]

আইকোর্টের বিচারে [illegible] যাবজ্জীবন [illegible] পাণ্ডারের আজ্ঞা হইয়াছে। মতটা কিছু [illegible]

৩য় পোষ্ট আফিস হইতে প্রতি- [illegible] কোটি পত্র ৮ কোটি কার্ড একশত [illegible] সাধ পত্র এবং একশত কোটি [illegible] গন্তব্যস্থানে করে।

সম্প্রতি একজন রোমান ক্যাথলিক [illegible] এক [illegible]-রূপে [illegible] উইলিয়ম হিগের স্ত্রীরা বিবাহিতা স্ত্রী [illegible] পরস্পর পরিণয়বদ্ধ হইতে পারে না, তাহারা একরূপ উপপত্নী মাত্র।

[illegible] মকদ্দমা পুনরায় [illegible] হইবে স্থির হইয়াছে। এই মকদ্দমার একজন সাক্ষী চন্দননগরে পলাইয়া [illegible] ষ্টেটকে দাঁড়াইবার জন্য ওয়ারেণ্ট

উহাকে ধরিয়া দিবার জন্য বলা হইবে।

কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজেও বরফের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বরফের একটেইয়াই এই অসিষ্টের মূল।

লর্ড নর্থব্রুক আগ্রার যে দরবার করিবেন সিদ্ধিয়ার রাজা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কারণ সে দিবস তাঁহার নিজের বিবাহ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ ই অক্টোবর। জলপ্লাবিত এই দেশের সহিত ইটালির সোলযোগ ঘটিয়াছে। কর্ত্তিনের সম্রাট খোপকে যে পত্র লিখেন তাহার ভাবে সংবাদ পত্র-সম্পাদকেরা অসন্তোষ করিতেছেন। সকলে বলিতেছেন অর্থাদি প্রভৃতির দ্বারা ইংলণ্ডেরও কর্ত্তব্য পোপের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। পোপের রাজধানী জিবরলটার প্রণালী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা তিউনীস রাজ্য যে দুর্গ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাতে সম্মত হন নাই বলিয়া উক্ত রাজধানীর অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

পারিস ১৮ ই অক্টোবর। মেক্সিকোর বিচার বিষয় লোকের আগ্রহ অনেই বাড়িতেছে। মেক্সিকোই তাহার যে পরীক্ষা করিয়াছেন সেটী অপক্ষাকৃত ভয়ঙ্কর। তিনি বলিয়াছেন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ কখন আশা করা যায় নাই।

ভিয়েনা ১৮ ই অক্টোবর। আর্চ ডিউক উইলিয়ম এখানে আসিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিস্কাউণ্টের হার শতকরা ৭ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২২ এ মার্চ যোগাই হইতে যাত্রা করে তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার যুনিয়নভুক্ত নিগোটী আরা যায় এবার তথায় যায় আমার অধিক ফুল জন্মায় না। কীটাদিতে এবং প্রথম বৃষ্টিতে অনেক ফুলা নষ্ট হইয়াছে

লণ্ডন ২২ এ অক্টোবর। মার্শল ম্যাকমেহন বলিয়াছেন, তাঁহার পদরক্ষা সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন এবং মন্ত্রীসভার মত হইতে কখন পৃথক হইবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

মহামহিমার্ণব গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর, মরিসন ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

২৬ ই অক্টোবর। ই, এফ ফিয়রসেনড এফ ফিয়রসি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে রেভিনিউয়ির প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

সি, এ বর্ফল কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীয়ে যোগড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বীরভূমের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর পাকে পাবনার বদলী হইলেন।

কটকের অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ,এফ, এম বর্ণ কিছুদিনের জন্য আসি পুর বিভাগের ভার পাইবেন।

হাজারিবাগের জিয়ুনিয়র [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাজযোগাল রায়।

" হরিহরানন্দ লাহা।

হাজারিবাগের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণবিলাস কুণ্ডুর দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐ বদলী হইয়া উক্ত শ্রেণী হয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১৫ ই অক্টোবর। বাবু গঙ্গাধর রায় সাহাবাদে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

চৌকরী আবার [illegible] কিছুদিনের জন্য রূপসীপুরে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারিকা কুমার ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, বি রিভেল [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ডি, আর রাইয়ান প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ এডমণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও [illegible]

[illegible]

ডব লষ্ট এচ, ডপুটী রাজসাহিতে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল দা রসন যে দিনাজপুরে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কয়র চতুর্থ শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

যে ওকন এ লপম শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এ স্মিথ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন। জি এস পার্ট তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

যে এস ম ব্রডফুট তৃতীয় শ্রেণী প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই অ স্মিথের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ বি বীমস পটনার বদলী হইবেন।

এখান কার ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন হুগলী বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত বিভাগের সব ডেপুটী কলেক্টর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের পদ খালি হইল।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ভাগলপুর সেসন সিবিল-এসিষ্টেণ্ট বাবু ১৪ পরগণা।

বাবু সুরেশ কুমার সেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মেদিনীপুর।

এবং রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরঘোষ ও এস, অন্নদাপ্রসাদ সেন, বর্দ্ধমান।

সি ডি কলভিন কলিকাতার জন্য হুগলী এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন।

২২ এ অক্টোবর। কল্য ওয়াকোপ সাহেব কলিকাতার পুলিষ কমিসনরের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবেন। ওয়াকোপ সাহেব যেরূপে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ই বি, বেকর কিয়দ্দিনের জন্য পুলিষ প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জনরল হইয়াছেন।

১২ ই অক্টোবর। তৃতীয় শ্রেণীর ব আর্চিবাল্ড সাহেব সুর্য্যোরায়ন সিংহ বিহারের সিবিল সার্জ্জন ও চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙ্গালিদের চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেনেরল হস্পিটালের ভার পাইবেন।

আমাদিগের বা ভুবাহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

মহাশয়। এবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। পূজার বন্ধে বীরভূমের অনেক স্থান স্বচক্ষে দেখিবার অবসর হইয়াছিল। সর্ব্বত্রেই ভূমি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ধান্য ফসল পাইবার কিছু মাত্র আশা নাই। আজি এক মাস এদিকে বৃষ্টি পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। চারি দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। এখন হইতেই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে দরে ধান্য বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই উচ্চ দরই চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাইপুর অঞ্চলে প্রতি টাকায় ১৬ ষোল সের চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। মহাজনেরা অনেক স্থলে চাউল বিক্রয় একবারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মহাশয়! এইত দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ। এখনই যখন এত গোলযোগ উপস্থিত না জানি ইহার পর কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবে। আশ্চর্য্য এই মফস্বলে এত কাণ্ড হইয়া যাইতেছে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের চৈতন্য উদয় হইতেছে না। সময়ে তাঁহারা মফস্বলে বহির্গত হইলে অনেক ধান্য রক্ষা হইত। পুষ্করণী হইতে জল সিঞ্চনে প্রজাদিগকে বিশেষ রূপে উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক কাজ হইত। সে যাহা হউক এখন এই মহামারীর (দুর্ভিক্ষ) হস্ত হইতে প্রকৃতি-কুল যাহাতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তৃপক্ষের শ্রেয়ঃকল্প হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহা কতদূর যুক্তি সংগত একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন, এই আমাদের অনুরোধ প্রার্থনা।

১। বলপুর, আমদপুর, সাইতা প্রভৃতি বীরভূমের কোপাই স্থানে চাউলের ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানের মহাজনেরা চাউল রপ্তানি করিতে না পারে এরূপ নিষেধ বন্ধন করা।

২। ঐ ঐ স্থানের বিক্রয়ের সংগত রূপে এক একটী হার নিরূপণ করিয়া দেওয়া।

৩। বীরভূমের কতিপয় প্রধান লোক ও মহাজনের অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে। অপরাপর মুদ্রে দরিদ্র প্রজাদিগকে ধান্য (বীজ) দিতে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করা।

৪। দরিদ্র মজুর লোকেরা কার্য্য পাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া।

৫। বীরভূমের স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া দেওয়া।

৬। বীরভূমের যে জমিদার এ সময়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন তাঁহাকে বিশেষ রূপে সম্মানিত করা হইবে, এরূপ ঘোষণা পত্র বাহির করিয়া দেওয়া।

সংবাদ
৪ ই কার্ত্তিক

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান। আপনি যে লোকের কথা লিখিয়াছেন তাহার ঠিকানা নাই। তাঁহাকে গোপনে পত্র লিখিলে বিশেষ কার্য্য হয়।

দাসত্ব। এখান অনেক জন কয়েক ভদ্র। পোষ্টমাষ্টার বাবুর বিরুদ্ধে যে মফস্বলের ডিসমিস ও হইতেই তাহার সঙ্গে ঐতার প্রমাণ হইয়াছে সে সমস্ত অধিক লেখা বাহুল্য বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু বেনারেল হগ সাহেবের সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছেন তিনি সোসাইটীকে হগ সাহেবের পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে এতদিনে পাঠান হইয়াছে। তাহা বিদেশী হওয়া হগ সাহেবের দুঃখিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

শ্রীঃ—কী—টক। আপনি যে প্রচার

বিদ্যের যে দোষ উল্লেখ ক'রেছ হেন, আপ | মাত্র উদ্দেশ্য দোষ করা তাহার সংশোধন
ক'রিয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল করা। যদি
তাহাই হয় তাহা হইলে এই পত্রখানি
ব্রাহ্মবন্ধু বা ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে প্রকাশ করা ভাল,
ক'রে সাধারণ কিম্বা ব্রাহ্ম-প্রচারকদি-
গের [illegible] এ বিষয়ের কোন সম্পর্ক
নাই। এদেশে ৫৬জন সহযোগীর দোষের
কথা পাঁচজনে আমরা প্রকাশ ক'রতে
কুণ্ঠিত হইলাম।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। অনিচ্ছা অভাবে আপনার নিকট শেষ সংবাদটী পাঠাইতে অক্ষম ছিলাম।

পূর্ব্বাদ্রিস্থিত তেজপুর আসামের প্রধান নগরটির নাম বিটিশিক বাসেটিব আইয়ম। আসামের সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর নামক স্থানে পতিত হইয়াছে। ইহা স্থানটি এখান হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিম। তত্রস্থিত সংবাদের 'রিপোর্টে' প্রকাশ হইলাম যে উহাতে ক'লেরা'ও কোন অধিক হয় নাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে উহা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে মুহ মাকার মোসাং নাম্নী দ্বিতীয় অংশ পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের দেখিবার নিমিত্ত এই স্থানের তত্রস্থিতদিগের পাঠাইয়াছিলেন ও সংবাদ উহা ওজনে ক্রমান্বয়ে ৬২,৫২ এবং ৩২ সের হইয়াছে। দেখিতে ঠিক কাপড় আইয় নয় সদৃশ। আছিয়া ফেলিলে ঠিক সেই রকম ছোট ছোট কলা ছোকলা উঠিয়া আসে। উহার এক টুক্‌রা আপনার নিকট পাঠাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কোথায় ফেলিয়াছি, এক্ষণ স্মরণ হইতেছে না।

'মরীচের সংবাদদাতা বিশেষ অনেক না দেখিয়া ঠিক ঠিক লিখিতে পারেন নাই।

আসামের সমস্ত নদী ইতিহাস লেখা হয় নাই, অনুসন্ধিত বর্ণনা হয় নাই, প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই। যে সময়ে পড়াধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া নিপতিত হয়, সেই সময়ে অতিশয় শব্দ হইয়াছিল। অদ্য এই অবধি।

তাজপুর
১০ই অক্টোবর
১৮৭৩
} শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্ট

দুরদৃষ্টের কথা
প্রথম সর্গ।

(১)

দুরদৃষ্টের কথা, বিচিত্র, দুষ্কর,
বর্ণিতে বাসনা; তাই আসার আরম্ভি।
ডাকিলো তোমারে আজ বহ্নিবাহন!
মাস বহু সম্বৎসর অবারিত-গতি
বহে যায়। ক্রমে ক্রমে বহে অগ্রসর
মৃত্যু-অভিমুখে যাই। ভাবিলে দেখিতে
দুইপথে ধীরে ধীরে যায় নিদ্রাপানে,
সেরূপ জীবন-স্রোত মৃত্যু মুখে টানে।

(২)

কালচক্রে দিন রাত এক হয়ে ক্রমে
ঘুরে গেল, বালকের বালকত্ব গিয়া,
যুবকত্বে দেখাদিল, বহুদিন ধরে
যেসব উন্নত আশা যতন করিয়া,
রেখে'ছনু, পুরি তারা মানস-কমলে,
আসার জীবন-তরি যাই ভাসাইয়া,
সংসার-সাগরে; ভুল সিলিবে তোমায়!
কটমার কাল জীব মুগেছি ধরায়!

(৩)

এসংসার-চক্রে জীব ঘটনার দাস,
আগে তাহা বুঝি নাই, জানিতাম মনে,
যেদিকে যেরূপ খেলা আছে অভিলাষ
পূর্ণ হবে, কিন্তু হায়! কাল স্রোত-সনে
সকল যে ভেসে গেল, রয় উপাখ্যান
কয়ে যোরে গেল সব, কেবল নয়নে
পড়িয়া রহিল বারা, কিহবে কি বলো
ভবিষ্যতে বিধি পর ভাগ্য কাঁপিল।

(৪)

হে ভারতি! কত দুখে পূর্ণ এসংসার।
শুধু কল্প তরু মূর্খি, তোমারি দুয়ার
প্রাপ্ত হয়ে বসি তাই অন্য এক বার,
দারিদ্র্য অজ্ঞান যদি থাকে সে ভাগ্যের
সে ত সুখ, দরিদ্রকে জ্ঞান অধিকার
দুখি দেও, যে তরঙ্গ মনে মর্ম্মে বয়
অন্যে কি বুঝিবে, কবি জানে বিলক্ষণ,
সে তরঙ্গে সম্বরণ মর্ম্মের কেবল।

লোকে বলে দুখি বাড়ি মরুক আমারে,
তাই আজ তাড়ি বেচি। সৈন্ধব মরুলে
উৎসাহে প্রফুল্ল অন্ন খেয়েছি তোমারে,
দুখিও বিরাহ দেখা, সে দেখেছি সাধে
তোমল কবিতা হায়। সাগরের পারে
দুরন্তাশা নিরাশিত জিরপেতে বসে,
স্মরিয়া দুখের কথা ভাবিছে রোমন,
তোমার প্রসাদে তাহা করেছি মরম।

(৬)

আজ এ দুরন্ত দুখি, দুরন্তরচনা,
এসারে গড়িব এক দুখের কেহিনী
রমণীর শিরোমণি অপূর্ব্ব ললনা,
উৎসর্গের রীতি আছে, কিন্তু এ কাহিনী,
কার হাতে দিব আর? করেছি বাসনা,
সঁপিব তোমার হাতে ● ● ● তোমারি।
যেরূপ মহুর্তে পূর্ব্ব হৃদয় তোমার
তোমারে উৎসর্গ করা উপযুক্ত তার।

(৭)

চিতোরের মহারাজ পড়িলা সমরে,
কাঁদিয়ে গগণ পৃথ্বী উঠে হাহাকার!
বালবৃদ্ধ যুবরাজ বিবাহ-আগারে
ছুটিল, সোণার পুরী হলো অন্ধকার,
কিবলো কিবলো বলে দুর্গের ভিতরে
আর্ত্তনাদ বাজিল, বন্ধ হলো পুর দ্বার,
রাণীদের আর্ত্তনাদ গগণে উঠিল,
দুখে দুখে অশ্রু জলে প্রাসাদ ভাসিল।

(৮)

ভাসিল চিতোরপুরী ঘর ঘর করে,
দুখ যবন-সেনা আসিয়া ঘেরিল।
চিতোরের রাজা যেথা অন্তরিক্ষ ঘরে
বিবাহে মগিন রবি যবি লুকাইল,
অন্ধকারময়ে ক্রমে গগন উপরে
অন্ধকার দুখিনী আসি উঁকিতে লাগিল।
অভাগা চিতোর দুখি আপনারে বলে,
এই দুরন্তের তোর দুখের তপন!

(৯)

রাজপুরী এলো যিনি তালের ভগিনী,
যবনের সর্ব্বনাশী অন্তরে সঞ্চিত
তাদের রাজ-সেনা, আছে দুখের কাহিনী
যাহাই যাহাই মনে দুরন্ত শল্য মম
তুলিছে হৃদয়ে আজ [illegible]
[illegible]

(১০)

এক পর দুইপর ক্রমে বয়ে যায়,
এলো এলো এলো করে সজাগ সকলে,
গভীর আঁধার হলো সূচি-ভেদ্য প্রায়,
কাঁকা স্বরে ডাকে মিশি, তার পর ছলে
মৃত-প্রায় স্তব্ধ সব অঘোরে ঘুমায়,
একাকী চিতোর শুধু ভাসে চক্ষু-জলে।
তার সে দুঃখের সাক্ষী তুমিলো যামিনি।
দয়া ক'র ঢাক তার অঙ্গ বিনোদিনি।

(১১)

কে ঘুমায়। কেবা জাগে। চিতোরনগরে
রজনীর সঞ্চারিত্রা ভ্রমে দ্বারে দ্বারে,
কে যাও না পায় স্থান। শয়নের ঘরে
বিধবা যুবতী কেহ প্রাণের কুমারে
খুব পাঠাইয়া, নিজে চিন্তার সাগরে
মগ্ন আছে, পতি তার ভাসায়ে তাহারে
সেই দিন রণ ভূমে করিল শয়ন।
একা বসে ভাবে সতী ঘরে দুনয়ন।

(১২)

এহেন সময়ে তন্দ্রা তাহার নয়নে
দেখা দিল ক্ষণকাল। দেখিল যুবতী
দুরন্ত যবন এক তাহার ভবনে
এসেছে, পুত্রটী তার বধিতে দুর্ম্মতি,
ঊর্দ্ধস্বরে অভাগিনী কাঁদিল স্বপনে।
প্রকাশ হলোনা স্বর, শোকভরে সতী
গোঁ গোঁ ক'রে লুটিতেছে শয্যার উপরে,
সহচরীগণ তার ছুটে এসে ঘরে।

(১৩)

এরূপে চিতোর-পুরী সজাগ সভয়ে,
হেন কালে ওকি শুনি রব ভয়ঙ্কর?
একেবারে দশদিক গেল পূর্ণ হয়ে,
কাঁপিল পুরীর মূল, "মার মার" রবে
উঠিল রোল, অস্ত্র শস্ত্র লয়ে
রাজপথে ছুটা ছুটি করে শত নর,
সাজো সাজো বলে দুর্গে যোধগণ বাজিল
তোপের উপর তোপ দাগিতে লাগিল।

(১৪)

দুঃখ নিয়ে কাল-রাত্রি পোহাইবে আর।
সাজো সাজো আর নয়। রণহতে যারা
এসেছিল, ওইতারা সাজিল আবার।
"আমায় বিদায় দেও" মুহু অশ্রু ধারা,
বলি বাহিরিল বীর, এক দৃষ্টি তার
রাজ পথে, অনাবৃষ্টি যথা ঘর্ম ধারা
কণী প্রায় ভতাশ্বাস আহার কামিনী
অঞ্চলে মুঁছিয়া মুখ কাঁদে অভাগিনী।

(১৫)

আরকি অভাগী দেখা পাবে প্রাণেশ্বর।
ক্ষণকাল রও নাথ। বারেক তোমারে
প্রদক্ষিণ করি। ধরে ধরি কুল অন্তর
ওই বহিতেছে বালা প্রাণের সথারে,
যত প্রদক্ষিণ করে, প্রেমের সাগর
উথলিয়া চক্ষুদিয়া বহে অশ্রুধারে।
প্রস্তরের মূর্ত্তিমত প্রাণেশ্বর তার
দাঁড়ায়ে, তাহারো চক্ষে বহে দুটী ধার।

(১৬)

বস্ বস্ আর নয়। ওই যায় যায়
শব্দ শোন ক্রমে যেন আসে আগাইয়া,
বিদায়। বিদায়। যদি ফিরিলো আবার
দেখা হবে, মুখামুখি। আবার আসিয়া
হির প্রেম আলিঙ্গন বিপরীত তায়
ঘটে যদি তবে প্রিয়ে লওলো দেখিয়া
শেষ দেখা, জগদীশ দেখুন তোমায়
আসি তবে আসি তবে বিদায়। বিদায়।

(১৭)

বিদায়। বিদায়। বীর উর্দ্ধ দেয় শ্বাস
ছুটিল দুর্গের দিকে। অনাথা ভগিনী
যেরূপ চাহিয়া থাকে, যে পথেতে যায়
পতি তার, সেই পথ চাহিয়া কামিনী
রহিল প্রস্তর মত, সলিল ধরায়
ভাসিল দুধারেও মুখ, আহা অভাগিনী
যাবে কি? উঠে না পদ, ভক্তিতের মত
রহিল দাঁড়ায়ে যেন বুদ্ধি শুদ্ধি হত।

(১৮)

ক্রমে সে যুদ্ধের রোল হয় অগ্রসর
হল স্থূল রাজপুরী নিতান্ত অদূর,
অবরোধে স্থূল-বধূ যাঁরে পরিকর,
দ্বারক্ষী যত রাজপুত বীর
দাঁড়াইছে দ্বারে দ্বারে, এবে প্রতি ঘর
এক এক দুর্গ হলো, পুত্রের রুধির
চন্দোয়ের বক্ষ দিয়ে বহিবেরে আজ,
সাজরে অভাগা পুরী সাজ সাজ সাজ

(ক্রমশঃ) শ্রীঃ—

সম্পাদক মহাশয়। গত বৎসর ওলাউঠার এই ক্ষুদ্র কুচবিহার রাজ্যের দুরবস্থার এক শেষ করিয়া গিয়াছে। এমন গৃহ নাই অল্প, যেখানে অন্ততঃপক্ষে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত নাই। তখায় বলে মড়ার উপর খাঁড়া, এবার তাহাই হইয়াছে। একেত রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে জ্বরের প্রাদুর্ভাবে লোকে আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ মাত্র পাইতেছে না। জ্বর যে কেবল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে এমন নহে, স্থানে-স্থানে অনেক লোক মৃত্যু-গ্রাসে ও পতিত হইতেছে। এরূপ হইবার বিশেষ কারণও দেখা যাইতেছে। গত দুই বৎসর বন্যা না হওয়াতে জল বায়ু দূষিত হইয়া রহিয়াছে। গলিত বস্তুর বাষ্প ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এস্থানে পাট অধিক পরিমাণে জন্মে। ঘাস ডোবা প্রভৃতিতে জল না থাকায় নদীতে ঐ সকল জাগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে জল অল্প পাট আগে জল দূষিত হইয়া উঠিতেছে, লোকে ব্যবহার না করিয়াও পারে না, এদিকে যাহারদের হাত হইতে নিস্তারেরও কোন উপায় নাই। যাঁহারা রাজ্যের শান্তি রক্ষক, যে পুলিসের হস্তে স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার রহিয়াছে, তাঁহারা সুনিদ্রায় অচেতন। মাদালক রাজার প্রচুর অর্থ বিতরিত হইতেছে বটে, কিন্তু পুলিস কুচবিহারের লোকদিগকে বিন্দু মাত্রও উপকার দিতেছে না। দুঃখের বিষয় এই, উপরিস্থ কার্য্য সঞ্চালকও যথোচিত প্রতি বিধানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ নিরপেক্ষতা দেখিয়া আমাদের মনে বিষাদ ও ভয়, উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব সমীপে আমাদের এক প্রার্থনা, তিনি ইহার একটী সদুপায় সত্বর উদ্ভাবন করুন না হইলে আর রাজ্য রক্ষা পায় না। আমাদের প্রজাপ্রিয় রাজা, তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া [illegible] পুরস্কার ঘোষণা করুন।

[illegible]

স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া রাজ-দত্ত বৃত্তি পাইবে, তাঁহাদের কলিকাতা মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক চারি টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবেন, এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার প্রথম দানের চিহ্ন এরূপ নহে। বিদ্যার উৎসাহ বিধায়কমন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বেতন (পাহক) অনাথ বালক দিগকে বেতন ও পুস্তক দান করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত তিন বিদ্যালয়, মাণিকতলের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, এবং ইংরাজী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গ্রামের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। লোকের স্নান ও পানাদিসম সুবিধার্থ পরিষ্কৃত দীঘি ও পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দীনহীন প্রজাদের জল প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচুর বেগশালী বন্যা নদের উপর সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বন বাসের সার্থকতা জন্মাইয়াছেন। রোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অধিক মূল্যে উত্তমোত্তম ঔষধ পাত্রেরা ও আজ্ঞারি মতের ঔষধ অকাতরে প্রদান করিয়া অনেক লোকের জীবনদান করিতেছেন। অনন্তর সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার অন্ত.করণ লোকের উপকার চিন্তনে নিযুক্ত তিনি সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ তাহার সন্দেহ নাই।

গোয়াহাটী স্কুল
১৮৭৩
২৫ অক্টোবর } ইতি—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৭ ই অক্টোবর।

গ্রামের নাম	নদীর গভীর জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চোয়াডিঙ্গা হইতে	১৩	০
ভবা হইতে মুরপুর	৬	০
মুরপুর হইতে অরিপুর		
আইলের মধ্যে	৮	০
অরিপুর হইতে মহেশপুর		
৭ মাইলের মধ্যে		

মহেশপুর হইতে কাটোয়া
৫০ মাইলের মধ্যে
কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪৪ মাইলের মধ্যে ১২ ০

সন ১৮৭৩ সালের ২০ এ অক্টোবর মহেশপুর গঞ্জ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৮	১১

মহেশপুর
২০ অক্টোবর
১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত বাবু ঈ, ডব্লিউ কিউটির তত্ত্বাবধারণে নদীয়া জেলার বিষয় লিখিত।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে মোকপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ মজুমদার
গোবাদী খণ্ড ১০
" " ভূদেবমোহন মুখোপাধ্যায়
জলপাইগুড়ি ১৩
" " রাধানাথ বসু।
গৌহাটী ১৭ ৮

১২৭৩ বঙ্গের কার্ত্তিক ও ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের মোমপকাশের মূল্য শেষ হইয়াছে, তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয়
মেহেরপা গ্রাম।
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উলা নীরনগর।
" " মধুসূদন রায় মুন্সেফ
চৌকী নদীয়াবাদি।
" " শ্রীনাথচন্দ্র দত্ত
চকদীঘী পোষ্টপীস।
" " কালীচন্দ্র দত্ত রায়বাটী
পোষ্ট আপীস।
" " পুলীনচন্দ্র রায়—কলমাকান্দা রাজা
" " মহেশ্বর মজুমদার নদীয়াস্থ
পীলখানা গ্রাম।
" " কুল মাস্টর [illegible]

" " ঈশানচন্দ্র রায়
মহেশপুর ষ্টেটকাছারী।
" " ভোলানাথ বসু—এডঃ সেসনস
" " হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মোক্তার
রামমহল।
" " হলধর পাল—আমলা খাসবন্দ
" " দুর্গা প্রসন্না মাতাজী—খাদার
" " শ্রীযুক্ত ডেপুটী—রাজাবাবপুর।
" " দুর্গা প্রসন্না মাতাজী নিয়া [illegible]
সাহেব—ডেপুটী [illegible] আপীস
" " সলিলচন্দ্র বিশ্বাস—ঝিনুর
" " ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস জমীদার
মহেশপুর।
" " ঈশানচন্দ্র দত্ত—মহেশ্রাম।
" " ঝিনাইদহ আফীস হইতে
মাধবনগর গ্রাম।
" " ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র—গ্রাম চাঁচিয়াড়
" " কালীকান্ত পাল—খুলনা জিলা আমি
" " অর্থাৎ ডাক্তার
ডেপুটি মাজী মণিগ্রাম।
" " শিবচন্দ্র পাকড়াশি
মহাজিপুর খুলনা।
" " মহাবিদ্যা ঘোষ—ঝিনুর।
" " পুলিনবিহারী প্রসাদ ঘোষ
মৌজে ঝুলনা গ্রাম।
" " রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার মহিলা।
" " মৌলবিপুর অবধৃতাথ দাস
পুলিসকাপ্তান।
" " নবীনচন্দ্র মোক্তার—মহেশপুর।
" " ব্রজনাথ আঢ্য—মহেশ মিশন।
" " শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট—মহেশপুর।
" " অম্বিকাচরণ মজুমদার
পিতামহ গ্রাম।
" " শ্রীহরচন্দ্র বসু—মহেশপুর।
" " কালীচন্দ্র মজুমদার
গোয়াহাটী।

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ১৯ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ৩ রা নবেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

শুভ যন্ত্র হ.প.ধাম।

কলিকাতা ১৪ নং নিমুটোকর্ম লেন প্রেসি ডেন্সি কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখবিতীয় গলি।

শঙ্কর বিজয় তরঙ্গী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় মতানুসারে

শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির

জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, অদ্যাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচিত্র ও বিবিধ বিষয় এবং তদ্রচিত গ্রন্থের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষার গদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় বলা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপলব্ধি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রহণ বিষয় হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গায় শুভ প্রেসে ও বারাণসী সেণ্ট্রালপুরে ৺ দুর্গা কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন, পত্র বেয়ারি পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

বাঙ্গর কারীগণের প্রতি প্রতি খণ্ড	১৷৷০
বিনা বাঙ্গরকারী ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	

শ্রীসত্যচরণ শুভ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উইলে ভুক্ত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকল পত্তনী দেওয়া যাইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত, হাবিলিসহর পরগণাস্থিত এবং ৩১৭ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক কিসমত ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হুগলী জেলার অন্তর্গত বড় পাইকান পরগণাস্থিত ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক কিসমত হাবড়া ও চর হাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা পরগণাস্থিত এবং ১৫৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত তালুক মৌজে মুক চর। এবং উক্ত পরগণাস্থিত ২৭৩ নং কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত মোঘলপুরস্থ লাকরাজ ভূমি সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাট্টার অপরাপর সর্ত্তের জন্য উক্ত রাজা বাহাদুরের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত অফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন।

১৮৭৩ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার বেলা ৫ টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে পাট্টার মূল্য গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত মাসের ৮ ই শনিবার বেলা ১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত উহাদের ভার দেওয়া হইবে এবং (অন্য সকল সুবিধা সত্বে) হাইয়েষ্ট বিডারকে দেওয়া হইবে।

"শব্দ কল্পদ্রুম।"

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের

সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়

বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেব-নাগরাক্ষরে তিনাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রিম পূর্ব্বক স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিপি কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শোভাবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা | শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১৲ ডাক মাশুল ৷৵০

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৵০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম চার্ট সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

ঐ প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল লিখিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাতব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য শব্দাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উক্ত কৃত ভিষগ্রত্ন ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ভক্ত মহাশয়ের কৃত সুতন মার্জ্জরি অর্থাৎ অঙ্গ চিত্র সংযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল পাঁচসিকা খরচ ৷০। বাবু ক্ষেত্র-মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাহুল /০।

কলিকাতা
নং নবাবাজার
৷০ নং ভবনে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফেড গ্যাস, প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন অফসেট ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইতালী ফেন্সীর ছাদের টাইল ইষ্ট। ফেব্রিকেটে ঢালাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ষ্টাইল ইষ্ট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাথিং-ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্য সকল পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে ঐ নির্ম্মিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৮নং মেডিকল ষ্ট্রীট } মহেন্দ্রলাল সরকার।

বঙ্গভাষায়

ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা,

ফিজিকাল ডায়গ্নোসিস,

এবং ফিজীয়লজি,

অর্থাৎ

রোগ বিচার এবং ব্যাধির

তাত্ত্বিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরোক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ডবল ক্রাউন ৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২ ডাকমাহুল ৷০ আনা। উহার বাঙ্গালা ভাষা সহজ ও সরল। ছাত্রদিগের পক্ষে এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের নিকট এই পুস্তক অতি আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইহা লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৮ নং মেডিকল ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

উৎকৃষ্ট ও অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক।

১। মুহিদাব্দেরই আশ্চর্য্য মাজুন-নিশা। দুই ভাগ একত্র সংস্থাই, মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০ উক্ত দুই টিকানায় পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে কি কি মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা কোন সময় কি কি ক'রলে প্রস্তুতি হইবে, কোন্ সময় নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, গর্ভ কিরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এবং শিশুদিগের পীড়ার লক্ষণ ও তাহাদিগের আরোগ্যকারী ঔষধাদি পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের যাবতীয় চিকিৎসা, অর্থাৎ পুরুষ সংক্রান্ত নিবারণোপায়, গর্ভবতীর চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য বিষয় এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

পুস্তকে অনেকগুলি চিত্র সহজ ভাষায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণের বুঝিবার নিমিত্ত ইহার মূল্য পঞ্চসিকার পরিবর্ত্তে ১ টাকা ধার্য্য করা গেল।

২। কলেরা অর্থাৎ বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৵০। এতদ্বিষয়ক চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। মেডিসি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা-বিবরণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা।

৪। পত্নীর-পালন (২য় সংস্করণ) মূল্য ৵০

৫। ইন্ডিয়ন ডিয়ার (হোটালি) ৷৵০

৬। ফ্লুইডাইড্ ট্রীটমেণ্ট-প্রণালী ৵১০

প্রত্যেকের ডাকমাশুল এক আনা।

উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার

বিজ্ঞাপন।

১৮৭৮ সালের ১২ আইন অনুসারে ২২০ নং অপার চিৎপুর রোডে মেসার্স বি. বসাক এণ্ড কোং নামে যে কোম্পানি রেজিষ্টরি হইয়াছে, তাহা সম্প্রতি উঠিয়া যাওয়ায় উক্ত কোম্পানির সমুদায় কার্য্য ১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩৭ নং বেনেটোলা লেনে আমাদিগের নিজস্ব বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে। অতএব আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খরিদ্দার মহাশয়দিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বমত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নূতন বাটীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

৩৭ নং বেনেটোলা লেন, কলিকাতা।
১লা জানুয়ারি ১৮৮১ সাল।

বি. বসাক এণ্ড কোং।

১ ম। কালেকটরীর ভৌজী ভুক্ত ১৫৭ নং ইষ্টেটের মধ্যে গোকুলনগর, বিক্রমপুর ও শিখরবালী এই কয় পত্তনী তরফ ব্যতীত এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে সুখচর ব্যতীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিদহাটীস্থিত সমুদায় ভূমি। ২ য়। ৩২৫ নং কালেক্টরীর ভৌজী ভুক্ত মুক্তাগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও মঙ্গলহাড়া। ৩ য়। ১২৬৬ নং কলেকটরীর ভৌজী ভুক্ত দক্ষিণরাজ ভূমি। ৪ র্থ। ১২৩৬ নং কালেক্টরীর ভৌজী ভুক্ত লক্ষ্মিজ ভূমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল খাস জিম্মা টিকা মহল আছে এবং যে সকল লাখেরাজ ভূমি অথবা হাট প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকিবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় মৃত দেওয়ান রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিউটর শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ৬৪ নং বাটীস্থিত আফিসে পূর্ব্বোক্ত পত্তনীর বিষয় গ্রহণ করা হইবে।

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই পত্তনী হাইএষ্ট বিডারকে দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস জিম্মা টীকা মহল সমূহের কিম্বা হাট প্রভৃতির যতদূর বাড়ান যাবে, বর্ত্তমান উপস্বত্ব হইতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর বন্দ দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে এরূপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে যদি কখন স্বতন্ত্র কবুলীয়ত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব, কুমার ভূজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত বর্জ্জিত পরগণা এবং তরফ বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিগম্বর বসুর ওলড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কালেকটরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেগাম
সাহেব একটী রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্ব স্থিত বাজে অস্তি বিঘা শ্রেণীর ১৫৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব, বর্ত্তমান মাহার ১৫ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ৯ ই নবেম্বর মোং বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার এবং তদ পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির সোকাম সিউড়ির কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে, অবশিষ্টা অংশ বন্দ্র বার করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমার কৃষিগণ সন করারে জোত করে এবং ঐ জমির নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাট দিতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩
২২ অক্টবর } মে উইলিয়ম হেগাম সাহেব একটী রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ কার্ত্তিক সোমবার।

আর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবার বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। গতবার ভাল চাস হয় নাই, কৃষকেরা অবসন্ন হইয়া আছে, এবার তাহার উপরে এই নিদারুণ আঘাত। এবার কৃষক ও ইতর শ্রেণীর রক্ষা নাই। গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও ধনবানদিগের এই সময়ে তাহাদিগের রক্ষার্থ সজ্জ হওয়া কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট কেবল রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের ছাতরা চিকিৎসাদি কার্য্যের ন্যায় এ কার্য্যেও অনেক উপসর্গ আছে। সেই উপসর্গ ভাবে কার্য্যে দিগের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না। আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাটাদির কার্য্য আরম্ভ করুন এবং বঙ্গদেশ হইতে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিন। বিহারের ব্যবসায়ীরা শস্য দুর্ভিক্ষের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্য ক্রীত শস্য বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া একবারে বড় মানুষ হইবে এই তাহাদিগের বাসনা। অতএব যাহাতে তাহারা ইচ্ছামত অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে, এরূপ করিয়া চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থানে আমদানী কম হইবে, গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে নিজে আমদানী করিতে হইবে। এ ব্যবহার বাণিজ্য নিয়মের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু আপৎকালে এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় একান্ত আবশ্যক। আপৎকালে নিয়ম প্রতিপালন প্রায় চলে না। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলে অনেক সময়ে সেই আপদের আয়াম বৃদ্ধি হয়। বিদ্রোহকালে তাহার প্রমাণ স্থল। বিদ্রোহকালে কয় জন লোকের অপরাধের অনুরূপ বিচার হইয়া দণ্ড হয়? তৎকালে শত শত লোক কি বিনা বিচারে হত হয় নাই? বীডন সাহেবের সময়ে আমরা তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সময়ে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের কথায় আস্থা করেন নাই।

শেষে তাঁহাকে পরাভব করিতে হইয়াছিল। কায়েল সাহেব সুচতুর লোক, ইনি তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব ইঁহার প্রতি আমাদিগের এই উপদেশ বিফল হইবে আমরা ইহা মনে করি না।

পত্রবাহে আমরা বলিয়াছি যে নবীনের দণ্ডটী অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। বিচারপতি আইন অনুসারে যাহা করা তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে দেশের সকল ভদ্র লোকে একত্র হইয়া দণ্ডের লঘুতার জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করুন। তাহারা পুলিসের নিমচাঁদ তারাচাঁদ এবং ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক বেলিওলস যখন তাঁহার কৃপার পাত্র হইল তখন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা নিশ্চয়ই অনুগ্রহের উপযুক্ত। নবীন যে কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে কাপুরুষতা দুষ্টকারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হয় নাই। এলোকেশীর উপর বিদ্বেষ বা ক্রোধ পরবশ হইয়া সে এ কার্য্য করে নাই, বিপদে পড়িয়া হতাশ হইয়া এই কাপুরুষতা করিয়াছিল। কার্য্য টী অতি দুষ্কর হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই সেই জন্যই আমরা তাহার কিছু দণ্ড আবশ্যক মনে করি। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই হতভাগ্য যুবার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। ইহার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের সংবাদে শত শত লোক প্রাণে বেদনা পাইয়াছে, দণ্ডের লঘুতা সম্পাদন করিলে তিনি অনেকের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসায় ভাজন হইবেন।

কালে সমান। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় অবধি ইহার মহিমা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। যিনি ইহার দাস হন, তাঁহার উৎসন্ন দশা যত শীঘ্র আরম্ভ হয়, অন্য কোন ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির তত শীঘ্র দশা বিপর্য্যয় ঘটে না। কোন দেশেই জুয়া খেলার এ গুণের বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু ইহার মত বিধির দেশ ভেদে বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, কলিকাতায় হাটে বাজারে রাস্তায় জুয়া খেলা হয়, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। দণ্ড দূরে থাকুক, পুলিসের লোকেরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে। সে দিন তার কেশরে যাইবার পথে জুয়াড়িদিগের দৌরাত্ম্য লইয়া আন্দোলন হইল, কিন্তু তাহার কি বিশেষ ফল হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আইন এই, কেহ গুপ্ত করিয়া জুয়া খেলিলে তাহার দণ্ড হয় না, জুয়া খেলা যাহার ব্যবসায় তাহার দণ্ড হয়। সম্প্রতি গাজিপুরে আবার একটী নূতন মত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক লইয়া অন্তঃপুরের অতি নিভৃত স্থানে জুয়া খেলিতেছিল। মোহেদ্দা পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে সংবাদ দিল। তিনি দল বল লইয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ক্রীড়া স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই প্রস্থান করিল। যাহার বাটী, সে ব্যক্তি ও আর কয় জন ধৃত হইল। যাহারা পলাইয়া যায়, তাহাদিগের জুতা সেই খানে পড়িয়াছিল। পুলিস সেই জুতাগুলি প্রধান জুয়াড়ির মস্তকে দিয়া রাস্তা দিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাজিষ্ট্রেট তাহার ৫০ টাকা দণ্ড করিলেন। পাঠকগণ দেখুন গাজিপুরে এক জুয়া খেলার দুই দণ্ড। অর্দ্ধ দণ্ডটী মাজিষ্ট্রেটের এবং জুয়া হয়

[illegible] ব্যবসায় তত নহে বঙ্গদেশে ও সর্ব্ব-

দণ্ডটী পুলিসের প্রাপ্য। পাঠকগণ বলুন এটী কি যুক্তিসিদ্ধ দণ্ড নয়? যাহাকে জুতা মারা হইয়াছে, শুনিলাম তাহার অনেক টাকা আছে। পাঠকগণ! একটী কথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যাহারা ইচ্ছা করিয়া জুয়া খেলে তাহাদিগের দণ্ড হয় না, এরূপ হিন্দু হইবার কারণ এই সাহেবেরা সময়ে সময়ে খেলিয়া থাকেন।

— ০ —

বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের তুলনা সমালোচন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম কষ্ট-স্বীকার ও সাংসারিক দুঃখ দর্শন করিলে বঙ্গবাসী কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুখী বলিয়া বোধ হয়। এখানকার কৃষকেরা যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের ন্যায় কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, বোধ করি ইহাদিগকে কোন প্রকার সাংসারিক দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় না। বঙ্গদেশের লোকেরা অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা অধিকতর দৈবপরায়ণ, এখানকার কৃষকেরাও এ বিষয়ের বহির্ভূত নহে। ইহারা কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পর্জ্জন্য দেবের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, যদি দেব প্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, যদি তিনি অপ্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের দুঃখের অবধি রহিল না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা এরূপ দৈবপর ও অদৃষ্টবাদী নহে। তাহারা দৈবকে পরাস্ত করিয়া আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহাদিগের ধান্য ও শস্যের লাভের [illegible] কিন্তু যদি সময়ে বৃষ্টি না হয়, তাহারা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের ন্যায় [illegible] তাহারা [illegible] ও যে অনুবিধা ভোগ করিয়া [illegible]

নির্ব্বাহ করে, তদুপযুক্ত শুমিলে বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের মস্তক লজ্জায় অবনত হয় সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা নয়। উহার উর্ব্বরতা সম্পাদনার্থ কৃষকদিগকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে ও বিস্তর ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রভৃতি দিতে হয়। পরিশ্রমের পরিসীমা নাই। কৃষক স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সমস্ত দিন ক্ষেত্রের কাজ করে। ক্ষেত্রগুলি এমনি পরিষ্কৃত করিয়া তুলে দেখিলে নয়ন ও মনের সবিশেষ তৃপ্তিসাধন হয়। বঙ্গদেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রের এরূপ কাজ করিতে জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশে কৃষকেরা ক্ষেত্রের ঐরূপ কাজ করিলে নিঃসংশয় দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা অত্যন্ত অধিক। এক বিঘা (১০০ হাতে বিঘা হয়) ভূমির খাজনা সচরাচর ১০। ১১ টাকা। ৫। ৬ টাকার ন্যূন নাই। তৃতীয়তঃ, উত্তর পশ্চিম কলে বঙ্গদেশের ন্যায় বৃষ্টি হয় না। কূপের জল তুলিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। জল তুলিতে বলদ ও লোক অনেক ব্যয় হয়।

এস্থলে উত্তর পশ্চিম কলের জমীদারদিগকে কিছু প্রশংসা করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা আপন আপ অধিকারের অধিকাংশ স্থলে কূপ খনন করিয়া দেন। কূপ খনন করিয়া দিলে ভূমির গৌরব ও খাজনা বৃদ্ধি হবে, এই আশয়ে তাঁহারা কূপ খনন করেন সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশের জমীদারেরা এ কৌশল জানেন না। তাঁহারা যদি আপন আপন অধিকার মধ্যে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন কেবল যে তাঁহাদিগের ভূমির অধিকতর আদর ও খাজনা বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, অমাবৃষ্টিকালে প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হয় না। যে বৎসর শস্য না জন্মে, জমীদারেরা সে বৎসর প্রজার নিকটে সম্পূর্ণ খাজনা পান না, পর বৎসর শস্য জন্মিলে সুদ সমেত দুই বর্ষের খাজনা আদায় করেন, ইহাই প্রজার প্রতি অত্যাচার ও তাহার দুর্দ্দশার হেতুভূত হয় কিন্তু ভূমিতে জল দিবার কোন উপায় থাকিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাহাদিগের দুই বেলা অন্ন জুটে না। এক বেলায় আহারও অতি জঘন্য ও কদর্য্য দ্রব্য। বাঙ্গলা দেশের তাহাদিগের ভ্রাতৃ কৃষকগণের সহিত ইতর বিশেষ এই যে ইহারা দুই সন্ধ্যা খাইতে পায়। কিন্তু বাস গৃহ ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে উভয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই শোচনীয় দশা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়। একি সামান্য ক্ষোভের বিষয়, যাহাদিগের শ্রমোৎপাদিত শস্য দ্বারা দেশ রক্ষা হইতেছে তাহারা দুই বেলা উদর পূরিয়া অন্ন পায় না॥ তাই কি ভাল সামগ্রী খাইতে পায়। পরের ভোগার্থে তাহাদিগের উত্তম দ্রব্য উৎপাদন প্রয়াস। বাঙ্গলা দেশের কৃষকের অতি মোটা চাউল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা বাজরা ছুট্ জনারি প্রভৃতি নিকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। যেমন অন্ন তাহার উপকরণও তেমনি, অনেকের অদৃষ্টে সেই সামান্য উপকরণও জুটিয়া উঠে না।

কৃষকদিগের ত এই দুরবস্থা, ইহার উপরে জমীদারাদির পীড়ন আছে কি উপায়ে ইহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হয়, তদন্বেষণে অল্প লোককে অনুধাবন দেখিতে পাওয়া যায়। কতক গুলি লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, কৃষকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলেই তাহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের পাঠনা কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এটী কৃষকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত উপায় নয়। মানুষ যে লেখা পড়া শিখিয়া আপনার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়, কৃষকদিগের সে লেখা পড়া শিখিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ। তাহাদিগের যে লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাও অতি সামান্য। যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, যদ্দ্বারা তাহাদিগের অবস্থার বাস্তবিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে সে উপায়ের অবলম্বনে প্রায় কেহই যত্নশীল নহেন। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন শ্রেয়ঃকল্প। প্রথম, জমীদারেরা যাহাতে ইচ্ছামত অসঙ্গত কর বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহার একটী পাকা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কৃষকেরা যাহাতে অনায়াসে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া বিধেয়। তৃতীয় কৃষকেরা আবহমান এক বিধ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, তাহা দিগকে সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষকদিগের ভূমির উৎকর্ষ সাধন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অপরাপর উদ্দেশ্যের মধ্যে ভূমির উৎকর্ষ সাধন একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া দিবার

অপেক্ষা নাই এইটী একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু তদবধি এত দিন গত হইল অদ্যাপি বঙ্গদেশের ভূমির সকল অসুবিধা দূর হইল না। আমরা সম্প্রতি বঙ্গদেশের ভূমির তিনটী বিষয় দেখিতে পাই। ১ ম, অনাবৃষ্টি। ২ য়, বন্যা ও জলপ্লাবন। ৩ য়, ধর্ম্মার জল নির্গমের উপায়াভাব। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমীদারদিগের ন্যায় এদেশীয় জমিদারগণ যদি স্ব স্ব ভূমিতে কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনময়ে এত বিপদে পড়িতে হইত না। দ্বিতীয় উপদ্রব নিবারণের উপায়, বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা ভূমি রক্ষা করা। এই উপদ্রব নদীর খাতের পার্শ্বের ভূমি সকলেরই অধিক। পদ্মা, হামোদর প্রভৃতি নদীর জলস্রোত সচরাচর দুই চারি দিবস থাকে, সুতরাং তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি না হইয়া স্বল্প সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এই উপদ্রবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ এখানে যে সকল গাঙ আছে তাহার অধিকাংশেরই জল লোণা। সেই জল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে আর শস্য রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই এসকল স্থানে আবাদ করা এত দুষ্কর।

জমীদারেরা বহুতর ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সকল ভূমির অনেক উদ্ধার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ কথায় বিলের ন্যায় এখনো অনেক বিল ও বাধা পড়িয়া আছে। বৎসর বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হওয়াতে সে সকল স্থানে চাস হয় না। কেবল এক জমীদারের অধিকার হইলে বোধ হয় তিনি যে কোন প্রকারে হউক, ইহার উপায় করিতেন, কিন্তু নানা জনের অধিকার হওয়াতে কেহ বিশেষ মনোযোগী হন না। সকলেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া মৌনী থাকেন। তৃতীয় উপদ্রবের সম্বন্ধেও এইরূপ। গঙ্গার উপারের তালমুদীর জলা এমন এত দিন পতিত হইয়াছিল; এ পারে ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগে এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতির স্থানে স্থানেও সেইরূপ অনেক স্থান পতিত হইয়া আছে। সমুদ্রের মধ্যে বন্যার জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না। সুতরাং ধান্যের চাসও হইতে পায় না। যাঁহা জমীদারের অধিকার স্থিত হওয়াতে এতদ্বিষয়ে প্রতিও জমীদারদিগের মনোযোগ নাই। এই জলির উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেকের বল প্রয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। বাঁধ ও খাল প্রভৃতি মেরামতী আইনের সংশোধনার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার ৪০ ধারাতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, যে সকল জমীদারের ভূমির উপর দিয়া এই সকল বাঁধ কিম্বা খাল প্রভৃতি যাইবে এবং এই সকল উপায়ে যাঁহাদের ভূমির বিশেষ উপকার হইবে তাঁহাদিগকেই এসকল মেরামত করিতে হইবে। এই নিয়মটী জমিদারদের পক্ষে কম উৎপীড়নের কারণ হইবে না। কারণ, জমীদারদিগের হস্তে যে কার্য্য এক শত বারে হইতে পারিত গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহাতে দশ শত ব্যয় হইবে। সকল কার্য্যগুলি সাধারণের মনোমত এবং সুবিধাজনক না হইতেও পারে। কার্য্য গুলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিরূপ করিলে সকলের সুবিধা হয় অথচ অল্প ব্যয়ে হইতে পারে, কোন জমীদার কত সাহায্য করিতে পারেন, এই সকল বিষয়ে জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিবার

যদি তিনি কার্য্যকুশল হইলেও তাঁহাদিগের একটু মত পাওয়া চাই। কিন্তু বিলে দেখা গেল যে তর্ক বাঁধ হইবে এবং কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের, টাকা দিবার ভার জমীদারদিগের। তাঁহারা ইহা এত ভিন্ন এই সকল কার্য্যে উৎপাত বলিয়া জমীদারদিগের এই ভয়ের মত কারণ। জমীদারদিগের এ বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাখিলে আরো উত্তম কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হইত, শেষোক্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র বঙ্গদেশের অনেক ভূমির উদ্ধার হইবে। কলিকাতার দক্ষিণ কাওরাপুকুরের বাজারী কয়েক বৎসর হইল বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াতে এখানে অনেক পতিত ভূমিতে ভাল বেশিতে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে খাল কাটিয়া দিলে অনেক স্থানের বিশেষ উপকার হইবে। বাঁধ দেওয়াতে লোকের অতায়াতের অনেক সুবিধা হইবে এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির সময় জলসেচনেরও উপায় হইবে।

—:—

রোডসেস কমিটী।

সেক্রেটরিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিখ্যাত রোড-সেস আইন হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের মনোরথ, সকল অসুবিধা দূর করিবার এক আর উপায়। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একটী খেয়াল উপস্থিত হয়, রোড সেস কমিটীর সভা নির্দ্ধার সেইরূপ একটী খেয়াল, সভ্যেরা যান, অমুক অমিদার ও অমুক মিয়া সভা স্থলে নিমন্ত্রিত হইলেন বটে, কিন্তু এদেশীয়দিগের আত্মশাসনের কি অবশিষ্ট রহিল। এবার ভারতবর্ষের নিম্নস্থ পুরাতন ও অধীন বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরাই সভ্য নয়, দেশ মিয়া সেখানে রাজপুরুষেরা আছেন, তবে যে [illegible] তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। [illegible]

এরূপ উপায়ের কার্য্যকারিতা বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান। আমরা যার যার বলিতেছি সভ্য মনোনীত করা বিষয়ে এদেশীয়দিগের মত গ্রহণ না করিলে বিশেষ ফলের আশা নাই। রোড সেস কমিটীর সভ্য মনোনীত করা বিষয়েও আমাদিগের সেই কথা।

অপরাপর স্থানের কমিটীর বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। বারুইপুর সব ডিভিজনের কমিটীর বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। এই কমিটীর সভ্যসংখ্যার মধ্যে বারুইপুর নিবাসী বাবু দেবনারায়ণ গুহ মজিলপুর নিবাসী বাবু হরিদাস দত্ত ও জয়নগর নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ এই কয় ব্যক্তিকে আমরা জানি। ইহাঁদিগকে রোডসেস কমিটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইল কেন? প্রথমতঃ ইহাঁরা মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ত। দেবনারায়ণ বাবু বারুইপুর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, হরিদাস বাবু জয়নগর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, এবং আনন্দ বাবু একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট, ইহাঁদিগকে আবার রোডসেস সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিলে কোন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহাঁদিগের যাতায়াতে রোড সেস নাই, যাঁহারা ইহাকে রোডসেস দিতে হয় তাঁহাদের মধ্য হইতে সভ্য মনোনীত করিলে ভাল হইত। তৃতীয়তঃ, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো রাস্তার উপর সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং লোকের সেরূপ বিশ্বাস হইবে না। অর্থতঃ বারাসত জয়েন্ট স্থানের অবস্থা ইহাঁরা জানিতে পারিবেন না। এই সকল কারণে এই কমিটী নিযুক্ত করা আমাদিগের ছেলে খেলা মাত্র বোধ হয়। সভ্য মনোনীত করিবার ভার বোধ হয় বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের উপর পড়িয়াছিল। তিনি এই কয় জনকেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, ইহাদিগকেই বাঁধিয়া দিলেন। যাঁহারা আপন আপন মিউনিসিপালিটীর কার্য্যই ভাল করিয়া করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা দশকে কেবল নামের পুতুলের মত সাজাইলে ফল কি? অমুক জমীদার অমুক তালুকদার, অমুক অনারেবল, অমুক খোসমহার, অমুক পত্তনীদার ইত্যাদি কেবল দাদের মালা দেখিতে ও শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু কার্য্যে রাজেন্দ্র বাবুর একটি কথা বলিয়াছেন। ছেলে খেলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আমরা সময়ে আমাদিগের এই বন্ধুদিগকে একটী বিষয় অবগত করিয়া রাখিতেছি, দেখি কার্য্যে তাঁহারা কতদূর করেন। চাঁদপাড়া ও কোদালিয়ার পূর্ব্বপার্শ্বে যে বিলটী আছে, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোবরপুর, চাপাটি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম আছে; এই সকল স্থান বারুইপুর সব ডিভিজনের অন্তর্গত। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে গ্রামবাসীরা বর্ষাকালে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে পারে না। এমন কি চাষালোকেরা গতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা বলিয়া বাটীতে বসিয়া অল্পমূল্যে ধান্য চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রাস্তার সুবিধ হইলে তাহারা অনায়াসে কোদালিয়া এবং রাজপুরের বাজারে আসিয়া লাভ করিতে পারে। বহুদিন হইল গোবরের রতনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বগ্রামে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হওয়াতে এবং বহুদিন সংস্কারের অভাবে দুর্গম হইয়া রহিয়াছে কমিটী এই রাস্তাটী যদি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন সে অঞ্চলের লোকের অনেক ক্লেশের শান্তি হয়। তাহাদিগকে রোডসেস দিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের এই কষ্টটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। এই কার্য্য অল্পদিনেই সুসিদ্ধ হইবে অথচ শত শত লোকের কষ্ট দূর হইবে।

বিবিধ সংবাদ

১১ ই কার্ত্তিক সোমবার।

জর্ম্মণির এক খানি সংবাদপত্র বলেন, ১৮৭১ অব্দে এজিনবরা য়ুনিভার্সিটে ৩৩৯ এবং এবার তিন হিসাবে ৮১৮ ছাত্রের মধ্যে ৯৯ জন ছাত্র সামান্য সৈনিক করা ১৯ জন ছাত্র সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্র। শত করা ১১ জন মিস্ত্রী চাষার ছুতার কামার এবং তাঁতির পুত্র। উপরিউক্ত ৮১৮ সংখ্যার মধ্যে ১৫০ জন কৃষক ১১০ পাদরি ৯৪ বণিক এবং ৩৯ জন শিক্ষকের পুত্র। দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য যে কত আছে তাহাতেই ইহাদিগের চলে এ ভিন্ন ভাল ভাল ছাত্রেরা যে টাকা পুরস্কার স্বরূপ পায় তাহাতে তাহাদিগের ব্যয় কুলাইয়া যায় স্কটলণ্ডের সমুদায় অধিবাসীর মধ্যে হাজার করা ১ জন করিয়া ছাত্র আছে। ইংলণ্ডে ৫০০০ মধ্যে একজন জর্ম্মণিতে ২৬০০ মধ্যে একজন। শিক্ষা কার্য্য শীতকালে সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মকালের সময় ছাত্রগণ এরূপ গুরুতর শারিরীক পরিশ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে তুলনা করিলে শীতকালের পাঠদশা তাহাদের বিশ্রাম কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ভূতপূর্ব্ব ভাইস রেগোলিটরের পীড়ার সময় সর জেম্‌স টমসন নামক একজন মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে শুশ্রূষা করেন। সমুদায়ে ১০ টাকা ফি হইয়াছিল। ফি লইতে অস্বীকার করিয়া তিনি উহার দ্বিগুণ টাকা ফিরাইয়া পাঠাইয়াছেন।

প্রিন্সটৌই ষ্টেটের বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিতে দেওয়া বন্ধ করিয়া পরিশেষে স্থির করা উচিত যে একজন রেজিষ্টর কার্য্যালয়ে পুরুষদিগের প্রকাশ্যরূপে এই কথা বলিয়াছিলেন, প্রিন্সটৌতে তাঁহার ৭৫ দিনের জন্য কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

ফ্রেড অব ইভিয়া আন্দামান দ্বীপের এক বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি যেরূপ ভয় পূজা'র অবকাশে ইহার সংগ্রহ ক'রয়াছিলেন। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে অনেকে অনেক কারণে আফিসে গিয়াছিলেন, সম্পাদক কি জন্য গিয়াছিলেন আমরা জানি না।

কলিকাতায় বিংশতি বর্ষী মাড়োয়ারী কালী সংচারিদাস মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি কি ধনশালীতায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিল। ইহার বিলক্ষণ দানশক্তি ছিল। ইনি কলিকাতা সিমুলিয়া পল্লীর মসজিদে লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মেডিকাল কালেজ হাসপাতালের ডাক্তার কটক্লিপ বেতভাগ করিয়াছেন। শল্যচিকিৎসায় ইহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল।

আমরা আহলাদিত হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি রিমর্ড টমসন সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি বোধ হয় ডিসেম্বরমাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন ১৩ই নবেম্বর ওলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, আগামী বৎসরে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর আয় ৩০৭৮০০০ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন পুলিসম্যান মিরিয়মের পরিধেয় স্কুলে আগুন দিয়াছিল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। আজি কালি পুলিস বিভাগে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। এই সকল মহাত্মা অন্তর্দ্বিদ্ধ করা উচিত না শিক্ষিত লোক অধিক পরিমাণে পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের উন্নতি আশা কম্প।

২১ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে হুগলীর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজের পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ৭ই শনিবার হাজারিবাগ হইতে গিরিধিতে যাত্রা করেন। গত কল্য সন্ধ্যে ৪টার সময় বিশেষ ট্রেণে করিয়া পাটনা গিয়াছেন।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, উক্ত জিলার উত্তর বিভাগে জল বিহনে শস্য সকল জ্বলিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি করিবার জন্য লোকে মহা মেরুকে জলে ডুবাইতেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রজাদিগের নিকট হইতে কোন রূপ বাধা প্রদান করিতে নিষেধ করাতে জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ওদিকে প্রজারা এই আজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। তাহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না এবং তাহারা যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে তাহারও সুদ দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য উহাদিগকে শীঘ্র এই ভ্রম বুঝাইয়া দেন, অন্যথা ঘোর লোল যোগের সম্ভাবনা।

বাঙ্গেলের এগজামিনর বলেন, সম্প্রতি দাক্ষিত্রগ আদালতে একজন দেশীয়ের চৌর্য্যাপরাধের বিচার কালে সে ব্যক্তি পীড়ার ভাণ করে, কিন্তু জজ যখন তাহার কান্দিতের আজ্ঞা দেন, সে সময় সে যত পারিল জজকে গালি দিতে লাগিল। তৎপর দিন ঐরূপ আর একজনের বিচার কালে দণ্ডাজ্ঞা হইবা মাত্র সে জুতা ফেলিয়া জজকে মারিয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে জুতা খানি জজকে না লাগিয়া পাশায় গিয়া লাগে।

আমরা দুঃখিত হইলাম সিমলার বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন অকপট বিদ্বান ছিলেন।

গত কল্য কলিকাতার ছোট আদালত খুলিয়াছে।

১৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৫৩১০৩০ টাকা আয় হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী শিল্প প্রদর্শনি খোলা হইয়াছে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কাশী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণৌএ রহিয়াছেন।

লাহোরে একটী শিল্প বিদ্যালয় খুলিবার কথা হইতেছে।

১৯ এ কার্ত্তিক [illegible]

তেজু আজিও কারওয়ার পরিত্যাগ করে নাই। উহার পশ্চিমাকাশের সমস্ত ভূমে ইহা এক্ষণে ভীষণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। গত বারের মধ্যে ইহাতে ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কলীয়ার সহিত জাপানের শীঘ্র একটী যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। কলীয়া কোরেয়াদিগের রাজধানী প্রবল করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনরলও এবিষয়ে বিশেষ সাবধানী হইয়াছেন।

সন্ত্রীক লেপাগে দুষ্টা-স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীর মৃত্যুদণ্ড সম্পাদন করিয়াছে।

ইণ্ডিয়া লেজিষ্ট বিলেন কাশীতে দুর্গার নিকটে একটী ইংলণ্ড দেশীয় স্কুলে যদি বিশেষ উদ্যোগ করা হয়, তবে অনেক বাঙ্গালি সাহেবী শিক্ষা পায়। কাশীতে কি রিজর্ভ আছে না কি?

সিমলায় নিকটে একটী ট্রেণ আসিয়াছে। এটী ট্রেণের ভয় আমাদিগের কোন বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা হইবে?

মাদ্রাজিয়ান দুঃখ কাতরতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুলিস কি নিদ্রা যাইতেছে?

জাপান গেজেটবলেন, অয়াতা একজন দুরন্ত ১১ বৎসর কাল বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সম্প্রতি স্কুলের কোন বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক জাপানীয় ভাষাতে উহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি উহার কিছুই বুঝিতে পারে না। সে মাত্র ভাষা এত কালে ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, আজি কালি অনেক যুবক ইংলণ্ডে যাইতেছেন, পাছে [illegible] ভাষা ভুলিয়া যাইতে হয়।

[illegible]

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বেওয়ালীর রাত্রিতে যে তামাকের এজন মিঠাইওয়ালা ২৪ ঘণ খাজা বিক্রয় করে। এসংবাদে অনেকের মনকে খিন্না বাস করিবার ইচ্ছা হইবে সন্দেহ নাই।

শুনা যাইতেছে গত সপ্তাহে বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে এক সভা হইয়া আসন্নিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবার প্রস্তাব হয়। ঢাউলের রপ্তানী বন্ধ উহার অন্যতর উপায় স্থির হয়।

১৪ কার্ত্তিক বুধবার।

আগামী ১৭ ই নবেম্বর আপ্রাম গবর্ণর জেনরলের মহারাণীর হইবে।

পিরমিয়র বলেন, সর চার্লিচার্ড টেম্পল লাট মর্ব্বজকের সহিত কলিকাতায় আসিতেছেন।

বিকেনিয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে এবার অভাব নিবন্ধন এবার তথায় লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইণ্ডিয়ান, মঙ্গলকোট মন্ত্রের এবং মেথারি, বর্ত্তমান বিভাগে রেঙ্গুইণের জন্য এই চারিটী ছুকন সদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসের গতন সাহেব ফিজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সম্মান সূচক উপাধি এবং দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং মোর্ডিনন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া এক প্রশংসা পত্র ও দুহাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজস্ব বিভাগ হইতে অপসৃত হওয়াতে জেমস টেলর সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে এবং ষার্ট সাহেব পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

১১ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়। জ্বরেই অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

কিছুদিন হইল কৃষ্ণচন্দ্র পোদ্দার নামক এক ব্যক্তি আহিরিটোলাতে চারি বৎসর বয়স্ক একটী বালককে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল বালকটী তাহার ভাতা সে তাহার ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য, অতএব কেহ যদি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয় সে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহা কথা বার্ত্তায় সন্দেহ হওয়াতে একজন পুলিসে সংবাদ দেয়। ঐ ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছে, ফিলকিয়া হইতে সে উহাকে চুরি করিয়া আনে। বালকের বাটীতে সংবাদ দেওয়াতে উহার পিতা আসিয়া লইয়া গিয়াছে। আজিও ছেলে ধরার ভয় গেল না?

ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ নামক যে এক সংবাদ পত্র আছে উহা প্রতি দিন ১৭০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরালড সংবাদ পত্র প্রতি দিন ১৪০০০ খণ্ড এবং রবিবার ১১০০৮০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। এক দিবস এই পত্রিকার অতিরিক্ত সংবাদ প্রচারিত হয়, সেই দিবস দুই লক্ষ পত্রিকা বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৫ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

রেলওয়েতে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ইউরোপীয় আরোহির সহিত রেল গাড়ীতে যাওয়া ক্রমে ভার হইয়া উঠিল। সম্প্রতি ঢাকাপ্রকাশ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সেদিন এক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে গাড়িতে যাইতেছিলেন। একজন সাহেব সেই গাড়িতে উঠিয়া উহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং উহার দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। তদ্ভ লোক টীর দুর্ভাগ্য, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার অপরাধ কি? এ উহার সাহেবের সহ্য হইবে কেন? তৎক্ষণাৎ প্রহার আরম্ভ করিলেন। সে সময় একজন কনষ্টেবল আসিয়া উহার জীবন রক্ষা করিল। সাহেব তাহাকে এরূপ প্রহার করেন যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়াছিল। আমরা রেলওয়েতে এরূপ ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে পাই। ইহার কি নিবারণ হইবে না?

ব্যারিষ্টার আমেষ্ট সাহেবের জামাতা শ্বশুরের সম্পত্তি অধিকারের জন্য বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা হারাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার ৮০ক টাকা আছে। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে তাহার বিষয় আছে। তাঁহার অনেকগুলি বিড়াল আছে, উহাদের এক একটীর এক একরূপ গুণ। ঐগুলি এবং তাহার লাইব্রেরি নীলামে বিক্রীত হইবে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক ডফ-সিউ ম্যাকলারেন্ স্মিথ সাহেব এক বৎসরের বিদায় লইয়াছেন।

আগামী ২৭ এ নবেম্বর হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসিয়ন বসিবে।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত তাঁহার দুটী কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উঁহ কন্যা দুটীকে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন।

গত কল্য হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচারের শেষ হয় নাই, ৪ঠা নবেম্বর বুধবার পুনরায় মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। যদব চন্দ্রভারতী নামক যে একজন সাক্ষী ছিল সে উপস্থিত হয় নাই, পুনরায় তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। তাহার সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। গত কল্য আর এক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে মাত্র।

কেও অর ই'ওয়া বলেন একজন কৃষীয় একটী মস'জ্ঞ প্রস্তুত করিবে বিবেচনা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিতেছিল, সে ব্যক্তি হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়, পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়াছে, সে এখন আজমীরের জেলে মস'জ্ঞ বাস করিতেছে।

আজমীরের এক ব্যক্তির দুইটী স্ত্রী ছিল। একজন কায়স্থ জাতির ও একজন আহিরের ছিল। সে ব্যক্তি আপনার বিশেষ অনুরাগের পাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপর স্ত্রীকে হত্যা করে। হত্যা করিয়া কোন ক্রমের অপরাধ স্বীকার করে নাই। কিন্তু তাহার চেহারী সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনি নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং হত্যা কারী স্ত্রীকে ফাঁসি কাষ্ঠের আদি হুকুম অর্পণ করিয়াছে।

বরদার গাইকুয়ার নিজরাজ্য মধ্যে একটী হাইকোর্ট খুলিবার মানস করিয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে কাঙ্গালিয়ার দেখা ইহার লোকদিগের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। পাইনীয় কহিলেন, যেখানে দুই পাত্রীর সংখ্যা অতি অল্প। যে মুদ্রা তাহারা গ্রহণ করে তাহা বিলাতি তেজস্কর মুদ্রা অপেক্ষা মূল্যে হইতে প্রস্তুত হয়। এক সংবাদের সংখ্যা ছাপায় হয়ায় লোকান ৮০০ করিয়া গিয়াছে।

১৯ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

ডাক্তার কর্টসুকের মৃত্যুতে ডাক্তার চন্দ্রলস পাশার সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত কর্ম্ম ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যাত্রাজে মুসলমানদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের বড় অনুগ্রহ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তত্রস্থ ডচদের কলেজের ব্যবহার জেজেটে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন "১৫ টাকা বেতনে একজন কেরাণীর প্রয়োজন মুসলমানদিগের আবেদন অধিক আবশ্যকীয়"।

ডাক্তার কর্ণবিলাস যে রায় মাহাদুর ভারতবর্ষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট এষধি এবং তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়া বিলাত প্রদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ একটী মেডাল দেওয়া হইয়াছে।

তুর্কির সুলতান নিজ সেনাদলের উৎকর্ষ সাধার্থ বন্দুকাগার করিয়াছেন।

চীনের ৩০ জন ছাত্র আমেরিকায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; কিন্তু তাহাদের প্রায় ১০০ ছাত্র আমেরিকায় গিয়াছে।

নেপালে খাদ্য সামগ্রী এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে অনেক কুলি তথায় না যাইয়া সিকিমে ফিরিয়া আসিতেছে।

কলীয়া হইতে অনেক লোক আমেরিকায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। গত আগষ্ট মাসে ৪০০ কলীয় আমেরিকায় গমন করে। কলীয়ার দুই একটী প্রদেশ একবারে জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পাদ্রি সাহেব এডগার্ড সাহেবের পরে কিছু দিনের জন্য বারজিলিতে যেশুটী করিবেন বলিয়াছেন।

ফিজী গোঁয়েটের কারুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, কোরাজী মুলতানি নামক একব্যক্তি লাহোরস্থ সংবাদপত্রে কাবুলের সংবাদ লিখিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া সেনাপতি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা আপনার ভিসেরয় বালে অনুতে একটী কৃষি প্রদর্শন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রজাবিতৈষী লার্ড মর্লক দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইবামাত্র সিমলা পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। যাহাতে দুর্ভিক্ষের বিস্তার না হয় যাহাতে দুর্ভিক্ষ ভয় সময় সংক্ষেপ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, লার্ড মর্লক আসি যদি সেইরূপ ব্যবস্থার দুর্ভিক্ষের সংবাদ অবহেলন পূর্ব্বক আপিসঘরদির আরোহে বন্ধ হইতেন উড়িষ্যার মত বাঙ্গালা দেশও যে উৎসন্ন যাইত না কে বলিতে পারে? লার্ড মর্লক এই সকল ভয়ে প্রজাদিগের অনুরাগ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

ডেলি নিউস বলেন, লিভারপুলের নিকটবর্ত্তী ওয়লগাহা নামক গ্রামে এক ব্যক্তি একটী কুকুরের জল পাইয়া মরেন। কলে কুকুর না পাইয়া একটী সর্প পাইয়া মুখস্থ মনে করিলেন কুকুর পাইয়াছে, এই মনে করিয়া সেই অন্ধকার ঘরে [illegible] কলে হাত দিয়াছেন অমনি সর্পে দংশন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

এইবার যুদ্ধ কেরাণীর মজা দেখা যায়। আমেরিকার এক ব্যক্তি একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা দ্বারা প্রতি মিনিটে ৭২ টী কথা লেখা যায়।

বীজল গ্রামের রাজা যাত্রাতে একটী পোষাক নির্ম্মাণার্থে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাত সমুদ্রের, আপনী বহিবার সাধ সাগরে জন্ম আবার তুই সৌরভি চন্দনের সহিত আকাশ, করিতে ভালবাসেন তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন ঔষধ ও তুই পাত্র ভরা আসিয়াছে।

আমাদিগের অন্তর্দ্বাবাহিক সহযোগী সাধারণী তুর্ভিক্ষ সংবাদ পাইয়াছেন বলিয়া তৎসম্পর্কীয় কতকগুলি কথার অবিকল তুলিয়াছেন এবং [illegible] তুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তুর্ভিক্ষ হইবে না।

কালীয়ের মেলা ৩ পর্ব্ব প্রথম ৩১ এ অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০ এ মাঘের পর্য্যন্ত থাকিবে।

গত অষ্টমদর্শি মিউনিসিপালিটির গবর্ণর মেম্বর সেসন কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া এই স্থির হয় যে সভ্য মর্লক কলিকাতায় গিয়া কাউন্সিলের উপর নির্ভর না করিয়া কার্য্য করিতে পারা যাইবে, এবং আবশ্যক হইলে কাউন্সিলও মর্লকের অনুপস্থিতিতে সিমলায় কার্য্য করিতে পারিবেন। মর্লকের অনুপস্থিত কালে [illegible] কাউন্সিলের প্রতিনিধি হইবেন।

সিমলার চাঁদা বাজার সম্বন্ধে যাহা ভেদেছিল তিনি অবৈধ বিষয়ের আর একটী দিন স্থির করিয়াছেন।

[illegible] পুলিসের আর একটী অত্যাচার সংবাদ পত্রে দেখা গেল। বোদাকাড়ির পুলিস ইন্সপেক্টর একজন যন্ত্র ওয়ালাকে ধরিবার জন্য সালকিয়ার গঙ্গাধর সরকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া মারিতে থাকে। গোলযোগ শুনিয়া [illegible] পুলিসকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়াছেন, পুলিসই এই সমস্ত হইয়াছে এই ঘটনা হয়। [illegible] উহাদিগকে বিশেষ তদন্ত করিয়া [illegible] তথা যাইতেছে উহারা বাড়ি পুলিসের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেটের [illegible] করিবে। হারকা পুলিসের [illegible] একবার [illegible]

[illegible] মিশনরিরা [illegible] কয়েক জন গয়লার [illegible]

লিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটু টপাত কর্ত্তব্য।

আগামী জানুয়ারি মাসে লিবার্ডিয়াতে মাসিসের রাজপুত্র আলফ্রেডের সহিত নীয়ার গ্রাণ্ড ডচেস মেরির বিবাহ হবে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে যে ৪টী ব্যবসায় শ্রেণী খুলিবার কথা হই ছে, সেণ্টনল্ট গবর্ণর তদ্বিষয়িণী মাসিক টাকা এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় রবার জন্য এককালে হাজার টাকা ার আজ্ঞা দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মিরাটে লিখিয়াছেন, ২৩ এ ষ্টোবর বুধবার ইষ্টার্লির একজন চাষা ক মুসলমানের দোকানে প্রেক কিনিতে য়। প্রেক ক্রয় করা হইলে সে দোকা-রের অনুমতি না লইয়া আর দুই তিনটী প্রেক তুলিয়া লয়, ইহাতে ঐ মুসলমা কালদার ক্রুদ্ধ হইয়া উহার পেটে পদাঘাত র, উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে ময়ে একজন পাহারাওয়ালা সেখানে ডাইয়াছিল, কিন্তু সে হত্যাকারীকে রিবার চেষ্টা না করিয়া কাঠের পুতুলের ায় দাঁড়াইয়া রহিল, হত্যাকারীও অনা সে পলাইয়া গেল। পুলিস অনুসন্ধান রিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে রিতে পারেন, নাই। তাহার মৃত দেহ হাঁস াতালে পাঠান হইয়াছে।

গত বুধবার আমাদিগের গ্রামের ার্শ্বস্থিত কোদালিয়া গ্রামে দুইটী ভ্র র হত্যা হইয়া গিয়াছে। একজন ীলোক একেবারে স্ত্রীহত্যা আরোগ্য রিয়া বিষ বলিয়া দুইটী বালককে একটী ঔষধ খাওয়ায়। বালক দুটী খেলিয়া বড়াইতেছিল, ঔষধ খাইবার পর ১ ঘণ্টার ধ্য তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। এ সম্বন্ধে থমবারের ডাক্তার বাবু অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য একখা ম পত্র লিখিয়াছেন। তাহা প্রকাশস্থানে ন্নিবেশিত হইল, অনুবাদক মহাশয় যেন সেখানি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বিস্মৃত না হন।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া-ছেন—"এ প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা নিতান্ত মন্দ দৃষ্ট হইতেছে। মহাজনেরা অনেক চাউল ধান্য গোলাজাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহি দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছে না। কৃষক-দিগের ঘরেকার অতি উচ্চদরে আউস চাউল, কাঁচা ৷৷১ ।৷২ সের মোটা ধানের চাউল ৷৷ ।৷৹ সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

১৭ ই কার্ত্তিক শনিবার।

মরিষাতির গবর্ণমেণ্টের হাস্তার পার্শ্ব-স্থিত যে শবদাহ স্থানটীর বিষয় সোম প্রকাশে লিখিত হয়, সেই কষ্টটী দূর হইবার আশা হইতেছে। সাউথ সুবা-র্বান মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ও ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অদ্য প্রাতঃকালে তদ্দর্শনের নিমিত্ত আসি ছিলেন। শ্মশানটী স্থানান্তর করিবার াদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন অবধি গ্রামবাসিরা আর যেন সেখানে শবদাহ না করেন। বাবু নিমচাঁদ বসুর গঙ্গার দক্ষিণ ধারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সকলের বিশেষ অসুবিধা হইবে না অথচ অনেকের ক্লেশ নিবারণ হইবে।

সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটীর গত অধিবেশনে হরিনাভির নয়ন রোডের সংস্কা রের জন্য ১১০ টাকা পাশ হইয়াছে। এই রোডের কতকগুলি পুল আবশ্যক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ঠিকাদারি করিতেছেন। নবীন বাবু যেরূপ ব্যয়ের অনুমান করিয়াছিলেন তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। মিউনি সিপালিটী অধিক টাকা দিবেন না। অথচ অল্প ব্যয়ে সারিবার চেষ্টা করিতে গেলে পুল কয়টী কম মজবুত হইবে। নবীন বাবু ইচ্ছা করিলে ইহার উপায় করিতে পারেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু গোপমণি রায় বাহাদুরের পৌত্র আবার মৃত হইয়াছে ডাক্তারেরা নাকি হতাশ হইয়াছেন। গোপবন্ধু বাবু সে ই আফিসে অনেকের বিশেষ উপকার করি য়াছেন এবং দেশে তাঁহার সুখ্যাতির অভাব নাই। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থাতে সক সেই দুঃখিত আছেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, মাণিকগঞ্জ ৯।১০ ক্রোশ দক্ষিণ সী ৮ দক্ষ কাহার নামক এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। সে তাহার একটী স্ত্রীকে সর্ব্বদা প্রহার করাতে ঐ স্ত্রী তাহার নামে মাণিকগঞ্জের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। তাহাতে উক্ত কাহারের ২ টাকা দণ্ড হয় এবং তদ্বিষয়ে উক্তরূপ মাইর পিট না করে এই নিমিত্ত সাত টাকার মুচ লকাপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু চামার তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় ঐ স্ত্রীকে প্রহার করে। সুতরাং পুনরায় তাহার নামে নালিশ উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার সমন জারি হওয়ার পর এক দিবস ঐ চামার কিয়ৎ পরিমাণ শরাপ ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজে পান করে ও ঐ স্ত্রীকে পান করিতে দেয় এবং এ সময়ে ঐ স্ত্রীকে মকদ্দমার সত বয়দারী দিতে অনুরোধ করে কিন্তু স্ত্রী তাহাতে কোনরূপ সম্মতা না হওয়াতে চামার ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারপিট করিয়া স্থানে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তন্নিবারণ জন্য কতিপয় লোক অগ্রসর হইলে তাহাদিগের মধ্যে পরিচিত দুই ব্যক্তিকে টাঙ্গি অর্থাৎ এক প্রকার কুঠার দ্বারা জখম

গলাও টাঙ্গির আঘাত করিয়া অপহৃত হয়। আহত ব্যক্তিরা এ স্থানে নীত হইয়াছে, কিরূপে যাতনা হয় পশ্চাৎ জানা যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] এপ্রিল। সমরপক্ষে পরস্পর প্রথা ছাড়াইয়া দেওয়া হইতে আফসরেরা যে আপত্তি করেন এবং তাহা দূর সেই সকল আপত্তি সমূলক। তাহার অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিযুক্ত তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

এবং ইংলণ্ডের বাঙ্ক হইতে ২০০ টাকা [illegible] হইয়াছে।

এপ্রিল ২৫ এ ৯ ঘটিকার। ২০০০ তুর্ক লীতে অধিষ্ঠিত হয়ে উপক্রম করিয়াছে। ইয়ারমিনের ৫ অশ্ব রোমী পলাতিক ও কোলদার এমি [illegible] অশ্ব করেন এতদ্ভিন্ন সেন অদ্যে ইহার সংবাদপত্র যাত্রা করিয়াছে।

[illegible] ৯৭ এ অষ্টোবর। পাবিসের [illegible] ঘোষণা সামক সংবাদ পত্র কাউণ্ট ডি চাম্বোর্ডের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আফিস থানি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে

[illegible] ইস চাম্পস্ উইকেলের মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] ১ এ ১ ইহার আবাদকর্ত্তা প্রায় [illegible] ৫ খৈ জিনের বিরোধীরা আক্রমণ

[illegible] ১ এই আর্টিমিসরা মরিচ ক্ষেত্র সকল জ্বালা [illegible]

[illegible] ১ বর্ণটি মেলিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

সব [illegible] উলতাপিকেপ কোই কাইলে উপনীত হইয়াছেন।

—১২.—

গত বৎসর হেয় অলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আউলধানার অধীন গ্রাম সকলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঁকুড়া, বৃষ্টির অভাবে ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইক্ষু কিছু রক্ষা হইবে। রবি শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বীরভূম—যে সমুদয় ধান্য পাকিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ রক্ষা হইয়াছে। যে ধান্য অদ্যাপি পাকে নাই এখন বৃষ্টি হইলে অর্দ্ধেক পরিমাণ রক্ষা পায়, নতুবা অনুমান ছয় আনা পাওয়া যাইবে। রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। মেদিনীপুর—প্রায় দশ আনা ভাগ উৎপন্ন হইবে। কোন কোন স্থানে [illegible] হইয়াছে। হুগলী।—ধান্য সমুদয় নষ্ট গিয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমেই [illegible] হইতেছে। হাবড়া।—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্য এখন বৃষ্টি [illegible] কতক রক্ষা হইবে। এ সেলা কলা [illegible] বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। [illegible] পরগণা।—উক্ত ভূমির ধান্য, নষ্ট হইয়া [illegible] নিম্ন ভূমির ধান্য সম্বর বৃষ্টি না হইলে রক্ষা পাইবে না। রবিশস্যের [illegible] হইতে ছে [illegible]। মহীপুর।—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি হইলে নিম্ন ভূমির ধান্য কতক রক্ষা হইতে পারে। রবি শস্যের [illegible] [illegible] হইবে।

আবশ্যক। যশোহর। উক্ত ভূমির ধান্য বৃষ্টি অভাবে নষ্ট হইতেছে, নিম্ন ভূমির ধান্য বৃষ্টি হইলে কতক রক্ষা হইবে। বৃষ্টি অভাবে রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। মুর্শিদাবাদ।—শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। চাষা ধান্য কাটিয়া গোরুকে দিতেছে। রবিশস্য কিছুই হইবে না। দিনাজপুর।—বৃষ্টি অভাবে ধান্য নষ্ট হইয়াছে। তিন কি চারি আনা ধান্য হইবার সম্ভাবনা। রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মালদহ।—যাঁহারা শিবগঞ্জে অনুমান আট আনা ধান্য পাওয়া যাইবে। অপর স্থলের ধান্য নষ্ট হইয়া গেল, রবিশস্য কতক মন্দ কতক মন্দ নয়। দুই এক স্থলে পোকা লাগিয়াছে। রাজসাহী।—আটোয়ারে কিছু ধান্য হইবে। অন্যান্য স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। রবিশস্যের কতক কতকের অবস্থা মন্দ নয়। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। রঙ্গপুর।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। বগুড়া।—ধান্য নষ্ট হইয়া গেল। পাবনা।—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্যের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ। হাজিপিনি—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে। কলাই মন্দ হইবে না। চাকা।—শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। ফরিদপুর।—উচ্চভূমির ধান্য নষ্ট হইবে। নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে। বাখরগঞ্জ।—উচ্চ ভূমির ধান্যের অনিষ্ট হইয়াছে। নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে। ময়মনসিংহ।—ধান্যের অবস্থা মন্দ। শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কাছাড়।—ধান্যের কতক পোকায় এবং কতক অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম।—ধান্য মন্দ হইবে না। সন্তোষাদি।—পোকার স্থানে স্থানে ধান্যের ক্ষতি করিতেছে, উচ্চ অপর স্থলে ধান্য মন্দ হইবে না। ত্রিপুরা। কোন কোন স্থানে ধান্য নষ্ট হইবে কোথায় মন্দ হইবে না। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ।—ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। আশ্বিন

[illegible] ভীম [illegible]।—অনুমান ছয় আনা ধান্য হইবে। পাইবা।—শস্যের অবস্থা মন্দ হইতেছে। পাবা।—শস্যের অবস্থা মন্দ। সাহাবাদ।—জল সিঞ্চন করিয়া কতক শস্যের রক্ষা হইয়াছে। জিরাট।—এখনো যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অনুমান চারি আনা ধান্য পাইতে পারে। সারণ।—শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, ধান্য গাছ কাটিয়া গোরুকে দিতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। চম্পারণ।—বৃষ্টি না হইলে অনুমান ছয় আনা ধান্য হইতে পারে। মুঙ্গের।—বৃষ্টি অভাবে ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে।—ভাগলপুর।—ধান্যের অবস্থা মন্দ। পূর্ণিয়া।—রবিশস্যের অবস্থা মন্দ নয়। কোন কোন স্থানে ধান্য রক্ষা হইবে। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। সাঁওতাল পরগণা।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, অনুমান অর্দ্ধেক হইতে পারে। কটক।—শস্য মন্দ নয়। পুরী মন্দ নয়। বালেশ্বর।—শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। রাজসাহিবাগ।—ধান্য নিতান্ত মন্দ হইবে না, কিন্তু শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। লোহারডাগা।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ।—সিংভূম। ৫। ছয় আনা অনুমান ধান্য হইবে। রামগড়।—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দোরং নওগাঁ, শিবসাগর প্রভৃতি স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। মাগুরাধাকৃ। শস্য মন্দ হইবে না। বসিরা পর্ব্বত।—ধান্যের অবস্থা উত্তম।

—১৩—

আমাদিগের অনুমানাপেক্ষ 'সংবাদ [illegible] লিখিতেছেন:—

এখানকার [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং বিগত কয় বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এই উৎকর্ষ স্পষ্টই প্রতীত হয়। এ বৎসর, বিশ বর্ত্তমানে আর যাই অধিকার উৎপন্ন হয় না এখনে যে দুই পুরুষের [illegible]

ক'রয়া থাকে, তন্মধ্যে গন্ত মেলেরিয়' জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত জীর্ণরোগীর সংখ্যা অধিক। যাহা হউক যাঁহারা কেবল সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া নিজ মন্তব্যমতে পুরাতন দুয়ের ও মেলেরিয়ার আসাল স্থান নির্ণয় করেন তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন সন্দেহ নাই।

কি সর্ব্বনাশ! কার্ত্তিকের অর্দ্ধেক অতীত হইতে চলিল তথাপিও এক বিন্দু বৃষ্টি হইলনা। সাধারণের ও দুঃখী প্রজাদের [illegible] হইতেছে। কৃষকেরা নিরাশ হইয়া হাহাকার করিতেছে। ধান্য সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং তৎপ্রযুক্ত [illegible] সংসার সমাকীর্ণ হইয়াছে তণ্ডুলের মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি যে গত শ্রাবণে ২৫ সের (৬০ সিক্কার) হিসাবে, গত ৫ ই কার্ত্তিক ২৩ সের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, অদ্য অতি সামান্য চাউল ২১ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিতেছি এবারে যেন কিয় রেশে চাউলের রপ্তানি করা না হয়, যেহেতু এবারে দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৮৬৬ খ অব্দে সার সিসিল বীডন মহোদয়ের সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশে যে রূপ দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হত্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের [illegible] আর জন্ম কারেল [illegible] আর অধিকারে সেরূপ ঘটিতে না হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূজার পূর্ব্বে আমরা অত্রত্য বিটীয় [illegible] শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুবিচারকতার বিষয় লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এক জন পুরাতন বহুদর্শী বিচারপতি হইয়াও অনেক বিষয়াদি উত্তমরূপ করিতে পারিতেছিলেন না। এই বিষয় আমরা আক্ষেপ করিয়া সোমপ্রকাশ দ্বারা হাইকোর্টের গোচর করিয়াছিলাম, বোধ হয় আমাদের ঐ লেখা দেখিবার জন্য কখন কখন [illegible] উক্ত বিচারপতির [illegible] সময় হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা [illegible] আনন্দিত হইয়া পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি মাদারিপুর জজের কঠিন [illegible] মেদিনীপুরের জজের [illegible] সুপরিণামে পদ প্রদান করিয়া "মরে যুজাতে লোকে যুক্ত জন সোজাসুজি" এই কথার সার্থক সম্পাদন করিয়াছে।

গত পরশ্ব গোপালগঞ্জে এক সাঙ্ক [illegible] উপায় অপরিমিত রূপে ভোজন করিয়াছিল উক্ত ব্যক্তির উদর অত্যন্ত স্ফীত হয়, পরদিন প্রাতে সেও [illegible] পীড়ার উপশম না হওয়ায় উক্ত হতভাগা ঐ দিবস অপরাহ্ণে ৭ ঘটিকার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আমাদিগের যাইটঘরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন —

রেলওয়ে কোম্পানির অবাধিকৃততা নিবন্ধন সময়ে সময়ে আরোহিগণের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইয়া থাকে। আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছি। সুরাপানে মত্ত আরোহিদিগকে রেলওয়ে শকটে প্রবেশিতে দেওয়ার নিয়ম নাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলওয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। [illegible] এতদ্দেশ নিবাসী [illegible] ইউরোপীয়কে এক [illegible] শকটে যাইতে দেওয়া হইয়া ছিল। এই [illegible] আরোহিদের [illegible] যেরূপ [illegible] তাহা আমরা পূর্ব্বে [illegible] পাঠকগণকে জানাইতে ত্রুটি করি নাই। [illegible] আমরা এরূপ একটী বিষয় পাঠক [illegible] জানাইতেছি। গত ১১ ই আশ্বিন [illegible] শকট শ্রেণী রাত্রি ৮ টার সময় সিরাজদিয়া হইতে গোয়ালন্দে যাত্রা করে, তাহার [illegible] শ্রেণীর এক খানি শকটে ধরা ধরি করিয়া একজন হতজ্ঞান ইউরোপীয়কে তুলিয়া দেওয়া হয়। এ ব্যক্তি এত [illegible] যাইতে [illegible] কর্ম্মচারিগণ [illegible] কক্ষ [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

ব্যাঘ্র হত হইয়াছে। বাইটন ক্রমে সুখের স্থল হইয়া উঠিল।

অতিপর দিবস প্রাতে লক্ষ্মণ দাস নামক অনেক ক্রমাণের পল্লী একবারে চারিটী সন্তান প্রস করে। সন্তানগুলি তুমিষ্ঠ হইয়া ৭ দিবস জীবিত ছিল।

পরীক্ষার্থিদিগের প্রতি।

শ্রীযুক্ত শুভচন্দ্র মণ্ডল, চাঁইপাট। আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার সমস্ত উত্তর দেওয়া, ১ আষাঢ় ৭ই অক্টোবরের গবর্ণমেণ্ট গেজেট না খুলিয়া বিশেষ জানিতে পারিবেন। তবে আপনার প্রার্থনানুসারে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। যাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর টীকাল হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের এইগুলি আবশ্যক। ১ ম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে অথবা হাইকোর্টের তিন জন জজের সমক্ষে এমন পরীক্ষা দিতে হইবে যাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমান। ২ য়। সেই বৎসর নবেম্বর মাসের ১লার মধ্যে পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরীক্ষকদিগের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ৩ য়। সচ্চরিত্রের সার্টিফিকিট দেখাইতে হইবে। ৪ র্থ। বয়স ২০ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক। ৫ ম, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের খজাঞ্চীতে ২০ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৬ষ্ঠ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিবার সময় আবার ৭৫ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৭ ম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করিতে হইবে। ইহাতেই বোধ হয় পত্র প্রেরক সন্তুষ্ট হইবেন।

কথাঞ্চিৎ ধর্ম্মকথা। বাবু রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরি কর্ত্তৃক স্থাপিত ঔষধালয় দ্বারা দরিদ্রদিগের উপকার হইতেছে কি না? পত্রপ্রেরক সবিশেষ জানিতে যদি সমর্থ কিরূপে জানিতে পারি সেই। রাজেন্দ্র বাবুর পরোপকারের বিষয়ে এ প্রকাশে আর কিছু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। এ বিষয় একবার বলা হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি যাই।

আমি যাই! বঙ্গবাসি! তবে আমি যাই,
অকূল সাগর জলে জীবন ভাসাই।
হা জননি! বঙ্গভূমি! কোথায় রহিলে তুমি
জনমের মত তবে আজ আমি যাই,
মনে রেখ, মনে রেখ, বঙ্গবাসি ভাই!

(২)

এলোকেশি! মা প্রেয়সি! রহিলে কোথায়
নবীন জনম মত জলে ভেসে যায়।
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে, ভাবিলাম নিজে গিয়ে
মিলিব তোমার সনে, সে বাসনা হায়!
পূর্ণত হলো না, বধে দারুণ আমায়।

(৩)

প্রিয়াহীন বঙ্গভূমি বধেছে আমায়,
তাই আমি হেন দেশে থাকিব না আর।
অনিলাম্বু সিন্ধু পারে, সে নির্জ্জনে অনায়াসে
ত্যজিব, জীবন সাধ ঘুচেছে আমার।
সঙ্গেহি সন্তান আমি ছাড়িনু সংসার।

(৪)

বন্ধুজন বন্ধুগণ! পাষাণের ঘরে
সবেহ অনেক স্নেহ সবার ভিতরে,
তেতে কি বলিব আর, সবাকার সবাকার!
জানাইতে কৃতজ্ঞতা বাসনা অন্তরে,
কিন্তু যাই, থাকিব না প্রিয়া-হীন ঘরে।

(৫)

কেউ ত আমায় যাই কে দেয় বিদায়!
তাই আজ বঙ্গভূমি ডাকি মা তোমায়!
দেও মা বিদায় দেও, জননি গো মুখেরও
যাই আমি, কেন আজ বুকফেটে যায়,
অধীর হৃদয় কেন। সংসারীর প্রায়।

(৬)

হৃদয়রে! সে মুখের প্রিয়ার শরীরে
অন্ত্যঘাত করিয়াছ, এ সময়ে কিরে
হারালে সে ক্ষমিবতা? আমি যাই এই কথা
বলিতে আকুল আজ তার অন্তঃকরণ,
তপাপি করিতে নাই আমরা তা কিরে?

(৭)

হে মহাত্মি! কি বলিব যাবার সময়

সকলে রাখিয়া যা(ও)য় উঁচ্চ ও নয়,
যাজ্ঞিনা করিয়া যাই, দুখে তুমি কাঁদ ভাই,
কিন্তু এই নিবেদন করো ধর্ম্ম তায়,
করোনা কাহারো দুখ আর বিষয়।

(৮)

বঙ্গদেশে লীলা খেলা ফুরাল আমার,
আমি যাই, বঙ্গবাসি তবে নমস্কার!
রেখ হে আমারে মনে, বল পুত্র-পৌত্রগণে
কি কারণে, কি ছলে বা ছাড়িনু সংসার,
প্রিয়াহীন বঙ্গভূমে থাকিব না আর।

হতভাগ্য

শ্রীনবীন

যাদুড়িয়া বৈদ্যের কি অন্যায় চিকিৎসা।

মহাশয়! আমি ৫ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে যে প্রেরিত পত্র লিখি তাহাতে মহাশয় লিখিত আছেন যে যে প্রদেশে মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অধিক থাকে যাদু চিকিৎসকদিগের তত প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ আমরা নিম্নলিখিত লোমহর্ষণ ঘটনাটী বিস্তারিত রূপে প্রকটিত করিলাম।

আমাদিগের বাসভূমীর নিকটস্থ কোন্দিয়া গ্রামে দুই জন কৃষকের দুইটী পুত্র গত রবিবার বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় একাদনে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একের বয়ক্রম প্রায় ৭-৮ বৎসর ও অপরের অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিক বয়স্কটী আমার চিকিৎসা দ্বারা পূর্ব্বতন মেলেরিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সবলকায় হইয়াছিল, কেবল প্লীহাযকৃতের স্বল্প প্রভুত মধ্যে মধ্যে তাহার দুই এক দিন সামান্য জ্বর হইত। অপরটীও উক্ত পীড়ায় ছয়দিবসাবধি আক্রান্ত হইল, কিন্তু তাহার কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয় নাই। এই বালকটীর পিতা কোন প্রতিবাসীর মুখে শুনিল যে তাহাদের একজনের বাটীতে প্রীহা ও যকৃৎ আরোগ্য করিতে সক্ষম এমন এক ব্যক্তি আসিয়াছে এই কথা শুনিয়া সে তাহাকে আনিতে যাইয়া ডাকিয়া আনিল এবং পুত্রের পীড়ার বিষয় আদ্যোপান্ত বলিল। তখন ঐ লোক তাহাকে একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিল ঔষধে অপরাহ্ণে কি শিকড় ছিল তাহা

পারিনা, ওবিলায় যে রোগী ভয়ানক জলে ডিজাইয়া সেই জল ও সজনার বিকল্পের ছাল যেঁচ করিয়া তাহার রস, এই উভয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঐ হতভাগা শিশুকে সেবন করান হয়। অপর বালক টীর পিতা তাহার পুত্র একবারে মেসেরিয়া জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া প্রতিবাসীর মৃষ্টীভাবুকরণ করিল। ঐ ভয়ানক ঔষধ উদরস্থ হইবা মাত্র তাহার কার্য্য সমুদায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগীর সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্ম আপ্লুত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে ভয়ানক দারুণ পিপাসা উপস্থিত হইল, বিশ্বাস মজীকৃত হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে শরীর অবসন্ন হইয়া তাহাদিগের উভয়েরই মৃত্যু হইল। যে ব্যক্তি ঔষধ সেবন করাইয়াছিল সে তখা বৎকাল তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু মৃত্যুর লক্ষণাবলি পূর্ব্বেই প্রকাশ করে। ঔষধ সেবনের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে লইতে আইসে, কিন্তু তৎকালে আমি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে রোগী দেখিতে গমন করা নিবন্ধন সুতরাং সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা চলিয়া যায়। এই ঘটনার প্রায় ৪। ৫ ঘণ্টা পরে আমি প্রত্যাগত হইলে তাহারা পুনরায় আমাকে ডাকিতে আইসে। আমি শুনিবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেখিলাম যে উভয়েই অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে এ ত্যাগ করিয়াছে। আমি পরিষ্কার আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে চক্ষু উন্মীলিত, তারা প্রশস্ত, উদর স্ফীত ও কণ্ঠনালী ও মুখ বমনের চিহ্ন লক্ষিত হইল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তৎকাল পর্য্যন্ত শিথিল আছে। পোষ্ট মর্টেম এক্জামিন করিতে না পারাতে অপরাপর চিহ্ন সকল বলিতে পারিলাম না। কিন্তু জীবিতাবস্থার লক্ষণ সমুদায় শুনিয়া এবং মৃতাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে উক্ত ভয়ানক ঔষধ বিষের কার্য্য করিয়াছে। রোগীর ইহার প্রধান কারণ। আমি তাহাদিগকে এবিষয় পুলিসের গোচর করিতে বলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করি। অদ্য প্রাতঃকালে শুনিলাম যে তাহারা সেনা পুরের সব ইন্সপেক্টরকে জানাইয়াছিল, কিন্তু কেহ কহিয়াছে যে ওঝা হত্যা করিয়াছে কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা অদ্যাপি কোন অভ্যোষ্টিক্রীয়ার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমরা সম্প্রতি এই সকল বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেছি, কিন্তু ঔঁহারা এ সকল বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া মৌন হইয়াছেন। প্রথমতঃ যদ্যপি এই এবিষয়টী উপেক্ষিতহয় তাহা হইলে এই সকল হত্যাকারী হাতুড়িয়ের বল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ও নিম্ন ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ কবিরাজী নাই বলিয়া সব ইন্সপেক্টর মহাশয় অপঘাত মৃত্যুর পোষ্ট মর্টেম এক্জামিনেসন ব্যতিরেকে যে অভ্যোষ্টিক্রীয়ার আজ্ঞা দেন তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

এইরূপ হইলে অনেকেই হত্যা করিয়াও পার পাইতে পারে যেহেতুনিষ্পক্ষ ঔষধ সেবন করান এ অস্ত্র দ্বারা হত্যাকরা এই উভয় বিধ হত্যার কিছু ইতর বিশেষ নাই। যখন দেখিতেছি যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিলে কবিরাজী না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট কবিরাজী হইয়া তাহার তদারক হয় তখন এরূপ হত্যার বিশেষ রূপ তদারক না হইলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হইবেন। উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়টী বিশেষ তদারকের হুকুম হয় এবং যে সকল হাতুড়িয়া হত্যাকারিরা এইরূপে হত্যা করিয়া পার পাইতেছে তাহাদের শাসনের নিমিত্ত কোন বিশেষ আইন জারি হয়।

চাঁদড়িপোতা
১২৮০
১৫ ই কার্ত্তিক
শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
এল, এম, এস,

এপিডেমিক কিবার এদেশে এরূপ প্রবল প্রতাপ হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা পীড়িত। কেহ কাহারো তত্ত্বাবধান করা এরূপ সামর্থ কাহারো নাই। অগদীশ্বর দরিদ্রগণকে দুঃখসাগরে এক মাত্র আশ্রয় করিয়াছেন। এরূপ দুরবস্থাতেও এদেশে চিকিৎসক ছিলনা। কবিরাজ মহাশয় অধিক সংখ্যক ভয়ানক হইতে চিকিৎসক আনাইয়া কাপালাদের চিকিৎসাকরণে সক্ষম। কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্রদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একারণ আমরা অধমাগণ্ডি হইয়া ইতিপূর্ব্বে দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের নিকট একজন ডাক্তর প্রেরণার্থ আবেদন করিয়াছি। উক্ত মহোদয় আমাদিগের প্রতি সাতিশয় অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক একজন মেটিক ডাক্তর প্রেরণ করিয়াছেন। ঔঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচন্দ্র নাগ তিনি আমাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক আন্তরিক যত্ন ও যথাসাধ্য কায়িক পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা করিয়া অসংখ্য জ্বরপীড়িত দরিদ্রগণের প্রাণরক্ষা করতঃ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন এবং সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার এস্থানে উপস্থিত থাকাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। বাবু দেশের হিতসাধনার্থে স্বয়ং প্রতিদিন পাঁচক্রোশ হাঁটিয়া ও সপ্তাহ কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রোগীদিগের বাটী পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনেক দুঃসাধ্য রোগের যথোচিত চিকিৎসাকরতঃ তাহাদিগকে অনায়াসে রক্ষা করিতেছেন। ইনি অতি সজ্জন ও সদা শান্ত এসময় ইনি এস্থলে উপস্থিত না থাকিলে অনেকেই কাল কবলে পতিত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। এদেশ উহাঁর এলাকার মধ্যস্থল, এস্থলে ইহার কেন্দ্রে হাট বসিলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই।

সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীযুক্ত সিবিল সার্জ্জন মহোদয় এ বিষয় সবিশেষ মনোযোগিতার সহিত ঔষধ নিষেধিত হইলে যথাসময়ে ঔষধ প্রেরণ ও যাহা যাহা অধীনস্থ ডিস্পেন্সরির সমুচিত তত্ত্বাবধান বিষয়ে সংবাদের অপেক্ষা রাখেন।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনীয় এই যে রোগী সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, একজন চিকিৎসক দ্বারা সকলের চিকিৎসা হওয়াকঠিন, সুতরাং হইতে পারিতেছে না অতএব শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব

মাত্র'দুর কিঞ্চিৎ অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এদেশে নাম একজন ডাক্তার পাঠাইয়া ক'রলে আমরা চিরবাধিত ও সান্ত্বিশয় অনুগৃহীত হই।

কীরোদ পাল। ৮ ই কার্ত্তিক ১২৮০ সাল	অনুগত শ্রীযজ্ঞেশ্বর পালাড়ী

—:০:—

ত্রেসা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দুই দুই সব ডিবিজনের অধিন সোথামীথণ্ড প্রভৃতি ১৪।১৫ খা'নি গ্রা'মে মেলেরিয়া জ্বরে বহু সংখ্যক লোক পী'ড়িত হইয়াছে এবং অনেকেই মৃত্যু হইতেছে। অত্রস্থ অধিবাসিগণের অধিকাংশই অত্যন্ত দুঃখী সুতরাং অর্থব্যয় ক'রিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে এমত লো'ক অতি বিরল। সিভীল্ সার্জ্জন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার চিকিৎসালয় নাই যে বিনাব্যয়ে তাহারা চিকিৎসা করাইতে পারে, এজন্য চিকিৎসাভাবে বহুলোক মার্ত্ত ক'লগ্রাসে পতিত হইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে দুই দুই সবডিবিজনের বিখ্যাত লোক হিতৈষী, দুর্গাপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারা'য়ণ সিংহ রায় ব'র্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জনের নিকট আবেদন করায়, তিনি সরেজমিনে অত্রস্থলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সমীপে অত্র বিষয়ক সবিশেষ রিপোর্ট ক রন। বিগত ২ রা কার্ত্তিক বিবা ৪ টার সময় বর্দ্ধমানের ডাক্তার সাহেব মহোদয় সোথামীথণ্ড গ্রামে পৌঁছিয়া সোথামীথণ্ড প্রভৃতি সকল গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর আবাসস্থলে গমন করত রোগী দিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া সোথামীথণ্ডে গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন হেল্থ ডাক্তার পাঠাই বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শুনা গিয়াছে ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের এই অভিপ্রায়টী সফল হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবার সন্দেহ নাই। কলতঃ যিন যিন যেরূপ মৃত্যু হইতেছে, ইহাতে কয়েক বৎসরে ডাক্তার হে' ত হইলে অনেক গ্রাম এক কালে শূন্য হইয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা বিনয় সহকারে ডাক্তার সাহেব মহোদয়ের নিকট এ প্রার্থনার [illegible]

ভিন্ন ঔষধাদি পূর্ব্বক অবিলম্বে সোথামীথণ্ডে আবশ্যকমত ঔষধ ও একজন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ বিষয়ে যত্নবান হইয়া অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করুন।

সোথামীথণ্ড ১২৮০ সাল ৮ ই কার্ত্তিক	শ্রীগদাধরাচরণ বসুমদার

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৪ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	মধ্যমমতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াসির নীচে	১২	৬
ওথা হইতে মুড়াপুর	৫	৪
ওথা হইতে আদিপুর ১ মাইলের মধ্যে	৫	৩
আদিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৫	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৫	৪
কাটোয়া হইতে অজীয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	৮	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের জাগ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৬	১০

বহরমপুর ২১ অক্টোবর ১৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একটি ফিউটিং ইণ্ডিয়ার মজীয়া লোকাল ডিমার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু এক গৌরি সিংহ	
ত্রিবেণী	৫।০
" বিশ্বম্ভরচন্দ্র কাঁকিনাড়ি	
রাণাঘাট	১০
" ঈশানচন্দ্র বসুমল্লিক	১০
কৈমরি ঘোষ—যোগাযোগ	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে বাহুল্য ব্যয়ের অগ্রিম বার্ষিক ১৫, যাণ্মাসিক ৭।০ টাকা। দুই মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মহাজনি চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার কোনটার দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টীকিট প্রেরণ না করেন টীকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

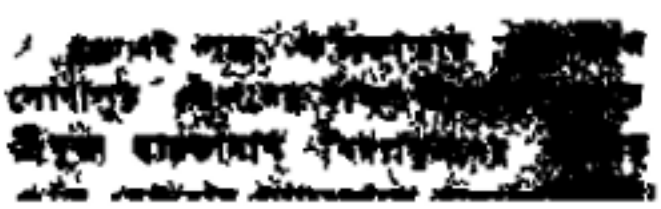
যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন মে'জিউটী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপীসের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে পাঠাইয়া দেন।

বর্ষারম্ভের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোফঃসলে ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা পাইয়া থাকি, সুতরাং মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা পাইব না।

যাঁহারা কখন না লিখিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

মোফঃসলে প্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।৵০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।



রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ শ ভাগ। ৫০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৩ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭৩। ১০ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ১৪ নং নিমুটোলা লেন থেকে ৫ নং কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

শঙ্কর বিজয় অরতী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সার সঙ্কলনে শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র, জন্মাবধি স্বর্গারোহণ গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় কহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপলব্ধি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রহণাভিলাষ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও বারাণসী সোণারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌসিম গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র ফেরৎ পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

স্বকীয় কার্য্যগণের প্রতি প্রতি খণ্ড ১৷৷০
বিনা খাজনাকারী ২
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড ৵

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য ও ময়দা প্রভৃতির ভাড়ার লঘুতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে যদি কেহ চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য অথবা ময়দা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ মনের অধিক বোঝার পক্ষে প্রত্যেক মণে মাইল পিছু এক পাই এর আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। ঐ শহর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল ময়দা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে লঘুতার কথা হইল, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মুসারে ব্যয় হওয়াতে, যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আনীত হইবে তাহার পূর্ণ ভাড়া দিতে হইবে।

এজেন্সি ই, আই, রেলওয়ে
১ লা নবেম্বর ১৮৭৩ } সি, সেল ষ্টিফেনস

বাসণ্ডা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। প্রথম শিক্ষকের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় শিক্ষকের ইঙ্গিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। ৩১ এ অক্টবর } শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র সেন সম্পাদক বাসণ্ডা, পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

"শব্দ কল্পদ্রুম।"

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে ডিমাই ৪ পেজি ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মা করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵ আনা। যিনি গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রিম পুরা কথা স্বীয় নাম ধাম সম্বলিত লিখিয়া কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীনন্দ কান্ত মিত্র কেশ

—০.০—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৵০

ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্যামবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ সর্ত্ত, ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা। উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বন্ধু ঔষধে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷৷০। বাবু কেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা ৮ নং সার হিন্দুরোড } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্লাশ ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং রেক্টিফাই ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

—•—

ইছুবরিয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলিভার
সেণ্টমেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং অরেণ্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—•—

ইলতেহার মামা কাছারি রেলওয়ে
ডেপুটী কলেক্টরি এজলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়ম হেমাম
সাহেব একটিং রেলওয়ে
ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বস্থিত যাবতীয় অতি নিঃ শ্রেণীর ১২৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত নরকায় যাবছয়ের দাখিলী স্বত্ব, বর্ত্তমান সালের ১৫ ই তারিখের কলিক্টরী রেজেষ্টী প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর মোং মাফালা সন ১২৮০ সালের ২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার এবং তৎপরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিঙ্গিয়ার কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্ত্তমানে আবাদ হইতেছে, অবশিষ্টাংশ অল্প ব্যয় করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কবিলত সন করাতে জোত করে এবং নিজের নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে, চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ ২২ অক্টোবর } সে উইলিয়ম হেমাম সাহেব একটিং রেলওয়ে ডেপুটী কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ কার্ত্তিক সোমবার।

লর্ড লর্ণ্ড কারেল সাহেবের প্রিয় রোড সেস এক দুর্ভিক্ষকে সহচর করিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেছে। এই নবেম্বর মাস তাহার অধিকার কাল। সেণ্ট লর্ণ্ড গবর্ণর কি তৎসংগ্রহের অনুমতি বলবতী রাখিবেন? যদি রাখেন, উহা দুর্ভিক্ষকে আরকক্ষয় অন্তর করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় রোডসেস যুরে থাকুক জমীদারদিগের দেয় নিরূপিত রাজস্ব ৪ এ বৎসর সম্পূর্ণরূপে আদায় করা কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব লন, তাঁহারা প্রজাকে দুর্ভিক্ষের মুখে ফেলিয়া দিতে কখনই সম্মত হইবেন না। তাহা হইলে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের উচিতাপেক্ষা

যেমন শস্য জন্মিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া তত্রত্য জমীদার দিগের দেয় রাজস্বের অর্দ্ধ চতুর্থ ও তৃতীয় অংশ পরিত্যাগ করুন। যদি একে বারে পরিত্যাগ করিতে না চান, এবৎসর জমীদার দিগকে ঐ পরিমাণে রেহাই করুন, আগামী বর্ষে আদায় করিয়া লইবেন। যদ বলেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে শ জনা রেহাই করিলে তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় কিরূপে চলিবে। তাহার উত্তর এই, আপৎ কালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রক্ষার আছে, সঞ্চয় না থাকিলেও তৎকালের উপায় বিধান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুরূহ হয় না। পক্ষান্তরে জমীদার দলের অধিকাংশের আপৎ কালের সঞ্চয় নাই, তাঁহাদিগের সঞ্চয় করাও দুরূহ। প্রজারাই তাঁহাদিগের সঞ্চয় স্থল। সেই প্রজারা যদি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাঁহাদিগের আয় শুষ্ক হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পীড়া পীড়ন করিলে তাঁহারা যে প্রজাপীড়নে উদাসীন থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

উপসংহার কালে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সহৃদয় ঐশ্বর্য্যবান জমীদারদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই অবসরে অনাবৃষ্টি কালে ক্ষেত্রে জল সেচনার্থ নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে খাল পুষ্করিণী কূপাদি খনন করাইয়া লউন। তাহাতে তাঁহাদিগের প্রজাহিতৈষিতা আশ্রিত-বাৎসল্য ও মহানুভাবতা প্রকাশ পাইবে, প্রজারা তাঁহাদিগের অনুরক্ত হইবে অথচ তাঁহাদিগের বিলক্ষণ স্বার্থসিদ্ধি হইবে। ভূমীর খাজনা বৃদ্ধি হইবে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টিকালে তাঁহাদিগকে প্রজার সহিত বিপদাপন্ন হইতে হইবে না।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় দিগকে। মনের মত হন কি না?

এদেশীয়ে এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে যেরূপ প্রণয় এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে সেরূপ প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি না থাকে তাহার কারণ কি? এ প্রশ্নের সমাধান বঙ্গদেশের মেলেরিয়া জ্বরের ন্যায় সুলভ নহে। উঠার নিদান ও অনাবৃত্তির কারণ নির্ণয়ের ন্যায় নিতান্ত দুরূহ। ইউরোপীয়েরা এদেশীয় দিগের প্রতি এবং এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি দোষারোপ করেন। সাধু মহাশয় লোকেরা বলেন উভয়ে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উভয়ের ভ্রাতৃভাব আছে, অতএব পরস্পর যত্নবান হইলে পরস্পরের প্রণয় ক্রমে বদ্ধ মূল হইবে। তাঁহারা এই উদ্দেশে নানা প্রকার সভা ও সুভাবিতা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই বাক্যগুলি শুনিতে অতি মধুর ও চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা শুনি ইউরোপীয়েরা সাধারণ গম্য রেলওয়ের এক গাড়িতে এদেশীয়কে দেখিলে বিরক্ত হন, সময়ে সময়ে এদেশীয়কে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হন না, আপনাদিগের মৃত্যু গীত সমাজে এদেশীয়দিগকে যাইতে দেন না, তাঁহারা যেখানে গিয়া বাস করেন, তত্রত্য আদিম নিবাসিদিগকে নির্ম্মূল করেন, তখন আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হয়। ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের যে কোনকালে প্রণয় হইবে সে আশা থাকে না। প্রত্যুত আমাদিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হয় ইউরোপীয়েরা ক্রমে আমাদিগকে নির্ম্মূল করেন। আমরা তাঁহাদিগের অনুগ্রহ দ্বারায় বাস করিতেছি। কোন অংশে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ঘটিলেই বিপদ।

আমাদিগের আতঙ্ক অমূলক হউক, আর মূলক হউক, এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের যে যথার্থ প্রণয় নাই এটী নিশ্চিত কথা। তবে যে দুই এক স্থানে মিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় লার্ড যেকন প্রধান ও অপ্রধানে যে মিত্রতার কথা কহিয়া গিয়াছেন, সে সেই মিত্রতা। এদেশীয় যত দিন ইউরোপীয়ের অনুগত রহিলেন, যত দিন চাটু বচন দ্বারাই তাঁহার চিত্ত রঞ্জন করিলেন, তত দিন প্রণয় রহিল। কিন্তু যেকদেশ এদেশীয় ইউরোপীয়ের সহিত সমকক্ষবৎ আচরণ আরম্ভ করিলেন, অমনি ইউরোপীয় চটিয়া গেলেন, উভয়ের প্রণয় বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। কয়জন ইউরোপীয় এদেশীয় মিত্র বিপদাপন্ন হইলে তাঁহার বাটীতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন? পীড়া হইলে শুশ্রূষা করেন?

আমরা অকারণ এ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া জাতি বৈর উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছি, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। সে দিন একজন ইউরোপীয় বিরক্ত হইয়া একখানি সংবাদপত্রে লিখিলেন, মধ্য শ্রেণীর গাড়ি এদেশীয়দিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এদেশীয়দিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে দেওয়া হয় কেন? আর এক দিন আর এক খানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইল একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয় ভদ্রলোকের দ্রব্য সামগ্রী গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিলেন। ঐ ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না, তখন বিবাদ বিসম্বাদ হয়ও নাই। এদেশীয়দিগকে এরূপ ঘৃণা করা কি ভাবাভবিষ্যৎ পণ্ডিতদিগের প্রতিপাদিত ভ্রাতৃভাবের লক্ষণ? এই কি উন্নতম

সভ্যতার ফল? যে খানে এত বিদ্বেষ এত ঘৃণা সেখানে সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা কি? একজন ঘৃণা করিলেন আর একজন তাঁহা করিলেন ইহা কি সভ্যতা বিরুদ্ধ? এদেশীয়েরাও এই কারণে ইউরোপীয়দিগের প্রতি সন্তুষ্ট নন? ইউরোপীয়দের সহিত এদেশীয়ের যে যথার্থ প্রেম হয় না ইউরোপীয়ের এই গর্ব্ব ও ব্যবহারই তাহার কারণ। তাঁহাদিগের শরীরে রক্ত আছে, তাঁহারা এদেশ জয় করিয়াছেন, এই তাঁহাদিগের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে মানুষ জ্ঞান করেন না। এদেশের এরূপ অনেক আছেন, তাঁহারা অনেক ইউরোপীয়ের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। সেই নিকৃষ্ট ইউরোপীয়েরাও শরীরে রক্ত আছে বলিয়া সেই উৎকৃষ্ট এদেশীয়দিগকে ঘৃণা করেন। এটী সামান্য কৌতুকাবহ নহে। ফলতঃ ইউরোপীয়দিগের মনে আপনাদিগকে বড় বলিয়া যে অভিমান আছে, যাবৎ তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ এদেশীয়দিগের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে ইউরোপীয় অমায়িক ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয়দিগের কেবল যে অকপট সৌহার্দ্দ হয় এরূপ নয়। এদেশীয়েরা তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন। যে সকল ইউরোপীয় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এদেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাস্য, বলিবার উচ্ছা হইল এদেশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া এদেশে বাস করা আর ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়া স্বতন্ত্র থাকা ইহার অন্যতর কোন্‌টী অহঙ্কারের কার্য্য ও সুখের বিষয়? যাঁহারা এতদ্দেশের ভূমি প্রতিপালন হইতে

ছেন, তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়া অপর উন্নতিসাধন করা কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নয়?

আমার কথা।

ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দেশবাসী সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সুখের বিষয় এই, কর্ত্তৃপক্ষেরাও ভীত হইয়া কষ্ট নিবারণের যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা লার্ড লর্ড ব্যস্ত হইয়া সিমলা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, দেশের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমদানি হইবার বন্দর বাড়িবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিবিধমতে প্রজাদিগকে অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেপ্টনন্ট গবর্ণরও এই সময়ে তাঁহার কার্য্যপটুতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইতি মধ্যেই শোণ খাল ও দারজিলিঙ্গ রেলওয়ে নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, সমুদায় কর্ম্মচারীদিগকে অচিরে কার্য্যারম্ভ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, বিদায় প্রভৃতি বিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকলে তণ্ডুল প্রভৃতি শস্যের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ঐ সকল দ্রব্যের ভাড়ার লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে শোণ খাল দারজিলিঙ্গ রেলওয়ে এবং অপরাপর কার্য্য বিষয়ে গবর্ণর জেনরল এবং লেপ্টনন্ট গবর্ণরের আদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে পেরোক্ত বিষয়ক একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে রেলওয়ে কোম্পানিরা আমাদের 'মহা

হাতে তণ্ডুল লইয়া যাইবে বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্ববারে মলিয়াছি ক্রাণ্ডিরা শস্য-ছেদনের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা লইয়া গেলেও ইহাদের দুঃখীদিগের বিশেষ আরামা হইবে কি না সন্দেহস্থল। দুর্ভিক্ষ পক্ষে কোন পরামর্শ না করিলে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগের সঙ্গে যে কিছু অর্থ বিতরণ তাহাতে তাহারা কুলাইতে পারিবে না যে কষ্ট সেই কষ্ট থাকিবে।

তুমিতে পাওয়া যায় রপ্তানী বন্ধ করিলে ফলে কি না বণিকদিগের সহিত যে পরামর্শ চলিতেছে এ সকল সংবাদ শুনিলে মনে আশ্বাস ও ভরসার উদয় হয়। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় যে কমিশন নিযুক্ত হয় কাপ্তেন মাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন সুতরাং সে সময়ের কষ্টের কথা তাঁহার হৃদয়ে চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের সদুপায় কি তাহার তাঁহার চিন্তা করা হইয়াছে। এটী আবার বিশেষ আশ্বাসের কারণ। লোকে যে প্রকার সাহায্য করিতেছেন এখনও সেরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই, গত বৎসরের ধান্য এখনও ফুরাইয়া আসিল, এবারে দুই চারি আনা ধান্য হইবে তাহাতেও দুই চারি মাস চলিবে; কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক যখনকালই বিশেষ ভয়ের সময়। অমাদের যথেষ্ট সঙ্কোচের এই সময়ে যাহা হউক কিছু সুবিধা হয় এবারে সর্ব্বনাশ। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বেলা এই স্থানেই বিশেষ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। সেই কারণের জন্য এখন হইতে সাবধান করিয়া [illegible] ও: [illegible] বন্ধ ক'রে। [illegible] ঘ'ন, [illegible] ও' ক [illegible] ভাহা স্থির হয়। [illegible]

ব্রহ্ম দেশে এবার প্রচুর ধান্য হইয়াছে সেখান এবং মান্দ্রাজ হইতে তণ্ডুল আমদানী করিয়া এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যব গম প্রভৃতি আমদানী করিয়া গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গোলাজাত করিয়া রাখা উচিত। অন্য ব্যবসায়ীরা এ সময়ে এত টাকা বসাইয়া রাখিতে চাহিবে না। এবং এত ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিলে সে সময়ে কিছু অধিক মূল্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে পারেন। অনেক মহাজনের নিকট এখন অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিলে ভবিষ্যতের জন্য রাখিবার উপায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট তথায় এই সকল জানিবার উপায় অবলম্বন করুন। রাজ কর্ম্মচারি নিয়োগ দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিতে গেলে জানিতে পারিবেন না, কারণ দেশের অজ্ঞ লোকেরা মনে করিবে যে বোধ হয় সে সকল কাড়িয়া লওয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, কিম্বা নূতন কোন টাক্স করার অভিপ্রায়, সুতরাং তাহারা প্রকৃত কথা প্রকাশ করিবে না। গোপনে জানিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা।

—:০:—

নূতন আইন বিধি সংশোধন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক আবশ্যক?

ভারতবাসিদিগের নিকট আইনের যত আদর রাজার তত আদর নয়। ইংরাজেরা এক এক আইনের এক একটী অক্ষরের জন্য রক্ত পাত করিতে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের গত ৭০০ ৮০০ বৎসরের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করার প্রথা থাকাতে ইংলণ্ডের আইন অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কোন বিল পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে তাহাতে দশ জন তাহাতে দশ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন এবং অবশেষে ৯৯ সে আইন প্রচলিত হইতে পঞ্চাশ বা সত্তর দশটী ধারা, বিংশতিটি উপধারা, বিংশতিটী অতিরিক্ত কথা এইরূপে সেই আইনের অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। এই কারণেই কোন অসৎ আইনের সংশোধন করা ইংলণ্ডে যত দুষ্কর অপর স্থানে সেরূপ নহে ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচার প্রণালী প্রচলিত থাকাতে অপর অনিষ্ট যাহা কিছু থাকুক এখানকার আইন বড় সরল ও সুগ্রহ। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড তাহার প্রমাণ স্থল, এমন পরিষ্কার সরল ও সুগম আইন জগতে অধিক আছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্য ক্রমে এই সকল আইন প্রস্তুত করিবার ভার কতকগুলি উদার-প্রকৃতি ও প্রকৃত-বুদ্ধি শক্তি-সম্পন্ন লোকের উপরে পড়িয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে এমন সুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন।

যিনি যাহাই বলুন আইনের জটিলতাকে আমরা কখনই প্রার্থনার বিষয় মনে করি না। বিশেষ ভারতবর্ষে। এই আইন রূপ অস্ত্র দ্বারাই দেশের ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা দরিদ্র ও অজ্ঞদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। আইন দুর্ব্বলের রক্ষক না হইয়া অনেক সময় দুর্ব্বলের পীড়ন যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। আইনের সংখ্যা যত অল্প হয় এবং সাধারণের পক্ষে যত সুগম হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান আইন ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আইন কর্ত্তারা ইংরাজ, ইংলণ্ডে তাঁহাদের আইনের শিক্ষা হইয়াছে, আইনের সৃষ্টি করাই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি করিবার পথ। সেই জন্য তাঁহারা হিমালয়ের সুশীতল ও সুখদ অধিত্যকাতে বসিয়া এক বিলের পর অপর বিল এক আইনের পর অপর আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা এ বিষয়ে ছয়টী প্রধান কথা বিস্মৃত হইয়া যান। প্রথমতঃ প্রজারা সে আইন প্রার্থনা করে কি না? দ্বিতীয়তঃ সেই আইন এই বিংশতি কোটি নিরীহ প্রাণীর সুবিধা জনক হইবে কি না? যাহাদিগের জন্য আইন, তাহাদের সে আইনের আবশ্যকতা না থাকিলে তাহা করা বিফল। যদিও তাহাতে কোন বিশেষ মঙ্গল সংকল্প থাকে, তাহাও তাহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না বরং কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিয়া অনেক সময় বিরক্ত হয়। এই জন্যই "প্রয়োজনের অনুরোধে আইন" এটী সভ্য রাজনীতির একটী শ্রেষ্ঠ মত।

দ্বিতীয়তঃ আইন কর্ত্তারা বিদেশী কোন আইন কি প্রকার হইলে এদেশীয়দিগের বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে আইনের সৃষ্টি করেন তাহাতে অনেক সময় কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। আমাদের আইন কর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহার এই প্রাচ্য ভারতবর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। বিলাত হইতে আসাতাও লোক ধরিয়া মন্ত্রী করিলে এ উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হইবে না। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের সুযোগ্য সম্বেগী হিতৈষী এবং সকার বারিষ্টার এক বিচারক শ্রেণী হইতে আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করা

অথবা দেশীয় বারিষ্টারদিগকে বিলক্ষণ করা তাঁহার পরামর্শ কি না করা

খিত হয় না, বোধ হয় এ দেশীয়দিগকে এতদূর ক্ষমতা দেওয়া তাঁহার পরামর্শ না হইতেও পারে। সে যাহা হউক, বিলাতের আজাড়া লোক অপেক্ষা এখানকার ১।২ জন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত ক [illegible] দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু সে [illegible] তত দিন সে বিষ [illegible] থাকার দেওয়া না হইবে তত দিন [illegible] কখনই আশানুরূপ ফল হইবে [illegible] মধ্যে মধ্যে এক এক জন দেশীয় বড় বড় রাজা ধরিয়া গবর্ণর এক্সিকিউটিভের কাউন্সিলে বসাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকা মাত্র। আইনের তর্ক বিতর্কে অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাদের সে প্রকার শিক্ষা নাই। বিশেষ ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার অবস্থা বিষয়ে তাঁহারা সাহেবদিগের অপেক্ষা ও বোধ হয় অধিক অনভিজ্ঞ। এরূপ লোক দেওয়া কেবল অধিকায় দেওয়ার ভাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র সুপ্রম কাউন্সিলের সভ্য হইবেন বলিয়া জনশ্রুতি উঠিয়াছিল, কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে চিহ্ন মাত্রও নাই। সেই জনশ্রুতি যাহাই হউক, এই রূপ কতক সকল শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ লোক লইলে ভাল হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মত লোক বোধ হয় কখনই সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে ভাল বাসিবেন না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের সভাতে ত কয়েকজন এদেশীয় সভ্য আছেন, কই তাঁহাদের থাকার বিশেষ ফল দর্শিতেছে না কেন? তাঁহারা থাকিয়াও ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতাধিক্যাচারতার খর্ব্ব করিতে পারিতেছেন না এবং দেশের লোকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। [illegible]

করা তাহাই বা কই সুসিদ্ধ হইতেছে? দেশের কয় জন লোক জানে যে অমুক রাজা, অমুক বাহাদুর, অমুক খাঁ উপস্থিত থাকিয়া রোডসেস আইন প্রচলিত হইয়াছে। কে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ?—

ফল কথা এই এদেশের লোকে আইন তত বুঝে না। আজিও তত দূর সভ্যতার অবস্থা হয় নাই। শাসন প্রণালী অপেক্ষা শাসন কর্ত্তার উপর এদেশের লোকের অধিক দৃষ্টি। এদেশীয়দিগকে অনুরক্ত করিবার ইচ্ছা থাকে ভাল ভাল আইন সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইও না, ভাল ভাল শাসন কর্ত্তা আনিয়া দেও। যাঁহারা প্রজার দুঃখে দুঃখী ও প্রজার সুখে সুখী হইবেন, প্রতিদিনই দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণ ও শুভ সাধনের চেষ্টায় থাকিবেন, এবং স্নেহ ও অনুগ্রহ দ্বারা বশীভূত করিবেন। এরূপ একজন শাসন কর্ত্তার গুণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকে যত অনুরক্ত এমন বোধ উৎকৃষ্ট আইনে তাদৃশ হয় না। এদেশী লোকেরা কি এমনি নরাধম যে কৃতজ্ঞতার কারণ দেখিলে কৃতজ্ঞ হয় না? কখনই নহে। অধিক কি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় যখন ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখনও সার হেনরি লরেন্স ও সার জন লরেন্স প্রভৃতির নামের গুণে কত কাজ হইয়াছিল? তাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কোন বাঙ্গালির হৃদয় না কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়াছে। ভারতবাসীরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রতিহিংসাপ্রিয় নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এত দিন ইংরাজেরা সুস্থির হইয়া রাজ্য করিতে পারিতেন না [illegible]

তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। এমন আততেয়ী শত্রুদিগকে অনুরক্ত করিতে আমরা সমর্থ কি? লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সে দেশের লোককে এত বিরক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যে প্রকার ব্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে সকলেই মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে এবং অবশ্যই যদি তিনি প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি কখন বিদায় লইলে এদেশের অনেক লোক মনে মনে তাঁহাকে কাঁদিয়া বিদায় দিবে। বিদেশীয় লোক, যাঁহারা প্রজাদের সকল কষ্টের কথা জানেন না, তাঁহাদের একটু স্নেহ মাত্র দেখিয়া যখন এদেশীয়েরা এত বশীভূত হয় তখন এদেশীয় লোক, যাঁহারা প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কত শুভে অধিক ইষ্ট সাধন ও প্রজার ভক্তি ভাজন হওনের সম্ভাবনা? গবর্ণমেণ্ট এ সহজ কথাটী আজিও বুঝিতে পারিতেছেন না এই আশ্চর্য্য!!

অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার।

কেবলমাত্র দরিদ্র বঙ্গবাসিদিগের নহে এ বৎসর দুর্ভিক্ষময় নয়, গবর্ণমেণ্টকেও এবারে বিশেষ ভীত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের আয়ের যে কয়টী দ্বার আছে ভূমির কর ও অফিসের কর তাহার মধ্যে প্রধান।

ভূমির কর সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবার জমিদার দিগকে কিছু কিছু ছাড়িয়া না দিলে অনেক জমীদারকে বিপন্ন হইতে হইবে, অনেকে জমীদারি রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে উৎপীড়ন হইবে। কি প্রস্তাবে ভূমির কর, সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে ভীতিগ্রস্ত

এবিষয়েও বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে, কারণ এরূপ শুনা যাইতেছে যে বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর অফেণের চাষও ভাল হয় নাই। বিহার প্রদেশ যথেষ্ট অতিরেণ জন্মিয়া থাকে, এবার বৃষ্টির অভাবে সে প্রদেশে অতিরেণও ভাল জন্মে নাই। ক্ষেত্রও অবশ্যই এরূপ সংবাদদাতা এই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, "এবার ধান্য এবং অতিরেণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মিঃ ডিয়ার ৩৬ বৎসর এই প্রদেশে আছেন তিনি এমন ক্ষতি কখন দেখেন নাই। মুঙ্গেরের অতিরেণ ফসলের অবস্থা বড় মন্দ। আমার বিশ্বাস ইহা অপেক্ষা আর অধিক মন্দ হইতে পারে না।" এ অংশেও গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

একদিকে আয়ের এই রূপ ব্যাঘাত জন, ইংলণ্ডেশ্বর গবর্ণর যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পরামর্শ করিতেছেন তাহাতে ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে। কিরূপে এত ব্যয়ের সঙ্কুলান হয়। এই সকল অবস্থার জন্যই প্রাণ্ট ডফ সাহেব ইনকমটাক্সকে অসময়ের বন্ধু বলিয়া মনে করেন কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক ও তাহা বন্ধ করিয়াছেন; তবে শূন্য রাজকোষ পরিপূরণের জন্য কি উপায়ান্তর আছে, রোডসেস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য বলিয়াছি, এ বৎসর রোডসেসের জন্য টানাটানি হইলে প্রজাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তাহাদের স্ত্রীপুত্রের আহারের নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত [illegible] হস্তে কোন প্রকার কিংবা অর্থ ঋণ বলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, আবার কোন প্রাণে তাহাদের প্রাণবধ করিয়া সেই অর্থ মোচন করিবেন। ইডেণ্ট গবর্ণরকে দয়া করিয়া এসীড এবারের মর্জ্জি করিতে হইয়াছে।

তবে গবর্ণমেণ্টের আয়ের উপায়ান্তর কি? পবলিক ওয়ার্কস বিসার্ভ ঋণ করা। এ উপায়টী সহজ বটে। গবর্ণমেণ্ট অনেক ঋণ পাইতে পারেন। কিন্তু এই ঋণ রূপ মেঘ যে কবে আমাদের মস্তকে হয় তাহা পূর্ব্বেই এখানে এবং ইংলণ্ডে যথেষ্ট বলা আছে, তাহার উপর আবার ঋণ বৃদ্ধি। ইহা কোন নূতন কথা নহে বিচক্ষণ টেম্পল সাহেব আবার অবতরণ করিয়া বলিবেন কি এত ঋণ। আমি আর ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া দিব এবং ঋণ শোধ করিব। এই বলিয়া হয়ত কোন নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব করিয়া বসিবেন। এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি ডবচন্দ্র ডিউক এবং তাঁহার ডবচন্দ্র মন্ত্রী প্রাণ্ট ডফ তখনো পদস্থ থাকেন আবার এই ইনকম টাক্স বেশান্তর পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে পারে। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে প্রাণ্ট ডফ সাহেব ফসেট সাহেবের কথার উত্তর দিবার সময় এক কাল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছেন "আবার ইনকম টাক্স প্রচলিত করা আবশ্যক হইতে পারে"। ফসেট তাঁহার উত্তরে বলেন "পারে, কেন? ভারতবর্ষীয় রাজস্বের আয় ব্যয়ের এরূপ গোলযোগ থাকিলে অবশ্যই হইবে। আমরাও বুঝিতে পারিতেছি, ঋণ বৃদ্ধি হইলে ইনকম টাক্স না হইয়া রোডসেসের ন্যায় অর্থবা তাহা অপেক্ষা ক্লেশকর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এখন উপায় কি? পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময় লার্ড লরেন্স ডিসেণ্ট্রালিজেসনের অর্থাৎ লাভজনক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক করার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিপদ ঘটিলে অপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরা সাহায্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমুদায় স্থানের রাজস্বের নিয়োগের ভার থাকিলে তিনি আবশ্যক মত ব্যয় করিতে পারেন। এই ত লার্ড লরেন্সের কথার একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। "ইম্পিরিয়াল ট্রেজরিতে" কত টাকা আছে আমরা জানি না, যে সকল কার্য্যের প্রস্তাব হইতেছে সে সমুদায় নির্ব্বাহ তাহা হইতে হইবে কি না, তাহাও জানি না। আমাদের "লিটার প্রেসিডেন্সিরা" অর্থাৎ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কি এ সময় উদাসীন থাকিবেন? ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কি তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহিবেন না? তাঁহাদের ধনাগারে যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথক হউক সকলে ত এক মহারাণীর প্রজা এবং এক গবর্ণমেণ্টের অধীন, আমরা বাঁচিলে অসময়ে তাঁহাদিগেরও সাহায্য করিতে পারি।

উপসংহারকালে আমরা ভারতবর্ষের সকল স্থানের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কারেল সাহেবের শুভ অনুষ্ঠানে সাহায্য করুন গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করুন, বিপন্ন বঙ্গবাসীদিগকে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন এবং ভবিষ্যৎ টাক্সের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি দিন।

যিনি দীনবন্ধু মিত্র।

নীল দর্পণ গ্রন্থকার আর এ জগতে নাই। এই বিষাদের সংবাদে অনেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর চক্ষে জল পড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্যসাধারণ ক্ষমতাপূর্ণ রচনা শক্তি ও কবিত্ব সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি। এমন কি সে দিনও তাঁহার

একণে কামিনীর দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে যত দোষের একটী অহঙ্কারের ধন নষ্ট হইল এ কথা কে অস্বীকার করিবে, তাঁহার কি মহিমার সময় হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে চির দুঃখিনী ও শিশু সন্তানদিগকে পিতৃহীন করিয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অনেক সাধুতা ও সদ্ভাব নিহিত ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই সুপ্রকাশ। তিনি নিজের কোন কার্য্য যদি কখন ঢাকা থাকেন, তাহা বন্ধুতায়, অনুরোধে। এমন বন্ধুপ্রিয় লোক অতি অল্প দেখা যায়। দুই দিন যাহার সহিত আলাপ হইত তিনি তাহাকেই ভাল বাসিয়া ফেলিতেন এবং উত্তরোত্তর সেই ভাল বাসা বর্দ্ধিত হইত। কোন মহযোগী বলিয়াছেন তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই যে তিনি কাহাকেও শত্রু রাখিয়া যান নাই।

তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন তাহাতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বকর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের সকল স্থানে যাইতে হইত, সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইত, তাঁহার ব্যবহারে সকলে এই কথার প্রমাণ পাইত। গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার কার্য্য স্বীকারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি সম্ভ্রান্ত উপাধি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অতি কঠিন কঠিন কার্য্যের ভার দিতেন। গত সুপ্রাইমু কোর্ট সময় তাঁহার উপর তাকের পথ নির্ণয় করিবার ভার হইয়াছিল। তিনি যে প্রকারে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু যে জন্য একজন ইংরাজ প্রার্থী হইলে এদেশীয়দিগের পাইবার আশা থাকে না সেই জন্যই তিনি উন্নত হইতে পারেন নাই। তিনি এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও যে এত পুস্তক রচনা করিবার সময় পাইয়াছিলেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের আর একটী মূল্যবান্ রত্নের সংখ্যা হ্রাস হইল।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ এ কার্ত্তিক সোমবার।

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গ্রেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণর জেনরল যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তিনি তাহা কিম্বা সেক্রেটরি হবহাউস করিতেছেন না। গবর্ণর জেনরল এই উভয় স্থানে গমন করিবেন এবং এ দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন তাঁহারা যেন অধিক সংখ্যা লোক অস্ত্র সঙ্গে লইয়া না যাইবেন। সাউথ সাহেব এ সম্বন্ধে যত্নবান হইয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন কিন্তু তিনি নীত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন আমাদিগের এ ইচ্ছা নয়, এরূপ বিপদের সময় প্রধান শাসন কর্ত্তার রাজধানীতে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

গত শনিবারের ইংলিসম্যানে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৮ অব্দে কোম্পানির রাজত্ব রাজ্ঞীর হস্তগত হয়। অদ্য তাহার সাংবৎসরিক দিবস। এই পঞ্চ দশ বৎসরের মধ্যে দেশের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে? যদি এই প্রশ্ন করা যায়, অতি অল্প লোকেই ইহার অনুকূল উত্তর দিবেন সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন কোম্পানির রাজত্ব কালে লোকে অপেক্ষাকৃত সুখী ছিল, তাহাই যদি রাজ্ঞীর শাসন হওয়া অবধি দেশের লোকের ক্রমশ ও কষ্টেই বৃদ্ধি হইয়াছে এ কথাও অযথার্থ নয়। এই পঞ্চ দশ বর্ষের মধ্যে চারিটী দুর্ভিক্ষ [illegible]

অল প্লাবন হয়। রাজাই সাংক্রামিক [illegible] এদাঙ্গটা প্রভৃতিতে দেশ উৎসন্ন এবং [illegible] ও কাবেল প্রভৃতি দুরন্ত জ্বরে [illegible] লোকে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে।

[illegible] অবধি [illegible] ইতিপূর্ব্বে [illegible] হইতে আরম্ভ হইবে।

A [illegible]

আমরা দুঃখিত হইলাম, [illegible] এখনকার পোষ্টমাষ্টার জেনরল [illegible] ভার পীড়া হইয়াছে।

একজন [illegible] সাক্ষাৎকারের [illegible] কমীয় গবর্ণমেণ্ট আমুদের [illegible] ভলি উপহার প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন নাই, কলিকাতায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গত ফুটবোর মাসে ১৭৮০৪ জন তারক, বর্ষীয় স্ত্রি সাদিকা গ্রহণ করিতে যান, এতদ্মধ্যে ১৪২১৯ জন পুরুষ ও ১০৪৯ জন স্ত্রীলোক, অন্য ইউরোপীয়ের মধ্যে ৯৯ পুরুষ এবং ১৪২ স্ত্রীলোক গমন করেন।

একজন ব্রাহ্মণ [illegible] স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ৪০৯ এবং আর একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ১০০ টাকা এই বলিয়া [illegible] ছিলেন যে, সে ঐ টাকায় তাহার [illegible] দেবতাগণের পূজা দিবে, উহারা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে মারিতে পোঁতা [illegible] ছিলেন। ব্রাহ্মণ গত শনিবার [illegible] বিচারে অর্পিত হইয়াছে। তাহাতে একজন [illegible] টাকার পরিবর্ত্তে আলমারি ইত্যাদি [illegible] উপাদান দেবতাদিগের পূজা দিল।

নাগপুরের নিকটস্থ [illegible] একটী [illegible] নিকটে [illegible], উহাতেই তাহারা [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] পিতামহের [illegible] [illegible] একণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মিয়র পাটে অবগত হওয়া গেল, সিংহল দ্বীপে ইলু এবং পানী ভাষার উন্নতি জন্য উক্ত দ্বীপে একটী বৌদ্ধ কালেজ খোলা হইবে।

দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করাতে লণ্ডনের কয়েকজন গয়লার যে জরিমানা হয় তাহাতে সকল গয়লা মিলিয়া এক সভা করিয়া দুধের মূল্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছে।

আইস্লাবাদে ষ্টীমরবে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। সর সালার জঙ্গ এমিমিত একজন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিমলাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, আগামী গ্রীষ্মের জন্য সিমলার বাটী সকল পুনরায় সংস্কার হইয়াছে। লার্ড নর্থব্রুকের সিমলা পাহাড় ভাল লাগিয়াছে। তিনি যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, প্রতি গ্রীষ্ম কালে সিমলায় যাইবেন। সিমলা পাহাড় কাহার অধিক ভাল লাগিয়াছে, সংবাদদাতার, কি লার্ড নর্থব্রুকের, আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষি সমাজের প্রতিনিধি মেকটীরি ঈউ সাহেব বৃহস্পতিবারের ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, সে দিন পূর্ব্বরাত্রে এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে আর একবার এরূপ বৃষ্টি হয়, বীজগুলি কি গাছের, তদ্দেশ অধিবাসীরা বলিতে পারে না। উড সাহেব উহার কতক গুলি বীজ ইংলিসমান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন। এদিকে মিয়র লিখিয়াছেন পূর্ব্বিয়াতে ক্রমাগত মটরের ন্যায় এক প্রকার বীজ বৃষ্টি হইতেছে, তদ্দেশবাসীরা ইহাকে কুমুর'ছটা কহে। কেহ কেহ বলেন, নিকটবর্ত্তী ডেয়াইয়ে ঐ কুমুরছিটা অনেক পাওয়া যায়, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, ঘূর্ণ বাতাসে ঐ বীজগুলি আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঘূর্ণ বাতাস হইয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক ইহার প্রকৃত কারণ স্থির হয় নাই।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইতেছে, গত কল্য তথায় একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শিকল দিয়া একটী লৌহ কড়ি তুলা হইতেছিল, হঠাৎ শিকল ছিঁড়িয়া উহা নিম্নস্থ একটী পন্টুনের উপর পতিত হওয়াতে কয়েকজন খালাসি ও তিন জন ইউরোপীয় জলমগ্ন হইয়াছে।

সংপ্রতি ক্রমেই রেলওয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা হইতেছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ডেঙ্গু অবশেষে বঙ্গলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

মর্ণিংক্রীম বলেন, ১৮৭২। ৭৩ অব্দে বঙ্গদেশের আবগারি হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পূর্ব্ব বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা হয়। ইহার গত ৫ বৎসরে মোট গড়ি বৎসর ৬১ লক্ষ করিয়া টাকা আবগারি হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের আর কিছুতে যত হউক না হউক আবগারি বলক্ষণ উন্নত দেখা যাইতেছে।

মাদ্রাজের রাজা বোঙ্কটের রাজা ষাটের উর্দ্ধ বিধায় ধর্ম্মকর্ম্মে রত হইয়াছেন। একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মানস করিয়াছেন। শ্যাম রাজ যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এ গুলি তাঁহার ফল।

ইন্দোর হইতে মিরক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার কথা হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন।

বারাণসীর রাজা আগ্রার উপনীত হইয়াছেন। তিনি মথুরা এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করিবেন।

১১ এ কার্ত্তিক বুধবার।

এ দিগে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে, তাঁদগে আবার মওয়াখালি মুন্সীর কুমুরা প্রভৃতি স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে।

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ প্রিন্সেপ সাহেব কল্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে গমন করিবেন।

আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সমুদ্রপথে দাস ব্যবসায় বন্ধ করাতে আরব দেশীয় দাস ব্যবসায়ীরা স্থলপথে দাস প্রেরণ করিতেছে।

মিয়র পার্ট অবগত হওয়া গেল, আবাকাম্পা নামক এক ব্যক্তি টংগ্রির সিংহাসন প্রাপ্তির আশ আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেয়, টাং এয় হুক তাহা কাশী (এক্স ইমি আ, সি এয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোহামি এই নামে অভিহিত হন) উহাকে ধরিয়া উহার কর্ণমধ্যে বারুদ পুরিয়া আগুন দিবার আজ্ঞা দেন, আগুন দিবামাত্র মস্তকটী কাটিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইনি ইতি পূর্ব্বে প্রায় ২৭ জন স্বকীয় রক্ষিগণ হত এবং রাজপথ আপনার সম্মুখে কাটিয়া ঐ হতভাগাদিগকে সিংহ দ্বারের সম্মুখে নিক্ষেপ করে। কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! নিয়ো কি পুনরায় পূর্ব্বরীতে অবতীর্ণ হইয়াছে?

লার্ড নর্থব্রুক গত শনিবার কলিকাতায় প্রধান প্রধান বণিককে আহ্বান করেন, কলিকাতায় কত চাউল মজুত আছে, তাহা জানাই উহার উদ্দেশ্য। কলিকাতায় এক্ষণে ৭।৮ লক্ষ মণ চাউলের অধিক নাই। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলওয়ে কোম্পানিও ধান্য চাউল প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, বিচারপতি কিয়ার অদ্য কাঞ্চরিদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

গত রাত্রিতে এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাস হইবার কথা ছিল, সর্ব্বগ্রাসই হইয়াছিল, পূর্ণিমার রাত্রি অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় হইয়াছিল।

১৮ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শুদ্ধ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে ২২১ জনের মৃত্যু হয়।

গতকল্য ৬গলীয় জাষ্টিস মা'অরট্রেটের নিকটে কেশব ... মা'জষ্ট্রেট মহাশয়কে অর্পণ করিয়াছেন। ... সাহেব বাবু সুরেন্দ্র ... হেবের বিচারার্থ সিলেট ... ব্যারিষ্টার বিচার ছিলে ... ছেন না। মহাশয়কে রাজত ... জষ্ট্রেটের একান্ত ইচ্ছা ... হেব ব্যারিষ্টার জাকসন ... সাহেব হয় নাই, পূর্ব্বের ... ন্যায় জামিন মুক্ত আছেন। ... সাক্ষী তাহাদিগকে পাওয়া যায় ... নাই সম্প্রতি সকল শ্রোক করা ... হাজার টাকার মধ্যে ৪৭০৶ ... না করা হইয়াছে। টেলিগ্রাফ অদ্যাপি ... আছে।

ফিঙ্গুপেট্রিয়ট বলেন, পীড়িত মৎস্য বিক্রয় করাতে একজন মৎস্য বিক্রেতার জরিমানা হইয়াছে।

কলিকাতার সহিত জাপানপ্রের একটী বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্ত সম্বন্ধে পিয়নিয়র লিখিতেছেন, "হাইকোর্ট মহীন্দ্রকে ... দিয়াছেন তাহা আইন-সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু সপুর্দ্দার অনুরোধ করিলে লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুর ... সের প্রতি, যেরূপ হয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মহীন্দ্রের ... সেরূপ করিতে পারেন।

২৮ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

... এক এক ওয়ার্ডের ... স্থানীয় সাধারণ সভায় সভ্য ... পদ পুনঃ ... করিয়াছেন।

... হইতেছে যে ষ্টুয়ার্ট ... কলিকাতার ... জন্য যে ... করিবেন ঐ আপিলের পত্র ... হাইকোর্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইবে।

কাশীরের রেসিডেণ্ট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ১৪ ই অক্টোবর কর্ণেল সাহেব সসৈন্য কারাকোরম পাস অতিক্রম করিয়া খাটলাগে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চিৎপুরস্থ ষ্টেসনের সম্মুখস্থ ... নির্ম্মাণের জন্য লেপ্টনন্ট গবর্ণর ... কর্পোরেসনকে ২৪৪০৯ টাকা ... করিয়া অনুমতি দিয়াছেন।

গত রবিবার অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে জাতীয় সভার অষ্টম মাসিক সভার অধিবেশন হয়। রাজা কমল কৃষ্ণের অনুপস্থিতি নিবন্ধন রাজা কালীকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সেক্রেটারি গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে পর "বাইবল অথবা ভগবদ্গীতা হইতে অথবা ভগবদ্গীতা বাইবল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে" এই বিষয় উপস্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য (যিনি এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন) পীড়িত ছিলেন বলিয়া এ বিষয় আগামী সভার জন্য রহ থাকে। তৎপরে বাবু নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। নবগোপাল বাবু দুর্ভিক্ষের নিবারণ জন্য চাউলের প্রস্তাবী বন্ধ এবং জলসেচন দ্বারা শস্যাদি রক্ষা এই রূপ কয়েকটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন, সভাপতি এ বিষয়ে শাস্ত্রের কয়েকটী প্রমাণ দেন, এবং সবশেষে সভা অনুমোদন করেন। সভাপতি একটী কুসুকার উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলে পর সভার কার্য্য বন্ধ হয়, পরে ন্যাশনাল পিএট্রের বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েকটী গান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করেন।

... ষ্টুয়ার্ট সাহেব এবং কলিকাতার ... সাহেব ২৯ নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা পোর্টআফিসে বঙ্গদেশের ... পত্র রেজিষ্টর হইয়াছে। "ফিল্‌মিউস্" নামক সংবাদ পত্রখানি সর্ব্ব প্রথম রেজিষ্টরি হইয়াছে

মোরাই আর্গস বলেন, ওইকুদাসের আহ্লাদানুসারে মাদাজাই মাউরোজী ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

হিন্দু বলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবকে লইয়া যাইতেছেন।

২৩ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

গত সোমবার রাণীগঞ্জ এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে।

মোরাই গেজেট বলেন, বরদার ওইকুয়ারের বিবাহের জন্য মহা উদ্যোগ হইতেছে। সম্বন্ধী বাই বামক একটী বালিকার সহিত বিবাহ হইবে। ইনি এক জন বন্ধুর কন্যা। এমন আমোদের সময় কমিশন গিয়া তাঁহার শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে তাঁহার বর্ব্বরতিক হইবার সন্দেহ নাই।

গত বৎসর বাম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সর্প দংশনে এবং বন্য পশু দ্বারা ১৭১৭ মনুষ্য এবং ১১৭৮৩ গো মহিষাদি হত হয়। বন্য পশু দ্বারা ২৭৪৭ টাকার ক্ষতি হয়। উক্ত বৎসরে ৪ হাজী ২০৫ ব্যাঘ্র ১৫৭ চিতাবাঘ ৪১১ ভল্লুক ১০৮ নেকড়িয়া বাঘ এবং ২ টী কুম্ভীর হত হয়। উক্ত প্রেসিডেন্সির সর্প বধের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ১৪৭২৯০ টাকা ব্যয় হয়। ... দিগের বিনাশের সর্প বধের নিমিত্ত প্রতি ... দেণ্টের যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়, ঐ টাকার অর্দ্ধ ভিন্ন মাসক ঔষধের আবিষ্কারার্থ যদি কয়েকটি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় কাজ হইতে পারে। উক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় যদি ... সর্পদংশনে মৃত্যু ... হয় না। সাঁওতাল ... জন্য ... জন্য ... ব্যয় ... হইবে ... পাঠান হইবে

সমুদ্রদেশের একাউন্টেণ্ট জেনরল এচ, এ ম্যাক্লনস সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইংলণ্ডে ডগ সাহেবের স্ত্রী পণ্ডিত্যাগের অকস্মাৎ পুনর্ব্বিবাহের জন্য প্রস্তাব হইয়াছে।

২৪ এ কার্ত্তিক শনিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বর্দ্ধমান বিভাগের সাংক্রামিক জ্বর নিবারণার্থ যে সকল চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় তাহার সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা পূর্ব্বে যে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার উপরে আর ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন, পাবনার নিকটবর্ত্তী চাঁদুরিয়া নামক স্থানে যে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার ফল এই হইয়াছে নাটোরের রাজা রায় প্রমথনাথ চৌধুরি বাহাদুরের ৯ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার জমীদারি হইতে তাবৎ মাজিষ্ট্রেসকে তাড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের মধ্যে কমিশনর সাহেব রাজা কমলকৃষ্ণ, কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরী এবং সিবলক সাহেব এই কয়েকজন জমীদারের সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা কমলকৃষ্ণ এবং বসন্তবাবুর এই বলিয়া সুখ্যাতি করা হইয়াছে, ইহাঁরা নিজ জমীদারীতে ডিস্পেন্সরি স্থাপনে বড়ই যত্নবান, কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণের কোন কার্য্যের উল্লেখ করা হয় নাই, এই সাত্র বলা হইয়াছে, নরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন উত্তম জমীদার।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বর্দ্ধমান। শস্যের অবস্থা মন্দ, নিম্ন ভূমি সকলের স্থানে স্থানে জল সেচন করা হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কম। বাঁকুড়া। জল সেচন দ্বারা অনেক ধান্য রক্ষিত হইয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য অল্পাই রাছে। বীরভূম। শীঘ্র শীঘ্র যে সকল ধান্য পাকিয়া থাকে, সে সকলের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ নিরেখনা করা গিয়াছিল তত মন্দ নহে। অনুমান দশ আনা রক্ষা পাইবে। কিন্তু অন্য সকল ধান্য ৫। ৬ আনার অধিক পাওয়া যাইবে না। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মেদিনীপুর। ফসলের ভাগের ৩ ভাগ মাত্র বাঁচিবে। হুগলী। পূর্ব্বে যেরূপ ভয় করা গিয়াছিল সেরূপ নহে। এখনো বৃষ্টি হইলে অষ্ট আনা পরিমাণ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। হাবড়া—প্রজারা জল সেচন আরম্ভ করিয়াছে। অনেক ধান রক্ষা পাইবে। ২৪ পরগণা—নিম্ন ভূমি ভিন্ন অপর সকল ধান্য একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নদীয়া—উচ্চ ভূমির ধান্য বাঁচিবার আর আশা নাই। নিম্ন ভূমি বৃষ্টি হইলে কিছু কিছু বৃদ্ধিত হইতে পারে। যশোহর—উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিশেষ ক্ষতি, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগে দশ আনা কি বার আনা পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। মুরশিদাবাদ। চারি আনার অপেক্ষাও ন্যূন ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মালদহ। অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত বাড়িতেছে। রাজসাহী—ধান্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হয় নাই। রঙ্গপুর—বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।—বগুড়া। শেষের ধান্যের আশা নাই। পাবনা—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। দীনাজপুর—অনুমান বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। গোল আলু পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হয় নাই। চাঁপা এবং ফরিদপুর। পূর্ব্বের ন্যায়। বাখরগঞ্জ। যেরূপ বোধ হইতেছে তাহাতে যথেষ্ট হইবে কিন্তু হুগলীর মত হইবে না। ময়মনসিংহ—অবস্থা মন্দ হইয়াছে। চাউলের মূল্য টাকায় ৮ হইয়াছে। কাছাড়—ধান্যের অবস্থা অতি উত্তম। চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি। অবস্থা উত্তম। ত্রিপুরা—[illegible]

যাইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিবপুর। দিন দিন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইতেছে। পাটনা গয়া সাহাবাদ হইতে ভয়ের সংবাদ আসিতেছে। ত্রিহুত অতি অল্পাই ধান্য পাওয়া যাইবে। রবি খন্দ বপন করা হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতেছে না। কিন্তু এ সপ্তাহে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। মুঙ্গের। ধান্যের আশা নষ্ট হইলে হয়। রবি খন্দ বপন হইতেছে না। ভাগলপুর পরগণা। অত্যন্ত মন্দ। ছোটনাগপুর। ক্রমেই মন্দ হইতেছে। হাজারিবাগ—অর্দ্ধেকমাত্র পাওয়া যাইবে। সোনাইভাগা—একেবারে নষ্ট হইবে না। সিংভূম—অবস্থা বড় মন্দ এবং দিন দিন আশা দূর হইতেছে। মানভূম—স্থানে স্থানে জলসেচন হইতেছে অন্য স্থানের ধান্য একেবারে হইয়া যাইতেছে।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের আদেশ।

মন্ত্রিসভাবিভূষিত গবর্ণর জেনরল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে বঙ্গদেশের স্থানেস্থানে শস্যের অবস্থা এরূপ মন্দ হইয়াছে যে প্রজাদিগের রক্ষার জন্য শীঘ্র কোন কার্য্য আরম্ভ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইবে। যেখানে যেখানে এরূপ সাহায্য অত্যাবশ্যক অথচ যেখানে পূর্ব্ব হইতে কোনপ্রকার কার্য্যের প্রস্তাব নাই, কিম্বা অচিরে কার্য্য আরম্ভ করিবার যত্ন কোন যে গাড় মাট, সেইখানেও সত্বর কোন প্রকার কার্য্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। পাটনা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ বঙ্গদেশের মধ্যে এই দুই স্থানেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিভাগের দক্ষিণভাগে শোন খালের কথা হইয়া আছে। এতদ্বারা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তিনি অচিরে যে যে স্থানে বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সেই স্থানে কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন ৩০০ রাজসাহী বিভাগের বিষয় বক্তব্য এই, কিছু দিন হইল উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে নামক একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়া আছে, এই প্রস্তাব [illegible]

প্রেরণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহারাণীর সম্মতি হইলে তিনি কহিলেন ক'রয়া মন্ত্রিসভা ... গার্ড রেলওয়ে ... নির্ম্মাণ করা ... ১৮৬৫ সালের ... পশ্চিমাঞ্চলে ভয়া- ... ছিল তখন রেলওয়ে ... হইলে প্রতি মণে ... হইতে অনুরোধ ... সমস্যা রেলওয়ে কোম্পা ... হইয়াছে তাহা গবর্ণ- ... পুনঃ ... হইয়াছিল। কোম্প ... উপায় ... যখ ১৭, তা ... গবর্ণমেণ্ট সে ভার দিতে প্রস্তুত ... ।

এই কারণের উপর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"এ ওঁহতথাঁর গবর্ণমেণ্টের অনেকানুসারে শোণ খাল ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে কার্য্যের বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা এই কার্য্য করা হইবে। এই রেলওয়ের ভাড়ার সমুদয় বিলম্বে ... কার্য্য করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সাহায্যের ... যাহা যাহা করা আবশ্যক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সে সমুদয় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ... কার্য প্রকার কার্য্যে ... সাহায্য করিবার ... যে সকল প্রজার কার্য্য ... সাহায্য পাইলে সেই সকল ... সাহিতে পারে এবং বিশেষ ... পূর্ব্বে উপায়ুক্ত ... সকল করিয়া রাখিতে পারে। মনে করুন, ... গিয়াছে যে আমরা ... লোকদিগকে ... করিতে পারে কিন্তু যাহারা ... শীঘ্র ... হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করা ... বিশেষ কথনো যাহাদের মজুরি করা আবশ্যক নাই তাহাদের সেই কার্য্য বিলম্বে করিতে সময়-সুযোগ, সুতরাং যখন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে তখন যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই ভাল। ০ ০ ০

দেশের কতদূর অঞ্চলে হইবে এখনো তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমরা এখনো আশার সহিত ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া আছি যে তিনি আর অধিক দুর্গতি করিবেন না, কিন্তু এখনো যদি বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি না হয় তাহা হইলে শস্যাদি কতদূর পাওয়া যাইবে এবং শীতকালের ফসলের ও আশা চলিয়া যাইবে, তখন যে কার্য্যের অত্যন্ত অভাব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অদ্যকার যে কার্য্য আবশ্যক মনে করেন তাহা এই, সমুদয় এই বছরের সকল ডিষ্ট্রিক্টে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার আয়তন বর্দ্ধিত করা। ডিহি ইহার অনেক পাইবা এবং ভাগলপুরের কমিশনরদিগের সহিত এবিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহার অধীনস্থ সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁহারা যেখানে যেখানে কার্য্যের বিশেষ অভাব মনে করেন সেখানে সেখানে ঐ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক স্থানে, যেখানেই বিশেষ সাহায্য আবশ্যক বোধ হইবে কোন না কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। ০০০। স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের স্থানীয় কর্ত্ত যদি শেষ হয়, সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দেওয়া যাইবে। ০ ০ "উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে" এমন সকল স্থানের মধ্যদিয়া হইবে যেখানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু এখানকার লোক ... মজুরি করা অজ্ঞান যাই। নিতান্ত ... না হইলে তাহারা বাটী পরিত্যাগ ... করা ... নিকট আসিবে না, অতএব এক ... উহা দ্বারা ও তদ্দেশের সকল ... সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। ... টেবে আবশ্যক পথ সকল ও ... যের অন্তর্ভূত বিবেচনা করিয়া লেপ্টে গবর্ণর প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক ... টেবে আবশ্যক ... করিয়া যাহাতে অধিক কার্য্যের সুবিধা করা যায়।

০০০০০ ১৮ ই সেপ্টেম্বরের গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত নোটে অধিক হইয়াছে যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মতে বহুজনাকীর্ণ পশ্চিমের প্রদেশ সকলের এবং পূর্ব্ব বেহারের প্রদেশ সকলের মধ্যে মাতারাতের উপায় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মিত হইতে পারে। মির্জাপুর জেলার উত্তর ভাগে এবং ভাগলপুরের উত্তর সীমান্তে বিশেষ আবশ্যক উচ্চ হইবার সম্ভাবনা, এবং সেখানে নিশ্চয়ই এই সকল রাস্তা যাইবে সুতরাং সেখানে শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। ০০০০ সৌভাগ্যক্রমে ইষ্টইণ্ডিয়ার কার্য্যাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়র মিঃ ষ্টীভেন্স এই সকল স্থানের অবস্থা বিশেষ জানেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে তাহা আবশ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পাটনার কমিশনর এবং ষ্টীভেন্স সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ষ্টীভেন্স সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া হইতে দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবেন। একটী সরলভাবে পুরীর দিকে যাইবে। দ্বিতীয়টী গাইপুর হইয়া উড়িষ্যার চিটাগিয়ার দিকে যাইবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই রাস্তার সহিত পুরীর ও চিটাগিয়ার যোগ স্থাপন করিবার উপায় দেখিবেন। পুরীর হইতে এক্ষণে যে পাকা রাস্তা মাদ্রাজাবাদে গিয়াছে সেখান হইতে বিশাখাপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ হইয়াছে। চিটাগিয়া ... জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত ... আছে, তাহার সংস্কার করা যাইতে পারে, এবং লোকাভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অল্পকাল পর্য্যন্ত একটী রাস্তা করা যাইতে পারে। ... বর্ত্তমানে ইহাদের ও কাপাসদীয় লোক করিবার বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা ... পাওয়া যাইতে পারে, এবং প্রজাদিগকে ... পারে। ... যে ... গিয়াছে তাহা ...

শ ক। এই ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি বৃহৎ কার্য্যের ন্যায় আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এ উপায়ে নিম্নস্থ প্রজাদিগের দ্বারে কার্য্য উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির উপর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আরম্ভ করা ও তাহার তত্ত্বা ধারণ করা এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দুষ্কর হইবে। যাহা হউক, এবিষয়ে ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কমিশনরদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে জমিদারেরা এ সকল কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক কি না স্থির করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের হেট হইতে রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দৃঢ় সংস্কার যে জমিদারেরা যদি আপনাদের পদের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া চলেন তাঁহাদিগের এই সুবিধা ছাড়া উচিত নয়। তাঁহারা মনোযোগী হইলে এ সকল কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে ৩০

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ অক্টোবর। তমলুকের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাচরণ মজুমদার খাঁ তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জলপাইগুড়িতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু বেণীমাধব দত্ত মেদিনীপুর জিলা স্কুলের ডিরেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দাস ইবক্রাজবংশী (রায়ত এবং পাটওয়ারি) মথুরা ইবক্রাজবংশী (তহসিলদার) রামকৃষ্ণ দাস, রাজবংশী (জোতদার)।

১ লা নবেম্বর। ১৮৭১ অব্দের ৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে ২৪ পরগণার প্রতি নিম্ন আইন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ডবলিউ ডে, রিস সাহেব উক্ত বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ইনি সাউথ সুবারবন টাউন মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হইলেন।

জন সাদারলণ্ড গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

ডে, ই, বি ডেকি ১৮৭১ অব্দের ৫ আইনের (বি সি) ৪ ধারানুসারে একজন ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

৩ রা নবেম্বর। হুগলী এবং ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ সি ডি, ফিলড সাহেব প্রিন্সেপ সাহেবের অনুপস্থিতকালে হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্ম করিবেন।

ডাকাতী বিভাগের প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডে, এ হোর্ডিঙ্গ সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ সি ম্যাকডনেল সাহেব কিছুদিনের জন্য ডাকাতী বিভাগের ভার পাইবেন।

এ, ডবলিউ ডগেল মধুমতী বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ বি বেইলস সাহেব ডাকাতী সম্পর্কীয় মধুমতী বিভাগের ভার পাইলেন।

৪ঠা নবেম্বর। অনরেবল এফ, এফ আরবুথনট সাহেব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সলের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর। সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হারাণচন্দ্র হালদার কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম সর্জ্জন প্রদেশের প্রতিনিধি সিবিল সর্জ্জন এস, রিড্‌ডল সাহেবের সহকারী হইবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা নবেম্বর। মৌলবী আহম্মদ উল্লা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাঁতিরাম নামক স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫০ এ অক্টোবর। মেদিনীপুরের সেসান জজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সি ডোল সাহেব যে সকল অপরাধে জেল খাটা দণ্ড হয় তাহার বিচারার্থ বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

জি এস পার্ক তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসের সভ্য হইয়াছেন, নিম্নলিখিত স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এ, ডবলিউ ফেক ২৪ পরগণা।

২৪ এ নবেম্বর। হুগলী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ সি ম্যাকডোনেল পাটনায় বদলি হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং দৌজদারী ৪৩ বিধির ১৪২ ১৪৭ ২০২ ও ৭ এবং ৪ টী ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসের সভ্য হইলেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রিস এ। মেদিনীপুর।

এস এস, থোম্স। খুলনা।

কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই বি, গস্তকে বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী প্রসাদ রায় মহিষবাথা বিভাগের ভার পাইলেন।

জে, বিস এ প্রথম শ্রেণীতে কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কামিল চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহারা সম্প্রতি বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসের সভ্য হইয়াছেন, পশ্চাল্লিখিত স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত। বাখরগঞ্জ।

জি, এ গ্রিয়রসন। বর্দ্ধমান।

এচ বিচ। হুগলী।

এচ এম টমসন হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনরের সহকারী হইলেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ই ওয়াড কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের ই, সি কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নন্দকিশোর দাস পুরীতে বদলী হইলেন।

পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইবরাম রসুল কটক বদলী হইলেন।

ডি'ইন্সি এমভিডিউটির ইহা বলা যে, যি, ফৌদারী সম্বন্ধে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হই

লেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

২৮ এপ্রিল অক্টোবর। ডিস্ট্রিক্ট সিবিল সার্জিসের বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানার্থ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ৮৫০ আক্ট ১৭ আইনের ২ ধারানুসারে নিম্ন লিখিত কমিশনরকে কমিশন অর্পণ করিয়াছেন

এচ, টি প্রিন্সেপ (প্রেসিডেণ্ট)।

এচ, বেভেরলি।

কর্ণেল, সর এচ, বিভারলি (সভ্য)।

কমিশনর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, এই কমিশনর নিযুক্ত হইলে তিনি সে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরও সে ভার পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন।

সিনিয়র ইয়ংপোর্ট সিবিলাল ডেওয়ারি ষ্টাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের ভার পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর। কলিকাতা হইতে ম মেইল ৩রা এবং বোম্বাই হইতে ৬ ই অক্টোবর যাত্রা করে উহা ২৭ এ অক্টোবর লণ্ডনে উপনীত হয়।

পারিস ৩০ এ অক্টোবর। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন রাজ্য ভঙ্গ হইলে তিনি পলায়ন করিবেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

পারিসের এক সংবাদপত্রে উসলী একজনে চন্দ্রীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ অক্টোবর। ফ্রান্সের নিয়তি লইয়া কিংবদন্তি-বিদ্যা [illegible] মধ্যে মধ্যে ঘোলোদ্গার করিতেছে। অনেক [illegible] রূপ বলিতেছেন।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিদ্রোহী চর্কিম [illegible] বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমেরিকার বাণিজ্য কার্য্যের অবস্থা অতি মন্দ। একটী বৃহৎ কারবার হাউস বেউনিয়া হইয়াছে এবং ১০০০ কারখানা বন্ধ হইয়াছে।

সিসিলিতে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়াছে।

[illegible] ফেরিনের মৃত্যু হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার। আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। ক্রেমে লোভার সক্স গবর্ণর উলসংকে বলিয়াছেন, আমাদিকের কেপকোষ্ট কাইলে অগ্রসর হইতেছে।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

১। বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে সকলেই এরূপ আশঙ্কা করিতেছে। ধান্যের গাছ সকল শুখাইয়া উলু খড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। অনেক চাষা শস্যের বিষয় নিরাশ হইয়া ধান্যের গাছ সকল কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে। যে সকল স্থানে অন্যান্য বৎসর ৪। ৫ হাত জল হইত এবৎসর সে স্থানে জলের "ত" ও পাইলে নাই। অনেকে (বোধ হয় অনেক জেলাই) বর্ষাকালে স্বাভাবিক এক প্রকার ঘাস উৎপন্ন হয়, তাহা কাটিয়া গরুদিগকে খাওয়াইয়া থাকে। এবৎসর জল সর্ব্বত্র না থাওয়াতে ঐ ঘাস উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং গরুর আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত পোয়াল (বিচালি) যাহার আছে সে উহা বিক্রয় করিতেছে না, সুতরাং পয়লা আশ্বিনে গরুর খাওয়ার অনেক কষ্ট হইতেছে। কলতা এবার বড় প্রাণে এদেশ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। এপ্রদেশীয় চাষারা অল্প পরিশ্রমে যেই পর্য্যন্ত শস্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই শস্য বিক্রয় করিয়া এত টাকা সঞ্চয় করে, চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে মহাজনের নিকট হইতে যে সিকি, দেড়া সুদে টাকা ও ধান কর্জ্জ করিয়া খায় তাহা পরিশোধ করে এবং অতি সমারোহে কুটুম্বদিগকে আদর করিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাইয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়া থাকে। এজন্য চাষারা ঐ মাসের নাম "সোণার মাস" সোণার অগ্রহায়ণ" বলিয়া থাকে এবং সেই আশা পাইবার জন্য কৃষকই আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু এ বৎসর তাহার বিপরীত হইয়াছে। [illegible]

তাহাদের গ্রাসে পতিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। জল জল করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। যাহাদের কুয়ায় জল ছিল তাহারা কুয়া খুঁড়িয়া এক পণে জল বিক্রয় করিতেছে, সকলেরি ঘর নতুন জলে কি করিবে? জল বিনামূল্যে দান করিবার মহাশয়েরা কিসে জল দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ দেশে কোন দিন জল বেচিয়া জল খেতে হয়? আমাদের দুরদৃষ্ট আমাদের কেহ কি দেখে না? অধিকারীর চেষ্টায় কি হইবে।

৩। প্রথম জল হইলে সিকি কি দুই আনা রকম ধান কর্জ্জ পাইতে পারে। কিন্তু আকালের পতিত চৌগ্রাস তাহার আশা করা যায় না। চৌত্রের প্রখর রৌদ্রের ন্যায় তেজ। সকল বস্তুই কি নিজ নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন?

৪। ধান্য ও চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবারে ৮৮০ তোলার ওজনের ১৫ সের দরে কিনিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে এসময় এক যোগ করিয়া বিক্রয় হইত। ইহাতেই আর দিন যাইবে।

৫। ধান্যের কারবার সাহেবকে বন্দোবস্ত দিতে হয় তিনি প্রতি জেলায় শস্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিক্রয়ে যাহাতে চাউল রপ্তানি না হয় তাহার প্রতি বিশেষের জন্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হউক।

আমাদিগের বাইটরয়হ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। রবার এবারে বর্ষা ভাল হয় নাই। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল, এপর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বারিপাত হইল না এ জেলার অবস্থা বিলক্ষণ কঠিন। নিম্নভূমির ধান্য অনেক রক্ষা পাইয়াছে। উচ্চ ভূমির ধান্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। [illegible] উচ্চ ভূমির [illegible] লাভের [illegible] হইয়া, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দেশ দেবমাতৃক, তাহার অবস্থা মধ্যে মধ্যে এইরূপই শোচনীয় হয়। আমাদিগের বিবেচনায় খাল খনন ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কেবল দেবতার মুখ পানে চাহিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। উপসংহার সময়ে আমরা আগ্রহ সহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা চাউলের রপ্তানি আপাততঃ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করুন। অন্যথা দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

২। অত্রত্য শিকারীর কৌশলে এখানে আমার একটী ব্যাঘ্র হত হইয়াছে।

৩। অনেক দিন হইল এখানে বিশেষ বৃষ্টি অনুভূত হইতেছে। আকাশে সময়ে সময়ে মেঘ দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যকারী হইতেছে না।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ ত দ্বারদেশে উপস্থিত। দেশ একবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় সকলেই আকুলিত। এ সময়ে আমরা একবার চিন্তার বেগ রাইপুরের দিকে ফিরাইয়া দেই। আহা! তথাকার অধিবাসীদের কতই না দুর্গতি হইতেছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া কত প্রকার বিপদ একে একে চলিয়া গেল! তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে বলিয়া কাতর স্বরে কতবারই আমরা চীৎকার করিলাম। গবর্ণমেণ্ট ত সে দিকে অপেক্ষাই করিলেন না। আমাদের দেশের যাঁহারা প্রকৃত দান শৌণ্ড বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের অনেকেরই নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলাম। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে তাঁহারা যে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের কোন ক্রমেই প্রতীতি হইল না। আমরা অতি সামান্য লোক। এক খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা মাত্র। আমাদের আকার দেখিয়া তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ভিন্ন সকলেরই নিকট আমাদের প্রার্থনা পর্যবসিত হইয়াছে। দেখিলাম তিনিই কেবল আকার দেখিয়া দান করেন না। সাহায্যের স্থল উপস্থিত হইলেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি ৫০ টাকা দান করিয়া আপন নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদে রাইপুরের প্রজাদের কি হইবে, ইহা আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অগ্নি দ্বারে তাঁহাদের কুটির একদেশ হইয়া গিয়াছে। বন্যা গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি গৃহকে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়া গিয়াছে। এসকল অভাবের উপর যদি তাহারা কোন প্রকারে রক্ষা করিল গ্রাম মধ্যে পুনরায় সাংক্রামিক জ্বর দেখা দিয়াছে। তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি, এই চিন্তাই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। তাহাদের যে কিছু মাত্র সংগতি নাই, তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। যখন অপর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টই একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আর কালবিলম্ব না করিয়া তথায় একটী অন্নসত্র খুলিয়া দিন। অন্নসত্রে সামান্য অক্ষম লোকদের আহার করা চলিবে। অনেক ভদ্রলোক ও কষ্টে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় তাঁহারা যে যাইতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই হেতু আমাদের প্রস্তাব এই শ্রেণীর লোকদিগকে মাসিক টাকা না দিয়া কিছু কিছু তণ্ডুল দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। অবশেষে আমাদের সানুরোধে প্রার্থনা এই অনুবাদক মহাশয় যেন এই প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সম্মুখে ধরিয়া দেন। রাইপুর লৌলপুর ষ্টেসনের অতি নিকট।

ওমলাম কেতুগ্রাম থানা অধিবাসীরা ছোট লাট সাহেবের নিকট এক খানি আবেদন করিতে চলিল, তাহাতে অনেক গুলি প্রার্থনা থাকিবে। তন্মধ্যে একটী প্রার্থনা এই যেন অধিবাসীরা এ বৎসর রাজস্ব অর্দ্ধেক বন্ধ রাখেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ প্রার্থনা অসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজার ধান্য ফসলই রাজস্ব সংস্থানের একমাত্র আয়। সেই ফসল যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহাদের রাজস্ব দিবার উপায় কি? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, দুঃখের পর দুঃখ অভিনয় আমাদিগকে অনেক স্থলে দেখিতে হয়।

অবল গ্রামের প্রজারা জমিদারের প্রতি কুলে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হইতেছে, বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বৃত্তান্তগুলি দিলাম না। অবল গ্রাম খানি বন্যারী আবাদের অতি নিকট।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। বহুদিনসাধ্য ভগ্নদশা ও এলাচী উত্তর গ্রামের মধ্য স্থলে এই বঙ্গ বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় মহোদয়গণের সাহায্যে এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিদ্যালয় গৃহটী পুনঃ নির্ম্মাণের আবশ্যক হওয়াতে দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে সাধারণের যথাযোগ্য কৃপা বলোকনই কেবল আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব মোচনের এক মাত্র উপায়।

এলাচী
বঙ্গবিদ্যালয়

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়। আজ কাল বঙ্গদেশের লোকে একটি নূতন কর্ত্তব্য বিষয় উদ্ভাবিত করিয়াছে। যাঁহারা দু আক্ষর শিখিয়াছেন, দু এক খানা বাঙ্গালা বই পড়িয়াছেন, দুপাত ইংরাজি উল্টাইয়াছেন, তিনিই এক জন লেখক হয়ে পড়লেন। ভাল লেখক হয়ে যদি লোকের কোন না কোন উপকার

করা যায় সে স্বতন্ত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সোমের বিষয়, সকলেই কোন বড় লোককে সমাজের কোন উন্নতি সাধককে অথবা কোন সদ্লেখককে কুৎসিত ভাবে গালাগালি দিয়া আপনাদের লেখক নাম প্রচারণে তৎপর। দোষের উল্লেখ করা দোষ সংশোধন আর্থ যদি দুরুহ বলা যায়, কটু হোক আর মধুর হোক লোকে তাতে তত কষ্ট হয় না। গালি দিবার আবশ্যক হয় অথবা ভোগা হয় সে কথা কে ভাবিয়া দেখে, অমুক মহাশয়কে, যাঁকে সকলে বিশেষ মান্য ভক্তি অথবা আদর করে সেই মহাত্মাকে আজ খুব দুকথা বলে দিলাম লোকের কাছে এই বড়ত্বের জন্য, এই আর হাসান জন্য সম্পূর্ণ ঘৃণনীয় বিষয় লিখে অকাতরে অম্লানচিত্তে লিখিতে হেন লজ্জা করেনা, ভয় ভয় না, লিখিবার সময় হাত বাধিয়াও যাইলে না। আমাদের সমাজের দিন লেখক শূন্য হইয়া যাক, কোন কালে বঙ্গভাষার উন্নতি না হক, আমাদের এমন লেখকের প্রয়োজন নাই। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দূরে থাকুক, তাহাকে রসাতলে ডুবিতে করা দূরে থাকুক, উহা দেখিয়া সমাজ দিন দিন কলুষিত হয়ে উঠছে, তাহার অঙ্গরাগ দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি উহারা যেন আর এ উদ্দেশে লেখনী ধারণ না করেন। এই সেদিন একখানি সমাচার পত্রে দেখিলাম কেবল পরনিন্দা লালস চরিতার্থ করিবার জন্য এক ব্যক্তি আমাদের পূজার ব্যক্তিগণকে (যাহাদের মধুসূদন কেশব সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি) মিছামিছি কতক গুলিন গালি দিয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সম্পাদক একজন লোক ইহা স্পষ্ট তাহা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত মহাত্মাগণ যে বঙ্গদেশের যথার্থ উন্নতি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই সকল বঙ্গবাসী বঙ্গভাষানুরাগী কেহ তাহা অস্বীকার করেন না করিতেও পারেন না। কৃতজ্ঞতা পরিশূন্য লোকেরা তাঁহাদের প্রতি কটূ কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। সত্য, সকলেই কিছু কেহ পরিশূন্য বিদ্বান নন সকলেরই কোন না কোন ত্রুটি আছেই আছে, তাহার জন্য পরিত্যাগ করিয়া অমান্য করা যায় না। আবার যদি তাহার ও সেই দোষ অতি স্পষ্ট থাকে তবে কি তিনি ক্ষমা যোগ্য নন? তিনি কি আমাদের পূজ্য নন? তাঁহাকে ভক্তি করা কি আমাদের অনুচিত কাজ? অসঙ্কুচিত-চিত্তে বলিতে পারি, অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি উক্ত মহাত্মাগণ, হৃদয়সম্পন্ন বঙ্গবাসী মাত্রেই এই সাধুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র।

শ্রীদ্বারকানাথ বসু
মহেশ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩১ এ অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্বসমেত জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চোয়াদির নীচে	১২	
তথা হইতে হরিপুর	৩	৯
তথা হইতে অম্বিকাপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৩	
অম্বিকাপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৪	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	৫	১২

সন ১৮৭৩ সালের ৩ রা নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	৩	৩

বহরমপুর, ৩, ন, ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবায় ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, বিদ্যানিধির মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল গোস্বামী
শান্তিপুর ১০
" আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—শ্যামগঞ্জ ১০
" " ব্রজমোহন রায় চৌধুরী ১০
মুন্সী মহেন্দ্রনাথ খাস্তগীর
মেদিনীপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে বাহল সর্ব্বত্র অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মনিঅর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও এক মাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুলী বা মাসুলীয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রতিবার প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই, তাহার তাহার পর ৵১০ হিসাবে আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত পত্রদ্বারা বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপুর" ষ্টীমযন্ত্রে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত।

সোমপ্রকাশ

৩য় ভাগ। ৩ সংখ্যা।

"যবক্ষত্না প্রকৃতিনিষ্ঠিনায় পার্থিব· সম্বন্ধনা অনিমন্থনী ন ছাঁধনা।"

প্রতিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
প্রতিম সাম্বাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ৩রা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১৭ই নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

কাশ শূল ও মেহের চিকিৎসা।

আমার পিতা ঠাকুর পিতারাম মহাশয় কাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানি লেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ খাস, কাশ কয় কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং সাদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা বৃন্দাবনের ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট ১০ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল

—:*:—

শুদ্ধ যন্ত্র ছাপাখানা।

৯৪ নং মির্জ্জাপুর কলেজ ষ্ট্রীট ডেপুটি কালেক্টর উত্তর পূর্ব্ব মুখবিস্তায় গলি।

শঙ্কর বিজয় তরঙ্গিণী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সম্বন্ধে সুসঙ্গত শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির

জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র অবধি স্বর্গধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচিত্র দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, দিগ্বিজয়-সার গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষার পদ্য-প্রবন্ধে যথা যোগ্য স্থানে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় বাহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপলব্ধি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রন্থপ্রাপ্তিলাষ হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও বাবাণসী সোণারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌলবি গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন, পত্র দ্বারা২ পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

বাঙ্গালা কারীগণের প্রতি	
প্রতি খণ্ড	১৷৹
বিনা স্বাক্ষরকারী	১
ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড	৶

শ্রীসদাচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য ও মসলা প্রভৃতির ভাড়ার লঘুতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত রেলে না চালান হইলে চাউল প্রভৃতি আহারীয় শস্য অথবা মসলা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চাহে তাহা হইলে ১ মণ হইতে ৩ মণ বোঝার পক্ষে প্রত্যেক মণে মাইল পিছু এক পাই এর আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেশনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মদলাটী ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল ময়দা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে লঘুতার কথা হইল, এটা গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ও ব্যয় করাতে, যাঁহারা রপ্তানীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল দ্রব্য আনীত হইবে তাহার সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হইবে।

এজেন্সি ষ্টেশন, আই, রেলওয়ে
১লা নবেম্বর, ১৮৭৩।

সি ষ্টিভেন্সন

বাসন্তী এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টরের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং

দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা। সহাক, ঈশান উপযুক্ত তার পরিচয় দিতে সময় মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইতিমিয়াজিৎ জানা আবশ্যক।

৮০৭৩ ১
৩১ এ অক্টোবর

শ্রীবিনোদ চন্দ্র সেন
সম্পাদক
বাসন্দা, পোষ্ট আফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

—:০:—

যাদু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৸৹ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্যামবাজার হিন্দু হোটেল ৭ কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি—মহাশয় কৃত যন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি [illegible] নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রোফিটস এণ্ড মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১৹ ডাক মাশুল ৷৹।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ঐ ১৹ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ২৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷৹ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ১ ডাক মাশুল ৷০ আনা উক্ত প্রাক্টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে আমা হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে লইয়া যাইবেন। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিদাস ৺ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক মাশুল ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিড ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উহার কৃত ডিসপেন্সেটরি বহুতর নূতন পদার্থে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷০। বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভারিণ ও পারিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা মানবাজার হিন্দুহোটেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

যেরূপ করা প্রস্তর নির্ম্মিত বাসগৃহাদির পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জলদান ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। যেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাটীর মর্ত্তমান ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যে নিম্নিত্ত উপরি উক্ত যেরূপ করা পাইপ টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরদা প্রসাদ ঘোষ।

উহুবেড়িয়া হইতে সেরিনীপুর পর্য্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি সমাপ্তি হইয়াছে। সে সকল লোকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এই [illegible]
লোহিতাভ কপিলবর্ণ ঘোর
অফিসিএন্ট এবং অল্পেই [illegible]
হারাদা সর্ব্বদেহেই প্রয়োগকরার্থ
তিপার্টমেণ্ট; ইরিসেপলাস।

সোমপ্রকাশ।

৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশ বেঙ্গে বর্ষ বৃদ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। যখন বিদ্যার কর্ত্তারা বয়সের যে এক এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সোমপ্রকাশের এক এক সীমা উত্তীর্ণ হইয়া, অপর সীমায় অবতীর্ণ হওয়া হইল। অতএব সোমপ্রকাশ এত দিন যে পথ যে যুক্তি যে নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিল, তাহার উল্লেখ করা অসঙ্গত হইতেছে না। উল্লেখ করিবার এরূপ বিশেষ কারণও ঘটিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে জানিয়াছি সোমপ্রকাশের বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সেই ভ্রম অপনীত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সোমপ্রকাশ বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া বরাবর স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। অনুরোধ উপরোধ উৎকোচ বা আশঙ্কা কিছুতেই কখন ইহাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। ইহার মুক্তি ও ইহার নীতি ইহার একমাত্র অবলম্বন। এই মুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইহা কি রাজনীতি কি জমীদারী কি সমাজ কি আচার ব্যবহার কি ধর্ম্ম সকল বিষয়েই উহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। এক এক বিষয় লইয়া কখন কখন [illegible]

যখন যে বিষয়ে দোষ দেখিয়াছে অম্লান মুখে তাহা কহিয়াছে। রুষ্ট বা তুষ্ট হইবেন সে ভয় বা সংকোচ করে নাই, গুণ বর্ণনাবসরেও ইহা কখন মৌনাবলম্বী হয় নাই। এই কারণে অনেকে ইহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। অনেকেই ভাবেন সোমপ্রকাশ তাঁহাদের শত্রু। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না যে তাঁহাদিগের নিজ দোষই তাঁহাদিগের শত্রুতা করিতেছে। যে দোষ দেখাইয়া দেয় সে শত্রু না মিত্র? সোমপ্রকাশ বাস্তবিক তাঁহাদিগের মিত্রের কাজ করিয়াছে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

সোমপ্রকাশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর আলোচনাকালে সময়ে সময়ে অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে শত্রু জ্ঞান করেন, অনেকগুলি অনেকেও ভাবিয়া থাকেন সোমপ্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ। কিন্তু তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের ফাইল খুলিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন অপ্রিয় বাক্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা বাক্যই অধিক। যে ব্যক্তি সময়ে কোন ব্যক্তির কার্য্যের দোষ কীর্ত্তন ও সময়ে তাহারই কার্য্যের গুণানুবাদ করে, সে কি বিপক্ষ? বিপক্ষতার কি এই লক্ষণ? গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিমত এই, গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন করুন, নূতনবিধ কর করুন, আর প্রজার হিতার্থ কোন চেষ্টা করুন, প্রজাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়া করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সংপ্রতি লাভ লর্ডক্রস অপসরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতি দাঁড়াইয়াছিল, যে কোন কাজ করুন, তাহাতে প্রজার অভিপ্রায় জানা অথবা সন্তোষ সাধন করা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন তাহাই করিতেন। তাহাতে ক্রমে প্রজার অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজার মনের ভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করাই সমাচার পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সোমপ্রকাশ সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানার্থ প্রাণ পণ চেষ্টা পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ছত্র ছত্র করিয়া তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যের দোষ গুণের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রতিবাদ করা মিত্রের না শত্রুর কার্য্য? সোমপ্রকাশ যে ভয় মৈত্রীর বশীভূত না হইয়া অবিচলিত ভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এতদ্দ্বারা কি তাহারই পরিচয় হইতেছে না?

জমীদারেরাও সোমপ্রকাশকে শত্রু ভাবেন। সেটীও তাঁহাদিগের মহাভ্রম। তাঁহাদিগের অনেকগুলি অন্যায় কাজ আছে। তাহাতে প্রজারা যার পর নাই কষ্ট পায়। তাঁহারা মনে করেন, সেই কার্য্যগুলি করিয়া তাঁহাদিগের লাভ হইবে, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা নিজেই তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহারা সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রজার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন, সোমপ্রকাশের এই অভিমত। সোমপ্রকাশ নিরন্তর তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহারা হিতে বিপরীত ভাবিয়া থাকেন। সোমপ্রকাশে তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ দেখিলেই জ্বলিয়া উঠেন। সোমপ্রকাশ যদি তাঁহাদিগের শত্রু হইল, প্রজা তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে সোমপ্রকাশ প্রজার কার্য্যের প্রতিবাদ ও তাঁহাদিগের সপক্ষতা করে কারণ কি? শাস্ত্রকারেরা এই ব্যবহারকে কি শত্রুতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? পক্ষপাতবিহীন হইয়া কার্য্য করিতে গেলে উভয় পক্ষেরই সমভাবে দোষ গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়।

অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, আমাদিগের আচার ব্যবহারগত যে সমস্ত দোষ আছে গবর্ণমেণ্ট হস্তবিধি করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার নিবারণ করেন। কিন্তু সোমপ্রকাশের সে মত নয়। উহার মত এই, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সামাজিক কোন বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করেন। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষা দান করুন, এদেশীয়েরা আচার ব্যবহারের দোষগুলি বুঝিতে পারুন, তাহার উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন, অধ্যবসায়বান্ ও সাহসসম্পন্ন হউন, ক্রমে দোষগুলি অন্তর্হিত হইবে। অনেকে এ মত বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, সোমপ্রকাশ সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু ফোতের এই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না গবর্ণমেণ্ট যদি একবার আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পান, হস্তক্ষেপ করিয়া স্বকৃত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দোষী হইতে না হইয়া, পরিশেষে ক্রমে এরূপ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন যে যাহারা এক্ষণে উন্মত্তপ্রায় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারাই আবার তখন ব্যাকুল হইয়া হস্তক্ষেপ চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু তখন তাঁহাদিগের সে চেষ্টা আদি কাটিয়া গোবা জল আনিবার ন্যায় বিফল হইবে সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী বলিবার [illegible] অনুলক। ইহা [illegible] ও জমীদার প্রভৃতির [illegible] দিগের অসদাচার দোষ কীর্ত্তন ও এই সমস্ত অনুবাদ করিয়া থাকে এক

ঈশ্বরে; এবং মানবের মনুষ্যত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যটী মহামূল্য রত্নের ন্যায় জঞ্জালে আচ্ছন্ন হইয়া অলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ জঞ্জাল দূরে ক্ষেপ করিয়া উহাকে মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা সেই [illegible] ক্রিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সেই জঞ্জালগুলি [illegible] করিয়া ফেলিয়া স্বর্গের অলোক দ্বারা উহাকে পুনরায় আলোকময় করেন, তাহা হইলে ইহার যেরূপ [illegible] কি ভদ্র কি নীচ, কি ধনী কি দরিদ্র, ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে সকলেই সমান অধিকারী। উহার দেশকাল পাত্র ভেদ নাই, স্থান ও আসন বিচার নাই, অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না সামাজিক আচার ব্যবহারাদিও উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, উহার নিমিত্ত কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হওয়ারও প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ বিধি অনুষ্ঠান পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন; সভ্যগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপসর্গ আছে। উপাসনা প্রণালী নিয়মিত ক্রমে হইয়া উঠিতেছে যদি সোমপ্রকাশ প্রতিবাদী না হইত তবে মূলের অধিষ্ঠাতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন এত দিনে হয় ত একটী অবতার হইয়া উঠিতেন, যে দিন সোমপ্রকাশ কেশব বাবুর অগ্রে [illegible] বাজাইবার প্রতিবাদ করে, সেই দিন অবধি ব্রাহ্মেরা সোমপ্রকাশকে [illegible] জ্ঞান করেন। কিন্তু যদি তাঁহারা [illegible] পরিহাস হইয়া থাকে, এবং তাঁহাদিগের চিত্ত স্থির ভাবে সকল বিষয়ের বিচার করিতে শিখিয়া থাকে, যদি তাঁহাদিগের প্রকৃতি শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের শত্রুতা অথবা মিত্রতা কারণাভাবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশের রচনা প্রণালী বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধ রীতির অনুযায়িনী। প্রচলিত সাধু ভাষাই ইহার অবলম্বন। তবে সময়ে সময়ে দুই একটী সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অজ্ঞান প্রযুক্ত হয় না। তৎপ্রয়োগের কারণ এই, সংক্ষেপে, সংস্কৃতে অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। সেই সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে পাঠকগণের ক্লেশ হয় এরূপ বোধ হয় না। সোমপ্রকাশের রচনা প্রণালীতে সম্পন্ন। সেই প্রণালীতের বলে সেই সংস্কৃত শব্দগুলির সহজেই অর্থ বোধ হইয়া যায়।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন, প্রস্তাব, বিবিধ সংবাদ, সংগৃহীত সংবাদ ও প্রেরিত পত্র এই পাঁচটী প্রকরণ আছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নহেন। যিনি যেরূপ লিখিয়া পাঠান, তাহাই অবিকল প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কেবল এই মাত্র দেখেন, বিজ্ঞাপন মধ্যে রাজদ্রোহসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ অথবা কাহার গ্লানি আছে কি না? প্রস্তাব ও সম্পাদকের নিজের ও তাঁহার সহকারিগণের লিখিত। অন্যের লিখিত প্রস্তাব উৎকৃষ্ট হইলে তাহাও সময়ে সময়ে প্রস্তাব মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবে রাজনীতি সমাজ ধর্ম্ম প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠক গণের অনেকে পরিহাস ভালবাসেন। কিন্তু পরিহাস করিতে গেলে বিষয়ের গুরুতা রক্ষা হয় না। এই কারণে প্রস্তাব মধ্যে প্রায় পরিহাস বাক্য প্রযুক্ত হয় না। যে সমস্ত পরিহাস বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা অতি গূঢ়, মিষ্টি চিত্তে পাঠ না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহারা পরিহাস ভালবাসেন, তাঁহারা বিবিধ সংবাদ পাঠ করুন। বিবিধ সংবাদের অধিকাংশ ইংরাজী সমাচার পত্র ও অন্য অন্য সংবাদ পত্র হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশের পরিচিত সহৃদয়গণ যে সকল সংবাদ পাঠাইয়া দেন, তাহা সংগৃহীত সংবাদ স্থলে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা প্রেরিত পত্র প্রেরণ করেন, তাঁহারা অপরিচিত। সোমপ্রকাশে অজ্ঞাত প্রেরিত পত্র প্রকাশের নিয়ম নাই। যে গুলি উৎকৃষ্ট হয়, সেই গুলিই বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যে এ বিষয়ের ব্যতিক্রম ঘটে তাহার কারণ এই, সম্পাদক সকল সময়ে সকল প্রেরিত বাছিয়া লিবার অবসর পান না।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এবার বঙ্গদেশে তাহার অভিনয় হইবে, ইহা মনে করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক ও মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তবে এক আশ্বাস এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শিরস্থানস্থ দুই প্রধান পুরুষ পূর্ব্বাবধারে আশঙ্কিত অনিষ্টের প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible] কাবেল সাহেবের অধ্যবসায় শালিতা ও ফিঙ্গরাল্ড সাহেব মহোদয়ের [illegible] বিশ্বব্যাপারী ধীর স্বভাবের পরিচয় মিলিত হইয়া অবশ্যই প্রভূত ফলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি পাইতেছি উঁহারা যত্নে পরিশ্রম করিতেছেন। [illegible]

ক্ষেপে অনিচ্ছাপ্রকাশক হইয়াছেন। যুক্ত ইহাতেও বীডন ও লাঙ্ক সাহেবের না। কতকগুলি মানুষ মারেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এডমণ্টন সাহেবের যে দৃষ্টান্ত এক্ষণে হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশের পক্ষে সুসঙ্গত হইতেছে না। বঙ্গ দেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহুবিলক্ষণ আছে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা অনাবৃষ্টি হইলেও একেবারে হতাশ হয় না। তাহারা নিজ পরিশ্রমবলে কূপোদক সেচন করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করে। কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদিগের সে ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, আমরা সর জর্জ কাম্বেল সাহেব ও লার্ড মর্লক্রকের বিবেচনার্থ দুই বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও ভদ্র জাতির মধ্যে অনেক দরিদ্র আছেন। অতিশয় আত্মাভিমান থাকাতে তাঁহারা প্রাণান্তেও মজুরি করেন না। অন্নসত্রেও যান না। অতএব পবলিকওয়ার্ক এবং অন্নসত্র স্থাপন দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের রক্ষার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। দ্বিতীয়, ১২৮০ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের ভাবুল প্রকোপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। ৮১ সালের বৈশাখ অবধি তন্ত্র মাস পর্য্যন্ত যার পর নাই উহার প্রকোপ হইবে। এই সময়ের তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তন কর্ত্তব্য।

আমরা উপরে যে দুই অভিপ্রায় আন্দোলন করিলাম, তাহা মাত্র মন্ত্রী কেবল পবলিকওয়ার্ক প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন প্রকারে সমর্থ হইবেন আমাদিগের মন বোধ হয় না। মহাজনেরা যদি ইচ্ছা মত চাউল আমদানি বৃদ্ধি করেন গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ না করিলে, তন্ত্র দরিদ্রেরা অন্নে মারা পড়িবেন সন্দেহ নাই। ইতর লোকেরাও কেবল পবলিকওয়ার্ক দ্বারা আপন আপন জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবে না। আমরা অনুরোধ করিয়াছি এক্ষণেও অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি সামান্য নিয়ম লঙ্ঘন দোষ অপেক্ষা সহস্র সহস্র প্রজার জীবন নাশ গুরুতর বিবেচনা করেন, চাউলের একটী মূল্য স্থির করিয়া দিন তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই প্রজা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। টউন ও লরেন্স সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উড়িষ্যার অসংখ্য লোকের অপমৃত্যু তাহার প্রমাণ। উপসংহারে বক্তব্য এই, আপৎকালে নিয়ম লঙ্ঘন দোষাবহ নহে। অপর বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যখন মহাজনদিগের হইতে দেশ রক্ষা কঠিন হইবে, তখন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে অসময়ের চেষ্টা যে ফলোপধায়িনী হইবে সে সম্ভাবনা নাই। সময়ে বীজ বপন না করিলে শস্য নষ্ট হইয়া যায়।

কলিকাতার দক্ষিণ স্থিত স্থান সকলের রক্ষার উপায় কি?

সার জর্জ্জ কাম্বেলের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হউক। এই সময়ে তাঁহার উদ্যোগ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক আশ্বাস পাইতেছে। তাঁহার অধীনস্থ কোটি কোটি গরিব প্রজার উপর যে তাঁহার দৃষ্টি তাহার তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতেরা ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না বলিয়া তিনি তাহাদের ঘর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত। আমরা পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি পাঠ করিয়াই পাঠকগণ আমাদের এই মত যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন। খোন কারণে বিহারের লোকেরা বাঁচিবে, যার অধিক রেলওয়ে দ্বারা উক্ত প্রদেশের লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে কিন্তু আমাদের এদিকের দুর্ভিক্ষদিগের জন্য কিছু আবশ্যক কি না? নিম্ন ভূমি ভিন্ন সমুদায় স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। তবে এ অঞ্চলে নিম্ন ভূমিই অধিক এবং পঙ্কে ধান্য যার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত দিন ক্ষেতের ধান্য গোলাজাত না হইতেছে ততদিন কৃত অবস্থা জানা যাইতেছে না। কিন্তু ব্রাহ্মণদির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইতি মধ্যে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি যে চাউল পূর্ব্বে ২৷৷০ মণে বিক্রয় হইতেছিল তাহা ৩, ৩৷০ সিকা বিক্রয় হইতেছে এ প্রদেশের ধান্যের ভূমিই অধিক সুতরাং অধিকাংশ লোক ধান্য জীবী, মজুরি করা তাহাদের অভ্যাস নাই, সুতরাং যদি বাস্তবিক কার্য্য কক্ষ্যই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এখন থাকিতে এদিকেও কোন প্রকার কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত। আমরা কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এবং কর্ম্মচারিদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি।

১ম। কলিকাতা ব্রাঞ্চ রেলওয়ে। মাডলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ছিল তখন এক রেলওয়ের মোগলপুর হইতে [illegible] কুলপী পর্য্যন্ত একটী ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার কথা হয়। সে জরিপ ও ষ্টিমেট প্রভৃতি হইয়াছিল, এবং একটী প্লানও প্রস্তুত করা হইয়াছিল কিন্তু ব্রাঞ্চ লাইন হওয়া দূরে থাকুক কোম্পানি কান্তিপ্রস্তুত হইয়া গবর্ণ

মেণ্ট হস্ত দিয়া উন্নতি পাইয়াছেন। বর্ত্তমান মাক্রাজ রেলওয়ের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি, গবর্ণমেণ্টকে আর ত্রাঞ্চ লাইন খুলিতে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু লেণ্ট মেণ্ট গবর্ণর নার্কি বলিয়াছেন

কায় হস্ত করা না হয় আমার মতে কেবল ছুই দিগকে কার্য্য ও অর্থ যোগাইবার জন্য, সুতরাং তদনুসারে একার্য্যটী আরম্ভ করিলে লোকের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে এবং এই সকল স্থানে সর্ব্বদা বহুজনের গতায়াত থাকাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতেও পারে।

দ্বিতীয়, আকনার বিলের বাঁধ ও স্লুইসগেট। পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে অনেক বার লেখা হইয়াছে যে বাঁধ ও স্লুইসের অভাবে এস্থানের অনেক ভূমি পতিত হইয়া আছে। লোণা জল প্রবেশ করিয়া শস্যাদি জন্মিতে দেয় না, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন এবং ১ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট হয়; জমিদারেরা এই ব্যয়ের অতি অল্প অংশ মাত্র সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়াতে তখন কিছু হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, গত বৎসর আবার একটী এষ্টিমেট হইয়া আছে আর কত বার এষ্টিমেট হইবে। ত্বরায় এ কার্য্যটি আরম্ভ করা উচিত।

তৃতীয়, গড়িয়া হইতে সূর্য্যপুর পর্য্যন্ত যে পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া আছে ও যার পুনরুদ্ধার। এই খোতটী যখন প্রবল ছিল তখন লোকের যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। গড়িয়া এবং সূর্য্যপুর এ প্রদেশের মধ্যে দুইটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান এই সকল স্থান হইতে ধান্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে লোকের অনেক ব্যয় ও অসুবিধা হইয়া থাকে। এই খালটী কাটিয়া দিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। বিশেষ পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া থাকাতে নানা প্রকার পদার্থ পড়িয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত করিয়া থাকে। এবং মেলেরিয়ার বৃদ্ধি করে

চতুর্থ, দক্ষিণে মেলো ও উত্তরে সূর্য্যপুর, একটী খাল কাটিয়া এই দুই স্থানের যোগ করিয়া দিতে পারিলে অনেক পূর্ব্বে মজিলপুরের পূর্ব্ব দিকে বুড়োর খাল নামে একটী খাল ছিল। সেটি বোধ হওয়াতে তাহার সন্তার অপকার ভিন্ন উপকার হইত না। সেই জন্য লোকেরা সেটীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মেলো প্রভৃতি স্থান হইতে কাঁচ দানা প্রভৃতি নানা দ্রব্য পূর্ব্বে আসিতেছে সেগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি মেলো হইতে সূর্য্যপুর দিয়া গড়িয়া পর্য্যন্ত জলপথে আসিবার সুবিধা হয় তাহা হইলে বাণিজ্যের যে কি প্রকার উন্নতি হয় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

পঞ্চম, অরমণ্ড হইতে মল্লিকা কামার পোল, বারোরোড প্রভৃতি স্থানে লোকদিগকে সর্ব্বদাই গতায়াত করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ পথ নাই। বর্ষাকালে নালডিযোরে যাইতে হয় গ্রীষ্মকালে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। এখানে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমরা যে কয়গুলির প্রস্তাব করিলাম ইহাতে সকল স্থানের লোকে কায়া পাইবে এবং প্রজাদের অল্পব্যয় সাধ্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

—:১:—

বেঙ্গল অ্যকের বিভাগ।

পাঠকগণ আপনারা অবশ্যই অতি লোভ পক্ষপাত অকর্ম্মণ্য নিরোধ ইউরোপীয় প্রতিপালন শিশুদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের উদ্দীপক এইগুলি যদি এক স্থানে দেখিতে চান আমাদিগের সঙ্গে চলুন মুহিবেন্দু বিভাগে দেখিতে পাইবেন। মাজিলপুরের জেলখানার কয়েদীগণের ন্যায় (১) ঐ স্থানের লোক ভূমি নির্ম্মিতের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এখানে আসিয়া পড়িয়া যাই, বাঙ্গালিদের (মেকলের) প্রাণ হিসাব পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ তাহা দিগকে বাঙ্গালু করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যত্ন করেন বটে কিন্তু সে যত্ন অতি ক্ষুদ্র। যাঁহারা অরণ্যবাসী অসভ্য জাতিদের প্রতি যাঁহারা তাহাদিগকে পাখা করিয়া রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহামতি গ্লেডষ্টোন অধিবেশন বিভাগে দুটী দুটী হইয়াছে। এক ১৪০০০ টাকা দ্বিতীয়, ৫ ।৩ শত টাকা। এই চেষ্টা কারণে অধিবেশন বিভাগের কার্য্য প্রণালীর দোষানুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কমিটীর কর্ম্মটী সাধ্য সম্ভাবনা বড় অল্প। কারণ যাঁহারা কমিটীর মেম্বর হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অধিবেশন বিভাগের লোক। তাঁহারা কোন মতেই নিরপেক্ষ ঐ দোষগুলির সহিত তাঁহাদিগের পরম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। [illegible] তাঁহারা নিজেদিগকে দোষ বলিয়াই ধরিতে পারিবেন না। তবে যদি কাহার সাহেব(২) স্বয়ং কোমর বাঁধিতে পারেন, আইন, ঐ বিভাগে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তবে যদি কিছু করিতে পারেন। আমরা জানি তাঁহার শীঘ্র, বুদ্ধি ধরাইতে পারে এরূপ লোক আছে, কিন্তু কি হাতে আমরা একটী কথা বলিয়া যি, যদি কাহার পরামর্শ অনুসারে চলেন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

(১) আলিপুরের সাহেব ও বাঙ্গালী [illegible] হত বিকারিত। তাঁহারা সারদা দেখিবেই অমনি তাহার প্রতিবিধান করেন। এই নিমিত্ত পারস্যাকৃতি ঘটিতে পারে না। কেন আমার বোধ হয়। সেখানে ও ন ভাল ইবার বিষয় আছে। পারস্যাকৃতি তাহা [illegible] পারে।

(২) মেদিনীপুর অধিবেশন বিভাগটীর উপর সাধারণ কৃতকার্য্যের দোষটীকে অধিকারী অধিবেশনের, যে নিম্ন বাঙ্গালার দোষটীকে [illegible]

আমরা উপরে অডিকেম ডিপার্টমেণ্টের অপব্যয়াদি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম বোধ হয় পাঠকগণ তাহার স্বরূপ জানিতে নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। অডিকেম ডিপার্টমেণ্টে কাজ অতি অল্প, কর্ম্মচারী অনেক অধিক কাজ এত অল্প যে কর্ম্মচারিদিগের আফিসে আসিয়া দিন কাটান ভার হয় কেহ কেহ হুঁকা বসিয়া চুরুটখোরেরা কেহ চুরুট খাইতেছেন কেহ তুড়ি দিতেছেন কেহ ঘরের কড়িকাঠ গণিতেছেন কেহবা ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে সেই দিকে কাণপাতিয়া আছেন। যতক্ষণ আফিসে থাকিতে হয় উঁহাদিগের সময় যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয়। একটা বাজিলেই ১ খান ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইতে থাকেন। পক্ষপাত ও ইংরোপীয় প্রতিপালনের কথা পাঠকগণকে আর কি কহিব। এই ডিপার্টমেণ্টে অনেকগুলি ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োজিত আছেন। উঁহারা না জানেন এদেশের অবস্থা, না বুঝেন লোকের মনের ভাব, না জানেন লোকের চরিত্র। উঁহাদিগের বয়স অধিক নয় বহুদর্শিতাও কিছু মাত্র নাই। উঁহাদিগের হইতে এবিভাগের কোন উপকার হইতেছে না বরং প্রকারান্তরে অপকার হইতেছে। চমৎকার এই, ঐ সকল ব্যক্তি মোটা মোটা বেতন পাইতেছেন বাহিরে গেলেও মোটা মোটা পদের পদবী পাইয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি উঁহাদিগের অপেক্ষা শত গুণে উপযুক্ত, যাঁহাদিগের হস্তে কার্য্য ভার সমর্পিত হইলে [illegible] সম্পাদিত হয় উঁহারা নীচে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা বেতন অল্প পান এবং বাহিরে গেলে পদের যৎকিঞ্চিৎ কার্যক্ষমতা দুই চারি আনা পাইয়া থাকেন। সকলে তাহাও পান না। পাঠকগণ। ইহার পর পক্ষপাত আর কি আছে? এতদ্ভিন্ন আমাদিগের একটী প্রাচীন কথা [illegible]—

উত্তম বৈদ্য নগর মধ্যে পাইলাম।
কাহার কুষ্ঠে কপি ফলমাত্রতে সন্দেহ।
সিংহোবলী ধিরদকুম্ভ বিদারণে কপি
নীরস্যহো কুরুতে [illegible]

কাক কুল হইতেও উচ্চ পর্ব্বতে শূন্য স্থিত বৃক্ষের ফল লাভ করে কারণ সে পক্ষ বিশিষ্ট কিন্তু সিংহ বলবান ও দন্তি কুম্ভ বিদারক হইলেও তাহাকে বৃক্ষ তলে পড়িয়া থাকিতে হয় সে সে বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পারে না সুতরাং সে পঙ্গু (সমান) হীন

অডিকেম ডিপার্টমেণ্টের উপযুক্ত কর্ম্মচারিরাও ঐরূপ সমান না হইয়া নীচে পড়িয়া পচিতেছেন।

আমরা উপরে যে অডিকেমের কথা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার আমাদিগের কিছু বাকী রহিয়াছে। কিন্তু কি করি যখন প্রসঙ্গ উপস্থিত, তখন বর্ত্তব্যের অনুরোধে মৌনাবলম্বনও বিধেয় হইতেছে না। এ বিভাগটী কেবল কর্ম্মচারিদিগের নয় গবর্ণমেণ্টেরও অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এ অংশে অর্থলোভ যত হয় তস্করাদির তদপেক্ষাও অধিক ভয় নিবন্ধন। দস্যু তস্করাদি যে ব্যক্তির বাটীতে চুরী বা ডাকাইতী করে, কেবল তাহারই সঞ্চিত অর্থের হানি হয় অন্য লোক ক্ষতি হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য সন্ধি দ্বারা অডিকেম উৎপাদন করিয়া জগতের যে অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা এমন বিধ নয়। যাহারা অডিকেম সেবন করে, তাহাদিগের বুদ্ধি বল শরীর অর্থ সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় এ বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের অনেকেরই তাদৃশ ক্ষতি হয় না। উঁহারা বরঞ্চ যাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, কীট পতঙ্গ যে কিছু সম্বন্ধে পড়ে পরিত্রাণ পায়।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে গবর্ণর জেনরল যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সিমলা তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে:—

কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে শস্যাদির যেরূপ অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভাল বই, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এবং বিহারের স্থানে স্থানে আমন ধান্য অতি অল্প জন্মিয়াছে, রবি শস্যেরও বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। তবে আগামী ৩ মাসের মধ্যে শস্যের ভাব যেরূপ হইবে তদনুসারে এই শস্যের অবস্থা ভাল মন্দ উভয়ই হইতে পারে। বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই সকল বিষয় যথা সময় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, এবং অবিলম্বে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধানার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করা হয়। এক্ষণে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অতএব এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণার্থ কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন না। রপ্তানী বন্ধ করা হউক, গবর্ণমেণ্ট সমুদয় চাউল ক্রয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন, কিম্বা বাজারে চাউলের একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দিন, এই রূপ অনেক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। যদি আবশ্যক হয় গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু এখনও এরূপ আবশ্যকতা উপস্থিত হয় নাই। যে সকল স্থানের অধিক সংখ্যক লোকের মাই পড়িবার সম্ভাবনা বোধ হইবে সেই সকল স্থানে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতিক কর্ম্ম সকল আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে শোন নদের খালের কার্য্য বৃদ্ধি ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এরূপ কার্য্য সকল অন্যান্য স্থানে আরম্ভ করা হয় সেজন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রতি ভার অর্পণ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মজুরদিগকে বেতন না দিয়া, বেতন স্বরূপ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইবে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট শস্য ক্রয় করিয়া রাখিবেন এবং যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ নাই সেই সকল স্থান হইতে শস্য আনয়ন করিবেন, এজন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মার কর্ম্মচারিদিগকে ক্রমে ক্রমে শস্য ক্রয় করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। জমীদার রেয়ত, নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে কত টাকা খরচ করিলে কত বৎসর সাহায্য করিলে অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন যে সকল ... সকলই পণ্ডিত
হইবে সেই সকল ... কর সংগ্রহ
করা হইবে ... দেশের মধ্যে
শস্যাদি সম্বন্ধে ... হইতে পারে
গবর্ণমেণ্ট ... সংখ্যা কত হবে।
এই নিয়ম ... আমিকে বলিয়া
দেওয়া হইয়াছে। ... কোন স্থানে আকাল হইলে তাহার
কোন্ স্থানে শস্য ... হইবে। আগামী বৎসরে যে
সকল ... হইতে নিষ্কর ভূমি ক্রয় করিবার
... গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা পূর্ব্বক জরীপ
... করিতে কমিশনরকে টাকা দিতে হইবে।
শস্যের ... অবস্থা ভাল করিবার জন্য
সমুদয় ... নিবারণ কমিটির কার্য্য কিরূপ
চলিতেছে ... দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য
সংবাদ ... গবর্ণর জেনরল
... রূপ করিয়া
... মেণ্ট গবর্ণর
... আফিসরের
... বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে
... সম্পন্ন করিবেন।

... প্রকার শস্যের
অবস্থা

... ভিন্ন সর্ব্বত্রই অল্প
... বৃষ্টি ... হওয়াতে প্রচুর
পরিমাণে বৃষ্টি ... নিম্নভূমি ভিন্ন
অন্যান্য ... অবস্থা মন্দ, ... অবস্থা পূর্ব্বের
ন্যায়। বাকুড়ার বিষ্ণুপুর ... ৭ ৮ আনা
শস্য পাওয়া যাইবে। বীরভূম ... অনেক
স্থানে ... ভাগলপুর ... পাটনার অন্তর্গত নয়,
কিন্তু মূল্য সমান রহিয়াছে। মেদিনীপুরে
মূল্য বড় বৃদ্ধি হইতেছে। তথা হইতে অনেক
চাউল বালেশ্বর ও কলিকাতায় রপ্তানী হইয়া
যাইতেছে। হুগলী— ... ভূমির ৩ ভাগ এবং
নিম্ন ভূমির অর্দ্ধেক শস্য নষ্ট হইয়াছে।
হাবড়া—উচ্চ ভূমির ধান্য জন্মিয়াছে। উর্ব্বরা
ভূমির ... ভাগ এবং নিম্ন ভূমির অর্দ্ধেক ধান্য পাওয়া যাইবে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রবি শস্য বপনের অনেকই সুবিধা হইবে। ২৪ পরগণা—উচ্চ ভূমির ধান্য পাকিয়াছে। মধ্যম, পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। উচ্চ ৩ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতার মহাজনদিগের নিকট অনেক চাউল মজুত আছে, তাহারা দর বাড়াইতেছে। মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা স্থানে স্থানে চাউল এক টাকা ... মণ বিক্রীত হইতেছে। যশোহর—প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় আছে, যেখানে বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। যশোহরের সর্ব্বত্রই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু হেড কোয়ার্টারে মূল্য কম আছে। মুরসিদাবাদে এবং রাজসাহী বিভাগের হেড কোয়ার্টারে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্ভিন্নরূপ মুরসিদাবাদে কতক উপকার হইয়াছে বটে কিন্তু চাউলের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর—শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। রঙ্গপুরে ছই আনার অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে না। চাউলের মূল্য এক্ষণে কম আছে অনেক চাউলও মজুত আছে। রাজসাহী বিভাগের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল্য সমান রহিয়াছে। রঙ্গপুরে চারি আনার অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বগুড়ার অধিকাংশে শস্যের অবস্থা মন্দ, তবে জল লেচন দ্বারা কতক স্থানের উপকার হইয়াছে। পাবনায় এখনও বৃষ্টি হইলে আরি ধান্যের উপকার হয়। কুষ্টিয়ার কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। ... বিষ্ণুপুরে যে ধান্য জন্মিয়াছে লোকের অধিক কষ্ট হইবে না, ছয় আনার কম আনা ধান্য পাওয়া যাইবে না। এখানে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্ভাবনা নাই গত দুই বৎসর বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের মধ্যে বাকরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। ... ভূমির ধান্য পাকিয়াছে। নিম্ন ভূমির রবি শস্যের অবস্থা এখন ভাল। সুরমার ত্রিহুত বিভাগে ধান্য নষ্ট হইয়াছে, রবিশস্য যাহা রোপণ করা হইয়াছিল তাহা অঙ্কুরিত হইবে না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, লোকের কষ্ট হইবার আশঙ্কা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন। ভাগলপুর বিভাগে ভূমির ভাগলপুর এবং মুঙ্গের পরগণার স্থানে স্থানে যে আনা বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বড় উপকার হয় নাই। পূর্ণিয়া—উচ্চ ভূমিতে উচ্চ ধান্য ... চারি আনা এবং নিম্নভূমিতে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। মূল্য কিছু কমিয়াছে। পূর্ণিয়ায় শস্যের অবস্থা অতি মন্দ। ভাগলপুরে ... উপরিউক্ত বৃষ্টি ... অনেক উপকার হইয়াছে। আগামী ... হাতে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। পূর্ণিয়ার কাসি নদীর নিকটে প্রথমে যে ধান্য ...

করা হয় তাহা উত্তম ও প্রয়োজনীয় হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের ধান্যের অবস্থা মন্দ। সমুদায়ে চারি আনা জন্মিয়াছে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম ভিন্ন আট আনা পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যার সংবাদ ভাল, কিন্তু বালেশ্বরে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। চাটগাঁয়ে দরিদ্র কৃষকদিগেরই ধান্য অতি মন্দ হইয়াছে। বোধ হয় লোহার ভয় শীঘ্র লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু সিংহভূম এবং মানভূমে যে ধান্য জন্মিয়াছে তাহাতে তদ্রূপ লোকের কষ্ট হইবে না। আসাম এবং নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত প্রদেশের যে সকল স্থানে ধান্য জন্মে তথা হইতে মন্দ সংবাদ আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১ এ কার্ত্তিক সোমবার।

বর্দ্ধমান ও হুগলীর সাংক্রামিক জ্বর ক্রমে বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছে না। কয়েক মাস অবধি কোদালিয়া চাঙড়িপোতা হরিনাভি রাজপুর মালঞ্চ গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সবল সুস্থকায় ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটী চারিটী পীড়িত নাই এমন বাটী প্রায় দেখা যায় না। এমন অনেক বাটী আছে, তথায় রোগীদিগের শুশ্রূষা করে এমন একটীও লোক নাই, সকলেই পীড়িত। যে সকল লোকের সুস্থ ও সবল দেহ দেখিয়া মনে আনন্দ হইত, তাহারা রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া শীর্ণ কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে। ইহার উপরে আবার হাতুড়িয়া চিকিৎসকের দল বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়াছে। এ অঞ্চলের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পয়সা ব্যয় করিয়া ভাল চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করান তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, অগত্যা তাহাদিগকে এই সকল যমদূতের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হয়। ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ তাহা বাঁহারা একজন হাতুড়িয়া কর্ত্তৃক সে দিবসকার কোদালিয়ার হুতী বালকের হত্যা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় ইহাদিগের জীবন রক্ষার একটী মাত্র উপায় আমাদিগের নয়ন পথে পতিত হইতেছে, সে উপায় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের এ সময়ে কর্ত্তব্য অবিলম্বে এঅঞ্চলে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন এবং একজন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করেন

১৮ ই নবেম্বর গাজিপুরে হত্যাপরাধে একজনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। যাহার ফাঁসী হইল সে যাহাকে হত্যা করে, তিনি গাজিপুরের একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

একজন লিখিয়াছেন, ৪।৫ দিন হইল খান সেলেমাবাদের শরহদ্দ কাঁশড়া গ্রামে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের নিকটস্থ কাঁসা গ্রাম নিবাসী মাংস লাল নামক ময়রা সামান্য অলঙ্কারের লোভে উপরি উক্ত গ্রামের ৫।৬ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে দিবা দুই প্রহরের সময় হত্যা করিয়াছে। সে ঐ হত্যা করিয়া তন্নিকটস্থ শুড়ে গ্রামে এক বণিকের নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিতেছিল, এমত সময় কাঁশড়া গ্রামের চৌকিদার গিয়া অলঙ্কার সমেত তাহাকে ধৃত করিয়া সেলেমাবাদের সব ইন্সপেক্টরকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রমাণাদি লইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেন। শুনিলাম ঐ ব্যক্তি স্বয়ংখুন করিয়াছি বলিয়া এজাহার দেয়, বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

এম, জোগসেট নামক যে একজন কেশ ইন্সিনিয়র কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, একজন বণিক তাঁহার নিকট হইতে ১১০০০০০০ টাকায় ঐ আবিষ্ক্রিয়াটী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিতে কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই।

ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র সমূহে আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের এই রূপ আয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কমীর সম্রাজ্ঞী কন্যা পিতার নিকট হইতে ৫০,০০০ ও নগদ টাকা যাহা পান তাহা ভিন্ন ক্রিমিয়াতে বিস্তর ভূসম্পত্তি পাইয়েন। গণার ডিউক তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীকে অর্থাৎ আমাদিগের ডিউককে বার্ষিক ৩০০০০ টাকা পেন্সন দিবার মানস করিয়াছেন ডচেস্ উইকের ডিউকও কিছু দিবার কল্পনা করিতেছেন। ফ্রেডরিক প্রিন্স কনর্ট তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের জন্য যে একটী কত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগের ডিউক বৎসরে ১৫০০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। এ ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টের দান আছে। ডিউকের এ বিবাহ নয়, কতকগুলি তামুক হয় হইল।

ইংলণ্ডে ক্ষেত্রে জল সেচনের একরূপ বিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমির কিছু উপরেকতকগুলি লিনার পাইপ পাতা হয়, ঐ পাইপগুলিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। একটী কলদ্বারা ঐ সকল পাইপে জল লইয়া যাওয়া হয়, সেই জল বৃষ্টির ন্যায় ঐ সকল ছিদ্র দিয়া ভূমিতে পড়িতে থাকে।

গত বৎসর গ্রেটব্রটনে ৪৩৭১৩৩ লোকের ইনকম টাক্স ধার্য্য হয়। ইহাদিগের আয় এবং যে ইনকম টাক্স দিতে হইয়াছে তাহা একত্রে ধরিলে ১২২২১৭৪১৮০ টাকা হয়। ঐ টাক্সে ৩০৫৫০৩১০ টাকা হয়। ১৮৫৭ জনের চারি হইতে ৫ সহস্র পর্য্যন্ত টাক্স ধরা হয় এবং ১০ জনের ৫ সহস্রের অধিক করিয়া টাক্স ধরা হইয়া ছে। এই তালিকাটী ইংলণ্ডের ধনশালিতার পরিচয় দিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, কাজির বিচারের এদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সম্প্রতি আর একটী বিচারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পারস্যে একজন রাজমিস্ত্রী ছাত নির্ম্মাণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়। সেখান দিয়া একজন ফেরিওয়ালা গমন করিতেছিল। মিস্ত্রী প্রাণে মরে তাহার মাথের উপর পড়িয়া যায়। ইহাতে

ফেরিওয়ালার প্রাণত্যাগ হয়। তাহার পুত্র মিস্ত্রীর নামে কাজীর নিকট নালিশ করে। মিস্ত্রী আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিল যে, সে ইহাকে ছাদ হইতে পতিত হয় এবং ফেরিওয়ালার উপরে পতিত হইবে তাহা সে জানিত না কি কিন্তু ফেরিওয়ালার পুত্র পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল যে তাহার পিতার হত্যাকারী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কাজি বলিলেন, যে মকদ্দমা উহার বিচার হইবে, এবং এমত চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন যে, মিস্ত্রী ছাদ হইতে ফেরিওয়ালার উপর পতিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছে। অতএব মিস্ত্রী সেই পথে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক এবং তুমি ছাদ হইতে উহার উপরে নিপতিত হও। তাহা হইলে উপযুক্ত বিচার হবে।" ফেরিওয়ালার পুত্র এ বিচার মত কাজ করিল কি না তাহা আমরা অবগত হই নাই। বস্তুতঃ যাহারা এরূপ খামখেয়ালির মত প্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে এটী একটী বহু মূল্য উপদেশ।

বিলাতিএকদম কায়দে আপীলে যেরূপে অপরাধিদিগের প্রাণদণ্ড করা হয় তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এক দিবস আটটী অপরাধীর প্রাণ দণ্ড করা হয়। এক জন সাহেব সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইরূপ বলেন, খানিকটা জমি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে তিনটী গর্ত্ত করিয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে মাটী পাতিয়া অপরাধিদিগকে বসান হয়। এই খেয়ার এক দিকে দুই জন প্রাজ্ঞ কর্ম্মচারি বসিয়া থাকেন। অপরাধিদিগকে এক সারিতে বসাইয়া কাগজ দিয়া তাহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হত্যাকারিত্ব পক্ষে যাহার এক ব্যক্তি ছিল সে একাকী অপরাধীর মস্তকে 'হুড' তাহার হাত দূর করিলে সে উহাকে একটী গর্ত্তের পশ্চাদ্ভাগে হইবামাত্র। সেখানে লইয়া তাহাকে বাঁধ দাড়াইতে বলা হয়। যাহু চাক্ষুষ দিবসে মস্তক ছেদন করিয়া ফেলা হয় ছিন্নমস্তকটী গর্ত্তের মধ্যে পড়ে। তাহা কারীর সঙ্গের লোকটী উহা উঠাইয়া লইয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া চাকরকর্তাদের নিকট বর্ণন করে। সাহেব এই ঘৃণা ব্যাপার অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি কি নিমিত্ত লোকের ফাঁসী হইতে দেখেন নাই।

ঢাকা প্রকাশ বলেন "মুসলমানদের জয় জয় কার। কিছুকাল হইল, [illegible] পর পর নিম্নিখিত এক জন স্কুলের সব ডেপুটী ইন্সপেক্টর আবশ্যক হওয়াতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট এক জন বি, এ, উপাধিধারী বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করিয়া একজন অপেক্ষা কৃত অল্পশিক্ষিত মুসলমানকে ঐ কর্ম্ম দিয়াছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজ নগরে একটী কর্ম খালি হওয়াতে তথাকার কালেক্টর সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে কর্ম প্রার্থী জাতিতে মুসলমান হইলেই আবশ্যক হইবে। হিন্দু ও মুসলমান যখন এক দেশের অধিবাসী ও এক গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন তখন উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিলে কোন কথা বলার না। যোগ্য হইলেই কর্ম্ম পাইবে এই সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে কোন জাতীয় প্রজা অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে রাজনীতি পক্ষপাতিতার আভাস দেয় তাহা বিশুদ্ধ নহে।

সম্বাদ বহন, বড়বাজারে মৌলাআলীর গলি নামক একটী ভুয়াচোরের বাসা আছে। ইহারা গাঁইটে কাটে, ভুয়া খেলিয়া লোককে নানা প্রকারে ঠকাইয়া লয়। গত শুক্রবার একজন লোক আলিপুরের কাস্টেডিয়ান হইতে তিন সহস্র টাকা লইয়া নিজ গ্রাম যাইতেছিলেন। বর্দ্ধমানে তিন জন ভদ্র লোক তাঁহাকে বলিল যে তাঁহাদিগের নিকটস্থানে যাইতে হইবে, কিন্তু গাড়ী নাই। অতএব তাঁহার সহিত তাঁহার গাড়ীতে যাইতে চাহিল। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। তিনি তাহা দিগকে নিষেধ করিলেন, তাহা তাহারা মৌলাআলীর লোক। ধর্ম্মটুলি যাইতে বলপূর্ব্বক তাহা মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু তাহাদের একটী পুলিস বলিয়া চীৎকার করাতে তাহারা ভয় হইয়া পলায় একজন কনষ্টেবল তাঁহাকে থিয়েটরে পহুঁছিয়া দিয়া গিয়াছিল। মৌলাআলীর দলটে কি পুলিস জানেন না? উহাদিগের অধিক টাকার কোরাস জারিম হইলে মৌলাআলী কতক করিতে পারে।"

বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছে, "যা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেছেন না বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ন্যায় পুরস্কার মুক্তি ভূষণ পরিলে লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে পারে এই আশঙ্কায় বোধ হয় তিনি আর বাঙ্গালী হইতে চাহেন না। কোন ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও বলিয়াছেন যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে টেম্‌পিরিঙ্গীর ন্যায় দেখায়। যখন তিনি সাহেবী পরিচ্ছদ ছাড়িতে চাহেন না, তখন তাঁহার স্ত্রীকেও অবশ্য মিসি মেম পরিচ্ছদ (গাউন) পরাইবেন, মিসি পিঁড় শিক্ষা দেওয়াও সঙ্গত। কিন্তু যে ললাটে উল্‌কীর স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাকে গাউন পরাইলে এক অপূর্ব্ব মেমের ন্যায়ই দেখাইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে বিলাতের ভেড়ুয়া লোকেরা মনে করে যে পরিচ্ছদের বলেই তাঁহারা ইংরাজদের সমকক্ষ হইবেন, অথবা তাঁহাদের মনে মিলিবেন। কিন্তু যাহারা স্ত্রীকে মেমসাহেব সাজে দেখিলে ইংরেজ দিগের সঙ্গে নিতান্ত বিষের ভাবের উদয় হয়, সেখানে আচার ব্যবহারে কিছু দেখিলে তাঁহাদের ভাবা হয়না। বঙ্গদেশে আসিয়া বাঙ্গালী আফিসে প্রভৃতি ঘৃণা করিলে তিনি এদেশের কি উপকার করিবেন? একজন ইউরোপীয় যাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণে বাঙ্গালীদের উপকার করিতে পারেন। সুতরাং বাঙ্গালী সিবিলিয়ান দ্বারা বঙ্গদেশের কিছু মাত্র উপকারের আশা নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে সাহেবী করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কথা বোধ করিতেছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বেশের জন্য তাঁহার শিক্ষা জন্য [illegible] পিতার [illegible] [illegible] [illegible]

যাছে, তিন জনেই মরিয়াছে। ব্যাভচারই এই ভয়ঙ্কর হত্যার কারণ।

২১ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত পূর্ব্ব সোমবারে ঢাকার নিকটে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৬-২০২১ টাকা মূল্যের ১১৪৪৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, মণ্টেগু সাহেব বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষসমর্থনার্থ যাইতেছেন। অ্যাকলণ্ড সাহেবের যে কথা হয় তাহা অমূলক।

বঙ্গদেশের অধিকারের ৮ মাসের বিক্রয়ে এবং মাদ্রাজের অধিকারের ৭ মাসের শুল্কে ৪৫০১২২০ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকারে ১০৯৪৯৭০ টাকা এবং মাদ্রাজের অধিকারে ৬১০১৮০ টাকা হইয়াছে।

ইংলিশম্যান বলেন, আগামী বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল সপার্ষদ এক বিশেষ ট্রেণে হাবড়া হইতে আগ্রা যাত্রা করিবেন।

বুধবার প্রাতঃকালে টাউনহালে দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট উপাসনার্থ এক সভা হইবে। রেবরেণ্ড জে, এম টমসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

দিল্লীগেজেটের কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সৈন্যগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে না, আমীর আজ্ঞা দিয়াছেন আপাততঃ আর না সুতন সৈন্য গ্রহণ করা হয়।

১৮৭১ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ৫৩৪০৮১০ হাজর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৮৭২ অব্দে ৪৯০৯০২১ হাজর চাউল যায়। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ৮ মাসে ৩৭২১২১১ হাজর চাউল গিয়াছে। এই তালিকা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এদেশে যে ধান্য জন্মে, তাহা যদি রপ্তানী না হয় এক বৎসর ফসল না হইলে আমাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না।

গতকল্য পূর্ব্বাহ্ণে ৬ জন পুরুষ ও দুই স্ত্রীলোককে আন্দামানে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে আনা হইয়াছে। ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মিরর বলেন, ভাগলপুর হইতে বারাণসীতে অনেক চাউল আমদানী হইয়াছে।

কলাসর উইলিয়ম মিউরের আগ্রার উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

গাজীপুর বারাণসী মিরজাপুর আজমগড় এবং গোরক্ষপুরে অন্যান্য দ্রব্য বিশেষতঃ ধান্য ভাল জন্মে নাই গোরক্ষপুরে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, চুরি ডাকাইতিও আরম্ভ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে পঞ্জাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার কথা হইতেছে। কিন্তু ভদ্রতা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেবিস সাহেব এ প্রস্তাবের বিরোধী।

বোম্বাইয়েও বুঝি গাড়িওয়ালাদিগের ধর্ম্মঘট হয়। তথায় বেগে গাড়ি হাঁকাইবার জন্য অনেকগুলি গাড়িওয়ালার জরিমানা হইয়াছে।

বরদার মলহররাও একজন মহুয়ের কন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া যে ক্ষেপিয়া উঠেন, কি কারণে বলা যায় না, এক্ষণে সে খেয়াল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে একটী পৃথক বাটীতে রাখা হইয়াছে এবং উহার পিতাকে অনেক টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পৃথক বাটীতে রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল ছিল।

মিরর বলেন, সর রিচার্ড টেম্পলের পুত্র টেম্পল সাহেব একণে কলিকাতায় রহিয়াছেন, ইনি লিটনের সহিত সিমলায় ছিলেন। ইনি লিটনের নিকটে মুসলমান বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন না কি?

ডর্চেষ্টর একটী ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কে ইহাকে মুসলমান করিল, কোরাণ, না, কোন রোডশী মুসলমানী?

২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড বলেন, মুঙ্গেরনের রাইয়তেরা ইংরাজ ও দেশীয় আমলাদিগের উপর পাইতেছে। অনেকে চুরি করা পাত্র ও মূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

আগামী ১২ ই জানুয়ারি কলিকাতায় অশ্ব প্রদর্শন হইবে। তাহাতে ১২ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত অদ্ভুত বৃত্তান্তটী সকলের লিখিত হইয়াছে। আমরা সব ডিবিজনের অধীন গোবিন্দপুর নামক গ্রামে কতকগুলি কৃষক সন্তান ক্রীড়া করিতে করিতে শ্যামা পূজার দিবস একখানি প্রতিমা করিয়া একটী ঘরের ভিতর পূজা আরম্ভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ পুরোহিত কেহ পরিচারক কেহ কর্ত্তা কেহ মা কর্ত্তা হয়। পূজা আরম্ভ হইলে একটী বালক বলিল ভাই আমাদের পাঁঠা কই? পাঁঠা না হইলে পূজা কি? অতএব আমি পাঁঠা হইতেছি, তোমরা হাতকাঠ পুত। আমি হাত কাটে গলা দিয়া পড়িলে এক জন মাথার চুল ধরিয়া টানিবে আর দুই জন আমার হাত পা পৃষ্ঠের দিকে ধরিয়া টানিয়া থাকিবে। যখন দেখিবে আমি চীৎকার করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইব সেই সময়ে আমাকে বলিদান করিবে। ক্রমে ঐ বালক হাতকাঠে গলা দিয়া শয়ন করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, আর আর বালকেরা পূর্ব্ব কথানুসারে কেহ হাত কেহ পা কেহ চুল ধরিয়া টানিয়া রহিল। পশুসদৃশ বিকট বালকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ প্রায় হইয়া আসিল যে বালকটী কর্ত্তা হইয়াছিল সে কোপের উদ্যোগ দেখিতে না পাইয়া এমন সময় উহাদের মধ্যে একজন বালক এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া ক্রতবেগে দৌড়িয়া গিয়া নিকটস্থ কৃষকদিগকে ডাকিতে লাগিল, কৃষকেরা শীঘ্র আসিয়া ঐ বালককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। এ ঘটনাটী কতদূর সত্য বলা যায় না। ইহার মূল কিছু থাকিতে পারে তা- হইতে বাড়াইয়া এতদূর করিয়া তুলা হইয়াছে।

৮ ই এবং ২১ এ অক্টোবরের মধ্যে হাবড়া হইতে ৩৮৭০০০ মণ চাউল রেল-

ওয়ের দ্বারা ফাঁসীগঞ্জ এবং নেত্রকোণার মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলে লোহিত হয়। চন্দননগর হইতে ৬০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত হয়। চন্দননগর হইতে আর ৬০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত হইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে লিখিত হইয়াছে একজন ধনাঢ্য এক মাড়োয়ারি ৩০ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন, ১৫ মাসের পর উহার সুদ ১৭০২৫ টাকা দাঁড়িয়াছিল। সম্পাদক এমিথিস্ট আইন দ্বারা সুদের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক ইংরাজি পড়া লোকের মতামত এই তাহারা লোকের বিপক্ষে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক মহাজনের উপর কঠিন হয়।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তত্ত্বত্যবর্গীয় এবং বঙ্গবাসীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। দরিদ্র লোকেরা খাটিয়া খাইতে পারে এ নিমিত্ত সেণ্টমন্ট গবর্ণর সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্য 'তর কেণ্ট ঘটনার পর এই রেলওয়ে সম্বন্ধে অন্যান্য রাজা নির্ব্বাহের আদেশ দিয়াছেন। বর্দ্ধমানে মোহর বন্ধ সম্বন্ধে কাপাসদীর সম্বন্ধে কর্ম্মের জন্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিভাগে কোন পুষ্করিণী নাই বলিয়া লেণ্ট ই গবর্ণর বলিয়াছেন, জমীদারেরা যদি আপনাদের নিজস্বীয় স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করেন, তিনি অগ্রিম টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত আছেন।

৯১ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

সে দিন ফুটেলসের রাজ, যার কবিবরদের সকলে তাঁহে কর্ণবার্ড সাব করিয়া তাঁহাকে 'লরেন্স কর্ণার পাষ্টীন ডিঁয়ে জুতা পায় দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি না? কবিবর ইহার এই উত্তর দেন, ফুটেলসের রাজ অট্টালিকা নিবাসীর ন্যায় হইবে। তিনি যখন জবা খুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন, তখন ফুটেলসের রাজার কর্ত্তব্য জুতা খুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যাহা হউক সে প্রস্তাব সফল হইবেক না। কবিবরের সাহেব বিষয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে এ সম্বাদ জানাইয়াছি কিন্তু ফুটেলসের রাজার কথা ভ্রমে থাকে 'তমি কলিকাতা কর্ত্তাদের সহিত সেরূপ ব্যবহার শিক্ষিত লোকের নিকট এরূপ সম্বাদের আশা করিতে পারেন না।

লেফ্‌টেনাণ্ট টাইলর বলেন, নারায়ণ গঞ্জে ওলাউঠার আবার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলাউঠা সাংক্রামিক জ্বর এবং দুর্ভিক্ষ এবং এই তিনে লোক ভয় বহুতর হইবে করিবে।

মোহাইর গবর্ণর সর সি এচ টাইলর গত শনিবার বারাণসীতে উপনীত হইয়াছেন।

গবর্ণর লেফ্‌টেনাণ্ট আগ্রায় গমন করিলে তত্রত্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা অভ্যর্থনা সহকারে অভ্যর্থনা করিবার এবং বাজী পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যাঁহার সম্ভোষ নিমিত্তে আড়াই হাজার টাকা পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি বোধ হয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন।

একজন মাদ্রি অতিরিক্ত আরোহী লইয়াছিল বলিয়া রিপন পুলিস তাহার ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। প্রতিনিধি প্রায় হত হইয়াছে, তথাপি লোকের চৈতন্য হয় না এই আশ্চর্য্য।

বৃষ্ট বল, মুসলমান বল হিন্দুধর্ম্মের নিকট কাহারই প্রতারণা খাটিয়া উঠে না, হিন্দু ধর্ম্মে যেমন আঁটাআঁটি দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোন ধর্ম্মেই নয়, বহু নিন্দা ঘটিয়াছে তথাপি এই গুণে ইহা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উপর প্রবল হইয়া রহিয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান, মুসলমানের খৃষ্টান অথবা হিন্দু খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়া অসম্ভব বটে, কিন্তু খৃষ্টানের অথবা মুসলমানের হিন্দু হওয়া, সম্ভবিতে পারে। পাইকপাড়ার মুসলমান বা হিন্দু খৃষ্টান কিম্বা খৃষ্টান মুসলমান হওয়ার কথা অনেক শুনিয়াছেন, মুসলমানের হিন্দু হইবার চেষ্টা কখন শুনেন নাই। সম্প্রতি যখন ভারতবর্ষের সুবাদার মৌলভি ফজল খাঁ নামক একজন মুসলমান হিন্দু হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বের স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া একণে কেবল হিন্দু দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রদ্ধা করিতেছেন, মুসলমানদিগকে অজ্ঞান ঘৃণা করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জ্ঞানে ভক্তি করেন, ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁহাকে লইয়া একত্রে আহার করেন, তিনি প্রচুর অর্থ দিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু কিছুতেই হিন্দু হইতেছে না, তিনি এত করিয়াও হিন্দু হইতে পারিতেছেন না, কখনও যে পারিবেন আমরা সে সম্ভাবনাও করি না। দুঃখের বিষয় এই, সেই হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি সমস্ত বলের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩০ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন, গত সপ্তাহে কাটোয়া বিভাগের স্থানে স্থানে সম্বাদ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু বাঁকা আউসগ্রাম মুরুল এবং সাহেবগঞ্জের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা বলেন গত ৩০ এ অক্টোবর তাঁহাদিগের রাজা প্রতাপ সিংহের রাণী বসন্ত রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সকার রাজার কন্যা। ইহাঁর দেহাবসান সিংহের সমাধি স্থানের নিকট রাজবাটীতে হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা হয়। প্রায় ২০ হাজার লোক ইহার সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গত শনিবার হাইকোর্ট হিউকিনিপাল কমিশনরেরা নিমতলার ঘাটের ঘাটিয়ালদিগের ঘাট নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য এক সভা করিয়াছেন। অদ্যকার পত্রিকায় মুক্ত পুষ্করিণী খনন সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা

করা হইবে। দরিদ্রদিগের জন্য মিউনিসিপালিকত হইতে একজন মেটিন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সময়ে অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটীরও নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া উচিত।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রাণী শ্যাম মোহিনী দিনাজপুরের দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ বস্ত্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জামতা বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ প্রতি পল্লিতে গিয়া পঞ্চায়ত স্থাপন করিতেছেন, পঞ্চায়ত রাইয়তদিগের অবস্থা পরগণার প্রধানকে জানাইবে যাহারা বাস্তবিক দয়ার পাত্র তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। প্রজাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না, তাহাদিগকে জঙ্গল কাটা এবং অন্যান্য কাজ দেওয়া হইতেছে। প্রজাদিগকে বাস্তবিক সাহায্য করা হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধানার্থ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

১লা অগ্রহায়ণ শনিবার।

টি টি এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গত অক্টোবর মাসের মধ্যে দিল্লী হইতে ৬০ হাজার মণেরও অধিক চাউল বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে রপ্তানী হইয়াছে।

গত শনিবার ভরতপুরের রাজা আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। ঢোলপুরের রাণার এবং জালত্রার রাজার সোমবার আসিবার কথা আছে।

গত বুধবার প্রাতে সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল এক বিশেষ ট্রেণে আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদিগের কাবেল সাহেবের ন্যায় সর জর্জ বার্লোও বিপদে পড়িয়াছেন, নেপালে ঢুঁ শব্দের উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু ইহার নিবারণার্থ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, জর্জ বার্লো সে পথে যান নাই। তিনি শস্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন বণিক এই আজ্ঞা পালন করেন নাই বলিয়া তাহার কল ভোগও করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতার ইহুদিরা বেলিলিয়সের ক্ষমার জন্য গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করেন। নর্থব্রুক এ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ব্যক্তির প্রথমে যে কারাদণ্ড হয় তাহা ক্রমে উপরিস্থ আদালতের সুবিচারে এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের দয়ায় কমিয়া ৩ মাস হয়। তাহার এই তিন মাস দণ্ড কালেরও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এ আবেদনের কারণ কি বোধ হয় পাঠকগণের তাহা বুঝিবার জন্য বড় আয়াস পাইতে হইবে না।

২২ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। বঙ্গল সিবিল সর্ব্বিসের এল হার সাহেব ঢাকার এবং ডি বি এডন সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলীতে বদলী হইলেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৬ ই নবেম্বর। বাবু শ্যাম চরণ মিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

টি টি এলেন সাহেব কিছু দিনের জন্য হুগলী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত মেজিষ্ট্রেট ও সেসিয়ন জজ হইলেন।

এফ, এচ বারো সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ এচ, গ্রাইনাণ্ড কিছু দিনের জন্য সিয়ালদহের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইলেন।

বাবু যোগীন্দ্রনাথ সেন ত্রিহুতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র দাস দ্বারকানাথ রায় এবং ব্রজমোহন রায় উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবনার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজনাথ রায় কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুন্সিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বগুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু জগচ্চন্দ্র সেন চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু এন চাটার্জ্জি চতুর্থ শ্রেণীতে রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

আর এচ পলি প্রথম শ্রেণীতে মনমনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৫ ই নবেম্বর। কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী পুলিষ কমিসনর জে সা ব্রাউন সাহেব অনারেবল জেলের পরিদর্শক হইলেন।

সি বার্ণার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত সংবাদ।

১০ ই নবেম্বর। বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য নেত্রকোণার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইলেন।

এ মাকেঞ্জ
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। সর গার্ণেট উলসলি পুনরায় ভারতীয় রাজত্বের সহিত কথা যাত্রা করিয়া চলিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া চলেন। উলসলি অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য ভয় করেন। কেপকোষ্ট কাষ্টল হইতে ৬৫ মিলের পথে আসান্তিরা শিবির স্থাপন করা আছে।

৫ মস পত্রের সম্পাদকেরা ইংলণ্ড হইতে শীঘ্র অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিতেছেন।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ভগ্নবি হইতে দুই [illegible] খরিদার হুসেন সৌদা ঠিক করিয়াছেন।

মর্শাল হাউকেসনের হস্তে যে কয়েক বৎসরের জন্য ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাঁহার ঐ ক্ষমতা কার্য্যোপযোগী কিছু বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হয়, কংগ্রেস সভায় তাহা [illegible] ক সভার ১৪ জন সভ্য সেই মতে, ৮ জন সে প্রস্তাবের বিপক্ষে মত [illegible] ইহা ৬ সপ্তাহের [illegible] ৮ জন সভ্য [illegible] ৮ জন সভ্য [illegible] [illegible] [illegible]

(৪)
সকলের কাছে বাপ বিদুরে করিয়া,
বিদায় সওগে অতি বিনয় করিয়া,
শুন বাপ বলি তোরে, যাবার সময় ওরে,
ক'রো সংখে অপ্রণয় বেওনা রাখিয়া,
সুখদুর ভাবে সবে যাওরে ডুবিয়া।

(৫)
আজিও তোমারে বাপ পেতেছি দেখিতে,
কিন্তু কাল যাবে কোথা ভা'সতে ভা'সতে।
রও বাপ যেখানেতে, যেঁচে থাকপরা'ণেতে
আজি লতে জেনো ওরে তোমার শোকেতে
বঙ্গভূ'ম মাতা তোর রহিল কাঁ'দিতে।

(৬)
আজিও জননী বলে ডাকিছ আ'মায়,
কিন্তু কাল মা জাগিয়ে মা বলিবে কায়
কেবা আর স্নেহভরে, ও বিধুবদন ধরে
প্রবোধ মধুর ভা'ষে তু'ষবে তোমায়,
ভা'বে কি পরের দু ে মা'য়।

(
কে'পা এমা এলোকে । রহিলে কোথায়,
মরণ তোমা'র লা'গি দেশ ছেড়ে যা'য়,
বিদ সাধিল বাদ, ভাঙ্গিল মনের সাধ
একেবারে মোর প্রিয় ধীমের হায়!
জনমের মত তারে দেওরে বিদায়।

(৮)
বাছাগণ দেখ দেখ কৈ আ'মার
জনমের মত যা'য় জন্মি'য় ধরায়,
বিদায় দেওগে এবে, প্রাণ ভরি মনে সবে,
ধৈর্য্যভাব যদি মনে থাকেরে কাহার।
ক্ষম সেই ভাব মনে রেখোনা রে আর।

(৯)
হায়! মর্ম্ম হলো তব এই কি বিচার?
বিনাশিলে হেন জন অধীন তোমার,[প্রাণ
রাখিতে তোমায় মান, কেহ ভাবি নিজ
প্রাণাধিক প্রিয়া প্রাণ ক'রল সংহার
তাহারে পাঠালে তু'ম জনমির পার?

(১০)
জানিলাম কালদোষে ঘটিবে সকল
অধর্ম্মের জয় এবে ধর্ম্ম রসাতল,
তব প্রিয় পুত্রগণ, সবে হয়ে এক মন
চিন্তহ সকলে মেলি ভ্রাতার মঙ্গল,
যতন করিলে কার্য্যে হইবে কুশল।

শ্রীহেমনাথ দত্ত।

মহাশয়! 'সরাজগঞ্জের।

প'শ্চমে মন দক সাত মাইল দূরে ফুলকল নামে এক'টী পল্লী আছে। ইহা একটী প'ণ্ড-গ্রাম ছিল, বি'বিধ ব্যবসায়ী লোক বসবাস করিত। এক্ষণে উহার পূর্ব্ব গৌরব সমুদ'য় তিরোহিত হইয়াছে। গ্রা'মটী দেখিবা মাত্রেই ' সুখান্তে দুঃখের ভা'র" স্মৃতি পথে নিয়ত এই উদ্রিক হইয়া দর্শকের মর্ম্ম পীড়া জন্মা'য়। চতুর্দ্দিকে গাঢ় কেত্রবনে ও অন্যা'ন্য বৃহৎ বৃক্ষের প'রিখে'য় গ্রামটী বেষ্টিত। গ্রা'মের নিম্নে কোন স্রোতস্বতী নদী ন'ই, যে একটী শাখা আছে, আর, কেবল বর্ষা'তেই প্রবাহিত হয়, অন্য সময়ে প্রায় শুকাইয়া'তেই পরিণত হইয়া যায়। কর্দ্দম মি'শ্রিত অল্পাতঃ খুদা যে কিছু জল সঞ্চিত থা'কে, লো'কে অগত্যা তা'হা ব ে ব্যবহার করে। মৃত্তিকার অবস্থা'-নুরূপ উপযুক্ত হইলেও দীর্ঘকা'ল স্থায়ী হয় না। যে সকল পুষ্করিণী আছে তা'হাও ধা'নে প'রিপূর্ণ। সেই দূষিত জল অনে'কের লোকের ঘৈরস্থ হইতেছে। মহাশয়! এমন দুরবস্থা পাঠিলেন গ্রা'মটী কেমন ঘা'স্থ্যকর! এরূপ গ্রা'মবাসীরা যে অকা'লে কাল কবলিত হইবে তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দিহান থাকিতে পা'রেন না। লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারা কেহ প্লীহা,কেহ জ্বর, কেহ কাশ ইত্যাদি রোগের কর যোগাইতেছে। চুয়া'ডাঙ্গার এমন সংস্থান নাই যে, তিনি একা গ্রামের সং-স্কার করিয়া উঠেন। সকলের যত্ন এক পথাবলম্বী না হইলে উন্নতির আশা দুরা'শা মা'ত্র। সকলেই গ্রামের উন্নতি বিমুখ। উপ কার বুঝাইয়া দিলেও কেহ বুঝেন না। এইরূপ উদাসীন থাকিলে গ্রা'মটী অচির'ৎ মরণ্য হইয়া উঠিবে। এখনি সন্ধ্যা হইলে ব্যাঘ্রের ভয়ে কাহার সাধ্য যে গৃহের বহি র্গত হয়? বাধ্য হইয়া আপনার আ'শ্রয় লইলাম। অনেককে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে ঘুমাইয়া থা'কে, সংবাদ পত্রে যখন দুৎসা বাদ দেখিতে পায়, তখন তাহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমার উদ্দেশ্যও তাই। যদি আপনা'র

দুরবস্থা এক বার চিত্র ে দে'খতে পায়, অন্ততঃ লজ্জা'র অনুরো'ধেও গা ঝাড়া দিয়া উঠি ে বা'সনা করা যায়। সকল উপায়ই বিফ ে হইয়া গিয়াছে, এখন আপনি আ'মা দের শব লক্ষ্য, যদি ইহা'তেও কিছু না হয় ে বজানিব, গ্রামের পতন কাল ক্রমে ঘন. ঘা আসিতেছে। আমাদের বিশেষ অনু রো'ধ আপনি এইটি মুদ্রিত করিয়া পল্লী সী'দিগকে সচেত ন, সংযমে উদ্যো-গিত ক'রবেন।

৯ই নবেম্বর
গোবরাহাটা

রঙ্গপুর
শ্রীকা'লীকমল সে ন্য ক।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয় আপনার কি ত দুই পংক্তির গো শের উন্নতির প্রস্তাব পাঠ করিয়া আম ন্তান্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহা-দের আপাততঃ চা'রদিগে বিশি এ ে দেশীয় লো'কদিগের ভা'ব দে স্পষ্টই ভাবিয়া, এক কা'লে গোবংশের ধ্বংস হইবে এরূপ উপলব্ধি হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। গো'মাংস যে ভা'রতবর্ষের মহোপকার সাধন করে এ ভা'রতবর্ষ সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্র শ্রদ্ধা ে মহৎ পাত্র তাহা আপনি পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রি-য়াছেন। তাহাদের মহোপকারিত্ব বুঝিয়া পূর্ব্ব কা'লের মহাত্মা'রা গোহত্যা নিষেধ করা দূরে থাকুক গোধনকে একান্ত ভক্তি ও ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বকা'ল অপেক্ষা চতুর্থ যে মহাপা হই-য়াছে, তাহার কারণ যদিও কি'ছ দেখা যায় তাহার ব্যয়াধিক্য ঘটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যা'য় গাভি ে গরু দুগ্ধ প্রদা'য়িনী শক্তির হ্রা'স হওয়া স্পষ্ট যে দুগ্ধের অসদ্ভাব করা-য়াছে তা'হাতে আর অণুমা'ত্র সন্দেহ নাই এবং কিসে সেই শক্তির হ্রা'স হইয়াছে দেখিতে গেলে সে কুলের বাহ্যিক সন্তানোৎপত্তির পথে ব্যাঘাত ভিন্ন অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া বে ধ হয়

না। যাহা হউক ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি এবিষয়ের আন্দোলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং অপর অপর সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে তাঁহাদের পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিলে যে [illegible] আশা করা যাইতে পারে। [illegible] এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে ইহাতে একটী [illegible] পারা যায়। [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। যাহা পাওয়া [illegible] ইহাতে ক্রমশঃ [illegible] হইয়া আসিতেছে। [illegible] মাংসাদি সরবরাহ করে না, বলিলে এক আধা বেশ মধ্যে কেবল চুপ। সেই মুদ্রা অভাবে দেশের যে কি পর্য্যন্ত হানি তাহা মনুষ্য দেহস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এবিষয়ে চক্ষে পরে [illegible] বলিলেও বলা অসঙ্গত হইয়া উঠিতেছে।

আপনি সভা ও আর্য্য সভা স্থাপন এবং সবলকার [illegible] পুষিয়া গোকুলের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিবিধান করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বোধ হয় নিম্নলিখিত দেশ হিতৈষী মহাশয়দিগের সাহায্য ব্যতীত [illegible] পারে।

প্রস্তাব [illegible] করা বৃথা। [illegible] দ্বারা বিলক্ষণ সত্য [illegible], এবং পূর্ব্বে তাহা [illegible], এক্ষণে [illegible] বিচলন করিতে [illegible]

[illegible] হইবে না। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সভ্য মহোদয়গণ একটু মনোযোগ করিলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেই হইবে। সুসভ্য রাজ্য গবর্ণমেণ্ট যে ইহাতে কর্ণপাতও করিবেন এ কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৭ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বকর্ষতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
চৌয়াসির নীচে	১২	
তথা হইতে মুরপুর	৩	৯
এথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৩	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
	০	০

বহরমপুর ১০ ই নবেম্বর ১৮৭৩ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় পাবনা	১০
" " বঙ্গবিহারি সিংহ—খাজিরা	১০
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী জলপাইগুঁড়ি	১০
" " সূর্য্যকান্ত আঢ্যবন্দ্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
" " শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্যাণপুর	১০
" " ঈশানচন্দ্র বসু-কুমরখালি	১০
" " মহারাজা রায় মুনেশ্বর বাহাদুর বাদীয়া বাদী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা অর্দ্ধ বার্ষিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাহুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাষ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, অথবা ইহার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর পাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা বাহন না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেহ [illegible] বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতি [illegible] পত্রিকায় ১০ লাইন পর্য্যন্ত ১৲ টাকা পরে ১০ লাইন পর্য্যন্ত ১৲ টাকা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দেওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible] সোমপুর ডাকঘরের অধিকারস্থ সোমপুর [illegible] দক্ষিণ চাকদিঘোলার [illegible] বিক্রয়ার্থ [illegible] অত্যাশ্চর্য্য

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

"যদক্ষরম্ প্রচ্যুতমিচ্ছিলায় পার্থিব· নরম্বদনী অমিনম্বনী ন ছীযন।"

৺

৺গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাণ্মাসিক ৫৷ টাকা।

সন ১২৮০। ১০ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ২৪ এ নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সুশ্রুত।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে শস্ত্র বৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর স্থান দ্রব্য গুণ বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং বংশীবদন অঙ্কুরের লেনে ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই ফরমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা ৵০ ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ ২৯ এ কার্ত্তিক } শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মলকর্ম্মলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সংস্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহা সর্ব্বদা গ্রন্থে পরিপূর্ণ রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিসন দিয়া থাকি।

মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাশুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীগ্রামচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কাশ শূল ও মেহের চিকিৎসা।

আমার পিতা ঠাকুর ভিন্তারাম মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস, কাশ কয় কাশ শূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট মেদিনী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং অনারেবল্ মেজিষ্ট্রেটের অধ্যক্ষ মহাশয় মহাশয়দিগের সাহেবে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা রাজাপুরের কৈবর্ত্ত চাষা মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

সালকিয়ার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এল্ বি—মহাশয়ের কৃত যত আমার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

মাতৃ শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহার যের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ ৺ অপোপ্যার মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৸৹, ডাক খরচ ।৹, আমার নিকট প্রাতব্য।

এতদ্ভিন্ন ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।৹ উহার কৃত ভিষগ্বৃত্ত ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।৹।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত ফ্রক্চর অর্থাৎ অস্থি চিকিৎসা পুস্তিকা সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸৹। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।৹ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
লালবাজার
বিশ্বহরেন্দ্র } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করা দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল বা অন্য নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অভলস ও বেণ্ড উত্তম, ডি।

উচ্চানী দেশীয় হাতের চাইল ইট। মেঝিমাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারখানা।

রাণীগঞ্জ ষ্টেসন।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল নলা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ক মর্ডাণ্ট
৭ নং এক্সচেঞ্জ প্লেস } বরণ এণ্ড কোং।

উলুবেড়িয়া হইতে মোকামীপুর পর্য্যন্ত রাস্তার ধার কাটা হইতেছিল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। যে সকল লোক তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না তাহারা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গর্ডিনার
সেক্রেটরেট কর্ণেল আর ই
অফিসিএটিং জেনেরেল সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—০—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে চাউল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য ও মদলা প্রভৃতির ভাড়ার সম্বন্ধীয় বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে যদি কেহ চাউল প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য অথবা মদলা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে ১ মণের অন্যূন বোঝাই পক্ষে প্রত্যেক মণে সাড়ে তিন আনের আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেসন হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন ষ্টেসনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম প্রাপ্তিবে অর্থাৎ উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মদলাদি ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল থাকিবে। এই ভাড়ার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল মদলা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের ভাড়ার যে মহুতার কথা হইল, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ও তাহার হুকুমমতে যাঁহারা রসদাদীর জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি রসিকপত্রে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের খাটিবে না। যাহারা নিজ কলিকাতার কর্ম্মের নিকাশীর জন্য যে সকল দ্রব্য আসীত হইবে তাহার মহুতা দিতে হইবে।

এলেক্সি ই, আই,
রেলওয়ে
১ লা নবেম্বর } ডিপিটি সিকেণ্ড।
১৮৭৬



না, সেই অভিমানে আঘাত করা হইবে সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরাগ না জন্মিয়া বিরাগের উৎপত্তি হইবে, ইত্যাদি আপত্তি করিয়া সোমপ্রকাশ দরবারের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু তখন নবানুরাগ, কে কাহার কথা শুনে। বরং তখন কেহ কেহ অকারণ প্রতিবাদী বলিয়া সোমপ্রকাশের উপরে বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন ক্রমে অনুরাগ কমিতেছে, এখন দেখিতেছি, কোন কোন ব্যক্তির চৈতন্য হইতেছে। সে দিন পায়োনিয়র দরবারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখন যদি প্রধান রাজপুরুষদিগের চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়। লার্ড নর্থব্রুক যদি দরবার প্রথাটী উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতবর্ষের অন্য অন্য হিতকর কার্য্যের মধ্যে ইহাও পরিগণিত ও প্রশংসিত হইবে সন্দেহ নাই।

ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য কাবেল সাহেবের উদ্যোগ।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিলেন, রপ্তানী বন্ধ করা, দ্রব্যাদির মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া, বিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে চাউল আমদানী করা, সময়ে অন্য স্থান হইতে চাউল আনাইয়া গোলাযাত করিয়া রাখা, প্রভৃতি অনেকে অনেক পরামর্শ দিলেন। লার্ড নর্থব্রুক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিমলা হইতে রাজধানীতে আসিলেন লোকের মনে আশার সঞ্চার হইল যে এবার একটা কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু লার্ড নর্থব্রুক আসিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রজাগণ বিশেষ আশ্বাসিত ও সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে পারৎপক্ষে রপ্তানী বন্ধ কিম্বা দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন না। বাণিজ্যের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা গর্হিত কার্য্য ও তাহার অপকার অনেক তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি, কিন্তু বিপদ্‌কালে সময়ান্তরের নিয়ম সকলও লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই অসময়ে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার সপরিবারে অনাহারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবার এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা এখনো কি পলিটিকাল ইকনমির একটা মত লইয়া বসিয়া থাকা উচিত? গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যদি চলিতে পারে তাহা হইলে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি না চলে তাহা হইলে কি করিবেন? বোধ হয় তখন হস্তক্ষেপ করিবেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ করিবার সময় আসিল কি না স্থির করিতে করিতে এই দুর্ভাগ্য দেশের অসংখ্য দরিদ্র প্রাণী নিশ্চয় অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ লোকেরা পলিটিকাল ইকনমির মত বুঝে না, তাহারা কেবল ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল মাত্র বুঝে। যদি দেখিতে পায় রাজার হস্ত অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে এই দুইটী যোগাইতেছে, তাহা হইলেই তাহারা আশ্বাসিত কিম্বা কৃতজ্ঞ হইতে পারে, নতুবা গবর্ণর জেনারল সিমলা হইতে একদিনেই আসুন আর একঘণ্টাতেই আসুন, বড় বড় মত প্রকাশই করুন, আর মৌনীই থাকুন তাহাতে তাহাদের সুখের সংবাদ কিছুই নাই।

লার্ড নর্থব্রুকের এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে আপাততঃ কিছু হউক, না হউক, বাজারে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। গত কয়েক দিবস কলিকাতাতে ভদ্র লোকদিগের আহারোপযোগী চাউল, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম ধর্ম্মজ্ঞান-বিহীন লাভ মাত্র দর্শী ও অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীরা শস্য দুর্ভিক্ষের সময় অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা এই উপলক্ষ করিয়া লাভের অবধি রাখিবে না। শুনা গেল কলিকাতার বড় বড় বণিকেরা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিতেছেন। কিন্তু সে সকল বিদেশে প্রেরণ না করিয়া এখানেই গোলাযাত করিতেছেন। চাউলের মূল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহারা এখানেই যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে ত বাজার এইরূপ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ওদিকে লর্ড নর্থব্রুক পুনরায় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় দরবার করিতে গিয়াছেন, সেখান হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করিবার সঙ্কল্প আছে।

ইংলণ্ডের লোক আসান্টি যুদ্ধ এবং কন সারবেটিব ও রাডিক্যালদিগের বিবাদ লইয়াই ব্যস্ত, আমাদের দুই কর্ত্তাও বোধ হয় সেই তরঙ্গে ভাসিতেছেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দূরে বসিয়া আপন আপন কার্য্য দেখিতেছেন, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, রাজ্যেশ্বর রাজা দরবার করিতে গিয়াছেন, কেবল সার জর্জ্জের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম। তিনি সময় থাকিতে সাধারণ ধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় গবর্ণর জেনারল আপাততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে যাহাতে অন্ততঃ এদেশের সাধারণ লোকদিগের প্রতিদিনের আহারোপযোগী সামান্য চাউল রপ্তানী না হয় এরূপ আজ্ঞা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে সকল পথ বন্ধ হইয়া তিনি যে পথ মুক্ত পাইয়াছেন তাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহার ১৭ ই নবেম্বরে প্রকাশিত কথার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, তাহা পাঠ করিলে

পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে তিনি চেষ্টার অবশিষ্ট রাখিতেছেন না। তিনি ব্যবসায়ীদিগকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে চাউল ধান প্রভৃতি লইয়া যাইতে উৎসাহিত করিবার জন্য রেলওয়ের ভাড়া অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন, সমুদায় পার ঘাটের ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছেন যেখানে গারাগারের অসুবিধা ছিল সেখানে সুবিধা করিবার জন্য আপনার দীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে রাজসাহীতে এবং অন্যান্য দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য কতকগুলি ষ্টিমার ও বোট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এত দ্ভিন্ন যদি কোন জমিদার, নীলকর কিম্বা অন্য কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি সেই সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার জন্য তাঁহাকে সকলে ধন্যবাদ করি।

লর্ড নর্থব্রুক যে নিতান্ত উদাসীনের মত কার্য্য করিতেছেন তাহাও নহে। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে এবৎসর যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের রক্ষার জন্য এই সকল অর্থব্যয় করিবার সংকল্প আছে। আমরা স্থান থাকিলে তাঁহার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু লেণ্ট নেণ্ট গবর্ণরের শেষ প্রার্থনাটী কেন আহ্য করা হইল না আমরা বুঝিতে পারিতেছি

দায় গ্রস্ত ব্যক্তিদের ও জেল।

জেল বিষয়ে সোমপ্রকাশে অনেকবার অনেক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। ডাক্তর মাউএটের সময় একবার কয়েকটী জেল উদারক করিবার ভার পর্য্যন্ত আমাদিগের উপর অর্পিত হয়। আমরাও তদানুরূপ করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি জেল সমূহের ডাইরেক্টর হিলি সাহেবের রিপোর্টের উপর লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দোষ গুণ বিচারের জন্য পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হইতেছে।

অপরাধীদিগকে জেলে প্রেরণ হয় কেন? বুদ্ধিমান মাত্রেই বলিবেন যে এপ্রশ্নের দুইটী মাত্র উত্তর সম্ভব। প্রথম অপর দুষ্টস্বভাব ব্যক্তিদিগকে ভীত করিয়া সমাজকে নিরুপদ্রব করা, দ্বিতীয় কয়েদীকে সংশোধন করিয়া তাহার হস্ত হইতে সমাজের যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল তাহা দূর করা। সমাজকে নিরুপদ্রব করা সকল লক্ষ্য। দুষ্টদিগকে দমন করা ও অপরাধীর সংশোধন করা তাহার উপায়। কিন্তু এই দুইটীই জেলের শাসন প্রণালীর লক্ষ্য। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, এই দুইটীর মধ্যে কোনটী মুখ্য ও কোনটী গৌণ। কাডেল সাহেব বলেন প্রথমটী অর্থাৎ লোকদিগকে ভীত করা মুখ্য এবং কয়েদীর সংশোধন গৌণ। ডাক্তর মাউএট সাহেবের মতে অপরাধীকে সংশোধন করা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দুষ্টদমন করা গৌণ। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে কি দেখা আবশ্যক? আমাদের দেখা আবশ্যক যে দুইটীর মধ্যে কোনটীতে অবহেলা করিলে সমাজ সিদ্ধির পক্ষে অধিক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। সেই অনুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় একজন কয়েদী যেরূপ দুষ্টিত স্বভাব লইয়া কারাগারে গিয়াছিল যদি সেই প্রকার অথবা তাহা অপেক্ষা বিকৃত প্রকৃতি লইয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সে পূর্ব্বার সমাজের উপদ্রবের কারণ হয় এবং তাহার দৃষ্টান্তে আর দশজন দুষ্ট লোককে উৎসাহিত করে। কিন্তু কারাগারের মধ্যে শাসনের কি প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহা কেহই দেখিতে পায় না। প্রত্যাগত কয়েদীদিগের মুখে ও কার্য্যে তাহার পরিচয় পায়। তাহারা যদি জেল হইতে অদগ্ধ থাকিয়াই ফিরিয়া আসে তাহারা কেবল একবার জেলের কষ্ট সহ হওয়াতে সাহসের সহিত অধিক পাপাচরণ করে এমন নহে, অপরেও তাহাদের সাহস দেখিয়া মনে করে যে তবে বুঝি জেলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং তাহারাও আর পাঁচজন লোক লইয়া ঘটনা আরম্ভ করে ও সমাজের অশেষ উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠে। সুতরাং জেলে দিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় অপরাধীর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, অথচ দুষ্টদিগের দমনের উপায়ও অবলম্বিত হওয়া উচিত। সংশোধনের পক্ষে আর শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই সংশোধনের তিনটী উপায় হইতে পারে। প্রথম, ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা দ্বিতীয়, যন্ত্রণা ও নিগ্রহের ভয় দ্বারা, তৃতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সহজ উপায় প্রদর্শন দ্বারা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা অপরাধীর সংশোধন কাডেল সাহেবের প্রার্থিত উপায়ের, কিন্তু বর্ত্তমান জেল প্রণালী অবলম্বনে [illegible] দ্বিতীয় উপায়টী এক্ষণে উপায় বলিয়া কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে অনেক দূর হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার [illegible] সকল অবস্থা বিবেচিত হয় তখন

বিশেষ যাঁহাদের মনুষ্য প্রকৃতি পরিবর্ত্তিবার শক্তি আছে তাঁহারাই জানেন যে নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহারে অতি অল্প সংখ্যক স্থলে অসদনুষ্ঠান দমন হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই প্রবৃত্তিকে আরও বিস্তৃত করিয়া ফেলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাম্বেল সাহেবের মনে বোধ হয় এই এক মাত্র উপায়। তৃতীয় উপায়টী অবলম্বিত হইলে সকল কালেতে পারে। যদি কারাগারের মধ্যে চৌর্য্য কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী কোন প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কয়েদীরা যদি দেখিতে পায় যে তাহারা সেই সকল কার্য্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং তাহা হইলে পরিবারের বিচ্ছেদের ক্লেশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, লাঞ্ছনা অপমান এসকল সহ্য করিতে হইত না, তাহা হইলে আপনা হইতেও সৎপথে থাকিতে তাহাদের রুচি হয়। বন্দীদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান হয় তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু গানি টানা প্রভৃতি কার্য্যে যেটি পরিশ্রম হয় না বরিয়া পরিশ্রান্ত করে সেই সকল কম্বল, সতরঞ্চ, মাদুর, মোজা, চোগা প্রভৃতি প্রস্তুত করান, চর্ম্মের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া, লোহার কর্ম্ম প্রভৃতি চালিতে শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিলে তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যতে সহজে জীবন নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া হয়, এবং অধিক ব্যয় না করিয়াও গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি দ্রব্য পাইতে পারেন। এই উপায়টী অবলম্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বেঙ্গল অডিকেন বিভাগ

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এবিভাগের অপব্যয়ের দুটী প্রধান কারণ। এক, অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক কর্ম্মচারি নিয়োগ, দ্বিতীয় চৌর্য্য। যে কারণে ও যেরূপে চুরী হয় তাহার নিবারণের উপায়ই বা কি এই গুলি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আফিকাস এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ বিভাগে যে কতক গুলি অপ্রাতশ্মশ্রু লোকব্যবহারানভিজ্ঞ নূতন ব্রতী আসিস্টাণ্ট আছেন, তাহারাই চৌর্য্যের উৎপত্তি স্থান। পাঠকগণ কি এ লেখার এই অর্থ বোধ করিতেছেন তাহারাই চুরী করেন আমরা এই কথা কহিতেছি? তাহা নয়। তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা অপটুতা অপদার্থতা হইতেই চৌর্য্য স্রোত নির্গত হইতেছে এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। গবর্ণমেণ্ট নিজে অহিফেনের চাস করেন না। দাদন দিয়া এই কার্য্যে কৃষকদিগের উৎসাহদান ও প্রবৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। যে রূপে চুরী হয় একণে পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। কৃষকদিগের যাহার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি দাদন লইয়া থাকে, কৃষকেরা দাদন লইয়া টাকা উদরায় যাহা করিল অথবা চাস করিল তাহার অনুসন্ধানার্থ উল্লিখিত আসিস্টাণ্ট প্রভৃতি কর্ম্ম চারিগণ মফস্বলে যায়। কৃষকদিগের সকলেই ভাল মানুষ নয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক দুষ্ট লোক আছে। দুষ্টেরা বত বিঘা দাদন লইয়া যায় প্রায়ই তাহার সমুদায় চাস করে না। তাহারা আসিস্টাণ্টদিগকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হয়। আসিস্টাণ্টেরা বালক, তাহাদিগকে ঠকান তাহাদিগের বড় কঠিন হয় না। কয়েকজন ধূর্ত্ত কৃষক যোগ করিয়া যে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবিক অহিফেনের বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতেই তাহাদিগকে কলুর গরুর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহারা বালক, অল্পেই ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বালকদিগের অল্পেই লোকের উপর বিশ্বাস হয়। পরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা যে ধূর্ত্ততা সহজে ধরিতে পারেন না বালক আসিস্টাণ্টেরা তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? যে ক্ষেতগুলি দেখিলেন তাহাতেই তাহাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিল, যে ব্যক্তি যত ভূমি আবাদ করিবে বলিয়া দাদন লইয়াছে সে সে সমুদায় ভূমিতে অহিফেনের চাস করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা তাবুতে ফিরিয়া গেলেন। কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইল। তাহাদিগের আত্মরক্ষার বড় সুবিধা হইয়া রহিল। ইহার পরে তাহারা অনায়াসে বলিবে তাহারা যত ভূমির দাদন লইয়াছিল সে সমুদায় চাস করিয়াছিল। কিন্তু সকল ভূমিতে অহিফেন উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা যে সকল ভূমিতে চাস করিয়াছিল, আসিস্টাণ্টেরা তাহার সাক্ষী, তাঁহারা আর "না" বলিতে পারেন না। কৃষকেরা সকলে নির্দ্দোষ হইল। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। কত টাকা পাথের ব্যয় হইয়া গেল। দাদনের অনুযায়ী সমুদায় ভূমিতে চাস করিলে গবর্ণমেণ্টের কত লাভ হইত, এক আসিস্টাণ্টের দোষে সে সমুদায় নষ্ট হইয়া গেল।

এই ত গেল চোরের চুরি। তাহার পর যে চুরী এক চুরী আছে, তাহাও সচরাচর বালক আসিস্টাণ্টদিগের দোষে ঘটিয়া থাকে। তাহা এই, যখন অহিফেন ওজন হয়, মুহুরিরা একটী আসিস্টাণ্টের নিকট হিসাব রাখেন। আসিস্টাণ্টেরা যদি উক্ত হিসাবের ঠিক দিয়া মোট করিয়া দেন এবং আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করেন, চুরী বন্ধ

হইতে পারে কিন্তু আসিষ্টাণ্টদিগের ঠিক দিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারা আপনাদিগের হাতের কাগজ বিনা ঠিকে ছাড়িয়া দেন। এ অবস্থায় ১১ মণের স্থানে ১ মণ ও ১০ মণের স্থানে ১ মণ করা কঠিন হয় না। এই কারণেই সম্প্রতি ১৪০০০ টাকা চুরী হইয়া গিয়াছে।

অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের সমুদায় কার্য্য উর্দ্দুতে সম্পাদিত হয়। ইহা চৌর্য্যের আর এক কারণ। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা তাণ করেন উর্দ্দু ভাল জানেন পরীক্ষাও দিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যা যত হয়, চুরীই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা উর্দ্দু কিছুই বুঝেন না। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে, পাড়ায় বিবাদ মিটীত হইলে ঔষধের আবিজিয়া চলিত হয় না। উপরে চুরীর যে কারণগুলি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা উন্মূলিত হইলে যে চুরী সহজে উন্মূলিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় প্রতিপালন ব্রত পরিত্যাগ করুন এবং আফিস্ হইতে এককালে উর্দ্দুর সম্পর্ক উঠাইয়া দিন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষা হিন্দী। যে কৃষকদিগকে লইয়া অহিফেন ডিপার্টমেণ্টের অধিক সম্বন্ধ, তাহারা উর্দ্দু জানে না, হিন্দীতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। অতএব উর্দ্দু রহিত করিয়া হিন্দী ও ইংরাজীতে কার্য্য সম্পাদনের নিয়ম করা হউক। আর এই নিয়ম করা হউক যাঁহারা ইংরাজী ও হিন্দী জানেন ও নানা কার্য্য করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারাই অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে নিযোজিত হইবেন। নিয়োগ কার্য্য বর্ণ ও জাতিভেদে করা যেন না হয়। রঙের সঙ্গে কি গুণের কোন সম্পর্ক আছে? কৃষ্ণবর্ণ কি গুণের কালিমা সম্পাদন করে। যাহার রঙ কাল, তাহার উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ গুণ জন্মে না এরূপ কি কোন কার্য্য কারণ ভাব আছে? অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টে ইউরোপীয় কর্ম্মচারি নিয়োগের এক চেটিয়া নাই, এখানে সে এক চেটিয়া কেন? এটী কি লজ্জার হইতেছে না? অহিফেন এক চেটিয়া বলিয়া কি এখানেও ইউরোপীয় কর্ম্মচারিনিয়োগের এক চেটিয়া? জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া সকলকে সমান রূপে কর্ম্ম দেওয়া হইবে বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী যে ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, তাহাতে কি "অহিফেন ডিপার্টমেণ্ট বাদে" এইরূপ লেখা ছিল? এক চেটিয়ার ফল কখন উপাদেয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে একমাত্র ইউরোপীয় আসিষ্টাণ্ট নিয়োগের এক চেটিয়া করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তথাপি কি চৈতন্য হইবে না? আসিষ্টাণ্টদিগের দুই তিন শত টাকা বেতন। এই বেতনে কি সুশিক্ষিত বিষয়কর্ম্মজ্ঞ বহুদর্শী কর্ম্মদক্ষ এদেশীয় পাওয়া যায় না? তাহাদিগের হস্তে কার্য্য ভার সমর্পিত হইলে কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? সুশিক্ষিত উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি বড় বড় রাজকার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিতেছেন না? উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি কাশ্মির প্রভৃতি মিত্র রাজগণের কার্য্য সুরক্ষার হইয়া সত্ত্ব প্রতিষ্ঠ হইতেছেন না? তাঁহাদিগের হইতে সেই সেই রাজ্যের কি উন্নতি লাভ হইতেছে না? উপযুক্ত এদেশীয়েরা অহিফেন ডিপার্টমেণ্টে প্রবিষ্ট হইলে কি এ বিভাগের এতাদৃশ পরিশেষ বদল হইবার সম্ভাবনা নাই? উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট যদি লাভবান হইবার ইচ্ছা করেন, পঞ্চশাত চৌদ্দের পরিহার বাসনা করেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্রের অনুসারে কার্য্য করিবার অভিলাষ করেন, ইউরোপীয় এসেন্সীর ভেদ না করিয়া উপযুক্ত বিশ্বাসপাত্র বহুদর্শী লোক দেখিয়া আসিষ্টাণ্ট ও অন্য অন্য পদে নিযুক্ত করুন।

আরও একটী বিষয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের গোচর করা আবশ্যক হইল। পূর্ব্বে গমস্তাদিগকে কমিসন্ দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে তাহারা উৎসাহিত হইয়া অধিক সংখ্য ক্ষেত্রে অহিফেন চাস করাইত। এখন আর কমিসন দিবার প্রথা নাই, অহিফেনের চাস কমিয়া গিয়াছে। ভূমির পূর্ব্বের ন্যায় উর্ব্বরতাগুণ নাই এই নিমিত্ত চাস কমিয়াছে এই কথা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেন তাঁহারা নিজে কিছু বুঝেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা যেরূপ পরিশ্রম করে, ক্ষেত্রে যে প্রকার সার দেয় তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা গুণের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমি প্রতি বৎসরই নূতন হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট ব্রাণ্ডদিগের বাক্যে মোহিত না হইয়া পুনরায় কমিসন দিবার ব্যবস্থা করুন।

পরিশেষে কাবেল সাহেবকে আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। অহিফেন বিভাগে [illegible] করিয়াছেন। ও পক্ষের [illegible] ভূমির [illegible] [illegible] [illegible]

গত শনিবার রাত্রিতে আমাদের ছাপাখানা বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রস্তুত করা প্রস্তাব সংবাদ প্রভৃতি সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে আমরা যে এবারে সোমপ্রকাশ বাহির করিতে পারিব সে আশা ছিল না। সেই কারণেই এবারে কিছু বিলম্ব হইল এবং এক ফরমা কম প্রকাশ করিতে হইল, সহৃদয় গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

বিবিধসংবাদ।

৩ রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য আমরা আর একটী শোকাবহ সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। কলিকাতা সিবিল সার্জন বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। ইংরাজিতে ইনি সুন্দর পত্র লিখিতে পারিতেন এইজন্য ইনি সভ্যসমাজে "ইডিয়ান বার্ক" নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অতি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪৩৯ জন প্রবেশিকা এবং ৪৩৭ জন প্রথম পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ৩ মুরগির একটী পাটের কলের ৪ শত মজুরের মৃত্যু হয়। কলের অধ্যক্ষগণ ঘাটটীর তাদৃশ সংস্কার না করাতেই উহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উঁহারা বিচারার্থে আনীত হন। উঁহারা অবশ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ব্রহ্মরাজ্য হইতে শস্য আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে ব্রহ্মরাজ্যে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে মূল্যও কমিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যস্থ ইংরাজ লিখিয়াছেন, শস্যের মূল্য শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতেছে, শীঘ্র বৃদ্ধি না হইলে আরও বৃদ্ধি হইবে। অতএব এতদবস্থায় শস্যের প্রকৃত অবস্থা না দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রার্থিত শস্যে প্রেরণ কর্ত্তব্য হয় না। শস্যের প্রকৃত অভাব নিবারণ না হইলে বা এক দুর্ভিক্ষের মুখে গাউলের মূল্য স্থানে স্থানে অসম্ভব বৃদ্ধি হইতেছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪টা ৪৭ মিনিটের সময় লাহোরে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

পিয়ার্সনের ষ্টীমার হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তন্মধ্যে এক ইংরাজ দেশীয় অধ্যক্ষ একজন কর্ত্তৃক তাঁহাকে অপহরণ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ ব্যক্তির ১০০ টাকা জরিমানা ও মকদ্দমার খরচ স্বরূপ ২০০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। এরূপ দুই একটী দণ্ডের কথা শুনিলে আমাদের আহ্লাদ হয়।

সোম্বাই গেজেট জনরবে শুনিয়াছেন যে দুই মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন প্রেসিডেন্সির তিনজন প্রধান সেনাধ্যক্ষ এবং তিন জন এডুটাণ্ট জেনরলের পদ উঠাইয়া সমুদায় সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব ভার ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাধ্যক্ষের হস্তে দিবার কথা হইতেছে। ইংলিসম্যান ইহাতে বলিতে ছেন এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ বুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এরূপ ব্যয় সংক্ষেপ করিলে বিলক্ষণ বুদ্ধির কাজ হইবে। এক্ষণে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, এক দিনের মধ্যেও যুদ্ধাদি উপস্থিত হইতে পারে না, অর্থের এই অসচ্ছলতার সময়ে এই তিনটী পদ উঠাইয়া দিলে অনেক অর্থও বাঁচিবে, কর্ম্মেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না, ইংলণ্ডীয় সেনাধ্যক্ষের এবং এই তিন প্রেসিডেন্সির অন্যান্য সিবিলের সৈনিক পুরুষের দ্বারা বিলক্ষণ কার্য্য চলিবে। আমি কমিসেরিয়েট যেরূপ সুবিধে হইয়াছে তাহাতে এরে ক্ষম হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে লোক আনিয়া অনায়াসে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

লাহোরের ব্যালিকাটিয়া বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, মহারাণী অবিরী তাঁহাদের স্কুলে ১৫ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

কেহ কেহ ইণ্ডিয়া বলেন জনরবের অপব্যয় স্বীকার করিয়া বাই.এ. সি. যুরোপ যাত্রা করিবে প্রজাদিগের চারিত্র সংশোধন করিবেন। তিনি ঐ চাউল লাভ না রাখিয়া প্রজাদিগকে বিতরণ করিবেন। অন্যান্য জমীদারেরাও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিদের টাকার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে তাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেও প্রস্তুত আছেন।

দীনবন্ধু করিয়াছেন একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি কুহুর বজারে একটী স্ত্রীলোককে কুকুরে খাইয়াছে। উহার চিকিৎসার্থে একজন ডাক্তার আনা হয়, ডাক্তার গিয়া কিছু করিতে না পারিয়া মৃত ও কাইবার জন্য কতক গুলি ঔষধ দিতে আহ্বান করিতে বলেন। স্ত্রীলোকটী তখনও জীবিত ছিল, পরিশেষে উহারা দুই জনে অন্য কোন উপায় না পাইয়া কুকুরের দাঁত তাহাকে দিয়াছে। স্ত্রীলোকটীকে একটী ঘর বন্ধ করিয়া এমনি ভয়ঙ্কররূপে আহার করিল যে পরদিন প্রাতঃকালেই উহার মৃত্যু হইল।

ব্রহ্মদেশে এই রীতি আছে, চন্দ্রগ্রহণের সময় বৃক্ষের কতকগুলি পত্র ছিন্ন শাখা রাখিয়া হয়, গ্রহণের শেষ হইয়া গেলে সেই পাতা ছিন্ন শাখাগুলি ফাটিয়া ফেলে। উহাদের সংস্কার এই ঐ পত্র দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়। কোন পীড়ার পক্ষে ডিম্বিতী পত্র বিশেষ উপকারী হয়। এদেশে স্ত্রীলোকদিগেরও এই সংস্কার আছে গ্রহণের সময় কোন একটী গাছ তুলিয়া দিলে উহা তাহাদিগের আরোগ্য হয়।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় করাসী প্রুসীয় যুদ্ধের এক খানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। উহা ১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

আগামী ২৯এ সেপ্টেম্বর শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

বাবু দুর্গা প্রসাদ ঘোষ হুগলী জিলাস্কুল এবং হাবড়ার ছোট আদালতের জজ হইয়াছেন।

পিয়ার্সনের বলেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণ বোর্ড গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহার সংকুলান বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট ৪ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন।

ডাম্পিয়র সাহেব পুনরায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, মাকেঞ্জি সাহেব পুনরায় অন্য সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা যেরূপ তাহাতে সকলে চিন্তিত হইয়াছেন।

গত সোমবার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকাল কালেজের একটী ছাত্র (ইনি বরাহনগরের একজন জমীদারের পুত্র, কলিকাতার বিডনষ্টেলে থাকিতেন) মাইট্রো এসিড

...খাইয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্ধকূপহত্যার ভাবে এখনও কিছুই ভাঙ্গা হয় নাই। ... গ্রাম পূর্ব্বে এখানে অন্ধকূপ ছিল সে প্রকৃত্য ... ছিল সে প্রকৃত্য ... ছাত্রেরা তাহাকে ম্যাকদনাল্ড সাহেবের ... ভাঙ্গা ... ভূলিবে ... কালেজে লইয়া গিয়া ... ঘর।

এক এক ... সাহেব তমলুকে বদলী হওয়াতে এক আর এস, কলিয়র সাহেব তমলুকের পরগণা আসিষ্টাণ্ট ম জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

সর লি ষ্টেডহাউস এক্ষণে আসাম গবর্ণমেণ্টের মেম্বারের আসিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেলের কেন সাধারণেরই ... হাত তুলিয়া দেখেছেন।

৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

এডুকেশনগেজেট ... সংবাদ পাইয়াছেন পাবনার ... একটি প্রস্তর ... জমীদারদিগের ... উপক্রম করিয়াছে। সকল ভাব দেখা যাইতেছে ... যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ... অন্যান্য স্থানের প্রজাগণ ক্রমে এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবে।

এল, মেসের আর্থ ... সাহেবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ... তমলুকের ... এবং সহর পুরে ... বিলক্ষণ ... হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামের ... অনেক ইস্তাহার ... হইয়াছে। অধিকাংশ ... স্থানে ... হইয়াছে।

... তমলুকের ... সাহেবের নিকট ... হইয়াছে ... হইয়াছে ... এই অপরাধে ... ছিলেন যে ... হইয়াছিল ... তাহাতে তিনি নির্দ্দোষ হন, অতিরিক্ত ... ঐ মকদ্দমা ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের ... সাক্ষী দেওয়া ... জমিদারের ... হইয়াছে। ... ঐ মকদ্দমা ... মকদ্দমা ... পরিত্যক্ত হইয়া ...

অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে, 'লোকের মত দিবা পার্শ্বে উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে।

মিঃ ব্রমলে, গবর্ণমেণ্টে ... করিবার ... ২৯০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই কলিকাতা হইতে ভাগলপুর ... পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ ক্রোশ ... হইয়াছে এই ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে চারি ক্রোশের মত ব্রহ্ম শ্রেণীর চাউল আছে। গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মশ্রেণীর চাউল আমদানী করিতেছেন বটে কিন্তু উহা এদেশের লোকের খাদ্যোপযোগী ... বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। উহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

পিয়রসিয়র বলেন, লণ্ডন হসপিটের ... হইতে ... চাউল ... করিতে দিবার ইচ্ছা নাই। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য লাভ হওয়া ... বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এই বুঝিতে পারিলেন না।

হুগলী ... আপাততঃ ... বন্ধ করা হয় এই বলিয়া ... আবেদন করেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি আবেদনকারীদিগকে বলিয়াছেন, অদ্য হিসাবের পর ... এক বৎসরের জন্য ... বন্ধ করিয়া উহা হুগলী হইতে স্থানান্তর করাই স্থির হইয়াছে। প্রজারা বুঝিয়া ... এই কর দিবে, তবে যদি কোন ... বাধাতে ... দেওয়া বন্ধ থাকে, শীঘ্র ... এই কর ... জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। কি অনুগ্রহ! কাবেল সাহেব কি ... বন্ধ করিয়া হুগলীতে এই কর স্থাপন করিয়াছিলেন ... বুঝিয়া উঠিতে পারি ...

৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

অদ্য ইণ্ডিয়ান মেসিঞ্জার পুনরায় ... বঙ্গের ... বকলমা ... রহস্যের মধ্যে ... সংবাদের একান্ত ইচ্ছা। ... কলা গো ... এতদ্বারা ... সাহেব এক ... হওয়া ... হাইকোর্টের ... দিয়াছিল ... সাক্ষ্য ... বলিয়াছেন ... যে সাক্ষ্য ... বলিয়া ... পারে ...

... সাক্ষী ... হইতে ... প্রায় ... সাহেব ... হইয়াছে ... হইয়াছে ... সংবাদ ... হইতেছে।

১ই নবেম্বর এক ব্যক্তি ভাগলপুরের অন্তর্গত রাজপুর হইতে ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, তথাকার লোকের মৃত্যু হইতেছে। যাহাদের টাউন আছে তাহারা উহা বিক্রয় করিতেছে না। যদিও বা কোথায় কিছু কিনিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রতিদিন খাটিয়া খায় তাহারা কাজ পাইতেছে না বলিয়া উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা তাহাও কিনিয়া খাইতে পারিতেছে না।

বীরভূমের টাউনের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে কিন্তু তথায় এখনও প্রায় ২ লক্ষ মণ টাউন মজুত আছে। প্রকৃত অভাব না হইলেও এ সময় মহাজনেরা যে ইহা পূর্ব্বক মূল্য হ্রাস করিতেছেন এটী তাহার প্রমাণ।

ইউরোপীয় সমাচার।

গত ১৪ই নবেম্বর। কিউবাতে যে সকল হত্যা করা হয় সেক্রেটারি ফিশ তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। স্পেন এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহার যাহিতা বুঝেন এবং এই হত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

মেজিনের বিচার কালে কর্ণেল ষ্টকেল আসা সাহেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত ১৭ই নবেম্বর। ইংরাজেরা এলনিয়াতে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আলাস্টিদিগকে পরাভূত করেন। এই পল্লী জ্বালাইয়া দিয়া আলাস্টিদিগের শিবির ভস্মকরেন। ২০ জন ইংরাজ আহত হয়, ব্যাটেরিয়াতে এখনও গুলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

গত ১৭ ই নবেম্বর। ১৭ই অক্টোবর সর ষাণেষ্ট ঔলস্‌লি আলাস্টিদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হন।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৪ এবং বোম্বাই হইতে ২৭এ অক্টোবর যাত্রা করে অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

গত ১৮ই নবেম্বর। লর্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ডের উদ্যোগ করিতেছেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ। খাকইপুর। যিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সমস্তই লিখিয়াছেন সর্ড ইডলিফ ট্রাউন রিপোর্ট করিবার সময় রাজেন্দ্র বাবুর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকেন সে অপরাধ ত পত্রের নয়। সর্ড ইডলিফ ট্রাউন পূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবুর প্রশংসা করিলেন রিপোর্টে তাঁহার নাম উল্লেখ কেন করিলেন না তাহা আমরা জানিনা। রাজেন্দ্র বাবুর কীর্ত্তিকলাপের বিষয় অনেক বার অনেকপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং সোমপ্রকাশেও কয়েকবার প্রকাশ হইয়াছে, সেই জন্য আর এবিষয়ে স্থান দেওয়া অনুচিত বোধ হওয়াতে আমরা আপনার পত্র খানি মুদ্রিত করিলাম না। বিশেষ অধিকারিদিগের সৎকার্য্যের ঘোষণা বিষয়ে আমরা কিছু দ্বৈধী—কারণ অনেক স্থানে জানা গিয়াছে যে প্রজাদের শোণিত শোষণ করিয়া এই সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই সকল অধিকার আমাদের প্রশংসার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের আন্তরিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র।

দুঃখিনী বিজনবিনী! আপনার পত্রখানি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। পাছে আপনার মনের কথা কয়টী লইয়া লোকে হাসা পরিহাস করে এই জন্য ছাপা গেল না। আপনার ঠিক নাম ও ঠিক ঠিকানা জানিলে আমরা আপনার সাহায্যের জন্য বিশেষ উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের নিকট গোপনে নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে প্রকাশ হইবে না। বিবাহবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও সেইকর্ত্তে সন্তান জন্মিলে সে আস্ত তর্পণে অধিকারী হয়। কিন্তু আমাদের এই পরামর্শ, আপনি অপরিণতমতি অতএব বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন॥

বীরশিখুল হইতে একজন লিখিয়া ছেন:—

এক আশা ছিল, আউ ধান্য হইলে কষ্টের কিছু লাঘব হইবে, কিন্তু তাহাও ঘটে নাই একারণ এক্ষণে কৃষকগণের ক্লেশের এক শেষ হইতেছে। মজুরী খাটীও জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই, তাও সকলকার অদৃষ্টে সব দিন জুটিয়া উঠে না। তদ্ভিন্ন কতকগুলি লোকের এপ্রকার অন্নাজীর্ণ যে কোন প্রকারেই অন্নলাভ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, এদিগে বঙ্গের একটী তণ্ডুল কণা মাত্র সঞ্চয় নাই। এজন্য অনেক দিন সেই হতভাগ্য দিগকে অন্নাভাবে আহারের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হয়, যদি কোন পুণ্যাত্মা দয়া করিয়া কিছু কর্জ্জ প্রদান করিলেন তবেই তাহার ভাগ্য প্রসন্ন মনে করণান্তে অন্বেষণে দিন যাপন করিতে হয়। টাকা প্রাপ্ত হইলে ও নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ধান্য বা তণ্ডুল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

আমাদিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। যে চাউল গত বৈশাখ মাসে ৩৸ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং গত পূর্ব্ব সপ্তাহে যে চাউল ৩।৸২ সেরের কথা আমরা লিখিয়াছিলাম সেই চাউল এক্ষণে ১৲ সেরের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

সম্প্রতি কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু এখানকার দ্বিতীয় সদর মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন, শুনিলাম ইনি নাকি কৃতবিদ্য ও অমায়িক লোক। যাহা হউক ইহাঁর বিচার প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৩। অমতা মহারাজার, মহাশীতমার্জ্জন সর্দ্দি মহলা প্রভৃতি ঠাকুর বাটীতে প্রায় ৩৪ শত কাঙ্গালী প্রত্যহ মহাছত্র কালে আহার করিয়া থাকে, গত কয়েক সপ্তাহ অবধি কিছু বেশী কাঙ্গালির আমদানী দেখা যাইতেছে, ইহা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্ব দিবস

৪। খাসপতের শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয় এখানে হোমিওপাথী মতে চিকিৎসা করিতেছেন। যে সকল জীর্ণ জ্বর ও প্লীহাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে অন্যান্য বড় বড় এলোপাথীক ডাক্তারেরা ছাড়িয়া দিয়াছেন মহেন্দ্র বাবু তন্মধ্যে কতকগুলিকে একেবারেই পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া লোকের ধন্যবাদ ভাজন হইতেছেন। বর্দ্ধমানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাঁর চিকিৎসা প্রণালী দর্শন করিয়া সাতিশয় কৃতও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ইনি অনেক ছাপী রোগীকে বিনা দর্শনীতে (ফিজিটে) দেখিয়া থাকেন, এবং মূল বিশেষে নিজ হইতেও ঔষধ প্রদান করেন। কলে মহেন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয় নাধারণের কৃতজ্ঞতা ও দুঃখী অনাথ পীড়িতগণের অজস্র আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতেছেন, বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা ভরসা করি মহেন্দ্র বাবু এখানে কিছুদিন বিরাজ করিবেন।

আমরা নিতান্ত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বীরশেখরিয়া নিবাসী, মহারাজার বিদ্যালয়ের ম্যানেজার এবং মহারাজের সেরেস্তার অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিবিধ-শাস্ত্র-বিশারদ শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহোদয় ইহ লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে মহারাজ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? মহারাজ বহু সময় টাকা ব্যয় করিয়া মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, ধর্ম্মীষ্ঠ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অপেক্ষা আমার মহারাজের উৎকৃষ্ট হইবে এই মহারাজের বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতা সেই ইচ্ছা সমূলেই উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। যাহা হউক তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুতে মহারাজের

সেরেস্তা পণ্ডিতের হইলেন বলা বিকল্পিমাত্র। মহারাজ মূলসন্ধী অনুপযুক্ত পণ্ডিতকে উক্ত মৃত মহারাজের পদ প্রদান করিয়া তাঁহার আসনের অব মাননা না করুন ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

৩। অন্যান্য কোন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহারের কথা আমরা যতদিন অবণ করিয়া আসিতেছি। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি। তিনি যদি অত্যাচরণ পরিত্যাগ না করেন, তবে আমরা তাঁহাকে অগত্যা সাধারণের নিকট হাজির করিতে বাধ্য হইব।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি ছোট আদালতের বর্ত্তমান বিচারপতি মহাশয় ও মহাত্মাবরাণ্য বাবুদের এ বৎসরে মেরেরিয়া সংক্রান্ত ডিসপেন্সরিতে আর দশ সহস্র টাকা দিয়াছেন, ইতি পূর্ব্বে পঞ্চাশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। এজন্য বাঙ্গলার লেপটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল ও তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ের অপযশ দূরীভূত হইবে।

২৯ শে কার্ত্তিক।

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মলারী আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম খুড়ি নামে একখানি গ্রাম আছে। তথায় কৃষিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। সংবাদপত্র লোক মাত্রে বলিলেই হয়। সেখানে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম কয়েকটী পরিবারের অন্নের এক শেষ হইয়াছে। এক বেলাও উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহারা আহার করিতে পাইতেছে না। এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সত্য স্থানীয় কর্ত্তা চারী মহাশয় এর সংবাদ লন, এই আমাদের প্রার্থনা।

২। শুনিলাম কীর্ণাহার স্কুলের অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত হীন হইতেছে। ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অধিবাসিগণকে সন্দিহান হইতে হইয়াছে। স্কুলকমিটির সিভিল সার্জ্জন সাহেব মাসে একবার করিয়াও আসেন না, কিন্তুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। শুনিলাম তিনি এবার হতাশ হইয়া আর এর মিলিটারী ডিসপেন্সারি দিতে হইবেন এই ভিন্নায় আছেন। স্কুলে বালকদের যেরূপ বেতন আদায় প্রথা রহিয়াছে তাহাতে ঐরূপ না হইলেই হয়। প্রথম শ্রেণীর তেরজন ছাত্রকে (বিদেশীয় হইলে) আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুবিধা সত্ত্বেও পোড়া স্কুল এ স্কুলটীর যদি অবস্থায় হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ এই অবস্থাতেই স্কুলটী অধীনে রাখিয়া দেন।

৩। এই দুর্ভিক্ষের সময় বেতমপুরের স্বপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরঞ্জন বাবু ভিন্ন আমাদের দৃষ্টি যাইতেছে। রামরঞ্জন বাবু বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি আজি কালি বীরভূমের প্রধান জমিদার মধ্যে পরিগণিত। সেদিনার বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের রিপোর্টের তাঁহারই কেবল নাম প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বীরভূমের মধ্যে তিনিই যে কেবল উদ্যোগ-শীল এটী কমিশনর সাহেবের ধারণা হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তিনি যে উক্ত গৌরব পাইয়াছেন, তাহার অনুরূপ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হউন। কাজ দেখাইবার সময়ও উপস্থিত। বীরভূমের অনেক স্থানেই এখনই হইতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সর্ব্বত্রলেই ইতর লোকের যায় গত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়ার অনেকেই কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম জুটিয়া উঠিতেছে না। এ সময় স্থানে স্থানে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। মধ্যে মধ্যে একটী অন্নসত্র খুলিয়া দিন। কল কথা তাঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা আছে। এ পর্য্যন্ত তিনি বীরভূমের কোন স্থায়ী উপকার করেন নাই। এ সময়ে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। রাইপুরের দুর্বিপ্রজাদের দিকে যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়।

আমাদিগের ভ্রমণকারী সংবাদদাত লিখিয়াছেনঃ—

১। আজ কাল রেলের ভাব ও সমস্তই মতে মত-লাভ হইতেছেন, এবার সমস্ত রেলও দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ সমবেত আছে। এ অবস্থায় পলাদির অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই প্রাণ শোণিত শুষ্ক হইতেছে। এমন সময় আমার ছুটী হওয়ায় মহা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। অগত্যা চাল চেলার, শুনিলাম এক প্রজ মুহুরি অন্যান্য দিগের নিকট হইতে ১৫০ টাকা খাজনা দিয়া রেলা করিয়ার আদেশ লইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই আর এক জন আমলা নিযুক্ত করিয়া রেলা হইয়া রেলা করিবার প্রার্থনা করিয়াছি। তাহাতে অনুমতি হইলে আমিও বিদায় লইতে পারি নাই। দুর্ভাবনার যে মেঘের সঞ্চার হয় তাহা অচিরেই মেঘের ন্যায় দুরাইয়া যাইবে না। এবং ডিসিপ্লিনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে যে কঠোরতার নিয়ম পাশ হইয়াছে, তাহার সাধারণে অজ্ঞাত নহে। বিশেষ এই ভয়ানক সময়ে এ খেয়ার যে সাধারণের ভয় দূর অবিলম্বে হইবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা আরও শুনিয়াছি উপরিউক্ত খেয়ার নিয়োজিত সাহিবদের পুলিশ উক্ত খেয়ায় বিষয় সময় ভার পাইয়াও কিছু করিতেছেন না। খেয়া ঘাট পূর্ণিয়া হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় এক মাস কাল চলিতে থাকে। পূর্ব্বেই আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচর জন্য প্রকাশ করিয়াছি, সাধারণের কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমরা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। যতদূর আমরা আজ কাল দুরা খেয়ার প্রাদুর্ভাব এবং পুলিশের তাহাতে সম্পূর্ণ ঘোর সকল দিকেই শুনিতে ও ঘোর ঘোর স্বচক্ষে দেখিতেও পাইতেছি। সেদিন রামনাগরীর অন্তর্গত সুলতানপুর মুরলাড়ার খেয়াতেও আমরা ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অন্নদা ষ্টীমশিপ্ যাত্রার ষ্টীমশিপ বিক্রয় অথবা পরলা লাভ করিতেছে। বাজারে প্রকাশ যে উক্ত যাত্রার দুই আনা মূল্যের ষ্টীমশিপ বন্ধ পরলায়, তাহি আনার ষ্টীমশিপ পাঁচ আনায়, এক টাকার ষ্টীমশিপ এক টাকা দুই আনায় বিক্রয় করিয়া সে ব্যবসায় পাঁচজন আরম্ভ করিয়াছে। আমার শুনিলাম যে ব্যক্তি উপরি পয়সা দিতে অস্বীকার করে, তাহার অনুকূলে ষ্টীমশিপ দিলে না। দুর্ভিক্ষের সাহিবেই সাহেব কি করেন। তাঁহার মনুকম্পীলন কি কষ্টকর হইয়াছে!

অদ্য এই কার্ত্তিক পোষাণী পূর্ব্বাপেক্ষার সাহিবে যাত্রা পরিত্যাগে একেবারে তিন চারি বাড়াইতে। ঐ দিন হইয়া এখনকেরই সর্ব্বনাশ ঘুরিয়া গিয়াছে। পুলিশ আসিয়া [illegible] করিয়াছে। পুলিশের অত্যাচারে যাত্রা হইয়াছে এক পরে যাত্রা [illegible] অনুরোধে ঘুরিয়া যাই যেন। আমরা পুলিশ সাহেব বিশেষ সাহেবে দিয়া [illegible] দিয়া [illegible] দিয়া [illegible]

গত ২ রা নবেম্বর আমরা বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ ডুমারখালী যেখান হইতে শকটারোহণে হালসা পর্য্যন্ত আসিয়া অবতীর্ণ হই। ঐ তারিখে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কোম্পানির এজেণ্ট মেঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেল সাহেব উক্ত ট্রেণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তত্রত্য আরোহিদিগের কষ্টের সীমা ছিল না অর্থাৎ যে গাড়ীতে ৪০ জন মাত্র লোকের স্থান পাওয়াই কর্ত্তব্য সেই গাড়ীতে এমন কি ৮০ জন পর্য্যন্তও প্রবেশ করান হইয়াছিল। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৪০ জন ব্যক্তির স্থানে ৮০ জনকে প্রবেশ করান হইলে সকটস্থ লোক সমূহের কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। এ সকল দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি? এক মাত্র কর্ম্মচারিদিগের পর্য্যাপ্ত সংখ্যা সকট না রাখাই কি ইহার যথার্থ কারণ নয়? যদি তাহাই হইল তাহা হইলে ইহা কি যম পর নাই অন্যায়াচরণ নহে? আমরা গবর্ণমেণ্টকে এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত গোবামী দুর্গাপুর একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম। ইহাতে বহুতর ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের বসতি আছে, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে তত্রত্য কাহারই কোন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ বা আন্তরিক যত্ন নাই, অধিকাংশই আমোদপ্রিয়। এখানে একটী ডাক পোষ্ট আফিস আছে। তাহাতে একটী মাত্র লোক করা থাকায় এদেশীয় পত্রাদি আদান প্রদান যেরূপ যার পর নাই কষ্ট হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম আফিসটীতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আয়ও হইতেছে; কিন্তু তত্রত্য এ পর্য্যন্ত একজন লোক করা দ্বারা একবার ডিন ক্রোশ পথে ডাক প্রেরণ ও পুনরায় তথা হইতে ডাক আনয়ন এবং তদমধ্যে ৪। ৫ ক্রোশ দূরস্থ গ্রাম সমূহের পত্রাদি বিলি করা কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল সাহেব মহোদয়কে অনুরোধসহ পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি উপস্থিত লোকের ৬৫৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৫ এবং আর ৩। টাকা বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ১। ও উক্ত ৩। একত্রে ৫ টাকায় আর এক জন লোক করা নিযুক্ত করিয়া দেওয়ার আদেশ করুন। তাহা হইলে সাধারণের কার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হইবে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টেরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু লাভ থাকিবার সম্ভব।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কুচবিহারের জল বায়ু।

অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে কোন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যত্ন হওয়াতে রাজ্যের অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। যে স্থান ভদ্র লোকের অগম্য ছিল, যে স্থান, কুৎসিত রীতি নীতিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থান পশু সদৃশ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহার আবাস যোগ্য ছিল না, সেই স্থান ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালোক সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, সেই স্থানে গ্রামে গ্রামে, বিদ্যালয়, বিভাগে বিভাগে বিচারালয়, চিকিৎসালয়, শান্তি রক্ষক, এক জন পদ হইতে অন্য জন পদ সংযোজক রাজ পথ, রাজ ধর্ম্মীতে শিক্ষা বিদ্যালয়, সঙ্গীত শালা, মুদ্রা-যন্ত্র, ডাক ঘর ও নানা প্রকার সৌধ এবং পরিষ্কৃত প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। এ সমস্ত মঙ্গল কার্য্যই কুচ বিহার প্রভৃতি যিনি শ্রীযুক্ত হটন সাহেব বাহাদুরের একান্ত যত্নে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যদিও তিনি কয়েকটী অন্যায় কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু মাবালক রাজার হিত সাধনে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য সে সকল অপব্যয় মার্জ্জনীয়।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কমিসনর মেটকাফ সাহেব বাহাদুর তৎপদাভিষিক্ত হইয়া নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া রাজ্যটী সুশৃঙ্খলায় রাখেন। কিন্তু তাহা না হইয়া সংক্ষেপের বদলে ব্যয়ের বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে। যে সকল কার্য্যে ব্যয় করিতেছে, অনেক স্থলে আবার দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হওয়াতে কর্ম্মচারি মাত্রেই যে রূপ সশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কোন লোকের মনে এরূপ আশা নাই যে কালি আগামী কল্য আপনে থাকিয়া কর্ম্ম করিব। সাহেব মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মচারিদিগকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

তিনি এস্থানে আগমন করিয়া অবধি যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এই যে বিদায় হইতে গোটাকত পর্য্যন্ত প্রতি ইংরেজী মাসের ১ লা তারিখে দুই খানি নৌকা মনুষ্য ও দ্রব্যাদি লোকাই হইয়া, ক্রমান্বয়ে গমনাগমন করিবে। আরোহীদিগকে আধ মণ পর্য্যন্ত ওজনে আবশ্যক দ্রব্যাদি সহ পাঁচ টাকা ভাড়ায় গমন ও পাঁচ টাকা ভাড়ায় আগমন করিতে হইবে। অতিরিক্ত সামগ্রীর মণ প্রতি আট আনা হিসাবে মাশুল লাগিবে। ২০ জন মনুষ্যের অধিক মনুষ্য দেওয়া হইবে না এবং নৌকার অর্দ্ধাংশ ব্যতীত, সমগ্র নৌকা ভাড়া দেওয়া হইবে না। ইহা কেবল সাধারণের উপকার জন্য নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে। অপর ইংরাজী মাসের ১৫ ই তারিখে আর এক খান ষ্টীমার কুচবিহার যাইবে, এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যে লোকের কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা বিস্তার দ্বারা অনুভূত হয় না। গমনাগমনের সুবিধার বাণিজ্য কার্য্যের কত অভিবৃদ্ধি হইতে হয়, তাহা ব্যবসায়ী লোক মাত্রেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। জলপাইগুড়ি হিয়া, কাছাগোলা পথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ ও আনয়ন করিতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াও সুশৃঙ্খলা অবশ্য পাওয়া যাইত না। এই দেশ হইতে কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে অগম্য স্থানে এখান করি। যেমন ঐ স্থান পূর্ব্ব পুরুষ (১) তাহাত

(১) ইংরাজ ভোটান্তে ও তদ্ববর্ষের যুদ্ধ অনেকে ছেলের বৃদ্ধি ৮৪১।

[illegible] বর্ণনীয় বিষয় হইয়াছে; উহাও সেইরূপ দেশ মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া অপগণ্ড শিশু রাজাটীকে বক্ষঃ রাখিলে বঙ্গদেশীয় জনগণের অন্তরে সদা জাগরূক থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

৩য় ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি পাপ্য ধার্ম্মিক সজ্জনঃ অতিমধুরী ম ছীবনা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা

সন ১২৮ ১৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১ লা ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

হুগলী।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসকদিগের মতে সমস্ত চিকিৎসা ঔষধ প্রকরণ, শারীরস্থান দ্রব্য গুণ বিষের রোগের বিধান, লক্ষণ ও চিকিৎসা। সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর উত্তম উত্তম বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতার ৩৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যের দোকানে ডাক্তারিখানা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই কাগজ বৃদ্ধি করা যাবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা /০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম দেয় না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

মন ৮০
২১ কার্ত্তিক

শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আনার নিকট প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা হরিণবাড়ী দত্ত ষ্ট্রীট ৫ নং ভবন

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত তাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৶ মাত্র। ১০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ড আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০ আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

অসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উহার কৃত ভিষগ্রত্ন ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৩ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহরেন

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত মজবুত পাইপ এবং উহার মিমিত্ত ষ্টপকম জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারখানা।

কারখানার ষ্টেশন।

বাটী, নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৯নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট

বরণ এণ্ড কোং

দুরবস্থিতা হইতে যে ইন্দ্রাণীপুর পর্য্যন্ত যে খাল কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিট অধিক জল আবশ্যক করে না তাহা ঐ যাইতে পারিবে।

এই অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট
লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল আর ই
অফ এফ্‌ই অবেণ্ট সেক্রেটারি
মাদ্রাজ, গবর্ণমেণ্ট পব্লিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেণ্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—১১:—

যিনি ঘুরঘুরে আরজ্জাল লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ অন্বেষণ ও পরমার্থ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ এতদ্ভিন্ন পুস্তকের মধ্যে যে সকল করিতে মনস্থ করিবেন, উত্তর পুস্তকের মধ্যে তাহার বিস্তর আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—

কলিকাতা শুল্ক এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত যার হয় না অথচ যখন উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে সুখজনক হয় ইহা দ্বারাও সেই সকল হইবে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীগণের পরিবর্ত্তে কারণ কোন কোন বিষয়ে অধিক সময় লাগে, ইহাতে সে সকল কর্ম্ম অল্প সময়ে নির্ব্বাহ হইবে। যথা দ্রব্যাদি বন্দিম বিক্রয় করণ ও ক্রয়াদি প্রেরণ করা, এবং বন্দুক, বারুদ, ঔষধ, বিলাতের কি দেশীয় কুরাদি ক্রয় ও সংগ্রহ করা, আত্মীয় স্বজনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, ভাড়া দেওয়া, ভাড়া করা, সকল বিষয়ে সংপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিষয়ে সমন্বয়তা করিয়া যাহাতে পুরুষার বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রথম হইতে সাবধান হইয়া উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে পাইবেন, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি প্রস্তাবিত বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার প্রস্তাবিত বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর দ্বারা বিক্রয়ের ধারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু তাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই যেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা অবশ্যক হইলে পোষ্টের খরচা ডাক মাশুল পাঠাইলে উহাই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীকালীচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীর উপরে অধিক প্রভু
তাহার কারণ ও ফল

গভর্ণমেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অধীনস্থদের অধিক এক অংশে ত্রুটি অভাব ও ক্ষতি হইলে প্রভুর বিশেষ তাহার পূরণ হইয়া থাকে। অধীনস্থ অধিক পরিশ্রম অধিক, বণিকের অর্থের প্রবল; বাঙ্গালিদিগের যত কিছু। সাহস অল্প, অধীনস্থ ইউরোপীয়ের বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়া এই ত্রুটি সংশোধন হইয়া যেন। ইহাদিগের যাহা নিজের কাজ করিতে হয় তাহাতে ইহাদের স্বাধীনতা দৃষ্টি হয়, ইহা নিজের স্বাধীনতার পক্ষ পাতী; তজ্জন্যই ইহাদিগের অনেক ইংলণ্ডের সকলের সমভাবাপন্ন হয়, ইহা নিজের স্বাধীনতার পক্ষ সেই চেষ্টা করে ইহাদিগের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া থাকে। ইহারা নিজের স্বাধীনতা পক্ষপাতী নহে।

অবনত হইয়া উঠে। বাঙ্গালিদিগের যত ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে, ততই ইহাদিগের স্বজাতিতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ইহাঁরা ইংরাজদিগের সমকক্ষতার অবলম্বন করিতেছেন এবং ইংরাজদিগের দোষ দেখিলেই তাহা মুখের উপরে বলিতেছেন। ইংরাজদিগের একটী বিজাতীয় জেতৃজাতীয় গর্ব্বিতভাব আছে। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে তাহাতে আঘাত লাগিতেছে। তাঁহারা মর্ম্মাহত হইতেছেন। যাহাতে বাঙ্গালিরা আর এরূপ করিতে না পারে, সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালিদিগের না। উচ্চ শিক্ষা না হয়, বাঙ্গালিরা আর উন্নত পদ না পায়, অনেক ইংরাজ সেই চেষ্টা করিতেছেন। অনেকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, বাঙ্গালিরা মাথা তুলিতে না পারেন, ইংরাজদিগের পদতলে পড়িয়া থাকেন, দাসবৎ ইংরাজদিগের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন।।এখন পাঠকগণ দেখুন, ইংরাজদিগের স্বভাব কেমন চমৎকার এবং বাঙ্গালিদিগের কেমন ভাগ্য। বাঙ্গালিদিগের অনুরূপ কার্য্যকারিতা ও অনুরূপ শিক্ষাশক্তি শুন্য না হইয়া দোষের হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগের বল বীর্য্য ও অল্প করিয়া যে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বৃত্তি দিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালিদিগের উপরে ইংরাজদিগের কোপের এক কারণ দেখা। এখন ইংরাজেরা যে কারণে বাঙ্গালি অপেক্ষা হিন্দুস্থানীদিগের উপরে অধিক প্রসন্ন, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন।

হিন্দু স্থানে মুসলমানদিগের রাজত্ব বহুদিন হয়। হিন্দু স্থানের মুসলমানেরা দীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন। অধিক কি বলিব, এখন হিন্দু স্থানে আসিয়া বাস করে। এবং অনেক হিন্দুকে বল পূর্ব্বক মুসলমান করিয়া ফেলেন। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু আচরণ করিলেন তাঁহাদিগেরও অধিকতর যবন সংসর্গ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পুরুষপরম্পরাগত পবিত্র আচার ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের আচার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যিনি বঙ্গদেশের ও হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনি অনায়াসে যাথার্থ বুঝিতে পারিতেছেন মুসলমানদিগের প্রতিমা, পূজা নাই। সুতরাং হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগেরও প্রতিমাপূজা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। হিন্দু স্থানের হিন্দুরা প্রায় নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করেন না। যে সমস্ত দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, কতকগুলি লোকে তাহার মস্তকে পুষ্প ও জল নিক্ষেপ করেন এই মাত্র। অধিক সংখ্যা লোকেরই পূজার মন্ত্র জানা নাই। পণ্ডিত কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্র জানেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন মাত্র। বঙ্গদেশের ন্যায় হিন্দু স্থানে নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হিন্দু স্থানে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের ন্যায় উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। উহাঁদিগের বাম হস্ত উচ্ছিষ্ট হয় না। দক্ষিণ হস্তে আহার ও বাম হস্তে হুকা ধরিয়া জলপান করা হইতেছে এবং সেই বাম হস্ত ধৌত না করিয়া নমস্কারে দেওয়া হইতেছে তাহাতে দোষ হইতেছে না। হিন্দু স্থানে ব্রত নিয়মাদি পালিত প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গদেশে ব্রত নিয়ম ও প্রতিমা পূজা দ্বারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, হিন্দু স্থানে সেরূপ নয়। বঙ্গদেশের ব্যবহার এই, পাচক ব্রাহ্মণ পাচিকা সিদ্ধ অন্ন স্পর্শ করিলে, তাঁহার হস্ত অপবিত্র হইল। যতক্ষণ তিনি সেই হস্ত ধৌত না করিবেন, ততক্ষণ তিনি পবিত্র হইতে পারিলেন না। কিন্তু হিন্দু স্থানে সিদ্ধ অন্ন স্পর্শে দোষ হয় না। মুসলমানদিগের সংসর্গে হিন্দুস্থানের হিন্দুদিগের আচার যেমন ভ্রষ্ট হইয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের অনেক আচার ব্যবহার পরিগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের শিষ্টাচার এক প্রকার, মুসলমানদিগের শিষ্টাচার অন্য প্রকার। হিন্দুরা পূজ্য ব্যক্তির চরণ বন্দন ও সমকক্ষ ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকেন। নিকৃষ্টকে নমস্কার করেন না। অন্য জাতীয়কে নমস্কার করা দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের সকলকেই প্রণাম করা ও প্রতি প্রণাম গ্রহণ করা রীতি। তাঁহারা যখন হিন্দু স্থানে রাজত্ব করেন, তখন ঐ রীতি তথায় কতক বল দ্বারা ও কতক কৌশল দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাহাঁরাও জেতৃজাতীয় ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুস্থানীয়দিগের নিকটে প্রণাম গ্রহণ পরাঙ্মুখ হয় করেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আজও সেই অভ্যাস আছে। তাঁহারা মুসলমানদিগকে দেখিলেই ভক্তি ভয়ে যেরূপ সেলাম করিতেছেন, ইংরাজদিগকে দেখিয়াও সেইরূপ সেলাম করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, সুতরাং তাঁহারা হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই। তাঁহারা ইংরাজ দেখিয়া ইংরাজের ন্যায় টুপি খুলিয়া সেলাম করেন না। তাহাতে ইংরাজেরা চটিয়া উঠেন। বাঙ্গালিদিগের সে অভ্যাস নাই কেন? আমাদের নিমন্ত্রণ হয়, পাঠকগণের অনেকে বোধ হয় নিমন্ত্রণে গিয়া থাকিবেন। অতএব এস্থলে

সাহেবদিগকে সেলাম করিতে ও ভৃত্য দ্বারা উহাদিগের পদাঘাত বৃষ্টি করিতে শিক্ষা কর, তোমাদিগের উন্নতি অসম্ভব অপরিহার্য্য হইবে।

—:০:—

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

যেরূপ সহজে আমাদের আরম্ভ করে কয়েক কথা বলা আছে। মেয়েদের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি কি না? কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কয়েক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ডাক্তার মাক্‌নেট সাহেবের সময় মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করা হয় শতে পাঁচ পর্য্যন্ত করিয়াছিল, কিন্তু তদবধি তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে বন্দীদিগের শাসনের শিথিলতা হয় বলিয়া কারেল সাহেব ও তিনি সাহেব তাঁহার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কারেল সাহেবের মতে অপরাধিদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য যেরূপ এবং তিনি যাহাকে শাসন বলিয়া থাকেন এ উভয় রক্ষা করিয়া কিরূপে মৃত্যু সংখ্যা [redacted] পারে সহজ বুদ্ধিতে আমাদের বোধ গম্য হয় না।

ডাক্তার সাহেব শত বৎসর বলিয়াছিলেন যে কারাগারে যেন তদপেক্ষা হ্রাস হয়, কিন্তু এবারকার রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, [redacted] করিবার যদি মৃত্যু [redacted] তাহা করা উচিত। [redacted] মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের [redacted] এই প্রস্তাব [redacted] যায় যে, [redacted]

তাহার উদ্দেশ্য কারাগারে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস করা নহে, কারাগারে যাহাতে অপরাধিদিগের শাসন হয় তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাহা, এক প্রকার সফল হইয়াছিল বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত হাঙ্গামাদিগের কারাগার হয়। নবাবেরা আত্ম সুখেই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রজার হিতাহিত তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেন না। প্রজাদিগের সহিত মিশিত না। সুতরাং এই সুযোগে নিরক্ষর বাঙ্গালি কর্ম্মচারিগণ স্বাধীন ব্যবহারের অণুমাত্র ব্যতিক্রম করে নাই। ইহাঁরা মুসলমানদিগের শিষ্টাচার গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা ইংরাজদিগের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের সমক্ষে বাঙ্গালির সাহস ও প্রতিজ্ঞা হ্রাস হইয়া থাকে এতদ্দ্বারা তাহার যে কারণ সুস্পষ্ট হইতেছে। মুসলমানেরা ৫।৬ শত বৎসর শাসন করিয়া বাঙ্গালাদেশের আচার ব্যবহারে যে বিপ্লব ঘটাইতে পারেন নাই, ইংরাজেরা কিঞ্চিদধিক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া তাহার শত গুণ অধিক বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত ভ্রান্তিময় শিষ্টাচারে অনাস্থা জন্মিয়াছে। ভ্রান্তিবর্জ্জিত শিষ্টাচারে অনাস্থা না জন্মিলেও যে ইহাঁরা হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতির অনুসারে পূজা জ্ঞান করিয়া ইংরাজদিগের চরণ বন্দন করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। কারণ হিন্দুরা ইংরাজদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে ম্লেচ্ছকে নমস্কারের বিধি দেয় না। সুতরাং ইহাঁরাও ইংরাজী শিষ্টাচার শিখিতে হইয়াছে। ইহাঁদিগের প্রস্তাব নাই। আমরা উপরে বলিয়াছি, ইংরাজী শিষ্টাচারের সমকক্ষ আচরণের উপদেশ দেয়। এবিষয় পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, বাঙ্গালিদিগের কেমন বিপদ। ইহাঁরা দেশীয় শিষ্টাচারের রীতিক্রমে যদি ইংরাজদিগের সহ বর্ত্তন করেন, স্বজাতি মধ্যে একান্ত উপহসিত ও ঘৃণিত হইবেন সন্দেহ নাই। অথচ সমকক্ষ ভাবে প্রণামাদি করিতে গেলে ইহারা দেয়া বিরক্ত হন। গলবস্ত্রান্বিত হইয়া সেলাম করা মুসলমানদিগের রীতি, যদি এক রীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রীতি গ্রহণ সঙ্গত হয়, ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ রীতি গ্রহণ কি উচিত নয়?

হিন্দু স্থানীয়া ইংরাজদিগকে দেখিলে যে কেবল যে সেলাম করেন এরূপ নয়, তাহা ব্যতীত সাহেবদিগের সবিশেষ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী যত বড় হউন আর সাহেব যত নিকৃষ্ট হউন, হিন্দুস্থানী জুতা না খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন না। বাঙ্গালিরা তাহাতে বলিয়া যান। এই নিমিত্তই ইংরাজ রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীদিগের প্রতি এত প্রসন্ন। এই প্রসন্নতার ফলও ফলিয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রায়শঃ হিন্দুস্থানীদিগের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন বিধান হইতেছে শুনিলেই মুক্তকণ্ঠে যাহারা নাম করেন। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় পীড়াপীড়ি করেন না। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট হইতে নাম মাত্র বেতন গ্রহণ করা হয়। বড় বড় স্কুলে ছাত্র পিছু বেতন দুই এক আনা। কলেজের বেতন চারি আনা আট আনা। রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীদিগের কোন কর্ম্ম হিন্দুস্থানী ভিন্ন অন্যকে দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কাজেও তাহাই ঘটিতেছে। বাঙ্গালিরা তোমরা যদি আপনাদিগের [redacted] হিন্দুস্থানীদিগের [redacted]

হ্রাস করিবার সংকল্প থাকে, তাহা হইলে এইগুলির দিকে অগ্রে মনোযোগ করা উচিত? কিন্তু কারাগারের এই কষ্ট গুলি দূর করিলে কারাগার আর কারাগার নামের যথার্থ ভয়ের স্থান থাকে না। অতএব আমাদের বিবেচনায় কারাগার যদি কারাগারকে ভয়ের স্থান করিতে ইচ্ছুক হন, মৃত্যু সংখ্যার হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া বৃদ্ধির দিকে অধিক সচেষ্ট হওয়া শ্রেয়, কারণ একবার জেলে গেলে কাহাকে হয় না, এই সংস্কারে লোকের যেরূপ ভীত হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু ডাক্তার মাউএটের এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ও সহৃদয় লোকের মতে জেলের মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস করা অসম্ভব নহে। মাউ-এট সাহেব সম্প্রতি ইংলণ্ডে কারাগার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বলিয়াছেন যে কারাগারে অপরাধীর কঠিন পরিশ্রমের বিধি করা নিতান্ত ভ্রম, কারণ তাহাতে অপরাধী-দিগের শ্রমের উপর রুচি না জন্মিয়া অনেক সময় অরুচি জন্মিয়া থাকে। অর্থকর ও উপকারজনক কার্য্যে রীতি মত মনু পরিশ্রম করাইলে তাহারা শ্রমকে প্রিয় পদার্থ মনে করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেই শ্রমের দ্বারা জীবন যাপন করিয়া সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা পূর্ব্ববারে এই কথাই বলিয়াছি। অপরাধীর সংশোধন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারা এইরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিবেন; কিন্তু কেবল মাত্র শাসন ও ভয় প্রদর্শন যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহাদের নিকট এরূপ যুক্তি ভ্রম-মূলক বোধ হইতে পারে।

আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যে এতদিন ত জেলে যন্ত্রণা ও নিগ্রহের যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, মৃত্যুসংখ্যারও যথেষ্ট আধিক্য ছিল, কিন্তু তথাপি কারাগারে যাহারা একবার যায় তাহারা সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক প্রায় অধিক বিকৃতস্বভাব ও অধিক সাহসী হইয়া আসে কেন? অপরাধীর সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৬৬০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে কেন? প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যাঁহাকে পুত্র কন্যা লইয়া বাস করিতে হয়, ইহার সদুত্তর দিতে পারেন। কোন ব্যক্তি না জানেন যে সর্ব্বদা নিগ্রহ করিলে ও কষ্ট দিলে বালক বালিকাদি-গের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। মানব প্রকৃতির গূঢ়তম স্থানে অব-তরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সাধারণের শ্রদ্ধা অনেক সময় লোকের চরিত্রকে শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে এবং সাধারণের ঘৃণাতে সেই চরিত্রকে অনেক সময় ঘৃণার্হ করে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখাযায় যে যাহারা একবার বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহারা একদিকে সমাজের ঘৃণিত ও সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সেখানে গমন করে, অপর দিকে কারাগারের চতুঃসীমার মধ্যে নিরন্তর ঘৃণা নিগ্রহ ও যন্ত্রণার মধ্যে বাস করিতে থাকে এইরূপে মনুষ্যের চরিত্র রক্ষার হেতুভূত আত্মমর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, নিরন্তর আপনাদিগকে হেয় ও অধম ভাবিতে ভাবিতে সৎ হইবার আশা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়। সুতরাং আর চরিত্র রক্ষা সুকঠিন হইয়া উঠে। এদিকে কঠিন পরিশ্রম, আহারের ক্লেশ প্রভৃতি কারাগারের ক্লেশ সকল এক বার সহ্য হইয়া যাওয়াতে তাহাদের আর বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না, এবং তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সমাজের সমধিক উপদ্রবের কারণ হয়।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই জেলের তত্ত্বাবধারকদিগের একটু দয়া ও স্নেহ, অপরাধীদিগের সংশো-ধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে। সমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া তাহারা এই বিষম, কষ্টের অবস্থায় যদি একটু শ্রদ্ধা দয়া ও স্নেহ দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয় আকৃষ্ট হয়, নিশ্চয় তাহাদের হৃদয়ে সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপের সঞ্চার হয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন যাপনের সহজ উপায় শিক্ষা করিতে পারিলে আর কখনই সেপথে পদার্পণ করে না। মধ্যে মধ্যে জেলের সাহেবদিগের সহিত কয়েদীদিগের বিবা-দের যে সকল সংবাদ শ্রবণ করা যায় তাহার অর্থ কি? অসহনীয় অত্যাচার ও নিগ্রহ তাহার মূলীভূত কারণ। যদি জেলের তত্ত্বাবধারকেরা তাঁহাদের উপাস্য যীশু খ্রীষ্টের উদারতার ও দয়ার কিঞ্চিৎ অংশী হইতেন, যদি তাঁহাদের অধীনস্থ অপরাধীদিগকে মানব-শ্রেণী-গণ্য জীব বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন তাহা হইলে এতদিনে জেলের দ্বারা অনেক দুশ্চরিত্রের সংশোধন হইত, দেশেরও অনেক উপদ্রব নিবারণ হইত।

—:০:—

বেঙ্গল অর্ডিনেন্স বিভাগ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

লেপ্টনন্ট গবর্ণর আমাদিগের উত্তেজনা দ্বারা প্রবৃত্তিত হইয়া যদি এ বিভাগের অপব্যয় ও চৌর্য্য নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন তিনি অতুল কীর্ত্তিভাজন হইবেন, আমরাও সেই যশের অংশভাগী হইব সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রধান কারণ এই, গবর্ণমেণ্ট অধিকে-রের পাপ আর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, পরিত্যাগ করিতে যে পারিবেন সে সুবোধও দেখিতেছি না। তবে আয়টী নানা প্রকারে নষ্ট হয় কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি এ

বিভাগে আর হইবার যে সম্ভাবনা আছে, কমিটীর মতের ঘোরে তাহা হইতেছে না, যাহা হইতেছে, তাহারও অনেক অংশ পাঁচ সুতার উপর-পড় হইতেছে। ইহার নিবারণ হইয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয় হয়, আমাদি গের দেশীয় লোকেরা অনেক কষ্টের হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এটী পরম সাস্ত সন্দেহ নাই। এই সাতের নিমিত্ত আমরা এত সন্ত করিতেছি। আমরা বার বার গবর্ণমেণ্টকে কমিশন দিয়া অধি ফেনের চার বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সে বিষ টী একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। এখন এই নীতি আছে, কৃষকেরা যাহার নিকট উপার্জ্জনের এক এক অং লওয়ার থাকে, তাহ দিগকে মহাজন বলে। তাহাদিগের উপরে গবর্ণমেণ্ট তাহাই কৃষকদিগের দাদন দেওয়া হইয়া থাকে উহাদের বার্ষিক ৩ কোটি টাকার খাটী। উহারা পূর্ব্বে কমিশন পাইত। গবর্ণমেণ্ট বোধহেন, কমিশনে অনেক যায়। অত এব উহাদিগের বেতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া হয়, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ লাভ দেখিয়া ভুলিয়া যান, পরিণামের ইষ্টানিষ্ট চিন্তার অবসর পান না। গমস্তাদিগের বেতনের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু উহাই সমস্তের অধি ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল, কালেক্ট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বে যে বিভাগে ৫০। ৬০ মণ অহিফেন উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে ৩০ মণ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের লিপনে লোকের অনে উৎসাহ হয়, অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা হয়, সুতরাং পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না। কাজের ভারে পড়িয়া গমস্তাদিগের কিছুবেতন ব্যতীত অধিক অর্থ উপা র্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উৎসাহ থাকে না, শ্রম শক্তিও সুতরাং কমিয়া যাইবে। বেতন ব্যবস্থায় অল্পার্থ হলে রই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ গবর্ণ মেণ্টের চাকরী অতি সুখের চাকরী অধিক খাটিতে হয় না। হাজা শুখা যত করি না করি মাস গেলেই টাকা গুলি গণিয়া পাওয়া যায়। সুখের কথা অধিক বলা বাহুল্য। সকলই এখানেই হইয়া উঠিয়াছে। অল্প লোককে কম খাটিতে দেখিলে লোকে বলেন যেন কোম্পানির চাকর। এই সুখেই গমস্তারা মাতিয়া ঘোড়ায় চড়িলেন। তাঁহারা আরো এই উপায়ে কমিশনেই কিছু বাঁধা টাকা যদিস আদায় করিতে পড়তি মাসে মারে যাইবেন, আবার কৃষকদিগের নিকটে যে উপরি লাভ হইবে তাহাতে পুষিয়া যাইবে। পূর্ব্বে অধিক খাটিতে হইত না, সহজে বিস্তর আসিতে পারিত। অধিকাংশ গমস্তা এই পদ পাইয়া রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা কাজের লোক স্বাধীনভাবে সৎপথে উপার্জ্জন করা বাসেন, তাঁহারা সেইরূপ সুখলে সন্তু হইলেন না। যেমন ব্যবস্থা হইয়াছে কেহ কেহ কমিশনে গমস্তাদিগের চাকরীর লোভ করেন ইহাই সম্ভাবনা বের উপরিলিখিত বাক্যগুলির প্রমাণ।

এই কারণে আমরা কমিটীর গবর্ণমেণ্ট পুনরায় কমিশন দিবার ব্যবস্থা করুন এবং এই নিয়ম করুন যে, অধিক অহিফেনের সন্ধানই করিতে পারিবেন তিনি পুরস্কার পাইবেন আর যাঁহার কম হইবে তাহাদিগের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।

থাকিতে হইবে। প্রথম, এজেণ্ট দ্বিতীয়, তাঁহার দুইজন সহকারী। গ র্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের প্রতি এত অকল্প ভক্তি ও অনির্ব্বচনীয় পক্ষপা তাহাতে আমাদিগের একথা বলিতে সাহস জন্মিতেছে না যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত দেখিয়া এজেণ্ট নিযুক্ত করা হউক দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে হয় কথা কহিতে হয়। এজেণ্ট ইউরোপী হউন। তাঁহার যে দুইজন সহকারী হ যেন, তাহার একজন ইউরোপীয় ও একজন এদেশীয় হওয়া চাই। কিন্তু তিন জনেই এরূপ হওয়া আবশ্যক যে দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এদেশীয়দিগের ভাষা মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি অনায়াসে বুঝিতে পারেন অহিফেনের গুণদোষ পরীক্ষায় পটু হন। কি উপায়ে অহিফেনের উন্নতি হয়, সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা যে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অমলস ও গবর্ণমে ণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, এ কথ বলা বাহুল্য। এই তিনজনে অহিফেনের গুণ দোষ পরীক্ষা করিবেন এবং গুদ মের সময় ও এই তিন জন গুদামে যে দিন যে গুদম লওয়া হইবে সে দিনেই তিনজনে তাহার স্বতন্ত্র ঠিক দিয়া, পরস্পর মিলাইয়া আঁক বাঁধিবেন এবং প্রত্যেকে আপন আপন কাগজ ও পরস্পরের কাগজ আঁক বাঁধিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে আর অন্যের জাল করিবার সম্ভা বনা থাকিবে না। এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তিনজনে কিরূপে এত অহিফেন গুদম লন এপ্রেল ও মে মাসে অহিফেন জন্মে। ঐ সময়েই গুদম লওয়া হইয়া থাকে। প্রাতঃকাল ও বৈকাল দুইবেলা ব কাজ চলে, আমরা যেরূপ বলিলাম, অনায়াসে এরূপে গুদম লওয়া হইতে পারে। কৃষকেরা এককালে সমুদায় অহিফেন আনয়ন না করে, ক্রমে ক্রমে আনে কেবল এই একটী আজ্ঞা প্রচার আবশ্যক।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইল। নবেম্বর মাসে অহিফেন নয় বীজ বপন করা হয়, এপ্রেল মাসে উহার ফল অর্থাৎ অহিফেন উৎ পন্ন হয় ঐ অহিফেন ফিরে নবেম্বরে বাক্স বন্দী হইয়া গাজিপুর হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। এত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবার কারণ কি? এই অনন্তর বিলাত চৌর্য্যের যে অত্যন্ত প্রাদু কারণ নয়, এ কথা কে বলিতে সাহসী হন? এ বিষয়টীর প্রতি লেপ্টনণ্ট গব র্ণরের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। অহিফেন শুকাইয়া বাক্স বন্দি করিতে এত বিলম্ব করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। এপ্রেল ও মে মাসে প্রখরতর রৌদ্র। সকল দ্রব্যই সহজে শুষ্ক হইয়া আইসে। অল্পে অল্পে না শুকাইলে অহিফেন ভাল হয় না, যদি এ আপত্তি হয়, ঐ কার্য্যে ৬ মাসেরও অধিক সময় ক্ষেপ করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। যদি বল বাক্স ও অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয়, এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে ঐ সকল সামগ্রীর অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত থাকিলে অহিফেন যেমন গোলা করিবার যোগ্য হইতে থাকে, অমনি বাক্সবন্দি করিয়া ৬ মাসে মাসে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়, চৌর্য্যের অবসর অল্প হয় সন্দেহ নাই। বাক্স বন্দির সময়ে ঐ তিন জন প্রধান কর্ম্মচারির উপস্থিত থাকা আবশ্যক। মাসে মাসে অহিফেন কলি কাতায় প্রেরণ করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা এ আপত্তিও কোন কাজের নয়। মাসের একটী দিন স্থির করিয়া যদি চালান দেওয়া হয়, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ দিবস একজন বিশ্বস্ত কর্ম্ম চারী গাজিপুর হইতে বহুনিয়ার বাক্স গুলি রেলে দিয়া রসিদ লইয়া আইলেন ও'দিকে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তা'হা হইতে লইয়া গেলেন, তাহাতে ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা কি?

—:০:—

আমাদের আফিসের দুরবস্থা।

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুর গ্রামে কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একটী দুশ্চরিত্র যুবা পুরুষ আছে। এ ব্যক্তি চুরি অপরাধে একবার কারাগারে প্রেরিত হয়। এখন ছাপাখানায় কম্পো জিটরের কাজ করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় এ ব্যক্তি কয়েক স্থানে এই রূপ অক্ষর চুরি করিয়া কয়েকবার ধৃত হইয়া অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। গত শনিবার বেলা ৩। টার সময় আমরা এবং আমাদের কর্ম্মচারিগণ সক লেই কাজে নিতান্ত ব্যস্ত আছি, এমন সময় এব্যক্তি আমাদের ছাপাখানায় আইসে। সে প্রায় এদিকে আসেনা, এবং আমাদের আফিসে তাহার কোন কাযও ছিল না। তখন কোন দুরভিস ন্ধির আশঙ্কা না থাকাতে ইহাকে আসিতে কেহ নিষেধ করেন নাই। সকলেই কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, দুরভাগ্য বশতঃ এখানকার সকল সম্বাদ লয়। আমাদিগের প্রেসম্যান প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করে যে আফিস বাড়িতে রাত্রে দ্বারবান প্রভৃতি থাকে কি না, তাহারা উত্তর করে যে পল্লীগ্রামে লোক থাকা আব শ্যক হয় না। তাহার পরে সে সকল ঘর ঘুরিয়া দেখিয়াছে, কম্পোজিটরেরা

[illegible] ঘটনা [illegible] বলিয়া [illegible] আসিল [illegible] ২৯এ পর্য্যন্ত [illegible] করিয়া, যে দুই এক জন কর্ম্মচারি অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

পর দিন প্রাতঃকালে কর্ম্মচারিরা আফিস বাটীর দ্বার খুলিয়া কার্য্য করিতে যায় দেখিল যে পূর্ব্ব দিনের কম্পোজ করা সমুদায় অক্ষর অপহৃত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল যে এক দিকের জানালার দুইটী কাষ্ঠের গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। গরাদের গায় জুতার মেকের চিহ্ন দেখ গেল, তাহাতে বোধ হইল বাহির হইতে পদাঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়াছে তখন সন্দেহের কিছুমাত্রই রহিল না, ব্যক্তির দিকে ধাবিত হইল। আমরা পুলিসে সংবাদ দিলাম পুলিস তাহাকে ধৃত করিলেন, তখন দেখা গেল যে তাহার দক্ষিণ পায়ের জুতার গোড়ালি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে কোন প্রকারে অপরাধ স্বীকার করে না। নানা প্রকার মিথ্যা ওজর আপত্তি বিস্তার করিয়া কাটাইতে চায়। সে ব্যক্তিকে আমিনে রাখা হইয়াছে। পুলিসের এক এক কর্ত্তা এক এক বার আসিতেছেন। তাঁহাকে ও আমাদিগকে ডাকাইতেছেন এবং চলিয়া যাইতেছেন। আমাদিগের কয়েক গোণ অক্ষর চুরি গিয়াছে তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকল দুষ্ট ব্যক্তির শাসন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ কতকগুলি বদমায়েস আসিয়া গ্রামবাসিদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে না পারিলে সমাজের, উপদ্রব কখনই সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে,

আর পুলিস কতদূর করেন তাহার অপেক্ষায় রহিলাম।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই অগ্রহায়ণ সোমবার

১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৪৩০৩৫ মণ শস্য রপ্তানী হয়।

অদ্য আগ্রার গবর্ণর জেনরলের আর একটী সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা ওয়াসিল সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে তর্ক হইবে। এদিকে বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষক্লেশে আকুলিত হইতেছে, ওদিকে দেশের প্রধান কর্ত্তা আগ্রার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব ও রাজনীতির পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত।

বাহাদুর এবং চট্টগ্রামে পোলার অনেক শস্য নষ্ট করিয়াছে।

এবার বঙ্গদেশে যেমন অজন্মা হয় কতকগুলি জমীদার তদ্রূপ খাজনা মাপের চেষ্টা দেখিতেছেন। এই প্রার্থনা কতক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাদিগকে বাস বাহাদুরে [illegible] হয়। সম্রাট বলিয়াছেন, যদি বর্ত্তমান রাজস্বের পঞ্চবিংশাংশ হ্রাস করিলে কৃষক ঋণ ব্যবহারের অনুরোধ দিতে পারিবে তবে তিনি এ প্রস্তাবে [illegible] করিবেন।

সিভিলিয়নের পদ [illegible] কমিশনর [illegible] আসিয়াছে। তিনি [illegible] এই মাসের ২৯ এ অবধি ৩ রা নবেম্বরের মধ্যে একটী ভয়ানক ঝটিকা বহিবে। পারিস নগর অক্ষাংশ হইতে, ২৭ ডিগ্রি, ৩ ১৯ ঘ ভয়ানক ঝড় হইবে, পারিস নগর একটী চুম্বকশক্তি দ্বারা আকর্ষণ করিবে সুতরাং ঝড় সেই দিকে একটী লাইন ধরিবে এই লাইন প্রশস্ত সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অনেক [illegible] ভবিষ্যদ্বক্তা দেখা যাইতেছে, উহাদের [illegible] অক্ষাংশের মধ্যে হইবে। গত বৎসর ফ্রেমিন [illegible] ভবিষ্যদ্বক্তা গণিয়া ছিলেন একটী ধূম কেতুর উদয় হইয়া পৃথিবীর নাশ হইবে। ক্রমে তাঁহার সে ধূমকেতুই উদয় হয় নাই। এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তার দোষ এই, [illegible] যাহা ঠিক রাখিতে পারেন না সেই [illegible] এইরূপ গণনা করিয়া থাকে।

১১ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল [illegible]

মর্ডারণ ইণ্ডিয়া মিউটিন আসাম, [illegible] নাহোরে [illegible] উহাতে এক জন [illegible] বলিয়াছিলেন [illegible] ভবিষ্যদ্বক্তা গণিয়া [illegible] তিনি [illegible] [illegible]

ভক্তি বোধ হয় কেশব বাবু প্রার্থনা করেন

ই, এ, কসন নামক এক ব্যক্তি টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, লোহিত সাগরে এখনও দাস ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছে। মেটমা নামক নগরে খেডিবের ৩ হাজার সৈন্য আছে। সেখানে দাস ব্যবসায়ের একটী প্রকাশ্য বাজার আছে। যে সকল জীম রে করিয়া ঐ সকল দাস বিদেশে লইয়া যাওয়া হয় সেগুলি খেডিবের। খেডিব প্রত্যেক দাসের উপর কর গ্রহণ করেন। জেডাতেও দাস ব্যবসায়ের একটী বাজার আছে।

১৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

পিপলস্ জ্রেণ্ড বলেন কলিকাতায় ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য চিরপুরে করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, অবিলম্বে সেই কার্য্যগুলি আরম্ভ করা উচিত।

গতকল্য পঞ্জাব হইতে ট্রেণে ৪৩ জন কয়েদিকে (ইহাদিগের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে) আসিয়া আলীপুর জেলে রাখা হইয়াছে, ইহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হইবে।

নেগোলয়ম দ্বীপে কলীয়দিগের সহিত জাপানীয়দিগের গোলযোগ চলিতেছে। এই দ্বীপটী অধিকার করা কলীয়দিগের

সর মাধবা রাওয়ের পুত্র শানমুগাম মদ্রিসুরের আফিসে একজন নূতন এটাচি হইয়াছেন।

সম্প্রতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একোএ যাত্রার দেহান্তর গমন এবং সে বিষয়ে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা হৃদয়চিত্তে প্রকাশ করিতেছি বোম্বাইর জামসি জামসেদজি নামক সংবাদ পত্র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের সাহায্যার্থ পারসিদিগকে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছেন।

অদ্য ভারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমা হইবে। অন্যতম জজ সেসন শম্ভুচন্দ্র গঙ্গুলি অনেক বিবেচনার পর বলিলেন "যেরূপ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মহান্তকে দোষী বলা যায় না। যে মহন্ত দেখিয়াছে তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, মহান্ত নির্দ্দোষী এই তাঁহার যুক্তি। আমার এমন বিশ্বাস হয় না যে এলোকেশী কখন মহান্তের বাটীতে গিয়াছিল।" ছোট আদালত বাবু শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহান্তকে দোষী স্থির করেন এবং বলেন "আমার বিশ্বাস এই এলোকেশী মহান্তের বাটীতে যাইত এবং মহান্তের সহিত সে ব্যভিচারিণী হয়।" শম্ভু বাবু ঐ কয়টী কথা বলিয়া তৃপ্ত হন নাই তাঁহার আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অপীলেণ্ট তাঁহাকে আর অধিক বলিতে দেন নাই। শম্ভু বাবু যদ্যপি মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া এই যুক্তিটী বাহির করিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময় অপীলেণ্ট তাঁহাকে বাধা দিয়া ভাল করেন নাই। আমরা শম্ভু বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার এই সারগর্ভ যুক্তিটীর মূল্য

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ বোম্বাইর চাউলের বাজারের বড় পরিবর্ত্ত করিতে পারিবে না। বঙ্গদেশ হইতে তথায় যে চাউল রপ্তানী হয় তাহা দরিদ্রদিগের জন্য নয় ধনিদিগের জন্য যে চাউল যায় তাহা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী হয়। তবে যে তথায় লোকে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা করিতেছে সে কেবল মহাজনদের দোষ।

শ্যাম হইতে একজন রাজদূত কলিকাতায় আসিতেছেন।

সিন্ধু নদীর উপরে যে নৌকার সেতু হইতেছিল উহা ১লা নবেম্বর খোলা হইয়াছে।

১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কিসান বিভাগ ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল। উক্ত বিভাগের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রবি শস্যের অবস্থা অতি মন্দ মূলা সমস্ত রহিয়াছে কেবল সুবিয়ানাতে ইহা ভাল হইতেছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

অনরেবল বেজেট তি কলবিন পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে অনাবৃষ্টি এই, আগামী বর্ষে নয় মাস কাল পর্য্যন্ত বাস করিবার জন্য লাড হবার্ট ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ তথায় বাটী ভাড়া লইয়াছেন। প্রথমে তিন মাস পরে ছয় মাস, এখন ৯মাস পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, পরিশেষে সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাসের ব্যবস্থা হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতেই শেষ হইবে বোধ হয় না, পর্য্যন্ত বাসে অরুচি হইলে শেষে ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মাথায় হাত বুলাইবার জন্য রাজপুরুষগণের চেষ্টা জন্মিতে পারে।

গাজীপুরের অহিফেন বিভাগের দারোগা ও তাহার কেরাণী যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ১৪ হাজার টাকা চুরি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাজার টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে। দারোগা সাহেব ২০ বৎসরেরও অধিক কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ছিলেন। এই দুষ্কি বৎসরের মধ্যে ইহাঁর কখন অজীর্ণতা রোগ ঘটে নাই এইবার অজীর্ণতা ঘটিয়াছে, ৭ বৎসর ধরিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

এক খানি সংবাদ পত্র অনুমান করেন কলীয়ার অভিপ্রায় এই, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া উহা এডিনবরার ডিউককে প্রদান করেন।

উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেল [illegible] গবর্ণমেণ্ট নাটোরের এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ১২০ কীট [illegible] ভূমি লইয়াছেন। উহা [illegible] হইয়া হালহড়িয়া [illegible]

পুর, বহরমপুরী এবং তোজরামপুরীর দিকেই বিরা জলপাইগুড়িতে যাইবে।

দুর্ভিক্ষ এবার কেবল বাঙ্গালাদেশের নহে আসাম ও বোম্বেতেও ইহার উপক্রম হইয়াছে। অনাবৃষ্টি বিষয়ক সেখানেও শস্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট করিয়াছে।

মন্ত্রি বীম বলেন যাহা শার্কডিজন সে প্রতিনিধি সহকারী অন্তঃপালার ফেরমন হইয়াছেন।

বেঙ্গল টাইগ্রস বলেন বাজারে নূতন চাউলের আমদানী হওয়াতে চালের চাউলের দর পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে। নূতন শস্যবাসীতে দর কতক কমিবে বটে, কিন্তু তাহার পর যে দর বাড়িতে থাকিবে তাহা লোকে সর্ব্বনাশ করিবে। সে কষ্ট লোকের অল্প দিনের শেষ হইবার নয়। আগামী মার্চের শস্য হওয়া পর্য্যন্ত এইভাব থাকিবে।

ইংলিশম্যান বলেন, লার্ড মর্লিজক ২ রা তিসেম্বর লন্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন ষ্টীমর ৮ ই পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন। পরে ৯ ই আলবাসাতে গিয়া ১৩ই তিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লার্ড মর্লিজক এবার শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেও লোকের অনেক আশ্বাস জন্মে।

ষ্টার্লিজিনিউস বলেন, গত রবিবার তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হয়। কিন্তু বোম্বাই টাইমে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য হাইকোর্টের বিচারে জৌজদারী সেসিয়ন বসিয়াছে।

তথা যাইতেছে অমরেন্দ্র রায়কাবাদ নিবাসী মহম্মদ মুই নামের দুটী স্ত্রীলোক।

৮ই নবম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৩১ জন লোকের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

[illegible] ১৫ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড [illegible] যে ডিনোটের কথা লেখা হয় তাহাতে মাননীয় হাজেরাদুয়ার রায়চৌধুরির [illegible] উল্লেখ না থাকায় তিনি [illegible] বিশেষ কিছু লর্ড [illegible] তাঁর একটী অনুযোগ পাঠাইয়াছেন; তাহাতে লেখা গেল লার্ড [illegible] তাঁহার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ১৬ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

[illegible] বিবাহের রাত্রি [illegible] ছয় মোষ [illegible] দুই কাপড় [illegible]

ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং ডোমিও পেথিক চিকিৎসা ও বিনয় সৌজন্য গুণে প্রায় সকলকেই বাধিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর মৃত্যু হেতু অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরে একটী বাঙ্গালা লাইব্রেরি সংস্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় প্রায় ১০। ৭০ জন তাহার মেম্বর হইয়াছেন। ইউরোপীয় মহোদয়গণের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকিনের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্রাইস সাহেব ও ফরিদপুর কেমেলের ইনজিনিয়ার শ্রীযুক্ত কিথ সাহেব এবং সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর শ্রীযুক্ত মেইট সাহেব মহোদয় গ্রাহক হইয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে উলুবেড়িয়া কেমেল খোলায় বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। প্রতিদিন নূতন নূতন দ্রব্য আমদানী ও এখান হইতে অনেক দ্রব্যের রপ্তানি হইতেছে। কাঁসাই নদীতে প্রায় প্রতিদিন ২০। ২৫ খানিরও অধিক নৌকা যাঁধা থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার ন্যায় স্থানে স্থানে খাদ্যোপযোগী সংগ্রহ করা যেতাইতেছে। ইহা মেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রাচীন আমেরিকান পাদরী শ্রীযুক্ত ডাক্তার বেডিসন সাহেব পুনরায় আমেরিকা হইতে মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছেন। ইনি অতি বিজ্ঞ যাজক ও বহুদর্শী ডাক্তর। ইহাঁর আগমনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা দেশের শস্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইবার কারণ আছে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করিবার কারণও আছে। ১৮৬৫ সালে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যে সকল লোকের বিশেষ ক্লেশ হয় তাহাদের সংখ্যা ২৪০০০,০০০ হইবে, এবারেও ইহার অধিক সংখ্যা লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উত্তম চাষ হওয়াতে ১৮৬২ সালের মত এখনো জব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। লণ্ডনের লর্ডের কথা শুনিয়া তাঁহারা অনেকে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তণ্ডুল প্রভৃতি বিতরণের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই কিন্তু তাহার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে কত ব্যয় করিতে হইবে তাহা স্থির হইয়াছে। চারি পরিয়াণ শস্য ক্রয় করা হইয়াছে এবং আরও ক্রয় করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যেখানে শস্যাদির অভাব সম্ভব বোধ হইবে সেখানে এই সকল শস্য প্রেরিত হইবে। উড়িষ্যা কমিসন যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদায় অবলম্বিত হইয়াছে। শস্যের অপ্রতুল হইলে ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে তাহা আনয়ন করা বিষয়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। বাবরগঞ্জ এবং উড়িষ্যায় শস্যের অবস্থা উত্তম। ব্রহ্মদেশে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। পঞ্জাব, বাম্বাই বোম্বাই এবং বেনারস বিভাগ সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা অতি উত্তম। বাণিজ্য বিলক্ষণ চলিতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা কিম্বা রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ইতি মধ্যেই কলিকাতায় রপ্তানী অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বাণিজ্য যেখানে সুবিধা করিতে পারিবে না গবর্ণমেণ্ট সেখানে সে অভাব দূর করিবেন। সমুদায় স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ বুঝিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর জেনরলের কলিকাতায় ফিরিবার সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে।"

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই:— ১ম ১৮৬৪। ৬৬ অপেক্ষা এবারে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা। ২ য়। ৬৪ সালে কেবল উড়িষ্যায় অনুমান ৩০ লক্ষ লোকের কষ্ট হইয়াছিল, ২৩৪ন বর্ষে অনুমান ৫৯০০০০০ লোকের কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার যে সকল স্থান হইতে সমুদ্রের দেশের অংশের সংস্থান হয় সে বৎসর তাহাদের অতি হয় নাই। এ বৎসর তাহাদের যেরূপ চরবস্থা তাহাতে তাহারা নিজের চলা দুষ্কর। ৩য়। সর্ব্ব সমেত গতে হয় আবার অধিক শস্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ৪র্থ। ধান্য অনেক দিন রাখিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে অধিক সঞ্চিত আছে এরূপ বোধ হয় না। ৫ ম। এই বিপদের সময় দেশের মধ্যে যাহা কিছু শস্য পাওয়া যায় তাহা দেশের মধ্যেই রাখা উচিত। ৬ ষ্ঠ রপ্তানী বন্ধ করার যে যে আপত্তি তাঁহা এই বিপদের সময় গ্রাহ্য করা উচিত নয়। বিদেশীয় লোকের আহারার্থ অতি অল্পই চাউল রপ্তানী হয়, অধিকাংশ চাউল কাপড়ের দাম ও মদের আমীর জন্য দীন হয়। সেই সমুদায় এখন রক্ষা করা উচিত নয়। ৭ ম। এখন আর সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে, শীঘ্র বিদেশ হইতে শস্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান প্রধান অধিক ষ্টেট সেক্রেটারিকে শিখিয়াছেন যে যদি আবশ্যক হয় আমরা ভারতবর্ষ হইতে যে সকল চাউল আনিয়াছি তাহা পুনরায় সেখানে পাঠাইতে পারি।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন।

পার্লিয়মেণ্টের কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন—

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো ১৮৬৫ সালের মতোহারের ন্যায় হয় নাই। ১ লা মতোহর অবধি কেবল মাত্র

৩।০০০ মণ অমপক্ষে উত্তরে পিয়াছে [illegible]
অক্টোবর অবধি অঘা পর্যন্ত ধান প্রভৃতি
দ্বারা ৩৬১০০০ মণ কলিকাতায় আমদানি
হইয়াছে। হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জেও বিস্তর
প্রভৃতি স্থানে ১৮১৯০০ মণ প্রেরিত হই
য়াছে। এবার চাউল [illegible]
যায় ১১০০০ মণ [illegible]
হয় মাসে ১০৬৫০০ [illegible]
য়াছে। [illegible] আসামে দুর্ভিক্ষ
পীড়িত ব্যক্তিদিগ [illegible]
রণ চলিতেছে। ৩। [illegible]
আমদানি হইয়াছে। প [illegible]
বিস্তর চাউ [illegible]
সাহেব [illegible]
দিয়া গুজ [illegible]
পরে ক্রীত মূল্যা [illegible]

বঙ্গ সম্বাদে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

ছাবড়িলিত এবং কলাই ও তরকিয়া পাকারে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ। কিন্তু কোন কোন স্থানে যেরূপ শস্য হানি হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করা হয় বাস্তবিক তত্তদূর নহে। মোদনীপুর মেদিনীপুর, হুগলি, পাবনা, জলপাইগুড়ি, করিমপুর বীরভূম, বাঁকুড়া, ও পুরীর স্থানে স্থানে এবং সমুদয় ছোট নাগপুর বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্দ্ধমানের পশ্চিম ও উত্তরে যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ নহে। [illegible] আশ্বিনের শেষার্দ্ধে [illegible] ধান, অর্দ্ধেক [illegible] ও [illegible] পাইয়া ও [illegible] চলিতেছে। মূল্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে হইতেছে বলিয়া বৃষ্টিতে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তমলুকে আগে পাওয়া যাইত, উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। হাবড়া [illegible] অগ্রিম ক্রয় করিতেছে। উত্তরপাড়িয়া এবং [illegible] শস্যের অবস্থা তাদৃশ ভাল। [illegible]

এই [illegible] কলাই ও তরকিয়া ক্ষেতে এখনো আছে। [illegible] অবস্থা—অন্যান্য পূর্ব্বের ন্যায় বৃষ্টি হয়াছে, [illegible] হইয়া মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি কাজের অভাবে সে দেয় নষ্ট হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] এবং আলীপুরে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] মধ্যে ৪ পাথাট হইতে ৫ টাকা [illegible] যাইবে। যশোহরে অঘ্রহণ এবং [illegible] ভাল কিন্তু অন্যান্য [illegible] শেষ সম্ভাবনা। এখানে [illegible] মধ্যে কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন তাহারও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। মূল্য অপেক্ষাকৃত কম আছে। [illegible] মুরসিদাবাদে [illegible] করিয়াছেন, শস্যের অবস্থা [illegible] বলা হইয়াছিল বাস্তবিক তত্তদূর নহে। জল [illegible] দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা হইয়াছে। উত্তরে [illegible] আনা শস্য হইবে। দিনাজপুরের অবস্থা পূর্ব্বের [illegible] হইবে, পরিমাণ [illegible] হইয়াছে। রাজসাহীতে [illegible] আনা [illegible] হইবে। কোন কোন স্থলে [illegible] হইয়াছে। রঙ্গপুরে [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] ভাল, মরিচা, [illegible] ইক্ষু ও আনা উত্তম জন্মিয়াছে। [illegible] দ্বারা রক্ষা হইবে। পাবনার [illegible] পাওয়া যাইবে। আপাততঃ [illegible] উত্তম।

মুরসিদাবাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা, [illegible] মূল্য কতক বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু জলপাইগুড়িতে কতক কম আছে। মুরসিদাবাদ হইতে রঙ্গপুরে শস্য রপ্তানী হইতেছে। [illegible] জন্মিয়াছে। [illegible] কতক কম হইয়াছে। [illegible] অবস্থা ভাল। [illegible] হইতেছে। [illegible] এক স্থানে শস্যের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য স্থানের [illegible] হইবে না। [illegible] অবস্থা ভাল। [illegible] অবস্থা ভাল কিন্তু [illegible] কতক কম হইয়াছে। অধিক [illegible] অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] শস্যের অবস্থা ভাল। [illegible] এবং [illegible]

[illegible] হইতেছে। [illegible] জন্য [illegible] হইতেছে। [illegible] অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে এখনো [illegible] বিস্তর মহলে বৃষ্টি পাওয়া যায় নাই। [illegible] হইবে না। আলু প্রায় চারি আনা অধিয়াছে। [illegible] কতক ক্ষতি হইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] মধ্যে অবস্থা ভাল হইতেছে কিন্তু অল্প [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছে। মুরসিদাবাদে [illegible] ভাহাতে [illegible] অনেক [illegible] জন্য [illegible] মূল্য অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] শস্যের অবস্থা ভাল। [illegible] অবস্থা ভাল কিন্তু [illegible] কতক কম হইয়াছে। [illegible] শস্যের অবস্থা ভাল। [illegible] হইবে। ত্রিপুরাতে [illegible] এবং [illegible]

প্রতিনিধি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্ত্তমান সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণী সঙ্কর রায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী কমিশনর কাজের ভার লইয়া কিছু দিনের জন্য মেটেয়াবুরুজে গেলেন। ১৫ দিনের ছুটি পাইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য, বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনাল অ্যাসিষ্টেণ্টের সহকারী হইলেন।

মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভারাশঙ্কর রায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] বাবু কামদাপ্রসাদ বসু [illegible] রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

এফ, ব্রাউন আর কাউলি সাহেব বাদকা এবং পাটনার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডাক্তর সি, টী, এ উইলোক নিজ কার্য্যে ফিরে সিয়ালদহের নূতন মেডিকল স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এল, এস ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। কর্ণেল ম্যাকনিয়ে লাক পুনরায় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর আটলণ্ড এডিসন কেপ কোষ্টে গমন করিতেছেন।

হিমালয়া নামক ষ্টীমরি ১৪০০ সৈন্য লইয়া কেপ কোষ্টে গমন করিয়াছে।

২ রা ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট খুলিতেছে।

কয়লার মূল্য ক্রমে কমিতেছে।

কিউবার হত্যাকাণ্ডের বিষয় অনুসন্ধানার্থ অ যে কমিশনকে কিছু অধিক সময় দিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর প্রিন্স লিওপোলড পীড়িত হইয়াছেন।

কিউবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমেরিকার সর্দস [illegible] যেরূপ [illegible] হইয়াছিল [illegible] তাহার সমস্যা হইয়াছে।

আদ্য স্পেনের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইয়াছে। কর্ণেল ফেইথ ২৭ এ অক্টোবর ডনকুয়াতে উহাদিগকে আক্রমণ করেন তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহাদের শিবির ভঙ্গ করেন। পাঁচজন আফিসর ও ৫০ জন সেনীয় আহত হয়। সর্দার টমসন বলেন সেনীয়দিগকে বিশ্বাস করা যায় না, এই নিমিত্ত ওয়ার অফিস আর দুই হাজার সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন এসসিনার যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণেল ম্যাকনিএল গুরুতররূপ আহত হয়। ৫২ রণিত হাইলণ্ডার দলকে কেপ কোষ্টে পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আমেরিকা ও স ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে বলা যাইতেছে।

এ চনে আর কোন সোলযোগ নাই।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ৩১ এ অক্টোবর [illegible] হইতে ৩য়া নবেম্বর [illegible] সাহেবকালে উহা লণ্ডনে উপস্থিত হই

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীরাজমোহন সরকার। জয়দেবপুর স্কুল। সমুদয় সমস্যার পত্র আর সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিম বাবুর কোন শত্রু নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষ—পরবশ, কিন্তু তাঁহার লেখাতে দোষ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা গোঁড়া কিম্বা নির্দ্দোষ ইহাও সত্য। বঙ্কিম বাবু একজন প্রতিভাশালী লোক ইহা আমাদের ধারণা, কিন্তু তাঁহার আত্মন্তরিতা নিন্দনীয় ও তাঁহার রচনাপ্রণালী অনেক স্থানে দূষণীয়।

শ্রীমধুসূদন ঘোষ রাজমহল। বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া এত দূর হইল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

বঙ্গভূমি। মহাশয়। মহীনের উক্তির উত্তর একবার প্রকাশ হইয়াছে। আর প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হইল না।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়। বারাসত। আপনার কবিতাটিও ঐ কারণে প্রকাশ করা গেল না।

কাশ্যচিৎ শিশু হিতাকাঙ্ক্ষিণ চরক [illegible] ভাষা। আপনার [illegible] প্রকাশ করিবার [illegible] নাই।

খাগড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

এতদ্দেশীয় লোকে যে এতৎসহ দুর্ভিক্ষে কত কষ্ট পাইবেক তাহা অনিশ্চনীয়। অদ্য তিন দিবস হইল, এখানে চাউল ৫ টাকা মোণ বিক্রয় হইতেছে। এইক্ষণেই যদি এই রূপ হইল পরে যে কি হইবেক বলা যায় না, এতদ্দেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক সহজেই দিনে দুই বার আহার পায় না, তাহাতে এই দুর্ভিক্ষ। ভাবে বোধ হইতেছে আর কিছু দিন পরে এখানে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইবেক। কয়েক দিবস গত হইল অত্রস্থল হইতে গুসকরা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় পাঁচ শত কুলি জমিয়াছে এবং ক্রমে আরও জমিতেছে। ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে কুলির মজুরি যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে খাঁটা না চলে এই বিষয় তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু অত্রস্থলের ১০ মাইল রাস্তায় দরিদ্র লোকদিগের এক বৎসরের উপায় হইবেক না, যেরূপ মজুরের আমদানি এক মাসেই সমস্ত প্রস্তুত হইবেক, কিন্তু আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই সময় আর কোন উপায় স্থির করিলে যাহাতে আর এগার মাসের উপায় [illegible]

২৪ এ নবেম্বর
১৮৭৩

আমাদিগের ভদ্রেশ্বরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

বিগত ১ লা আশ্বিন হইতে বৃষ্টি আদৌ না হওয়ায় ধান্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে অর্দ্ধেক পরিমাণে ধান্য হইয়াছে তাহাও সম্যক পরিপুষ্ট হয় নাই। কৃষীবলগণ তাহাতেও কৃতগ্রন্থ হইবেক, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে ঐ ধান্য দ্বারা দুঃখসহ থাকায় শীতকালের শস্য কলাই ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, কিন্তু সে আশা কোথায়? দুঃখ সকল ঋতুতেই

নিবন্ধীর্ণ হইতেছে, সুতরাং ভরাই এই-স্থিতে ক্রমকর্দ্দমের যে আশঙ্কা ছিল তাহাও অন্তর্ধানে চিরোহিত হইয়াছে। স্নায় নির্দ্দোলিত উন্নয় ঔষ নাই। বৃষ্টি না হওয়ায় একদল ধান্যের যে শীতকালের সংসার ও বিচালির আনুষঙ্গিক বিনাশন হইয়াছিল হইতে ছে।

অন্যান্য জেলার বিষয়ে বেরূপ বৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষ এতৎসম্বন্ধে সাধারণ সমস্ত বঙ্গদেশে অধিকাংশ লোক বলিতেছে তন্মধ্যে মহামান্য গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের শান্তি হইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে পর্যবেক্ষণক বিভাগে নানাবিধ কার্য্য আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছে ইহার দুর্ভিক্ষ কত অনেক শান্তি সম্ভব, কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা যেন ব্যক্তি বিশেষ ও সম্প্রদায় বিশেষের উদর পূর্ত্তিতেই পর্য্যবসিত না হয়, অর্থাৎ হইলে কোন ফলই হইবেক না। অথচ গবর্ণমেণ্টের মূল্য যথা উদ্দেশ্য যাহা হউক না, তাহা অসৎ হইবে যাইবে। আমরা এতাদৃশ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে যাহারা পরিচালনার্থ বিভাগে কার্য্য করিবে তদ্দ্বারা কেবল তাহাদিগেরই নিজ নির্ব্বাহ হইবেক, অর্থাৎ একজন সমস্তদিন শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাতে আপনার নিজেরই উদর পূরণ সম্ভব হইবে, পোষ্যবর্গ কেবল তাহার নিজ শরীর করিবে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত যে মজুরদিগের পরিবার মধ্যে বিরাজমান থাকে, তাহাদের তো কথাই হইতেছে। এজন্য এইরূপ উপায় করিলে বোধ হয় তাহাতে তাদৃশ ফলোদয় হইবে না। দেশের যে অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার ও সন্দেহ নাই। অতএব করিয়া যাহাতে আমরা অতিশয় দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত স্থানসমূহের অবস্থার বিষয়ীভূত হইতে পারি, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

দিগের পরিবারদিগকে রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতে বিশেষ উপকার হইবেক। আমরা দেখিয়াছি এক মোন ধান্যে ৶০ আনা লাভ থাকিতে পারে ঐ ৶০ আনা লাভ একজন স্ত্রীর বেতন দিনের পরিশ্রমের ফল। গবর্ণমেণ্ট ধান্য ক্রয় করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তণ্ডুল গ্রহণ করিবেন ও তণ্ডুল বিক্রিবিষয়ে সময়ে সময়ে একত্রিত হইয়া যথা তথা বাজারে বিক্রীত হইবেক অথচ গবর্ণমেণ্টকে মজুরদিগের পরিবারপুরুষে পোষণ করিবার নিমিত্ত অর্থাদির সহায়তা দান করিতে হইবেক না। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে অধিক আয়াস বা অধুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবেক না। এই ভার কোন কোন উপযুক্ত জমীদারদিগের স্কন্ধে দিলেই চলিবেক। যথা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা তত্ত্বাবধারণ করিবেন মাত্র। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে জমীদারদিগকে দায়ী রাখিবেন। অর্থাৎ কোন বিষয়ের অন্যথা যায় না হয় এজন্য ৫।৬ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী কমিটী করিবেন ও উহাদের ঐ কমিটী এই সকল বিষয়ের যথোচিত তত্ত্বাবধারণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন কেবল কার্য্য যোগাড় অন্ন প্রভৃতিকে সাধারণের কর্ত্তব্যেই চলিবে।

দ্বিতীয় কথা বিগত উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে অন্ন ক্ষুত্র করিয়া যেরূপ আহারাদি করাইতেন তাহা করিলে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা। একত্র বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইয়া ভোজন করিলে আহারের সময়েতো বিবাদ ঘটিতে পারে। অনেক বেলা পর্য্যন্তই হইবেক এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের উদরের অবস্থাবশতঃ ঔদরিক রোগ প্রবল হইয়া পড়িতে পারে। সেই ঔদরিক রোগাক্রান্ত বিবেচনা করিলে দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের মুখে থাকিয়াই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। অতএব সেই

[illegible] প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাতে [illegible] আমরা বলিয়াছিলাম। অতএব [illegible] বিবেচনার [illegible] [illegible] দেখ উৎপাদন করে, তাহাই [illegible] এবং তাহার বার্ষিক [illegible] তাহাদিগের ঘাড় ভূত দোষ [illegible] ভীষণ উহার তাৎপর্য্য [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটীমাত্র গবর্ণমেণ্ট কার্য্য অবলম্বন না করেন, যেমনটী [illegible] করা হইয়াছে, সেইখানে অনেক [illegible] বাসনা প্রবল হইবে, সমূলে বিপত্তীর্ণ হইবে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিচার ও বিবেচনা করিয়া জমীদারদিগের নিকট ভারার্পণ করিতে [illegible] জমীদারগণও [illegible] প্রজাদিগের নিকট হইতে [illegible] তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে জমীদারগণ প্রজাদিগের [illegible] ধারে বাস্তবিক তাহা দিতেছেন কি না? আর এবম্প্রকার জমীদারগণের নিকটে যে বাজনা আদায় করিবেন অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবং সমস্ত প্রজাদিগকে যাহা দিবেন, তাহা জমীদারী কালের জমীদারের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাতে কিছু অধিক বাড়িলে বিশেষ অধিক সম্ভবপর। অতএব যাহা যাহা বিষয়ে তাহার উপরে কোন প্রকার ভার করিবেন না।

২য় সংখ্যা [illegible]

প্রেরিত পত্র।

[illegible] মহাশয়

হইয়া তাঁহাদিগের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণ জন্য অনেক স্থানে সাহায্যের কার্য্য আরম্ভ করা হয়। এই সুযোগে যদি উক্ত গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী খাল খনন করিয়াছেন। তাহা হইলে ঐ ভূমিগুলিতে পরিখিকরূপে ধান্য জন্মিতে পারে।

ঐ গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে তাহাই কেবল গ্রামবাসীদিগের জলপানের পায়, কিন্তু তাহাতে পরিপূর্ণ। অধিকারিদিগের এমন কোন সঙ্গতি নাই যে প্রতি বৎসর পরিষ্কার করেন। এই নিমিত্ত সময়ে গ্রীষ্মে পচিয়া জল অত্যন্ত কটু হয় এবং তাহা হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে পান করা দুষ্কর। সুতরাং গ্রামবাসীরা শুষ্ক ও গ্রীষ্মে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল কবলিত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইহার পাঁজ উদ্ধারের কোন উপায় করিয়া দেন তাহা হইলে গ্রাম বাসিরা উক্ত পীড়াদায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

যশোগ্রাম } এক জন যশস্বর
৮ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীঃ—

মন্তব্য। আমাদের এই মতলঘাট একটী বহুবিস্তৃত পরগণা। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, সমুদয় সুন্দরবন পরগণা বঙ্গদেশে প্রায় নাই এই পরগণাটী সিন্ধুরিয়াবাসী ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত জমীদার রায় হরণ বন্ধুক পাকড়াশী বাহাদুর ক্রয় করেন। ইহার এক পঞ্চমাংশ হরিপুর প্রাণনাথ রায় চৌধুরী ও অবশিষ্ট অংশ মহেশ হলাধিপতি কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। প্রাণনাথ বাবুর স্বত্বী অংশ এ পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের হস্তেই আছে, কিন্তু মহেশ সাধনাধিপতির ভাগ্য লক্ষ্মী কলিকাতার বিখ্যাত স্বর্গীয় বাবু মতিলাল শীলের অপত্যগণকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই মতলঘাট (কয়েকখানি গ্রাম ব্যতীত) এ পর্য্যন্ত কখন কোন জমীদার কর্ত্তৃক পত্তনি প্রদত্ত বা গৃহীত হয় নাই। সম্প্রতি ইহা শীল বাবুদের হস্তে নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বিভিন্ন পত্তনি তালুকদারদের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে চলিল। ইহাঁরা প্রায় ইহাঁদের মহালের সমগ্র পরগণাটী পত্তনি বিলি করিলেন। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও বোধ হয়, অচিরে পত্তনি বিলি হইয়া যাইবে। এই পত্তনি বিলির পরিণাম মঙ্গল কি অমঙ্গল, তদ্বিষয়ে সকল প্রজা ও সংবাদপত্র, কিন্তু আমরা যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে ইহা যাহাতে অনিষ্টের কিছু শুভফল প্রসূত হয় না। রাজা রাজ্যের তত্ত্বাংশের তত্ত্বাংশ পাইয়া থাকেন। সামান্য লোভে পুরুষানুক্রমে ভদ্রাসনশূন্য ভদ্রবংশীয় সেই পৌনঃপুনিক তত্ত্বাংশে বিতাড়িত হইতে চলিলাম। মুখ্য জমীদারের (শীল বাবুদের) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এক প্রকার লোপ হইল, সুতরাং ইতি পূর্ব্বে আমরা তৎকর্ত্তৃক দুঃখিত কি উৎপীড়িত ছিলাম, তাহা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মৃত কালের স্মরণ অপেক্ষা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তাই অধিকতর কর্ত্তব্য। আমরা তদ্বিষয়েই কিছু বলিব।

আমরা যে সত্ত সত্ত প্রভুদের (জমীদার শ্রেণীকে আমরা প্রভু বলিয়াই মানি) অধীনে নিক্ষিপ্ত হইলাম, সেই সকল পত্তনিদারেরা একম ত হইয়াছেন না, অবশ্যই স্বার্থের তাঁহাদের এতৎ প্রবৃত্তির মূল। তাঁহারা জমীদারের নিকটে যে অত্যল্প কমিশন পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রদত্ত উচ্চ সেলামির টাকার সুদও পোষাইবে না। সুতরাং সকলেই প্রজার প্রতি অত্যাচার করিবেনই, এরূপ নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি না, আমাদের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রজাপীড়ন না করিলে, তালুক তাঁহাদের বৈষয়িক লাভের না হইয়া অর্থকাম তপস্যার অন্তর্ভূত হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ তপস্বী বঙ্গদেশে কয় জন আছেন? এই সকল তালুকদারদের মধ্যে অনেকে এরূপ অভিজ্ঞ আছেন, যাঁহারা "লাভ কনওয়ালিস" কে? তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য কি? কিছুই কখন শ্রবণও করেন নাই, জমীদারি অন্য যে কোন নিরীহ লাভজনক ব্যবসায় এইমাত্র জানেন। সেই সকল মহামতিদের হস্তে যে বিধাতা আমাদের ভাগ্যের কি লিখিয়াছেন, তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চরাচারিকারে যে আমাদের এরূপ শোচনীয় দশা, ভাবিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বিচলিত না হয়?

যখন জমিদিতেপত্তনি প্রথার ব্যবস্থা আছে, তখন তাহাতে মঙ্গল হউক আর অমঙ্গলই হউক, শীল বাবুদের অনুসরণ দোষ কি? আমাদেরই বৃথা রোদনে ফল কি? এক্ষণে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে যে তরঙ্গের উৎপীড়নের পূর্ব্ব সংমিলন হইয়া পড়িতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটু পূর্ব্ব প্রতিবিধান করিয়া দিন। বৃত্তাগ্নি গৃহে জলসেক করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে যাহাতে গৃহে অগ্নি স্পর্শ না হয়

জাহার সুব্যবস্থা করিয়া তথা ইংরাজদের ... কর্ত্তব্য। এই সুতন ... ফিরিবার সময়ে তথা সুতন ... দেয় সন্তাবনা, তাহাতে ... পারে, অথবা হইলেই ... তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষীয়দের ... দান করুন? এ প্রদেশে যথেষ্ট ... বিভাগীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ... যাহা এপর্য্যন্ত ইংরাজগণের ... স্থিরী হইয়া আছে, সেগুলি কার্য্যতঃ করিতে ... হারা একটু বিশ্রব্ধ হউন। গবর্ণমেণ্ট ... দীয় বয়স্থ বহুবিস্তৃত জমীদার শ্রেণির ... বিষয়ের সংকোচ করিয়া তাহাদের সহিত ... বিষয়ের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, ... তাহা আমরা স্বপ্নেও আশা করি নাই। ... তরাং সে বিষয়ে আমরা বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, এই ... দুর্ভাগ্যের এই মত ভাগ্য বিপর্য্যয় ... ইহার যে কি অবশ্যম্ভাবী ফল ... তাহা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ... সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় হৃদয় ... শুষ্কস্থ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাদের এক ... মাত্র ভরসা বাণিজ্য, তাহা অদৃষ্টচক্রে প্রায় ... নষ্ট হইয়া গেল, যে দু'চার কিস্তি অবশিষ্ট ... আছে। তাহা হইতে উদ্ভব হইয়া জমীদার ... শ্রেণী যদি বলাবলের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান করিয়া ... চলিতেন, ও শাসন ... হইতে ... ইহার ... ছই ... যদি ... সুযোগ ... সকলের ... তাহা ... সুবন্দোবস্ত ... জমীদার ... শ্রেণী ... সোণার ... আর ...

এখনও আর একটী কথা ... বলি, যে কোন ... হইতে ... না হইলে ... পারিবার ...

... প্রস্তাব।

... ভারতবর্ষের ... করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সভাতে ... প্রস্তাব করিয়াছেন।

... ঈশানচন্দ্র রায়—ফরিদপুর।

... যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

... বাকিপুর

... মুক্তারাম রায়—পাবনা।

... বিনোদবিহারী ...

... মৌলবী ... মুন্সেফ

... বাবু

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের
বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে ... প্রকাশ ... আমাদিগকে বিলক্ষণ ... হইতেছে।

... অগ্রিম মূল্য ... ১৪ টাকা এবং ... ১০, আমাদিগের ... মফস্বলে ... অগ্রিম মূল্য ... না পাইলে, ... ইহার অন্যথা ... ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। মূল্য ... ঐ ... ছাপা ... হইবে না। ... অগ্রিম মূল্য ... ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন ... এবং জিলা ও আপিসের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

... সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয় সকল নিকট ... পাঠাইবেন, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ ... তাঁহাদিগের ... করিয়া তাঁহাদিগের ... দেওয়া যাইবে। সকল ... মূল্যের ... কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার ... কার্য্য বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর অফিসে ... যাবতীয় পত্র পাইবে।

... পাঠাইয়া ... পাঠাইবেন, তাহাদের ... গ্রহণ করা হইবে।

[redacted]

সোমপ্রকাশ

১৬ খ ভাগ

" প্রবর্ত্তয়ন্ প্রসর্ত্তিধিনায় পার্থিব সরস্বতী অনিসরতী ন [illegible] ৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ৮ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শুশ্রুত।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে শল্য চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শরীর স্থান, দ্রব্য গুণ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি যত-দূর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং ভবানীরাম অক্রূরের লেনে ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই ফরমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা ৵০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০
২৯ এ অগ্রহায়ণ } শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল ৵০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

মানবাজার হিন্দু স্কুলের ক, কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা, মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷০ উঁহার কৃত ভিষগ্বন্ধু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৷০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ৷০ ডাকমাশুল ৵০

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ ওয়াশ প্রস্তর নির্ম্মিত মর্ব্বামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জঙ্গল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাটীর মর্ব্বামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

আগামী ১লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাসপাতালের চতুর্থ ও রামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাংবৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব হইবেক বেসাইটেরী সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর

শ্রীতারক দাস বসু
সেক্রেটারি

শুভ লাইব্রেরী সহায়।

কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মলাকর্ণলেন ফ্রেণ্ড ফ্রেণ্ডী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক ইংরাজী বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে মণি অর্ডার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজগচ্চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—:০:—

যিনি স্বরায় আরোগ্য লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ আম রসায়ন ও পরমার্থ বিজয় বসন্তারি পুস্তকের প্রত্যেকখানি ক্রয় করিতে বত্নবান হউন, উহার পুস্তকে নামের ভাব বিস্তৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল স্বতন্ত্র আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় কর্ম্মকার।

বেঙ্গল প্রকাশ।

৫১ এ জানুয়ারি [illegible] ওরূপ [illegible] যাহা হইতে যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইতেছে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। জাতী [illegible] আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যস্ত থাকাতে বিরক্ত হইয়া কি তিনি এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন? অথবা তাঁহার মত কার্য্যদক্ষ লোক কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন বিরক্ত হইবার নয়। বিচারপতিদিগের বিচারের উপর তিনি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করেন না একথা ও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ হাবকার ডায়াচাঁদ মিত্রচাঁদ ও প্রবক্ষক মেসিলি হল আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে বলিতেছি স্বপক্ষীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যদি কখনও উচিত হয়, তাহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র জাতি এই প্রার্থনা করিতেছে, এমনকি দুরন্ত তন্ত্র ও মান্য গণ্য পরিবারের কুলাঙ্গনারা পর্য্যন্ত এই স্ত্রী হত্যা পাতকীর মার্জ্জনার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আর কি প্রমাণ প্রার্থনা করেন? আমরা একেবারে মার্জ্জনা করিতে বলিতেছি না কিন্তু তাহার দণ্ডের লঘুতা সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কতগুলি বিদ্বেষীর প্রার্থনার যদি বেলিলিয়সের দণ্ডের লাঘব হইতে পারে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের প্রার্থনা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন?

—

শিক্ষাবিভাগের কয়েকটী উচ্চ শ্রেণীর পদধারী কর্ম্মচারী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ঐ বিভাগ হইতে লোক নির্ব্বাচনের ভার [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া গুরুবিদ্বেষীদের [illegible] এই মেমোরিয়াল প্রস্তুত করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আপন মত রক্ষার্থ ঐ মেমোরিয়ালের প্রতিকূলে যাহা যাহা বলিয়াছেন, গবর্ণর মেমোরিয়াল ও তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে মোয়ারিয়ালের প্রেরকিগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের সন্তুষ্ট না হইবার কিছু কারণও আছে। আমরা এস্থলে সে সকল কারণ গুলির উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী মাত্রের কথা বলিব। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় হপ্‌কিন্স সাহেবকে পশ্চিম বঙ্গীয় বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরী পদ প্রদান করা হইয়াছে কারণ তাঁহার মতে প্রকৃতে প্রাইমারী স্কুলের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের রীতি নীতি ইংরাজ অধিক জানেন এবং সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য (এডমিনিষ্ট্রেটিভ পাওয়ার) যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সেরূপ স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য পাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুই গুণ থাকাই যদি স্কুল ইনস্পেক্টর পদ লাভের নিয়ামক হয়, তবে [illegible] কালেজের [illegible] পাদরী সাহেবকে ঐ পদটী দেওয়া হইল কেন? ইংরাজীভিজ্ঞতার [illegible] যদি [illegible] বাঙ্গালা [illegible] পাইবার [illegible]

ষের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, স্কুলের পাঠাদি পরীক্ষা, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর দিগের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়, স্কুল মাষ্টারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ প্রভৃতি তাঁহার তৎকালিক কার্য্য কলাপ সন্দর্শন করিলেই সে বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত হইবে, পাটনা কালেজের রজর্স সাহেবের এডমিনিষ্ট্রেটিভ পাটবার কিরূপ আছে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তিনিও এদেশীয় ভাষা রীতি নীতি কম জানেন না। আর যদিই ঐ দুই গুণ একই আবশ্যক হইল, তবে ইউরোপীয়কে ঐ পদ দিবার কি প্রয়োজন হইল? কোন কৃতবিদ্য দেশীয় ব্যক্তিকে উহা দিলে কি চলিত না? দেশীয়েরা কোন্ বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে না পারিতেছেন? আর এক কথা, যদি বাঙ্গালার ভাষাদির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই ঐ পদ দেওয়া উচিত হয়, তবে ঢাকা কালেজের প্রিন্সপাল ক্রক্‌ট সাহেবকে যে সম্প্রতি স্কুল ইনস্পেক্টরী কার্য্য দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ কি? ক্রক্‌ট সাহেবের ঐ গুণ আছে কি না? তদ্বিষয়ে সাধারণে কেহই কিছু জানে না।

পশু প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণার্থ একটী সাধারণ আইন হওয়া উচিত।

চোরেরা অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ করে, এই অপরাধে রাজদ্বারে বেত খায়, তাহাতে তত দুঃখ হয় না। কিন্তু নিরপরাধ নির্ব্বাক পশুরা যে অগণিত ষষ্টি প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্দর্শন একান্ত অসহ্য। তাহারা প্রহার কর্ত্তার মনের মত কাজ করেনা, এই তাহাদিগের অপরাধ। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, সে অপরাধের কারণ তাহারা নয়, প্রহার কর্ত্তাই তাহার কারণ। প্রহার কর্ত্তা হয় ত তাহাদিগকে উদর পূরিয়া আহার দেয় নাই। তাহারা দুর্ব্বল হইয়া আছে, অথবা তাহাদিগের কোন পীড়া জন্মিয়াছে, প্রহার কর্ত্তা সে বিবেচনা করিতেছে না, অনবরত প্রহারই করিতেছে। কলিকাতায় পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ সভা হইয়া সেরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই পল্লী গ্রামে ও সামান্য সামান্য সহরে পশুর প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, তাহা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা গাজিপুরের একজন প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম তত্রত্য নীচলোকেরা অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে শূকর হত্যা করে। একখান ক্ষুদ্র ছুরিকা শূকরের হৃদয়দেশে প্রবেশিত করিয়া দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাহাকে যাতনা দিয়া তাহার প্রাণ বধ করে। তাহার করুণধ্বনিতে পাড়ার যাবতীয় ভদ্র লোক কাহার পর নাই কাতর হন। দণ্ডবিধির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ হওয়া সুকঠিন। তন্নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট দণ্ডের এইরূপ একটী আইন করুন। যে ব্যক্তি পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে গ্রামের ও নগরের ভদ্র লোকেরা তাহাকে পুলিস ইনস্পেক্টরের নিকটে সমর্পণ করিবেন। তিনি বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। যদি বল পুলিসের উপরে দণ্ড ভার দিলে অন্যায় হইবে, এ আপত্তি আমরা সঙ্গত বোধ করি না। ইনস্পেক্টরেরা সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক। এই সামান্য দণ্ডের ভার দিয়া যদি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা না যায়, তবে শান্তি রক্ষার গুরুতর ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া হইতেছে? যাহা হউক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী বিশেষ বিবেচনা কর্ত্তব্য।

সঞ্চয়।

দরিদ্রতার লক্ষণ কি? সুবিখ্যাত পেলি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন "যে ব্যক্তির ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক সেই দরিদ্র"। এই লক্ষণানুসারে একজন মজুর যে মাসে ৮ টাকা উপার্জ্জন করে কিন্তু যাহার সংসারের ব্যয় আট টাকার অধিক নয় সে ব্যক্তি দরিদ্র নহে, কিন্তু একজন রাজা যাঁহার বৎসর ৮ কোটি আয়, কিন্তু দশকোটি ব্যয় তিনি দরিদ্র। সচরাচর লোকে এই লক্ষণানুসারে দরিদ্র ও ধনীর বিচার করে না। যাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, বহুসংখ্যক দাস দাসী আছে, জিন্মা কলাপে অনেক ব্যয় আছে, সেই ব্যক্তি ধনী, লোকের মনে এই রূপ একটী সংস্কার আছে। যাহাদের অবস্থা সেই সংস্কারের অনুরূপ নহে তাহারা দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না সেই দরিদ্র। আপাততঃ বোধ হয় পেলি সাহেবের লক্ষণ হইতে ইহার কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ পেলি সাহেবের মতে কোন ব্যক্তির আয় ব্যয়ের সমতা হইলে তাহাকে দরিদ্র বলা যায় না। এক ব্যক্তি যদি ৫০ টাকা উপার্জ্জন করে এবং তাহার সামাজিক অবস্থার অনুরূপ না থাকিয়া তদপেক্ষা হীন ভাবে যদি সেই ৫০ টাকার মধ্যে সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে সে দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের লক্ষণানুসারে সে ব্যক্তিও দরিদ্র। সচরাচর লোকে কখন সঞ্চয় করে? যখন তাহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানুযায়ি সমুদায় অভাব দূর হইয়াও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং

সেবাস্তিনী অবস্থাপন্ন হে অটল অভাব মুখ কারণে যদি একশত টাকা আয় আবশ্যক হয় এবং যদি তাহার সেই ৫০ টাকার উপর আরও দশ টাকা আয় বর্দ্ধিত হয়, তথাপি সে দরিদ্র থাকিবে কারণ তখনও সে সঙ্কল্প করিতে পারিবে না। সকল দরিদ্রতা নিবৃত্তির চিন্তা।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দারিদ্র্য বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণী বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ ন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিশেষ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা ধুলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ঋণ দায়ে বিব্রত ও অহর্নিশ এ জন্য হইয়া যেরূপে দিনপাত করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে ভয় ও ক্লেশের উদয় হয়। প্রায় এমন দিন যায় না, যেদিন দুই চারি জনের মুখে সাংসারিক অসচ্ছলের কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত চিন্তার উদয় হয় এবং এইরাত্রে বৃদ্ধির কারণ কি? বারম্বার এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অনেক গুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, দিন দিন দেশের লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা মুদ্রাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে সুতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু-অর্থ সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সন্তানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্নেহের সঙ্কোচ ও হৃদয়ের ইহার অভিজ্ঞান-স্থানে অনেক সুকুমার বিদ্যা ভোগ বস্তুসমূহ নিত্য সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবমানিত হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহরণের জন্য লোকে যত্নবান হইয়াছে। তৃতীয়তঃ যেমন একদিকে লোকের ব্যয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে অপরদিকে অর্থাগমের অনেক দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে যথা, বিদ্যা ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমাদিগের সভ্যতাই বাড়িয়াছে, হিন্দু সমাজের গঠনের অন্য প্রকার হয় নাই, সুতরাং হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতি নীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে, যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না। আমরা পাঠকগণকে আমাদের মনের ভাব অবগত করিবার জন্য কতকগুলি প্রথার উল্লেখ করিতেছি এবং কতগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। প্রথা গুলির দোষ গুণ বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কেবল সেই প্রথাগুলির, লোকের অর্থের ও ব্যয়ের সহিত কতদূর সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের লক্ষ্য।

প্রথমতঃ কন্যার বিবাহ। এই প্রথার সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, বিরুদ্ধে বলিবারও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নির্ব্বর্ম্মা, অথবা অল্পোপার্জ্জক একজন উপার্জ্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে; অনায়াসে আপনাদের এবং পরিবার বর্গের উদরের অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া শ্রম করিতে ও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। অপর দিকে পরিশ্রম করিয়া নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির বিশেষ আশা না থাকাতে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ও অধিক উপার্জ্জনের ইচ্ছা প্রবল হয় না। আমার সেই উপার্জ্জিত অর্থ বহুসংখ্যক লোকের ভরণপোষণে [illegible] হইয়া যায়। [illegible] উপার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া করিয়া হইয়া পড়ে [illegible] থাকে। দৃষ্টান্তস্থল, এক ব্যক্তির একটী পুত্র আছে। সে ব্যক্তি নিজে মাসে ৬০ টাকা উপার্জ্জন করে। এক কোন রূপে তাহার পরিবারের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। পুত্রটীর ১৪।১৫ বৎসর বয়স সময় একটী বিবাহ দিল, তাহাতে একটী পরিবার বৃদ্ধি হইল। পরে ১৮।১৯ বৎসর হইতে পুত্রটীর সন্তান সন্ততি আরম্ভ হইল। আয় ৬০ টাকাতে সংসার নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রটীকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জ্জন সম্পূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সন্তানের স্রোত অপ্রতিহত চলিল। এদিকে বৃদ্ধ পিতা উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় অল্পকষ্ট ও সংসারিক অসচ্ছল অপরিহার্য্য।

তৃতীয়তঃ পিতৃ শ্রাদ্ধ ও পুত্র কন্যার বিবাহ প্রভৃতি। দুই কার্য্য গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। এগুলি অবশ্যকরণীয় ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু এগুলির এত [illegible] সংস্রবে আছে, যে অনেক সময় ভদ্রলোক ব্যক্তিকে বিলক্ষণ কষ্ট হইতে হয়। [illegible] এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা স্ত্রীলোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ভার আত্মীয় স্বজন [illegible] লইতে হয় এবং [illegible] [illegible] [illegible]

পঞ্চমতঃ জাতি ভেদ ও জাত্যভিমান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল-প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতীয় লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের ক্রিয়ার লঙ্ঘন অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্বকালে এবং হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির সময় সেই সকল উচ্চ জাতির উপর লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বিধর্ম্মী রাজাদিগের সংস্রবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে এক দিকে অন্ন কষ্ট অপর দিকে নীচ কর্ম্মাশ্রয় ব্যতিরেকে আর গত্যন্তর নাই, প্রায় এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। নীচ কর্ম্মাশ্রয় করিবেন তাহাই বা কোথায়? বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হওয়াতে দেশের নীচ শ্রেণী প্রায় দিন দিন কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্যও এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে। সে সকল শ্রেণীর কোথায় যাবে? এক ব্যবসায়, তাহাতেই বা কত লোককে নিযুক্ত রাখিতে পারে? দ্বিতীয় কৃষিকার্য্য এত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে সেরূপ ভূমিই বা কৈ? বিশেষ সে সকল কার্য্য নীচ বলিয়া না হউক খাকাতে লোকের সহজে সে দিকে যত্ন হইতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলের অপেক্ষা কৃত নম্র "চাকরীর" অন্বেষণে তৎপরতা। এইরূপে শিক্ষকতা কেরাণীগিরি, ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে করিয়া তাহাতে রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এসকল কার্য্যের দ্বারা যে আয়ের সম্ভাবনা তাহাতে লোকের সচ্ছলে দিন চলা দুর্ঘট। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা উপরে বর্ত্তমান সময়ের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলাম তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু এই গুলি প্রধান। এই সকল কারণে লোকের সঞ্চয় করা দূরে থাকুক স্বচ্ছন্দে দিন পাত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার যাবে এদেশীয়দিগের অর্থ পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং দেশের হিতকর কিম্বা সাধারণের উপকার জনক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার আর উপায় থাকেনা। সেই জন্য ইংরাজেরা মনে করেন হিন্দুরা স্বার্থপর ও অর্থ-গৃধ্নু কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী ও এই প্রথাগুলির ফলাফল বুঝিতে পারিলে সে সংস্কারের অনেক হ্রাস হয়। হিন্দু সমাজে প্রতিদিন কত নিরাশ্রয় নিরুপায় ও নিরুপার্জ্জক লোক প্রতিপালিত হয় তাহা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়

একান্নবর্ত্তী পরিবারের লোকেরা যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় প্রদান করে এবং আপনার ধন দিয়া অন্য দিগকে যেরূপে রক্ষা করে, তাহার মধ্যে কি প্রশংসা করিবার কিছু নাই? যাহা হউক এবিষয়ে আমাদিগের আরও কিছু বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দুর্ভিক্ষের ভয় (৩য়)।

ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ লোকের দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, আবার কেহ সেই ভয়ের কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। শস্যের প্রকৃত অবস্থা কি? এবং বাস্তবিক কি পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইবে, তাহা এখনও নির্ণয় করা যাইতেছে না। গবর্ণর জেনেরল আগরার মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা পত্রের উত্তরে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তিনি বিশেষ বিপদের আশঙ্কা করেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও যথেষ্ট আশঙ্কার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। লোকে কোন পক্ষের কথা অবলম্বন করিবে? লার্ড নর্থব্রুক যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তিনি বৃথা আশ্বাস দিবার লোক নন। অবশ্য তাঁহার কথার বিশেষ কোন যুক্তি আছে। আশ্বাসিত হইবার যতগুলি কারণ সম্ভব, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ বঙ্গ দেশে আর যে দুইবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের বিভিন্নতা আছে। (১) ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ধান্য ভাল জন্মে নাই। কিন্তু গত বৎসর দেশে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। সুতরাং নিশ্চয় সেই সকল ধান্য মহাজনদিগের নিকট সঞ্চিত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাজারে আসিবে। (২) উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। সে বৎসর বঙ্গ বিহার প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শস্য ভাল জন্মে নাই, এবার উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছে, বঙ্গদেশের শস্যও সকল বিভাগে সমান মারা যায় নাই, সুতরাং যে যে প্রদেশে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা অন্যান্য স্থানের শস্যে তাহা নিবারণ

হইবার আশা আছে, তাহাতেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই তাহা অনেকাংশে নিবারণ হইবে, তৃতীয়তঃ যদি এ সকল উপায়ের কিছু না হয় যথা সময়ে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক আর অন্য কারণেই হউক, গবর্ণর জেনেরল বিশেষ ভীত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন না।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে ভীত হইয়াছেন তাহার কারণ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বঙ্গদেশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন, একটু বিবেচনার ত্রুটী হইলে তাঁহার লঘু শিক্ষা ও ক্ষুদ্র সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার ভীত হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ তিনি আগামী বৎসর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, যাইবার সময় একবার প্রজাদিগের জন্য যথা সাধ্য করিয়া পূর্ব্বের বিরাগ দূর করিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে, দ্বিতীয়তঃ বিশেষ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে সকল রিপোর্ট পাইতেছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর এই সকল সংবাদ প্রেরণ করিবার ভার আছে, তাঁহারা শস্যাদির বিষয় কিছু বুঝেন না। তাঁহারা সচরাচর থানা কেন্দ্রে গিয়া দুই চারি জন প্রজাকে শস্যের অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহারা সাহেবের নিকট দুঃখ জানাইলে কোন সদুপায় হইতে পারে ভাবিয়া কৃষিয়া প্রায় এক ভাবের স্থানে অবস্থা কর্ত্তা জানায়। সুতরাং জেলার কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক না হইতেও পারে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন এত

আশঙ্কা [illegible] ? তাহার উত্তর এই তাঁহারা [illegible] তাঁহাদের [illegible] কারেন। তাঁহারা এতদ্দেশ যে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহাদের নায়েব ও গমস্তা প্রভৃতি দ্বারা পাইয়া থাকেন। অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মচারিরা শস্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে পারে। সুতরাং তাঁহারাও যে প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন এরূপ বোধ হয় না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, আশ্বাস পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু এ সময়ে "আশ্বাস" ও "আশঙ্কা" এই দুইটীর কোনটী প্রার্থনীয়। আমার বিবেচনায় বিপদ আসিবার পূর্ব্বে বিপদের আশঙ্কাই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার এক মাত্র উপায়। এসময়ে আশঙ্কাতে দোষ ভিন্ন ক্ষতি নাই। ভয়ে লোকের মৃত্যু হয় না। যদি বল ভয়ের জন্য বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, কারণ বাস্তবিক যদি মহাজনদিগের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের চাউল সঞ্চিত থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা বাজারে উপস্থিত হইবে এবং শস্যের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যাইবে, অথচ সস্তায় মূল্য করিয়া আনিবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসিবে, কারণ বিদেশে লইয়া গিয়া বণিকেরা যে লাভের প্রত্যাশা করেন, এখানে তদপেক্ষা অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকিলে কিয়া সেখানে লইয়া গিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প দেখিলে তাঁহারা আসিতে হইতেই নিবৃত্ত হইবেন। সুতরাং যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক শস্য সঞ্চিত আছে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় সেই সকল স্থান হইতে [illegible] আনিয়া [illegible] করিবে।

[illegible] ভয়ে [illegible] করিয়া [illegible] ভয়ে [illegible] করিয়া [illegible] করিবে।

আর যদি পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত কিছু না থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই জানিতে পারা যাইবে। এবং এসময়ে অবশ্যই যে সকল স্থানে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা যাইবে তাহা নিশ্চয় [illegible] হইবার নহে। গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কার্য্যের ঐক্যতা দর্শাইয়া আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]

লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা কখনই তিনি নষ্ট করিবেন না, যাহাতে সদুপায় হয় তাহা তিনি বিধান করিবেন। তাঁহার উপরই আমাদিগের আশা ও আশ্বাস আছে এবং এ আশা অপাত্রে স্থাপিত নয়।

আমাদিগের আফিসের চুরি।

অমৃতবাজার তামসিক লোক। তিনি যে আমাদের চোর ধরিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি যাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও হিতৈষী বন্ধু। অতএব আমরা তাঁহাকে একটী সংবাদ দিয়া তাঁহার দুর্ভাবনা দূর করিতেছি। স্বয়ং জগন্নাথ আমাদের এই কর্ম্ম করিয়াছেন, কারণ হরিনাভির একখানি রথের ভিতর ২ মণ ৮ সের অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। রথ জগন্নাথের সুতরাং তাঁহারই এই কাজ। ছয়টী পুঁটুলিতে অক্ষরগুলি ছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫।৬ জনে এই কর্ম্ম করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রথখানি ফাঁড়ীর অতি নিকটে। পুলিস ত অদ্যাপি কিছু করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিফ ইন স্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন, পাকা লোক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। দেখা যাউক তিনি কতদূর করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয় জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহাদের আর ক্লেশ পাইতে হয় না। কারণ তাঁহার নিকট হইতে সম্মতি লইতে কষ্ট নাই। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" তাঁহার প্রতি সন্দেহ হইবার আরো বিশেষ কারণ এই যে তিনি পলাতক আসামীর মত একটী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে লুকাইয়া থাকেন, বৎসরে একবার কি দুই বার ভিন্ন বাটীর বাহির হন না। পুলিস যেরূপ চালাক সেই ভদ্র পরিবারের লোকদিগকে না ধরিয়া বসেন ত আমরা বাঁচি। "চোর ধরিতে হইবে" এই দুর্ভাবনায় পুলিসের আহার নিদ্রা নাই, আমাদেরও আহার নিদ্রা নাই। সেই জন্য বলিতেছি জগন্নাথকে চালান দিলে যে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পান আমাদেরও দুর্ভাবনা দূর হয়।

সর কর্ণ্ড কাম্বলের পদত্যাগ।

আগামী এপ্রেল মাসে আমাদের লেপ্টনন্ট গবর্ণর এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় কোন্ ব্যক্তি না এই সংবাদে দুঃখিত হইবেন? তাঁহার শরীর ক্রমেই অপটু হইতেছে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর লইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার জন্মভূমি স্কটলণ্ডের কায়কাল নামক স্থানের অধিবাসীরাও তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করিবার আশা দিয়াছেন তিনি সেরূপ কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী লোক তিনি যে সেখানে গিয়াও যথেষ্ট কার্য্য করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু আর কি ভারতবর্ষ তাঁহার মনে থাকিবে? আর কি জমিদার পীড়িত দরিদ্র প্রজারা তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইবে? সে ত ভবিষ্যতের কথা আপাততঃ যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে তাহারা এ সংবাদে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িবে। যদি বল যিনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন। এরূপ শুনা যাইতেছে যে সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন। সার রিচার্ড কি ধাতুর লোক তাহা এখনও সবলের বিদিত নাই, তিনি এত দরিদ্রের বন্ধু হইবেন কি না সন্দেহ। যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার সহিত লোকের পরিচয় আছে সেটী সাধারণের অপ্রিয়, সুতরাং লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে অনেক সময় যাইবে।

এই দুর্ভিক্ষের সময় কায়েল সাহেবের উৎসাহ পরিশ্রম চিন্তা ও চেষ্টা দেখিয়া দেশের সমুদায় লোক কৃতজ্ঞ হইয়াছে। ঐ ব্যক্তিকে মনে একটী বিশ্বাস অঙ্কিত আছে যে তাহাদের রক্ষার জন্য কায়েল সাহেব যাহা সাধ্য তাহা করিবেন। সুতরাং এখন যে অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যায় তথাপি কেহ গবর্ণমেণ্টকে উদাসীন মনে করিয়া বিরক্ত হইতে পারিবে না। কেবল দেশের লোক নহে, তাঁহার দুষ্টান্তে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ সকলেই দশ গুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি গেলে তাহাদেরও উৎসাহের হ্রাস হইবে।

অতএব আমরা অনুরোধ করি সে তিন আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করুন। যদি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হয়, এপ্রেল ও মে হইতে প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইবে। তখন তাঁহার মত উদ্যোগী পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ লোক ভিন্ন বিপদ নিবারণের আশা দেখা যায় না। এরূপ অনুরোধ করিতে সাহস হয় না। কারণ ইহা অত্যন্ত স্বার্থপর কথা। কিন্তু যদি কোন প্রকারে আর কয়েক মাস বিলম্ব করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উদ্যোগ উৎসাহ, পরিশ্রম ও দৃঢ়তার সহিত কেহ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত উপহাস বিদ্রূপ কটূক্তি ও অত্যাচারও কেহ সহ্য করেন নাই।

" যদুনাথ প্রমুখ ৮ শতাধিকের
১ জনের

কেহ কেহ বলিতেছেন যে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনরদিগের বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদে লোকের কত দুর্ভাবনা দূর হইল বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার অগৌরবে দেশের অগৌরব। আজ দেশীয় সিবিলিয়ানদিগের মুখ রক্ষা হইল, দেশের লোকেরও মুখ রক্ষা হইল এবং তাহার বিচার হওয়ার পূর্ব্বেই যে সকল ভারতহিতৈষী ও উদারপ্রকৃতি ইংরাজ তাঁহাকে দোষী বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও মুখে চুণকালী পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত করাতে কিন্তু পেট্রিয়ট প্রভৃতি আমাদের অনেক সহযোগী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরাও পূর্ব্বে তাহার অনুমোদন করি কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে কমিশন নিযুক্ত করাতে সুরেন্দ্র বাবুর বিশেষ উপকার হইয়াছে, কারণ, এক্ষণে ইংরাজ ও বাঙ্গালি সকলের হৃদয় হইতে সকল সন্দেহ দূর হইল। যদি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অমনি অল্পে অল্পে বিরক্ত হইতেন তাহা হইলে ইংরাজ কেন এদেশীয়দিগেরও মন তাঁহার অপরাধ-বিষয়ে সন্দেহ থাকিত। বলিতে কি আমাদেরও মনে সন্দেহ ছিল, এই কারণেই আমরা সুরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে এত অল্পকাল মৌনী ছিলাম। একে সুরেন্দ্র বাবু স্বদেশীয় তাহাতে ইংরাজেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার দোষ যত অল্প হউক তাঁহার পক্ষ সমর্থন করা উচিত আমরা কখনই এভাব দ্বারা চালিত হই নাই এবং বিচারের ফল জানিবার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে [illegible] করেন, [illegible] সাহেব এই আবেদন খণ্ডন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার মেটিয়াবুরুজ হইতেছিল আমীর এবং অন্য অন্য ভদ্র ও বড় লোকের আকর [illegible], মহারাণীর এক আবেদন প্রেরণ করেন; কিন্তু একবার যখন একবার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন যে প্রাণান্তে [illegible] করা যায় না, ইহাতেও [illegible] হয় নাই। তাঁহারা যখন করিলে কাজ হইত। যাহা হউক যাহাতে লোকের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা যে বৃথা না হওয়াতে সেই সান্ত্বনা অনেক কথা দিয়াছে। দুর্ভাগ্য মহারাণীর আর উপায়ান্তর নাই। অনেকে আশা করিতেছেন, কিছু দিন বড় [illegible] গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদয় হইবে তাহাতে তাঁহা করিবেন।

" এইরূপে [illegible] ভারতবর্ষের কি লোক, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ [illegible] দিয়াছেন। উপর্যুপরি আজ একশত কালের পর যখন মুসলমান [illegible] ভারতে তখন মূল্য কতদূর কমিয়াছে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। [illegible] দেশ ছারখার [illegible] অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন নাই। আমার মতে লোক যেরূপ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে তাহা অনেক পরিমাণে সত্য। ব্রেডলের অনেক [illegible] বস্তুর [illegible] অনেক আছে, তাহা করিয়া [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

কর্ম্মচারিগণ এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ৫০ হাজার টনের অধিক চাউলের প্রয়োজন হইবে না। যদি তাহাই হইল, ৫০ হাজার টন চাউল বাঙ্গালিদিগের দুই দিনের খোরাক মাত্র, ইহাই কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে? আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য লণ্ডনে যে চাঁদা হইয়াছিল, লাড মর্ব্বক্লের আগ্রার বক্তৃতান্তে তাহা বন্ধ হইয়াছে। লাড মর্ব্বক্লক আপনার স্কন্ধে বিষম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। "সকলে লাড মর্ব্বক্লের প্রস্তাবগ্রহণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন" তাঁহার এ সমস্ত শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় আগমন করা কর্ত্তব্য।

রঙ্গপুর হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে কিন্তু বৃষ্টি নাই, অল্প স্থানে ধান্য কাটা হইতেছে কিন্তু তাহাতে অল্প ধান্য পাওয়া যাইবে। অনেক স্থানে কেবল খড়ের জন্য ধান্য কাটা হইতেছে। লরিসা প্রভৃতি রবিশস্যের অবস্থা ভাল, আলু অনেক পরিমাণে রপ্তানি করা হইয়াছে। উত্তর ভিন্ন আর সকল স্থানের সংবাদ মন্দ। উত্তর পূর্ব্ব হইতে অনেকে গোয়ালপাড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র ৩ হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বিভাগে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক্ষণে চাকার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ধান্য কাটা হইতেছে, এখানে উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে, ইহা হেতে চাকায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে চাউলের বাজার গরম হইবে। রবি শস্য বপন করা হইতেছে, কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তাহাতে কিছুই হইবে না।

দারজিলিঙ হইতে আলু ও চাউল রপ্তানী বন্ধ করা হয় নাই, কিন্তু দারজিলিঙ মিউস বলেন, শীঘ্র রপ্তানী বন্ধ করা হইবে।

এক ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৫৮৭১ খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র আছে, পৃথিবীর আর অন্যান্য স্থানে সমুদায়ে ৭১৪২ খানি হইবে।

তারকেশ্বরের মহান্ত হুগলী জেলে কয়েক ঘণ্টাকাল থাকিয়া পীড়িতহন, এক্ষণে তাহার চিকিৎসা হইতেছে। মহান্ত লোকের থাকিয়া সেবা করিবে কেন? তাঁহার চিরকাল প্রস্তরময় শিবমূর্ত্তি পূজা করিয়া অভ্যাস, তাঁহাকে পাথর ভাঙ্গিতে দিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে সকল প্রদেশের লোকের কষ্ট হইয়াছে তথায় বিতরণ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এযবৎ মণ্য প্রেরণ করিতেছেন। ৫০ হাজার মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল আসিয়াছে উহা কলিকাতায় আসিতে ৩৶০ মণ পড়িয়াছে। এই চাউল বিতরণ ও রাজসাহীতে পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ শোন খালের কার্য্য স্থলে, সাহরণ ও চম্পারণের খালের কার্য্য স্থলে এবং উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের কার্য্য স্থলে পাঠান হইতেছে। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ৩০।৮০ মণ এদেশীয় চাউল ক্রয় করিয়া পাটনা ভাগলপুর এবং রাজসাহীর যে সকল স্থানে কার্য্য হইতেছে তথায় সঞ্চিত রাখিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া পূর্ণিয়া ভাগলপুর মুঙ্গের ও পাটনায় এবং নৌকা ও ষ্টেণে করিয়া চম্পারণ রাজসাহী দিনাজপুর ও উত্তর ত্রিহুতে যাইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে চাউল আনিবার কথা হয়, উহা পাটনা ও ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতেও কতক চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজে যে চাউল ক্রয় করিয়াছেন উহা জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে। বাখরগঞ্জ এবং সিলেট হইতেও কতক চাউল রাজসাহীতে আসিবে। বোধ হয় ডিসেম্বরের শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রায় ৫ লক্ষ মণ চাউল গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গোলাঘাত হইবে। নূতন নূতন রাস্তা ঘাট করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে, পুরাতন রাস্তার সংস্কার করিত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম শেষ হইলে পর চাউলের বাজার অপেক্ষাকৃত নরম হইয়াছে। মুগী চাউল ওয়েষ্ট ইণ্ডিস লইয়া যাওয়া হইতে ছে। নূতন আশকুলি প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে, এবং এই চাউল ইউরোপে রপ্তানীর জন্য মনিকর্ণিগের আগ্রহান্বিত হেখা যাইতেছে। মঙ্গলবার চাউলের মূল্য এইরূপ গিয় ছে- বাঁশায় ৩৷৶ ৩৷৶ মুগী ৩৷৶৩৷৵৶ অ ম- কুলি ৩৷১০৷৩৷৶।

১১ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সেমেট চাউসে প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৪৫ এবং প্রথম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৯ হইয়াছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত কম হইবার কারণ এই যে সেমেট হাউসে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না, ছেলের সাহেবের কুলম তলা বাটীতে কতকগুলির পরীক্ষা হয়। আমরা শুনিলাম কয়েকজন ছাত্র নিজ নিজ শিক্ষকের নিকট প্রশংসা পত্র না পাওয়াতে অন্য স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া ছয় মাসের কোথায় বা এক বৎসরের বেতন জমা দিয়া প্রশংসাপত্র লইয়া পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন, সর্ট্রিক সাহেব উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের উপরি লাভের এই এক মহত্তম। যাহা, হউক এরূপ ঘুষাঘুষি নিতান্ত শোচনীয়। এরূপ ছাত্র ও অধ্যক্ষের দণ্ডদান বাবস্থা কর্ত্তব্য।

মধ্য প্রদেশে বঙ্গদেশের জন্য চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে।

কিমেল মর্ণ্যাল স্কুলের দুরবস্থা জন্য ঘিরর আক্ষেপ করিয়াছেন। এক তত্ত্বাবধান দোষ এই দুরবস্থার কারণ। ভারতসংস্কার সভার এবিষয়ে মনোযোগ বিধান কর্ত্তব্য।

১০ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আগামী সোমবার হাইকোর্টে তাড়কেশ্বরের মহান্তের অপীলের বিচার হইবে। বিচারপতি মার্কবি এবং মার্চ্চ সাহেব বিচার করিবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে টাউনহলে সেণ্ট এণ্ড সভিবার মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সংলগ্নাছেন, অনেক [illegible] প্রজার কষ্ট হইতে। এই অনাবৃষ্টির পরিণাম কি হইবে ঈশ্বরই জানেন।" কাবেল সাহেব প্রজাদের [illegible] সম্বন্ধে সুখকর সংবাদ প্রকাশ করিয়া, এরূপ দুর্ভিক্ষের সময় গবর্মেণ্টের যেরূপ সংকল্পিত প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য [illegible] বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

[illegible] মার্ক হর্ণরক্ষে ও কাবেল সাহেবের [illegible] বিবাহ করিয়াছেন, "বঙ্গদেশের [illegible] বিবাহের সময়ে তাঁহারা যাহাই করুন, মধ্যবর্ত্তী কিছু বিলম্বের জন্য "পোলিটিকা ইকনমির" নিয়ম সকলও তত্ত্ব করিতে [illegible] যাহা হইলেও উৎসবের লোকে তাঁহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিবেন।

[illegible] ফক্স ইণ্ডিয়া বলেন, পূর্ব্বিয়া [illegible] ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে [illegible] আসিয়াছে, অধিক পরিমাণ তুলিতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে উহাদের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বৃষ্টি হয়, উত্তম শস্য জন্মিবে। চম্পারণ (এখানে ১৮৭২-৭৩ সালে মনুষ্যের ৫৯০০০ লোকের [illegible] এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বহু জন্য কীর্ত্তি সাহরসে লোকের প্রচুর কষ্ট [illegible] হইয়াছে। তথায় নানা কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থান হইতে [illegible] মজুরী করা হইতেছে। দানাপুর এবং [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] কার্য্যের জন্য [illegible] সকল শস্যের মূল্য [illegible] অন্য [illegible] অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু [illegible] হইতে [illegible] করেরা মন্দ [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] অপেক্ষা [illegible] হইবে। তাঁহারা বলেন [illegible] সাহায্য করা দুর্ভিক্ষ কালের [illegible] হইয়াছে। [illegible] প্রজাদিগের জন্য [illegible] করিতেছেন। কিন্তু এ সকল মত [illegible] সত্ত্বেও ভদ্রলোকদিগের স্থানে স্থানে যে সকল [illegible] তাহাদিগের [illegible] যাইতেছে [illegible] অনেক [illegible] দিগের [illegible] হইয়াছে, [illegible] কার্য্যে [illegible] হইয়াছে, [illegible] দেখা যাইতেছে না। তত্রত্য কালেক্টর একটী অতি ভয়ঙ্কর স্থান বর্ণন করিয়াও বলিয়াছেন, লোকে কার্য্যের জন্য আসিতেছে না, কয়েকজন মাত্র চাপরাসীর কর্ম্মের জন্য আইসে কিন্তু উহাদিগকে জোরাল লইয়া মাটি কাটিতে হইবে এই কথা বলাতে উহারা চলিয়া যায়। বিহারের লোকের এই সংস্কার হইয়াছে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইবে।

ফুল সাহেবের ইনস্পেক্টর আর্ক বাহাদুর বঙ্গদেশের অবস্থা বিষয়ে এক পত্র লিখেন, তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের নানা স্থানের একটী তৈলদে সম্প্রতি একত্র কতকগুলি মুদি মাদিয়েটকে বেড়িয়া এই আক্ষেপ করে, তাহাদের যে যেমন দেওয়া হয় তাহাতে তাহারা এক বেলাও উদর পুরিয়া খাইতে পাইতেছে না।

২১ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গবর্মেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ১লা ডিসেম্বর অবধি চিঠা দ্বারক গবর্মেণ্টের ষ্টীমর সোনালদ হইতে মহানদীর মহানার নিকট গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, ইহাতে লোকে রাজপুরবোয়ালিয়া মুঙ্গের ভাগলপুরগোলা এবং গোদাগাড়িতে শস্য লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি আবশ্যক হয় গোলাই লইবার জন্য কুষ্টিয়ায় যাইবে কিন্তু কুষ্টিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য গোলাদহে গোলাই লওয়া হইবে না। গোলাদহ কিম্বা কুষ্টিয়া হইতে সকল ষ্টেসনে ৮০ সিকা ওজনের প্রতিমণ এক আনায় হিসাবে ভাড়া লওয়া হইবে, যদি স্থান থাকে তবে শস্য ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী লওয়া হইবে। ষ্টীমরের গোদাম অন্যান্য জাহাজের মত নহে তাহার সহিত কিনা তাহার লইয়া যাওয়া হইবে। অন্যান্য আরোহীর [illegible] যাইতে আট আনা ভাড়া লাগিবে। [illegible] দিয়া কিম্বা গোদাগাড়ি হইতে [illegible] কলে পাই ও [illegible] লাগিবে [illegible]

[illegible] দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিউটিনি [illegible] বোম্বাইয়ের [illegible] বিশেষ [illegible]

২২ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

গত ৩০ এ [illegible] বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিউটিনি [illegible] নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, ২রা ডিসেম্বর তাহার উত্তর আসিয়াছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ যাহা আবশ্যক হইবে তাহা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ষ্টীমরের ভাড়া মাফ না করিয়া বরং চাউল ক্রয় করিবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্লিল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। যেরূপ বলা হইয়া আসিতেছে, আর্লিল [illegible] কারণের সাহেবের রাজনীতির অনুমোদন করিতেন, তাহাতে [illegible] কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারিতেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগ

২৮এ নবেম্বর। অদ্যই বিভাগের প্রথম শ্রেণীর অডিনিরি [illegible] ও [illegible] ডাকেটের এফ. জে. মি কাবেল সাহেব বিলাত যাত্রা করিবেন। উক্ত বিভাগের সমস্ত [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] সাহেব [illegible] ও [illegible] এক; অদ্য [illegible] বিলাতে [illegible] দিবা গেজেট পাইলেন।

[illegible] ও [illegible] স্থানে [illegible] বাবু [illegible] বিলাতে [illegible] পাইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] বিলাতে [illegible] উপাধি [illegible] করিবেন। [illegible] বিলাতে [illegible] করিবেন।

ত কর দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

পাটনার ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ আমীর হোসেন নবাব ২ পাটনা সিটি রোড বিস্তৃত করিবার জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৯ ই ডিসেম্বর। গোয়ালপাড়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার আসাম টঙ্করোডের জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সেণ্টনল্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি এচ এল ডনসন সাহেব আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের "দুর্ভিক্ষ ও সংবাদ" এই বিভাগের অস্থায় সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

গত ১ লা নবেম্বর হইতে নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে—

এফ টি প্রিন্সেপ কুষ্টিয়ার ডিপুটী ও সেসন জজ হইবেন।

ই, ডমণ্ড চাপরা ডিপুটী ও সেসিয়ন জজ হইবেন। কিন্তু আপাততঃ সংবাদের ডিপুটী ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

জে ডি ওয়াইজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পূর্ণিয়ার ডিপুটী ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, বীমস প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই, ডি লকউড দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

টি, ওয়াটসন চতুর্থ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ বর্ত্তমানের ডিপুটী ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এফ এচ, পিলিট প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ আর ম্যাডক সাহেবের পদত্যাগ অবধি নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে।

জে, এস হুইস ভাগলপুরের ডিপুটী ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, এস র‍্যাবেলস বাকুড়ার ডিপুটী ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, জে আর রেমিজ মুরসিদাবাদের ডিপুটী ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এস, আর টটেনহাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাখরগঞ্জ ও যশোহরের এডিসনল জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর বাখরগঞ্জ ও যশোহরের এডিসনল জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

আমিএল ডে জে মাকফারলেন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই ই হুইস প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে এস, ডে ও প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল হারিসন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে বি ওয়ার্ড তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ বেলরিজ বাখরগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ এল ফ্রেজ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডি ক্যমলিট ব্রিবল তৃতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২ রা ডিসেম্বর। আসাম বিভাগের কুল সমূহের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর সি এ ম টন এল এল ডি, বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

এচ এল ড্যাম্পায়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটরি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। আমেরিকার কৃষি সভা অনুমান করিয়া ছেন এবার তথায় ২৭৫০০০০ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। রেপবলিকান ডেমক্রাট লিবেরিয়ন ব্যালেজকে পরাজয় করা হইয়াছে।

স্পেন-বার্সিলোনা ডাক্তার এবং যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ঐ ভাষায় অধিকার করা যদি বাস্তবিক আইন বিরুদ্ধ হইয়া থাকে অতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কেপ কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে কার্ণেল কেরীও ডমকোয়াতে এ বৎসর মার্চে উলসলি আক্রমণ করেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে তাহাকে পরাজয় করেন। আশান্টিরা প্রায় বিনা যুদ্ধে পলায়ন করে। অতএব উলসলি হস্ত হইয়াছেন।

কর্ণেল স্কটের কয় জন অফিসর এবং আর ৪০ জন আহত হইয়াছে। আক্রমণ কারীরা অত্যাকাণ্ডায় রহিয়াছে।

মাকেঁ, কেন এবং ওইলেম এই দুইজনে যুদ্ধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

নগর মধ্যে খোলা বাগ করিতে কার্পেন্টিনার বিষয়ে হলসের স্ত্রী পুত্র সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ন্যুজিপর কলিকাতা হইতে যে মেইল ৭ই এবং বোম্বাই হইতে ১০ই নবেম্বর যাত্রা করে অদ্য প্রাতে কালে উহা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের সাহায্যে ১৯১০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণ উলসলি যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে আশান্টিরা সম্পূর্ণ রূপে হার মানিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনত হইয়া পড়িয়াছে।

—০০০—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সংবাদপত্র টাইমস বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

০০০০০ অল্প কালের মধ্যে আমরা যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ১৮৬১ অব্দে উড়িষ্যা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর এবং সে বিষয় আমিদের "বঙ্গদেশে এবার ধান্য জন্মে নাই" এই কয়টী কথার অর্থ কত ভয়ানক তাহা সহজেই প্রতীতি হয়। ০০০০ ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা সে বার অন্ধে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে যদিও শস্য জন্মে নাই মহাজনদিগের নিকট নিশ্চয় শস্য সঞ্চিত আছে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাহির হইবে। বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ইংলণ্ডের সংস্কারের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমের যে ফল ফলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হয়। উড়িষ্যার যে বিভাগ বাঙ্গালার অন্তর্গত তাহাতে প্রায় বার আনা লোক অনাহারে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করে। এখনে যে বিভাগে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে,

...ারা উড়িষ্যা অপেক্ষা আয়তনে অনেক ...গে বৃহৎ এবং এখানেও উড়িষ্যার ন্যায় ...ৰেশা ঘটিবার সম্ভাবনা। ৫০ বৎসরের ...লোকদিগের মধ্যে ভিন্ন গতি নাই। ৩০ ...য়তনের প্রজারা দরিদ্র, অসহায় এবং ...দুর্ব্বল। সুতরাং, অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদ ...গেও দুঃখের কথা জানাইতে পারে না। ...র্ত্তি কৃষক সেখানে যাও হয় ত খেতিতে ...। টবে এক সহস্র সহস্র লোক বিনষ্ট হইয়া ...ধানাতে পথ পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণ পরি...ত্যাগ ... হইতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর ...হইয়া ... সেই ভাহাদের দুর্ভি...ক্ষের ... না। যাহারা কর্ম্ম ...ক্ষম ... তাহারা প্রাণ ...ত্যাগ ... পারিতেও পারে না। ...এবং ... বৎসর। দীর্ঘজীবী থাকে, তাহারা ...কাহার ... যন্ত্রণা প্রাণে রক্ষার উপায় নাই ... বিবেচনা করিয়া, এবং তাহা...দের ... বিষ সহিতে জানিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা ... করিয়া থাকে।

একজন ভারতবর্ষের অধিবাসীর দিন ...াপনের জন্য অতি অল্পই আবশ্যক, এবং ইহার বিপক্ষের বিশেষ হেতু, কারণ তাহারা মিতব্যয়ী, ও নিতান্ত অল্পমূল্য দ্রব্যে দিন ...পাতকরে সুতরাং অর ব্যয়সংকোচ করিবার পথ থাকে না। বৎসরে যে দুইবার ফসল ...ন্মে তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ধারণের ...পক্ষে নিতান্ত অংশক এবং একবার ধান ...ন্মিলে ... পুরুষ ... একেবারে আহার পাওয়া অসম্ভব হইয়া ... যে আবার একজন ... ভারতবর্ষীয় ... ধান্য পাইলে, তাহা...র ... পায়ে কিছু বল হইলে ... অতীব উপাদেয় ... হইয়া ... ভারতবর্ষের ... বিনা ... আবিষ্কৃত ... হয় না, ... ইহা ... তাহা ... হয় ... সম্ভাবনা নাই। এই ...দেশের ... অপেক্ষা ... লক্ষ লক্ষ প্রজা ...কাতরে ... ইহা ... সন্দেহ, আর অধিক ... হয়ে ... হইতে

কিছু করিবে না। যাহা ... গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট না করিলে কিছুই করা হইবে না। সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থ দিয়াই হউক, কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ধার্য্যদ্বারাই হউক, যে প্রকারে সাহায্য করা হইবে তাহা ইংরাজ দিগকেই করিতে হইবে। কারণ ভারতবর্ষ ইহার ভার তাঁহাদিগের হাতে। ০০ ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে সুতরাং তদনুসারে গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্যের ভার গুরুতর। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উপযুক্তরূপ আয়োজন করিতেছেন। কাল বিলম্ব হওয়াতে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বেলা সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, এবার কাল বিলম্ব হইলে তদপেক্ষা অধিক ঘটনা হইবে। এখন আমরা একবার গত দুর্ভিক্ষ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং বিশেষ দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য যখন এত রেলওয়ের সুবিধা আছে, তখন যদি ১৮৬৬ সালের দৃশ্য পুনরায় উপস্থিত হয়, আমাদের বলিবার আর কোন কথা থাকিবে না।

কৃতপূর্ব্ব বেঙ্গল সিবিলিয়ান ষ্টারলিং কাবেল সাহেব ডিউক অব আর্গাইলের গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই দোষারোপ করিয়া টাইমস পত্রিকাতে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ কেন লোকের গোচর করিতেছেন না। টাইমস পত্রিকাও এই দোষারোপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন কথা তাঁহারা ...ক্ষে প্রকাশ করেন?

গতসপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

...পুর্ণ আমন ও আউ এই দুইটি ... প্রায় ০১০০ ... মণ চাউল হইবে, ইহাতেই ... লোক দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা করিয়াছে, এখনে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে। ... ...

হইয়াছে কি সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন, কি বিদ্যা চর্চ্চার বাহুল্য এবং কি রাজকীয় ব্যয়ভার, সকলই নিম্ন আসাম দেশের উপর বিন্যস্ত হইল। যাহা হউক, এই দেশকে শাসন বহির্ভূত করিয়া যে গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে যে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন ও আর কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করণের অনুরোধই আমাদের এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য

১। অপরাপর শাসন বহির্ভূত দেশের ন্যায় এখানেও একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিবেন। তিনিই এদেশের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবেন। উঁহার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার যো থাকিবেক না। যত মামলা মকদ্দমা সীমা সেই পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইবে। তিনি সকলের মন বুঝিয়া কাজ করিবেন, এমন আশাও অল্প। হয় ত একের অনুরাগ অপরের বিরাগভাজন হইয়া যাইতে পারেন। অতএব অন্ততঃ এখানে আপীল মকদ্দমা শুনিবার জন্য একটী চীপ কোর্ট সংস্থাপন করা কিম্বা যা কোর্টের উপর পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে আপীল শুনিবার ভার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

২। সমুদায় আসাম কিম্বা তদন্তর্গত প্রত্যেক জেলায় নিয়োজিত ভারবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল সীমা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার অতিক্রম করিলেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাশ লইতে হইবেক, বোধ হয় ইহাতে কি? না কিছু খরচেরও আবশ্যকতা হইবেক। বিশেষতঃ ইহাও একটী ট্যাক্স বিশেষ হইয়া আসাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ঐরূপ ট্যাক্সের আদেসরদিগের মত স্থানে স্থানে যে সকল রেজিষ্টার থাকিবেন তাঁহাদের দ্বারা যে, পথিক লোকেরা কিঞ্চিৎ বিপদ গ্রস্ত না হইয়া যাইবেক এমত আশাও অতি অল্প। অধিকন্তু এদেশের অনেক নিঃস্বপায় লোক বঙ্গদেশে যাইয়া কেহ বা মাসিক ২ দুই টাকা বেতনে মজুরী, কেহ বা ঐরূপ অল্প বেতনে বিগ্রহ-পূজা এবং কোন কোন নিঃস্বপায় অর্থহীন বালক বঙ্গদেশের কোন বড় মানুষের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। সীমা অতি ক্রম হেতু ধৃত হইতে হইবেক ইহা শুনিলে তাহাদিগকে সেই চির উপজীব্য মজুরী ও ঠাকুর-পূজা কিম্বা ঐরূপ বিদ্যাধ্যয়ন হইতে এককালে বঞ্চিত হইতে হইবেক। অতএব প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে যাহাতে বঙ্গদেশে গমন, গমনের কোন বাধা না জন্মে অন্ততঃ তাহাই করিয়া উপায় হীন আসাম বাসিদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

৩। এদেশে বাঙ্গালার মত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নাই। বাৎসরিক "রায়ত্বারী" বন্দবস্ত প্রথাই প্রচলিত। তাহাতে কখনও প্রজাদের ভূমির প্রতি মমত্ব জন্মে না। অতএব এদেশীয় প্রজাদের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমুদায় ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বন্দোবস্ত অন্ততঃ ১০ কিম্বা ২০ বৎসরের নিমিত্ত হইলেও হানি নাই।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পঞ্জাব সীমা।

ডেরা এস্মাএল্ খাঁ।

১। অদ্য অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, এ সময়ে এখানে শীতকাল কিন্তু এ সময়ে মুলতানে যেরূপ শীত অনুভূত হইত এখানে সেরূপ শীত অনুভূত হইতেছে না, শুনিলাম পৌষ মাঘ মাসে এখানে "হাড় ভাঙ্গা শীত" পড়ে।

২। কাবুল ও কান্দাহার হইতে এই সময়ে আঙ্গুর বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস্, সর্দ্দা, বাদাম সেউ প্রভৃতি বিবিধ মেওয়া আসিয়া যেরূপ সকল পূর্ণ হইতেছে, এই এই স্থান হইয়া এই সমস্ত মেওয়া অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইতেছে, সেঁালা পশ্চিম তোলা প্রভৃতি উক্ত বস্তুও কাবুল হইতে অনেক আমদানী হইতেছে।

। সিন্ধু নদের উপর যে তরণী সেতুর বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হই হইয়াছে। এ নদীর তীরস্থ গভর্ণমেণ্টের বন্দুক রাখিবার ঘর সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখান হইতে মুলতান যাইবার রাস্তা যে দুর্গম ও কষ্টপ্রদ তাহার কোন সুবিধা সহজে হইতেছে না। মুলতান হইতে এখানে মুসে (এক রেজা) ডাক লইয়া আসে, কোন প্রকার শকটের উপযোগী রাস্তা নাই কেবল উষ্ট্র পৃষ্ঠে গতায়াত করে। এখান হইতে ডেরা-গাজী খাঁর বোকারেস্থলেও যায়। এইরূপ কষ্টকর ও দুর্গম স্থান মুলতান হইতে এখানে আসিবার বৃত্তান্ত পাঠে পাঠকগণ তাহা এক রূপ বুঝিতে পারিয়াছেন।

৪। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার হেনরী ডুরাণ্ডের সমাধিমন্দিরের উপর প্রস্তর ভস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, বিলাত হইতে মার্ব্বেল প্রস্তর খোদিত ও সুসজ্জিত হইয়া বাষ্পীয় পোতে করিয়া আসিয়াছিল। স্তম্ভের উপর কেবল জন্ম মৃত্যুর তারিখ কোনকালে কোনক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। ডেরা এস্মাএল খাঁর মধ্যে ইহা একটী দর্শনীয় পদার্থ হইল তাহা সন্দেহ নাই।

৫। দুর্গোৎসবের সময় কেবল যে বঙ্গদেশ উৎসবপূর্ণ হয় এমন নহে। আসাম এই সময়ে উত্তর পশ্চিম, মধ্য ভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের যে যে স্থানে ছিলাম সর্ব্বত্রই উৎসবপূর্ণ দেখিয়াছি অর্থাৎ বঙ্গদেশে যেমন দুর্গোৎসব এই সকল অঞ্চলে সেই রূপ রামলীলা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এখানকার রামলীলা আবার অন্য প্রকার। এখানে অসংখ্য বালক কেবল চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বেড়ায়। রামলীলার অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ দেখিলাম না।

৬। বিগত ১৪ই কার্ত্তিক গোষ্ঠাষ্টমীর দিন এখানে আর একটী উৎসব দেখিলাম; একটী মাঠে অসংখ্য গাভী একত্রিত করা হয় এবং তাহাদিগকে পূজা করে ও কার্পাসের বীজ খাইতে দেয় এবং দুইটী বালককে রাখাল সাজাইয়া গাভীদিগের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এখানকার

বিস্ময়ের কথা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মানুষ আর নাই থাকুক গাভীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

৭। দেওয়ালী অর্থাৎ লক্ষ্মীপূজার সময় এখানে ভয়ানক জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। এরূপ জুয়াখেলার ধুম আর কুত্রাপি দেখা যায় না। তিন রাত্রি লোকের আদৌ নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। চৌর্য্যাদির প্রাদুর্ভাব কম হয় নাই। তামিলস এখানে প্রায় সকল সময়ই জুয়াখেলা হয়, সম্প্রতিরের কল্য হইল এক জন বাকি এই খেলাতে স্ত্রী পর্য্যন্ত হারিয়াছিল, সে স্ত্রী খালাস করিতে না পারাতে জেলার নিকট আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে ইহাদিগকে দুশ্চরিত্রের চরম বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক জুয়াখেলা প্রভৃতি ব্যসন একেবারে নির্মূল করা উচিত। কিন্তু ইংরাজেরা বুদ্ধিমান, ইহাঁরা মানা ঝুরায় মজে।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ প্রদেশে যথা তথা আমি দেখিলাম বুলডাগে যেরূপ বৃষ্টি হয় এখানে সেরূপও হয় না, কিন্তু এখানকার কৃষিকার্য্য বৈষের উপর নির্ভর করে না, তুপোদকেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানকার ফসলের অবস্থার তারতম্য বলা যায় না, বাঙ্গালীর যাহা এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও বহুমূল্য হয়ে বিক্রয় হয়। চাউল টাকায় ৮ সের অন্যান্য তাউল ছয় সের ঘৃত যে [illegible] ইত্যাদি। কোন কোন টাকা মণ।

৯। [illegible] সর্ব্বগ্রাস হইয়াও [illegible] স্থায়ী ছিল।

১০। [illegible] কমিসনর ও ডেপুটী কমিসনর সাহেবের সহকারী সহিত এ প্রদেশের বন্দোবস্ত করিতেছেন দুর্বৃত্ত উকীলেরা গ্রামে গ্রামে আনিবার অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সফল হইতেছেন না, টাকা ও দুর্বিনীত উকীলদিগকে শাসন করিতে পারিলে এদেশীয়দের বিশেষ উপকার থাকিবে [illegible] যে উকীলেরা হলে বলে ও কৌশলে বালক বালিকা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং নিজ নিজ পর্ব্বত বাসে যাইয়া টাকা খাওয়া করিয়া উক্ত বালক বালিকাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করে, টাকা না পাইলে মারিয়া ফেলে কি ভয়ানক রাক্ষস!

১১। লক্ষ্ণৌতে যেরূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের কথা শুনা যায় এখানেও সেই রূপ অস্বাভাবিক ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাবের কথা প্রায় শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে আমাদের এরূপ বক্তব্য উচিত হয়, কি সম্ভাষিক ব্যাপার॥

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(১)
প্রাণের দোসর মোর জীবনের ভাই!
তা বিনা জনম মত তাহারে হারাই।
বিদায় হইয়া গেলে, চলিয়াছ দেশান্তরে,
থাকিব কেমন করে ভাবি আমি তাই।
শোক হুতাশন মোরে দহিছে সদাই॥

(২)
একান্তই যাবে যদি ত্যজিয়া আমায়।
কেমন করিয়া তাই দিবসে বিদায়।
থাকিতে না পারি স্থির, দুই চক্ষে বহে নীর
ভাবি মনে একবার ছেড়িতে তোমায়।
কিন্তু কাল গতিহীন করেছে আমায়॥

(৩)
কে জানে রে ভাই তুমি ভাসিবে সলিলে।
ভাসাইয়া সবে চির শোক-সিন্ধু জলে।
পরিহরি সব মায়া, পাষাণে বাঁধিয়ে কায়া,
ত্যজি প্রিয় বন্ধুভূমি কাঁদায়ে সকলে
কেমন করিয়া এবে যাও তুমি চলে?

(৪)
প্রিয়াতীন ঘরে তব যা রবে জীবন।
সুখের সংসার তাই দিলে বিসর্জ্জন।
দেখ কিরে একবার করেছে কি সমাধার,
অধীর করেছে পিতা ও পিতৃ স্বজন।
ভিজিছে সজল নীরে ভূমি অনুক্ষণ॥

(৫)
[illegible] একবার [illegible]

(৬)
[illegible]

(৭)
[illegible]

(৮)
[illegible]

(৯)
[illegible]

(১০)
[illegible]

[illegible] ঔপাসীনকমল সন্ন্যাসী

মহাশয়! কিছু দিন হইল আপনি সংবাদে লিখিয়াছিলেন যে সাহেবী বিদ্যালয়ের [illegible] সংবাদপত্র [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] হইয়াছে। [illegible] লইয়া সাহেবের দুয়ারে, কারণ সাহেবী

ইন্দু বাবুদিগকেই অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে বাদিল করিয়াছিলেন। তথা ম'হ তেছে পুলয়ার বুদ্ধি আপিল যইবে

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, লাহোর নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এখানে ১০। ১৫ দিবস অবস্থান করেন এবং চারিদিন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া আপনার অধিতীয় ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডে ও প্রসংশা-ভাজন হইয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা যে আমাদিগের অধিক প্রিয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য, তবে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া কোন কোন অল্প-বুদ্ধি পঞ্জাবী তাঁহাকে একেবারে প্রকেট (ভগবৎ বক্তা) বলিয়া ঠিয়াছিলেন। সেন মহ শয় যাইবার পূর্বদিন অগণে পরিভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং বাওলা সাহেব সংক একটী সাধারণ স্থানে সভা করিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতার সময় দুই বা তিনোধিকবার হরিধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে সাধারণ লোককে আহ্বান করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপনটী ছাপা হইয়াছিল তাহাতে এই লেখা ছিল যে বহু দুর দেশ হইতে এক ভাগবতভক্ত সাধু আসিয়াছেন, তিনি বাওলা সাহেব নামক স্থানে যোগ ধর্ম উপদেশ করিবেন এবং সেখানে হরি সংকীর্ত্তন হইবে। অতএব সকল সাধু লোক তাহাতে যোগ দান করিবেন ইত্যাদি। যাহা হউক নবীন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ হরি শব্দের ব্যবহারে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছেন বোধ হয় পাঠক দিগের মধ্যেও অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন।

২১ এ নবেম্বর ১৮৭০ লাহোর } নিতান্ত অনুগত শ্রীঃ—

মহাশয়! এই স্থান হইতে ২ ক্রোশ অন্তর লেহাতা নামক স্থানের পর্ব্বত ক্রোড়ে গত কল্য একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। "দুজের লেট ওয়ার্কস" কোম্পানির কতক গুলি কুলি ঐ পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া প্রস্তর কাটিতেছিল, এমন সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে এক খণ্ড বৃহদাকার শৈল দুই জনের মাথায় পতিত হওয়ায় তাহারা এক বারে লীলা সম্বরণ করিয়াছে। আহা! হত ভাগ্য ব ন্ধুর মৃতদেহ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অঙ্গের এমন কোন অংশই দৃষ্ট হইল না যাহা পাষাণের আঘাতে চূর্ণীকৃত হয় নাই। ঐ স্থানে নানা কারণে মধ্যে মধ্যে ২।৪ টী হত্যা হইয়া থাকে, কয়েক দিন মাত্র হইল শুনা গিয়াছে একজন কুলি ঐরূপ প্রস্তরের কার্য্য করিতেছিল, এমত সময়ে তাহাকে ব্যাঘ্রে লইয়া গেল। বিগত বর্ষা কালে ২। ৩ জন পর্ব্বতের উপর কর্ম্ম করিতে করিতে পর্ব্বত সহিত বর্ষার জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পশু পক্ষীর মৃত্যুর ন্যায় এই দুর্ভাগা দলের মৃত্যু কাহারো খবরেআইসে না যখন যেভাজ বাবাজীদিগের কার্য্যোদ্ধার করিতে গিয়া ক্রউনর্ড মুটে মজুরেরা প্রাণ দেয় তাতে আবার কথা কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হত্যা হউক গবর্ণমেণ্টের তাহা তদারক করা উচিত। জানিনা ঐ সকল স্থানে কখন করা হয়।

২১ এ নবেম্বর রেলওয়ে ষ্টেসন বারায়। } যশস্বদ শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যা যা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ভাগলপুর, পাটনা এবং পূর্ণিয়া জেলার স্থানে স্থানে গোলা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতে লক্ষযত্ত তণ্ডুল আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইতর লোকদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বহুং নানা প্রকার কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, স্থানে স্থানে পথকর বন্ধ হইয়াছে, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ভাড়া লাঘব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং সেই মত গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং পূরণ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, জেলা পূর্ণিয়া ও তদন্তর্গত স্থান সমূহের প্রতি গবর্ণমেণ্টকে কিছু অমনোযোগী দেখা যায়। এখানকার দোকানিরা যাহার যেমন ইচ্ছা সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। একে ১২ তোলায় এক সের, তাহাতে যদি ভদ্র লোকের ব্যবহারোপযোগী তণ্ডুল ৪ টাকা মণ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে পাকি ওজনে /১ সের করিয়া প্রতি টাকায় পড়িল তাহারা মনে যেরূপ ধরিয় তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে কিন্তু সকল দোকানির সমান দর নহে। কেহ কেহ ১ সের ১২ সের পর্য্যন্তও বিক্রয় করে। ইহার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব পুলিসের কর্ত্তব্য ইহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখেন। তাঁহারা যেখান হইতে চাউল লইয়া আইসে, সেখানে কি মণে খরিদ করে ও কতই বা লাভ রাখে, ইহার তদন্ত করা অতীব আবশ্যক, এবং যাহাতে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সকলেই বিক্রয় ও খরিদ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের সেবিষয়ে মনোযোগ দৃষ্টি রাখা উচিত। এখনও গত বর্ষের তণ্ডুল আছে এবং এবৎসরও কথঞ্চিৎ পাইবার আশা আছে, এখন হইতে যদি প্রজাদিগের এপ্রকার কষ্ট হয়, ইতঃপর যে কি হইবে কিছুই বলা যায় না।

একজন কুলী যে /১০ করিয়া রোজ পায়, তাহার দুই বেলার আহার অন্ততঃ কাঁচি /২ সের হইবে কিন্তু তাহার সেই চাউল খরিদ করিতে পাঁচ পয়সা লাগিবে, বাকি পাঁচ পয়সাতে তাহার পরিধান বস্ত্র, পরিবারের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য সকল খরচ চালাইতে হইবে, ইহা কি সামান্য কষ্টের? আমরা শুনিতেছি পূর্ণিয়া জেলা হইতে শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার উদ্যোগ হইতেছে এটী যেন মস্তার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইতেছে। এখানকার প্রজারা অধিকাংশই নিতান্ত দুঃখী দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে এবৎসর কোন ফসলই ভাল হয় নাই। ধান্যোদ্ভব কথাই নাই, গম, যব প্রভৃতি এবং অন্যান্য রবি শস্য যাহা পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহাও অসাভাবে বীজ পর্য্যন্ত অনুদ্ধৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই, আগামী: কিছুদিনের জন্য গণ্ডার বধ করিয়া বন্দুক হাতীর প্রজাদিগের দৌরাত্ম্য করা উচিত হয়।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে মিঞা জেলার অন্তর্গত যেসকল ভূমি ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট বর্ত্তী আছে, সেই সমস্ত ভূমিতে কিছুদিন পাইবার প্রত্যাশা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও কিছুদিন পাইবার প্রত্যাশা আছে। পূর্ব্বিয়ার অধীন জনৈক ভূস্বামী কয়েকজন মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত আছেন, অধিক ঋণ পরিশোধের উপায় না দেখিয়া তিনি এখন পর্য্যন্ত গোপনে রাখিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা এখন [illegible] পিতৃ [illegible] সংবাদ-পত্র-সম্পাদক যে, যখন যেখানে [illegible] সেই স্থানেই তত্ত্বতে [illegible] সম্পন্ন করিয়া দিবে। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, লোকানীর [illegible] ন করিতে যাইলে, প্রত্যেক [illegible] ঠিয়া চিত্র। ও বিক্রয় করে অর্থাৎ যাহারা [illegible] কেরোসিন টিন ও পাত্রে সংখ্যমত ক্রটি করে [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যদি এরূপ নিয়ম নির্দ্ধিষ্ট করিয়া দেন এবং যাহার চাউলে সেই নির্দ্ধিষ্ট বিষয়ে বিক্রয় না করিলে কোনরূপ দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে সকলেই একদরে ওজন ও বিক্রয় করিতে পারে, তাহাতে মহাজনেরও বিশেষ [illegible] এবং লোকেরও কোন ক্ষতি হয় না।

উপসংহারে কাছাড় সম্বন্ধে এই, যদিও ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনাস্থলে ইহার অধিবাসী জন্য রেলওয়ে [illegible] তাহা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে কিন্তু রেলওয়ে কোন্ দিকে যাইবে তাহার তাহা কিছুই এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। ইহাতে ব্যবসায়ীর সাহস [illegible] হইতে পারিতেছে না, সুতরাং [illegible] আরো অধিক প্রস্তর পাইবার [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনার বিশেষ [illegible] প্রার্থনা এই জিলার তাহাতে [illegible] সম্ভবতঃ অল্প হয়, তদ্বিষয়ে [illegible] যোগী হইবে গবর্ণমেণ্ট যখন

রেলওয়ের তাহার অর্থ [illegible] করিলেন, তাহার [illegible] করিলেন, পারিবেন না, [illegible] কাছাড়ের।

নদীয়াস্থ-নারী।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ ই নবেম্বর

স্থানের নাম	নারকবাতি।
রোয়াসির নীচে	১
তথা হইতে ভাইপুর	
তথা হইতে অধিপুর	
৯ মাইলের মধ্যে	
অধিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২
কাটোয়া হইতে নবীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২৪ এ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইং
	২	৮
বহরমপুর ২৪ এ নবেম্বর	শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্‌সন্‌ কিউরীর ইঞ্জিনিয়র নবীয়া	

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ গোপাল বসু	
মুরসিদাবাদ	১
" কৈলাসচন্দ্র রায়—রেহড়া	১
" রাধারমণ—শ্রীরামপুর	১
" প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	১
সিঙ্গুনিয়া	
" [illegible]	
বিষ্ণুপুর	
" শ্যামাচরণ কুর—পাকুড়	
" " রাধু সিংহ—রাধাবাজার	

সোমপ্রকাশের মূল্য [illegible]
নিম্নলিখিত [illegible]
[illegible] মূল্য [illegible] পাঠাইলে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রেরণ করা যাইবে।

উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬ টাকা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। টিকিট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর ইত্যাদি যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ কোনরূপেই প্রেরণ না করেন অথচ প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য অগ্রিম শেষ হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

সোমাপুর ডাকঘরে টিকিট থাকিলে অল্প সময় পাইবে।

যাঁহারা মাসুল সহ অগ্রিম পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের পত্রাদি [illegible] করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের [illegible] ছত্র বার, প্রতি [illegible] ছত্র [illegible] তাহার পর প্রতি [illegible] অগ্রিম [illegible]

পাইপ, টাকল এবং কায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

৮ নকাডা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—•—

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য ইংলিশডাক্তারের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভা সন্নিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক। দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ নবেম্বর } শ্রীহরকুমার বসু
বারুইপুর সেক্রেটারি

কলিকাতা স্বত্ব এজেন্সী
প্রতিনিধিত্ব কার্য্যালয়।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা নগরে যত প্রকার কর্ম্ম আছে যে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার আত্মস্ত যায় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ইহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারীগণের দায়রহিতায়। কারণ কোন্ কোন বিষয়ে কখন কাহার অধিক লভ্য হইতে পারে ইহাদের হোইলক কার্য্যপ্রণালী কি আসক্ত লোক সকলেরই সকল কর্ম্ম সমানরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা ফুলমাটি খরিদ বিক্রয় করা, খাসাতরে জমাদি তোলা ছাদ কিম্বা টেরার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি দাদন রাখা, আমীর ওমরাহ ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবরভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও ঘটে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুবিধা নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে ষ্ট্যাম্প মাশুল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়চরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

৮ই পৌষ সোমবার।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে ও ইউইণ্ডিয়া এসোসিএশন নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। যিস মেরি কার্পেন্টার প্রভৃতি ভারতবর্ষের হিতৈষী মহোদয়গণ ঐ সভার সভ্য এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। নিম্নিখিত উপায়ে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের ভারতবাসীদিগের হিতসাধন করিতে পারেন। ভারতবর্ষের হিতৈষী মহোদয়গণ ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যে সকল অভিযোগ করিয়া থাকেন, সেগুলি কাগজে লেখা ও অধিষ্ঠাতার মোহরযুক্ত অবলম্বন করিয়াছে। কে জোরে কে কমিটি, তাহা নির্ণয়করা উহা সহজ নয়। কাগজে মাতাল মুখ ও বোম্বেটেরা ছাপিয়া দেয়া ইংরেজদিগের ভয়ানক অপমান সভা ও অধিষ্ঠাতার মোহরযুক্ত [illegible] হয় [illegible] হতাশয় [illegible] সেইরূপ [illegible]

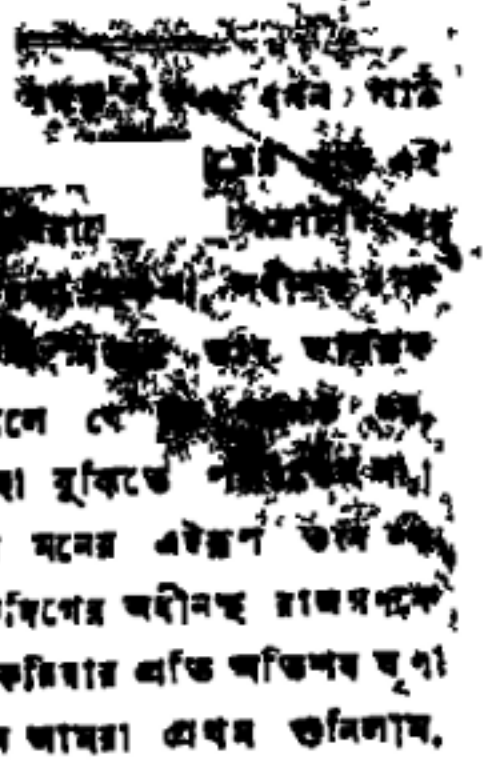
উচ্চ আসন ও উচ্চ সম্মান লাভের যথার্থ যোগ্য পাত্র, তাঁহারা নীচ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যারপর নাই অবমানিত হইয়া থাকেন। কোন রাজা কি প্রকার সম্মান লাভের যোগ্য, গবর্ণর জেনেরলেরা তাহা জানেন না, সেক্রেটরি যাহা বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়া যান। রাজগণের কীর্তিলাভ দরবার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ ব্যবহারে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ত এই বুঝিতেছি, গবর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় করিয়া এদের ভাব ফিরিয়া লইয়া যাইতেছেন দরবারের এই মাত্র ফল লাভ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণ উভয়েই পরস্পরা সহজে প্রজা পীড়ন করা হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কি আর রাজগণেরই বা কি, দরবারে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাঁহারা তাহা কোথায় পান? "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা" প্রজারা আছে, টাকার প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে দিতে হয়। তাহাদিগের কষ্ট হউক, তাহারা খাইতে না পাউক, আর তাহারা মরুক, গবর্ণমেণ্ট ও রাজগণের তাহাতে আইসে যায় না, তাঁহাদিগের দরবারের ব্যয় সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন। ভাল, প্রধান পুরুষেরা বলুন দেখি দরবারে যে টাকা নষ্ট হয় ঐ টাকা গুলি থাকিলে প্রজাদিগের অন্যতর কর ভার লাঘব হয় কি না? এবার প্রকৃতপ্রস্তাবে দরবার হয় নাই, কিন্তু যথোচিত সম্মান লাভ না হওয়াতে কয়জন রাজা মনঃক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা কি তাহার অনুসন্ধান রাখেন? প্রতি বর্ষে দুই চারি জন রাজার বিরাগ ক্রয় করাই কি দরবারের ফল হইতেছে না? আমরা এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দরবারের প্রথম প্রস্তাবেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদ করিবার একটী প্রধান কারণ এই, সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু সম্রাটদিগের সভা বর্ণনাবসরে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্রাটগণ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, অধীনস্থ রাজগণ সভা স্থলে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। রাজগণ প্রতিনিয়তই ঐরূপে সভায় গমনাগমন করিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের তাদৃশ আনুগত্য করিবার কারণ। হর্ষাবলীর একটী শ্লোক এই:—

অস্তাপাস্ত-সমস্ত তামি মতমঃ
পাবংপ্রয়াতে রবা
বাহানীং সময়ে সমংনৃপজনঃ
সালঙ্কারে সম্পতন্।
সম্রাজোবসরোরুহ দ্যুতিমুষঃ
পাদাংস্তবালেবিধুং
প্রীত্যুৎকর্ষ্ণতো মুখানুবরম
মোদোদ্বিবোদ্বীক্ষতে।

সম্রাট উদয়ন মদনমহোৎসবে মত্ত হইয়া উপবন মধ্যে আছেন, সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, রাজগণ সভাস্থলে আগমন করি প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দী উদয়নের উদ্বোধার্থ উপরি উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিল।

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, অধীনস্থ রাজগণ সম্রাটের চিত্ত রঞ্জনার্থ দুই বেলা তাঁহার আনুগত্য করিতেন। রাজগণের এ অবস্থা কি প্রীতিকর? যাঁহাদিগকে এ প্রকার চাটু কারিতা করিয়া সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও পৌরুষ থাকিবার কি সম্ভাবনা? অধীনস্থ রাজগণকে প্রতিনিয়ত সভা স্থলে আনয়ন করাতে সম্রাটদিগের কেবল অহঙ্কার প্রকাশ ও রাজগণের কাপুরুষতা প্রকাশ হইত এই মাত্র।

আমাদিগের সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের কৃত



ভ্রমের একখানি বিশাল চিত্রপট আমাদিগের মনের এইরূপ ভাব হইল, আমাদিগের মহত্তর সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা সেই গর্হিত সভা প্রণালীকে উজ্জীবিত করিতেছেন, তখন যে আমাদিগের হৃদয়ে কি প্রকার ভাবের উদয় হইল পাঠকগণ তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। ঐ ভাবোদয়ই আমাদিগের দরবারের প্রতিবাদ করিবার কারণ হয়। এক্ষণে আমরা মহানুভব লার্ড নর্থব্রুককে এই অনুরোধ করিতেছি, তিনি দরবার প্রথাটী রহিত করিয়া ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় অধীন ও মিত্র রাজগণের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হিতৈষিতার পরিচয় দেন।

আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, অনেক রাজা দরবারে সবিশেষ সম্মানিত ও পুলকিত হইবেন মনে করিয়া আগমন করেন, শেষে ভ্রমরাক্রান্তের ভ্রমরের ন্যায় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া নির্গত হন।

দুষ্টশ্রীতোহভবদ্ধরণি নৌ
লেখ্যে পটে বিশালে,
চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি
ব্যাহরন্নিষ্পতন্তঃ।
নাস্মিন্ পক্ষো নচ মধুকণাঃ
মাস্তিতহ্যেকুমার্যাং
ধূর্ণধূর্ণো ভ্রমতি ভৃশং
ভ্রান্তিরা নির্গমায়।

করিয়া [illegible] হইল। এবং কি আশ্চর্য্য এই কথাটি কহিতে আমারি উপরে বিধি পরিত হইল। দেখিল তাহাতে গল্প নাই অনু-কণা নাই ও সেই সৌকুমার্য্য নাই। দেখিয়া মূর্ছিত মন্ত্রক ও লজ্জায় নত শিরা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

—:০:—

উকীল না জজ।

বিচারালয়ে গমন করিলে আমরা সেখানে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণী বাদী ও প্রতিবাদিদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন, দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। প্রথম শ্রেণীর নাম উকীল, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম জজ। স্বপক্ষের দোষ ও দুর্ব্বল যুক্তি সকল গোপন পূর্ব্বক সবল যুক্তি সকল প্রদর্শন করা উকীল দিগের কার্য্য। উভয় পক্ষের দোষ গুণ সমভাবে বিচার করিয়া ন্যায়পক্ষ নির্ণয় করা জজদিগের কার্য্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি সংবাদ পত্র সকল কি? উকীল না জজ? আমরা সমুদায় সম্পাদকদিগকে এই প্রশ্ন করিতেছি এবং এবিষয়ে তাঁহাদের মত প্রার্থনা করি।

আমাদের বিবেচনায় সম্পাদকের ভার ও কার্য্য অতিশয় গুরুতর। সত্য ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোন পক্ষ রক্ষা করা সম্পাদকের কার্য্য নহে। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখাপেক্ষা না করিয়া, কাহারও বিপক্ষতার ভয়ে ভীত কিম্বা কাহারও অনুগ্রহের আশায় স্ফীত না হইয়া, ন্যায় ও সত্য পক্ষ অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত। পাঠক ও গ্রাহকদিগের রুচি অনুসারে আপনাদিগের মত গঠিত করিয়া [illegible] ন্যায় ও সত্য পথ

উল্লঙ্ঘন পাঠকবর্গের মত ও পথ গঠিত করিবার চেষ্টা করা [illegible]। কোন ঘটনা বা কথা উপস্থিত হইলে সাধারণের অট্টরোলে যোগ না দিয়াও যাহারা সত্য লোকের আস্ফালন, চীৎকার দেখে দিকে কর্ণপাতও না করিয়া, পূর্ব্বে স্থির ভাবে সেই প্রস্তাবের গুণাগুণ বিচার করা এবং অবশেষে সদ্যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঠকদিগের চিত্ত সেই ন্যায় পক্ষের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল গুরুতর সম্পাদকের কার্য্য। সভাস্থের হাজারা উপস্থিত হইলে যখন আমাদের সকল সহযোগীই চীৎকারে গগণ মেদিনী কাটাইবার উপক্রম করিলেন তখন আমরা বিচারকের ন্যায় ন্যায় পক্ষ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সেজন্য কত আক্রমণই সহ্য করিতে হইল। সে সকল আক্রমণ ও বিদ্রূপ আমরা এই উন্নত মস্তক হইতে এক চুলও স্খলিত হই নাই। আমরা গ্রাহকের দ্বারা নীত না হইয়া তাঁহাদের নেতা হইতে ইচ্ছা করি।

আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের অনেক সহযোগী উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কেবল মাত্র স্বপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করিলেও তত দোষ হইত না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ পরমাকাঙ্ক্ষী উকীল দিগের ন্যায় কেহ কেহ অবস্থাকে সত্য এবং অবস্থাকে ন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। সত্য ও বিচারাসন লোকদিগের রুচির ও মতের তোষামোদ করিয়া, তাঁহারা সম্পাদকীয় পদকে হীন করিতেছেন। তাঁহাদের সম্পাদকীয় [illegible] প্রভৃতি প্রস্তুত করায় [illegible] পয়সা করিবার জন্য লোকের [illegible] স্রোতে ভাসা যায়। [illegible]

এক্ষণে [illegible] আমরা ও আমাদের কাগজের [illegible] আমরা এরূপ পরামর্শ দেওয়া [illegible] কেহ যেন না [illegible] আমরা এরূপ পরামর্শ দেওয়া [illegible] কেহ যেন না [illegible] ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করি। যে সত্য ও ন্যায়প্রিয়তা অবলম্বন দিলে লোক দেখিলে প্রোৎসাহিত ও মুগ্ধ দেখিলে প্রশংসা করিতে পারে, নির্ভয়ে আমাদের প্রতিবাদ করিতে পারে অথচ উপকৃত হইলে অকপটে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারে এবং নিজ পক্ষের দোষ ও ত্রুটী মিষ্ট কথায় গোপন না করিয়া লোকের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিতে পারে আমরা সেই সত্য ও ন্যায় প্রিয়তা চাই, এবং তাহারই সম্মানিক সম্মান করি। ন্যায় ও সত্যানুরাগ বিক্রয় করিয়া যে [illegible] অর্থাৎ লোকানুরাগ ক্রয় করিতে হয়, আমরা তাহার প্রার্থী নহি। তোষামোদের ছাল ছড়ে করিয়া যে মহত্ত্বের জন্য বাহির হইতে হয়, আমরা সে মহত্ত্ব তোষামোদ অপেক্ষা ঘৃণা করি।

সোমপ্রকাশের [illegible] কয়েকবার কাগজের গ্রাহকদের প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে, কোন কোন [illegible] হইয়াছেন। কাগজের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কিছু বলিতেছেন কি না, তাঁহারা [illegible] আমাদের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] তাহা [illegible] [illegible]

কেন? যে শাস্ত্রে এরূপ শিক্ষা দেয় সে শাস্ত্র আজিও আমাদিগের পাঠ করা হয় নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা সত্য ও ন্যায় দেখিয়া চলিবার চেষ্টা করি। যে যে বিষয়ে হিন্দুজাতির গৌরব ও মহত্ত্ব তাহা সোমপ্রকাশ আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। আবার উক্ত সমাজে যে কিছু কুপ্রথা বা দোষ আছে তাহারও উল্লেখ করিয়া সংশোধন চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। সময়ে আমরা জমিদারের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরাগ করিয়াছি, আবার সময়ে প্রজার পক্ষ হইয়া জমিদারদিগকে আক্রমণ করিয়াছি। এইরূপ ব্যবহারে আমরা কাহার প্রীতি ভাজন হইয়াছি তাহা আমি না এবং সে গণনাও করি না। ন্যায় ও সত্যানুরাগের অভাবেই সংবাদ পত্রদিগের এত অগৌরব। যাহাতে আর একজন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের শিরে না থাকে তাহার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কোন শ্রেণীর আশঙ্কা অধিক?

আমরা গত বারে বলিয়াছিলাম যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য রিলিফ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিলেও এমন এক শ্রেণীর লোক থাকিবে যাহারা সে সকল উপায় দ্বারা উপকৃত হইবে না। আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণর জেনেরলের দৃষ্টিও পূর্ব্ব হইতে এই দিকে পতিত হইয়াছে। স্থানান্তরে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করা হইল, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ভাগলপুরের কমিশনর এই বিষয় গবর্ণর জেনেরলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা ও আমাদিগের কথার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। তিনি যাহাদিগের কথা বলিয়াছেন তাহারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত, আমরা যাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত। মজুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লজ্জিত হয় কৃষকদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক কি না? সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। কৃষকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণী স্বহস্তে ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী লোক দ্বারা সেই কার্য্য করে। প্রথম শ্রেণী দরিদ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষাকৃত ধনী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর সঞ্চিত অর্থ ধান্য চাউল প্রভৃতির ব্যবসায়ে অথবা মহাজনি কর্ম্মে নিয়োগ করে। ইহাদের এক এক জনের হাল গরু গোলা প্রভৃতি দেখিলে লক্ষ্মী অবতীর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মজুরি করে না এবং করা আবশ্যক ও হয় না। মজুরি করিতে ইহাদের কিছু লজ্জা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষ ইহাদের হস্তে প্রায় অনেক ধান ও চাউল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ কষ্টে ইহাদের বিশেষ ক্লেশের সম্ভাবনা দেখা যায় না। খাজনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিলে ইহারা এক প্রকার সংসার চালাইতে পারিবে। ভাগলপুরের কমিশনর এই শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ভিন্ন সকল কৃষকই মজুরি করিতে কিম্বা রিলিফের কার্য্য স্থানে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্তশ্রেণী কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য গবর্ণর জেনেরল তিন প্রকার উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১ ম) তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবার জন্য জমিদার দিগকে অনুরোধ করা (২ য়) জমিদার দিগের টাকা না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাদিগকে অল্প সুদে কর্জ্জ দিয়া সেই টাকা তাহাদিগকে দেওয়ান, (৩ য়) যদি জমিদারেরা সাহায্য করিতে কিম্বা কর্জ্জ লইতে অগ্রসর না হন, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া কিন্তু শেষোক্ত স্থলে জমিদার দিগকে জামিন থাকিতে হইবে।

আমরা এ শ্রেণীর কথা বলি নাই। তাঁহারা ভদ্র বংশ জাত কিন্তু নিতান্ত দুঃস্থ। কোন ক্রমে আপনাদিগের এবং পরিবারের উদরের অন্নের সংস্থান করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপায় কি? পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কৃষকেরা জমিদারদিগের এক প্রকার হস্তগত সুতরাং জমিদারেরা একদিন তাহাদের জামিন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ইহাঁদের জামিন কে হইবে? বিশেষ তাঁহারা প্রায় সকলেই ঋণদায়ে ব্যস্ত। তাহার উপর ঋণ বৃদ্ধি। তাঁহারা যে সহজে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। কেহ জামিন না হইলেও গবর্ণমেণ্ট যদি সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে কর্জ্জ দিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের উপায় হয়, নচেৎ আর গতি দেখা যায় না। এই জন্য আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে রিলিফ কমিটী হইতে যে সকল শস্যাদি বিতরণ করা হইবে, তাহার কিছু কিছু ঐ সময়ের জমিদার দিগের বাটীতে প্রেরণ করিলে এবং ঐ জমিদারদিগের উপর তাহা বিতরণের ভার অর্পণ করিলে, সেই সকল দরিদ্র ভদ্র সন্তান অনায়াসে সেখান হইতে সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইতে পারেন।

—:০:—

সাউথ সুবর্ণরেখা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে অতি গুরুতর কথা।

আমাদের সকল কথাই ভ্রমশূন্য হইল, তথাপি কর্ত্তব্য বোধে আবার মিউনিসিপাল কমিটিকে তদীয় বিষ-

ষের জন্য অনুরোধ করিতে হইতেছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ করেন আমরা বিশেষ বাধিত হই।

প্রথম বক্তব্য—অনেক দিন হইতে রামপুর এবং হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের শবদাহের স্থান লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হরিনাভিতে ২ ৩ স্থানে এবং রাজপুরে নারায়ণতলা নামক এক স্থানে শবদাহ হইয়া থাকে। ইহার সকল গুলিই প্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিবেশী। রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত এবং গুলির জন্য পথিকদিগের বিশেষ প্রতিবেশবাসী ভদ্রলোকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই জন্য কতক গুলি ভদ্রলোক অনেক দিন হইতে এগুলি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় আছেন। হরিনাভির দাহস্থল গুলির এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তিনটী স্থান স্থলে শবদাহ না করিয়া একটী স্থানে করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজপুরের নারায়ণতলা সম্বন্ধে এখনো বিবাদ চলিতেছে। পূর্ব্বে রাজপুরের গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে দাহ কার্য্য সম্পাদিত হইত এক্ষণে রাজপুরের বাজারের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে দোকান প্রভৃতি হইয়া সেই সকল ঘাট একঘাটে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের ৪।৫ গ্রামের লোকের প্রতিদিন এই স্থান দিয়া বাজারে যাতায়াত করিতে হয়, যাঁহাদিগকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। শবের এখানকার পথদিয়া চলা নিতান্ত দুষ্কর, শৃগালেরা মৃত দেহের হস্ত পদ প্রভৃতি লইয়া রাজ পথের উপরে কোলাহল করিতে থাকে। সশঙ্কিত হইয়া পথ চলিতে হয়। কিছিৎদূরে এই ঘাটটী সরাইয়া দিবার সুবিধা হইতে পারে, তাহাতে গ্রামবাসীদিগের ও বিশেষ [illegible] হয় না। তদ্ভিন্ন

পাতড়া-নিবাসী বাবু বসন্তকুমার চৌধুরি এই ঘাটটী সরান ইহার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যিনি বারিপুরে বাস করেন তাঁহাকেও এই ঘাটের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। রাজপুর গ্রামের মধ্যেও যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকেও ইহার কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু এই স্থানের চতুর্দ্দিকে যাঁহাদের বাস এবং এই পথ দিয়া যাঁহাদিগকে দিবসে এবং রাত্রিতে যাতায়াত করিতে হয় তাঁহারাই জানেন স্থানটী কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া আছে।

শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীরামপুরের ঘাট সম্বন্ধে হাইকোর্টের নিষ্পত্তির একটী নজীর করিয়া অনেকে এই ঘাট তোলা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন। আমরা এত আপত্তি করিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি দুই চারি মরিয়া গেলে কতকগুলি লোকের কষ্ট দূর হয় তাহাতে কি গ্রামবাসীদিগের স্বতই ইচ্ছুক হওয়া উচিত নহে? এতটুকু ও পরোপকার করিতে কি তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তুত নহে? যদি মিউনিসিপালিটী এই কার্য্য করিতে অক্ষম হন গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা, রাজপুরের মধ্যে "নূতন পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে পাড়ার সকল লোকে এই পুষ্করিণীতে স্নান ও ইহার জলপান করিত সম্প্রতি পানা হওয়াতে এই পুষ্করিণীর জল আর ব্যবহারোপযোগী নাই। এই পুষ্করিণীর পুনঃসংস্কার করা বোধ হয় অধিকারীদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু আপাততঃ পানাগুলি তুলিয়া ইহার জল পরিষ্কারের কোন উপায় [illegible] বোধ হয় লোকের অনেক কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। বিশেষ গরমে [illegible]

নর্দ্দমার মোহানা [illegible] রোগযোনী অনেক দিকে [illegible] করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায় বসন্ত বাবু না কি এবিষয়েও আপত্তি করিয়াছেন। তবেত শ্রীরামপুরে মেথর করিয়া এদিকের ট্যাক্সকাতাদিগের বিশেষ ক্ষতি। অল্পব্যয়ে যাহা হয় তাহা না করা হয় কেন?

তৃতীয় কথা এই। মেছোবাজারের কাঁড়ীর মত একটী প্রধান কাড়ীতে একটী ঘড়ি নাই কেন? ঘড়ির অভাবে কাঁড়ীর লোকদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। পাহারা বদল প্রভৃতি ঘড়ি ব্যতিরেকে কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে? ব্যয় ও অধিক নহে একটী, আমেরিকার ক্লক ও একটী পেটা ঘড়ি থাকিলেই কাজ চলিতে পারে। মিউনিসিপালিটীর এব্যয় স্বীকার করা উচিত।

চতুর্থতঃ, বর্ষাকাল না আসিতেরাজপুর এবং হরিনাভির যে রাস্তাগুলির সংস্কার আবশ্যক তাহার সংস্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বেহালার ট্যাক্স দুগুণ করিয়া মিউনিসিপাল আফিস অপেক্ষা এগুলি বিশেষ আবশ্যক। আটশত বৎসর এবিদেশ ট্যাক্স দাতাদিগের কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই, কর্ত্তারা আফিসে কি উদাসীন থাকিতেন? বর্ষাকালে একটী পথ কিরূপ দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর হয় তাহা বর্ণনার অসাধ্য। মিউনিসিপালিটী যখন কয়েকটী পুল করিবার আদেশ করিয়া রাস্তার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন এই উদ্যোগে যে যে স্থানে সংস্কার আবশ্যক করিয়া দিলে ভাল হয়। অনেক [illegible] সংস্কারের [illegible] [illegible] [illegible]

আমরা মিউনিসিপালিটীর বিবেচনার্থ এই কথাগুলি অর্পণ করিলাম, দেখি তাঁহাদের বিচারে কি প্রকার নিষ্পত্তি হয়।

বিদেশীর হৃদয় কোথায়?

ইংলণ্ড ভারতবর্ষে ভূমি অধিকার করিয়াছেন কিন্তু কিরূপে ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের ধন ধান্য ইংলণ্ডের হস্তগত হইয়াছে কিন্তু উহার কোটি কোটি প্রজার হৃদয় কোথায় পড়িয়া আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই দুইটী কথা যুগপৎ উচ্চারণ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কতক গুলি প্রশ্ন উত্থিত হয় এবং সেগুলির সহজে মীমাংসা করা যায় না। সে প্রশ্ন গুলি এই—ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজত্ব চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তাহার উপায় কি? চিরস্থায়ী হইবার পক্ষে ব্যাঘাত কি কি? চিরস্থায়ী হওয়াতে ভারতবর্ষের উপকার না অপকার? যদি অপকার হয় এ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটী গুরুতর এবং এক একটীর মীমাংসা দিতে এক একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব আবশ্যক; কিন্তু অতি সংক্ষেপে ইহার দুই একটীর আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে কিন্তু তাহা এত বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ যে সে আশা দুরাশা মাত্র। সে উপায়টী কি? না, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে অন্তর করা। অন্তর করা কিরূপ ভাষায় বলিতে গেলে এই রূপ বলিতে হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে সমান অধিকার দেওয়া। এই উপায় ভিন্ন আর উপায় নাই। তরবারের সাহায্যে অনেক দিন রাজ্য রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডের তরবার যদি কখনো দুর্ব্বল হয়, ভারতবর্ষের তরবার যদি কখনো আবার সবল হয় অথবা রুসিয়ার মত অন্য কোন জাতির তরবার ইংলণ্ডের তরবারকে পরাস্ত করিবার উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তরবারের রাজ্য আর রক্ষা হইবে না। আমরা পুনরায় বলিতেছি পূর্ব্বোক্ত উপায় ভিন্ন উপায় নাই। আমেরিকা ইংলণ্ডের হস্তে ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের অঙ্গ হইতে চাহিল, ইংলণ্ডের প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার প্রার্থনা করিল, ইংলণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন না। আমেরিকাও আর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিতে প্রস্তুত হইল না; ইংলণ্ড তরবারের সাহায্য লইয়া দেখিলেন কিন্তু আমেরিকার তরবার জয় লাভ করিল। তদবধি আমেরিকা স্বাধীন। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের হস্তগত হইল, তাহারাও সমান অধিকার চাহিল, ইংলণ্ড সহজে তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু সেজন্য কত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, কত উপদ্রব সহ্য করিতে হইল অবশেষে অল্প অল্প সেই সকল অধিকার দিতে লাগিলেন তাহারাও কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইল। স্কটলণ্ডও ইংলণ্ডের হস্তগত হয়; স্বাধীনতার জন্য তাহারাও যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু স্কটলণ্ডকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করাতে সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা শান্তপ্রকৃতি, সাহসের রক্ত শরীরে নাই, সুতরাং সে প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন ভিন্ন ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এক শরীর হইবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ড জেতা ও ভারতবর্ষ বিজিত। জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইতে বহুদিন লাগে। এখনো ইংরাজ ও ভারতবর্ষের সদ্ভাব জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড সভ্য ও ভারতবর্ষ অসভ্য। এ অবস্থায় প্রকৃত বন্ধুত্ব কখনই হইতে পারে না। সমানে সমানে যে শ্রদ্ধা তাহাই বন্ধুত্বের মূল। একের অনুগ্রহ, অপরের ভক্তি তাহাকে বন্ধুত্ব বলে না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শিক্ষা স্বতন্ত্র। সহস্র সহস্র বৎসর উভয়ে সাক্ষাৎ ছিল না। ইংলণ্ডবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি একরূপ শিক্ষিত, ভারতবর্ষবাসিদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি অন্য রূপে শিক্ষিত। এ উভয়ের সমতা হইতে বহু দিন আবশ্যক। ফলতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, সুতরাং ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের ভাবে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার একটী মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাহা বহু দিন ও বহু শিক্ষা সাপেক্ষ।

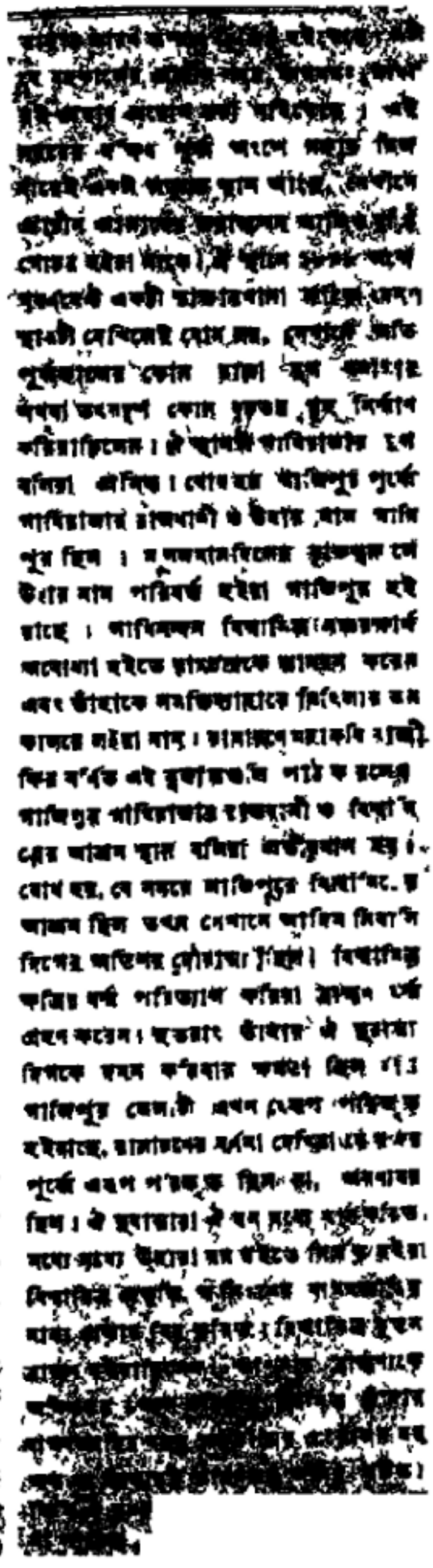
আমরা উপরে যে উপায়টীর উল্লেখ করিলাম, ইংলণ্ডের বুদ্ধিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরাও ইহা অনুভব করিয়াছেন। দরবার প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দরবার প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। এই প্রথার তিনটী উদ্দেশ্য সম্ভব। প্রথমতঃ, রাজনীতিজ্ঞরা দেখিলেন রাজাদিগের উপর ভারতবর্ষের লোকের অগাধ ভক্তি এবং দেশ মধ্যে তাঁহাদের প্রভূত ক্ষমতা। যদি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের কোন স্তর থাকে, এই রাজারাই সেই স্তর। উহাদিগকে হস্তগত রাখিতে পারিলে স্বতন্ত্র ভাবে কোন স্তর স্থাপিত পারিবে না। রাজাদিগকে হস্তগত রাখিবার উপায় কি? যে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করা। সম্মান সম্ভ্রম প্রভৃতিদ্বারা রাজাদিগকে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতি অনুরক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ, দরবারস্থলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে একটু ভীত রাখা। তৃতীয়তঃ এই দরবার সূত্রে তাঁহাদের যাঁহার যে ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন করিয়া প্রজাদিগের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা। এই কয়টী উদ্দেশ্যই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ইহার প্রকৃত ফল ফলিতেছে না। কারণ "শেয়ালে শেয়ালে কোলাকোলির" ন্যায় হৃদয় আর এক স্থানে রাখিয়া আলিঙ্গন করিলে কি তাহাতে বন্ধুতা বর্দ্ধিত হয়? ইংলণ্ড রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই তোয়াজ করিতেছেন কতই বিশ্বাস ও বন্ধুতা দেখাইতেছেন কিন্তু আবার অবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে এক একটী এজেণ্ট বসাইয়া দিবা নিশি অধীনতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বিদেশীয় রাজা হওয়াতে একটী প্রধান কষ্ট এই যে, তাঁহাদের কোন কার্য্যে প্রজাদের হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। কারণ উভয়ের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ ভাবেন তাবদ্বীয় প্রজাদিগেরই কল্যাণের জন্য যদি কোন কর্ম্ম করেন তাহাতেও অমনি কোন গূঢ় দুরভিসন্ধির আরোপ করি, কারণ সহজেই মনে হয় গবর্ণর জেনরল কিম্বা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কি আমাদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেছেন, কখনই না। তিনি যাহা করুন তাঁহারই শুভ সাধন তাঁহার সংকল্প। প্রজাগণেরও মনের ভাব এইরূপ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট দরবার শাসনের বিশুদ্ধতা বিষয়ে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, অন্য রাজারা ভাবিতেছেন, অযোধ্যা প্রভৃতির ন্যায় দরবারও এত দিনের পর সহসা হইল এই জন্যই মনে হয় যে

ভবদীয়দিগের হস্ত পাইবেন না। আমরা বলি হৃদয় পাই ভাল হয় দিতে পারি, কিন্তু সাহস আমাদের পরিবর্ত্তে মুখাই দিব। এজন্য, এই বলিয়া অলঙ্কার হয়ের উদ্ধারদিগকে আমাদের চিরস্থায়ের শঙ্কায় রহিয়া সাক্ষী করিব এবং মনে মনে অভিলাষ করিব, কারণ সাকলমরক্ত পড়ীয়ে যাই। আবার আমাদিগকে এক সভীর করিয়া লন, ইংলণ্ডের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব, কারণ তখন ইংলণ্ডের ও আমাদের স্বার্থ এক হইবে। কারেল সাহেব ক্রোধে নিজ হস্ত দংশন করেন এবং ভাবেন যে ইহারা ভাল করিতে গেলে মন্দ ভাবে, এমন আহাম্মক জাতি কখনো দেখি নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাকে বলিতেছি যতদিন উভয়ের স্বার্থ এক না হইতেছে ততদিন বিদেশীয় রাজার শান্তি কোথায়?

গাজিপুর।

গাজিপুর বলিলেই সহরটী বুঝাইয়া যায়। এটী বহুকালের প্রাচীন সহর। মুসলমানদিগের অধিকার কালে ইহার চতুর্দ্দিকে চৌচক ছিল, উহাই ইহার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ইহার অধিকের আর সে সীমা নাই। এখন দিন দিন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। যে যে স্থানে এখন সমুদায় কাছারি, অন্য অন্য আফিস ও সাহেবদিগের বাস আছে, তাহা পূর্ব্বতন সহরের বহির্ভূত, কিন্তু ঐ স্থান গুলি বর্ত্তমান সহরের মধ্যগত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অহর বলিলেই উহাকে একটী বসতি সম্পন্ন স্থান বলিয়া মনে আসা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু গাজিপুর সহরে সে ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এটী প্রকৃতি দরিদ্র সহর। কেন যে "দরিদ্র" এই শব্দটী ব্যবহার করিলাম ইহার অর্থ পরে



মহারাজ দশরথের শরণাগত হন। কিন্তু দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহা হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের সবিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতি ছিলেন। রামচন্দ্রের অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ গ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জয়া ও বিজয়া নামে দুই বিদ্যাদান করেন। তদ্দ্বারা এই অনুমান হয়, বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন তখন তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পরিপক্ক হন নাই। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কিছু দিন ধনুর্ব্বিদ্যার শিক্ষাদান করেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার বিদ্যা থাকা অবশ্যাবিত্ত নহে। তবে যে তিনি স্বয়ং দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের দমনে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি যদি পুনরায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ দলে অশ্রদ্ধা হইত। তাহা না করিয়া রামচন্দ্র দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকটে যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই, তিনি বরাবর কুশিক তনয়ের নিকটে শিষ্যবৎ ব্যবহার করেন। বিশ্বামিত্রও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি স্বাভীষ্ট লাভে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া জনক তনয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিলেন। মিথিলা গাজিপুরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে। গাজিপুর হইতে মিথিলার ব ইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। এই বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় গাজিপুরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। এই স্থানে তাঁহার আশ্রম হইলেই অযোধ্যা হইতে রামচন্দ্রের আনয়ন এবং মিথিলায় লইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ সম্পাদন রামায়ণের বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি সুসঙ্গত ও সুসংলগ্ন হয়।

গাজিপুরের প্রাচীনতার অপর প্রমাণ এই, গাজিপুরের প্রতিনিধি কালেক্টর উইলিয়ম গর্ডন সাহেব ঐ জেলার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ছেন, তাহাতে যে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সমকালের লোক। গর্ডন সাহেব যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতি বিশ্বাস যোগ্য। গাজিপুর জেলার অন্তর্গতী সৈদপুর ভিতরি প্রহ্লাদপুর প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভ গাত্রে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে সেই গুলি অনুবাদ সমেত পুস্তক মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্তম্ভের যে কতক গুলি মুদ্রা সংগৃহীত হয়, তাহাও পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম দুই হইল। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, পাটলিপুত্রেরই ইদানীন্তন নাম পাটনা। পাটনা আর গাজিপুর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, অতএব গাজিপুরে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য থাকিবার বিষয়ে কোন ক্রমে সংশয় জন্মিতে পারে না। চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বহুদূর ব্যাপী রাজত্ব থাকিবারই সমধিক সম্ভাবনা।

গাজিপুরের বাটীগুলি প্রাচীনতা ও দরিদ্রতা উভয়ের এক কালে পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাটীগুলি দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয় বাটী নির্ম্মাণের নব্য রীতি আজিও গাজিপুর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই। দৃষ্টান্তের মধ্যে আছে শ্রী, মা, আছে আঙ্গনা। প্রবেশ দ্বারগুলি এমনি ক্ষুদ্র যে প্রবেশকালে বামন অবতার হইতে হয়। যাঁহারা বাটী গুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বোধ হয়, সূর্য্য ও পবনের সহিত তাঁহাদিগের শত্রুতা ছিল, ঐ উভয়ের প্রবেশপথ রাখিয়া তাঁহারা বাটী নির্ম্মাণ করেন নাই। নগর মধ্যে অধিকাংশ বাটীই খোলার ঘর। অন্য কথা কি গাজিপুরে গবর্ণমেণ্টের যে জেল আছে তাহারও জেলখানা যে,না দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলের প্রসঙ্গে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। জেলটির বাহিরের বড়ক জেল সুন্দর ও তাহাতে খোলা দেওয়া আছে বটে কিন্তু উহার ভিতরটী বড় সুন্দর। আমরা অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত পরিষ্কৃত জেল কোথাও দেখি নাই। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন নিমুক্তে উপনীত হইলাম। এস্থলে একটী দুঃখের সংবাদ বলিতে হইল। জেলের ভিতরটী যেমন পরিষ্কৃত, কয়েদিদিগের রুটি তাহার সমাংশে পরিষ্কৃত নয়। বোধ হয় জেলের তত্ত্বাবধারকের কয়েদিদিগের অপেক্ষা বৃক্ষগুলির প্রতি অধিক স্নেহ আছে। রুটিগুলি যেমন পুরু তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। দেখিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। কয়েদিদিগকে পরিষ্কার রুটি দিবার কি গবর্ণমেণ্টের নিষেধ আছে? কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কয়েদিরা পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করুক, গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রেত নহে।

নূতন পুস্তক।

আমরা বহুদিবস হইল নিম্নলিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। নানা কারণবশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, গত বারেও ক্রম ক্রমে ইহার সমালোচনা চলাটী প্রকাশিত হয় নাই, লেখক তজ্জন্য আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

প্রেমবিলাসী ১ম খণ্ড। এখানি পাকুড় প্রেমবিলাসী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয় বিধ লেখাই দৃষ্ট হইল। কবিতাগুলি অমিত্রাক্ষর বটে কিন্তু অধিকাংশ কালিদাসের সমাংশের যেরূপ অমিত্রাক্ষর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমবিলাসীর কবিতাগুলি সে ধাতুর নহে। এগুলি কোমল মিষ্ট ও বিলক্ষণ ভাবসমন্বিত হইয়াছে। প্রেমবিলাসীর পদ্যাংশটী পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ সন্তুষ্ট হইলাম, গদ্যভাগটী পাঠ করিয়া কিন্তু সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। তবে কাণে যে মেঘ লাগিয়া রহিয়াছে তাহা এখনও দূর হয় নাই। যাহা হউক

প্রেমোদ্দীপনীর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, লেখক যদি অবিলম্বে পরিত্যাগ না করেন, তবে যাহাতে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

তারকেশ্বরের মহান্ত যাহাকে লইয়া এই মোকদ্দমা সে তারকেশ্বরের মহান্তের অভিপ্রায় অনুসারে চলিত অথবা তাহার অবিদ্যমানে পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলিত। হাইকোর্টে মহান্ত যে আপীল করিয়াছেন, বিচারপতি মার্ক ও মার্কবি সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পূর্ব্ব রায়ই বহাল রাখিয়াছেন। জষ্টিস মার্ক এ বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ রায় লিখিয়াছেন। এতদিন যে মহান্তের আজ্ঞা লইয়া লোকে তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দিয়া আপনাদিগের মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে বিচারপতিগণ অন্যান্য লোকের বিশেষতঃ ধর্ম্ম মন্দিরের অধ্যক্ষদিগের সাক্ষাৎরূপ উৎকট পীড়া আরোগ্য করিবার জন্য সেই মহান্তকে হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আমরা হুগলী জেলের অধ্যক্ষদিগকে একটী কথা বলিয়া রাখি, তাঁহারা যদি মহান্ত টহলকে এই ভিন বৎসর কাল কেবল ঘানি গাছে ঘুরাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পান, হিন্দুধর্ম্ম মতে গুরুহত্যা পাপে পতিত হইবেন।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম [illegible] অনরেবল খাজে আবদুল গণি ও [illegible] আশাবউল্লা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, কলিকাতায় যেমন বাঁধ গড়, এপুরার চাঁ [illegible] চাষার জানেন। কিন্তু এবার [illegible] ৮ আনার অধিক পাওয়া যাবে না। যাহা [illegible] পাইবে। অনেক লোকে [illegible] পারে না। এরূপ অবস্থায় কিরূপে এই ক্ষতি পূরণ হইবে?

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ফিকেম সাহেব ইংলণ্ডের অধ্যক্ষের সাহায্য পাইবেন এরূপ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে এ নিমিত্ত তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হুগলীর এক জন ডাক্তার এই বিপদের সময় প্রজাদিগের নিকট বাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা সহসা এসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের ন্যায় ভূমাধিকারী জমীদার আর আমাদের এমন সংসার নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিয়াছি অনেক জমীদার এ সময় প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া সদয় ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে খাজনা মাপ করিতেছেন।

২রা পৌষ মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণ্ট্রি সাহেব সিলেট হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব জজদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটদিগের সম্বন্ধ ঘটিত পদোন্নতির যে প্রস্তাব করেন, ষ্টেটসেক্রেটরি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন না করিলেই আশ্চর্য্যের হইত।

কেওপর ইণ্ডিয়া বলেন, হুগলীর ন্যায় সিরাজগঞ্জের লোকে সাংক্রামিক জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। প্রায় তৃতীয়াংশ লোক জ্বরাক্রান্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতেছে। ও নিমিত্ত স্কুল সকল বন্ধ হইয়াছে।

৩রা পৌষ বুধবার।

উক্ত পত্র বলেন, কাঁঠালে প্রভৃতি আদিমবাসিদিগের শিক্ষার্থে কাম্বেল সাহেব খ্রীষ্টসমাজকে সাহায্য দানে বিরত হইয়াছেন। আমরা তদ্বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়াছেন।

[illegible] সমবেদের সিলহেট অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। ইওরোপ [illegible] সার্কিট সাহেবের [illegible] পতিত এবং কাহারী বাটীর [illegible] কাঁদিয়া যায়।

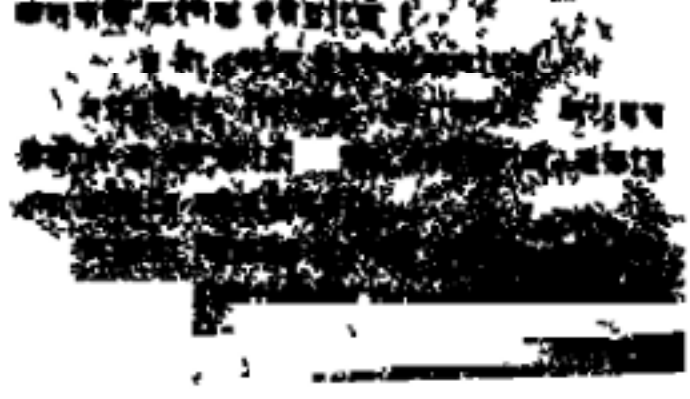
[illegible] ইংরেজ [illegible] ঘরের [illegible] ছোট ছোট [illegible] উহাতে [illegible] নাগিয়াছে, কিন্তু এখনও বড় [illegible] পারে নাই। দুর্ভিক্ষ জন্য [illegible] ব্যাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরলের যে বিশেষ ট্রেণ কানপুর হইতে আসিতেছিল, উহা বহুবাধি বারেহী ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়াতে দুই জন আরোহী সহ ৪ ঘর আহত হয়। আমরা সুধাংশু সংবাদ পত্রে দেখিলাম, দুটী মালের গাড়ী একত্রিত হওয়াতে এক ঘর রূপে আহত হইয়াছে। [illegible] বীর রেলওয়ে [illegible] ঘরের ক্ষয় হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানিদিগের [illegible] কথা শীঘ্র করিতেছেন।

পাটক পোড়ের [illegible] কল, দুর্ভিক্ষের জন্য বোধাইয়ে এক কোম্পানি হইয়াছে। ইহাদের মূল ধন ছয় লক্ষ টাকা।

কাশ্মীরের মহারাজার সভার সভ্য জনরেল গলগাডি [illegible] দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দিগকে বিবাহ করিবার জন্য [illegible] পাঠাইতেছেন।

এবার [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভা [illegible] বাহিরের [illegible] অনেক [illegible] অনাহারে [illegible]



অবস্থা দর্শনে সকলেই ভীত হইয়াছেন। ডাক্তার চিবর্স ও পেইন সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, তাহারাও ক্রমে হতাশ হইতেছেন। আমরা অন্তরের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দ্বারকানাথ মিত্র শীঘ্র এই উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করুন।

মান্দ্রাজ মেইল বলেন, ইহার মধ্যেই ভরা হইতে বঙ্গদেশে প্রায় ২৯ হাজার মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে, তদ্ভিন্ন জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানী করিবার জন্য ৬ লক্ষ মণ কণ্ট্রাক্ট করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার মধ্যে লক্ষ মণেরও অধিক বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে।

১৩ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতা বর্দ্ধমান হুগলী নদীয়া মুরসিদাবাদ রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা করিদপুর ত্রিপুরা গয়া সারণ পূর্ণিয়া কটক এবং কামরূপে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৫ টী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগ সকলে মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমান রহিয়াছে।

সিন্ধিয়ান বলেন, গোয়াভর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মস্কাটের ভূতপূর্ব্ব ইমামের পুত্র সায়দ সিলিস তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সিলিস কিছুদিন হইল পুলিষের চক্ষে ধূলি দিয়া করাচি হইতে পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য করাচি হইতে গোয়াভরে একদল পুলিষ সৈন্য গিয়াছে

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট বলেন, সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন এদেশীয়ের উদ্যোগে একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, উহারা পীড়া হইলে ঔষধ সেবন না করিয়া যীশু খৃষ্টের নিকট কেবল উপাসনা করিয়া পীড়া শান্তির চেষ্টা পায়। ইউরোপে এই প্রকার একটী সম্প্রদায় আছে, উহাকে (পিকিউলিয়ার পিপল) " আশ্চর্য্য লোক বলে " । বস্তুতঃ ইহাঁরা আশ্চর্য্য লোকই বটেন।

গত মঙ্গলবার শ্যামপুকুরের মহেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী যুবক অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করে। অহিফেন খাইয়াছে জানিতে পারিয়া মাত্র উহাকে মেডিকল কালেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ডাক্তারেরাও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গত কল্য রাত্রি চারিটার সময় হত ভাগা যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই

একজন হিন্দু মেটিব পবলিক ওপিনিয়নে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের জল বায়ু এদেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ইহার প্রমাণার্থ তিনি দুইজন লণ্ডনস্থ বাঙ্গালী যুবকের বিষয় লিখিয়াছেন, উহাদের এক জনের যক্ষ্মা কাশ ছিল, ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাহার সে পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক ব্যক্তিও শীর্ণ ও পীড়িত শরীরে ইংলণ্ডে গিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবলকায় হইয়াছেন। ইংলণ্ডের গুণ অনেক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা পাঠাইবার সময় যাহা শুনিতে পাইতাম, তিনি সেগুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার । সংক্ষেপ করিয়া পাঠান, এই উঁহার ।

৯ পৌষ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কষ্ট না হয় এ জন্য নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এ সময় অন্যান্য জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিদিগের এবং গবর্ণমেণ্টেরও কিছু দিনের জন্য নিজ নিজ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বহু দিন হইল কলিকাতার সর্ব্বেয়ার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই অদ্যাপিও তাহার ফল প্রকাশিত হইল না।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ এক প্রকার আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১১ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে শ্রীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ সপ্তাহেও পুলিষ চণ্ডীতলা হইতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোককে গঙ্গায় নৌকা করিয়া পাঠাইয়া দেন ইহারা কয়েক দিন কিছুই আহার করে নাই। স্ত্রীলোকটীর পথেই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বহু বাজারের হিন্দু একাডেমির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত স্কুলের একজন শিক্ষকের জন্য এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন " একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতনে ১৫ টাকা যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষা দেন নাই, তাহাদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই " । আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ক্রমে হতশ্রদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখুন।

গত মঙ্গলবার কলিকাতায় বাবু গুরুদাস দত্তের পুত্র মাণিকলাল দত্ত অহিফেন খাইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে। মাতার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।

৬ ই পৌষ শনিবার।

অদ্য কলিকাতায় গভর্ণর সাহেব [illegible] বাজিকর যুক্তিসের বাজী দেখিবেন। এই বাজী কলিকাতায় কখন হয় নাই। শুনা যায় বলিয়াছেন উঁহাকে ২০ হাজার টাকা দিলে তিনি ধর্ত্তির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন।

যত দিন উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতিবার অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার ছোট আদালত বন্ধ হইবে।

লেপ্টেনেণ্ট সাহেবকে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ দিবার যে কথা হয়, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; গ্রাণ্ট সাহেব এ পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

১৭ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের শস্যাদির অবস্থা যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন যে সকল স্থানে শস্যের অবস্থা এক্ষণে ভাল বত দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হইলে সেগুলি নষ্ট হইবে। রায়পুরের অনেক স্থানে বাদ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে, রায়পুর সম্বলপুর ও বিলাসপুর হইতে রপ্তানী চলিতেছে মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। জ্বরের প্রাদুর্ভাব কতক কমিয়াছে

...গ দিন গবর্ণর জেনরল যে এক বিশেষ ট্রেণে কলিকাতায় আইসেন উহাতে অন্য কোন দিন মেরিডের একজন ইউরোপীয় পরিচারিকার একটী অর্থ ঘড়ি হারাইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস উহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন যখন বিশেষ ট্রেণে এই ঘটনা হইয়াছে তখন ঘড়িটী অন্য লোকে লইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

—১৯—

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ষ্টেটস্‌ম্যান নাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ওকস মিষ্ট নামক পত্রে ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে নিবারণের পক্ষে একটী বিষয় প্রার্থনীয় বোধ হয়, তাহা এই—গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদিগকে নিজের ভারের অংশী করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা করিতে যেন সকলে অধীকৃত হন। একজন প্রধানপদ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সভ্য শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই যে তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন যে কোন বিপৎপাত হইলে লোকের প্রাণ নাশ হইতে পায় না"। কিন্তু অর্দ্ধ মৃত ও দুর্ব্বল দিগের অন্ন যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশের লোক দিগকে নিজের ভারের অংশী হইতে যে আহ্বান করেন তাহা কখনই স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ এই কার্য্য নিজে করাই সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের লক্ষণ। লোকে যত টুকু সাহায্য করিবে গবর্ণমেণ্ট ও ততটুকু করিবেন এপ্রকার সাহায্য বিনিময় যে উদ্দেশ্য করা হয় সে উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু ইহাতেই নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে অমনোযোগ প্রধান কারণ। উহার জন্য অনেকবার অনেক গবর্ণমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। যে পরিমাণে দেশের লোকে সহায়তা করিবে গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে ভার করিবেন এরূপ কথা বলাও যাইতে পারে এরূপ বিপদের সময় অকর্ত্তব্য অনুভব না করা ও ভাল। কারণ এরূপ প্রস্তাবের অর্থ এই যদি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতি লোকে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে বিশেষ সম্ভাবনা, গবর্ণমেণ্টও প্রজাদিগকে অনাহারে মরিতে দিতে পারেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি গবর্ণমেণ্ট কি দুষ্টু কি পীড়িত এক প্রাণীকেও অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট দায়ী। অতি অল্প লোকেই এরূপ আহার তালিকা আমাদের জানা আবশ্যক। এই কারণেই আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের অর্থ লইবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া থাকি, যদি মুক্ত বিগ্রহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি এরূপে সাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন?

এখনো ক্ষেত্র যে সকল স্থানে আছে তাহা যদি আমরা অধিকার করিয়া মহাজন দিগের হস্তগত হইতে যে প্রজাদিগের দুর্গ আর সীমা থাকিবে না। যদি আমরা প্রজাদিগকে বাস উঠাইয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা দি—তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিয়া দি তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা হইতে পারে।

বেহার পরিদর্শন করিয়া গবর্ণর জেনেরলের মনে কিরূপ সংস্কার হইয়াছে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে তাহা অবগত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গত মঙ্গল বার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার প্রায় সমগ্র মিমে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আলাহাদ পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণর জেনেরল মঙ্গল সহরে গমন করেন, সেখান হইতে যে সকল স্থানে সৈন্য থাকার প্রধান কার্য্য সকল চলিতেছে সেখানে ক্রমে তৎপরে বিহিয়া ছৌপুরে পৌঁছিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এলাহাবাদ সময় নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিদিগের সহিত তাঁহার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইয়াছে। পাটনার কমিশনর মোল সাহেবের সহিত গয়ার কালেক্টর ম্যাকফার্সন সাহেবের সহিত ভাগলপুরের কমিশনর ষ্টীফেন সাহেবের সহিত মুঙ্গেরের কমিশনর ওয়েষ্টমেকট সাহেবের সহিত ছৌপুরের কমিশনর ডেলি সাহেবের সহিত। এই সকল বৈঠকে বোধ হয় একজন পুরুষ কত আশঙ্কা করা গিয়াছিল এখনকার অবস্থা তত মন্দ নহে। ৩০৩০৩০৩০৩০ গবর্ণর জেনেরল যখন ইলাহাবাদে ছিলেন তখন ৪ সহিস বেঙ্গল ক্যাভালরির সেনাপতি কর্ণেল হাকিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সেনা দল বিদেশীয় হইতে চলাফেরা করিবার জন্য নিয়া আসিয়াছে। তিনি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, যে, কয়েকজন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের নিকট হইতে সকল পাওয়া যাইবে। পাটনার কমিশনর গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে সিবেরার এবং সকলকে সৈন্যের পালন করিয়াছেন। যে যে স্থানে ইহারা সহায় পাঠান হইয়াছে, [illegible]

পর্বলিকওয়ার্কের কি রিলিফের লোকেরা শস্যাদি লইয়া যাইতে পারিবে। ● ● ● ● সময়ের অভাবে তিনি ভাগলপুর এবং রাজসাহীর কমিসনরদিগের সহিত এবিষয়ে অধিক আলাপ করিতে পারেন নাই, যে কিছু অল্প কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন "যে তাঁহারা'ও বেল্সাহেবের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতেছেন।

পাটনাবিভাগে আজিও কোন প্রকার রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হয় নাই; কিন্তু যখনি আবশ্যক হইবে তখনি যাহাতে কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, এরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা হইয়াছে। শোণখালে যে সকল লোক প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করে, ধান কাটা আরম্ভ হওয়াতে তাহার মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল সেখানে যাহাদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহারা কণ্ট্রাক্টরদিগের মজুর। যত'দন না শস্য আমদানীও গোলা বন্ধ করার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন রিলিফ কমিটী প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইতেছে না। সাহাবাদ জেলার স্থানীয় কর্মচারিরা বলেন, যে আরও অধিক পরিমাণে ইউরোপীয় লোক না থাকিলে রিলিফ কমিটী কার্য্যের উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্মচারির সংখ্যা বৃদ্ধির যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অভাব দূর হইতে পারিত, কিন্তু যদি তাহাও না হয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য অধিক কর্মচারির প্রার্থনা করিলে গবর্ণর জেনেরল সে বিষয় বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেনেরল দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন যে ইতি মধ্যেই শাহাবাদ জেলার অনেক জমিদার টাকা কর্জ্জ লইতেছেন এবং নীলকরেরা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

ভাগলপুরের কমিশনর লর্ড নর্থ ব্রুককে বলিয়াছেন যে এমন কয়েক শ্রেণীর কৃষক আছে, যাহারা কোন স্থানে এই কয়েক মাসের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ কর্জ্জ পাইবে না, অথচ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা রিলিফ কমিটীর সোপানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বীজ অর্থ কিম্বা ধান্যাদি কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব করেন। যে সকল জমিদারের অধীনে এই শ্রেণীর কৃষকেরা বাস করে, তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই বিপদের সময় কিছু দিনের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করেন। এই উদ্দেশে কোন জমিদার যদি কর্জ্জ চান তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে পারেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে জমিদারদিগকে কর্জ্জ দিবার যে আদেশ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এ বন্দোবস্তও তাহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যেখানে যেখানে এই শ্রেণীর লোকদিগের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেই খানেই স্থানীয় কর্ম্মচারিরা জমিদারদিগকে এই বিষয় জানাইবেন। ● ● ● একথা জানিতে পারিলে জমিদারেরা যে আপনা হইতে তাহাদিগকে কর্জ্জ দিবেন কিম্বা আদালতের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কর্জ্জ করিবেন তাহাতে লার্ড নর্থব্রুকের সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি এ আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সেশ্রেণীর কৃষকদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ আদায়ের পক্ষে জামিন হয় কে? গবর্ণর জেনেরল ভাবিয়া দেখিবেন এমন কোন আইন করা যায় কি না যদ্দ্বারা জমিদারদিগকেই তাহাদের জামিন করিতে পারা যায়।

গবর্ণর জেনেরল যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন তখন সে সকল প্রদেশে হৈমন্তিক শস্যের অবস্থা কিরূপ এবং রপ্তানীর উপযুক্ত কত শস্যই বা পাওয়া যাইতে পারে এই সকল বিষয় ঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। হৈমন্তিক শস্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে তাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিবার সম্ভাবনা। যদিও কত শস্য রপ্তানী করিতে পারা যাইবে, তাহার ঠিক পরিমাণ দেওয়া কঠিন কিন্তু যাহার যাহার সহিত তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন (যেমন কি সার উইলিয়ম মুয়র পর্য্যন্ত,) সকলেরই বিশ্বাস এ বিপদের লোকদিগের সাহায্যের জন্য অনেক শস্য রপ্তানী করা যাইতে পারে।

তিনি যেসকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে বাণিজ্য উত্তর চলিতেছে, এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান সকলে প্রেরিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিজের চালান আমদানী করিয়া যাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে নিরুৎসাহ করা না হয় সে চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং পাটনার কমিশনর ও অন্যান্য স্থানীয় কর্ম্মচারিরা সকলেই তাঁহাকে বলিয়াছেন যে স্বীয় সুবিধামত বাজার মনোনীত করা বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগের যে স্বাধীনতা ও বিশ্বাস আছে তাহা নষ্ট করা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। শস্যের আমদানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে কার্য্য করিতেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গবর্ণমেণ্টের গোলাতে যেসকল শস্য সঞ্চয় হইতেছে তাহা অপর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা হইবে না। কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের মজুরদিগের বেতন দেওয়া হইবে এবং যদি ভবিষ্যতে রিলিফ কমিটী স্থাপিত করা আবশ্যক হয় সেই সকল স্থানে প্রেরিত হইবে; কত লক্ষ লক্ষ লোকের সাহায্য আবশ্যক এবং যে যে স্থানে অন্নকষ্ট হইবে তাহার অধিকাংশ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কিরূপ দূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে হঠাৎ শস্যাদি প্রেরণ করা কিরূপ কঠিন এবং অনাহারে প্রজাবর্গের যাহাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া গবর্ণর জেনেরল ৭ সংখ্যক গবর্ণমেণ্ট আদেশে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বিপদ নিবারণের জন্য কেবল মাত্র বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের চেষ্টার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তদনুসারে ভবিষ্যতে কত লোক কার্য্যের জন্য কিম্বা সাহায্যের জন্য উপ-

স্থিত হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া তাহাদের ও প্রতিপালনের উপযুক্ত অধিক শস্য সঞ্চয় করিবার উপায় ও অবলম্বিত হইয়াছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে এক প্রদেশের রপ্তানী দ্বারা অন্য প্রদেশের কষ্ট দূর করা বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন, কিন্তু ব্যবসায়ীরা অসক্ত হইলেও যাহাতে বিপদ না ঘটে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট আরও শস্য ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, তদ্দ্বারা যাহারা অবশেষে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা জিলিক কমিটীদিগের শরণাপন্ন হইবে তাহাদিগের রক্ষা হইবে। এই সকল সঞ্চিত শস্যের কিছু কিছু দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানসকলে এখনও প্রেরিত হইতে পারে, এবং অবশিষ্ট অংশ যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখন ছাড়া যাইবে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সময় সচরাচর যে জল হয় এখন ও তাহার উপর দেশের ভবিষ্যতের অবস্থা অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে। যদিও সময়ে কার্য্যান্বিত করাতে দুর্ভিক্ষ কষ্টের অনেক লাঘব হইবে তথাপি যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র সুসম্পন্ন করা উচিত এবং সতর্ক হইয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ কখন আরম্ভ হয় তাহা দেখা উচিত, কারণ নূতন অবস্থায় জন্য যদি নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা করিতে হইবে।

—•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

স্থায়ী সাধারণ বিভাগ

৯ই অক্টোবর। অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর কাপ্তেন [illegible] মেজর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

১১ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে অক্টোবর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে ডিসেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে জানুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে ফেব্রুয়ারী। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২০শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২১শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২২শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৩শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৪শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৫শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৬শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৭শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৮শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২৯শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩০শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩১শে মার্চ্চ। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১লা এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

২রা এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৩রা এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৪ঠা এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৫ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৬ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৭ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৮ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

৯ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১০ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১১ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১২ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৩ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৪ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৫ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৬ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৭ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৮ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদলী হইলেন।

১৯ই এপ্রিল। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরাতে বদল

সাহেব এই রূপ গোল বাঁধাইতেছেন। কিন্তু জাফরগঞ্জে প্রধান আফিস হইতে স্থান রূপে যে ২। ৩ দিন বিলম্বে চিঠি পত্র পঁহুছে তাহা কি অভিযোগের বিষয় নহে? আশা করি পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় একজনের নিমিত্ত কখনই সাধারণের অসুবিধা করিবেন না।

কেহ কেহ জাফরগঞ্জে প্রধান পোষ্ট আফিস রাখিয়া তেওথায় তাহার শাখা স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। এটী অযৌক্তিক নাসিকা স্পর্শের তুল্য উপহাসকর। কলিকাতা ও ঢাকা সকল হইতে শিবালয় সন্নিকট স্থানে ডাকের প্যাকেট উপস্থিত হয়, এই শিবালয় জাফরগঞ্জ অপেক্ষা তেওথার অধিক নিকটবর্ত্তী। যাহারা শিবালয় হইতে জাফরগঞ্জে যায়, তাহারা তেওথা দিয়াই যাইয়া থাকে। জাফরগঞ্জে প্রধান আফিস হইলে প্যাকেট একবার সেস্থানে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার তেওথায় আসিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্যাকেট বাছনি করিতেও মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন ডাকমুন্সীর আবশ্যক। উপস্থিত মতে, তেওথায় পোষ্ট আফিস হইলে তাহা হইবে না। তত্রত্য আফিসের কর্ম্মচারীই শিবালয়ে যাইয়া প্যাকেট বাছনি করিতে পারিবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মাসে দশ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এক্ষণে বিভাগীয় সুপরিণ্টেণ্ডিং পোষ্টমাষ্টার বাবু রামচন্দ্র মিত্র তেওথার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারকে শিবালয়ের প্যাকেট বাছনি করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কলিল মেসেঞ্জারের প্রতি এই ভার অর্পণ করাই উচিত। স্থানীয় লোকেও ইহার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তত্রত্য রামচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

২। আমরা অত্রত্য স্কুলের মাইনর স্কলারশিপ প্রাপ্ত যে ছাত্রের বিষয় পূর্ব্বে এক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ছাত্র সমুদয় বৎসর স্কুলে উপস্থিত ছিল না। স্কুলের রেজেষ্টরীতে তাহার নাম ও ছিল না। সুতরাং সে স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য নহে। আমরা অনুসন্ধান হইয়া এই বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। স্কলারশিপ প্রাপ্ত ছাত্র যে স্কুল হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। সুযোগকারী ও অবিষয় আমাদিগকে [illegible] দেন নাই। যিনি এই বিষয় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত স্কুলের বিশেষ বনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আমরা তাঁহার বাক্যে অনাস্থাবান না হইয়া এই সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনুসন্ধায়কতা যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবেন, তাহা আমরা মনেও ভাবি নাই। এক্ষণ ঘটনা সপ্রমাণ না হওয়াতে আমরা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ডেঃ ইন্সপেক্টার মহাশয় যেন এ বিষয়ে কিছু মনে না করেন। স্কুল সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর দোষেই এই রূপ হইয়াছে। যাহাহউক আমরা অনুসন্ধায়কারী মহাশয়কে নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতেছি, [illegible] সাবধান হইয়া কোন বিষয় অনুসন্ধান করেন।

ও সম্প্রতি এখানে জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাজারে ধান্য পৌনে ৬ পশারি, চাউল মোট ২০ সের ও সরু ১৬ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—

মহাশয়। কতিপয় দিবস গত হইল দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক সহস্র মুদ্রা কাটোয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ দেশের কেহই নিয়মানুযায়ী তাহা গ্রহণে স্বীকৃত নহে।

চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তদ্বিষয়ক সকলেই ভাবী দুর্ভিক্ষের ভয় করিতেছে। এবার এপ্রদেশে ধান্য ছয় আনা উৎপন্ন হইয়াছে, রবি শস্য একে বারেই হয় নাই, আবার মাঠে জলাভাব প্রযুক্ত গোদুম নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীবাটী নিবাসী কতিপয় ভদ্রলোক সকলকে একত্রিত করিবার জন্য মেমারী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা ও সেতু জন্য মহামান্য লোঃ গবর্ণর মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছেন, তদ্রূপ করি তদ্দীয় সম্পাদকীয়স্তম্ভে প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিদ্যোৎসাহী প্রজাবর্গের জীবন রক্ষা করিবেন এবং দয়াময় গবর্ণমেণ্টও স্বীয় বিজ্ঞাপিত বিষয়, কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রকৃত প্রজা বৎসলতার পরিচয় দিবেন। ফলতঃ এই রাস্তাটী শীঘ্র আয়ত্ত হইলেই বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশ-বাসী যাবতীয় লোকের দুর্ভিক্ষাশঙ্কা একেবারেই নিরাকৃত হয়। গবর্ণমেণ্টও সম্বিক লাভবান হইবেন, এবং পোষ্ট বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই সময়ে ইষ্টবঙ্গ [illegible] কে স্যার দিকে একটী বিষয় [illegible] দিতে হইল। তাঁহারা কি করিতেছেন? এই বেলা প্রস্তাবিত রাস্তা উপযোগী হইয়া প্রস্তুত করিয়া লউন, এবং মেমারী হইয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখা বাহির করুন। মেমারী হইতে সাত গাড়িয়া পর্য্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা প্রস্তুত আছে এবং কাটোয়া হইতেও দক্ষিণে দাঁই হাট পর্য্যন্ত যাইলে রাস্তা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া আছে কেবল মধ্যে ২ বাইশ মাইল পথ প্রস্তুত হইলেই একটী লাভের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় কালনা, মাধব ঘাট, মন্তেশ্বর, শ্রীবাটী পুলী, দাঁইহাট, এবং রেওয়ামগঞ্জ প্রভৃতি এপ্রদেশীয় কতি [illegible] প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইতে অনায়াসে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া থাকে।

শ্রীবাটী বাসী বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টায় শ্রীবাটী শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া শ্রেণীস্থ যুবক গণ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দর্শন দৃষ্টি করেন, ইহা তদ্বিবারণোদ্দেশেই স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গৌরহরি চন্দ্র ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় দ্বয় ইহার সভাপতির ভার লইয়াছেন।

ভাসাকরি ইহা স্থায়ী করিয়া উদ্যোগের শ্রীবাটীর কল্যাণ বিধান করিতে পারুক।

শ্রীবাণী
১২৮০

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মানব জীবনের অবস্থা-ভিন্ন সংস্কার এই ... পুরস্কার এবং অন্যায়ের তিরস্কার না করিয়া, স্থির থাকিতে পারে না। স্থান বিশেষে অন্যায়াচারী প্রিয় বন্ধুকে ও তিরস্কৃত করিয়া, তাঁহাকে তৎক্ষণ হইতে বিনিবৃত্ত করি, ও ন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠানে ও নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়া, উৎসাহিত করি। যদিও মৌখিক প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু অন্তরে সদা জাগরূক থাকে।

কোচবিহারস্থ বর্ত্তমান ডেপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত টি স্মিথ সাহেব, রাজ্যবাসী প্রজা পুঞ্জের হিতসাধনে এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প, যে এইরূপ আর দুই একটী লোক থাকিলে, রাজ্যের উন্নতি অচিরে সম্পন্ন হইত, ইনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে এতদূর সতর্ক যে যখন যার কার্য্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে একান্ত মনোযোগী ও অভিলাষী। এমন কোন দিবসই যায়, যে তিনি প্রতিদিন সুচারু-রূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ করি তাহাতে তাঁহার কার্য্যোপযুক্ত সময় কখন ঘটে না। দিবা রাত্রি কেবল রাজ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়, ইহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তবে তাহার সহিত যথা মত আলাপাদি করিয়া, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্গের প্রতি এরূপ সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার আমি অল্প মাত্র ক্ষেত্র-পুঞ্জে দৃষ্টি করিয়াছি। যখন যে কার্য্য সমাধা করেন, তাহা সুসম্পন্ন হয়, যে তাহাতে ... অসম্পূর্ণ থাকে না। বিশেষতঃ প্রজাদিগের বিদ্যা

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহেব যাবা হুর যেরূপ সজ্জন-সম্পন্ন, উদার-প্রকৃতি, প্রজাবৎসল এবং সংবিচারক তাহাতে তিনি অবধি থিলবে যদি কোন উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত হউন, অথবা এই অল্প-কালাবধি কুচবিহারে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া, রাজ্যের অবশিষ্ট উন্নতি সম্পন্ন করুন। দীন হীন প্রজারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। যত আশা করি, তাহারের প্রদত্ত ধন্যবাদ রাশি অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

সোদরাহাটা স্কুল
১৮৭৩

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বাগচি
সিরাজগঞ্জ ১৩
" " শ্রীকণ্ঠ মল্লিক—জয়দীপুর ১৩
" " রসময় দাস—ভায়মণ্ড হারবর ৫৷৩
ন ই ব্রহ্মি ঘোষ রাঢি ১৩
" " কালীনাথ বিশ্বাস—ভাঙ্গাবাড়ি ৩৩
" " গোবিন্দ নারায়ণ ঘে
ঘোষাবাড়ি
" " রাধেশচন্দ্রকুমার রায় চৌধু
বাকইপুর।

—১৯১—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

[illegible] মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে [illegible] পাঠান যায় না।

[illegible] ১৩ টাকার [illegible] যাহাদিগের [illegible] ৮৩, মাসিকপত্রের ৩০ কাগজ [illegible] হাতে আসিয়া মূল্য প্রদান করিতে না। মোট, হাত, ধরাত চিঠি, খাম খরচা, ইহার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ প্রেরণে বাধিত, ইহাতে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও ডাকঘরের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার অল্প বিলম্ব হইয়া থাকিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা বাহুল্য বা বিনা পয়সায় প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই অনুরোধ প্রতিপালন করা যাইবে না।

[illegible] সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বিষয়ক ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵৯ দুই বারে ১৷৵ তিন বারে ১৷৩ দেওয়া যাইবে। বিশেষ বিবরণ [illegible]

ই ৸৵ রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

প্রবন্ধনা প্র ৽৽ ।।য় পার্থিব সম্বন্ধনা অসিনশ্বরী ন স্থায়িনা

৽প্রিম বার্ষিক মূল্য ১৽ টাকা
৽প্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

৽৫ ই পৌষ, ইং ১৮৭৩। ২১ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা।

গ্রাহকগণকে বিনম্রহকারে জানা য ইতেছে যাঁহারা সোমপ্রক শের মূল্য ম ণঅর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদা রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টার করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

যে ঔষধে ধারা যেমে রিয়াজনিত গ্রীহা যকৃত, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অথবা কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত অর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৹ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
হুবরবন মেডিকেলহাল
ভবানিপুর কলিকাতা

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থানের অনাচার ও লোকদের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। চুঁচুড়ায় বেঙ্গল ষ্যাগাজিন আফিসে এবং কলিকাতায় ১৪নং পোওতা বাগান ষ্ট্রীটে হুদে ম স্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩ ২ বেছু চাটুর্য্যে ষ্ট্রীটে ম স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বংস। এমট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ত প্রমাণ পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এপ্রিক্টোবর } বাসস্থান, পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা ঘরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵৹ ডাকমাশুল /৹ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১৹ ডাক মাশুল ৷৹।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য, ১৹ ডাক মাশুল ।৵৹ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২৹ পাম উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫৷৹ ডাক মাশুল ।৵ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।৹ আনা। টক প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১৹ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল ফিরা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাষ্পচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৷৹, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ৷৹ উহাঁর কৃত ডিসপজু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।৹।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত হুতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸৹। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।৹ ডাকমাশুল /৹।

কলিকাতা সালর জার হিদ্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি স্থায় আরোগ্যদান পাত্র ও চ ন্দ্রি পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্তির ও মর্ম্ম বিতরণ করা এতদ্ভিন্ন যা র্থানুরোধে সাধন করিতে যত্নবান হই সে,

উত্তম পুস্তকে সাধনের জ ৫ বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—•০•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত মাইলস্টন ডলসন ও সেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী বেলীর ছাদের টাইল ইট। বেঙ্গিয়াতে বসাইবার নির্ম্মিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফে।

বাটীর নর্দ্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নির্ম্মিত উপরে উক্ত প্রেস করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে কলিকাতা হইতে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট { বরদা এণ্ড কোং

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর হাসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর ইনষ্টিটিউসনের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন যাদবপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক দেশাধিষ্ঠাত্রী মহোদয়া সদস্য ও অন্য উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

এ মহেশর
৭৩
যাদবপুর

শ্রীতারকদাস বসু
সেক্রেটার

---

৩৫ নং আইনের প্রস্তাব।

কলিকাতা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের উকীল মুক্তার আমলা ও অন্যান্য বিষয়ী লোকদিগের বিদ্যার্থ

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক প্রকার মাসলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে মফঃ টাকায় যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীআনন্দচন্দ্র ভদ্র—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ অন্যান্য আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্জামিনার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই নিম্নলিখিত প্রকার নিয়ম করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ৭৩ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মানুসারে আবশ্যক সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আগত হইলে তাল হয় এমন কোন বিষয় সংক্রান্ত অর্থাত্রির সেক্রেটর সমেত সকল পাঠাইতে হইবে।

যে সেকাকাতে সার্টিফিকেট আসিবে তাহার পরে যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনার নাম এবং [illegible] পরীক্ষা করেন তাহা তাহার নাম [illegible] দিবেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে আগামি জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৫ টি ও যে তাবি পরীক্ষার্থী দিগকে পাঠান করা হইয়াছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্জামিনারের নিকট হইতে পরিচয়ের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক একটা সার্টিফিকেট এবং যেসা ষ্ট্রেচরি হাতে তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহা ও এক একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানির টাকা সহিত খানি যেকাকা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট গুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উক্ত শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ষ্ট্রেচরি হইতে ফি জমা দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩। ২৪। ২৭। ২৮ তারিখে পরীক্ষা হইবে।

মিসিল অফিসর
হাইকোর্ট সেক্রেটারি।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

আমাদের পুরোহিত মহোদয়ের মধ্যে পেট্রিয়ট পত্রিকায় বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিদ্যার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তাহাতে [illegible]

শঙ্কা করিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্র বাবু একে এদেশীয় তাহাতে নূতন সিবিলিয়ান বোধ হয় তিনি ভীত হইবেন, কিন্তু মষ্টুও সাহেব ও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া সুরেন্দ্রের জন্য অনুরোধ করিয়া ছেন। তিনি এক একটী করিয়া সকল দোষই অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার অপরাধ অতি সামান্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বক্তৃতাতে মষ্টুও সাহেব অকেনলি সাহেবের যে অনুচিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। বোধহয় বোধ হয় সুরেন্দ্র বাবুকে বিপন্ন করা বিষয়ে অকেনলি সাহেবের স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা। তিনি সকল সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে দেন নাই সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। একথা যদি সত্য হয় ইহা অপেক্ষা অনুচিত ব্যবহার আর আর হইতে পারে না। তবে মষ্টুও সাহেব প্রতিবাদীর পক্ষের উকীল, বিপক্ষ উকীলের দোষ প্রদর্শন বিষয় তিনি যদি অনুক্তি করিয়া থাকেন আমরা সে কথা বলিতে পারি না। অপরাধীকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া উন্নত শাসন প্রণালীর মত, কিন্তু অকেনলি সাহেবের ব্যবহারে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

—:০:—

এতৎপ্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

বহুদিন হইতে রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বোক্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা অনেকবার লিখিয়া লিখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার ভয় আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রাশি রাশি লোকের কষ্ট আর দেখা যায় না। একে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র তাহাতে ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয়সাধ্যতা, লোকে চিকিৎসাভাবে মৃতপ্রায় ও অবসন্ন। আমাদের নিজবাসগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। কয়েক বৎসর এই অক্ষুণ্ণ দৌরাত্ম্যে গ্রাম শূন্যপ্রায় হইয়াছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বৈরাগ্যশতকের বালমহিমার ধর্ম্মটী বার বার স্মরণ হয়।

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি যুবে—
তত্রতত্রত্য বৈকো,
যত্রাপ্যেকঃ তদনুভবন
তত্র নৈকোপিচার্দ্ধঃ।
ইত্থংকেমৌ হরতি দিবসো
যে নয়ন্ ভাবিযাকৌ
কালঃ কালায় ভুবন ফলকে
ক্রীড়ন্তি প্রাণিসারৈঃ।

যেখানে পূর্ব্বে অনেককে দেখিয়া ছিলাম সেখানে পরে একটী অবশিষ্ট রহিতেছে, যেখানে একটী মাত্র ছিল সেখানে অনেকগুলি আসিতেছে, অতএব বোধ হয় যম যমুনার সহিত ভূমণ্ডল ফলকে দ্যূত ক্রীড়া করিতেছেন। দিবা রাত্র তাহার দুই খানি পাশ্চি এবং জীব সকল তাহার ঘুটি।

পূর্ব্বে বারুইপুর প্রভৃতি স্থান গুলি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে সকল স্থানে উক্ত শত্রুর পদার্পণ হইয়াছে। যতদিন এই বিষম জ্বরের নিদান নির্ণীত না হইতেছে ততদিন ইহা নিবারণে সমুপায় হইবার ও আশা করা যায় না। কারণ উদ্ভূত করিয়া ইহার আশু প্রতিষেধক নিবারণ করিতে সম্ভব পর হইলে তথাপি যথাকালে ঔষধাদি বিতরণ দ্বারা ইহার আংশিক নিবারণ সাধ্যায়ত্ত। আমরা অবগত হইলাম যে এতদ্দেশের পর এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিছুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ ঔষধসহ একটী মেটিং ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হরিনাভির স্বত্ব দেবীচরণ ঘোষের বাটীতে থাকিয়া প্রতি দিন সমাগত দরিদ্র রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। প্রতিদিন সেখানে শতাধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে। আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ডাক্তার জ্যাক্‌সন না কি বর্দ্ধমান হইতে এই প্রদেশ পরিদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। জ্যাক্‌সন সাহেব আসিয়া যদি এপ্রদেশে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয় আমরা সম্প্রতি একটী কথা তাঁহার গোচর করিয়া রাখিতেছি তিনি যদি এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে বোধ হয় কারণ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। রাজপুর, হরিনাভি চাঙ্গড়ি পোতা প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল পূর্ব্ব দিকের বিল ও খালের জল প্রভৃতি দিয়া নির্গত হইত। রেলওয়ের রাস্তা হওয়া অবধি বোধ হয় এই জল নির্গমের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি যে দুই একটী পুল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তদ্দ্বারা সমুদায় জল নির্গত হইতে পারে না জ্যাক্‌সন সাহেব যদি একবার এই বিল ও জমি গুলি তদারক করিয়া দেখেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে যে ত্রুটী আছে জানিতে পারেন।

—০—

মহারাণীর।

আমাদের পাঠকগণের অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে বরদার রাজ্যের শাসনের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশন কার্য্য আরম্ভ

করিয়া অবধি কতগুলি অত্যাচারের কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। দিন দিন নানা শ্রেণীর সাক্ষী উপস্থিত হইতেছে এবং দিন দিন দুই একটী করিয়া অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে। সপ্তাহ গত অধিবেশনে ৪১ টী সাক্ষী উপস্থিত হয়। সভাপতি কর্ণেল মীড সাহেব অতি প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার শাসন বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। এক দিন ১৩ জন স্ত্রীলোক সাক্ষী দিয়াছে যে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া [illegible] তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্বামীর অনুগত স্ত্রীদিগকে এবং বিপথগামিনী বধূদিগকে এই রূপে ধৃত করিয়া দাসী করিবার বিধি সেদেশে প্রচলিত আছে। এই সকল কথা যদি বাস্তবিক সত্য হয় তাহা হইলে বরদা বাবুর যে প্রজাদিগকে অত্যন্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কতকগুলি গুরুতর কথা বক্তব্য আছে।

প্রথম কথা এই:— আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশীয় রাজাদিগের অপরাধের বিচারের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত নহে, কারণ এরূপ স্থলে এক পক্ষ রাজপদ অন্য পক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, যাহার হস্তে প্রতিবাদীর বিচারের ভার দেওয়া কি যুক্তি সঙ্গত? কমিশন অনুসন্ধান করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিবেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট পাঠাইবেন। ষ্টেটসেক্রেটারি তখন তাহার সুযোগ্য অন্য সেক্রেটারি দ্বারা তাহা বিবেচনা করিয়া তাহা বিচার করিবেন এবং "এরূপ রিটিশ রাজ্যাধর্ষণ করা" ধরিয়া হুকুম পাঠাইবেন। ইহলণ্ডের জন সাধারণ অধিকাংশ স্থলে ভারতবর্ষের কোন

হইলে তবে সভ্য সমাজেই বোধহয় কিম্বা ভারতবর্ষের সভ্য লোক সম বলিয়া যদি কিছু [illegible] থাকে। আমরা পূর্ব্বেই প্রস্তাব করিয়াছি যে এরূপ স্থলে পার্লেমেণ্ট হইতে কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কথা এই:—মহুয়া-প্রকৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে কোন সবল পক্ষ কোন দুর্ব্বল পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, জানিলে অনেক লোক সেই সবলের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাহার পক্ষাবলম্বন করে। বরদার প্রজারা সর্ব্বত্র দেখিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কথা কহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ফ্রাঙ্কিন প্রভৃতির সহিত যোগ করিয়া নন্দকুমার প্রভৃতি যেরূপ সের বিরুদ্ধে কোম্পানির অভিযোগ উত্থাপন করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল? যেখানে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে সেই খানেই মনুষ্যের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কমিশন যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সমুদায় বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় না। তাহার মধ্যে কল্পিত ও অত্যুক্তি-পূর্ণ অনেক কথা থাকিবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় কথা এই:— এই কমিশন যখন নিযুক্ত হয় তখন বরদাই প্রেসিডেন্সির অনেক সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সকল সভ্যের উপর বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্বাস নাই একথা যদি সত্য হয় তাঁহাদের কথায় প্রতি অবিশ্বাস সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাঁহাদের নাম ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতি লোকের দৃঢ়বিশ্বাস আছে সেরূপ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, [illegible] প্রকাশ হইয়াছে, সেজন্য ইহা নয় যে প্রজারা এই সকল কথা সমস্ত মিথ্যা বানাইয়াছে। এই সকল কথা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট মহারাজাকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ রাজাটী আত্মসাৎ করা যেন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য না হয়, কারণ গবর্ণমেণ্ট উপদেশ পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা অনেক সংশোধন করিতে পারেন। যদি [illegible] হইল তখন অবশ্য কাশ্মীরের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেই পুনরায় সেই কাশ্মীরের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর সুখ্যাতি লাভ করিতেছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বরদা ও যে ভবিষ্যতে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেনা তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশের রাজাদের যেরূপ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও চিত্ত শূন্যতা তাহাতে তাহাদের অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর করে, অতএব সুযোগ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করাই সুশাসন করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এবিষয়ে ও দুইটী কথা বক্তব্য আছে, তাহা এই; ইংরাজ এজেণ্ট ও মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর; কারণ বিদেশীয়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন হইবার সম্ভাবনা এতদ্দেশীয় দিগের উপর তত হইবে না। এবং [illegible] গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে বলা কর্ত্তব্য যে তাহা এতদ্দেশীয়ের। যেরূপ [illegible] একজন ইংরাজ কর্ম্মচারি [illegible] পারিবেন না, [illegible]

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে সুশিক্ষিত দেশীয়দের পদার্পণ করা সর্ব্বনাশ মনে করেন? কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। ত্রিবাঙ্কুরে সার মাধবরাও এতকাল বাস করিলেন, তাহার জন্য কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? তিনি সিন্ধিয়ার মন্ত্রী হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কত ক্ষতি হইয়াছে? রাজা দক্ষিণারঞ্জনের উপস্থিতিতে অযোধ্যার লোকের রাজ-ভক্তি বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দেশীয় মন্ত্রী থাকাতে কত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে? অতএব সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত দেশীয়দিগকে তৎপদে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে ক্রমে শাসনের বিশৃঙ্খলতা চলিয়া যাইতে পারে।

—:০:—

ভূত ও বর্ত্তমান।

শুনিতে পাওয়া যায়, নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় আট সের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, সে ত বহুদিনের কথা, এমন কি ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বেও টাকায় এক মোণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। চাউল এত দুর্ম্মূল্য হইল কেন? অনেকে এই মূল্য বৃদ্ধিকে দেশের দুর্গতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা সচরাচর বলেন, যে পূর্ব্বে কর্ত্তারা ৩০ টাকা বেতনে দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন এখন ৮০ টাকা বেতনেও আমাদের ব্যয় চলে না। এই বিষয়টী একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে কর্ত্তাদের সময় ও বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে তিনটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। প্রথম, মূল্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ধন বৃদ্ধি, তৃতীয় ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বাপেক্ষা সমুদায় দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের যে অধিক অর্থাগম হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ৫০।৬০ টাকায় কর্ম্মচারি প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না এবং তাঁহারা সকলেই ধনী শ্রেণী গণ্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ৫০ ৬০ টাকা বেতনভোগীদিগের সংখ্যা এত অধিক যে তাহারা সামান্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এখন মাসে ২০। ২৫ টাকা উপার্জ্জন করে না এমন লোক নাই বলিলেই হয়। আর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই ধন বৃদ্ধি হঠাৎ অনুভব করা যায় না। তৃতীয় লক্ষণ ভোগ বৃদ্ধি। পূর্ব্বের লোকেরা যে সকল ভোগ্য বস্তু স্বপ্নেও দেখেন নাই তাহা আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের জীবন যাত্রা সুখের হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ব্যক্তিকে কোন দূর দেশে যাইতে হইলে দোলপাল্কীর হাতা স্কন্ধে করিয়া পদ ছয়ের শরণাপন্ন হইতে হইত, এখন দুর্ব্বাহ বাষ্পীয় শকট স্কন্ধে করিয়া সেখানে রাখিয়া আসে। পূর্ব্বে প্রোষিত বন্ধু বান্ধবের সংবাদ লাভের ব্যাকুল হইতে হইত এখন স্বর্গের সৌদামিনী এক মুহূর্ত্তে তাহা তাহার কর্ণে বলিয়া দেয়। এই রূপে সকল বিষয়েই এই জগতে বাঁচিয়া থাকা সুখের বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বৈরাগীর ন্যায় এ সকলকে অনাবশ্যক ও অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বুঝি যদি বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যত সচ্ছন্দে থাকা যায় ভাল। পৃথিবীর যত সুখ দেওয়া সম্ভব মনুষ্য তাহা দোহন করিয়া লউন, কারণ এ নয় ? অল্প দিন। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই তিন বৃদ্ধির কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতেছে। বাণিজ্যই এই তিন বৃদ্ধির কারণ, প্রথম মূল্য বৃদ্ধি। অভাব ও সংস্থান অনুসারেই দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যে দ্রব্যের অভাব অল্প কিন্তু সংস্থান অধিক তাহার মূল্য কমিয়া যায় এবং যাহার অভাব অধিক কিন্তু সংস্থান অল্প তাহার মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য নিবন্ধন এসম্বন্ধে কিপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বঙ্গদেশের ভূমি উর্ব্বরা, সুতরাং পূর্ব্বে এই ভূমিতে অল্প পরিমাণে শস্যাদি অধিক বস্তুরাশির অভাবে এই সমুদায় শস্যাদি দেশের মধ্যেই থাকিত। অভাব অপেক্ষা সংস্থান অধিক হওয়াতে কাজে কাজেই উক্ত শস্যাদির মূল্য অতি অল্প হইত। বাণিজ্য দুইপ্রকার কার্য্য করিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশীয় শস্যাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শস্যোৎপাদনোপযোগী ভূমির অনেক নীল পাট প্রভৃতি অপর দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত করিতেছে। একারণেও শস্যের সংস্থান অল্প হইয়া আসিতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অর্থ বৃদ্ধির কারণ বাণিজ্য। ইহাও দুই প্রকারে হইতেছে। প্রথম, রপ্তানীর শ্রীবৃদ্ধি অনুসারে বিদেশীয় অর্থ দেশে সঞ্চিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থের মূলীভূত পরিশ্রমের মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের মাসিক আয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ আবার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অধিক অর্থাগম হইতেছে। দ্রব্যাদি ক্রমে দুর্ম্মূল্য হওয়া অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া লোকের যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহা দূর করাই আমাদের এই প্রবন্ধ করার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি যে আমরা ইহাকে অত্যন্ত চিন্তা বিবেচনা করি না উপরে যাগিযোর অতিরিক্ত কার্য্যের উল্লেখ করা গেল ইহা ভিন্ন দেখিবার ও চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভূমি অন্য দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োজিত হইতেছে তেমনি আবার নদীর অনেক পতিত ভূমি আবাদ হইতেছে। কিন্তু বনাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর স্থান সকল শ্রমের গুণে মনুষ্যের বাসোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হইতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হওয়াতে লোকের সাহস পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হইতেছে, লোকের চিন্তা শক্তি মার্জ্জিত হইতেছে এবং প্রতি দিন নূতন নূতন কর্ম্ম নূতন নূতন অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু ভূমি সমস্যাশালিনী বলিয়া ভারতবাসীরা চিরকাল অলস। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালীর এই আলস্য ও অজ্ঞতা দেখিয়া বলিয়াছেন। আমাদের ভাবী ঐশ্বর্য্য ভাবী সুখোন্নতি ভাবী বিদ্যার্জ্জন ও ভাবী স্বাধীনতা সমুদায়ের বীজ এই পরিবর্ত্তন সময়ে নিহিত রহিয়াছে। এই উন্নতির লক্ষিত সমুদায় উন্নতি অনুমোদিত হইয়া আছে।

পুরস্কার।

পূর্ব্বকালে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা খাত পুষ্করিণী খনন করা পাঠশালা নির্ম্মাণ করা গুরু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দান করা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম ছিল। যাহাদের অর্থ সম্বল থাকিত তাঁহারা প্রায় এই সকল কার্য্যেই অর্থব্যয় করিতেন। পুরস্কার লোকে প্রতি ঐকান্তিক আহ্বান ছিলেন সুতরাং কিন্তু বর্ত্তমান ঐ সকল কার্য্যে তাঁহারা আদরের সহিত অগ্রসর হইতেন, কিন্তু বিদেশীয় শিক্ষার অগ্নি-

হইয়াছে এবং ইহারাও ইহাতে প্রবৃত্তি হইতে যে যে অপকার হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী এই যে পুরস্কারের প্রতি আর লোকের সে শ্রদ্ধা নাই। এখন অন্যপ্রকার কার্য্যে রুচি পড়িয়াছে। যে দুই একজন দান ধ্যান করিয়া থাকেন তাহাদিগকে আর এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। আমরা সংবাদ পত্রে প্রায় দেখিতে পাই অমুক রাণী অমুক গ্রন্থকারকে ১০ টাকা দিয়াছেন, অমুক নাটককর্ত্তাকে এত টাকা দিয়াছেন। সমষ্টি করিলে এই সকল দানের আয়তন বড় সামান্য হয় না। এসকল কার্য্য যে অসৎ কিম্বা দানের অনুপযুক্ত তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এরূপ দান অপেক্ষা যেই অর্থ লোকের অধিক উপকারজনক এমন কর্ম্মে ব্যয় করা যাইতে পারে এই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। কেবল এতৎসম্বন্ধে কেন প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কালেই বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলকষ্ট হইয়া থাকে। কোন স্থানে পূর্ব্বে কোন নদী বহতা ছিল এক্ষণে শুখাইয়া গিয়াছে; কোথাও বা পূর্ব্বকালের কোন দিঘী ছিল এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে এই-রূপে অনেক স্থানেই জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এদিকের যাহা অঞ্চলের লোকের কথা বলিবার নয়। গ্রীষ্মকালে ঐসকল স্থানের লোকদিগকে দুই তিন ক্রোশ হইতে পানীয় জল লইয়া আসিতে হয়। গ্রামের মধ্যেও কি তালজল আছে? যে দুই একটী পুষ্করিণী লোকের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া আছে তাহাও বহুজনের ব্যবহারে দূষিত ও পানের অনুপযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই যে পুষ্করিণীর লোকের সাহায্য হানি হইতেছে তাহার

গ্রামের [illegible] বিভাগ [illegible]
[illegible] হইয়াছে)।

[illegible] দেশের [illegible]
বর্ষ প্রবাসে ১০।২০ টাকা [illegible]
বিষয়ের [illegible] করিয়া গ্রামে [illegible]
অভাব দূরিয়া দূরি [illegible] পুষ্করিণী
খনন করিয়া যেন তাহা মঙ্গলে [illegible]
গ্রামের অনেকই বিদ্যান বড় ধার্ম্মি
লোক কীর্ত্তি থাকে এবং মধ্যেমধ্যে দুর্ভি
ক্ষের সময় বিপদের সময় অনেক
সাহায্য হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি আলস্যের
অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা জমিদার
ও ধনিদিগকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন
বিশেষ ফল লাভ হয়। আমরা তাহা
যখন বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটে
ছিলেন তখন তিনি কয়েকটী পুষ্করিণী
খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
অন্য কর্ম্মচারিরা এইরূপ চেষ্টা করিলে
অনেক উপকার করিতে পারেন।

—০:—

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি।

রপ্তানী বন্ধ করা উচিত কি না এই কথা লইয়া যেমন এদেশের সম্বাদ পত্রিকাদিগের মধ্যে সেই আন্দোলন চলিতেছে, তাঁই মত প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান কৃষকদিগের পত্রিকা রপ্তানী বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কেহ ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত এক মত হইয়া লিখিয়া কার্য্যের উপর নির্ভর করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মূলা হইতে আরম্ভ করিয়া আলানি রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষের [illegible] হইতে [illegible] রপ্তানী হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible]

১,৫,৯ যে ঘর এইভাবে চলে তাহা হইলে ৩১৫ অঙ্কপাতের মধ্যে যত চাউল আমদানী হইবার সম্ভাবনা তাহার দ্বিগুণ চাউল বাহির হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল আপাততঃ তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় আবার স্বাভাবিক বাড়িয়াছে। এতদ্দিন আড়তদার ও মহাজনেরা লাভের আশায় পুরাতন চাউল হাতে রাখিয়া এক্ষণ নূতন চাউল বাজারে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা বোধ হয় সেই সকল চাউল ছাড়িতেছে। সচরাচর মহাজনেরা এরূপ সময়ে নূতন চাউল ব্যবহার করেন না কিন্তু এবারে তাহা বাজারে পরিত্যক্ত পাইতেছে না। ইহাতে কত দিন চলিবে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না এবং আশ্চর্য্য মূল্য কমিয়া যাওয়াতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা দূর না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে। মহাজনেরা লাভের ও বাজারের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারে এরূপ অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই তাহারা যখন পুরাতন চাউল ছাড়িতেছে বোধ হয় আর অধিক দিন তাহা রাখিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহা যেন মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে যে প্রকার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তত ভয়ানক বিপদ না ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রতি সপ্তাহে আমরা যে বিবরণ বাহির করিতেছি তাহাতে কখন, অনেকস্থানের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া প্রকাশ পাইবে।

এদিকে দুর্ভিক্ষের লোকের সন্দেহ দূর হইতেছে। যাহা হউক তাহা প্রকাশ [illegible] এপ্রদেশে ঐশ্বর্য্যের অবস্থা [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহার পূর্ব্বে সমস্ত সপ্তাহে এক লক্ষ মণ অন্ন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিক্রয় আনীত হইয়াছে এবং এখনও আসিতেছে, এবং সেণ্টনল পয়েন্ট ও অনেক দূরস্থ মফস্বলে লোক বাহে উপর আসামে প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাহাদিগের ৩০।৭০ জন লোক এক একটী দল করিয়া স্থানভেদে টিটাগড় জলপাইগুড়ি দিয়া ধুবড়িতে প্রেরণ করা হইবে; সেখান হইতে ঔষধ ও সৌকা যোগে তাহারা আসামে উপনীত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সত্য হউক আর না হউক গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগের ত্রুটী করা উচিত নহে। এবার আমরা আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে ত্রুটী করিতেছেন না।

—•—

বিদেশীয় রাজার দায়িত্ব কথা ?

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা গত বারে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু কথা বলিয়াছি, কিন্তু এখনো একটী বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা অবশিষ্ট আছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত এক শরীর না হইলে ইংলণ্ডের রাজত্ব স্থায়ী হইতে পারে না, এই কথার অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এক অঙ্গ হওয়া বলিলে অনেক অর্থ বোধ হইতে পারে। প্রথমতঃ অঙ্গের বিবাহ হইতে [illegible] মিলিত হওয়া [illegible] হওয়া [illegible] বাসীরা মিলিত [illegible] অন্যান্য [illegible] আমাদের [illegible] বিবাহে [illegible] তাহা হইলে তাহা [illegible] পারে। কেবল তাহা নহে ভর্ত্তমান সাক্ষসমাহিতের ন্যায় উভয় জাতির ধর্ম্ম এক হওয়া আবশ্যক কারণ মুসলমান রাজারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথাপি উভয়জাতির মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহা দূর না হইয়া বরং আরও স্পষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এ উভয় শব্দ [illegible] অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সুতরাং এরূপ এক শরীর হওয়ার কথা বলা অযৌক্তিক হইতে পারে; অতএব এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং ইতিহাস হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন [illegible] অঙ্গ হইবার কথা বলিয়াছি। তাহা এই, ইংলণ্ড যে ভাবে স্কটলণ্ডকে আপনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ ইংলণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্কটলণ্ড হইতেও পার্লেমেণ্টে সভ্য গ্রহণ করেন, যেরূপ কোন কার্য্যে স্কটলণ্ড বাসিদিগকে অতিক্রম করেন না, যেরূপ সকল প্রকার রাজ কার্য্যে স্কচ ও ইংরাজ বিচার করেন না সেইরূপ যদি ভারতবর্ষ হইতে পার্লেমেণ্টে সভ্য গ্রহণ করা হয় এবং কোন কার্য্যে যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে অতিক্রম না করেন, তাহা হইলেই উভয় জাতির স্বার্থ এক হইতে পারে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি ভারতবর্ষবাসিদিগের মমত্ব জন্মিতে পারে; অন্য এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং ইতিহাস হইতেও [illegible] দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন [illegible] [illegible] [illegible]

সর্ব্বাম অধিকার করিয়াছে। ইহারা এই উপায়ে তাহারা মনুষ্যের অধিকাংশকে বশী ভূত করিয়া রাখিয়াছে। এই উপায় অবলম্বন করায় ইহা খুব বিস্তৃত উপস্থিত হইলে তাহারা অনায়াসে সেই সকল জাতির সাহায্য পাইতে পারেন। মুসলমান রাজারাও তাঁহারা যে ধর্ম্ম হিন্দু জাতির মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাহাদিগকে বিশেষভাবে আদর করিয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রতিনিধি করিতেন। এই উপায় ভিন্ন ভারতবর্ষীয়েরা কখন ইংরাজের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে না। তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে অনুগত রাখিতে কিছু ক্লেশ নাই। এটি ও একটি ক্লেশ সকলের মধ্যে যে যে বিষয় গ্রন্থের অঙ্গে তাহার অর্দ্ধ রাজধানী একটী। কি প্রাচীন কালের কি বর্ত্তমান কালের সকল সময়ের ইতিহাসে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ হয়। গৌড় প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুদিগের জাতিরা কতকাল সসাগর ভূমণ্ডল প্রধানী অনুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ইংরাজ প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের জাতিরা রাজতন্ত্র প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। আমিয়ার কোন কীর্ত্তি কথা উল্লেখকার চেষ্টা করিয়াছেন কি না সন্দেহ, এবং কথার সেরূপ চেষ্টা করিলে স্বতন্ত্র ভাবে কাব্য করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। দেখিলে বোধ হয় যেন পরাধীন জাতি, আমাদের বিষয় নির্ব্বাক। আমরা বহু দিন রাজার অধীনে বাস করিতেছি এবং বোধ হয় চিরদিন বাস করিব। আমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়া আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বে আমরা নির্বিঘ্নে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে আমরা বাণিজ্য করিয়া ধনবান হইতে পারিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা পাইয়াছি। ইংরাজ রাজত্বে আমরা বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমান ভাবে মিলিতে পার

[illegible]ক স্থানের দ্বারা খুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া যা বলায় সে সেই দ্বার সিদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবে।

এখানে দুই ইংরাজী স্কুল আছে। একটী মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয়টী গাজীপুর মিশনের অন্তর্ভুক্ত। ঐ দুইটীর নাম বিবরণ দেওয়া গেল। এটী সাহেব আহম্মদ ও এল, এল, রহমৎ সাহেবের কীর্ত্তি স্তম্ভ। সাহেব আহম্মদের অধ্যবসায় ও দুরদর্শিতা উহার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। সাহেব আহম্মদ সৃষ্টি করিয়া গাজীপুর হইতে ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। যদি তাঁহার সে অধ্যবসায় বলবতী না হইত তাহা হইলে সাধারণের উৎসাহ এত বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইত না।

এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। লোকে বলেন, পূর্ব্বে জল বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর ছিল। ক্রমে মন্দ হইতেছে। কি কারণে মন্দ হইতেছে, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না।

এখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা নয়। কিন্তু অধিক কি কর সিঞ্চিত হয়। কৃষকদিগের পরিশ্রম বলে ভূমি অধিকতর উর্ব্বরতা গুণসম্পন্ন হয়। কৃষকেরা কুপোদক সেচন দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

এখানে জল ও বিশুদ্ধ বায়ু এটীয়া অট্টেই সহর অপেক্ষা সুস্থ লোকের বাসোপযোগী।

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিলাম হুগলীর জমীদার ও ব্রাহ্মণেরা তথায় এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উৎসাহ করার বিষয় হইতে মুক্ত করা হয় এই প্রার্থনা করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট যে আবেদন করেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা পুনর্ব্বার এবিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করিয়াছেন। কি সংস্কৃতবিদ্যালয় স্থাপন, কি পাঠশালা, কি অন্য বিষয়ে হুগলী ও বর্দ্ধমান এই উভয় স্থানের অবস্থা সমান। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে কি বলিয়া [illegible] স্থাপন করিয়া দিয়া হুগলীর অনেক উপকার করিয়াছেন। কোন্‌টর এবং পার্শে উচ্চ সমতল ভূমি অপেক্ষা ৩০ ফিট নিম্ন। ইহাতে ১১১ বার ঘুরবার ছুটী পাঁচতলা ভূমের জাঁতায় ঘণ্টায় ৩০ মণ ময়দা প্রস্তুত করিয়া পরদা ২৯ পাঞ্চ বিদায় করিয়া দিবে এই রূপ স্থির হয়। ১২ টা বাঁজনা যাত্র উত্তরে ছুই দিক হইতে গমন করিতে লাগিল, কোল্‌টের বিশেষ পটুতা জন্মে নাই, সে ছুই দণ্ডে ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাগিল। কিন্তু পার্শ্বের চক্রাঘাতে জাঁতা উহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই উহার কপোলদেশে যন্ত্রোদ্যে একটী ঘুসা মারিল, কোল্‌টের তৎক্ষণাৎ দণ্ডের উপর হইতে পা সরিয়া গেল, কিন্তু সে একেবারে চুর্ণিত না পড়িয়া এক হাতে দণ্ডটী ধরিয়া ফেলিল আর এক হাতে আক্রমণকারীর এক পা ধরিল। উহাতে পার্শ্বেটাইচও পড়িয়া গেল। কিন্তু মাহুয়ারা দণ্ডটী অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। এই সময়ের উত্তরের যে যন্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোল্‌টের হস্তস্থ দণ্ড দ্বারা পার্শে উচ্চ হইতে কোন দ্বার দ্বারা চেষ্টা করিতে লাগিল, এদিকে পার্শোউইচ তাহার পা দ্বারা কোলটারকে পরাস্ত করিতে লাগিল এবং মাহুয়া দ্বারা দণ্ড হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঘুসোর উপর এক পা উত্তরের যুদ্ধ দেখে, উহাদিগকে ছাড়াইয়া দিবার কোন উপায় নাই, এমন অবস্থায় দর্শকগণ উহাদের একজনের অধম ছুই জনেরই ছুড়া মিশ্রণ করিতে লাগিলেন। মুখোটী মত্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল, দর্শকগণের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন অনেক পুরুষকেও কাঁদিতে হইল। সেই সময় আবার যে যন্ত্র ঘণ্টা দিয়া কোল্‌টের দণ্ডের উপর উঠিয়াছিল সেই যন্ত্র মহাশয় মুখোটী আসিয়া ঘোর এই বিপদ দেখিয়া কোন উপায় না পাইয়া ঘোর চীৎকার করিয়া বলিল, পার্শোউইচের নিকট হইতে যন্ত্র ক্রমশ করিতে না পারিলে তাহা প্রা

ক্ষণে সকোপ করিলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সর্ব্বত্রক বাবু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে কারণে বর্দ্ধমানে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন অসাধ্য হইয়া বোধ হইয়াছে হুগলীতেও সে কারণের অসদ্ভাব নাই। আমাদিগের ইচ্ছা সাধু সর্ব্বত্রক মহোদয় কার্য্যের মনোরথ পূর্ণ করেন।

ঢাকার দমদম, সেখানে যে পাঁচ বিস্ময়কর দ্রব্য দেখিবার আছে তন্মধ্যে কলিকাতায় পশুশালার ন্যায় সেরূপ জন্তুজন্তু নাই বটে কিন্তু দানশীলতা বিলক্ষণ আছে। এখানকার ধনবান লোকেরা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে না। ভিক্ষা দ্বারা কোন পেটুকাদের চলিয়া যায়। বিদ্যে যে সংবাদটি লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের দরিদ্রতার এক প্রকার পরিচয় হইবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র আপনার ছুটী সন্তানের জন্য স্নেহ করত পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বলে, যে সন্তান ছুটীর ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিতেছে। কি ভয়ানক।

ইহা পাঠকগণকে একটী সন্তোষের সংবাদ দিতেছি। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পীড়ার কতক উপশম হইয়াছে। এই পদার জন্য প্রাণ যা যেরূপ কবিরাজ দিগের ভাবনা পতিত হইয়াছে। ডিবস পেইন প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা এক হইয়া জল দিয়াছিলেন। পরে কবিরাজ দিগের চিকিৎসায় কতক উপকার হইয়া যে যাহার চিকিৎসায় ঐক্য আরোগ্য লাভ হয় সকলের প্রার্থনীয়।

উত্তর পাড়ার জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল বাবু দুর্গা কুমার সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসায় তিনি অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবেন এরূপ আশা ভরসা হইয়াছে।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

ব্রাহ্মণ্য মেডিকেল এসোসিয়েশন সংবাদদাতা ছুই জন বাঙ্গালীকে সভ্য উপাধি [illegible] সম্প্রতি এরূপ [illegible]

হাছেন তিনি ২০ হাজার টাকা পাইলে দফির উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন। যাহারা আমাদের দেশীয় বাস বাজী দেখিয়া বিস্মিত হন, তাহাদের এক বার এই ইউরোপীয় বাসবাজী দেখা কর্ত্তব্য। দেখিতে কিছু পয়সা ব্যয় আছে বটে, কিন্তু সে পয়সা বৃথা নষ্ট হইবে না, সে পয়সা দেওয়া হইবে তদপেক্ষা অধিক আমোদ পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একজন ফ্রীলেংক জাহাজে আসিয়াছেন। আমেরিকার ফ্রীলোক দেরা ক্রমে এদেশের পুরুষদিগের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

লর্ড্ রো টাইমস বলেন লর্ড্ মর্লব্রুক যখন লর্ড্ রো গমন করেন তখন অসংখ্য লোকে তাঁহার নিকট দরখাস্ত করে। তিনি কলিকাতায় সে দরখাস্তগুলি পাঠ করিবেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে একজন মুসলমান বি এ, দেহত্যাগ করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ইনিই এই প্রথমে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তত্রত্য মুসলমান সমাজে প্রথমেই এই ব্যক্তি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পরেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন, ইহাতে তত্রত্য একজন মুসলমান সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, হিন্দুদিগের মন্ত্র বলেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের এগৌরব হিন্দুদিগের সহ্য হইবে কেন, তাহারা মন্ত্রাদির সাহায্যে উহাকে হত্যা করিয়া সেই গৌরব নষ্ট করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের যেরূপ বিদ্বেষ, তাহাতে তাহাদিগের এরূপ সংস্কার জন্মান আশ্চর্য্য নয়।

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ইংরাজী নববর্ষ দিবসে যে লকের বাজার হইবে উহাতে একটী অত্যাশ্চর্য্য অপ্টিকাল যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। ঐ যন্ত্রে মানুষের বয়সের ন্যূনাধিক্য অনুসারে আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা দেখা যাইবে। দর্শকগণ নিজ নিজ ফটো গ্রাফ সঙ্গে লইয়া গেলে কত বয়সে কিরূপ আকার হয় দেখিতে পাইবেন।

হিন্দু শাস্ত্র পত্র পাঠে আমরা জানিতে পারি যে তাহার বিচারার্থ আমেরিকায় মাননীয় শাস্ত্রী এক সভা করিয়াছেন। কতকগুলি পণ্ড বহের অনুকূলে ও কতকগুলি প্রতি কূলে মতামত দান করিয়াছেন।

লার্ড গার্নেট উলসলি লিখিয়াছেন তিনি দুটী যুদ্ধে আশান্টিদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দেশীয় সেনাদলের অযোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য না হইলে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা যাইবে না।

সিংহলের স্থানে স্থানে গত লোক সংখ্যা বিষয়ক লোকের এই এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, গত ফরাসী প্রদীয় যুদ্ধে অনেক পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, লোক সংখ্যা করিয়া এদেশে যত অবিবাহিত পুরুষ পাওয়া যাইবে উহাদিগকে ধরিয়া ফ্রান্সে পাঠান হইবে। এই সংস্কার হত য়াতে লোক সংখ্যা আরম্ভ হইতে হইতেই ঐ সকল স্থানে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে যে আর তথায় অবিবাহিত পুরুষ নাই বলিলেই হয়।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল শ্যামদেশের দুইজন রাজদূতকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গ্রহণ করেন।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

পূর্ব্বদিগে রপ্তানী হওয়াতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে এডিনবরার ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সেণ্টপিটর্সবর্গে উপস্থিত থাকিবেন।

সেদিন নিউইয়র্কের একজন পাদরির বড় বিপদ গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে হেনরি ওয়ার্ড বিচার সাহেবের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ রূপে আক্রমণ করেন। কি আশ্চর্য্য! আক্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার দন্তগুলি পড়িয়া গেল। পাদরি সাহেব কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত সত্য বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন?

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

বিগত কল্য এখানে একটি বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এক বিবাহেই ব্রাহ্ম বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এবং সহর বিবাহ এই ত্রিবিধ বিবাহ সংসাধিত হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু। ইনি ঢাকা অঞ্চল নিবাসী অথচ কুলীন শ্রেণীয় বৈদ্য। এখানে বাএব জেলরের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাঁর পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিয়ৎকাল হইল সেই স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার গর্ভজাত একটী কন্যা মাত্র আছে। পাত্রের বয়স অনুমান ৩০।৩২ বর্ষ হইবেক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সুরধুনী দাসী। ইনিও উক্ত অঞ্চল নিবাসী কায়স্থ বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত কালী শঙ্কর বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়স অনুমান ১৯।১৭ বৎসর হইতে পারে। পাত্রী কর্ত্তা এখানে সিবিল সর্জ্জন চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইশ্বরাদেশায় সুরধুনীর পূর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল, দুর্দ্দৈব বশতঃ পতি মর্য্যাদা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বিধবা হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও এই মাঙ্গলিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গৌর গোবিন্দ রায় এখানে আগমন করিয়াছিলেন তিনিই প্রধানতঃ আচার্য্য এ উপলক্ষে তাঁর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সেন কেবল বর পাত্রীকে প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আইনানুসারে পাত্রের বাসাতেই বিবাহ রেজিষ্টরি হয়, এবং তাহার কিয়ৎ পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিবাহ সভায় হাকিম পুলিস কর্ম্মচারী, উকিল মোক্তার ও আমলা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

শুনা যাইতেছে তারকেশ্বরের মহান্তের মকদ্দমায় ৭৫ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় এটী প্রকৃত হিসাব নহে, অনেক কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

[redacted]

হইবে, এ টাকা কোথা হইতে আসিল? ৯ টাকা যদি তাহকোষের সম্পত্তি হয়, মহাজের তাহা নিজ ব্যবহারার্থ ব্যয় করিবার অধিকার আছে কি না, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার সুপ্রিম মিউনিসিপাল আদালত সপ্তাহ বর্ষতলার বাজারের অধ্যক্ষ বাবু হীরালাল শীলের বড় গোলযোগ হইতেছে। হীরা লাল বাবু জষ্টিসদিগের বিরুদ্ধে নালীশ করিবেন শুনা যাইতেছে। তিনি নালীশ করিতে পারেন অনেক ভাল ভাল উকীল তাঁহাকে এ পরামর্শ দিয়াছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রায় যাবতীয় স্কুল কাউন্সলকে হস্ত গত করিয়াছেন। এক একটী রাজদ্রোহিক ডাক্তারদিগের পক্ষে যে রূপ উপায় হয়, জষ্টিসদিগের সহিত হীরালাল শীলের মকদ্দমা কলিকাতার বারিষ্টর ও উকীলদিগের পক্ষে সেই রূপ উপায়ের হইবে।

৩০ এ মেয়ের পর্য্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোধ্যা হইতে ১১৮৫৭২ মণপস্য রপ্তানী হইয়াছে।

ষ্টারজিলিঙ হিমালয় বলেন, বর্ত্তমানের রাজা ও তাঁ আনুয়ারি কর্ণেলত হইতে কালসা যাত্র করিবেন।

বিংহলের স্থানে স্থানে শস্য একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, উহার নিবারণার্থ পর্যন্তিওয়াক আরম্ভ করা হইয়াছে। অধিকেরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিবার আশয়ে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাযাত করিয়া রাখাতে বহুসংখ্যক লোক যষ্টি হস্তে লইয়া ঐ সকল চাউলের গোলা ভাঙ্গিবার জন্য সমবেত হয়। কিন্তু পুলিসের যত্নে কোন গোলযোগ হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদ পত্র "হোম নিউজ" দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন- [illegible] সর্ব্বসময় মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ [illegible] সাহায্যার্থ [illegible]

ইহা হইয়া ডিউকসব ওয়েলিংটনের ভারতবর্ষীয় প্রজার অবস্থা বিষয়ক বক্তৃতার প্রার্থনা করিয়াছেন। ডিউক এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ জানিয়া দেন। সেই পত্র মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সে পত্রে এমন অল্প বিষয় আছে যাহা আমরা অন্য উপায়ে পূর্ব্বে জানিতাম না। বস্তুতঃ যা ভারতবর্ষ হইতে প্রায়ই নূতন সংবাদ পাওয়া যায় তত্তদিন আমাদিগকে বিলম্ব করিতে হইতেছে, কোন প্রকার সিদ্ধান্ত কার্য্য আরম্ভ করা যাইতেছে না। লোক সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয় এবং রাজস্ব শস্যের আয়দানী যদি হইতে থাকে, তাহা হইলে বিপদ হইতে কতকপ্রকার উপায় হয় এবং তাঁহারা আশয়া আশ্বাসিত হইলাম যে চৈত্র মাস হইতে যে কষ্ট আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা তাহা নিবারণের জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করা হইতেছে। সর্ভ্বেষ্টর যতদিন না ইণ্ডিয়া আফিস হইতে বিলাতের সংবাদ পান ততদিন এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিতে না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রেলওয়ে অনেকেই কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন এখনও তাহার কার্য্যের সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি বিপদ উপস্থিত হয় ইংলণ্ড অর্থ সাহায্য করিতে ও সাধু ইচ্ছা দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না। সর্ভ্ব সর্ব্বপ্রকার রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন কি না, সম্প্রতি আমরা এই বিচারে নিযুক্ত আছি। টাইমস পত্রিকা সার জন কাষেল ও জমিদারদিগের সহিত একমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সার বার্টল ফ্রিয়ার ও সার চার্লস ট্রিভিলিয়ান প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরলের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে করিতেছেন। বাস্তবিক যাহারা অবিবাহ বৃদ্ধি করিয়া চলে তাহারা সকলেই দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবে। ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি হইলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে মাদ্রাজ দেশে খাদ্যাদি আনীত হইবে, যত অধিক সংখ্যক লোক দেশ হইতে প্রস্থান [illegible] সেই পরিমাণে [illegible] পড়িবে। কয়েক মাস ধরিয়া কষ্ট ভোগের

[redacted]

[illegible] উপায়?

কালহরণ প্রাণ।

টাদ কাদি বাহুবলি।

অবলার বাল বিলে, নবীনের ভাড়নিলে
বিয়াবে পুরিল যজ্ঞ, সকলে অবাহ্।
রাজন সমান বয়ে, নবীন নবীন সয়ে
ভূ বাবের পাপে দেশ, তায় পরিপাক
টাদ কাদি বাহুবলি চল মরে যাহ্।
নবীন বাধিক প্রাণ দেখে সুখ পাক।

যায় কত অবলায়, প্রাণাধিক যাতনায়
কাদল বয়েছ তুমি, তাহিলে অবর
ক্রোধে উঠে উথলিয়া, ইচ্ছা হয় পোড়াইয়া
ভস্ম করি, দুরদিনীয়া যদি তুমি হও।
টাদ কাদি বাহুবলি চল মরে যাহ্
নবীন বাধিক প্রাণ দেখে সুখ পাক।

নবীন নবীন যদি, তায় তাহে তুমি নদি
ইচ্ছার রাজত্ব পথ—এ তিন ভুবন,
সে বলের জোর তুমি, অবলে কি অবলা তুমি
তুলিবে ও পাপ নায়? টাদ বাহুবল,
টাদ কাদি বাহুবলি চল মরে যাহ্
নবীন বাধিক প্রাণ দেখে সুখ পাক।

বহুদা নবীনদিনি তুলনা তাহার কিবি
দিয়াছেন রমণীরে কহিতে উত্তর।
কিন্তু সেই তুলাদায়, অপমিত হত যায়
সে শোভা বলন করে, ভেবেছ কি বল,
টাদ কাদি বাহুবলি চল মরে যাহ্
নবীন বাধিক প্রাণ দেখে সুখ পাক।

[illegible] বাধিকা [illegible]
[illegible] দিবসে [illegible]
চক্ষু থাকে দেখ চেয়ে, পাদ ফুল থাকে যে
[illegible] ভয়ে।
টাদ কাদি বাহুবলি [illegible]
নবীন বাধিক প্রাণ দেখে সুখী প্রাণ।

[illegible] যাবে বটে, [illegible]

বর্ষের বাঁচের মত, সুখে ছিলে অবিরত
এইবারে মরাবস কেলেছে তোমায়।
টান বাবি বাছুবণি রস মরে বাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক্।

নিকলঙ্ক কুলবালা, নিকলঙ্ক পুণ্যমালা
সে কূলে কলঙ্ক রেখ কেন সাধ্য কার
শত সতী অভিশাপে, পুড়ুক সে মনস্তাপে
ফলেছে যে ভাই তার জীবনে তোমার!
টান বাবি বাছুবণি রস মরে বাক্
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

সতীর পবিত্র মুখ, মরমে অধর্মদুখ
সে শ্রীমুখে কালি দিলে কার প্রাণে সয়,
শত শত অন্তঃপুরে, তোমার ভয়ের তরে
উঠিছে প্রার্থনা ধ্বনি পাষণ্ড নির্দয়।
টান বাবি বাছুবণি রস মরে বাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

তাহাতে যে কথা নাই, বাবিয়া জানাতে পাই
হৃদয়ের ক্রোধ তায়। কথন্ ধ'রিলে
নবীনের হাহাকার, শুনে বজ্র ঝন ঝার—
বাঁচিতে কি দিত তোরে? বড় কাঁকি দিলে।
টান বাবি বাছুবণি রস মরে বাক্।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে সুখ পাক।

টান বাবি টান বাবি, কেঁয়া কট কট ধ্বনি
কর্ণভরে শোন বাবা কেমন সুন্দর।
করেছ যে দুরাচার, প্রায়শ্চিত্ত কর তার,
তেল দিয়ে তেল বার হওয়া কাজ তোর।
টান বাবি টান বাবি, পার না কি বার?
ওই এলোকেশী কাঁদে পাবে না নিস্তার।

টান বাবি টান বাবি, সুখাইল মুখবাবি
তাতে কিছু দুঃখ নাই, রস মরে বাক্।
সতীদের মনস্তাপ, এখনো মেটেনি বাপ্
আরো টান, রস টুকু পাক পরিপাক।
ওই কাঁদে এলোকেশী পাবে না নিস্তার,
শত সতী কাঁদে ওই টান আর বার।

কুললক্ষ্মী সতীগণ! কহি বাবি আসনে
দেও ঘরে ছলুধ্বনি অন্য কাজ থাক।
মরাস্ত টানিছে বাবি, কি বা কেঁয়া কট ধ্বনি
তেলে তেল কাটে দেখ, পাকে পরিপাক।
বাবি গাছে বর্ষরাজ ঘুরে ঘুরে যায়,
দেখিবি কি বহুবাবি। আয় ছুটে আয়।

বঙ্গজাতি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

মহাশয়। এবার শস্যের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় কি? আপনারাও ইহার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান দ্বারা উত্তেজিত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। এবং গবর্ণমেণ্টও অকর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ প্রস্তুত। এসময়ে স্ব স্ব প্রদেশে কি কি কার্য্যানুষ্ঠান করিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিশেষ উপকার সাধিত হয় এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, তাহা রাজপুরুষদিগের গোচর করা একান্ত সময়োচিত হইতেছে বিবেচনায় অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। নদী সকল জীর্ণ সংস্কার করিলে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ও সুবিধা হয়, জলকষ্ট কমিয়া যায়, ম্যালেরিয়া জ্বরের লাঘব হয়, এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমরা কয়েকবার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আপনিও সময়ে সময়ে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আন্দোলন করেন, কিন্তু কিছুতে কিছু না হওয়াতে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্টই ছিলাম, এবারকার বাৎসরিক গতি আমাদিগকে সচেষ্ট করাতে পুনরায় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আহা! আমরা যে সময়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম সেই সময়ে যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে কখনই এত পরিমাণে শস্যের হানি হইয়া শত শত দুঃখী প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা হইত না। যাহা হউক গতানুশোচনায় কিছু ফল নাই। এই ফলে আমরা কৃতাঞ্জলী সহকারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার কার্য-কুশল প্রজাবৎসল মাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা এই সময় ক্ষিপ্র-হস্ত হইয়া যাহাতে দুটীর জীর্ণ সংস্কার হয় তাহার উপায় বিধান করুন। এতদ্বারা আপাততঃ নিরূপায় দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দুঃখী প্রজা-বর্গের জীবিকার একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে তাবি ব্যয়ে এরূপ বৈধ নিগ্রহ নিবন্ধন মলাবাদি মওয়াতে অন্নাভাবে অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দূর হইবে, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে এবং রীতিমত জল নিকাশ হইয়া সংক্রামক জ্বরেরও অনেক লাঘব করিবে।

আমাদের উপরি লিখিত প্রস্তাবটী শুনিতে যত বৃহৎ ও ব্যয় সাধ্য বলিয়া প্রতীতি হয় বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ ইহা পূর্ব্বে বহুতা নদীই ছিল এখনও ইহার অনেক পরিমাণে খাত বিদ্যমান আছে, কেবল কতকগুলি স্বার্থপর লোক ইহাতে পুষ্করিণী করিয়া কোন কোন স্থান সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ করিয়াছে। কতকটুকু নিম্নভূমে যে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এরূপ নহে, ইহার বিলম স্থান গোপালপুর পর্য্যন্ত সকল স্থানের অবস্থাই প্রায় এইরূপ, কেবল কোথা, হাজীনগর বা ঐরূপ কোন স্থান হইতে মরিচার বিল পর্য্যন্ত দুতন খাল কাটাইয়া তৎ পরে বহরমপুর যেখানে খাল পর্য্যন্ত জীর্ণ সংস্কার করিলেই হইবে। তরসাকরি অপেক্ষাকৃত এই অপসায় সাধ্য অবশ্য সম্পূর্ণও সুসহৎ ফল দায়ী কার্য্য সম্পাদনে কদাচ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

২। কারাগার হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত "ইম্পিরিয়ল রোড" নামে একটী রাস্তা কৃত রাস্তা আছে, ইহা প্রজা সাধারণের অনেক হিত সাধক। পাট তামাক গুড় প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য সর্ব্বদাই এই রাস্তা দিয়া গাড়ী যোগে যাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু বর্ষাকালে ইহা কর্দ্দমাকীর্ণ হওয়াতে ঐসকলের এবং পথিকদিগের গতি বিধির অতিশয় অসুবিধা ও কষ্ট হয় এজন্য ঢেষ্টা করিয়াও তখন গাড়ী ইত্যাদি চালান যায় হইয়া উঠে, সুতরাং প্রদেশীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়। এক্ষণে উক্তরাস্তার

রোড সেস আদায় হইতে চলিল। আর এদে
শীয় ক'ষ বাণিজ্যাদির যাতায়াতে উন্নতি
ও সুবিধা হয় তাহাই রোড সেস স্থাপনের
উদ্দেশ্য। অতএব আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট
সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা বিশেষ
মনোযোগী হইয়া ইস্তাটী যাহাতে পাকা
হয় তাহার চেষ্টা করুন। এতদ্ভিন্ন অন্তর্বর্তী
গ্রামের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাহা
অতি বিকৃত দুঃখী প্রজাদিগের জীবি
কার উপায় সংঘটিত হইবে।

০ জাঙ্গলী হইতে নৈহাটী পর্য্যন্ত
একটি [illegible] রাস্তা যাহে একটী কাচা
রাস্তা [illegible] মাজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত
বাবু [illegible] মহাশয় প্রথমতঃ উদ্যোগী
হইয়া [illegible] কিছু অধিক সাহায্য করিয়া
ছিলেন [illegible] রাস্তাটী তাঁহার নামে অভি
হিত [illegible] থাকে। বাস্তবিক উহা কেবল
তাঁহার [illegible] গাড়ী যোড়া
যাতায়াত [illegible] তাহার নিজ ব্যয়ে রাস্তার
উপর [illegible], তদ্দ্বারা বোধ করি অনেক
অর্থও সঞ্চিত আছে, এই সময়ে ঐ সঞ্চিত
অর্থ দ্বারা রাস্তাটী পাকা করিতে আরম্ভ করা হয় দুঃখী নিকটস্থ
প্রজাদিগের জীবিকার উপায় হইবে এবং
বহু অর্থের দুর্গতি বিদূরিত হইয়া গ্রামে
শীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা কর্তৃ
পক্ষ একটু মনোযোগী হইয়া কার্য্যতঃদ্বারা প্রকৃতি
মূলের প্রকৃত হিত সাধন করুন। আমরা
গ্রামের সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া
বলিতেছি যে, আমরা উপরে যে ৩টী
কর্ম্মের প্রস্তাব করিলাম এইগুলি সম্পা
দিত হইলে ভদ্র ব্যক্তিদিগের ও যাত্রা প্রভৃতি
সম্পন্ন সকল অবস্থার প্রজাবৃন্দের বর্ত্তমান
ও ভবিষ্যতে সকল উপকার সাধিত হইবে
এবং রোড সেস উদ্দেশ্য সকল করিবে তেমন
অন্য কিছু তত নয়। অতএব আমাদিগের
[illegible] প্রতি যেন ঔদাস্য না
করেন।

৪। [illegible] ডাকঘর বা টেলিগ্রাফ আফিস
[illegible] হইতে
[illegible] আশা রোডসেস করি

বার কল্পনা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এই
কথা উল্লিখিত করিয়াছি, বাস্তবিক হওয়া আব
শ্যক, কিন্তু উক্ত কোম্পানির এই সময়েই
ক [illegible] করা উচিত কেন না ইহাতে
উঁহা [illegible] সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে
অথচ উঁহারা যে দেশে ব্যবসায় করিয়া
অর্থ লাভ করিতেছেন তদ্দ্বারা অধিবাসীদি
গের [illegible] বিশেষ উপকার সাধিত
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা
কোম্পানি কর্ত্তৃপক্ষের মনে আর বিলম্ব
না করেন। এই সঙ্গে আমাদের আরও
একটী অনুরোধ এই যে, উঁহারা যে দুইটী
অনারস্ত ষ্টেমন হইতে রাস্তা করিবার
কল্পনা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে কাঁচরা
পাড়া ষ্টেমন হইতে বলোহরের শাখা রেল
ওয়ে করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না
তাহাও একবার বিশেষরূপে তদন্ত করুন।

—:১:—

আমাদিগের একজন ভ্রমণকারী
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অদ্য প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইতে
চলিল, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেমন
হালদা হইতে মোধাখালী দুর্গাপুর পর্য্যন্ত যে
একটী রাস্তা প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প হইয়া
প্রায় অর্দ্ধেকাধিক কার্য্য শেষ হইয়া রহি
য়াছে, তাহার দুরবস্থা দর্শনে আমরা যার
পর নাই, ব্যথিত হৃদয় হইয়াছি। ঐ রাস্তাটী
দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বপূর্ব্ব অনেক যাত্রিকেরই যে
তরসা সংবেদের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে
প্রস্তুত হয় এবং তদবস্থায় উৎপত্তিকাল বাদে
দীর্ঘকাল যাবৎ সময়েও উহার কার্য্য
চলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে আর
কোন মহাত্মার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হয় না,
সুতরাং যে কতকগুলি অর্থব্যয় হইয়াছিল
তাহা ও উহার যে কতকাংশ কার্য্য সম্পা
দিত হয় তাহা ক্রমে বিফলের পূর্ব্বাবস্থা
পূর্ব্বাবস্থা হইয়াছে। আমরা চিন্তা
করিয়া দেখিলাম এক্ষণে ও যত্ন করিলে
ঐ রাস্তাটীর কার্য্য সম্পন্নের বাকিই শেষ
হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব হিলে
করিলে তাহা হইবে না, আমাদিগের বিবে
চনায় আগামী বর্ষার মধ্যে উহার

শেষ না হইলে উহার যে [illegible]
থাকিবে না তাহাতে [illegible] সন্দেহ
নাই।

এতদ্দেশীয় অনাথিনী অনুরক্ত [illegible]
আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি। বাজারের
দর ক্রমেই [illegible] হইয়া উঠিতেছে। দশ বিশ
পূর্ব্বে যে বাজারে ১/৫ এক মণ ৫
টাকায় ও ৸০।৸৵০ যে তণ্ডুলের মণ বিক্রয়
হইত এক্ষণে সেই বাজার ১/ এক মণ ৫
।। ২৸/ সের তণ্ডুলের মণ বিক্রয় হই
তেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে
আগামী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কে [illegible]
কট হইবে তাহা বলা যায় না। তবে এখন
গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়াতে আমা
দিগের অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছে।
সে যাহা হউক এবারে আমাদিগের [illegible]
বিষয় রাস্তাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে
গবর্ণমেণ্টের দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক
মতঃ ঐ রাস্তাটীর এ প্রদেশস্থ [illegible]
ষ্টেষনে যাইবার সাধারণ পথ সুতরাং ইহার
সংস্কার হইলে সাধারণের এবং বাণিজ্যা
দির বিশেষ সুবিধা হয়। উহার কার্য্যারম্ভ
হইলে এই দুর্ভিক্ষের সময় অন্যান্য দুঃখী
মজুরদিগকে একস্থানে প্রতিপালন করা
যায়। উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা এই
যে, আমাদিগের [illegible] সাহেব দয়া
করিয়া যেন ইহার অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট
কের গোচর করেন।

। দুর্ভিক্ষের উপস্থিত বাজারেই সং
[illegible] আমার ব্যবসায়ের কথা জানিয়া অনেক
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি না কি
খাদী প্রতিবাদী ও তৎতৎপক্ষীয় উকীল
মোক্তার ভিন্ন অন্য কোন লোককে
কাছারী ঘরে প্রবেশ করিতে দেন না
যদি কেহ অত্যাচারের কিম্বা অবিচারের
অনুসন্ধিতিকালে কাছারীতে প্রবেশ করে
বাহির বিষয়ে তাহাকে দূর হইতে যদি
দণ্ড করিয়া [illegible] হই। গোলমেলে ও
যার ভয়ে না বাজিতেই [illegible]
প্রবন্ধ, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

আর কি বলিতে পারি? তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যদি সাধারণের গোলযোগ নিবারণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে তাঁহার চাকরি করা না করা তুল্য। কুর্ত্তিয়ার কি আর কখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল না, উপস্থিত সাহেবই কেন নূতন হইয়া আসিয়াছেন? যদি পূর্ব্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া থাকেন তবে কি তাঁহারা গোলযোগ নিবারণার্থ কাছারীতে কয়েদকে ও প্রবেশ করিতে দিতেন না? না গৃহ হইতে সকলকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিতেন? আর যদি দ্বিতীয় কারণের নিমিত্তই এরূপ করা হয়, তবে তাঁহাকে আমাদিগের কাযেল বাহাদুরের অসম্পাদীয় ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি? তাহা না হইলে সাধারণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে আর কাহার সাধ্য? যাহাহউক দুই একজন অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ বাঙ্গালি দিগকে নিতান্ত সামান্য মনে করিয়া যে কতরূপ অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না, তাহাই আমাদিগের নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বিশেষ গবর্ণমেণ্ট বধির হইয়া আরও আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতামাতা, সন্তানের যেমন মা বলে আর পৃথিবীতে সন্তানের অন্য কে?

৫। গত ২৭ এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা নগরীতে যে একপসলা বৃষ্টি হয় এ প্রদেশে তাহার বিন্দুপাতও হয় নাই। চাউলের দরও সমভাব, অর্থাৎ ২৷৷০ টাকার নূন হয় নাই। বরং যেরূপ ভাব তাহাতে সত্বরেই শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইবার ভয়ই সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে। সে যাহা হউক আজিকালি এপ্রদেশে আর পূর্ব্বের কয়েক দিবসের ন্যায় হাহাকার নাই। বস্তুতঃ কিছু দিন পরে যে ঐরূপ হাহাকার পথ উত্থিত হইবে তাহার আর সন্দেহ বোধ হইতেছে না। এসময়ে এতে অল্প কষ্ট তাহাতে আবার রেলওয়ে দ্বিজের উৎপাতে অনকষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাবহইতে অধিবাসিরা আসিয়া নদী নদীর দুরবস্থা দৃষ্টে আমরা যারপর নাই ভীত হইয়াছি। ঐ নদীটী দ্বারা তাহার মোহানা হইতে নির্গত হওয়া ঘাট মোওয়া 'লয়া, আলমডাঙ্গা, গোস্বামী দুর্গাপুর প্রভৃতি বহুতর জনপদের ঘুরিয়া চলিতেছিল। কয়েক বৎসর হইতে উহার মোহানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অগ্রহায়ণ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত উহার জল অনেক স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে এক একটী বৃহৎ বৃহৎ ডাবস হইয়া উহা জলে পরিপূর্ণ থাকিত সেকালে আলম তাহার একটী রেলওয়ে ব্রিজ হওয়ায় তাহা আর হইতেছে না। যে যে স্থলে ঐরূপ ডাবস হইত তাহা প্রায়ই পূর্ব্বকালে ভরাট হইয়া গিয়া একেবারে চড়া পড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং অন্তীরের অধিবাসিদিগের বর্ষার কয়েক মাস পরেই জল কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এপ্রদেশে কূপ খনন করাও বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য সুতরাং ধনী ঐশ্বর্য্যশালী ভিন্ন কাহাকেও বাটীতে কূপাদি খনন দ্বারা জলকষ্ট নিবারণে সমর্থ দেখা যায় না। বিশেষ পুষ্করিণীর অভাবে এপ্রদেশের লোকসিগকে কেবল পুরুষ নয় জলকষ্ট পাইতে হইতেছে। এবার গবর্ণমেণ্ট প্রজারক্ষার্থ নানা স্থানে নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। এপ্রদেশীয়দিগের জীবন রক্ষার্থ এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হয় নাই। আমরা সাহেবের অনুরোধ করিতেছি, আমাদিগের আফিসার প্রতিষ্ঠিত হণ্টলিয়া নদীটীর মোহানা, ক টীয়া দিলে ভাল হয়।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহামহিম শ্রীশ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর প্রজা রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, উত্তর বঙ্গের রেল ওয়ে ও স্থানে স্থানে সুগম রাস্তা নির্ম্মাণ এবং অন্যপ্রকার সাহায্য দান করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। অত্রত্য সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত মে. কেলি সাহেব বাহাদুরও এবিষয়ে উদাসীন নহেন। প্রথম প্রথম সে কথা ক্রমে পরস্পরায় সম্যক্ প্রকাশ হইয়াছিল ও টী সুগম রাস্তা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রায় ২০০ শত সিকদার মজুর রাখিয়া জেলার যথায় গর্ত্তাদি পূরণ করিতেছেন, এবং ২০০ টাকা সঙ্গে দিয়া পুলিসের সব ইন্সপেক্টর গোবিন্দ বাবুকে মফস্বলে পাঠাইয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে ভিক্ষুক দরিদ্রেরা যেন অন্ন কষ্টে না মরে। তাহা হইলে কি হয়, এই জেলা বহু লোকের বাস-ভূমি। মজুরি করিয়া কত লোক জীবন যাপন করিবে? এক এক ব্যক্তিকে ৫।৭ টী পরিবার পোষণ করিতে হয়, যাহোদর পোষণ করিয়া যাহা বাঁচিবে তাহা হইতেই ত পরিবারকে দিবে। বিশেষ এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা প্রাণান্তেও মজুরি করিবে না তাহাদের উপায় কি? জমীদার ও তালুকদারদিগকে ভূমির উন্নতি ও অন্য স্থান হইতে প্রজা আনিয়া আবাদী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ লওয়ার আদেশ করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। এমন কি কোন কোন মহলের প্রজারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, তাহারা খাজনা দিতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহারাও যথার্থই দিতে অসক্ত। ইহাতেই জমীদার তালুকদারগণ চিন্তাকুল হইয়াছেন। নিজ হইতে খাজনা দিয়া জমীদারি রক্ষা করিতে পারে এরূপ জমীদার এ জেলায় অতি বিরল। ১৮৬৯। ৭১ আইনের নিয়মের নিয়ম যদি শিথিল করা না হয় তবে আগত জানুয়ারি মাসের মধ্যেই অনেক জমীদার ও তালুকদারের ভূমি নিলাম হইয়া যাইবে।

তাঁহারা নিজের অস্থির প্রজাদের সাহায্য করিবেন? যেখানে বৃহত বৃহত মহাজনও নাই যে তাহারাই দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজা রক্ষা করিবে, সেখানে কোন ব্যক্তি দুঃখ দীক্ষে যে সাহস করিয়া কোই রাজ কোষ হইতে টাকা লইয়া কোন কার্য্য করিতেছে না ও কেহ যে করিবেন তাহারও

সময় দেখিতেছি না। যেমীয় সময় অনী
যায় যে দুই একজন আছেন তাঁহাদের দ্বারা
দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের অনুরোধও
উপকার হইবে না বিশেষ বোধ হইতেছে।
যখনই মনে ক'রতে পারেন যে বড়ই
কেহ নাই কেহ এখন দেখিতেছে না
সুতরাং সকলেই সমান, বাস্তবিক তাহা
মনে হইলে ভয়ানক বিপদ স্থান অতি
নিকট হইতে দেখা দেয়। সর্ব্ব সাধারণের ধর্ম্ম ও চাউ
কের ধন, তাই উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে
সে [illegible] জন্য উপায় দেখা অতি
এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইযুক্ত লেপ্টেনন্ট গবর্ণর
সাহেব বাহাদুরের নিকট জয়পুটে প্রার্থনা
[illegible] যাহাতে দুর্ভিক্ষ কর্ম্ম যেরূপ চালাইতে
অনুরোধ [illegible] করেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন
স্থান [illegible] ধান্য ও চাল
[illegible] পুরুষ শক্তি সত্বরে এখানে পাঠাইয়া
প্রজাগণকে রক্ষা করুন। আমরা বিনা
মূল্যে সংবাদ বিতরণ করিতে বাধ্য না
মূল্য লইয়া হিলেই প্রায় রক্ষা হইতেক।
ডাকের উন্নতি ও অন্য স্থান হইতে সস্তা
খামসমূহ, কম উপরক্ষ না করিয়া স্বীয় পরি
বার পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে কিছু
কিছু টাকা পাইবার বিশেষে যত্ন
করিলে উত্তম হয়। এই দুই উপায় অবলম্বন
না করিলে সকল প্রজা রক্ষা হইবে না,
এ বিষয়ে সর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট তুল্য বিতরণ না
করেন তবে অচিরাৎ উৎসন্নে ১৮৬৬ সালের
অধিকার এখানে দৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডাধিকারে যেরূপ এক হিতৈষী
শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহেবী অর্থমন্ত্রী হানী সাহেব
মহারাণী [illegible] এবং
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বাহাদুর ও
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ [illegible] বাহাদুর
[illegible] প্রার্থনা যে প্রজাগণের
[illegible] প্রজা [illegible] করিয়া
[illegible] করিয়া অন্য অন্য দুর
হইতে [illegible] আনিয়া [illegible] ন
করিয়া প্রজা রক্ষা করুন; আপনাদের
নির্দ্ধারিত [illegible] করুন।

শ্রীবিং উং।

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের অনুরোধ।

সন ১৮৭৩ সাল ১২ ই ডিসেম্বর

স্থানের নাম	নির্দ্ধারিত অন্ন	
	সীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে সুরপুর	৩	
তথা হইতে অহিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২	১০
অহিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ		
৪৯ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ২৪ এ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	সীট	ইঞ্চ
	২	৮

২৪ এ নবেম্বর ৮৭৩ } কিউটিব ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট নবদ্বীপ লোকাল ডিবার ডিপার্টমেণ্ট।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন		
"	লক্ষ্মীনরাই	৪।০
"	ব্রজনাথ রায়—রঙ্গপুর	৫।০
"	যজ্ঞেশ্বর সিংহ	
	কলিকাতা	১০
"	শ্রীনাথ পালিত	
	কলিকাতা	৫৮০
"	মনোহর মুখোপাধ্যায়	
	কলিকাতা	৫।০
"	[illegible]কুমার মুখোপাধ্যায়	
	মদনাকরপুর	৫।০
"	[illegible]	
	[illegible]মোহন	
ছাপাখানার সভা—কলিকাতা		

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরিত হয় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৫, ষাণ্মাসিক ৭।০ টাকা। দুই মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। পোষ্ট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যেহ এক টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

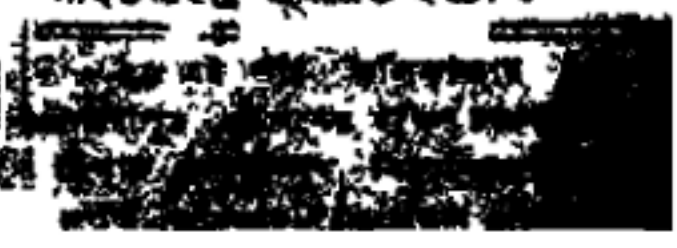
যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা মণি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের অর্দ্ধপৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

মোফাসিল আফিসে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যখন সোমপ্রকাশের ঠিকানার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাঁহাকে অগ্রিম ৵০ দিতে হইবে, প্রতি পরিবর্ত্তনে ৵০ দুই আনা, তাহার পর ১০ দশ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক দূরে বিদ্যালয় স্থিরপূর্ব্বক গমন করিবেন, তাঁহার পরিবর্ত্তনের খরচা লাগিবে।



রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্তয়ন্ প্রজানিশ্চিমন্যে পার্থিব সন্মন্তী অনিমষন্তী ন ধীবন্তা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৮০। ২২ এ পৌষ ইং ১৮৭৪। ৫ ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

এ প্রকাশকে যিনি সহকারে আমাদ জানাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা হরাত চিঠি পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অন্যকথা।

—•—

তমোনুদ পত্রিকা।
মাসিক পত্র।

বঙ্গদর্শন আকারের ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নানাবিধ উত্তমোত্তম বিষয় লিখিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৷৷০ আড়াই টাকা। প্রবন্ধে লেখকগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম ধাম সহ মূল্য পাঠাইলেই পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীচৈতন্য নাথ রক্ষিত।
কার্য্যাধ্যক্ষ। তমোনুদ।

—:০:—

কলিকাতা মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে প্রবেশ, বীনিমের পরীক্ষা আগামী ১৮৭৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারী মঙ্গলবার আরম্ভ হইবে এবং নিম্ন লিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

পরীক্ষার বিষয়

বাঙ্গালা। বাক্যরচনা ও অনুবাদ
অঙ্ক পাটীগণিত হইতে ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত
ইতিহাস বাঙ্গালার ও ভারত বর্ষের
ভূগোল সমগ্র
ব্যাকরণ পাঠ ও ব্যাখ্যা
কলিকাতা ও ইডেনের } সি, বি, ক্লার্ক আফিস ইন্সপেক্টর।

—•—

যে ঔষধি দ্বারা মেহে বিগলিত প্রীহা, যকৃৎ, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহারে অনিষ্ট জন্য রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ॥০ আট আনা।
বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
ডুবরডন মেডিকেলহাল
ভবানিপুর কলিকাতা

—•—

তীর্থ মহিমা।
তীর্থস্থ লোক অনাচার ও মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।
মূল্য ১/ এক টাকা। চুঁচুড়ার মেসর্স ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং সোওয়া বাগান ষ্ট্রীটে ইডেন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৵৫ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

মানবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল ভিন্ন লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

—•—

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ১০ উহার

ইহা ভিন্নবস্তু ইহাতে বহুতর ঔষধপত্র নাই লেখিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
আলবার্টের হিন্দুস্থানের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি ধ্রুব জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন, যিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান ১ম ও ২য় এতদুভয় পুস্তকের অর্দ্ধাংশ (১ম সংখ্যক) করিতে বাসনা করিবেন উভয় পুস্তক সংখ্যের ন্যায় বিদ্যুত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

ধ্রুব যন্ত্র ছাপা খানা।
কলিকাতা ১৪ নং মির্জ্জাপুর লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ বাটীর গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার সুন্দর উচিত মূল্য দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও পরিপাটী পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয় যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার পত্র যদি সেইরূপ হয় তাহাতে অবশ্য ৮ দী হইবেন।

অবশ্য হইলে কর্ম্ম চাহাগণকে ছাপার নমুনা পাঠাইতে পারে এবং ধরচেরও সমুদায় টাকা অগ্রিম করা যাইতে পারে। মাসুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এর প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় লিখা যাইবেক।

শ্রীনিত্যানন্দ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ সকলের আর্জ্জি মক্তেলের উকীল-কে লোকার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা-গ্রহণ সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্জামিনার্স নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদ্ধার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের এক শিলিঙ্গ নিয়মানুসারে আফিস সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আসল হইলে ভাল হয় নতুবা কোন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারির দ্বারা সহিত নকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেফাফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপন নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক প্রস্থ সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজরি হইতে তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহারও এক একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ষ্টাম্প সহিত আর্জি লেফাফা পরীক্ষার্থীদিগের সার্টিফিকেট তলি দিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষক

উচ্চ শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার প্রার্থনা পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গেজেট ট্রেজরি হইতে এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪। ২৭। ২৮ সে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

মিসিল অ্যাকলন্ড্
বোর্ডের সেক্রেটারি।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্দ্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গেজ করা প্রস্তুত নির্দ্মিত মর্দ্দারার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

কায়ার ক্লে।

বাটীর মর্দ্দারা ও অন্যান্য যে প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্দ্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা } বার্ন এণ্ড কোং।
গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল }

সোমপ্রকাশ।

৫২ ম সৌম সোমবার।

সর্ব্বসাধারণ বাবু লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার আর্জি [illegible]

উপস্থিতবৎসরের প্রথম দিবস অবধি এই বাজার খোলা হইয়াছে। গত বুধবার লেপ্টনন্ট গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিউনিসিপালিটীর উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু হীরালাল শীলের সহিত মিউনিসিপালিটীর সভাপতি রস সাহেবের মহা বিরোধ চলিতেছে, এই বাজারটী খোলাতে ধর্ম্মতলার বাজারের যে ক্ষতি অনিষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনিষ্ট কেন? সে বাজারটী উঠিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। উক্ত বাজারটীতে শীলবাবুদের যথেষ্ট লাভ হইত। তাঁহারা নূতন বাজার দ্বারা সেই লাভে বঞ্চিত হইবেন। মিউনিসিপালিটী জানিয়া শুনিয়া একজন ভদ্রলোককে এত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন কেন? সহজেই এই প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থিত হয়। ধর্ম্মতলার বাজারের দ্বারা ত কার্য্য চলিতেছিল। ক্রেতাদিগের বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে অমনোযোগ একটী প্রধান আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়েও শীল বাবুদিগকে যথেষ্ট মনোযোগী দেখা গিয়াছে। তবে স্বতন্ত্র বাজার কেন? রস সাহেব কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন? উঁহার ত কোন স্বার্থ নাই। তিনি মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মাত্র, যদি বাজার দ্বারা কোন লাভ হয়, তাহাতে উঁহার উপকারের প্রত্যাশা নাই। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। ধর্ম্মতলার বাজার মিউনিসিপালিটীরই থাকিবে, কিন্তু এই বাজারটী স্থায়ী হইলে মিউনিসিপালিটীর একটী স্থায়ী আয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তবে রস সাহেব সুখ্যাতির আশা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা এই মিউনিসিপালিটীর নিজের বাজার থাকিলে উঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনভাবে তাহার স্বাস্থ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এবং বাজারে আনীত দ্রব্যাদির তদারক করিতে পারেন। তৃতীয় প্রশ্ন এই, মিউনিসিপালিটী অন্য স্থানে বাজার করিলেন না কেন? তাহাতে বোধ হয় এত লাভের আশা নাই। পোর্টক্যানিং কোম্পানি একবার স্কিমালদহে বাজার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মতলা ইংরেজটোলার নিকটবর্ত্তী, সুতরাং এই স্থানই ইংরাজদিগের বাজারের প্রকৃত স্থান। যাহা হউক তথাপি যে শীল বাবুদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষ এ সুখে তাঁহারা বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, মিউনিসিপালিটী নিজের লাভের আশায় তাঁহাদিগকে এতদিনের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। সহজে যে এরিষয়ের মীমাংসা হয় এরূপ বোধ হয় না। শীল বাবুরা যে সহজে এতদিনের লাভের আশা ছাড়িয়া দিবেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা একবার যথাসাধ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে দুইএর অন্যতরকে কালগ্রাসে পতিত হইতেই হইবে যদি ধর্ম্মতলার বাজার নষ্ট হয় শীল বাবুদের এত ব্যয় বিফল হইবে। আবার যদি মিউনিসিপালিটীর বাজারটী নষ্ট হয় মিউনিসিপালিটীর এতব্যয় বিফল। কিন্তু শীলবাবুরা যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি, রস সাহেব বিরোধ করিতে গিয়া যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে 'মিউনিসিপালিটীর অর্থাৎ কলিকাতার টাক্সদাতাদেরই ক্ষতি হইবে।

এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা লাভ করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করিবে। শীল বাবুরা অর্থপ্রলোভন দ্বারা ব্যবসায়ীদিগকে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিতে ত্রুটী করিবেন না, সুতরাং বাজার রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটী কেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর অনর্থক ব্যয় বাহুল্য হইবে। তবে ইউরোপীয় ক্রেতাদিগের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর বাজারে যাইতে পারেন, এবং ধর্ম্মতলার বাজারে এই শ্রেণীর ক্রেতার সংখ্যাই অধিক। ক্রেতার সংখ্যা যে বাজারে অধিক হইবে সেখা সেই ব্যবসায়ীরা আপনা আপনি আকৃষ্ট হইবে। রস সাহেবের ন্যায় কলিকাতার সমুদায় ইউরোপীয় যদি শীল বাবুদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে নাচার। আমাদের বিবেচনায় এরূপ বিরোধের উল্লেখ ও ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া মিউনিসিপালিটী যদি আয়ের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। তাঁহারা ট্রামওয়ের কোম্পানি কি অবশেষে শীল বাবুদের দ্বারাই মিটাইলেন?

—১১১—

উকীল না কর।

(এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত)

কিছু দিন হইল আমরা "কোক্তিরো" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করি এবং সংবাদপত্র সম্পাদকেরা উকীল না কর? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমুদায় সংযোগীর মত প্রার্থনা করি, আমরা যে ধর্ম্ম আশা দিতে হইলাম যে আমাদের প্রস্তাবের সহযোগী এডুকেশন গেজেট এতদ্বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট না পাওয়াতে আমরা পূর্ব্বে তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারি

পাই। কিছু বিলম্ব হইয়া উঠিয়াছে। অপরের মত আবির্ভাবের পূর্বেই আমাদের মত প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল; কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে সমাক্-রূপে এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করা আমাদের হৃদয়গত ইচ্ছা, কারণ সংবাদ পত্রবিদের পক্ষে ইহা একটী অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। যদি কোন সংযোগী আমাদের মতের কোন ভ্রম প্রদর্শন করেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিব ও বিশেষ লাভবান হইলাম বলিয়া মনে করিব। সংযোগী যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল কথা স্বীকার করিতে পারি আর না পারি, তিনি যে প্রশ্নটী আমাদের অপেক্ষা পরিষ্কার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেছি।

অবশেষে এক একটী করিয়া সংযোগীর কথা গুলির বিচার করা যাইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ ও অনেক উপন্যাস বিস্তরে পরিপূর্ণ। আমরা সেগুলি অনাবশ্যক বলিয়া পরিহার করিতেছি এবং তাঁহার অভিপ্রায় ও রুচির মতে তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করিয়া প্রকৃত কথার প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যত-বিস্তৃত প্রস্তাবটী সার। করিলে এই কয়টী কথাতে পরিণত।। (১ম) সমাজ পত্রের সৃষ্টি কিরূপে হয়? আমরা দেখিতে পাই সমাজের লোকেরা নানা মত অবলম্বন করিয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মত সাধারণের বোধ জন্মাইবার জন্য এবং তাহা সেই পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। (২য়) সমাজ পত্রের উদ্দেশ্য কি? সমাজের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্য। (৩য়) সংবাদ পত্রের কার্য্য কি? সমাজের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া সংবাদ পত্রের কার্য্য। (৪র্থ) সংবাদ পত্রের লক্ষণ কি? সমাজের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া সংবাদ পত্রের লক্ষণ। (৫ম) সংবাদ পত্রের প্রকার ভেদ কি? সমাজের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া সংবাদ পত্রের প্রকার ভেদ। (৬ষ্ঠ) যদি প্রত্যেকবিধের হৃদয়ের কথা বলা না যায় তাঁহারা কাগজ লইবেন কেন? এই কয়টী আপাততঃ আমাদের স্মরণ হইতেছে, এক্ষণে যথাসাধ্য এই গুলির বিচার করা যাইতেছে।

প্রথম কথা।—কোনো শ্রেণী বিশেষের মুখপত্রস্বরূপ হওয়াই কি সংবাদ পত্রের সৃষ্টির উদ্দেশ্য? ইংলণ্ডের ন্যায় যে যে দেশে দলাদলি ও প্রণালী বিরোধ আছে, সে সমুদায় স্থানে এরূপ অনেক সংবাদ পত্র আছে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু কেবলই এই উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রশ্নটী আরও পরিষ্কার করিতেছি, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটী সম্প্রদায় আছে। বৈষ্ণবেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের যে সকল অভাব ও দ্বেষের কারণ আছে তাহা গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিতেছেন না; সুতরাং এক খানি সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেখানি বৈষ্ণবদিগের কাগজ হইল। বৈষ্ণবদিগের কষ্ট বিদিত করা, বৈষ্ণবদিগের মত প্রকাশ করা অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের পোষকতা করা তাহার লক্ষ্য, তাহাই তাহার প্রধান কার্য্য। এইরূপ শ্রেণী বিশেষের কার্য্য সাধন করাই কি কখন সংবাদ পত্রের লক্ষণ হইতে পারে? তাহাতো ও এরূপ বোধ হয় না, বরঞ্চ এরূপ সংবাদ পত্র দিগের উপর লোকের [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ পত্রিকা [illegible] সাধারণ লোক [illegible] শ্রেণী ভাবিয়া [illegible]

[illegible] করিতে হইল) সত্য ও ন্যায়-পরতার কোন ব্যাঘাত হয় না। যে কোন শ্রেণীই হউক না কেন যদি তাঁহাদের কোন গুরুতর কষ্টের কারণ থাকে তাহা সাধারণের গোচর করিতে আমরাও প্রস্তুত আছি; আমরা যেরূপ ওকালতির বিষয় করিয়াছিলাম তাহা এই, যখন কোন বিবাদের মূল উপস্থিত হয়, মীমাংসা কোন পক্ষের উচ্চ প্রভেদের মীমাংসা করা আবশ্যক হয়, তখন দুইটী উকীল নের মধ্যে এক পক্ষ হইয়া মীমাংসা করা আবশ্যক বোধ। তখন [illegible] উভয় পক্ষ হইয়া মত স্থির করা [illegible] কারণ ভবিষ্যৎ অবস্থা ও সম্ভাবনা [illegible] রূপের সম্ভাবনা। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটীর পরিষ্কার করিতেছি, [illegible] দেশের রাজা সকল [illegible] হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় [illegible] কর্ণগোচর [illegible] অনেক কর তাঁহার [illegible] দুঃখের [illegible] [illegible] [illegible]

পরিহার করি। কারণ ইহাতে সত্য ও ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে হয়

দ্বিতীয় কথা। সম্পাদকের হৃদয় পাঠক দিগের হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ হওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা আরও একটু বিস্তারিত রূপে বিচার করা উচিত ছিল। এই কথাটীর দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম, গ্রাহক গণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া দ্বিতীয় গ্রাহকগণের মতের সহিত এক মত হওয়া। প্রথমটী সম্পাদকের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা আমরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। সে বিষয়ে যে ব্যক্তির অভাব আছে তিনি সম্পাদক হইবার উপযুক্ত নন। কিন্তু গ্রাহকদিগের মতে যে মত হতে হইবে তাহার ও কোন অর্থ নাই। বরং যে ব্যক্তির গ্রাহকদিগের মতের অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট মত দিবার ক্ষমতা নাই, তিনি সম্পাদকীয় পদের অনুপযুক্ত। দেশের লোকে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উপর বিরক্ত, সহযোগীর মতে প্রকৃত সম্পাদকও সেই সঙ্গে বিরক্ত হই বেন; ইহা ও ঢেউ করিয়া নয়, কিন্তু স্বাভাবতঃ হইবেন। আমরা বলি প্রকৃত সম্পাদক বিরক্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের দোষগুণ বিচার করিবেন এবং যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গ্রাহকদিগকে সেই মতে আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে "পবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট" করা অর্থাৎ মত সৃষ্টি বলে। সুমত সৃষ্টি সংবাদ পত্রদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য এই জন্যই সভ্য সমাজে সংবাদ পত্রের এত আদর। সংবাদ পত্রেরা যে মত সৃষ্টি করেন তাহা দ্বারা শত শত ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, শত শত ব্যক্তির বুদ্ধি পরিচালিত হয় এবং শত শত ব্যক্তি সুপথে যেতে পায়। সংবাদ পত্রেরা যদি এই উন্নত কার্য্য না করে সংবাদ পত্রের প্রয়োজন নাই। মত সৃষ্টি অতি কঠিন কার্য্য, কারণ উভয় পক্ষ না দেখিলে সুমত সৃষ্টি হইতে পারে না। এই কারণেই আমরা সংবাদ পত্র দিগকে অতি ধৈর্য্য অবলম্বন দিতে ইচ্ছা করি

তৃতীয় কথা। এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। গ্রাহকদিগের মনের মত কথা বলিতে না পারিলে গ্রাহকেরা ছাড়িয়া দিতে পারেন, এ বিপদ আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহার উত্তরে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে সকল গ্রাহক এরূপ অবিবেচক নন, যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি কোন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত মত প্রকাশ করা যায় তাঁহারা বিরক্ত হইবেন। নিজের মতের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইলেও যাঁহারা অপরের স্বাধীন মত শুনিতে প্রস্তুত নন, তাহাঁদের ঔষধ নাই। আমাদের গ্রাহকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি আমাদের স্বাধীন মত শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারা কি আমাদিগকে নিতান্ত দাসাধরা করিয়া রাখিতে চান?

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী ঢাকা প্রকাশকে বলিবার অতি অল্প কথা আছে। আমরা যে শ্রেণীর প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছি তাঁহাকে সেশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কাহেল সাহেবের পদত্যাগ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তাহা তিনি সরল ভাবেই বলিয়াছেন বিশ্বাস করি। আমরা সুখী হইলাম যে তিনি উকীলদের জন্য এত সহানুভূতির সহিত এক মত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি নাই। তিনি দুঃখ দূর করুন পরে কেন আমরা এখনি সহৃদয়তার সহিত আলিঙ্গন দিতে এবং আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

গ্রামে দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কিনা?

কিছু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি গেজেটে একটী মন্তব্য পত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে সতর্ক থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এত দিন লোকে সুরাপান নিবারণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। গাঁজা আফিঙ্গ সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। হঠাৎ এ বিষয়ে দৃষ্টি কেন পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এই অবসরে আমাদিগের ও দুই এক কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সুরা যেরূপ বিলাতি সভ্যতার সহচর হইয়া দেশে পদার্পণ করিতেছে গাঁজা সেরূপ নয়। দেশে ইহার ব্যবহার বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক মজুর প্রভৃতি, সচরাচর ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সে জন্য যে দুষ্কর্ম্মের অধিক বৃদ্ধি হয় এরূপ বোধ হয় না, কারণ যে যে শ্রেণীর মধ্যে ইহা বহুল প্রচার তাহারা অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্মশীল নহে। গাঁজাখোর দিগের নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি যে প্রকারই হউক না কেন তাহারা সুরাপায়ীদিগের ন্যায় সমাজের উপদ্রব বিশ্বা শান্তিভঙ্গের কারণ নয়।

এই দ্রব্য লোকের শরীর ও মনের উপর কিরূপ কার্য্য করে তাহাও আমরা জানি না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তাহা দিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যাইতেছে না। মেডিকেল কালেজের

ক্ষুদ্রপুর অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাক্তার [illegible] সাহেব একবার উহাদিগকে বাধিয়া কীটাণুর দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। দেশের লোকের সংস্কার যে এই দ্রব্যে লোকদিগকে কোপন স্বভাব করে এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে উন্মত্ততা ও পাগল করে। প্রথম কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, দ্বিতীয় কথা ও ইংলিসম্যান অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গাঁজার জন্য যাহারা উন্মত্ত হয় তাহাদের সংখ্যা সমগ্র উন্মত্ত সংখ্যার তিন শত ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং কেহ কেহ যে বলেন যে গাঁজা দ্বারা উন্মত্ত হইলে তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

কথা এই, সুরা মনুষ্যের যেরূপ বিবেচনা শক্তিকে কলুষিত করে, অসৎ প্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করে এবং অসদাচরণে প্রবৃত্ত করে গাঁজা তত দূর করে না। কিন্তু ইহাতে যে মূর্খতা ও মান্দ্য উপস্থিত করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাতে যে শরীরের কোন কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাও দেখিতে পাই। অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় প্রভৃতি উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। সুরাপান নিবারণের চেষ্টার ন্যায় ইহার নিবারণের চেষ্টাও যে কর্ত্তব্য তাহাতে আর কথা কি?

উপসংহারকালে আমরা আর এক দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা বাস্তবিক সমাজের দুষ্কর্ম্মের [illegible] থাকেন। ইহাকে তুলি [illegible] দেয় এরূপ [illegible] যায় না। [illegible] সময়ে সময়ে [illegible] থাকে। তবে কি ইহা [illegible] গভর্ণমেণ্টের মতে আসিল? আমাদের দেশে চীন দেশীয়দিগের দৃষ্টান্তে ইহার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। চীনদেশের অপেক্ষা ইহা দুষ্কর-প্রদায়। এই দেশীয় লোকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং সমাজের অবস্থাদি এই উভয় বিষয় অপকারই করিয়াথাকে। তুলিলেই কলাকার, বিসর্জ্জন করিলে একটী অহর্নিশি মুখাইয়া যায়। এবং ইহা হইতে দুর্নীতির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কারণ দুর্খী ও দরিদ্র-শ্রেণী-ভুক্ত লোকেই সচরাচর এই নেশা করিয়া থাকে। ইহা একবার অভ্যাস হইলে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে এবং ইহার অন্যান্য উপকরণ ও স্বভাব শাক হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রতি দিন কিছু কিছু ব্যয় অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়ে। দরিদ্র লোকের দুঃখ সকল দিন সমান থাকে না। সুতরাং তাহারা দুঃখ দিয়া এককালে করিয়ার এই অভ্যাসটী দূর করিতে পারে না। স্থানে স্থানে এইরূপ লোকের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে লোকদিগকে মদ্য বাটী খানা লইয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারেন? আমরা যখন এই নেশার শ্রীবৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের আয়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি তখন গবর্ণমেণ্টকে সে অনুরোধ করা বৃথা।

—:০:—

[illegible]

এদেশীয় কেরাণী নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোকে দেখিলেন কেরাণীগিরিতে আয় বৃদ্ধি হয়, অমনি তাঁহারা দলে দলে কেরাণী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দুই চারি খানি পুস্তক পাঠ করাইয়াই সন্তানদিগকে হাত পাকান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ইংরাজেরা অধিক বেশ ছাড়িয়া রাজবেশ পরিধান করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার শাসনের ভার রক্ষার ভার প্রভৃতি সকল ভারই এক একটী করিয়া ইংরাজের হস্তগত হইতে লাগিল। কোম্পানি দেখিলেন যে সেসকল কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে লোক আমদন করিতে গেলে চলে না সুতরাং এখান হইতে লোক সংগ্রহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অল্প শিক্ষায় আর চলিল না। বাঙ্গালিদিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু তখনও উচ্চ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এই আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া লার্ড বেন্টিঙ্কের সময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। প্রথমে লোক এখানে পুত্র পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিতে চান নাই। বৃত্তি দিয়া ছাত্রদিগকে আকর্ষণ করিতে হইত। কিছুদিন গত হইলে এই সকল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা বড় বড় পদ পাইতে লাগিলেন ও অনেক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন দেশের লোকে দলে দলে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ আইনবিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সকল বিভাগই পূর্ণ হইতে লাগিল। উচ্চ শিক্ষা না হইলে উচ্চ পদ পাওয়া যায় না ও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না এই জন্যই উচ্চ শিক্ষার এত আদর।

এইরূপে ত পুরুষদিগের শিক্ষা চলিতে লাগিল অবশেষে স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। অশিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিত স্ত্রী এ অবস্থা কষ্টকর হইতে লাগিল। সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও লোকের সে বিষয়ে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিল না, কিন্তু এখন আর কন্যারা কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষিত যুবারা বিবাহ করিতে চাহে না সুতরাং কন্যাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে কোন কার্য্যই আমরা প্রায় পেয়াদায় না করাইলে করিতে চাহি না। সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকাও এই কথার উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ইণ্ডিয়া বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা মেটিব সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন তাহারও মূল এই কথা। গবর্ণমেণ্ট যদি উচ্চশিক্ষাকে উচ্চপদের দ্বারস্বরূপ না রাখেন উচ্চশিক্ষার আর আদর থাকিবে না। প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর যখন মেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টি করেন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একবার দেখিয়া তিনি এই খেয়াল পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু এবার দেখা যাইতেছে যে তিনি ইহার আরো উন্নতির চেষ্টায় আছেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি উপার্জ্জনের দ্বার বলিয়াই দেশের লোকের নিকট শিক্ষার এত আদর। যদি ছয়মাস কাল একটু পরিশ্রম করিয়া এক জনের ১০০ এক শত টাকা বেতন লাভের সম্ভাবনা থাকে, কে আর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবে? সিবিল সার্ব্বিসের লোকদিগকে শিক্ষা বিভাগে অধিকার দেওয়াতে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা দুঃখিত হইয়াছিলেন, মেটিব সিবিল সার্ব্বিসের সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের কি দুঃখের কোন কারণ নাই? আমাদিগের একটী কবিতা মনে পড়িতেছে।

হেমচন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষাচ শাকোটকে,
হিংসা হংস ময়ূর-কোকিল কুলে
কাকেচ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খর ক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূর কার্পাসয়োঃ;
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

যে দেশে চন্দন চূত চম্পক প্রভৃতি তরু ছেদন করে কিন্তু সজিনা বৃক্ষ যত্নের সহিত রক্ষিত হয়; যেখানে হংস ময়ূর কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণের হত্যা হয়, কিন্তু কাকের আদরের সীমা নাই, হস্তীর পরিবর্ত্তে যেখানে গর্দ্দভ ক্রয় করিতে হয়, যেখানে কর্পূর এবং কার্পাসের মূল্য সমান, যে দেশে গুণিদিগের প্রতি এইরূপ বিচার। সে দেশকে নমস্কার, কায়েস সাহেব দেখিবেন অবশেষে ছাত্রেরা যেন এই কথা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ না করে।

—:০:—

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও হিন্দুপেট্রিয়ট।

গত নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনরের রিপোর্টের উপর লেপ্টনণ্ট গবর্ণর একটী মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মত প্রকাশিত হয়।

"লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে "হিন্দুপেট্রিয়ট" এবং

সম্পাদকের পত্রিকা ... এতদ্ভিন্ন উক্ত প্রকার দেশীয় সংবাদ পত্রের গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নিম্ন শ্রেণীয় পত্রেরা সেরূপ করে না।"

হিন্দু পেট্রিয়টের প্রতি পূর্ব্বোক্ত দোষারোপ করাতে তাহার সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল ক্ষুব্ধ হইয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রদর্শনার্থ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লেখেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সংক্ষেপে তাহার একটী উত্তর দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বাবুর পত্রটী যেমন দীর্ঘ লেপ্ট গবর্ণরের পত্রটী তেমনি সংকীর্ণ; হিন্দুপেট্রিয়ট যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষী মতে তাহা খণ্ডন করিবার জন্য কৃষ্ণ বাবু নানা জনের নানা কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সাহেব সিবেচনায় এত কথা বলিবার ও এত লোকের প্রশংসা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি সর্ব্বশেষে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে দোষ স্বীকার করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে ভাল হইত। তাহার পূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সংস্কার দূর হইয়াছে এপ্রকার বোধ হয় না, বিশেষ তাঁহার উদ্ধৃত কথা গুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর হউক বা না হউক হিন্দুপেট্রিয়টের এবং দেশের যশ ও ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য আমরা সেখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বুঝিতে পারুন আর না পারুন দেশের লোকের নিকট হিন্দুপেট্রিয়টের ভাব বিদিত আছে। আমাদের হিন্দুপেট্রিয়ট গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষী বলার সংস্কার নাই। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে রাজাকে গবর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে সদুপদেশে আহ্বান করিয়াছেন। সেই উপদেশেই, তাঁহার প্রতি, এই [illegible] হয়, রাজার [illegible] তাঁহার স্বাধীনতা [illegible] যত প্রকাশ করা হউক দেশের [illegible] কাজী হইতে বক্তিয়ার খিলজী [illegible] উচ্চপদ হইতে বিচ্যুত হইয়া; যদি আমরা একটু মাত্র খুলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ গুলির বিচার করিতে না পারি তবে আমাদিগকে জীবন্ত লাসের মত করিয়া রাখিলেই হয়। রাজভক্তি ও স্বাধীনতা এদুই কি একত্রে বাস করিতে পারে না? লেপ্টনণ্ট গবর্ণর না এদেশীয়দিগকে আত্মশাসন [illegible] জন্য বাস্ত? যাহাদের স্ব [illegible] মত প্রকাশ নষ্ট হয় না তাহা স্বাধীনতা নষ্ট কিরূপে বলা হইবে যে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের স্বাধীনমত প্রকাশ করিবার নাইক নাই, তাহা কোন লোকের অবোধ্য। যদেচ্ছাচারী রাজারাই প্রজার জিহ্বাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে চায়, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকি সেই দুরভিসন্ধি প্রার্থনা করেন? তিনি দেশের মস্তক স্বরূপ, তিনি কি জানেন না যে তাঁহার একটী কথা শত শত ব্যক্তির কথার সমান। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা একজন সম্পাদককে রাজবিদ্বেষী বলিলে যে সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা কত লোপ করা হয় তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না? অনুমানে বোধ হয়, ফ্রেডিক সাহেবের ন্যায় কৃষ্ণদাস বাবু যদি তাঁহার স্বাধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে তাঁহাকে লাভ সমুদ্র ও ভোমরহীর জল পান করিতে হইত। সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগকে স্বাধীনতা না দিলে প্রজা তাহা প্রকাশ পায়, দিলে আবার স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করে, বড় বিপদ!! কাহেন সাহেব কি করেন? আমরা পূর্ব্বে মাঁচাইয়া বলিতেছি, বিদেশীয় রাজার শাস্তি কোথায়। [illegible] প্রজার স্বার্থ এক হইলে স্বাধীন [illegible] রাজপুরুষ হইত না।

[illegible] পরিচয়। [illegible] হিন্দুস্থান [illegible] ও ইংলণ্ডের [illegible] সাহেবের প্রণীত। [illegible] ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালাটী বলিত হয় নাই, যাহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা এখানি পাঠ করিলে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ভীষ্ম চরিত্র। বাবু রাধাকান্ত দেবের প্রণীত। আমরা আদ্যোপান্ত [illegible] পড়িবার অবসর পাই নাই। যত টুকু পড়িয়াছি তত মন্দ লাগে নাই।

স্বাধীন সংবাদ।

[illegible] স্কুল [illegible] প্রধান [illegible] পরিচয় দিবার [illegible] হয়। আমরা [illegible] হইয়াছি। [illegible] একটী বিষয়ের [illegible] দেখিতে আমাদের [illegible]

হইতে ইহার সম্পাদক নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং নূতন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্কুলটীকে আরও উন্নত অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি আগামী বারে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে এবং আরও অধিক সুফল দেখা যাইবে।

আমরা কিছুদিন হইল নূতন পুকুর নামক পুষ্করিণীটীর পরিষ্কারের কথা বলিয়াছিলাম। তদনন্তর আহ্লাদিত হইলাম যে মুন্সীরা শীঘ্র তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন। আমরা সেবারে যে বলিয়াছিলাম যে বন্দরকুমার ইহার পরিষ্কার করা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন, এখন শুনিতে পাই পুষ্করিণী সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি নাই। ইহাতেও আমরা সুখী হইলাম।

কিছুদিন হইল মেক্লাংঘতলার কাঁড়ীর উপর রাজপুর নিবাসি ও মাসকের জন্য বৃত্তান্ত হিসাব রাখিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। কয়েকমাস এই হিসাব রাখা হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই কয় গ্রামে ৭১ জনের জন্ম হইয়াছে এবং ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এদেশের ম্যালেরিয়া পীড়িত দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থে যে একজন মেডিব ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি একাকী সকল দেখিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া সার্জিন্টারি কমিশনর ম্যাকলস সাহেব আর এক জন কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করিতে বলিয়া যান। সে জন্য আরও কিছু ঔষধ সহিত আর একজন মেডিব ডাক্তার প্রেরিত হইয়াছেন। উহাঁকে রাজপুরে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। দুই স্থানে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে এক স্থানে রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইবে না। গত সপ্তাহে সর্ব্বসমেত ৪৮১ জন নূতন রোগী উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে উদরাময় ১৪, হজমামান্দ্য ৬ জ্বর ২২০ কুসকুস প্রদাহ ১ যকৃত প্রদাহ ১০ প্লীহা ২২৭। ইহা ভিন্ন পূর্ব্ব সপ্তাহের ৩০১ জন অবশিষ্ট ছিল। এই ৭৮৭ জনের মধ্যে ৩০২ জন রোগী সংবাদ দিয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

করাসী দেশীয় একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, রেশমী জামা ব্যবহার করিলে ওলাউঠার ভয় থাকে না। প্রথমে রেশমী জামা পরিয়া তাহার উপর অন্যান্য জামা পরিতে হইবে। অনেক ভদ্র লোক রেশমী জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২৫ জন [illegible] পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৫ [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[illegible] রাজা রাজাদিগের সাধারণ [illegible] রাজা মধ্যে স্থানে স্থানে [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

[illegible] ডেলিনিউস বলেন, হর্ড মাসের রাজা তাঁহার মহেশপুরের ঠাকুর বাটীতে [illegible] স্থাপন করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন, কিন্তু যেমন নিয়ম আছে, এ নিমিত্ত তাঁহাকে ৫০ টাকা কী দিতে হইবে

জবজ্রাণ্ড এই, এবার সাত মর্ব্বজ্ঞক সিধ মার যাইতেছেন না। সম্বাদের দুর্ভিক্ষই তাঁহার না যাইবার কারণ।

—কলিয় সম্রাট কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রুষ দেশীয় [illegible] সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগকে ১০ হাজার টাকা উপঢৌকন প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—আমাদের গবর্ণর জেনরলের মুল্য তাত ৩ কোটি টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহার এক কোটি ৭৫ লক্ষ উত্তরাধিকারী মধ্যে সত নবজ্ঞক প্রাপ্ত হন

২৬ এ ডিসেম্বর কলকাতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ যোলকর ২ দুই হাজার নবজয় সমভিব্যাহারে পুনার নিকটস্থ সৈন্য দিগের শিক্ষা শিবিরে আসিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, জাস্টিস ব্রেয় অমল জেনরল কার্ক সাহেব সম্প্রতি ৩০ ক্রোড় টাকাতে মুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় ট্রামওয়ে করিবার ও চালাইবার ভার মিউনিসিপালিটির হস্ত হইতে ম্যাক্‌লিউড সাহেবের হস্তে গিয়াছে। ম্যাকলিউড সাহেব বোধ হয় এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

১১ ই পৌষ মঙ্গলবার।

এডিনবরাতে একটী গৃহে একটী স্ত্রী পুরুষ শয়ন করিয়াছিল। ঐ গৃহের দ্বারে যে গ্যাসের পাইপ ছিল তাহা অকস্মাৎ কাটিয়া যাওয়াতে পুরুষটীর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকটী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক শুশ্রূষা দ্বারা তাহার চৈতন্য [illegible] হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে সম্প্রতি একজন সাহেব উপস্থিত হন। তিনি তাহার সঙ্গে বেনজামিন পলকে লইয়া পরিচয় দেন, এবং বলেন যে তিনি এডভে কেট পল সাহেবের ভ্রাতা। পল সাহেব বলিয়া পরিচয় দেন, এবং বলেন যে তিনি কলিকাতার একজন প্রধান বণিকের পুত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এইরূপ আর একটী ঘটনা হয়। একজন পণ্ডিত চাঁদুরিয়ার অন্বেষণে কলিকাতায় উপস্থিত হন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোথায় কিছু করিতে পারেন না, দৈবাৎ তাহার সঙ্গে একজন উড়িয়ার দেখা হয় এবং তাহার নিকট শুনেন যে একজন সাহেবের পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে। তিনি উড়িয়ার সঙ্গে সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন যে সাহেব ও তাহার মেম বসিয়া আছে। পণ্ডিতকে সাহেব মাসে দুই টাকা বেতন

শান্ত করিয়া বিদায় করেন। পণ্ডিতের প্রতি ভিন্ন সহাদে সাহেবকে পড়াইতে যাইতে হইত। পণ্ডিত চাকুরি পাইয়া কৃতকার্থ হইলেন। উড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে যাইতে চাহিল। পণ্ডিত বার করিয়া তাহাকে দুইটী টাকা দিলেন। কর্ম হইয়াছে, কেবল ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন। এক জন বন্ধুর নিকট হইতে গুটি পাঁচেক টাকা কর্জ করিয়া ধুতি চাদর জামা মিনাধা ইত্যাদি ক্রয় করিলেন। কিছু দিন বাদ, পণ্ডিত একদিন সাহেবের নিকট প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সাহেব শেষে পণ্ডিতের আর ১৮ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। উড়ে আর কিছু বকশীস চাহিল। তিনি বার করিয়া আবার তাহাকে একটী টাকা দিলেন। একদিন মেম সাহেব বলিলেন "পণ্ডিত শুনিয়াছি তোমাদের দেশের মাদু, শাল, তার অঙ্গুরি ইত্যাদির গঠন অতি উত্তম। আমাকে একবার এ সমুদয় দেখাইতে পার?" পণ্ডিত যে আজ্ঞা বলিয়া তাহার পর দিন আপনার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক গুলি বহু মূল্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া মেমকে আনিয়া দিলেন। মেম অলঙ্কারগুলি দেখিয়া অতি খুসী হইলেন এবং পণ্ডিতকে বলিলেন যে এগুলি অদ্য আমি রাখিলাম। আমার কর্ত্রীকাকে দেখাইয়া কল্য ফেরত দিব। পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে আসিয়া দেখেন যে সাহেবও নাই, মেমও নাই, সে উড়েও নাই।

—ডাক্তার ম্যাকেঞ্জি ৪৪ জন সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে এমোনিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে ৫১ জন আরোগ্য হইয়াছে। তিনি যত জনকে আনায় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বিষাক্ত সর্পের দ্বারা দষ্ট হয় নাই, তবে জন কয়েক আতঙ্কবাদে আরোগ্য হইয়াছে।

১১ ই পৌষ বুধবার।

স্বর্গীয় ডেভিডসাহেবের সওদাগরী সংবাদ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সভা

এড, এ, বঙ্গের সাহেবের নিকারকার্য হওয়াতে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান জজ মিলর পদত্যাগ করাতে তাঁহার পুত্র কোন ব্যবসায়; উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে এবং আর তিনজন খোজা সর্দার কলিকাতায় আসিয়াছে।

সেদিন বোম্বাইয়ে দুই জন পারসি একটী পারসী যুবতীকে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। ইহাদের বিচারের শেষ হয় নাই।

মাদ্রাজের লার্ড নেপিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন।

বিবে কাই আইন ও একাক্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল।

কাই আইন।

বিদ্যালয়ের নাম	১ মে	২ মে	৩ মে
প্রেসিডেন্সি কালেজ	১৭	৪২	৩৩
হুগলি কালেজ	৩	৩	৪
কৃষ্ণনগর	১	৩	২
সেণ্ট পিটর	১	১	০
আর্মী কালেজ	১	১	৪
মেরিলি	২	৪	১
এল এম এস হিন্দি উইলম তবার্থী পুর	২	১	৩
ঢাকা কালেজ	১	৩	৮
ক্যাম্বিডাল মিসন	১	৪	৫
সংস্কৃত	১	১	৪
লাহোর	১	২	২
ক্যাম্বিং	৪	৫	৩
বেনারস	১	৪	২
মিসন সেণ্ট্রেল	২	২	১
জেনেরল এসেম্বি ইন্সটিটিউসন	১	২	৮
পাটনা	১	১	৮
ঢাকা	০	৮	১০
কিংর্ড ইণ্ডিটিউসন	০	৩	১
সেণ্ট জে ভয়র কালেজ	০	২	৩
আজমির	০	১	০
মেডকাফ	০	২	২
মেকডনল	০	০	৫
মেকীরান	০	০	৩
সাধন কই ক্লাস	০	০	০
সামাজিক কালেজ	০	০	০
এম, এম বর্ণ কলি	০	০	০
আজা ইনষ্টিটিউসন	০	০	০
বুলাপুর	০	০	০

বিদ্যালয়ের নাম	১ মে	২ মে
[illegible]	০	১৩
[illegible]	৮	১১
[illegible]	১	৪
[illegible]	০	০
[illegible]	০	০
[illegible]	০	০

সৈন্য সমাগমে ভীত হইয়া স্ব স্ব সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। গর্ভ সাহেব একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন এবং কাপ্তেন মাকেঞ্জিকে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া সৈন্য সমাগমের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্ক হার্ল্ডিয়াস নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, সংবাদ পত্রের সম্পাদক দিগের জীবনের প্রধান অংশ অন্যান্য ব্যক্তিকে সম্বাদ দানেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন সম্বাদ প্রাপ্ত হন না। কথা বড় অযথার্থ নয়।

তাজপুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহ ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে ত্রুটী নাই, ১৮৫৭ অব্দে প্রতাপ সিংহ যে উপকার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান নাই, ১১ বৎসর পরেও তাহার পুরস্কার দেওয়া হইল, তবে দুঃখের বিষয় এই, যাঁহার পুরস্কার তিনি জীবিতাবস্থায় তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না।

সিক্কিমের রাজার সে দিন যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিবস অবধি তিনি প্রতিদিন ১০ হাজার ব্রাহ্মণকে উত্তমমিষ্টান্ন ভোজন ও প্রত্যেককে ৫ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেছেন। তদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এ সংবাদে এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের রাজদেশের প্রতি মনে মনে একটু বিরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সভ্যস্থ সংবাদ দাতা বলেন, বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ সভ্যদের লাভ মেয়র ডিউক অব আর্গাইলের নিকট যে আবেদন করেন, আর্গিল তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, যে সকল স্থানে রাজা উত্তম জন্মিয়াছে সেই স্থানের উদ্বৃত্ত শস্য যে স্থানে ভাল জন্মে নাই তথায় প্রেরণ করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে; অন্য সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর্গাইল সমুদ্র পারে বসিয়া যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন বঙ্গদেশে আসিয়া সমুদয় বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তত্রত্য বাবতীয় বণিক এক বাক্যে বলিতেছেন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল আর্গাইলের এই বাক্যেও সেই ভ্রম দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, এক ব্যক্তির ভ্রমে ২০ কোটি লোকের প্রাণনাশ হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ ঈগল বলেন, তথা হইতে অনেক চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হইতেছে গত বৃহস্পতিবার সিন্ধিয়া নামক ষ্টীমার ১০ লক্ষ মান্দ্রার বস্তা চাউল লইয়া যাইবে। আরো যে সকল ষ্টীমার কলিকাতায় যাইতেছে তাহাতেও চাউল যাইবে, মেসর্স বণিকেরা কলিকাতায় রপ্তানী করিবার জন্য ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আর ৩ লক্ষ বস্তা চাউল পাওয়া যাইবে।

আমেদাবাদের সভা তথায় একটী কলেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। স্থানীয় লোকের দ্বারা এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ শুক্রবার।

জর্ম্মণির সম্রাট উইলিয়মের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আজমগড়ের রণপত সিংহ বাহাদুর মহীপত সিংহ বাহাদুরের ন্যায় নিজ জমীদারীর মধ্যে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ কার্য্যাদি আরম্ভ করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাইয়তদিগের জন্য রসুলপুরে ১০ দশ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কোথাও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া দিন কত লক্ষ্ণৌএ বক্তৃতা করিলেন, কিছু ফল না দেখিয়া এক্ষণে আবার কানপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ডাক্তার ফেরারের বিদায়কাল শেষ হইবে। শুনা যাইতেছে, তিনি আর ছয় মাস বিদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

২৪ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৪১৪৫ বস্তা চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

রাজস্ব বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার জেমস্ এডওয়ার্ড গ্রে সাহেব গত সপ্তাহে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয়কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত শনিবার পুরিয়াতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, বরদা কমিশনের সভ্যগণ গুইকুমারের সহিত শীঘ্রই যমন করিয়াছেন। কমিশনরেরা কালের লোক বটেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, অত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত এম, পি, পোগোস সাহেব, প্রসিদ্ধ জমীদার অজিম চৌধুরীর সহিত মকদ্দমায় বিলাত আপীলে জয়লাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পোগোস সাহেব ৩। ৪ লক্ষ টাকা ওয়াশীলাত ও বাৎসরিক বিলক্ষণ আয়ের এক জমিদারি লাভ করিলেন। যদিও ইহাতে একজন জমীদারের সর্ব্বস্ব আর একজন জমিদারের গৃহে আসিল এই মাত্র বঙ্গদেশের ইহাতে কোথাও হানি বৃদ্ধি হয় নাই এবং সাধারণের ইহাতে আনন্দ বা বিষাদেরও কোন কারণ নাই, তথাপি ইহাতে অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ পোগোস সাহেব অর্থ পিশাচ জমিদার নহেন। তাঁহার অর্থে ঢাকা পোগোস স্কুল প্রভৃতি সাধারণের একান্ত মঙ্গলাবহ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং এক্ষণ তাঁহার অর্থ কিছু দূর হওয়াতে সাধারণের শুভপ্রদকার্য্য আরো অনুষ্ঠিত হইবে। আমরাও এই আশায় সন্তুষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে মুসলমান জমিদারেরা কালিম সত্ত্বেও স্বর্গপল্লীকে যাবনীয়

হারিবার মত হারিলেও পারেন না হারিলেও পারেন এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই মকদ্দমার ফল দর্শনে সে সংস্কার অনেকাংশে নিবৃত্ত হইবে বিবেচনায় আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম।

১৫ই পৌষ শনিবার।

ফরাসীস্থ প্রজাগণ, আমরা শুনিয়া [illegible] হইলাম, চতুরাট ডেপুটের মোকদ্দমার [illegible] দুই দিবস যাবৎ কত [illegible] কতিপয়কে অবরুদ্ধ করায়, তাহার [illegible] উচিত বিধান করায় অতি [illegible] করিয়াছে।

[illegible] সক্ষ ৮০ সক্ষ হিন্দু পৃথিবীর সমস্ত [illegible] করিয়া আছে। তন্মধ্যে ইউরোপ [illegible] সক্ষ ইহাদের প্রায় ৩০ সক্ষ রুসসাম্রাজ্যে অষ্ট্রিয়ার ১০ সক্ষেরও অধিক হাঙ্গরির সক্ষ, তুরস্কে ৩ সক্ষ, রোমানিয়ায় ৪৪ হাজার, ফ্রান্সে ১ সক্ষ, গ্রেটব্রিটেন ইরলণ্ড, হলণ্ড, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে। আমিরায় ৫ সক্ষেরও পাধিক। আফ্রিকায় ১০ সক্ষেরও অধিক। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে [illegible] করিতেছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

[illegible] বিখ্যাত রমিদার বাবু [illegible] পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রমণীয় কালেক্টর সাহেব [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] সাহেব [illegible] কষ্ট হইবার সম্ভাবনা [illegible] সেই কষ্ট [illegible] করিতেছি। সরকারস্থ কর্ম্মচারিগণ [illegible] করিয়াছি যে আর না [illegible] অন্যান্য কালের [illegible] অধিক [illegible] ইহার [illegible] কিন্তু সে অনেক লোক [illegible] কালের জন্য [illegible]

'এখানী কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছি। ইঁহারা নিতান্ত দরিদ্র প্রজাদিগের খাদ্যের একেবারে বন্ধ হইবেনা ও যাহাতে অন্ন সংস্থান নাই তাহাদিগকে মাহীর্য্যার্থ টাকা দিবেন। যদি পর বৎসরে উত্তম ফসল জন্মে তবেই ঐ টাকা বিনা সুদে আদায় হইবে। আমি এমন ও সংকল্প করিয়াছি, যে অনেক তণ্ডুল ক্রয় করিয়া রাখিব এবং যে যে গ্রামে দুর্ভিক্ষের কষ্ট হইবে তথায় কেনা দরে প্রজাদিগকে দিব। আবার এই সেবাক্ত সংকল্প ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্বে কার্য্যে পরিণত করা আমাদের দোষ হইতেছে না, কিন্তু ইহার পর আমাদের প্রজারা মার্চ্চ মাসে আউস্ ধান্যের চাস করিতে পারে, তাহার জন্য উক্ত তণ্ডুলের সহিত বিশেষ অর্থের ও আনুকূল্য করিব।

প্রস্তাবী বন্ধ করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র টাইমস্ যাহা লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"বঙ্গদেশে সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে গেলে একটী কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা উচিত। তাহা ৫০০০০০ তাঁহারা এমন জাতি যে আপনাদের রক্ষা করিতে সক্ষম এবং বাণিজ্য ও তাহাদের সাহায্য করিতে পারে না। ৫০০০ কেবল এই মাত্র নয়, পূর্ব্ব দেশে অতিশয় বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করা অনেক সময় ভার হইয়া উঠে। অন্যান্য প্রেরণের উপায় এত অল্প ও এত অসুবিধা পূর্ণ যে বহুত ২৫ ক্রোশের মধ্যে বিস্তরণোপযোগী খাদ্য সামগ্রী থাকিতেও একটী গ্রামের সমুদয় লোকের মৃত্যু হইতে পারে। পশ্চিম দেশীয় সুশৃঙ্খল গবর্ণমেণ্ট সকলের কার্য্যাদি যে রাজনীতি দ্বারা নিয়মিত হয়, এরূপ অবস্থাপন্ন দেশের পক্ষে তাহা যে খাটে না, সে কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট দিগের মধ্যে পিতা স্বরূপ, তাঁহারা কর্ত্তব্য প্রতিপালনে কুণ্ঠিত হইলে [illegible] মধ্যে ৬০০০০০ খাই [illegible] আমাদের দেশে প্রজাবর্গের [illegible] সেইরূপ [illegible] দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর লোক তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু এরূপ যুক্তি খণ্ডাইয়া করেন, তাঁহারা বিদ্যুতের প্রকৃতি বিষয়ে [illegible] "জল ক্রম পথে" বিদ্যুতের পক্ষে ইহা অতি দূরবর্ত্তী কাল এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। [illegible] কমিশনরদিগের [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

আছে এবং ফরিদপুরের প্লান্টারেরা এখনো যথেষ্ট শস্য সঞ্চয় করিতেছে; সুতরাং ক্রমে তাহারা প্রচুর সঞ্চয় করিয়া লইবে এবং বঙ্গদেশ শস্য শূন্য হইয়া যাইবে, বঙ্গদেশে শস্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিলে অধিক ক্ষতি কি হইবে? কেবল তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে অপর স্থান হইতে সেই শস্য ক্রয় করিতে হইবে। অথচ বঙ্গদেশে কয়েকখানি শস্য থাকিবে সেজন্য দুর্ভিক্ষ কষ্টের লাঘব হইবে। ● ● ● ●

ইংলিশম্যানের ইংলণ্ডীয় সংবাদদাতা বলেন, যে "এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় শ্রীশ্রীযুতা মহারাণী বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সমুদায় সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। ডিউক অব এডিনবরা যে দিবস ভারতবর্ষে উপস্থিত হন সেই দিবসেই তাঁহার সহিত মহারাণীর এ বিষয়ের চিঠি পত্র প্রায় চলিয়া থাকে"।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। আপনার প্রেরিত সংবাদগুলি আবশ্যক বোধ না হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীগোপীমোহন দত্ত, গোকর্ণী সার্কেল পাঠশালা। আপনার পত্রাটী কণ্টকল্পিত বোধ হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

কস্যচিৎ দর্শক মুন্সি, মগরাহাট। আপনার সংবাদগুলিও বিশেষ আবশ্যক বোধ হইল না।

আমাদিগের পঞ্জাবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমি কার্য্যোপলক্ষে ২রা ডিসেম্বর তারিখে ভেরা এক্সচেঞ্জ ঘাঁ হইতে নৌকা যোগে যাত্রা করিয়া ৯ই ডিসেম্বর তারিখের সায়ংকালে ভেরা গাজীখাঁতে পৌঁছিয়াছি। এ সময়ের মধ্যে সিন্ধুনদের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক কম হইয়া যায়, সুতরাং অনেক অনেক স্থানে বালুকাময় চড়া বহির্গত হইয়াছে, জলের গভীরতা এক এক স্থানে এত অল্প যে নৌকার তলা মৃত্তিকা স্পর্শ করে। কলিকাতা হইতে নৌকারোহণে হুগলি বা টাকী যাইবার সময় গঙ্গার ও নদীর উভয় পার্শ্বে যেরূপ বন উপবনও নগর সকল নয়ন গোচর হয় এবং প্রায় সর্ব্বত্র নৌকার গতায়াত ও মনুষ্য সমাগম দেখা যায়, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। কোন স্থানে বা অবশুষ্য বালুকাময় প্রান্তর কোথায় ও বা বনকণ্টক প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন এবং দূরে সলিমান পাহাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখা যায়, ও নদের উপর দিয়া আসিতে আসিতে প্রায় দ্বিতীয় নৌকার সমাগম দেখা যায় না। সিন্ধুনদে অসংখ্য কুম্ভীর দেখিলাম, একটী একটী চড়াতে রবিকিরণে ২০। ২৫ টী ক্ষুদ্র মধ্যম ও বৃহৎ কুম্ভীর শয়ন করিয়া আছে দেখা গেল। এই রূপ ৪। ৫ দিন ক্রমাগত দেখিলাম। সিন্ধুনদের গভীরতা, নির্জ্জনতা ও সৌন্দর্য্যে অনেক সময় মনকে বিমোহিত করিয়াছে, এবং নিম্নলিখিত সংগীতটী হৃদয়ে আপনা হইতেই উদয় হইয়াছে। কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তাঁহার রচনামধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি, দেখতেছে শুনতেছে হৃদয় আসীন প্রতি কর্ম্ম সাক্ষী রেখ তাঁহায় সতিন।

বাস্তবিক যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কলিকাতায় গঙ্গানদীতে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এই পঞ্জাব সীমার মধ্যবর্ত্তী সিন্ধুগর্ভেও বিরাজ করিতেছে। আমরা এতদূরে থাকিয়াও যে এক রাজ্যে অবস্থিত ইহা একটী কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে এ সকল স্থানে উজীরী প্রভৃতি নরঘাতকগণের অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত থাকিত, এখন ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এ সকল স্থানেও শান্তি রাজত্ব করিতেছে।

এখানে পৌঁছিয়াই দেখিলাম পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আসিবেন বলিয়া রাজপথ ও অট্টালিকা সমস্ত সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত হইতেছে, অস্ত্রস্থ সিবিল ও মিলিটারী ইংরাজ আফিসরগণ উৎসবোপযোগী আয়োজন করিতেছে, সিকটস্থ ইংরাজ ও সর্দ্দারগণ একে একে উপস্থিত হইতেছে। এই রূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে ১২ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতঃ দশ ঘটিকার সময় ডেবিস সাহেব সস্ত্রীক ও অন্যান্য সহিত সিন্ধু নদ পার হইয়া এখানে পৌঁছিলেন। নদের উপকূল হইতে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অশ্বারূঢ় সমস্ত দেশীয় সেনা ইঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই রূপ সমারোহের মধ্য দিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামাদির পর বেলা তিন ঘটিকার সময় ইঁহার শিবিরে সেভি ও উৎসবেই দরবার হয়, সেভিতে সমস্ত সাহেবেরা এবং দরবারে ইংরাজ ও সর্দ্দার গণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে অস্ত্রস্থ সৈন্য গণের প্রদর্শন হয়। এই সময়ে পঞ্জাব সীমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব সেনা পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন, সুতরাং প্রদর্শনটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, এবং ছোট লাট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য সায়ংকালে সাহেবদিগের মেস্ কোর্টে মহা সমারোহ হইয়াছিল, মেস্ কোর্টের বাহিরে চারিদিকে আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মহা ধুম ধামের সহিত (মস্) সাহেব বিবির অদ্ভুত মৃত্য গীত, ও বাদ্য হইয়াছিল। মহাশয়, আপনার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাকে অসভ্যতা তামুদ আর যাই করুন, ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত এই মস্ যেন যত সমাজে প্রবেশ না করে। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী মেম সাহেবদিগকে লইয়া এক এক জন পুরুষ যখন কৌশলে মৃত্য করিতে থাকে ও সাহেবেরা এবং দর্শকেরা করতালি ও বাহবা দেয়। দুর্ব্বল মনুষ্য যুবতী দিগের সহিত হাত ধরা ধরি করিয়া এরূপ মৃত্য করিয়া ও মিশ্রিত হইয়া কত দূর অবিচলিত থাকিতে পারে আমি বলিতে পারি না, এই মৃত্য দেখিয়া আমার এই প্রতীতি হয় যে এই মলের মধ্যে অধিকাংশ নিশ্চয়ই অধিকাংশ মস্তক মস্তকীর হৃদয়ে মৃত্য করিতে থাকে। যাহা হউক মেস্ কোর্টে এই রূপ আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাত্রী এক ঘটিকার পর ডেবিস্ সাহেব সস্ত্রীক শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

[illegible] ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে মহীশূর অশ্বারোহণে আর একটী সৈনিক ও সিবিল সাহেবের সমভিব্যাহারে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও মঠ দেখিতে গিয়াছিলেন। অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় মুলতানের [illegible] অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। একজন হিন্দু [illegible] শিক্ষক। এখানি বিশেষ পরিশ্রম সহিত শিক্ষা দান করিতেছে। ইক এমন, বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইতেছে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বোধ করি [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

১২ই তারিখের সম্ভ্রমকালে নগর ও [illegible] সকল আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়াছিল। [illegible] বিদ্যালয় ছাত্রদিগের চিকিৎসার্থে জোড়োয়াসি ডাক্তারখানার কার্য্যালয়, নব প্রবেশের তোরণদ্বার রাজার [illegible] দুই পার্শ্বের প্রাসাদ সকল বিশেষরূপে সুসজ্জিত ও আলোকিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নগর হইতে [illegible] পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ও বৃক্ষাদি [illegible] অনেক দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত [illegible] সেবাশ্রমটী নগরবাসীদিগকে [illegible] করা হইয়াছিল অবশিষ্ট অংশ 'মিউনিসিপালিটির' [illegible] সন্ধ্যা [illegible] হইলে [illegible] ৮ ঘটিকার সময় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর [illegible] সভার দ্বারে অশ্বারোহণে [illegible] [illegible] ঘোড়ার [illegible] [illegible] [illegible]

নশঙ্কর, পয়লা গ্রাম, কামারধারা বেশবাল ংটপাড়া, পুকুরা, মুলচর, বোপরাপাশা, ঘরাইল, চাঁচরতলা প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রামই প্রকৃত স্বর্ণগ্রাম হইয়া পড়ে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত স্বর্ণগ্রাম নিবাসী কেহ কেহ উক্ত রাস্তা ও খাল সংস্কার মানসে মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের নিকট রোড সেসের কত হইতে উহা সাধন উদ্দেশে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ডেপুটি বাবু নাকি বলিয়াছেন, ওঁহারা চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিলে সেই পরিমাণে টাকা তিনি ঐ কত হইতে দিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। পার্ব্বতী বাবুর এ প্রস্তাবটি মন্দ নহে। উক্ত স্বর্ণ গ্রাম নিবাসী মহাশয়গণ বাস্তীত উপরে যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছে তন্মধ্যে কেহ উক্ত কার্য্যে এক পয়সাও সাহায্য করিবেন, আমাদের এমত ভরসা নাই, কারণ তাহা হইলে এতদিন এতমত একটি ভাল রাস্তার এমত দুরবস্থা কেন হইবে? তবে স্বর্ণগ্রামে নবাগত ব্যক্তিরা সকলে ঐক্য হইয়া কিছু টাকা উক্ত দেশহিতকর কার্য্যে দিলে দিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে পার্ব্বতী বাবুর প্রস্তাবানুসারে কাজ হইবে কি না সন্দেহ স্থল। কারণ আমাদের দেশের কয়জন লোকে এইরূপ সৎ ক্রিয়ার প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত আছে? তাহাতে আবার উক্ত মহাশয়গণ নদী তীরস্থ বিশেষ কার্য্যব্যস্ত হইয়াছেন। যাহারা নদীতীরস্থ পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এখন ইহাঁদের এক একখানি ভত্রাসন করাই কষ্ট কর হইয়াছে। একখানি ভত্রাসন করিতে অনেক জমলা লাগে, সেই জন্যে আমরা উক্ত সেস মহাশয়দিগের নিকট সহসা ভত প্রার্থী না হইয়া পার্ব্বতী বাবুর নিকট ব্যগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি উক্ত কার্য্য হুই রোড সেসের কত হইতে করিয়া দিয়া বিক্রমপুরের মলিন ভাগকে সমুজ্জ্বল করুন আমরা জানি পার্ব্বতী বাবু বড় সৎকর্ম্মানুরাগী। তিনি একাজটি করিয়া গেলে সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন। মুন্সিগঞ্জের হুই জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হুই সাধারণ মঙ্গল জনক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্লে সাহেবের শ্রীনগরের রাস্তা ও বিমলা বাবুর কাশী পাড়ার ডিসপেন্সারি। সে হুটি কাজের সঙ্গে উপমা করিতে গেলে একাজটির মাহাত্ম্য অধিক হয়।

১১ ই পৌষ ১২৮০ স্বর্ণ গ্রাম — স্থিৎ বিক্রমপুর বাসী।

মহাশয়! এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জমিদার গণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রজার কষ্ট নিবারণ জন্য প্রাপ্য রাজস্ব না লইয়াও চাউল খরিদ করিয়া রাখিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা যে জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছি ইনি মনুষ্য কি দেবতা তাহা আমরা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম। ইনি দেওয়ানজী যাহা বলেন তাহাই করেন। সে যাহাহউক সম্প্রতি পাদিহাটীর বাজারে আলু, কলা, লেবু, ইক্ষু নারিকেল পান, তামাক, ও তুষতাদির ইজারা দিয়াছেন তাহাতে প্রজা ও চাষী উভয়ের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখনীর নহে। চাষীরা যেচ্ছা ক্রমে উক্ত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাদিগকে এক চেটিয়াদারদিগের নিকটে দ্বিগুণ, কখন ত্রিগুণ দরে ক্রয় করিতে হয় ১ পয়সার আলু, ২ পয়সার কখন ৩ পয়সা ও লইতে হয়, তাহাতে দুঃখী প্রজাদিগের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। পূর্ব্বে বারাকপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয় নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি যাওয়ায় পুনর্ব্বার ঐরূপ হইয়াছে এ বিষয় গোপনে তদন্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন উক্ত দেওয়ানজী ভিন্ন গ্রামবাসী অন্য কোন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

১২৮০ শ্রীতারকনাথ দাস
পাদিহাটী

১। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বালিয়াপাল থানা হইতে সরাইখানা পর্য্যন্ত যে সরকারী রাস্তা হইয়াছে, বর্ষাকালে তাহাতে মনুষ্য গমনাগমন করিতে পারেন না। উক্ত রাস্তায় গমনাগমন না করিলে, সম্যক কষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়গণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, ওঁহারা সদয় হইয়া পথিক গণের দুর্ম্মোচন কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। জীর্ণ সংস্কার করিয়া প্রতিবৎসর বহুল অর্থ বিনষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে, একবারে পাকা করিলেই কোন কষ্ট থাকিবে না।

২। উক্ত জেলার অন্তর্গত কাশর্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে জলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইয়াছে, তাহাও বর্ষাকালে পথিক গণের কষ্ট প্রদ হইয়াছে। রাস্তার মধ্যে যেসকল স্থান দিয়া খাল প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের উপরে পুল না হওয়াতে, পথিক গণের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। বাঁশডিহার ডাক উক্ত রাস্তাদিয়া জলেশ্বরে যাতায়াত করে। বর্ষাধিক্য হইয়া বন্যাউপস্থিত হইলে, কোন কোন সময়ে ডাকও বন্ধ হইয়া যায়। খালে নৌকাও নাই, সুতরাং ডাক হরকরাকে কোন কোন সময়ে সাঁতার দিয়া খাল পার হইতে হয়। অতএব সেই কয়েক স্থানে পুল করিয়া রাস্তা পাকা না করিয়া দিলে পথিক গণের কষ্ট নিবারণ হইবে না ইহাও আমাদের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত।

৩। উল্লিখিত বালিয়াপাল থানার অধীন কাশর্দ্দা আউটপোষ্ট হইতে বাঁশডিহার বিদ্যালয় পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত জন্য দরখাস্ত হওয়ায় শ্রীযুক্ত কবিসনর সাহেব মহোদয়, অনেক দিবসাবধি মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতএব প্রার্থনা এই, এবৎসর ইহাও যেন কার্য্যে পরিণত করিয়া মহোপকার সাধন করা হয়।

৪। মুসলমানদের সকলই উল্টা। আমা

দের কোন প্রাণ হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যয় দ্বারা সেই প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলমানদের গো প্রাণীর উপরে চাপার ন্যায় পাপের উপরে পাপ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াথাকে। কোন মুসলমানের মাতার সহিত তাহার স্ত্রীর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, সে (স্ত্রী) নিকটবর্ত্তী পিত্রালয়ে গমন করে। কিয়দ্দিন ভর পুরুষ যাইয়া স্ত্রীকে শ্বশুরে আনিবার প্রস্তাব করায়, "১ মাস মাতাকে পরিত্যাগ করিলে আমি গৃহে যাইব" বলিয়া স্ত্রী মতান্তর প্রকাশ করে। পুরুষ ক্রোধান্বিত হইয়া ৩ বার "তালাক" খাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। "তালাক" মুসলমানদের এক ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা। কিছুদিনের পর স্ত্রী আপন গৃহে আসাতে তাহার স্বামী গ্রহণ করেন এবং শান্তভার সহিত ও তাহার মিল হইয়া যায়। "তালাক" খাইয়া স্ত্রীগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় বলিয়া, সমাজিকেরা সহজে পতিত রাখেন। "তালাক" খাওয়া সত্য কি না তাহারও বিশেষ প্রমাণ হয় নাই। অনেক স্থান হইতে শুভ্র শ্মশ্রু মৌলবীরা আসিয়া কেহবা গৃহে বসিয়া এই ব্যবস্থা দেন যে, উক্ত স্ত্রী কিছু দিন পুরুষান্তর সংসর্গের পর তাহার প্রথম স্বামীকর্ত্তৃক পুনঃ গৃহীত হইলে, উক্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তালাকপ্রদাতা সমাজ-চ্যুত হইবেন। এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ অথবা ব্যবস্থা মনুষ্য সমাজে আছে বলিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারাযায় না, কিন্তু সংবাদ দাতা শপথ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ভরসা করি মুসলমান গণ সহি এই ঘৃণিত প্রথা স্থায় মূলোচ্ছেদে সচেষ্ট হইবেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয় অসার ও কাপুরুষ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? মুসলমানগণ সংসার ধর্ম্মে নিতান্ত বিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন, সে স্থলে সন্তোষের ও অন্য কিছু ঘৃণিত ব্যবহার মূলোচ্ছেদ করিবার অনুরোধ করিয়া উত্তেজিত করিতে সহি বিরোধক বলিয়া গণ্য হইতে হয়, তবে আমি স্বীকার।

[illegible] শ্রীযোগেন্দ্র

নদীয়ার মেলা

[illegible] সন ১৮৭৩ সাল [illegible] ডিসেম্বর

স্থানের নাম	নদীর জল কত ফীট ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে	১২
তথা হইতে ছয়পুর	২ ৩
তথা হইতে অগ্নিপুর	
৯ মাইলের মধ্যে	২ ১০
অগ্নিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	১ ১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২ ৪
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৯ মাইল [illegible]	২ ১

সন ১৮৭৩ সালের ১১ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ

১১

বহরমপুর ১১ এ ডিসেম্বর ১৮৭৩ — শ্রীযুক্ত সি,ই, উইল্স একটি ফিউটিং ইণ্ডিসিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণকরিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়
পেসোয়ার ১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ খাঁতাবা চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" " ভক্তপ্রসাদ সামন্ত—বেথালি ১০
" খাঁএবর্দ্দিন খাঁ—বেথরীগঞ্জ ১০
" " ইবদুল্লা খাঁ বেপ—বাবেখর ১০
" রাণী হরসুন্দরী জোতা সাঁতো ৪।০
" রাজা গোপীলাল পাঁড়ে পাকোড় ১০
" " অন্নদা প্রসাদ মুস্তু চৌধুরী মহিষাদি ১
" " ধনুমণি ঈশ্বর্দ্দ—ইংরাজবাজার ১
" " হরিনারায়ণ ঘোষ—ভদ্রা ১
" " রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ভরতপাড়িয়া ১০

[illegible] সংবাদ

[illegible] মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কোন প্রকার সংবাদই নিয়মিত প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৷০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৷৷৷০ টাকা, ত্রৈমাসিক অগ্রিম ৷৷০, মাসিক ৷৷৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, হাতি, খরাজ চিঠি, অথবা অর্ডার, ইহার অন্যান্য সম্বাদে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া অথবা গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে পত্র লিখাইয়া দেওয়া হইবে। তথাপি অতীত হইলেও একবার তাগাদা করা হইবে, তদনন্তর আর কাগজ দেওয়া যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে টিকি কাটিলে পত্রাদি শীঘ্র পাইবে।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা আর পরে প্রতি বার ৷৷০ তের আনা দিতে হইবে। বিনা বিজ্ঞাপনে [illegible] বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিলে [illegible] সহিত স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে হইবে।

[illegible]

৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

৯ সংখ্যা।

প্রবর্ত্তয়ন্ নঃ প্রতিবিদ্যয়ে ধিয়ঃ পুরন্ধিরস্মাসু সদস্তনী সহস্রিণী রয়ীরযুগ্বান্।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

সন ১২৮০। ২১ এ পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই জানুয়ারি

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

—০—

আমার পিতা ঠাকুর ভিক্টোরিয়ার পাদ মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ মূল ও বেগ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি কেন্দুলী পুর ও দুগসীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদনী পুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ সকল কলিকাতা হুমানুপের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী বিনা অপরাধে দ্বারায় চিকিৎসিত হইয়া বাসনা করেন তিনি ঐ ঠিকানায় পত্র করিলে, আমার দেখা পাইবেন ইতি।

শ্রীটোমনাথ পাল।

বাবু কালীচরণ ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৵০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৮ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা মহানগর ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য যাহা আহির পক্ষে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে, একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ ছিম পাই হিসাব প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ ছয় আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—:০:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের বাল্যকালীন জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৸০ ডাকমাশুল /০ আনা। এই, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স।
শালবাজার হিন্দু হোটেল ও সংস্কৃত যন্ত্র।

যে অরির মাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা সেবে রিয়াজমিত শীঘ্র, যক্ষ্ম, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইন ইন ব্যবহার ঘটিত যত রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
হুবরহুল মেডিকেলহাল
ভবানিপুর, কলিকাতা।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যন্ত্র ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৵০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ।/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল সহিত লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

...ছুরু...মাসচিকিৎসা। মূল্য ৫, ডাঃ...
...ডাকমাশুল ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

...ডাক্তার ৺ দুর্গাচরণ কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য বর্ণাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষগ্‌রত্ন ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কৃত নূতন মার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
শ্যামবাজার
২৯নং বহুবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

যিনি স্বয়ং অ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান প্রদায়ক ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্ন কর এতদুভয় পুস্তকের মহাশয়ের নিকট আসিতে বত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে ম মনের ভাব বিস্তর আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেদারনাথ রায় কর্ম্মকার।

—:০:—

হাইকোর্টের অধীনস্থ সকলের আবশ্যক মত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার পরীক্ষা দিতে যাইবে। পরীক্ষার্থী হইবার পূর্ব্বে ...পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে ১২ জন এক্‌জামিনার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯এ অক্টোবর এবং ১৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গেশ্বরের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা ...

...দিবে, সিনিয়ারদিগের পরীক্ষা ...
...হইবে আছুয়ারি মাসের শেষে ...
...কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্বারা তিন শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদিগকে ও যে তাহারা পরীক্ষার্থীদিগকে ... আহ্বান করিতেছে যে তাহারা ... জানিবার নিমিত্ত ... হয় যে প্রাথমিক হইয়া ... সার্টিফিকেট এবং ফেলো শ্রেণীর ... তাহারা যে কি জন্য দিয়াছেন ... একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা ... উপস্থিত হইতে হইবে। এই ... টাকা সহিত আমি মেকাদা পাঠাইলে তাঁহাদিগের সার্টিফিকেট তখনি পুনর্ব্বার ফিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উক্ত শ্রেণীর তারাদি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি হইতে কি জন্য দিবার এক এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একজামিনার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট ... করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ...
২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

...
...



সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রথম যুদ্ধে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ মিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয় তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদীর বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু তাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে রেজেষ্টরী ডাক মাসুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীভবতারণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ বে মঙ্গল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় ন্যায়পথে চলা ভাল বাসেন না।

অনেকে বলেন, যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষের মফস্বলে বাস করেন, তাঁহাদিগের সুখ্য হত ভাগ্য ও অসুখিত আর নাই। তাঁহারা একে ত স্বদেশ ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই দুঃখেরই শান্তি হওয়া কঠিন, তাহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষের মফস্বলের যে যে স্থানে বাস করেন সেখানে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় দিগের সহবাস সুখ নাই ও তাহাদিগের সহিত সুভাষিত-ভোগী সুখ অনুভব করা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় এক ব্যক্তি হও সুখ দেখিতে পান না। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় যে এক সুখ ভোগ করেন, উহা সমুদায় দুঃখকে পরাজয় করিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সে সুখে সুখী নন, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর নন, ইংলণ্ডেশ্বরীও নহেন। গবর্ণর জেনরল প্রভৃতিকে লোকানুরাগ পরবশ, ধর্ম্ম নীতি পরতন্ত্র ও আইনের পরাধীন হইয়া চলিতে হয়, অতএব তাঁহাদিগের সে সুখ ভোগের সম্ভাবনা কি? আমরা যে সুখের কথা কহিতেছি, তাহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারি দিগের পক্ষে ইহার তুল্য সুখ আর নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় এই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন স্বদেশ ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ দুঃখ কি ইহার সমীপস্থ বর্ত্তী হইতে পারে? আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ স্বেচ্ছাচারিতা প্রিয় থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, একেমন অনির্ব্বচনীয় সুখ। অন্য কোন সুখ ইহার ষোড়শ কলা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক গুলি উদাহরণ আছে। খোকা হত্যা কালে ধর্ম্মনীতি ন্যায় ও রাজনীতির মস্তকে কিরূপ পদাঘাত করা হইয়াছিল, তাহা কাহার অবিদিত নাই। একটী অপ্রসিদ্ধ উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। এক ম্যাজিষ্ট্রেটের এক জন প্রিয় পাত্র অকথ্য কোন কারণ বশতঃ একজন পুলিস কনষ্টেবলকে বিনা কারণে প্রহার করেন। পুলিস কর্ম্মচারী নালিশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয়পাত্রের দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক, অভিযোগ কর্ত্তা কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

এইরূপ কতক গুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম রাজপুরুষের কার্য্য ভারী করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটী বড় অন্যায় কার্য্য চলিতেছে, তদ্নিমিত্ত অনেকেই একান্ত বিরক্ত হইয়া আছে। যদি তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় হয়, তদর্থই আমাদিগের যত্ন। সে অন্যায় কার্য্য এই, প্রিয় পাত্র প্রতিপালন। অমুক জজ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে বদলী হইয়া আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আপনার প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই স্থানে আনয়ন করেন। এক একটী হল করিয়া নূতন স্থানের কর্ম্মচারি গুলিকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন এবং প্রিয় পাত্র গুলিকে সেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন যাঁহারা একাজ করিতে পারেন, তাঁহারা না পারেন এমন কি কাজ আছে। এরূপ লোকের উপরে বিচার কার্য্য প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ কি বিধেয় হয়? আমাদিগের মহামতি মর্ড্ড কারেল সাহেব এই সব লোকের হস্তে বিচার কার্য্যের অধিকার সংহারিত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন!! যাহা হউক, আমরা যে অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম, ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারী আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রধান কর্ম্মচারির আজ্ঞা বলবতী রাখেন, তাহাতেই উপরি লিখিত অন্যায় কার্য্যটী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ না করিয়া যদি কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারিদিগের আবেদন গ্রাহ্য হইয়া

[illegible] ঐতিহাসিক-কালের দোষ তার [illegible] আমার সহানুভূতি করেন, অন্যে উহার [illegible] দোষের নিবারণ হইতে পারে।

ছাত্র ও অন্যান্য সভাদের উপায় কি?

গত বৎসরের শেষ 'ঘন রাত্রে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের আদিপুরস্থিত ভবনে একটী "বল" অর্থাৎ বিবির ন্যায় হয়। তাহাতে এদেশীয় কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই। এই প্রশ্ন লইয়া সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা শ্রেণীবিশেষকে নিমন্ত্রণ করা না করা নিমন্ত্রণ কর্ত্তার ইচ্ছা, তাহা লইয়া বিচার কেন? কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা যদি লেপ্টনেন্ট গবর্ণর না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কাহারও কোন কথা থাকিত না। কর্ত্তৃপক্ষদিগের সকল কর্ম্ম ও কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার অধিকার থাকাতেই সংবাদ পত্রেরা এবিষয় আলোচনা করিতে সাহসী ও অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও এবিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়? ইহার ভাল মন্দ অনেকগুলি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমোদ করিবার এবং আমোদ দিবার জন্যই বন্ধুদিগকে বৃত্তা গীতাদিতে নিমন্ত্রণ করা। এদেশীয়েরা ইউরোপীয় নৃত্য প্রণালীকে এরূপ ভদ্র রীতি বিরুদ্ধ ও নির্লজ্জতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্লেশ ভিন্ন আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করাই নিষ্ফল। দ্বিতীয়তঃ, এদেশীয়েরা [illegible] তাঁহারা স্ত্রী [illegible]

থাকেন, সুতরাং যে-স্থানে স্ত্রীলোক যুবতী স্বাধীন ভাবে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন সেস্থানে তাঁহারা যাইতে বা সেরূপ আমোদ করিতে জানেন না। এদেশীয়েরা সভ্যসমাজে মিশিতে জানেন না, তাঁহারা অনেক সময় ইউরোপীয়-দের ব্যবহারের অর্থগ্রহণে ভ্রান্তিতে পড়েন, সুতরাং ইউরোপীয় দিগের আমোদে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না আমরা ভাবিয়া পাই না। এই দুই কারণ অবলম্বন করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কার্য্য করিয়াছেন বলিতে পারা যায় না। যেটীই হউক ইহার কোনটী সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় কারণটী এত সঙ্কীর্ণ যে ইহার প্রমাণতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মে। যে শ্রেণীর ইউরোপীয়েরা এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব অবলম্বন করিয়া বসেন আমাদের সংস্রব তাঁহারা অল্প মনে, তথাপি আমাদের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বোধ হয় সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বোধ হয় এদেশ-সুলভ [illegible] লক্ষন করিয়া থাকিবেন এবং ইংরাজি ভদ্র সেই যুক্তি অবলম্বন করিলেই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার এত কথা করিতেছেন।

কলিকাতার রিফেরমর-কর্ত্তৃক [illegible] দেখা যায় যে এদেশীয়েরা [illegible] শ্রেণীদিগকে আপন আপন পরিবারের মধ্যেও যাইতে দেন না তখন সেখানে তাঁহাদের সহিলাদা ইউরোপীয় বিচরণ করেন সেখানে কিরূপে [illegible] ইচ্ছা করা অসঙ্গত। এতদ্ব্যতীত [illegible] কিন্তু এতা [illegible] ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যদি [illegible] আবশ্যক হয়, তাহা [illegible] কার্য্যে কি আমোদ ও [illegible] সেই প্রস্তাবিতস্থলে [illegible] নয়। আমরা [illegible]

[illegible]

[illegible] ঐতিহাসিক-উপন্যাস ও গার্হস্থ্য [illegible] নকল করায় ও পুস্তকের [illegible] দেন। এক ইংরাজি মহাত্মা, যে [illegible] যেরূপ ও [illegible] কারাগারে গমন করিয়াছিল [illegible] ইংরাজি, সে বিষয়ের আমরা [illegible] পরিচয় [illegible]

বন্ধ রাখিয়া বিবাদের চিন্তা আবশ্যক বোধ হইতেছে। তৃতীয় সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বিষয়েও অধিক লেখা উচিত বোধ হয় না; কারণ কেহ তাঁহাকে এক বার নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দেন কেহ বা আবার অপরাধী বলিয়া ধরিয়া আনেন; সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি কমিশনরদিগের বিচারে কি হয় না দেখিয়া কিছু লেখা কর্ত্তব্য নয়। এখন আমরা কি করি? এক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আমাদের বন্ধু হইলে কোথায় কিছু না পাইলে তাঁহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া, আস্ফালন করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিতাম, পাঠকগণ পড়িয়া "খুব তেজকলম" বলিয়া কত প্রশংসা করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুখও বুঝি আর থাকে না। তিনিও স্বদেশে প্রস্থান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এখন আমরা কি করি? এখন ঘরাঘরি বিবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সহযোগিদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করা যাউক। সংবাদপত্রেরা উকীল না জজ, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমরা কয়েকটি প্রবন্ধের সহযোগীর মত জানিতে পারিয়াছি। এবং অনেক গালি ও বিদ্রূপ সহ্যও করিয়াছি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। যে প্রশ্নটী করিয়াছি তাহা সংবাদ পত্র মণ্ডলের পক্ষে একটী গুরুতর ও অত্যাবশ্যক প্রশ্ন। সকলে মিলিয়া চলার সীমা না করা কর্ত্তব্য।

অদ্য আমরা আর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। এটিও একটী গুরুতর প্রশ্ন এবং এটীও আমরা সহযোগী মণ্ডলের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি। প্রশ্নটি এই, সংবাদ পত্রদিগের অসঙ্গতি ভয় করা কতদূর কর্ত্তব্য? পূর্ব্বের মত এবং পরের মত, পূর্ব্বের কথা এবং পরের কথায় অমিলনের নাম অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি পরিহারের জন্য সংবাদপত্র দিগের কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত? আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের মনোগত ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেছি। মনে কর এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইলেন। সেই পত্র প্রথমে কৃষকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জমিদার দিগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে জমিদার বিরোধী পত্র বলিয়া জানিল। মনে কর কিছুদিন পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন একটী অনুষ্ঠান করিয়া দেশের অনুপকার সাধন করিলেন। এস্থলে সেই পত্রের কর্ত্তব্য কি? যদি কৃষক দিগের উকীল হইয়া জমিদারদিগের গুণগান করেন, তাহা হইলে তাঁহার জমিদার বিরোধী নাম থাকে না। লোকে অসঙ্গতি দোষ প্রদর্শন করে আবার ইহাও বলে যে পত্রের মত ও কার্য্যের সঙ্গতি নাই তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হয় না। তাহাকে ইংরাজীতে "অনপ্রিন্সিপলড" পত্র বলিয়া থাকে। সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য কিন্তু তদ্দ্বারা কতদূর আবদ্ধ হওয়া উচিত? আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই কোন কোন পত্র দেশ সংস্কার করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা শ্রেণী বিশেষের দোষকীর্ত্তন ভিন্ন গুণানুবাদ করিবেন না। যখনই সেই ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের কথা উপস্থিত হয় তখনই তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া বহির্গত হন। এরূপ সঙ্গতি থাকার একটী ফল এই যে কোন পত্রের মত কিরূপ কোন পত্রের রুচি কিরূপ তাহা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কোন ব্যক্তির নাম করিলে তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির বর্ণনা করা যাইতে পারে সেইরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকের মতের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্যই সংবাদপত্রেরা প্রায় সঙ্গতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হন, এবং অসঙ্গতি দর্শন করিলে দোষ প্রদর্শন করেন। আবার কেহ কেহ সঙ্গতি অসঙ্গতি গ্রাহ্য করেন না। প্রসিদ্ধ লেখক এমারসন বলিয়াছেন "সঙ্গতি নির্ব্বোধদিগের ভূষণ"। সকলে এতদূর স্বীকার করিবেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক বাঙ্গালা সংবাদপত্র'দিগের মধ্যে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত। কারণ এবিষয়ে একটী পরিষ্কার সংস্কার না থাকাতে অনেকে অনেক সময় সত্যের সীমা অতিক্রম করেন।

কাশীতে অত্যাচার।

কাশীতে অনেকগুলি অত্যাচার আছে। যাঁহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতেছেন, সময়ে সময়ে সেগুলি তাঁহাদিগেরও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। আর যাঁহারা নূতন যান তাঁহারা যে কেমন বিরক্ত বিদ্রূপ ও জ্বালাতন হন, যাঁহারা ভুক্তভোগী না হইয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজ নহে। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিয়া সেগুলির নিবারণ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া কহিতেছি, প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সেবিষয়ে অন্ধ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার প্রতীকারের কোন উপায় করিলেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা গেলে যদি উহার প্রতিবিধানের কোন সদুপায় হয় এই আশায় আমরা এইক্রমে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ হয় এক ব্যক্তি পূর্ব্বে কাশী দর্শন করেন নাই, বঙ্গদেশ হইতে নূতন গেলেন। রেলগাড়ি হইতে নামিয়া নৌকা ভাড়া করিলেন। ৸০ আনা ভাড়া হইল। আমরা আশ্বিন মাসের প্রথমে

করা করিতেছি। তখন গরু ও লোক অত্যন্ত প্রবল। সমান পাড়ি দিবার যো নাই। তিনি রাজঘাটে নৌকায় উঠিলেন, মাঝিরা রামনগরের দিকে চলিল। যখন ভাড়া কম, কথা ছিল, মাঝিরা অন্য লোক লইতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা দুই একজন করিয়া লোক তুলিতে লাগিল। রাজঘাটে আর রামনগরে প্রায় এক ক্রোশ অন্তর। এই এক ক্রোশ পথ মাঝিরা দুই একজন করিয়া ১০। ১২ জন লোক তুলিয়া লইল। অনন্তর রামনগর হইতে পাড়ি দিয়া বলাখেমের ঘাটে উপনীত হইল। ভাড়া দিবার সময়ে উহারা বিষম গোলযোগ আরম্ভ করিল। শেষে ৶০ আনা অধিক লইয়া ক্ষান্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট দেখুন মাঝিকদিগের কত অত্যাচার। প্রথমতঃ লোক লইবার কথা ছিল না, লোক লইল। দ্বিতীয়তঃ একরূপ জোর করিয়া বলপূর্ব্বক অন্যরূপ লইল।

আগন্তুক ব্যক্তি এইরূপে মাঝিকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীরে উঠিলেন। মুটিয়ার মাথায় দ্রব্য সামগ্রী দিয়া পশ্চাৎ ঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাট হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া মুটেদিগের প্রতিরোধ করিয়া কহিল, ঘাটওয়ালার পয়সা না দিলে মোট ছাড়িয়া দিব না। পরিশেষে দুই একটী নয়, চারি আনা চাহিয়া বসিল। শেষে ২৫ আনায় রফা হইল। আগন্তুক এই সকল ব্যাপার শুনিয়া অবাক হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ এই, তিনি কলিকাতায় এরূপ ঘাটওয়ালা দেখেন নাই, কেহ এরূপ বলপূর্ব্বক কখন ও ঘাট নিকট হইতে পয়সা লইতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বে কাশীর কেবল প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, কাশীতে যে এ প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা কখন তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই।

এক্ষণে আমরা ইন্সিটিউট আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ঐ অত্যাচার শুলি কি চির কাল এইরূপ থাকিবে? গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? যদি বলেন, আদালতের দ্বার খোলা আছে, নালীশ করিলে তার হয়। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি দুই দিবস গাড়ির মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কাশীতে উপনীত হইল, নালীশ করিয়া ঐ অত্যাচারের প্রতীকার করা কি তাহার পক্ষে সহজ? নালীশ করিবা মাত্র কি কোন বিষয়ের প্রতীকার হয়? সাক্ষী লইয়া দুই তিন দিবস আদালতে যাতায়াত করা আর দুই আনা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা হর্ণার কোন্‌টী সহজ? ক্লান্ত ব্যক্তির ইহার অন্যতর কোন্ পক্ষের অবলম্বনে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে? কাশী বাসিদিগের মধ্যে এরূপ লোকও অনেক আছে, তাহারা কোন্‌টী অন্যায় ও কোন্‌টী অত্যাচার নয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারিল না বলিয়া কি বাস্তবিক অত্যাচারগুলি অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে না? ইহার নিবারণে উদাসীন হওয়াতে কি গবর্ণমেণ্ট অধর্ম্মভাগী হইবেন না? উল্লিখিত অত্যাচার দুটী নিবারণের সহজ উপায় আছে, তবে কেন গবর্ণমেণ্ট উদাসীন হইয়া উহার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতেছেন? প্রতি ঘাটে এক একটী সাইন বোর্ড এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হউক, ঘাটওয়ালা প্রভৃতি যদি কোন বাধা করিয়া কাহার নিকটে কিছু লয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবে। যাত্রিরা ঐ সাইন বোর্ড দেখিয়া সতর্ক হইবেন, ঘাটওয়ালা প্রভৃতিও অত্যাচার পরিত্যাগ করিবে। [illegible]

ও লোক [illegible] অত্যাচারের [illegible] নিবারণ করা [illegible] আবশ্যক।

পুলিসের [illegible]

পুলিসের বর্ত্তমান দোষগুলি অধমা অবস্থা বর্ণন করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া থাকেন। প্রায় এমন সপ্তাহ যায় না যাহাতে পুলিসের কোন না কোন দোষ প্রদর্শিত না হয়। এমন সংবাদ পত্র নাই যাহাতে বার বার পুলিসের দুরবস্থার ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি এবিষয়ে বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। আমরা এবিষয়ে অনেকবার প্রবন্ধ করিয়াছি কিন্তু তথাপি পুনর্ব্বার এবিষয়ে প্রবন্ধ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বর্ত্তমান পুলিসের এরূপ হীনাবস্থার কারণ কি এবং তাহা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না এই চিন্তা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোকের অভাবই ইহার একটী প্রধান কারণ। পুলিসের কর্ম্মে যেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার সে অনুসারে বিবেচন করিতে গেলে ইহার বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা যে সম্পূর্ণরূপে সেই ভারের অনুপযুক্ত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এবিভাগে যেরূপ অল্প বেতন দেওয়া যায়, আর কোন বিভাগে তাহা সেরূপ নহে। এত অল্প বেতনে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাবতীয় আর অন্য বিভাগে কিছু করিবার উপায় নাই তাহারাই এই বিভাগে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়; এই অল্প বেতন যেরূপ অবলম্বন করিয়া তাহারিগকে বিবেচনা [illegible]

এরূপ অবস্থায় উৎকোচ গ্রহণ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী কি না? অধিক উৎকোচ লাভের আশায় যন্ত্রণা ও নিগ্রহ প্রদান করাও আবশ্যক হয়। এই কারণেই পুলিসের ধর্ম্মনীতি এত নিকৃষ্ট হইয়া আছে। যে সকল মোকদ্দমা চালান করিলে ও বিশেষরূপ তদারক করিলে গবর্ণমেণ্টের গোচর হইবার এবং পদ ও বেতন বৃদ্ধির [illegible] পুলিস কর্ম্মচারিরা সেইগুলি [illegible] জের জন্য একটু যত্ন [illegible], তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায় ছোট ছোট মোকদ্দমায় কিছু কিছু লইয়া ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং পুলিসদ্বারা সম্যকরূপে দুষ্ট দিগের দমন হয় না। আমরা মধ্যে মধ্যে পুলিসের সংশোধনের জন্য অনেক প্রস্তাব করিয়াছি, অদ্যও একটী প্রস্তাব করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করেন এই আমাদের প্রার্থনা। সে উপায় এই, প্রত্যেক পুলিস ষ্টেশনে এক একজন সুশিক্ষিত কর্ম্মচারি রাখিবার বিধান করা হউক এবং তাঁহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পিত হউক। তাহা হইলে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম সুশিক্ষিত ও ভদ্রলোক থাকিলে পুলিসের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের আচরণ হইয়া থাকে তাহা হইতে পারে না; দ্বিতীয় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা পুলিস পর্য্যন্ত গিয়াই শেষ হয়, বাদিদিগের দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণে বিচারালয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদেরও বিচার হওয়াতে সমাজের অনেক উপদ্রব নিবারণের উপায় হয়।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নূতন লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্মচারি আছেন তাঁহাদিগকেই বিবেচনা পূর্ব্বক বিভাগ করিতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিছু দিন হইল আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা না হয় নূতন সেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্য হইতে এই সকল লোক মনোনীত করিলে চলিতে পারে। সেই ত গবর্ণমেণ্ট সব ডেপুটীদিগের তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিতেছেন এবং তাহাও দেওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের একজনকে সেইরূপ ক্ষমতা দিয়া যদি প্রত্যেক পুলিস ষ্টেশনে রাখিয়া দেন আমাদের প্রদর্শিত সুফল ফলিতে পারে। বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার পুলিসের হস্তে থাকিলে আদালত সকলের মোকদ্দমার ভারও অনেক কমিয়া আসে। আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, পাঠ করিলেই আমাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হইবে। মনে কর গ্রামের মধ্যে একটী দুর্দ্দান্ত লোক আছে। সে কোন অপেক্ষ কৃত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে এক দিন প্রহার করিল, প্রহৃত ব্যক্তি পুলিসে সংবাদ দিল। পুলিস একটু হাঁক ডাঁক করিয়া হয় কিঞ্চিৎ উৎকোচ লইয়া সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল, নতুবা রীতিমত এজাহার প্রভৃতি লইয়া আইনসঙ্গত কার্য্য করিল বাদীর অবস্থা যদি ভাল হয় সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইল। তাহার পর সাক্ষী পূজা উকীল পূজা পাথেয় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যয়ের পর হয় ত প্রহারকারী মুক্তিলাভ করিল নতুবা তাহার ৫ কি ১০ টাকা জরিমানা হইল। ইহাতে কি দুষ্টের দমন হইয়া থাকে। আর সামান্য বিষয়ের জন্য এত ব্যয় করাই বা কর জনের সাধ্য? যদি পুলিস ষ্টেশনে একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারি থাকিতেন এবং তাহার হস্তে বিচারের ভার থাকিত তাহা হইলে এই ৫ টাকা দণ্ড একদিনেই হইয়া যাইত।

বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা।

আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে মুচিরা চর্ম্মের লোভে এক প্রকার বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের সকল লোকের পাহারা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। গরুর অর্থাৎ গরু হারাইবার সময় হইলে অনেকে গরু হারিয়া দিয়া থাকে। গরু সকল সমস্ত দিবস মাঠে চরিয়া সায়ংকালে আপন আপন গৃহে আগমন করিয়া থাকে। দুরাত্মা মুচিরা এই সুযোগে এক প্রকার বিষ লইয়া মাঠে গমন করে এবং কদলী পত্রের মধ্যে বাঁধিয়া গাভী দিগকে আহার করিতে দেয়। উক্ত বিষ উদরস্থ হওয়ার পর দুই এক দিবসের মধ্যে প্রায় সেই গাভী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ সংবাদ অনেক বার আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের গ্রামের নিকট এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তির একটী গাভী এক স্থানে বাঁধা ছিল, ইত্যবসরে দুইজন মুচী গাভীটীর সন্নিহিত হইয়া উহাকে পাতে বাঁধিয়া কি একটী খাইতে দিল। সেই গরুর মাথান তখন কিছু ঘুরে ছিল, দুরাত্মারা তাহা দেখিতে পায় নাই। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঐরূপ বিষ প্রয়োগের কথা শুনিয়াছিল সুতরাং সে টী "বিষ খাওয়াইল" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগকে পুলিসে দেওয়া হয়, পুলিস কর্ম্মচারিরা গরু মরিলে পুনরায় সংবাদ দিবার কথা বলিয়া অপরাধীদিগকে তখন ছাড়িয়া দেয়। তদ্ভিন্ন এক দিনের মধ্যেই গরুটী মারা পড়িয়াছে। গোস্বামীরা পুনরায় পুলিসে সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়

পুলিস কর্ম্মচারিরা অ[illegible] দেয় না। ইহার কারণ কি? শুনিতে পাওয়া যায় গো ঘাতকের। গোস্বামী প্রভৃতিকে ১০ টাকা দিতে চাহিতেছে। পুলিসের যে কিছু পূজা করে নাই কে বলিতে পারে? এক্ষণে গো ঘাতকদিগের নামে আবার লণ্ডে অভিযোগ উপস্থিত করা ব্যতিত গোস্বামীদের আর উপায় নাই। কিন্তু তাহার ব্যয় ও কষ্ট কত তাহাতেই জানেন। গোস্বামীরা যদি তাহাতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আর এই দুরাত্মা দুষ্টদিগের শাস্তি হইবে না। পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান করুন আমরা পুলিসের উৎকর্ষ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি এই ঘটনাটী তাহার যৌক্তিকতা আরও সমর্থন করিতেছে।

—:০:—

সরাসরী বিচার।

নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইনের মধ্যে সরাসরী বিচার বলিয়া একটী প্রকরণ আছে। যখন এই আইন প্রথম প্রচলিত হয় সকলেই এই ধারাটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই ধারা অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অথবা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকেরা কতকগুলি অপরাধের সরাসরী বিচার অর্থাৎ লিখিত পঠিত না করিয়া বাচনিক বিচার করিতে পারেন। তাহার কোন রেকর্ড রাখিতে হয় না কেবল একখানি রোজি, তাহাতে মোকদ্দমার তারিখ, বাদী ও প্রতিবাদীর নাম মতের আরজ এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয় লিখিয়া রাখিতে হয়। একবৎসর হইল এই নূতন আইনমত বিচারাদি হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহাতে ইষ্ট কি অনিষ্ট ঘটনা হইল তাহা আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে সেসনসোপরদ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে ছয় মাসের কারাগারে প্রেরণ করিবার জন্য আইনের [illegible]

করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা সংকলন করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের গোচরার্থে প্রেরিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই ভারতের মহাবীর এত সংকীর্ণ যে আমরা রিপোর্টগুলির মোমর্ম্ম কিছুই জানিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র দেখা গেল যে সকল রিপোর্ট এই প্রণালীর ইষ্ট ফলের উল্লেখ করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের কতিপয় বক্তব্য আছে। প্রথম, যে সকল মকদ্দমায় আপীল নাই এবং যাহার সাক্ষ্য প্রভৃতির রেকর্ড রাখিতে হয় না তাহাতে কোন প্রকার অবিচার হইল কি না কমিশনরেরা কিরূপে জানিলেন? দ্বিতীয়তঃ মনের মত কথা বলিলে যখন দণ্ড হইবার আশা আছে এবং অমনিমত কথা বলিলে যখন ব্রডলি সাহেবের ন্যায় কিম্বা লেভিস সাহেবের ন্যায় দুরবস্থার আশঙ্কা আছে, তখন তাঁহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা কহিতে পারিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ। স্থানীয় জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা অধিকাংশই সাহেব, তাঁহাদের উপর অনুসন্ধানের ভার হইয়াছিল তাহারাও সাহেব, সুতরাং বিশেষ রূপে অনুসন্ধান হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, আমরা শ্রীকার করিলাম যে কমিশনরেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কথা কহিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলে ভদ্র ও উপযুক্ত লোক বটেন, কেন অপক্ষপাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না? কিন্তু তাঁহাদের কথা অবলম্বন করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যখন আমাদের প্রার্থিত সংখ্যক হুকে এই ক্ষমতা অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তখন এবিষয়ের পুনঃ বিচার আবশ্যক হইয়াছে। এই বিচার প্রণালী [illegible]

[illegible]

যে অনেক অনিষ্টের হেতু হয় এবং অনেক অত্যাচার ও পীড়নের মূলীভূত কারণ হয় তাহাতে বিচিত্র কি? বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজেরা যেরূপ যথেচ্ছাচারী ও এদেশীয়দিগের বিদ্বেষী, তাঁহাদের হস্তে এই ক্ষমতা দেওয়া আর "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ" করা সমান। যথাবিধি বিচার ও দুই তিন আদালতে আপীলের নিয়ম সত্ত্বেও যখো মধ্যে স্বেচ্ছাচারি ইংরাজদিগের কোপে পড়িয়া এক একজন এদেশীয়কে যে প্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যায়, তাহা স্মরণ করিলে এপ্রকার ক্ষমতা প্রদানের কথা শুনিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলিবেন কেন? বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটেরা ত আছেন? আমরাও স্বীকার করি যে তদ্দ্বারা আশঙ্কিত অনিষ্টের কতক নিবারণ হইতে পারিত; কিন্তু যে প্রকার বেতনে মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে সে আশা বড় নাই। মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর উক্ত মাজিষ্ট্রেটদিগের নাম প্রেরণ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের মনোমত লোক মনোনীত করিবেন তাহা কি সহজেই বোধ হয় না? বিশেষ মফস্বলে হাকিমদিগের যেরূপ প্রতাপ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কয় জনের সাহস হয়? অতএব অনেক স্থলে তাহাদিগকে সাক্ষীগোপালের ন্যায় রাখা হয় মাত্র।

আমাদের বক্তব্য এই, মোকদ্দমার ব্যয় ও সময় অল্প করিয়া দরিদ্র বিচারার্থিদিগের ক্লেশের শান্তি করা ও আদালতের ব্যয় অল্প করা উচিত। আবার ব্যক্তি বিশেষ মফস্বলবাসি ইংরাজ হাকিমদিগের হস্তে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করাও অযুক্ত। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি সরাসরি বিচারের প্রথা তুলিয়া দিয়া আদালতের জঞ্জাল ঘুচাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন অগ্রে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নতুবা নিজ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেট মনোনীত না করিয়া দেশ বাসিদিগের প্রতি লোক মনোনীত করিবার ভার অর্পণ করা উচিত। তাঁহাদের সকলেরই সুশিক্ষিত ও স্বাধীন লোক হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবেন। ইহা হইলে সুবিচারের কতক আশা থাকে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

একমাত্র পদার্থে দুই পক্ষের লোভ থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মে। ইহা একবার অন্তরে মনুষ্যের ক্রোধ হিংসা, বিদ্বেষ ঘৃণা প্রভৃতি সকল কুবৃত্তিই জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ না বিপক্ষের উচ্ছেদ হয় ততক্ষণ কোন ক্রমে সুস্থির হইতে দেয় না। এক উভয় পক্ষের উচ্ছেদ নতুবা অন্য তর পক্ষের উচ্ছেদ এতদ্ব্যতিরেকে বিবাদের মীমাংসার অন্য উপায় থাকে না। এসিয়াটিক মিউজিয়মে মৃত হরিণ শিশুটী সম্মুখে রাখিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রের বিবাদের যে প্রতিকৃতিটী দেখা যায় তাহা এই অবস্থার দৃষ্টান্ত স্থল। জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইরূপ বিবাদের কথা ইতিহাসে শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বাণিজ্য যখন প্রথমে আরম্ভ হয় শুনিতে পাওয়া যায় তখন দুইটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইয়াছিলেন। কিছুদিন উভয় কোম্পানির তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল পরিশেষে একটীর বিনাশ হইয়া সেই বিবাদের শান্তি হইল।

সম্প্রতি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুইটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম বর্ণ্মাল্যাণ্ড ও মিউনিসিপালিটী ব্যাঙ্ক; দ্বিতীয় বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। প্রথম ঘটনার বিষয়ে আমরা গত বারে যে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম শুনা যাইতেছে প্রায় তাহা ঘটিতেছে। হগ সাহেব নাকি পুলিসের লোক নিযুক্ত করিয়া পথে ঘাটে ব্যাপারিদিগকে ধরিয়া নিজের রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। শীল বাবু তত লোক নিযুক্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই, এ এক প্রকার মন্দ নয়। আমরা ভাবিতেছিলাম, সকল হাঙ্গমা ফুরাইয়া গেল, শেষে লিখিব কি? কিন্তু আবার এই একটী উপস্থিত হইয়াছে, এখন অনেক দিন কাগজের লেখার সংস্থান হইবে। দেখা যাউক "কালা হাঙ্গে কি বলা হাঙ্গে"।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিবাদের বিষয় পাঠকগণকে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। অনেক দিন হইল বোম্বাই নগরে পূর্ব্বোক্ত নামে একটী ব্যাঙ্ক ছিল। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক কালক্রমে সেই ব্যাঙ্কের সহিত এজেন্সী কার্য্য খুলেন তদবধি উভয়ে উভয়ের এজেণ্টের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৭ সালে বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইবার কথা হওয়াতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে আপনাদের হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য একজন এজেণ্ট প্রেরণ করেন। তদবধি বোম্বাই প্রদেশে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটী স্বতন্ত্র এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮৬৭ সাল হইতে পুরাতন বোম্বাই ব্যাঙ্কের স্থানে একটী নূতন বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তাহাতে সম্মত না হইয়া আপনার

[illegible] এই বিষয় লইয়া এই দুই ব্যাঙ্কের মধ্যে এই কয় বৎসর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ কেহ সেক্রেটারি বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে বোম্বাই প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিয়াছেন এই আদেশটী যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে তাহা সহজেই বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ বোম্বাইর এজেন্সী কার্য্যে তাঁহাদের যেরূপ হইতে ছিল তাহার ব্যাঘাত হইতেছে, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অনেক শাখা ব্যাঙ্ক আছে, বোম্বাইর কার্য্যালয় উঠিয়া গেলে তাহাদের কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পক্ষে উভয় সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছে। যদি ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশ মতে আজ আজ উঠিয়া আসেন বিপক্ষদিগের নিকট অপমান সহ্য করিতে হয়, যদি বোম্বাই নগরে থাকিতে মূলধনের হয়, গবর্ণমেণ্টের অপমান করা হয় এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ছাড়িতে হয়। তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক আর বোম্বাই ব্যাঙ্কের দ্বারাই হউক গবর্ণমেণ্টের কাজ চলিলেই হইল। তবে বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে অপদস্থ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল মাত্র এজেন্সীর কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করিতে পারিবেনা এই নিয়ম করিয়া দিলেই হইত। তাহা হইলে বোম্বাই ব্যাঙ্কের অংশীদারদের না একটু ক্ষতি হইত না। গবর্ণমেণ্ট যখন যাহাদের সহিত কিছুকাল কারবার করিতেছেন তাহাদের এই স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিবিধ সংবাদ।

২২ এ পৌষ বুধবার।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা করেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি মার্টিন এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে এই মকদ্দমায় যে বিষয়টী মীমাংসার্থ উত্থাপিত হয় তাহা নিতান্ত গুরুতর, সে সম্বন্ধে উচ্চ আদালতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য সমুদায় হিন্দু সমাজ ব্যগ্র তাহাও আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে মকদ্দমা উপলক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মকদ্দমা মাত্র। অতএব এ মকদ্দমা আমি প্রিবি কাউন্সিলে প্রেরণ করিতে পারি না।" মার্টিন সাহেব আইন সঙ্গত কথা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু সকল বিষয়েরই কাহারও উদাহরণ আছে। মকদ্দমাটী ৭৫ টাকার বটে কিন্তু তাই বলিয়া এ মকদ্দমা সমুদায় হিন্দুজাতির সমষ্টীয় যে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে তাহার মূল্য কতদূর, এ বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া প্রিবি কাউন্সিলে প্রেরণ করা উচিত ছিল।

২৩ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতের স্বাধীন সিরাজ স্বাধী পুরস্কার পীড়িত হইয়াছেন। স্বাধীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে, তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বেলালাবাদে যাইবেন স্থির করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পাতিয়ালার রাজা বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ যদি একটী কল খোলা আবশ্যক বোধ হয় তিনি ১০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

স্বাধীরের সহিত তাঁহার বোর্ডিংস্থ অকৃত্য বিবাদ সম্বন্ধে কাহারও কোন যোগ চলিতেছে। স্বাধীর পুলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন যে কেহ তাঁহার নাম করিলে কলহের মত। আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার বন্ধুগণ স্ব স্ব সম্পত্তি [illegible]

[illegible] দুইদল [illegible] বাঙ্গালোর [illegible] বাঙ্গালোর [illegible] ইংরাজ [illegible] ইংরাজ [illegible] ইংরাজ

ভালই করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে কি ফল হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, সাক্ষী শ্রেণীর মধ্যে এমন একটী লোক আমরা দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডের সাধারণে এ সকল সাক্ষীকে যেন এদেশের প্রতিনিধি বলিয়া মনে না করেন।

কিছুদিন হইল বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ আবেদনাবাদে যে এক সভা হয় সম্প্রতি উহাতে আর একদল হিন্দু যোগ দিয়াছেন।

নর্থ উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর হওয়াতে রাজী তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

গত শনিবার টাকা ও মুক্তীতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের চর্চ্চ বশনরি সোসাইটি বঙ্গদেশের মুর্ত্তিপূজাবিরত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড খুলিয়াছেন।

ব্রহ্মের প্রধানতম কমিশনর অনরেবল ইডেন সাহেব শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

১ লা জানুয়ারি হইতে বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি পোষ্ট আফিসের একটী ফুরি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বাকুড়া ও হরীগঞ্জের পোষ্ট আফিসের মধ্যে এই চুক্তি হয়। একশত টাকার ৮ আনি, ৫০ টাকার ২ আনি ২০ টাকার ১১ খানি অর্দ্ধ মোহর এবং ১০ টাকার ৫ খানি অর্দ্ধ মোহর সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭০ টাকার মোট চুক্তি হয়। ছোট ও মোট কিছুই ধরা পড়ে নাই।

গতকল্য বারাণসী হইতে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে আচার পুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে, উহা আগামী মের পূর্ব্বে হইতেছে না।

গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীরামপুরের নিকটে ঘোরা গ্রামে একজন চৌকিদার মাঠ হইতে ধান্য চুরি করিতেছিল, এমন সময় আর একজন চৌকিদার দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন উত্তর না দেওয়াতে সে তাহার মাথায় উকতে এক ঘা আঘাত করে, আঘাতের কয়েক ঘণ্টা পরে উহার মৃত্যু হইয়াছে। আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজত দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ের বিচার হইতেছে।

২৪ এ পৌষ শুক্রবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন ঢাকা নগরের একজন প্রাচীন অধিবাসী মর্ব্বজন সাহেব তত্রত্য মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, এক টাকার উত্তম চাউল ২। ১৪০ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। মোটা চাউল ২। ২৵ মণ বিক্রীত হইতেছে। সুতন ধান্য এক টাকা মণ মধ্যবিধ ধান্য ৩২ সের এবং উত্তম ধান্য ২৭ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরাতন মধ্যবিধ ধান্য টাকার ১৫ সের বিক্রীত হইতেছে। বোধ হয় এরূপ সস্তা দুই এক মাসের অধিক থাকিবে না।

৭ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ১১৫২৪০ টাকা আয় হয়। গত বৎসর ঐ সময় ৪৯০০৪০ টাকা হয়। অবধ পুনলাইন উক্ত সপ্তাহে ৩১৩৪০ টাকা এবং গত বৎসর ৩৯১২০ টাকা আয় হয়।

এখনও পর্য্যন্ত আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজদিগের যোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আসাল্টরা নদী পার হইয়া আসিয়াছে।

২৭ এ পৌষ শনিবার।

বর্দ্ধমানের সাংক্রামিক জ্বর বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন লার্ড বর্দ্ধক তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া পূর্ব্বে যে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তদনুসারে অনেকে প্রস্তাব লিখিয়া বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাব পরীক্ষার ভার বঙ্গদেশের সার্জ্জিটারি কর্ম্মচারি ও মেডিকাল কালেজের প্রিন্সিপালের উপরে অর্পিত হয়। তাঁহাদের পরীক্ষায় একটী প্রস্তাবও উত্তীর্ণ না হওয়াতে লার্ড বর্দ্ধক দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন দিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। এ নিমিত্ত পুনরায় ঐ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবারকার প্রস্তাব গুলিও প্রাক্তন পরীক্ষকদিগের নিকটে ১৮৭৯ অব্দের ১লা জুলাইর পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদিগের বোধ হয় সামান্য পুরস্কারের নিমিত্ত কোন বহুদর্শী বিচক্ষণ ও প্রাচীন সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন নাই, এই জন্যই অতীউসিদ্ধ হয় নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ টমসন সাহেব আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। তিনি স্বদেশে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া একজন সামান্য রেলওয়ে ক্লার্ক হন পরে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এবং পরিশেষে ছোট আদালতের জজ হইয়া স্বদেশ গমন করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও ক্লেশসহিষ্ণুতাই এই উন্নতির মূল।

ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র সমূহের ইংরাজী অনুবাদগুলির কি হয় টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ একজন সংবাদদাতা তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি দুই একখণ্ড অনুবাদের জন্য উক্ত আফিসে আবেদন করা হয়, আবেদনকারীকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় যে গ্রাণ্ড সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অনুবাদগুলিতে অনেক গোপনীয় বিষয় আছে। আফিস হইতে সেগুলিকে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। অন্যত্র লইয়া যাওয়া দূরে থাকুক আফিসের কেহ তাহা দেখিতে পায় না। সেগুলি ভারতবর্ষ হইতে যাইবামাত্র কেহ আফিসে প্রেরণ করা হয়, তথায় সেগুলি বান্ডিল বাঁধিবার পরিমাণ বৃদ্ধি করে যায়। ইণ্ডিয়া আফিসে দেশীয় সংবাদ পত্রের এই দুর্গতি।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা।

গাজীপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে ১০ এ তারিখ সময়ের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। শোকের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই। বারাণসী—বৃষ্টি হয় নাই, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মির

বিবরণে জানা যাইতেছে যে এপর্য্যন্ত বৃষ্টির অভাবে কোন ক্ষতি হয় নাই। মুরাপুর, মূল্য সমান রহিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই। দক্ষিণ দিকে বৃষ্টির অভাবে রবিশস্যের ক্ষতি হইতেছে। পরদিকওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম হইতে আমদানী চলিতেছে। গোরকপুর, ১১ এ ডিসেম্বরের পর আর বৃষ্টি হয় নাই। এখনও রবিশস্যের অবস্থা ভাল। যদি ১০। ১২ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় তবে শস্য উত্তম জন্মিবে। রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে মূল্য কমিয়াছে। বস্তি, মূল্য সমান রহিয়াছে। রবিশস্যের অবস্থা উত্তম। কৃষকেরা প্রাণ পণে জল সেচন করিতেছে। আজিমগড়, মূল্য সমান রহিয়াছে, বৃষ্টির একান্ত আবশ্যক, জলসেচন চলিতেছে। এখন কইরুচি হয় নাই। জৌনপুর, মূল্য প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়। রবিশস্যের অবস্থা এখনও উত্তম আছে, অযোধ্যা হইতে কলম আমদানী চলিতেছে।

১৯ এ অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কয় দিবসের মধ্যে কলিকাতা হইতে ১২০৫ ৮২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং ৬৮ ৯১১ মণ মাত্র আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রপ্তানী ও আমদানী অন্যান্য বণিকদিগের দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজে প্রায় ১০০০০০ মণ আমদানী করিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে ১ লা নবেম্বর অবধি ১৫ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে প্রায়, ২১০০০০ মণ শস্য বন্দর দশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। রপ্তানী কিছুমাত্র হয় নাই। কটক হইতেও অন্যান্য স্থানে অনেক শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

হুগলী রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতা হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রায় ১৩০০০ মণ শস্য [illegible] আনীত হইয়াছে।

[illegible] প্রায় ১৮০০০ মণ চাউল বিদায় [illegible] রিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া এবং গোয়ালন্দ প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে ৮৫০০০ মণ চাউল রাজসাহী জেলার অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

নৌকায় প্রেরণাধিক্য হইবার আশঙ্কায় অধিকাংশ স্থানের গঞ্জের গাড়ি দ্বারা বহন করা হইতেছে।

উড়িষ্যাতে তিন লক্ষ মণ চাউলের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত সেখানকার কর্ম্মচারীরা আরও ১২৫০০০ মণ চাউলের যোগাড় করিয়াছেন। এই সমুদায় তণ্ডুল জানুয়ারি মাস শেষ না হইতে হইতে কলিকাতায় আনীত হইবে। গড় পড়তা ২৫ আনার অধিক দর পড়িবে না।

বর্দ্ধমান ভিন্ন অন্য কোন স্থানের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেছে না। কিন্তু বিহারের নীল করেরা বথেষ্ট উৎসাহের সহিত সমাদরের আমদানী করিতেছেন। মুরশিদাবাদ পুটিয়া রাজসাহী এই কয়স্থানে চাউল ক্রয় করিয়া ক্রীত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তঃপাতী বোবিলি নামক স্থানের রাণী রাজ্যেশ্বর দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য ৪০,০০০ মণ চাউল দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার একটী জমিদারীর ৯০০০০ হাজার টাকা খাজনার মধ্যে ৪০,০০০ হাজার টাকা রেহাই দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সর জর্জ্জ কাম্বেলের সহোদর চার্লস ক'বেল সাহেব ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকাতে নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন—

"আমার আতা সর জর্জ্জ কাম্বেল পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আজিকার পত্রে যে আমি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। এবিষয়ে তাহা হইতে মতান্তর হইতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে বিতাড়ন বাধ্য না হইলে তিনি এরূপ বিপদের সময় তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিতেন না। এরূপ বিপদের সময় তাঁহার মত একজন উৎসাহী [illegible]

[illegible] কার্য্যে [illegible] ইহার [illegible] কার্য্য [illegible] কিছুদিনের জন্য ঘরে আনিবার সংকল্প আমরা স্থির করি। গবর্ণর জেনেরলও ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন। তাহার পর দেখা গেল যে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইল এবং পত্নীর সেবার জন্য তাঁহাকে বিলাতে এরূপ বিপদ বিপদ করেন এবং বিলাতেই বা অন্যায়াসে ফেলিয়া আসেন এই চিন্তায় তিনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। তাহার চিকিৎসকও বলিয়াছেন যে তিনি আর এক শীত পর্য্যন্ত কার্য্য করিলে মৃত্যু হইবে না। এই কারণে পূর্ব্ব সংকল্প এক প্রকার পরিবর্ত্তিত ছিল। যখন অধিক তাঁহার এক বাস পত্র পাইয়াছি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible] থাকিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন তাহা অনিশ্চিত। যত দিন কার্য্য করিবার সাধ্য থাকে ততদিন এদেশে থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি, লোকে চাও ইহা যে আমি থাকি। এখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে [illegible] আমার স্ত্রী [illegible] আসিবার পর [illegible] করিয়াছি—আমার [illegible] কাজ [illegible] পারি।"

[illegible] স্ত্রীর [illegible] আনয়নের জন্য [illegible] যাত্রা করিয়াছেন।)

"এখানে [illegible] হইয়া [illegible] রেজিষ্টরের [illegible] মত

স্থির করিতে পারি নাই। শস্যের অবস্থা বড় মন্দ বোধ হয়, এ শতাব্দীতে এরূপ মন্দ অবস্থা কখনো হয় নাই, কিন্তু কয়েক বৎসর উত্তম চাষ হইয়াছে। আজিও শস্যাদির মূল্য অতিরিক্ত রূপ যাতে যাই। কত শস্য জন্মিয়াছে আমরা এখন জানিতে পারি নাই। আজিও আমরা বঙ্গদেশের এত অল্পই জানি যে অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হয় ত একটু হইলে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারি অথবা হয় ত একটুর অভাবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। অতএব আমরা আমাদের সাধ্যে যাহা আছে করিব, এবং কি হয় দেখা যাইবে।"

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরই যখন মত এই, তখন দূর দেশবাসী আমাদের মত ব্যক্তিদের মতের মূল্য নাই। আমি বহুদিন বঙ্গদেশে বাস করিয়া এবং অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানিয়াছি তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে কেহ কেহ যে প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন সেরূপ বিপদ ঘটিবে না। আমরা সহজে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব এবং কার্য্যতঃ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিলে কি হয় দেখাইতে পারিব।

১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে সারউইলিয়ম গ্রের নিকট কাশ্মীর যাত্রা অবধি সার জর্জ্জ কিরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই কেন? যাহা হউক আমি আশা করি যে আগামী শীত কালে তাঁহার কিছু উপকার হইতে পারে এবং তিনি যত দিন না বিপদ কাটিয়া যায় ততদিন সুস্থ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারি

৮ই ডিসেম্বর
১০ ইষ্টমপ্রেস। চার্লস্ ক্যাম্বেল।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এস্থানে এক শীতকালে শীতের অধিক অধিক অনেকে বসন্তদিনের দিন হইতে দুই দিন ধরিয়া যথেষ্ট বারিবর্ষণ হওয়াতে শীতটা গুরুতর বোধ হইতেছে, এই সময়ে এখানে বারিবর্ষণ হওয়াতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার হইবে।

২। মুলতানস্থ কমিসরিএট আফিসের হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু হীরানাথ ঘোষ যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তিনি এখান হইতে বদলি হইয়া গোয়ালিয়রে গিয়াছেন, তাঁহার গমনে মুলতানস্থ বঙ্গীয় সমাজ মস্তক মুণ্ডা হইয়াছে। মুলতানের ন্যায় মিলিটারী ষ্টেসনীতে যত বাঙ্গালী থাকে তাহার মধ্যে অধিকাংশই কমিসারিএট ডিপার্টমেণ্টে অন্তর্গত সুতরাং হেড ক্লার্ক বাবুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে। হীরা বাবু ব বু মনীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের শোভা করিতেন।

৩। যে কয়েকজনের মধ্যে বিশ্বস্ত মহের দোকান ও চা বাগান করিয়াছিলেন তিনি নানা প্রকারে বঙ্গীয় লোকদিগের উপকার করিতেন, যে কোন ও হোটেল উঠিয়া গিয়াছে ও সকল কথা তাঁহার বংশীয় বাঙ্গালির মনে হইবে কেন?

৪। সম্প্রতি মাইল্স নামক এক জন ইঞ্জিনিয়র এখানে সিবিল কার্য্যের জন্য এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়র হইয়া আসিয়াছেন। লোকটী উপযুক্ত ও ভদ্র বোধ হয়। ইঁহা দ্বারা অনেক প্রভূত উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। প্রভূত উপকার হইবে। আমার বিশ্বাস যে ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা দেশীয় এঞ্জিনিয়ার দ্বারা অনেক কার্য্য হয়

৫। সিন্ধু উপত্যকার রেল্ ওএ কার্য্য সত্বরতার সহিত হইতেছে। বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যে ভাওলপুরের নিকটস্থ শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত খুলিবে, অন্যান্য ডিভিজনেও খুব কার্য্য হইতেছে। মুলতানে টেলিগ্রাফ ও পঞ্জাবী কর্ম্মচারী অনেক জমিতেছে। এক এক ডিভিজনে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। যাহাহউক রেল্ ওএ ও খাল খননে অর্থ ব্যয় হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে যে উপকার ও আয় হইবে তাহাতে অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় না। বারিক নির্ম্মাণে যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় হয় তাহার উপর ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা নাই।

৬। ছাউনীতে ইউরোপীয় সৈন্য প্রভৃতির জন্য যে বেশ্যার মহল ছিল কিছু কম হইল তথায় একটা হস্পিটাল হওয়াতে প্রাচীর বেষ্টিত একটী সরাই মধ্যে সকল বেশ্যাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যে দ্বারা তথায় যায় তাহাদিগকে কত কগুলি নিয়মের অধীনে থাকিতে হয়, রাত্রি দশটার পর তথাকার দ্বার রুদ্ধ হয়, দ্বার দেশে একজন পুলিসের লোক থাকে, ইহাতে ভদ্র লোকদের অনেক শাসন হইয়াছে, লজ্জার ও প্রকাশের ভয়ে যাইতে পারে না। সর্ব্বত্র বেশ্যাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও এইরূপ নিয়ম হইলে বড় উপকার হয়, ভদ্র লোকেরা আর যাইতে সাহস করে না।

৭। মুসলমানের লোকের বড় ইচ্ছা ছিল যে কেশব বাবু এখানে একবার আসেন, না আসাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সরল ভদ্রলোক এখানে আছেন, তিনি বক্তৃতা প্রভৃতি দিকে আর ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বীকার করেন না। ইহাতে কতকগুলি ইয়ংবেঙ্গল ছড়াইবার সাধ হয়, অনেকের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়, অনেকের হৃদয় সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় না। স্থায়ীফল উৎপাদন করিবার জন্য সাধন প্রকরণ ও পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের আচরিত উপাসনা প্রণালীর আবশ্যকতা, বহুল পরিমাণে প্রচারের চেষ্টা করিলে হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক হইতে পারে ও শুষ্কতা চলিয়া যায় তবে বক্তৃতায় যে উপকার নাই তাহা নহে ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে অনেক বক্তৃতা প্রভৃতি যে পরিমাণে অভাব আছে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সেই পরিমাণে থাকা করিবেন। কেশব বাবু যে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার মধ্যে এত মুগ্ধ ও মাতা হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে কেশব বাবুর যাহা আছে তাহা ইংলণ্ডের বড় বড় পাদ্রী ও ধর্ম্ম প্রচারকদিগের নাই অর্থাৎ

সরল ভাব ও " অন্তর্দৃষ্টি " ব্রাহ্ম জগতে ও অন্যান্য অনেক ধর্ম জগতে আজ কাল যেরূপ ভক্ততা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব দেখা যায় তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে পাছে অন্ধ-মুষ্টির ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি ভক্ত ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে কেশব বাবুকে কর্তাভজা মনে করেন কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্মের বিপরীত কিছুই দেখিলাম না বরং ব্রাহ্মধর্মের গাম্ভীর্য ইহাতে অনেক দেখিয়া শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনকার বিখ্যাত পত্রিকায় নিম্ন লিখিত বিষয় প্রকটিত করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রঃ—ওকালতি ব্যবসায় একটী মহৎ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়। এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মাত্রের স্বাধীনতা থাকা উচিত, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের লোক নিয়ন্ত্র হইলে, তন্ত্র থাকিতে পারেন না, বরি য়তা সকল গুণকে অপলাপ করে, সুতরাং ওকালতি ব্যবসায়িগণের সদ্গুণের সমু-পায় নির্ণয়ণ করা সমাজের কর্তব্য। সম্প্রতি উকীলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এরূপ অবিশ্রান্ত উকীলের সৃষ্টি হইলে, যেকালি অপেক্ষাও ওকালতি অবশ্য ঘোর মার হইয়া দাড়াইবে, এ ব্যবসায়ের যে কিছু গৌরব আছে তাহার লেশ মাত্রও থাকিবেক না।

দ্বিঃ—সকল বিষয়ের এডভোকেট্‌রা ভাল নয় বটে, কিন্তু এত বাড়া বাড়িও ভাল নয়।

সম্প্রতি কি হাইকোর্ট কি সকল কোর্ট সকল স্থানে উকিলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এ ব্যবসায়ে প্রবেশ করা বড় বিষম ব্যাপার হইয়াছে। অনেকে বলেন, যে ওকালতি স্বাধীন ব্যবসায়, বহুমোর কাঁচির উপর ইহা নির্ভর করে, এত লোক ছেড়ে এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে কেন? গবর্ণমেণ্টের ইহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। লোকে নিজে ঠকিয়া ঠকিয়া কেন কাজ করেন না? আমি বলি, এটী অন্যায় যুক্তি, সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। কোন বিষয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ব্যতীত (বিশেষজ্ঞ ভাল কীয় বিষয়) পরিচালিত হইতে পারে না। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন কেন থাকিবেন? এবং যখন ব্যবহারাজীবগণের দ্বারা দেশের একটী মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তখন সে মনের অল্প সৌষ্ঠব

বর্দ্ধনও গবর্ণমেণ্ট কেন করিবেন না? যা করেন গবর্ণমেণ্টের দোষ, সম্পূর্ণ দোষ তাহা একশত বার বলিব। আমরা গবর্ণমে ণ্টকে এরূপ অনুরোধ করি না যে গবর্ণমেণ্ট নিজ ভাণ্ডার হইতে ইহাঁদিগকে অর্থ সাহায্য করুন, কিন্তু ইহা অবশ্য করিতে পারেন, যে যেখানে যত ব্যবহারাজীবের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। আমি বলিয়া করিলাম, যে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবেশাধি কার রহিত করা, একটু কাঠিন্য হয়, কিন্তু ন সমস্তে তখন রাজা, সকল প্রকার প্রজার মঙ্গল কর্তা, তখন তাহাদের অবশ্য উৎকর্ষ না করিয়া অপকর্ষ করা রাজার ধর্ম নহে। এত অধিক সংখ্যা লোককে অনর্থক প্রবেশাধিকার দিয়া তাহাদের ভয়ঙ্কর লোষণ, আর মর্য্যাদার কোন উপায় উদ্ভা বন্ধ না করিতে দেওয়া অপেক্ষা কিছুদিন প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সমস্তাসুলারে প্রবেশ করিতে দেওয়া অতিশয় ন্যায় যুক্তি, গবর্ণমেণ্ট যখন এত কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা লইতেছেন, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে কি লইতেছেন, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর লোষ-ণের উপায় না করা কোন্ অন্যায় কাজ!!! বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট এরূপ সতি আইনে একটী মহৎ কার্য্য করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন, এবং উহা বিদ্যা ও ধার্মিক [illegible] তখন তাহাদের আর [illegible] না হইবে, কতদূর [illegible]

যখন [illegible] সেরূপ [illegible] ব্যবহারাজীবদের [illegible] অত্যাবশ্যক, তখন তাহাদের প্রায় অ-লোকের হিতার্থ, হিতার্থ, অনুরোধে বা ঘরের কিয়াপে ভর্তি লোক ব্যবহারাজীব হইতে পারে? ব্যবহারাজীব মাত্রেরই সুতরাং দুর্লভ পুস্তক ও বিদ্যারত্ন যার যাহাতে অনেক লেখার আছে না হইলে, কিরূপে তাহারা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সুতরাং কাজে কাজেই 'ব্যবহারাজীবগণকে অনেক পথে পদ চালনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। এজন্য আমরা সাধুমত প্রার্থনা করি, যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আনুকূল্য হইলে, সুতরাং ব্যবহারাজীবগণকে [illegible] বিদ্যায় না দেন এবং একটী একটী কোর্টের জন্য ব্যবহারাজীবসংখ্যার একটী সংখ্যা স্থির করুন।

দ্বিঃ—ওকালতি পরীক্ষার পূর্বে তত্রত্য বংশ মর্য্যাদা ইত্যাদির কোন পরীক্ষা হয় না। ইহাও পরীক্ষার বিষয়ে ভুক্ত হইলে ভাল হয় বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা [illegible] পাওয়া যায় না। এজন্য যাহাদের ক্রোধ কাজ কর্ম্ম নাই তাহারাই ওকালতির পরীক্ষা দিয়া বেড়ায়। কোথায় কত বিদ্যান এ ওকালতী পরীক্ষা দিতেছে, না, কয় ঘরে দুটী আওরে শিক্ষিত লোক সকল ওকালতি পরীক্ষা দিয়া এ ব্যবসায়কে [illegible] করি তেছে। আমাদের বিবেচনায় আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং ওকালতি পরীক্ষাতেও কাজ নাই, দুটী [illegible] কি সেই যথেষ্ট হইবেক। এক দুর্ঘটনার, তিনী [illegible] এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ভিন্ন আর কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না সত্ত্ব [illegible] সম্পাদকই [illegible] উহার [illegible] হইবেন, এবং তাহারা [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] [illegible]

ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে ক্রমে [illegible] গ্রেড নাম করিয়া লিখিয়া লইবেন। তাহা না হইলে ওকালতীর ভদ্রতা নাই।

শ্রী

মহাশয়! এস্থানের বহুতর ভদ্র লোক সাতগাঁছিয়া হইতে ভাউলট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুতের নিমিত্ত মহামান্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে "আপনাদের প্রার্থনানুসারে কর্ত্তব্যাবধারণ নিমিত্ত মহা মহেন্দ্র আবেদন পত্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট করণ ার্থ করিলাম"। যাহা হউক মহামান্য মহাশয় যখেষ্ট অনুগ্রহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের মান্যবর শ্রীযুক্ত কমিশনর সাহেব বাহাদুর যদি এতদ্দেশীয় প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই কীর্ত্তি উপলক্ষে তাহাদিগকে উপস্থিত দুর্ভিক্ষরূপ মহামারী হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমাদের মনস্কাম সকল ও অভিলাষ পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় যোগ্যতাপন্ন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবচ্চন্দ্র বসু মহোদয় যথেষ্ট মনোযোগের সহিত প্রজার রক্ষার উপায় অবধারণ করিতেছেন এবং কোন স্থানে কি উপায়ে প্রজাগণ রক্ষা পাইতে পারে, ইহা পরিজ্ঞান জন্য স্থানে স্থানে পরিভ্রমণও করিতেছেন। খড়ি হইতে জাহ্নবী নদী পর্য্যন্ত প্রায় ২ ক্রোশ দীর্ঘ এক খাল খনন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাতেও অনেকের রক্ষা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে বৃদ্ধি দেখিতেছি। আবার ভিন্ন ভিন্ন মহকুমার গ্রাহকেরা আসিয়া আরও ধৃত করিতেছে। শুনিলাম একড় [illegible] হার কোন চাষার বাড়ীতে কএক জন মেপারী ঘরং বিচালী বান্ধিয়া টাকায় ৪৫ সের ধান্য ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বোধ ছিল, কাটোয়া মহকুমা অপেক্ষা হুগলি ভাল থাকিবে, কিন্তু তাহা গতিক দেখিয়া বিবেচনা হইতেছে, সকলেরই প্রায় এক দশা উপস্থিত হইবার উপক্রম। উৎসংহারে বক্তব্য এই প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষ বাঞ্ছীত অনাহার উপায় নাই।

শ্রীবাটী
১২৮০

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আমাদের দেশহিতৈষী লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নানা উপায় করিতেছেন। স্থানে স্থানে চাউল প্রেরণ করিতেছেন। এখানেও প্রায় দুই হাজার মণ চাউল আসিয়াছে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের এই পুলিসের অত্যাচার তাহা নিবারণের উপায় কি স্থির করিলেন? এখানে পরিগ্রামের চৌকি [illegible] অবগত আছেন।

[illegible] ঐ কারা করেকটি- [illegible] কারের প্রজাদের [illegible] ছলাম হয়, সেই- [illegible] ছিল না। পুলিসের এমনি মোহিনী শক্তি যে তাহাকে [illegible] যা তে যাইতে এরূপ কলটিস্তা করিয়া লিখে যে আদালতে যাইয়া খাকার করিয়া যে আমার ঘরে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই আমি চুরি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এমত শুনা যায় যে সেই চক্রে চৌকিদার তাহাকে তাহার ঘর হইতে ধরিয়া আনে। এস্থলেও লোক তাহাতে মারার লাল পাকড়ি সত্ত্বে। শুনিলাম যে মেজরাখাতের হুকুম হইয়াছে।

মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খাগড়িয়ার নিকটবর্ত্তি চেরাখেরা নামক মহীতে একটী লোকে দুইটী কুম্ভীর ধরিয়া মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশায় গতি করিয়া লইয়া গিয়াছে। একটী লম্বা ১২ হাত আর একটী ১১ হাত। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেয় পুরস্কার পশ্চাৎ লিখিব।

খাগড়িয়া
২৬ এ ডিসেম্বর।

খাগড়া।

সম্পাদক। পুলিসে, স্থানীয় সম্বাদদাতা, নিরপেক্ষ, লোক হিতৈষী, লোক প্রিয় লোকের অভাব সম্বন্ধে সময় সময়ে প্রায় সকল সংবাদপত্রে এবং সকল সমাজেই অনেকানেক কথা শুনা যায়। অমুক পুলিস অমুক সুকাজ করিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত ভিন্ন কোন পুলিস কর্ত্তৃক ভাল কাজ করিয়াছেন, এ উল্লেখটী প্রায় বিরল। সৎকাজ ও সদনুষ্ঠান করিয়া যথোচিত উৎসাহিত হইলেই সৎকার্য্য এবং সদনুষ্ঠান কর্ত্তাদের অভিমীত বিষয়ে আধিক্যরূপ অনুরাগ জন্মে এবং একের যশোঘোষণা দেখিয়া অন্যের যশোলালসা বলবতী হইয়া উঠে। সংবাদ পত্রই সেই যশোঘোষণার একমাত্র সুলভ উপায়। আমি সেই অভিপ্রায় ও তদনুযায়ী সুযোগাভাব, কর্ত্তব্যকর্ত্তা, নিরপেক্ষতা এবং পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন কয়েকটী পুলিসকর্ম্মচারী মহোদয়ের যথা জ্ঞান গুণকীর্ত্তন করণাশয়ে এই সময়ের জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় পৃষ্ঠপোষণার্থ মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, অন্যথায় বিবেচনা না হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কএক পঙক্তি যথা স্থানে প্রকটিত করিলে সকল মনোরথ হইব।

মহাশয়! আমি এই মালদহ জেলায় আজ কাল দেখিতেছি এবং বিশেষ পরিচয়ও পাইয়াছি যে, মালদহ পুলিসে ভাল লোকের অভাব নাই। সহর মফস্বল উভয় স্থলেই ভাল ভাল লোক আছেন। বাবু ব্রজসুন্দর মৈত্রের মহাশয় (ইন্‌স্পেক্টর) সুযোগ্যতা, কর্ম্মপটুতা ও নিরপেক্ষতা গুণে সহর ষ্টেসনকে সংস্থাপিত করিয়া রাখিতেছেন। তিনি বীর কর্ত্তব্য কার্য্যে যদি দীর্ঘ আয়ুঃ থাকিয়াও সপ্ত ত একটী আর সামান্য কার্য্য সম্পাদিত করিতেছেন এবং করিতেছেন ভবিষ্যতেও করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তাঁহার প্রণীত "ব্রজাঙ্গ বিবৃতী" ই তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল।

মৌলবি এলাহিবক্স (ইন্‌স্পেক্টর) যে

তত্রত্য লোকদিগের এমনি প্রিয় ও অনুরাগের ভাজন হইয়া উঠেন যে তাঁহার পদ,

[illegal] ...ছে। ইহা উৎসাহের [illegal] "ছেলে [illegal] ...ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম [illegal] ...ছিলেন। ইহাঁর বিদ্যানুরাগ ও পরোপকার [illegal] ...অধিবাসী আছে, কালিয়াচক স্কুল এবং ...ছাত্রবৃত্তি [illegal] ...ছে।

...মৌলবি সাহেব মহাশয় কষ্ট ও পরিশ্রম ...করিয়াছিলেন তাহা বিফলিত ...হইয়া পড়ে তাহারা ...ছে, পল্লি গ্রাম (বিশেষতঃ মালদহ জেলায়) যত ...এবধি সংকার্য্য সম্পাদিত হইয়া ...ছে, তিনি তত আর কিছু করিতে পারেন নাই। ...দ্বারে দ্বারে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সর্ব্বাগ্রে স্থানে স্থানে ...পর্য্যন্ত জল সত্বরেই পাইয়াছেন বলিয়া ...যায়।

মফঃস্বলে থাকিয়া এতদ্দেশীয় পুলিস ...কথা বলিতেছে। ইহাঁর নাম বাবু ব্রজলাল ...চট্টোপাধ্যায়। তিনি কালিয়াচক থানার নব ...ইন্‌স্পেক্টর। তিনিও মৌলবি সাহেবের ন্যায় ন্যায়পর প্রিয় মিষ্টভাষী ও পরহিতৈষী ...ক। সদনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁর অনু ...রাগ বেশি দৃষ্ট হইতেছে। তিনি কার্য্যভার ...সহকারে আপন উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ...নিকট বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁর ...তুষাসনে এতদ্দেশের অধিবাসিদের ...ন্যায় দুঃখে যেরূপ দাতা হইয়াছেন তাহাতে ...প্রথম [illegal] তাহার [illegal] ...ছে। [illegal] তাঁহার কথাও কম শুনা ...যায়। সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান ...করে। [illegal] ...ছেন। [illegal] ...করিয়াছেন।

...ন্যায়পরতা ও [illegal] ...হইয়াছে। [illegal] ...ছেন। [illegal] ...ছেন। [illegal] ...ছেন

রেজিষ্টরি করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

৫ সংখ্যা।

যথাশ্রুতা প্রতিপত্তিনায় পার্থিব সম্বন্ধো অনিমন্ধনী ন শ্রীয়সা। *

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৵০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ৵১৫ টাকা
সন ১২৮০। ১ লা পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই ডিসেম্বর
মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩) তের টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য ন পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থ দের অনাচার ও লোভের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীসমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য /১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং গোঁওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

গুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।

কলিকাতা ২৪ নং নির্ম্মাফর্শ লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের ইতর পুর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময় দিতে পারিবে। এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় ও ভ্রমিত অশুদ্ধ হয়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্ম দাতাগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা যাইতে পারে, মানেজার মহাশয়ের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রাপ্তির কারণ ইষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় লিখা হইবেক।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বালতা এনট্রান্স স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় মাষ্টরের পদ শূন্য আছে। প্রথম মাষ্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাষ্টারের ৩০ টাকা পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাষ্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } শ্রীবিধুচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এ অক্টোবর } বালতা পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা বারিশাল

মুক্তফল।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে শল্য চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর স্থান দ্রব্য গুণ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং রাজারাম অক্রুরের লেনে, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত চারি ফরমা করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্বরেই ফরমা বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ফরমা /০ ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে মফস্বলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ ২৯ এ কার্ত্তিক } শ্রীঅধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—১০১—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হোটেল কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত মিরলি খণ্ড ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৵০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵০ ফক্সের [illegible] ৮, ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খণ্ড নূতন উত্তম ছাপ সমেত একাটার প্রথম খণ্ড মূল্য ৫৷০ ডাক মাশুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাক্লিশ, মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷০ আনা

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইং ১ ম খণ্ড প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়া ছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮৲ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের আবশ্যক হয় তাঁহারা বেল টাকা ও ডাক মাশুল দিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার রবিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাষ্পচিকিৎসা মূল্য ৫ ডাক খরচ ।৹, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।৹ উহাঁর কৃত চিকিৎসাতত্ত্ব বিষয়ক বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।৹

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ৸৹। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।৹ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা
লালদিঘির দক্ষিণধার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ফেক ১৭ প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সংযোজন অঙ্গুলন ও বেন্ড ইত্যাদি।

ইটালী জেলীর ছাদের টাইল ৫১, মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ৬৫

ফায়ার ব্রিক,
ফায়ার ক্লে।

ঘাটের সর্ব্বাঙ্গ এবং অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত [illegible] উক্ত রেল করা [illegible]

সোমপ্রকাশ।

১ লা পৌষ সোমবার।

ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার বিবাহাধিকারের বিরুদ্ধে লিবি কাউন্সিলে আপীল করিবার নিমিত্ত যে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য বালেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মেঘনাথ অচন্দ্র পটনায়ক আমাদের নিকট ২৯ টাকা পাঠাইয়াছেন আমরা স্বরায় তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

শ্পাইর্স, টাইস্ এবং কাম্পানি, ট্রিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সওদাগর আবশ্যক হইলে মিরমিহি কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } ব্রবন এণ্ড কোং।

আগামী ১ লা পৌষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক মেসহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর ১৮৭৩ বারুইপুর } শ্রীতারকদাস বসু মেনেজার

যিনি স্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের অর্দ্ধাহুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাল বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম আমরা পাঠক গণের গোচর করিয়াছি এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ঐ পত্রের এক প্রত্যুত্তর দিয়াছেন এবং তাহাও [illegible] পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। কিন্তু স্থানাভাবে ঐ প্রত্যুত্তরের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করিতে পারি নাই।

এই প্রত্যুত্তর পত্রে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গূঢ়ভাবে জমিদারদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন। আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "সাধারণতঃ আপনাদের পত্র সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ পঞ্চম প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে এই বিপদের সময় গবর্ণমেণ্ট নিজের পদের অনুসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য সে সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ইহাও স্মরণ করা উচিত যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল প্রদেশের ভূমির রাজস্বের অধিকাংশ জমিদারদিগকে দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল ভূমির এবং শত শত দরিদ্র প্রজার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত বিপদের ন্যায় দুরবস্থার সময় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য অনেক অংশে জমিদারদিগের মুখাপেক্ষা করেন। এরূপ সাহায্য করিতে তাঁহারা [illegible] বাধ্য, এবং যে জমিদার নিজ কর্ত্তব্যের [illegible] করিতে তাহা তাঁহার পক্ষে [illegible] বিশেষ দুষ্কর কার্য্য।"

[illegible]

"লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশা করেন যে এসোসিএশন যেমন পরামর্শ প্রদান বিষয়ে পটুতা দেখাইয়াছেন, তেমনি আপনার সভ্যদিগকে এবং তাঁহার মতানুযায়ী সমুদায় লোককে এবিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। এবং স্বরায় আপনার অবলম্বিত উপায় সকলের সংবাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে সুখী করিবেন।"

এই কয়পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কিরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কেবল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নয়, অনেক প্রধান সংবাদপত্র ও এসোসিএশনকে উপহাস করিয়াছে। আমাদের উপহাস করিবার প্রয়াস নাই, কিম্বা কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা নাই। "উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জমিদারদিগের কর্ত্তব্য কি?" আমরা কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব:—

এসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলেন গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামী করিয়া ভূমির সহিত প্রজাদিগের ও রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি আপৎকালে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই মতাবলম্বী। অপর পক্ষ বলেন জমিদারদিগকে ভূস্বামী করা হইয়াছে বটে কিন্তু বহুবিধ রাজবিধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃষকদিগকেও স্বাধীন এবং জমিদার নিরপেক্ষ করা হইয়াছে, সুতরাং বিপৎকালে তাহাদের রক্ষার জন্য জমিদারেরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন।

দূরার চক্ষে দেখিতে গেলে জমিদার কেন সেই দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা হৃদয়বিশিষ্ট লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু জমিদারদিগের বিশেষ বাধ্যতার কোন কারণ আছে কি না তাহাই এখানে বিচার্য্য।

দূরার চক্ষে দেখিতে গেলে দরিদ্র প্রজারা বিপৎকালে জমিদারদের রক্ষণীয় একথাতে কি কাহারো সন্দেহ হইতে পারে? স্বার্থের কথাও এখন বিবেচনা করা যাইতেছে না, কারণ প্রজাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের যে লাভের সম্ভাবনা, তাঁহারা যদি সে লাভের প্রার্থী না হন, সেজন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা যায় না। এই উভয় যুক্তির অতিরিক্ত কোন বিশেষ বাধ্যতা আছে কি না তাহাই বিচার্য্য।

এই প্রশ্নটীর সম্যক বিচার করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও রাইয়ত এই তিন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্থির করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যখন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাদের হস্তে কি কি ভার দিয়াছিলেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে কৃষকদিগের দুরবস্থা দূর করা তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যেরূপে নিলাম করিয়া বৎসর বৎসর রাজস্বের বৃদ্ধি করিতেন, তাহাতে দুইটী অপকার হইত। প্রথম ভূমির উৎকর্ষ সাধনে কাহারও যত্ন হইত না দ্বিতীয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে যথেচ্ছ শোষণ করিতেন। এই দুই অপকার নিবারণের জন্যই সে সময়ের সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করেন যে জমিদার দিগকে ভূমির স্থায়ী স্বত্ব না দিলে তাহার প্রতি তাঁহাদের মায়া জন্মিবে না। ভূমির উৎকর্ষাপেক্ষা কৃষকদিগের দুর্দ্দশা দূর করা বরং অধিক লক্ষ্য ছিল, কারণ ভূমির উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্টের ত তত লাভ নাই। অধিক রাজস্ব পাইবার আশা ও তাঁহারা করেন নাই। সে যাহা হউক তদবধি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের রক্ষার ভার এক প্রকার জমিদারদিগের হস্তেই দিয়াছেন, কারণ তাহাদের জন্য অদ্যাবধি অতি অল্পই উপায় করা হইয়াছে। "বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়া অপেক্ষা স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে সুখের হইবে" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট চিরদিন কার্য্য করিয়াছেন। সেই সম্ভ্রান্ত স্বদেশীয় প্রভুদের অধীনে থাকিয়াও যদি তাহারা কষ্ট পায় সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয় প্রতারণার ভাগী। জমিদারেরা কি এতদিন তাঁহাদের হস্তে স্থাপিত এই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহারা কিছুই করেন নাই একথা আমরা বলিতেছি না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সেই বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করেন নাই একথা তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

আর এক কথা এই; তাঁহাদের বিপদের সময় তাঁহারা প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে কি ত্রুটি করেন? প্রজাদিগের সাহায্যে কি তাঁহারা অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হন না? সুতরাং তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে কি তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নন?

কল কথা এই, যখন অন্ন কষ্টে দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির যন্ত্রণা, প্রাণ হইবার সম্ভাবনা, এমন সময় "আমরা সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহি" একথা বলা জমিদারদিগের ভাল দেখায় না। এসময়ে কি গবর্ণমেণ্ট, কি জমিদার, কি অপর সাধারণ লোক সকলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মতঃ বাধ্য। জমিদারেরা যে কিছু করিতেছেন না কিম্বা করিবেন না, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; ইতি মধ্যেই অনেক জমিদার প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ১২৮৪ সালে-২৪ পর

শায় দক্ষা ও গে যখন এছত্র হ', যে সময়ে এঁদেরই এক এক জন অমিদারি যেরূপ অল্প ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা উপকথার মত হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পুত্র পৌত্র দিগের নিকটে আন ন্দের সহিত ঁ হাদের যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন নিঃস্বকে অন্নদান রোগার্ত্তকে ঔষধদান, অনাথকে প্রতিপালন এই সকল কার্য্যের জন্যই ত হিন্দু সমাজ চিরদিন বিখ্যাত। ইহাতেই আমাদের প্রশংসা ও গৌরব। হিন্দু জমিদারেরা এ প্রশংসা অনেকে লইয়াছেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে এবারে ও তাঁহারা এ গৌর বের ভাগী হইবেন।

সঞ্চয়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বর্ত্তমান সময়ে সঞ্চয়ের কি কি বা প্রয়োজন আমরা গতবারে তাহা যথা সাধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ইংলণ্ডে ৺ ডেভিড নামক এক মহাত্মা কতক গুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সঞ্চয় ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন সমুদায় সাধারণ ব্যয়ের অপেক্ষা অধিক হইবে। এবং সংসার নির্ব্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যাহা আব শ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনা গার হইতে পাইবেন, কিন্তু অর্থ সাধা রণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই মতটী অতিশয় উন্নত ও সভ্যতা-সাপেক্ষ নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল সাধারণের জন্য উপার্জ্জন করা, এ অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেক দিন লাগিবে।

আমাদের দেশের যাঁহারা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা প্রায়ই পুত্র পৌত্রদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। কেহবা বা কোম্পানির কাগজে এই সকল দ্বারা প্রকারে হইয়া থাকে। কন্যাদের বিবাহের দিবের জন্য অনুষ্ঠান করিবার কোন প্রকৃষ্টতর উপায় না হইয়াছে, ততদিন কাজেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু এসকল উপায়ের অধিক ফলও ফলিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় সঞ্চয় করিবার সেই উপায় প্রকৃত দ্বারা পুত্র কন্যা দিগের শিক্ষার আধার হয় এবং ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর বা ঔদাসীন্য নিবন্ধন সেই অর্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে। মনে কর যদি এরূপ কোন উপায় করিয়া যাওয়া যায় যে যে পুত্র যতদিন সুশিক্ষিত না হইবেন ততদিন শিক্ষার উপযুক্ত ব্যয় মাত্র পাইবেন। পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হইবে, অবশিষ্ট অর্থ কোন বিশ্বাস যোগ্য পাত্রে নিহিত থাকিবে। উত্তরাধিকারী দিগের মধ্যে যিনি যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন তিনি প্রার্থী হইলে তাঁহার অংশমত অর্থ পাই বেন। তাহা হইলে অর্থনষ্ট হয় না। অনেক ধনবান ব্যক্তি এই উদ্দেশেই একটি কিউটী নিযুক্ত করিয়া যান, কিন্তু সেই একটি ট্রাষ্টীরা সকল সময় বিশ্বাস যুক্তরূপ ব্যবহার করেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোন বিশ্বাস যোগ্য কোম্পানি সেই ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। এই জন্যই লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সম্প্রতি স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর ক্লার্ক সাহেব হিন্দু ভদ্র লোকদি দিগের সঞ্চয়ের সুবিধা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইন্সুরান্স কার্য্যের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে ইন্সুরান্স কাহাকে বলে জানেন, তবু আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা [illegible] এক ব্যক্তি আপনার [illegible] কন্যা প্রভৃতির [illegible] স্থলের [illegible] করিয়া [illegible] যান। সংসারের যদি বিপদের [illegible] ৩০০০০ হাজার টাকা [illegible] হয়। সুতরাং তিনি কোন্ কোম্পানির নিকট সাহায্য করিবেন। তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তিনি বিবেচনা করিলেন যে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহাকে মাসে মাসে কত দিতে হইবে স্থির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে ৩০০০০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এপ্রণালীর সুবিধা এই যে যদি এই নিয়মবদ্ধ হওয়ার দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবে। আবার অপরদিকে যদি তিনি কোম্পানির নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন এবং তন্মধ্যে যদি তাঁহার ৪০০০০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয় তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই ৩০০০০ হাজার টাকা পাইবেন। এই যে লোকের সঞ্চয় করিবার সহজ উপায় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু অন্য ইন্সুরান্স কোম্পানিদিগকে লোকের সহজে বিশ্বাস হয় না। সেদিন ৬ আলবর্ট ইন্সুরান্স কোম্পানি কতকগুলি ক্ষুদ্র লোকের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন তাহাতে প্রবঞ্চনার বিশ্বাস হইতে পারে না।

[illegible] লোক [illegible] উপায় [illegible] আমাদের [illegible] এরূপ উপায় অবলম্বিত [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible]

সাগর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কণ্ড যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও শুভকর। কিন্তু বোধ হয় সাধারণে সে বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি এই অভাব দূর করিতে চান তাহাই কিন্তু তাহাতে বোধ হয় মধ্যবিত্ত অথ ৎ লোক'দ গর বিশেষ সাহায্য হইবে না। তাঁহাদের পক্ষে দ্বিতীয় উপায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা একেবারে অধিক টাকা দিবেন না। এবং যে কোন উপায় ভিক্ষাটীকেও দিবেন না। যাঁহার মাসে সঞ্চয় করা হইবেক, তাঁহাকে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট মত কিছু কিছু করিয়া দিবেন। আমরা আমাদের উপার্জ্জক ও মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর পাঠকবিগের মন এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি, সকলেরই এই রূপে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করা উচিত।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের কিরূপে সাহায্য করা উচিত।

অদ্যাবধি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার দুইটী মাত্র উপায় স্থির করা হইয়াছে, প্রথম পব লিকওয়ার্ক অর্থাৎ রাস্তা খাল প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা; দ্বিতীয়, বিশেষ আবশ্যক হইলে রিলিফ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যাদি বিতরণ দ্বারা। প্রথম সংকল্প অনুসারে শোণ খাল, গণ্ডকের বাঁধ, উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি আরম্ভ করা হইয়াছে। যেখানে এই সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সেখানেই লোক জুটিতেছে। সাহেব ১২০০০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে পয়সায় বেতন না দিয়া খাদ্য দ্রব্যে দিবার সংকল্প করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি নানাস্থান হইতে চাউল আমদানী করিয়া সেই সকল কার্য্য ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। এখনও সেখানকার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে এবং মূল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই, এই জন্য আপাততঃ সে সকল চাউল ছাড়িতেছেন না, পয়সা দিয়া বেতন দিতেছেন। যখন খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইবে তখন তাহা বাহির করিবার অভিপ্রায় আছে।

গত বারের গেজেটে লেপ্টনণ্ট গ. র্ণর আদেশ করিয়াছেন যে যাহারা সমস্ত দিনের কার্য্য করিতে পারিবে তাহারা সমস্ত দিনের মত বেতন পাইবে এবং যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা খোরাকি মাত্র পাইবে, এস্থলে কতক গুলি কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ মজুরি করা যাহাদের অভ্যাস তদ্ভিন্ন অন্য লোকে কখনই সেই সকল কার্য্য রীতিমত করিতে পারিবে না। রীতিমত কার্য্য করিতে না পারিলে উপযুক্ত রূপ বেতন পাইবে না। যাহা কিছু অল্প পাইবে তাহাতে তাহাদের খোরাকি বলিয়া পরিবারদিগের সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিশেষ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা মজুরি করিবার জন্য গৃহের বাহির হয় না। তবে তাহাদের রক্ষার উপায় কি? আমাদের বিবেচনায় সেদিন আমাদের একজন পত্রপ্রেরক যে প্রস্তাব করেন গবর্ণমেণ্ট যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও বিশেষ সাহায্য হইত। সে উপায় এই, মজুরদিগের দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চাউল আমদানী করিয়া যদি খাদ্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থান সকলে প্রেরণ করিতেন এবং এত মণ চাউল প্রস্তুত করিলে এত চাউল দেওয়া যাইবে, এই রূপ একটী দর স্থির করিয়া যদি সেই ধান মজুরদিগের স্ত্রী দিগকে ভানিতে দিতেন তাহা হইলে তাহারা গৃহকার্য্য সারিয়া সমস্ত দিন ধান ভানিতে পারিত এবং সেই উপায়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত। পল্লী গ্রামে অনেক নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক এই উপায় অবলম্বন করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অল্প বেতন পাইলে তাহাদিগকে অল্প আহার করিতে হইবে, এদিকে আবার অধিক উপার্জ্জনের আশায় অধিক পরিশ্রম করিতে থাকিবে। সুতরাং ক্রমে অবসন্ন হইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সচরাচর মজুরেরা দিন।০ করিয়া উপার্জ্জন করে, শস্যাদির অবস্থা ভাল থাকিলে তাহাতেই তাহাদের সংসার নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইবে তাহাতে সে উপার্জ্জনে পরিবারের অন্ন বস্ত্র হওয়া দুষ্কর হইবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাহাদিগকে বাজারে চাউলের মূল্য বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধিত মজুরি দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রিলিফ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অন্নসত্র প্রভৃতি করিয়া এক স্থানে বহুজনের সমাগম করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ও এই কথা বলিয়াছেন। একত্র বহুজনের সমাগমে অনেক ক্লেশের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ এত লোকের আহার প্রস্তুত করিতে সচরাচর অনেক বেলা হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেকের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ অনাবৃত স্থানে বাস ও রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা। তৃতীয়তঃ যা যা বিশেষ অসুবিধা নিরন্তর অন্নসত্রের স্থানে আসিতে পারিবে না তাহাদের কষ্টদূর হইবার আশা থাকিবে না এই কারণে

বোধ হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে কর্ত্তাকেও গ্রাম ও গৃহ ছাড়িয়া যাইতে না হয়। দুই তিন খানি গ্রাম একত্র করিয়া এক একটী কমিটী স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট এই সমস্ত হইতে ধান প্রেরিত হউক। সেই সকল ধান এখন গোলাজাত করিয়া রাখা হইবে; যে সময়ে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক হইবে, তখন কমিটী চতুর্দ্দিকের দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সেই সকল ধান ভানিতে দিবেন। এবং উপযুক্ত রূপ অনুসন্ধান করিয়া লোকের অবস্থা ও পরিবার দেখিয়া দিন দিন চাউল বিতরণ করিবেন। দরিদ্রেরা কমিটীর গোলা হইতে সেই চাউল প্রতিদিন লইয়া যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট টিকিট থাকিবে এবং সেই টিকিট প্রতি দিন দেখাইতে হইবে।

এই রূপে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সাহায্য হইতে পারে কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ভদ্রবংশে জাত কিন্তু অতিশয় দুঃস্থ। তাঁহারা অন্য হস্তে ত যাইতে পারিবেনই না, কমিটীর বিতরিত চাউল আনিতে যাওয়াও তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক হইবে। তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের জন্য যদি গ্রামের জমিদারদিগের বাটীতে স্বতন্ত্ররূপে চাউল বিতরণ করা হয় তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি না হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট এতদূর করা আবশ্যক মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতেছি তাঁহারা স্বপরিবারে প্রাণত্যাগ করিবেন তথাপি সে সকল স্থানে যাইবেন না।

সার জর্জ্জ কাম্বেলের সদাশয়তা।

আমরা আনন্দের সহিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে গত বারে [illegible] সার জর্জ্জ কাম্বেলের পদত্যাগ উপলক্ষে [illegible] যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা আপাততঃ ঘটিতেছে না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং অবসর লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিয়া তিনি আপনা হইতেই অবসর লওয়া স্থগিত রাখিয়াছেন। যতদিন তাঁহার সাহায্য আবশ্যক ততদিন তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে প্রকার সমুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি অনায়াসে অবসর লইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি ইতি মধ্যেই যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কীর্ত্তি থাকিত, কিন্তু তিনি নাকি কখনই পরিশ্রম ও কার্য্যভার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না সেই জন্যই শরীরের এরূপ অবস্থায় পুনরায় এই গুরুতর ভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক উপস্থিত বিপদের সময় তাঁহার মত একজন কর্ণধার নিতান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াও যে তাঁহার এত উৎসাহ ও উদ্যোগ ইহাও সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। তিনি ভারতবর্ষে অন্য কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারুন আর না পারুন অনন্য মনা হইয়া কিরূপে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন।

আরব্যেশ্বরের মহাত্ত।

সম্প্রতিকর মহাত্তের হাঙ্গামায় সুদ্ধি অবসান হইয়া আসিল। [illegible] [illegible] [illegible]

কীর্ত্তির কথা মধ্যে মধ্যে কর্ণগোচর হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মনুষ্য মনুষ্যকে যত প্রতারণা করিয়াছে বোধ হয় জগতে এত প্রতারণা অন্য বিষয়ে হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য আদালত, সেই আদালতেই মিথ্যা জুয়াচুরি প্রভৃতির যত প্রাদুর্ভাব। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য তীর্থস্থান কিন্তু বোধ হয় এমন অধর্ম্মের জন্মভূমি আর নাই। মহারাজা যেন দ্বিতীয় মহান্ত নিয়োগ করিয়া যান না হন। যাহাতে ভবিষ্যতে মহান্ত আর যথেচ্ছ বিলুপ্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথ না পায় এরূপ কতকগুলি সুতন কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। যে স্থানে সর্ব্বদাই শত শত ফুসলা জনা যাতায়াত করিয়া থাকেন সেস্থানকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ও সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

—:—

মুসলমানদিগের বিবাহ।

মুসলমান ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকার বিভিন্নতা আছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন তাহার মধ্যে প্রধান। হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী যেমন পরিষ্কার তেমনি পবিত্র। বিধবাবিবাহ এবং সম্বন্ধচ্ছেদ (ডাইভোর্স) প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ ও তজ্জনিত দায়াদি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কে কাহার স্বামী, কে কাহার স্ত্রী এ সম্বন্ধে সংস্কার এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল যে তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু মুসলমানদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং আইন উভয়ই অত্যন্ত শিথিল। এই জন্য বিবাহ ঘটিত এত প্রকার বিবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হয় যে সেই সকল গোলযোগ নিবারণ করিবার জন্য কোন একটী উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণে পাট্টা দলীল প্রভৃতি রেজিষ্টরি করিতে হয় সেই কারণেই মুসলমানদিগের বিবাহ রেজিষ্টরি করা আবশ্যক হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের সময় কাজীরা এই সকল বিবাহের সাক্ষী থাকিত। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে যে একজন রাজপুরুষ উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক মনে করিয়া কাজী নিযুক্ত করিবার প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে মুসলমানদিগের অসন্তোষ এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদও গোলযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং মুসলমানদিগের বিবাহ প্রভৃতির রেজিষ্ট্রেশন করাইবার জন্য পুনরায় কাজী নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কাজীদিগকে নিযুক্ত করা হইবে এবং তাহার নিকট বিবাহ প্রভৃতি রেজিষ্ট্রেশন করা না করা মুসলমানদিগের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে। যদি গোলযোগ নিবারণের জন্য রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয় তবে রেজিষ্ট্রেশন স্বেচ্ছাধীন রাখা হইল কেন? লোকের মনের অভাবে বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদ উপস্থিত হইলে অনেক বিপদে পড়িতে হয় দেখিয়া লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে উদ্যুক্ত হয়, এবং বিবাহার্থীর নিকট [illegible] করিতে যে আপত্তি ছিল তাহা চলিয়া যাওয়াতে অনেকের বেবিনা প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহাই কি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়? বলপূর্ব্বক সকলকে বাধ্য করিতে গেলে মুসলমানদিগের বিরক্তি বাড়িতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষেরা কি সেই আশঙ্কা করেন? যাহা হউক লোকদিগকে প্রকারান্তরে বাধ্য করিবার উপায় আছে। বিবাহ ঘটিত যে সকল মকদ্দমায় রেজিষ্ট্রেশন থাকিবে না তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অধিক পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া যদি দণ্ডস্বরূপ কিছু কিছু জরিমানা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে লোকে আপনা হইতে রেজিষ্ট্রেশন করিতে ইচ্ছুক হইবে। সুযোগ্য সহকারী হিন্দু পেট্রিয়টও এই প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন

—:—

সাউথ ছবারবান মউনিসিপালিটী।

আমরা পুনরায় এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছি। আরও যে কত বার বাধ্য হইতে হইবে তাহাও বলিতে পারি না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের কথাগুলি কি তাঁহাদের শ্রবণের অযোগ্য? একবার ত এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন হইলে সকলে আশ্বাস দিলেন যে এদিকের টাকা সদাতাদিগের আর অনুযোগ করিতে হইবে না। গড়িয়া রাজপুর, বরিশাল প্রভৃতির টাকা সদাতারা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটির জন্য আবেদন করিলেন। সভাপতি বলিলেন ৩০০০ হাজার টাকা মাত্র আয় লইয়া একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী হইতে পারে না। মিউনিসিপাল আইনের কোন ধারাতে এই কথাটী আছে আমরা জানি না। যদি তাহাই হয় আরও দুই একটী গ্রাম লইয়া কি একটী মিউনিসিপালিটী করা যায়, না হয় অট্টালিকা বহুল হইলে এই সকল স্থানে স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর অধীন হইয়াছে এতাবৎকালের মধ্যে পুলিস কাছারী ভিন্ন এস্থানের টাকা সদাতারা মিউনিসিপালিটীর কোন

কার্য্য হইয়াছে কি না, সন্দেহ। আমরা পুনরায় এক একটী করিয়া সেই কয়টীর উল্লেখ করিতেছি।

১ম। বড়িয়া রাজপুর মিউনিসিপালিটী এই কয়েক বৎসরে গড়ে ৩,০০০ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। ঐ ৩১০০ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় ১২০০ টাকা পুলিস প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, অবশিষ্ট প্রায় ৭০০৮০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। আট দশ বৎসর এই রূপ টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের রাস্তা ঘাটের জন্য ৪০০ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেহালা প্রায় নরকের মত হইয়া গেল।

২য়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বেহালা প্রভৃতি গ্রাম অপেক্ষা এই কয় গ্রামের ট্যাক্সদাতাদিগকে গুরুতর হারে ট্যাক্স দিয়া থাকে।

৩য়। মিউনিসিপালিটী হইতে একটী ডাক্তারখানা ও কতকগুলি স্কুলী নির্ম্মুক্ত হয়। তাহারা এই দশ বৎসরের মধ্যে এদিকে একবার ও পদার্পণ করে নাই।

৪র্থ। যে একটী মিউনিসিপাল ডাক্তারখানা আছে, তাহা বেহালাতে। বেহালা এখান হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে, সুতরাং এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের কত উপকার হইতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

আমরা অনেক চেষ্টা করাতে কতদিনের পর, ভাটিকত পুল প্রস্তুত করিবার জন্য ১৬০ টাকা হুকুম হইয়াছে। সেই টাকাতে আমাদের এখানকার সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ কত কগুলি পুল প্রস্তুত করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এখানকার ট্যাক্সদাতাদিগের অনেকদিন [illegible] করিয়াছেন [illegible] মিউনিসিপালিটী না হয়

উহার কারণের বিষয় আমরা পরে হইতে প্রকাশ হইবে। এই সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে বুঝি এ প্রদেশের টাকা এ প্রদেশেই ব্যয় হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। কতক কথা নাম মাত্র। মিউনিসিপালিটীর সকল ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হইবে। যে যত্নে এ প্রদেশের উপকারের সম্ভাবনা, তাহা বহন করিতে সকলে প্রস্তুত। কিন্তু যেরূপ কর্ম্মে ব্যয় হইবার কথা হইতেছে তাহাতে এখানের ট্যাক্সদাতাদিগের কিছু মাত্র উপকার নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে মিউনিসিপালিটীর একটী আফিস বাটী ও একটী টাউনহল হইবে। তাহা বেহালাতেই হইবে, কিন্তু তাহার অংশ এখানের ট্যাক্সদাতাদিগকে বহন করিতে হইবে। এখানের লোকদিগের মত যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বেহালা অপেক্ষা আলিপুরে যাওয়া এখানকার লোকদিগের পক্ষে অধিক সহজ। বেহালাতে যাইতে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা নাই।

আমরা বাস্তবিক বলিতেছি আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। অবিচার আর সহ্য হয় না। ট্যাক্স দিতে বিলম্ব হইলে লোকের দ্বার, জানালা, ঘটী, বাটী, গরু বাছুর বিক্রয় করা হয় অথচ দশ বৎসরের মধ্যে পথে ঘাটে এক মুষ্টি মাটি পড়িল না। ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক নির্ম্মূল হইল তথাপি দশবৎসরের মধ্যে একটী জল নির্গমের পথ প্রস্তুত হইল না। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ট্যাক্স দেয় তাহাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা। তাহা না হইলে আবার ন্যায় বিচার কি? এক সভার সভ্য বায় জন, তাহার [illegible] জন বেহালার লোক। এমন দুইটী মাত্র সভ্য [illegible] সত্ত্বে [illegible]

এই গুরুতর অন্যায়ের প্রতি [illegible] উপস্থিত করণ। [illegible] শেষ হইবে। মিউনিসিপালিটী হউক কিম্বা নাই হউক, দুই সভাপতি থাকুন, এদিক হইতে একজন সভ্য গ্রহণ করা [illegible] বহুদিন অন্য এক ঘরে আলিপুরের কমিটী বসুক। বেহালার কমিটীতে উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। এরূপে কি কার্য্য করা যায় না? আমরা দরখাস্ত লইয়া সেক্রেটরি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত না হইলে কি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না? ডিক্সন সাহেবের নিকট বার্ষিক বলিয়া সুখ্যাতি আছে, আপনি করি তিনি ইহার একটী উপায় করিয়া দেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত বারে সুরেন্দ্র বাবুর মুক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাই জনশ্রুতি মাত্র। সুরেন্দ্র বাবু [illegible] সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু আমরা যে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, কিন্তু অবধারিত। ঐ পত্রের ইংরাজি [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়ে যে [illegible] লাভ করিবেন? আমাদের [illegible] বিষয়ে তিনি [illegible]

চনা করিতে পারি নাই গ্রন্থকারও সন্তুষ্ট হন এবং আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

(১) পূর্ণশশী। মাসিক পত্র ১ম খণ্ড সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে প্রকাশকের নাম নাই। ইহাতে বালযুক্ত কল্কিপুরাণ, লাইকরগস, মহাভারত, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। দুইটী কবিতাও আছে এবং ইহা ভিন্ন পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও দুই এক কথা আছে। আমরা এই পত্রিকা খানির স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম লেখকের বাঙ্গলা লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পাঠ করিয়া মস্তিষ্ক ও অন্তরের উপকার হয় এমন অধিক পদার্থ নাই। বালযুক্ত বিষয়ক প্রস্তাবটী ভাল লাগিল

(২) অনাথবন্ধু। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমালোচন শ্রীশ্রীকৃষ্ণধন কর্তৃক সম্পাদিত। এখানি সর্ব্বাংশে প্রীতিজনক হইয়াছে। ছাপা উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিও উত্তম। যতগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে সকল গুলিতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অনাথবন্ধুর এই বিশেষ আদর করি। দেশের লোকের চিন্তা শক্তির উদ্রেক করা, রুচি পরিষ্কার করা প্রভৃতি এই সকল পত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমরা এই মাসিক পত্রিকা খানি পড়িয়া আপ্যায়িত হইলাম। দেশে এইরূপ পত্রিকা বহুল পরিমাণে প্রচার হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। অনাথবন্ধুর সম্পাদক একজন প্রতিভাশালী লোক, আমরা মনে করিয়াছিলাম তাঁহার পত্রিকার সমকক্ষ হওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমরা অনাথবন্ধুর সম্পাদককে উৎসাহ দিতেছি, তিনি আরও পরিশ্রম ও যত্ন করুন বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বিষয় গুলির এক একটী করিয়া সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

(৩) অবকাশরোজিনী, এখানিও মাসিক পত্র ও সমালোচন। ইহাতেও চিন্তার উৎকর্ষকারী দুই একটী বিষয় দেখা গেল।

(৪) অশ্লীলতা নিবারণী সভার রিপোর্ট। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৫) সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীমহীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ছাপাকলে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। ইহাতে বহুবিধ বালকদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক গুলি কবিতাও আছে। গ্রন্থকার এখানিকে বালকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী করিয়াছেন। বাঙ্গলা স্কুল সমূহের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পড়াইলে বালকদিগের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইনস্পেক্টরেরা এইরূপ পুস্তক সকল যদি পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা হইলে উত্তম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইংরাজী রীডারের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে এইরূপ কতকগুলি পুস্তকের অভাব ছিল ক্রমেই তাহা দূর হইতেছে।

(৬) গভর্ণমেণ্টের মেডিকেল ম্যাগাজিন। ইহাতে অতি সুন্দর ইংরাজীতে অনেকগুলি সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ইহার, "নামে কি?" প্রস্তাবটী মেডিকেল সাহেবদিগের পাঠ করিলে উপকার হয়

বিবিধ সংবাদ।

২৪ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ত সকেছরের মহাত্ম যানি টানিতে না পারাতে তাহাকে গঙ্গা হইতে জল তুলিতে দেওয়া হয়, তাহাও পারিয়া উঠেন নাই। এক্ষণে তিনি হুগলীর হাসপাতালে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। বিষয় শুনিয়া ছেম মহাত্ম জেলে সরিসা তাকিয়া যে তেল প্রস্তুত করিয়াছেন জেলের অধ্যক্ষ ঐ তেল না কি ১ টাকা সের বিক্রয় করিতেছেন। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক অন্যান্য মহাত্ম. তীর্থ স্থানের পাণ্ডা ও পল্লীগ্রামের অনেক বর্দ্ধী সন্তানের উক্ত তৈল সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

গঙ্গার উপরে যে সেতুটী হইতেছে, ব্রাড কোর্ড সেলাদি সাহেব বলেন, উহা ১৮৭৪ অব্দের জুন মাসে সম্পূর্ণ হইবে। সেতুটীর প্রারম্ভে দুই জন ইউরোপীয় জীবন হারাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইতে কয় জনের জীবন সংহার হয় বলা যায় না।

বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র মহীনের কথার জন্য ভজন্য প্রায় ৭০০ লোকের আকর করাইয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি অনেকেই মহীনের দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, কিছু কাল বিলম্ব করিয়া যদি সকলে মিলিয়া দরখাস্ত করিতেন কাবেল সাহেব বোধ হয় কখনই অগ্রাহ্য করিতেন না, কয়েকজন মহীন প্রকৃতি লোকের দোষে সমুদায় নষ্ট হইল। এখন আর আবেদনে ফল হইবে আমাদিগের এমন বোধ হয় না।

এ পর্য্যন্ত কলিকাতার সেরিফের পদে কোন এদেশীয় নিযুক্ত হন নাই সম্প্রতি মানকজী রুস্তমজীকে এই পদ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পুত্র এফ এস আর এডিন্‌ চক্রবর্ত্তী লণ্ডন স্থিত গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ডাক্তার ক্রিষ্টি কেরি সাহেব এতদূপলক্ষে কাল পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের সার্জ্জরির প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হইয়াছে। যে চাউল ৩৷৵ হইতে ৩৷৵ পর্য্যন্ত মণ বিক্রীত হইতেছিল, উহার মূল্য এক্ষণে ৩ টাকা ৩৷০ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

কাবুলের আমীর পাঠান সম্রাটের ন্যায় আপনাকে আফগানস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধাদিও তদনুসারে প্রস্তুত হইতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা খানকে উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই আমীর আবদুল্লা খানের মাতার একান্ত বাধ্য। এরূপ বাধ্য বাধকতা বহু অনর্থের মূল হয়।

আরকটের প্রিন্স আজিম জার এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ লীলা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয়।

২৫ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন "হরিহরার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক গ্রামের পরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার পুত্র কালীপূজার দিন একটী বিধবাকে গুরুতর

রণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদের কাপ্তেনস্বরূপই যাহাতে উহাদের ২০ টাকা করিয়া অধিকানা করিয়াছেন এবং হয় সাহেবের জন্য লাভিরকার্ণে ৫০০ টাকার মুসলকা লইয়াছেন। ডুলেড পত্রে এই বিষয়টী পরিষ্কার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী পরাণচন্দ্রের (সহোদরা?) ভগিনী। এখন অবশ্য সম্পাদকের তাহাকে "অসহায় বিধবা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা ভাল হয় নাই। সং- মইক ইহাদের পক্ষ্যাচারে প্রাণে চটিলাকের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়া ৬, অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ৮৫, ৯০ ... করিতেছেন, কেবল গ্রামের লোক নয় ... সাহেবও যে ইহাদিগকে বিলক্ষণ চিনিয়াছেন, তাহা তাঁহার রায়ের ... প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলকা ও অন্যান্য ... গিয়াছে। কলিহর সাহেব এই দুই মহাত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদের প্রার্থনা"। সংবাদটী মন্দ দৌড়কাবদ নহে। প্রচারকর্ত্তা আতা ও আঙ্গুলপুত্র, প্রহ্লাদ, ভগিনী ও পিসি। যারপিট কালী পূজার দিন, ইহাতে আমাদের কেমন কেমন লাগিতেছে। পিসিটীকেও আন আদালত পিসি বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক ৬০ বৎসরে এরূপ ঘটনা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই

৬ ও ৮ প্রহারণ বুধবার।

সরা ফৌজদারী পুনরায় মকদ্দমার আপীল ... চার আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা, পর্য্যন্ত পক্ষের কাউন্সিলের মত ... হয়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন সোমবার রায় প্রকাশ করিবেন। বিচার ... ঘরে আদালত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

... ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৭০৪১১৫ টাকার ডাউল বিলেতে রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭১ সালে ১৪৮৭৮০৩ টাকার রপ্তানী হয়। এ হিসাবে এবার ৮৮৪১৩ টাকার ডাউল কম রপ্তানী হইয়াছে।

... সাহেবের কর্ত্তৃ সৈন্য পাঠাইয়া অধিকৃত করে, এবং তাহা ব্যবহারে পাঠাইবার সময় উপায়ই বা কি" আমরা সাহেবদিগকে পরামর্শ দিতে অক্ষম হইতেছি।

চন্দন নগরের গবর্ণর বন্দরেরদের দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু টাকা রাখিবার জন্য পণ্ডিচরির গবর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করেন, চন্দন নগরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। এটী নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক কথা হইয়াছে।

আগামী ২০ এ ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় টেউন হাউসে লার্ড বর্ষ্ণাকের এক মেজিক হইবে।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "ভারত বর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির কার্য্য কিরূপ সুচারু পূর্ব্বক চলে তাহার বিবরণ বোম্বাইর এক খানি ইংরাজি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারিকে কোন পত্র লিখিলে ১ম ইহা একজন খুলেন, (২) এক জনে উহা এক খানি বহিতে কাপি করেন, (৩) তৎপর এক ব্যক্তি উহা আর এক খানি বহিতে তোলেন, (৪) তৎপর এক ব্যক্তি এ পত্র যে বিভাগের তাহার সেক্রেটারির নিকট অর্পণ করেন, (৫) তৎপর এক ব্যক্তি ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিষয় লেখেন। কিছুদিন পরে ইহা একটী কমিটিতে অর্পিত হয় (৬) তৎপর ইহা আর আর একটী কমিটিতে অর্পণ করা হয় তাহারা ইহাতে মতামত করেন (৭) পুনর্ব্বার উহা সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হয় তিনি ইহা তাহার সহকারীকে দেন (৮) তিনি ইহা নকল করিবার নিমিত্ত আর এক জনকে দেন (৯) তিনি নকল করিয়া আসিষ্টাণ্টকে প্রত্যর্পণ করেন (১০) আসিষ্টেণ্টের প্রধান ক্লার্ক ইহা পরীক্ষা করেন (১১) উহা সেক্রেটারির নিকট পুনরায় (১২) পাঠাইতে দেন (১৩) পরিশেষে উহা ডাকঘরে দেয়। আমরা সেক্রেটারির কার্য্য প্রণালীর বিষয় নিম্নে ভাবিতেছিলাম ... মধ্যে আর ৩টী কয়েক কর্ম্মচারী ... সময় নষ্ট করিয়া, কিন্তু সেক্রেটারি



... বসবাস করে। ... সমস্ত ... গ্রামের ... সাহস করিয়া ... প্রত্যক্ষ করিয়া উহার একটী বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানটীর বিষয় লিখিয়াছেন, উহা ৮০০ ফিট উচ্চ একটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সেখানে উঠিয়া তিনি একটও গাছ দেখিতে পান। ঐ গাছের শাখায় উপর তথাকার লোকেরা ঘর বান্ধিয়া বাস করে। ঐরূপ একটী ঘর বাটী হইতে ১০০।১৫০ ফুট উচ্চ। সভার একজন মিশিনারী এই ঘরে বাস করিতে যান। ঘরগুলি দেখিতে ঘরের ন্যায় কিন্তু ঘরে "মিশিন" এক একটী ঘরে ১০।১৫ জন লোক থাকিতে পারে। গাছের নীচে আবার একটী ঘর আছে। একাদে ছাগলগুলিরা দিবসে বেলা অবস্থান করে, রাত্রে ভিন্নের নিরোধেশ্চিত ঘরে বাস করে। এখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ অসভ্য। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া যে যাহাকে পায় সেই তাহাকে খুন করে। এ সকল মতক ছারা খুব তথোজন করে। রাজার একজন প্রধান ব্যক্তির বাটী লক্ষ করেন। সেখানে তিনি ২৫ টী মনুষ্য মতক ঝুলিতেছে দেখিতে পান। ইহারা শত্রুর মাথা কাটিয়া আনে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বাটী খুন ও পুরুষেরা অস্ত্র খুন রাখে।

২১ ও অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

শিবপুরে ভয়ানক আগুন লাগিয়া অনেক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোক যারা পড়িতেছে। যাহারা জীবিত রহিয়াছে তাহাদের ... হইয়া কষ্ট ...

হেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পর্য্যন্ত ইহাঁর চিকিৎসার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিচারপতিদিগের বিচারে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ বার্শাল ব্যাজেনের অবমাননা ও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া বিচারপতি হার কামাখ মিত্রের জীবন সংশয় হইয়াছিল তাঁহার কতক উপশম হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাকমাথার। জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহাকে নগদ ১৫ হাজার ও কতকগুলি জহরত ও একখানি ভরবার পুরস্কার দিয়াছেন। রাজা ম্যাকমাথারের প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যে তিনি আসিবার সময় তাঁহাকে আমদা বর্গ সহিত রাজবাটীর বহির্ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া যান।

মিয়র বলেন, কাবেল সাহেব কখন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। ইতি মধ্যে টেম্পল সাহেব একবার বাটী বেড়াইয়া আসিবেন। টেলিগ্রাম কলিকাতা হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অবধি কাবেল সাহেব পদত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লাট মর্ণক্রককে বলিয়াছেন, যতদিন আবশ্যক হয়, তিনি পদস্থ থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এ সময় কাবেল সাহেব বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ না করেন সকলেরই ইচ্ছা।

২৮ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্য ও অদ্য বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যে বৃষ্টি হইয়াছে, উহা সময়ে হইলে উত্তম ফসল জন্মিত। এই বৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই, ইহাতে রবিশস্যের উপকার হইবে বটে কিন্তু যে সকল কাটা-ধান ক্ষেত্রে রহিয়াছে এবং যেগুলি পাকিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিবে। লোকে যে বলে "পাকাধানে মই" তাহাই ঘটিয়াছে।

অদ্য লার্ড মর্ণক্রক কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪—১৫ মিনিটের সময় আর্ক্‌লি ঘাটে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ১৪ পদাতিক রেজিমেণ্টের সেনাগণ রেলওয়ের ঘাটে এবং বলটিয়ার্স গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলওয়ে ঘাটে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হয়। তিনি যখন গাড়িতে যাইতে লাগিলেন, সকলেই সেলাম করিতে লাগিল, তিনিও টুপি খুলিয়া সহাস্য বদনে সেলাম করিতে করিতে গমন করিলেন। এ সময়ে সর্ব্বত্রই রাজধানীতে আনন্দ প্রকাশ করাতে সকলেই আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, অনাহারে দুই একটী লোকের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আর সংশয় করা উচিত হয় না, এক শস্যক্রয় দ্বারা এসোসিয়েশনের যে চেষ্টা হইতেছে [illegible] বহুলোপকারী হইবে আমাদিগের মন বোধ হয় না। অনেকে আশা করেন লাট মর্ণক্রক রাজধানীতে আসিয়া বিদেশীয় বন্দরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। তিনি পূর্ব্বে এ অভিপ্রায় প্রকাশও করিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে রপ্তানী বন্ধ করিবেন, এক্ষণে যে সেই আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব লোকে যে আশা করিতেছেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের সেই আশা পূরণ করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

তারকেশ্বরের মহন্ত বাবাজীর দোষে দোষী হওয়াতে বর্দ্ধমানের রাজা বারাণসীস্থ মহন্তদিগের প্রধানকে তারকনাথের মন্দিরে আর একজন নূতন মহান্ত নিয়োগের জন্য লিখেন, ঐ পদে একজন নূতন মহান্তও নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানের বর্দ্ধমান রাজার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং তারকনাথের সেবার্থ অনেক ভূমি দান করিয়া যান। দুঃখের বিষয় এই, ঐ সকল ভূমির উপস্বত্ব তারকনাথের না হইয়া মহান্তের সেবার্থই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছিল। তারকনাথের আয় অল্প হয়, মহন্তে উহার সদ্ব্যয় হয় তাহার একটী ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বোম্বাই গেজেট বলেন একটী ব্রাহ্মণ বিধবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহার কোন স্বজাতীয় যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, আবেদন করিবেন। সুপারিস চলিবে?

২৯ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

বেঙ্গল হইতে পূর্ব্বিয়ার চাউল আমদানী হইতেছে।

কাছাড়ের ন্যায় সিলেটেও ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশে পূর্ব্বিয়ার অনেক শস্য নষ্ট করিতেছে। এবার এদেশের শস্যের প্রতি নিতান্তই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মরীচাতে পানীয় জলের কষ্ট আছে হইয়াছে, কয়েকজন জমীদার যে জলকষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা সত্যই হল। এবার দুর্ভিক্ষ একাকী বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেছেন না।

বঙ্গদেশের ন্যায় জাবা দ্বীপে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পঞ্জাব হইতে নিম্ন প্রদেশ সকলে শস্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

পাবনার স্থানে স্থানে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রপ্তানী করিবার জন্য পুরীতে চাউল ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে একস্থানের দরিদ্র দলের কষ্ট বৃদ্ধি করিয়া অপর স্থানের দরিদ্র দলের কষ্টের লাঘব করা হইতেছে মাত্র।

কতকগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে বিলক্ষণ রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন তাহারা দোষ দেন সেই দলের লোক সকলের।

সিলেট হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত চাউল রপ্তানী হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে পলমল গেজেট প্রোব টাইমস লাইটে রিভিউ

এবং স্পেক্টেটর প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বড় বড় প্রস্তাব লিখিত হইতেছে।

বাকুড়া হইতে পাটনাই চাউল রপ্তানী হইতেছে। ২৯ এ নবেম্বরের পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২৩০ মণ চাউল আসিয়াছে।

মালদহ রঙ্গপুর এবং সাহাবাদে মজুতেরা আকের ঋণ, বড় ব্যস্ত হইয়াছে। কৃষ্ণবিহার হইতে রঙ্গপুরে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, "জয়নগরের একজন তহশিলদারের স্ত্রী একবারে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন, ডাক্তারের মতে একজন মাত্র জীবিত আছে। প্রসবের পর প্রসূতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

নর্থিয়ায় ২৫ এবং রঙ্গপুরে ৩০ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। শেওড়ায় টাকায় ৮০ সিক্কা ওজনের ১৫ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। বাসে ছিল যে টা চাউল ১৪/ মণ বিক্রীত হইয়াছে।

মুঙ্গীরে লাভের ধান্য ও কাজ যোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে লোকের অনেক আশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে শস্য জমাইয়া রাখা অপেক্ষা শস্য বিক্রয় ও আবার নূতন আমদানী করাতে লাভ আছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

গতসপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা।

বাঁকুড়া—কোন কোন বিভাগে আট আনা পরিমাণে ধান্য পাইবার সম্ভাবনা কিন্তু অপরাপর স্থানে তিন চারি আনা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। বীরভূম, পূর্ব্বাপেক্ষা ধান্য ভাল হোক হয়। চাউলের মূল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু হঠাৎ বড় বৃদ্ধি হয় নাই। মেদিনীপুর, কাঁসাই পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে অপরাপর স্থানের [illegible] ধান্য অধিক পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। হাবড়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। প্রায় আট আনা পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে। তাহাতেই অত্রত্য অধিবাসীদিগের একবৎসর ভালরূপ চলিতে পারে। শ্রীহট্টও সেইরূপই আছে। অতএব চাউল লইবার মন বিক্রয় হইতেছে। অনেকই হইবার সম্ভাবনা আছে। যশোহর—চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর ইক্ষু ভক্ষের রূপ ভাঁড়াইয়াছে। খানদহ আমন ও হৈমন্তিক ধান্য রক্ষণ করা হইয়াছে কিন্তু চাউলের দর কমে নাই। রাজসাহী দিন দুঁদিনে ধান্য পাইবার সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত দুঁদিন সময় ধান্য অনাভাবে ওকাইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে দরও বৃদ্ধি হইয়াছে। রঙ্গপুর, ধান্য হয় আনা পরিমাণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু অপরাপর শস্য মন্দ নয়। এবং চাউলের দর ৩৷ হইতে ৬ টাকা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বগুড়া চাউল টাকায় ১৫ সোমের দরে বিক্রয় হইতেছে। দার্জ্জিলিং, দশ আনা পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। চাউলের দরও কমিয়াছে। জলপাইগুড়ি ঐ রূপ। সিলেট অধিক ধান্য রপ্তানি হওয়াতে চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কমিয়া আসিতেছে। কাছাড়ে ধান্য ঐরূপ। নওয়াখালি আউস ধান্য উত্তমরূপ জন্মিয়াছে, কিন্তু পঙ্গপাল পড়িয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। পুরী—প্রত্যহ চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। বালেশ্বর—পঙ্গপালে শস্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোহার ডাঙ্গা, দশ আনা পরিমাণ ধান্য জন্মিতে পারে। সিংভূম—৪ আনা রকম ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নভূমিতে আশানুরূপ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। মানভূম, মন্দ নয়। পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা, চাউলের দর কমিয়াছে। আসাম ও তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থান সমূহে ধান্য যথেষ্ট

ইংলণ্ডে আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা [illegible] সকলেই চেষ্টিত আছেন। [illegible] সদস্য মহিলাগণ, যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের [illegible] তাঁহারা স্ব স্ব গৃহ [illegible] লেখা। সম্প্রতি লার্ড বার্টন [illegible] পার্লিয়ামেণ্টে যেসকল [illegible] পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "মিস লার বার্টন। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ পাওয়া আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য। ১৮০০ সালে যাহাতে এ দুর্ভিক্ষ হয় এবং তৎসম্বন্ধে পার্লিমেণ্টারী তদন্তের বলে, আমি তাহার একজন হিলাম। আমার ১৮৭৩ সালে পালে যেন্ট মহা সভায় এক রিপোর্ট অর্পণ করি, তাহাতে দুঃখ লেখ দুর্ভিক্ষের বিষয়ণ দেখিতে পাইবে। ৩০০০ সমুদায় দেখিয়া ও শুনিয়া আমি যে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি তাহা এই, ১৮৭৩ সালে প্রজাদিগকে আপন আপন গ্রাম প [illegible] গণ করিয়া আসিতে দেওয়া অন্যায় হইয়াছিল, কারণ যাহাতে শত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। যেখানে আর্দ্ধমাত্র থাকিত, সেখানে আমরা যে কাঁহি বিতরণ করিয়া অনেককে রক্ষা করিয়াছিলাম। ৩০০০ আমি অনুষ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি যে লোকে সচরাচর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহার অনেকগুলি অন্যায়। কেবল কতকগুলি ইউরোপীয়কে যে বড় বেতন দেওয়া হইয়াছিল এবং কার্য্যও ভাল হয় নাই। বিশেষ কতকগুলি লোক লইয়া কার্য্য করা বড় কঠিন। তাহারা দেশে সহজ সহজ লোককে এইরূপে নিযুক্ত করিলে ভাবিলে প্রভুত্ব অনায়াসেই, তাহাদের লোকের মনের ভয়ের সঞ্চার হয়। ৩

এতদ্ভিন্ন পার্লিমেণ্টারী [illegible] মহাশয়কে দুঃখ জানাইয়া [illegible] ৫০ বর্ষ পরিমাণে [illegible] ঐরূপ ঘটিলে যাহাতে [illegible] তাহার [illegible] ভাবে [illegible] পারে। [illegible]

কার্য্য আরম্ভ করিলে হয়ত দিবস কিম্বা তিনগুণ শ্রম করা লইয়া যাইতে হয় সুতরাং সেই অসুবিধা বর্জ্জিত হয়।

তুমি যাত্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দেখিলেই জানিতে পারিবে যে দুর্ভিক্ষের সময় গো মহিষ প্রভৃতি অনেক যায় পড়ে সুতরাং পর বৎসর চাষ করিবার ও অনেক ব্যাঘাত হয়।

আমার বক্তব্য এই সকল জমিদারেরা আপন আপন জমিদারিতে যান সেখানে এ দুর্দ্দায় সময় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাদের রক্ষা করুন। কেহ যেন প্রাণ পরিত্যাগ না করে। ব্রাহ্মণ দিগকে কাঁজী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হউক।

আমার দূর বিবাহ যে কর্ম্মচারী দ্বারা সাহায্য করিবার চেষ্টা [illegible] সালের দুর্ভিক্ষে আমি অনেক ব্যক্তিকে খাদ্য দ্রব্য হস্তে করিয়া মরিতে দেখিয়াছি।"

৮ মাস হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিরলি বিভ [illegible] সংগ্রাম আসিয়াছে।

গত কল্য ডিউক অব আর্গাইল লর্ড ব্রুকের ৩০ অক্টোবরের পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে দুর্ভিক্ষের সময় অপর সময়ের ন্যায় বাণিজ্যের চেষ্টার উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতেছেন যে লোকের কষ্ট নিবার্য্য করার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক উক্ত গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন। রপ্তানী বন্ধ করা অপেক্ষা বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী করা তাঁহার অধিক অনুমোদিত।"

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন বালুচরের জমিদার রায় রায় লক্ষ্মীপত সিংহ বাহাদুর তাঁহার রঙ্গপুর ও দিনাজপুরস্থ প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন; এই সকল চাউল তিনি যথা সময়ে প্রজাদিগকে বিক্রয় করিবেন। তাহারা বৎসরের সেই সময়ে [illegible] যে দরে চাউল ক্রয় করে এই দরে তাহারা ক্রয় করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন তিনি [illegible] তাদের প্রত্যেক পরিবারকে এক বৎসরের খাজনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, এবং কেবল তাহা নহে তাহাদিগকে বিনাসুদে টাকা কর্জ্জ দিবার আদেশ করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে তুমি প্রশংসা করিয়াছেন।

গত সাহাবন্দরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ ভূঁয়া চন্দ্ররায় গত ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা লাভ করেন। এবারেও তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে চাউল ক্রয় করিয়া গোলাজাত করিতেছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ৩১ শে আগষ্ট [illegible] ৭০০ মণ চাউল ক্রয় করিবার [illegible] ২ টাকা দেন। এই সকল চাউল দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের কষ্টের উপশম করিবার জন্য বিতরণ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০০০ মণ কলিকাতা হইতে ক্রয় করিবার সংকল্প আছে। ১৬০০০ মণ ইতি মধ্যেই ক্রয় করা হইয়াছে। চাকার কমিশনর পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ১০০০০০ মণ ক্রয় করিবার চেষ্টায় আছেন। অবশিষ্ট ১৫০০০০ মণের জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহাশয় দিগকে আদেশ করিয়াছেন।

এবারে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদে ইংলণ্ডে লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে অতুল চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ চাউল রপ্তানী করা হইবে।

ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার আর্থর কটন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে ভাবী দুর্ভিক্ষে অনুমান ২ কোটি লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দুই কোটি লোকের অন্ন দিতে প্রতিদিন অন্ততঃ ৪২০০০০ মণ চাউল আবশ্যক, রেলওয়েতে প্রতিদিন ১৪০০০ মণ মাত্র বহন করা যাইতে পারে। অতএব ইণ্ডিয়া আফিস যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে হতে সময়ে অর্থ ও ক্ষমতা দিতেন তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
আদেশানুসারে
নিয়োগ।
রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

এডোয়ার্ড ফ্রেডরিক হুলি সাহেবের মেডক সাহেবে যে দিন হইতে কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে দিনাজপুরের ডিপুটী ও সেসন জজ হইবেন।

ডবলিউ সি, এক রবিনসন সাহেব পাবনার ডিপুটী রাজস্বাহী বিভাগের রিলিফ কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। তিনি আরও দিনাজপুর হুগলী বর্দ্ধমান এবং রাজসাহী বিভাগে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক তত্ত্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন মতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং কালেক্টরের কার্য্যও [illegible]।

লর্ড [illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন আর্থর [illegible] সাহেব শিবসাগর সব ডেপুটী হইলেন।

[illegible] আসিষ্টাণ্ট কমিসনর মেজর ই ওয়াই, [illegible] সাহেব আসামে বদলী হইলেন। এবং লক্ষীপুর সব ডেপুটী নিযুক্ত হইলেন।

মজুমদার সব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু [illegible] শঙ্কর রায়ের পরিবর্ত্তে (যিনি এক্ষণে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।) রাজসাহীর কামন্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য পাবনা [illegible] শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য রাজসাহী বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible] সিবিল সার্ভিস পাস করিতে হইবে।

লর্ড, ই, ম্যানিষ্টি সি এস, রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে [illegible] যত দিন না মৌলবী মহম্মদ [illegible] নজ কার্য্য উপস্থিত হইতেছেন তত দিন বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সান্যাল বিভাগের সিওনালে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

খলোহরের সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, [illegible] ওয়েলেস এম্, এ, ঐ জেলার ডিপুটী [illegible] বিভাগে কর্ম্ম করিতে পাইলেন।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় (যিনি কিছুদিনের জন্য ছিলেন) একণে যশোহরের ডেপুটী কালেক্টরের পদে বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী বীর হুমে বদলী হইলেন।

অর্থর ব্রায়ার সাহেব রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন।

ষ্টুয়ার্ট হেনরি ফেক্স সাহেব যশোহরে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ডিলি স হেয়ের অনুপস্থিতি কালে হেজিটে মল বিভাগের একটিং ইন্সিপেক্টর জেনরল টী, ফ্রাঙ্ক বিনসল ডগি এ সাহেবকে আডিট জেনরলের ইনস্পেক্টর জনেরলের কার্য্য করিতে হইবে।

একটিং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জুনিয়ার সভা হইলেন।

সার্জ্জন ষ্টুয়ার্টনিয়ম হেনরি গ্রেগ্, এম, ডি, ডাক্তার ফকিরচাঁদ মেডিকে অবসর নিবায় ডিমাজপুরের সিবিল 'সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতি কালে সব আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন বাবু চন্দ্রনাথ বিশ্বাস আহমদাবাদে ইন্সিপেক্টর মেডিকাল আফিসরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার চন্দ্র নাথ বিশ্বাসের কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিতি-সময়ে, তৃতীয় শ্রেণীর সব আসি ষ্টাণ্ট সার্জ্জন প, ব্রজচরণ পাল কাটওয়া বিভা গের ও সেই স্থানের হাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারাবধায়ক হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সবঅ্যা সষ্টাণ্ট সার্জ্জন রমণী লাল দোষাল দয়তাবা দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

তৃতীয়শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার হরকুমার দত্ত আরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

—:০:—

বাদেশ্বর হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন।

১। উড়িয়ার শস্যের অবস্থা কোন কোন সংবাদে অতি উত্তম অবগত হওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নহে। শস্য অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তম নহে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর অনুমান করিতেছি, তাহা সাকল্যে সিকি অংশে শস্য হানি হইয়াছে। যেসকল ধান্য বর্ষার অল্পাংশে ভোগ করিয়াছিল, তাহারা সংরক্ষণ হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সে সময়ে মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা, কেবল শিশিরদ্বারা পুষ্ট অর্থাৎ সার বান হইতে পারে নাই, আগড়া রূপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে থোবা আছে বটে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, শস্যের অবস্থা সম্পূর্ণ উত্তম বলিয়া অনুমান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বহির্গত ধান্যের মধ্যে অনেকাংশ অসার অর্থাৎ আগড়া। এমত অবস্থায় যদি শস্যের রপ্তানী বন্ধ না হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যার দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। অন্যান্য বৎসর (যেবৎসর ফসল হইয়া থাকে) এমন সময়ে আমাদের এদিগে টাকায় সওয়া মণ করিয়া বেচ মণ চাউল ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন টাকায় /১৷৷ চল্লিশ সের চাউল পাওয়া যাইতেছে না। বিক্রীর সুবিধা দেখিয়া সকলে ধান্য ছাড়িয়া দিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য যে সকলের কি অধিকাংশের সঞ্চিত আছে, তাহা নহে, এক গত দুর্ভিক্ষ আজিও জর্জ্জরীভূত করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানী বন্ধ না হইলে পরে যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন। এস্থলে আমরা মান্যবর শ্রীযুক্ত সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান রাজপুরুষ মহাশয় গণকে সবিনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা রপ্তানি বন্ধ করিয়া উড়িষ্যার ভাবী দুরবস্থা নিবারণের চেষ্টা করুন। সময়ে ছাড়িয়া দিলে অসময়ে পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

২ পঙ্ক চন্দ্র প্রধানের নিবাস গ্রামে, কতকগুলি ডাকাত একদল দুরন্তের গৃহে শান্তির বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি বাগ করিয়া [illegible] হতাহুতিদিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া [illegible] নিষ্ঠুরভাবে পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া [illegible]

[illegible] পাইয়া [illegible] সেইরূপ [illegible] সীয় সহায়তা প্রার্থী হইল। এমন [illegible] প্রথার অন্যথা অসাধারণের দুর্গোৎ [illegible] থাকিবার জন্য অনেকেই ধনিয়া [illegible] করিবার জন্য অনেকেই ধনিয়া [illegible] কিছুক্ষণ পরে উক্ত বালক ভাবসমাধি [illegible] ভাবাবসেষ হইয়া গেল। বালক ও [illegible] এত দুরন্ত গণ, এসংবাদ উত্তমরূপে পাঠ করিবেন।

৬।১২।৭৩
মেহকণা

—:—

আমাদিগের ভদ্রলোকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বায়েবি প্রথা সম্বন্ধে লেফ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় যে এক বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণে বিদিত আছেন। এই প্রথায় বিস্তর কল নিরীহ নিঃস্ব প্রজাদিগকেই ভোগ করিতে হয়। প্রজাদিগের পক্ষে এ কষ্ট বড় সামান্য কষ্ট নহে। মনে করুন একটী জমিদারির আয় বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা, গবর্ণমেণ্টের মোট রাজস্ব যাহা ঐ জমিদারিতে জমি দারদিগের দাখিলার্থ আট দশ হাজার টাকা মাত্র লাভ থাকে। মূল জমিদার দুই জন। প্রত্যেকের এক এক জন নায়েব থাকিলে, তাহারা আদায়ের বিলক্ষণ সুবিধা হয়; এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগকে সকল বারে মোট মন বাঁধিয়া চলিতে হয়। নায়েবদিগের পদাভিষিক্ত মহাশয়েরা প্রজাদিগের পক্ষে রাজস্বরূপ। কোন কারণে যদি কোন প্রজা কোন নায়েবের, আজ্ঞা অবহেলন, কিম্বা তাহার প্রতিযোগিতাপক্ষে [illegible] কোন নায়েবের [illegible] বন্ধ করিয়া, নায়েব [illegible] [illegible] [illegible]

পোষ্যপোষকতার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অত্যাচার নির্ব্বাসিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা যে কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘোর জঙ্গলময় পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাস মহল জমিদারির কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী বাস করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে লিখিত হইল, বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল, বাবু নারায়ণ গিরি ও বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী। এতদ্ভিন্ন রাণী সত্যভামা, রাজা আনন্দ লাল রায় প্রভৃতি তিন জন জমিদার আছেন। ইঁহারা সকলে এক জনকে স্থায়ী নায়েবি পদে অভিষিক্ত করিলে কোন গোলযোগ হয় না, মধ্যে কাঁথির রাজা ও চৌধুরী সাহেব, নায়েবি পদটী ইতঃস্তত সঞ্চালিত করায় প্রজাদিগের কষ্ট হইয়াছিল। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ঘোর পরগণার নায়েবি পদটী সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, বদান্যবর বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধানকে স্থায়িরূপে প্রদান করিলে প্রজাদিগের সুখের সীমা থাকে না। আমরা ইন্দ্রবাবুর পক্ষীয় লোক নহি, অথবা তাঁহার নিকট কোন প্রত্যাশাও রাখি না। এদেশের লোকেরা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ্যাতির পরিচয় দিবে তিনি এই পদের যোগ্য। ঘোর জঙ্গল প্রধান বাবুর নাম তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্টরূপে সাধারণ্যে গৃহীত হইবে। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট নায়েবি কার্য্য সুকর রূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা প্রায় আজীবন সম্ভ্রম ও যথেষ্ট বিশ্বাস সহকারে ঐ পদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, এমন কি তাঁহার দ্বারা ঘোর নায়েবি পদ অপেক্ষাকৃত গৌরবাস্পদ হইয়াছে। তদীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ বাবু পৈতৃক গুণের সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত ঐ নায়েবিকার্য্য করিতেছেন, এক সময়ে দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে যদি প্রজাগণ যথাদেয় রাজস্ব প্রদান করিতে না পারে তথাপি তিনি তাহা দিয়া দিয়া থাকেন। প্রজাদিগের তাঁহার উপর যথেষ্ট ভক্তিও আছে। তিনি অল্প বয়সে

[illegible] পশ্চিমতা সহকারে আপন কর্ত্তব্য প্রতি[illegible] করিয়া থাকেন তাহা এদেশের অনে[illegible] জানেন। শুনিতে পাইতেছি কোন [illegible] কোন কোন জমিদারের নিকট [illegible] নায়েবি পদ গ্রহণার্থ ব্যগ্র [illegible] যাহা হউক আমরা নির্ব্বান্ধাতিশয় [illegible] মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় [illegible] মেদিনীপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট [illegible] এস, হারিসন সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এবিষয়ের ন্যায়ানুসারে মীমাংসা করিবেন। তাঁহার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি নীত কালের ভ্রমণ উপলক্ষে ঘোরতে আসিয়া এবিষয়ের গূঢ় অনুসন্ধান করিয়া যথা ন্যায্য কর্ত্তব্য পক্ষে বিধান করিবেন। তাঁহার হস্তক্ষেপ ভিন্ন হয়ত এই পদটী বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। আমরা প্রকৃত পক্ষে প্রজা ও জমিদার উভয়েরই শুভৈষী। বিনা রক্ত পাতে যুদ্ধের অবসানই আমাদিগের প্রার্থনীয়। এতদ্দ্বারা আমরা কোন পক্ষই সমর্থন করিতেছি না যাহা ন্যায় সঙ্গত তাহাই অবলম্বিত হউক।

তমোলুক
৩১।১২।৭৩

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়। যে যে স্থানে অদ্য উপশম কার্য্য হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূম সে তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই। বীরভূমের দুর্ব্বশা আমরা বরাবর প্রচার করিয়া আসিতেছি। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সে দিকে পড়িল না। কিন্তু এ ঔদাসীন্যের বিষময় ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে। বোলপুর অঞ্চলে দুই স্থানে ওলাউঠা ভয়াবহ ভাকাইতি হইয়া গিয়াছে। বীরভূম অতি দরিদ্র প্রদেশ। অন্নাভাব এখানে বড় হইল না। সামান্য লোকের কার্য্যচলে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং এরূপ দোষদর্শী কার্য্যে যে ইতর লোকে সতত প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? অতঃপর এ প্রদেশে

সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিত বুদ্ধি ব্যক্তিও জ্ঞান শূন্য হন, গবর্ণমেণ্টকে আমরা এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি, অন্ততঃ সাধারণ লোকদের রক্ষিণ হস্তের কর্ম্মচারিগণ এরূপ কোন উপায় করিয়া দিন।

২। অদ্য কুরুক্ষেত্র প্রকাশের দিন পুণ্যময় উপস্থিত। পুণ্যিমার শ্রীযুক্ত রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। রাইপুরের দুঃস্থ অধিবাসীদের সাহায্যার্থ জন্য আমাদের নিকট ৫০ টাকার অর্দ্ধ নোট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অর্থের যথা যথ ব্যবহার আমাদের দেশের যে কয়েক জন ধনাঢ্য মহোদয় শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী সরৎসুন্দরী, ও দিঘাপতিয়ার রাণী শ্যাম মোহিনীকে অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এমন সংবাদ পত্র অতি বিরল যাহাতে এই মহোদয়াদের দান সততা উল্লিখিত হইতে না দেখা যায়। সৎকার্য্যের পুরস্কার করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাণী শরৎসুন্দরী আর কত দিন পুরস্কৃত না হইয়া থাকিবেন?

৩। আমরা দেখিতেছি যে কি রাজা, কি প্রজা সকলেই উপস্থিত দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্ট নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল। এইরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতে না পায় তাহার উপায় বিধানে কাহাকেও চিন্তাশীল দেখিতেছি না। আমাদের দেশটী দেবমাতৃক। সুবর্ষণের জন্য আমাদিগকে দেবতার উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? এই হেতু আমাদের প্রস্তাব এই যে — মধ্যে মধ্যে যে এক একটী পুষ্করিণী [illegible], সেগুলি প্রায় জল সিঞ্চনের জন্যই [illegible] প্রেত। এই পুকুর গুলি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হয় না বলিয়া অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। জল অতি অল্পমাত্র থাকে। অবশে

পুকুর গুলি জল নিষ্কাশনের বিতীত অনুপযোগী হইয়া আছে। এই পুকুর গুলির পঙ্কোদ্ধার করা হউক। আর যাহাঁর যথেষ্ট, যদ্যে এক একটু স্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই মে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করা হউক।

৪। গঙ্গাটীকুরি স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ যাবৎ পুনঃ প্রাপ্তি আশাপ্রদ নহে, না উপায় করা হইল। কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। এখন আষাঢ়ের আশঙ্কা হইতেছে, শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসে কার্য্য একবারে বন্ধ হয়। এ স্কুলটী এ অঞ্চলের ভূরি উপকার সাধন করিতেছে। এটী উঠিয়া গেলে লোকের ক্ষতির একশেষ হইবে। এই হেতু সম্পাদক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি, এল মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা এই তিনি স্কুলটীর সাধারণ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া স্কুলটী অন্ততঃ আর কিছু কাল অব্যাহত রাখিয়া দেন। গত আগষ্ট মাসে সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্কুলটীর প্রতি বিশেষ স্নেহ দৃষ্টি আছে। আমাদের এ উত্তেজনা বাহুল্য মাত্র।

৫। মফস্বলে দিন দিন গরম হইতেছে। সকল দ্রব্যই অতি উচ্চ মূল্যে ক্রীত হইতেছে।

১২৮
১৬ই অগ্রহায়ণ

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বৎসর [illegible] যাবৎ কষ্ট হইয়া [illegible], নিবারণের কারণ [illegible]। বিস্তর [illegible] ও মধ্যে মধ্যে, [illegible] তাহার মোকাবিলায় [illegible], [illegible] বিস্তর পরিশ্রম করিতেছে। এখানে [illegible] পুরুষ পাহাড় অপেক্ষা [illegible] অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে। এবৎসর অনাবৃষ্টিতে ঐ সকল পাহাড়ীয়া ধান্যের আমদানী হইতেছে না। এদিগে কলিকাতায় টানে এখানকার সোনা ছাড় দাম চাউল অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া বিশেষ হইতে চলিয়াছে। ৸৵০ আনার চাউল ১ দুই টাকা হইয়াছে। যে প্রকার মহার্ঘীর গতিক ইহাতে এই অন্ন-প্রসবিনী বিখ্যাতা বাকরগঞ্জভূমির পরিণামে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট মহার্ঘী বন্ধ করিতে যদি একান্তই নাহসী না হন, তবে বরং বাকরগঞ্জের জেলা ও প্রত্যেক মহকুমা ও মহাবাজ গঞ্জ, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জে গবর্ণমেণ্ট এক একটী গোলা করিয়া চাউল সঞ্চিত রাখুন, দেশের অবস্থা বুঝিয়া দেশ মধ্যেই ক্রীত দরে বিক্রয় কিম্বা দেশের সম্বল বুঝিলে অন্যান্য দুর্ভিক্ষ স্থানে চালান করিতে পারিবেন ইহাতে সকল দিকরক্ষা হইতে পারে, দেশীয় অধিবাসী মহাশয়েরা এই কার্য্যটী করিয়া ও দেশের মঙ্গলসাধিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সে আশা কোথায়? সুতরাং ভরসা গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সর্ব্ব তোভাবে নির্ভর।

অগ্রহায়ণ ১২৮০ বাকরগঞ্জ — শ্রীকালীচন্দ্র বসুমজুমদার জেলা বাকরগঞ্জ

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চট্টোপাধ্যায়		
কুরুতাবাটী		৫৷০
" রাজা এশাতিস্রবোধন ঠাকুর		
পাথুরেঘাটা		১০
" " অমৃতলাল দাস বউবাজার		১০
" " প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—দিনাজপুর		৫৷০
" " বিহারীলাল চাঁদ		
সাহাগঞ্জ রঙ্গপুর		
" " কৃষ্ণকামিনী মিত্র—জয়দেবপুর		
" জিয়াদুন্নেসা তহশীলদারাণী		
কার্যবাসা গ্রাম		

বিজ্ঞাপন

* * * যাঁহারা মূল্য না পাঠাইলে কাহাকেও ভিঃপিতে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ৬৷৷ ডাকমাশুল বাঙ্গালিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ষাণ্মাসিক অগ্রিম বার্ষিক ১৷৷, ডাকমাশুল ৫৷৷০ টাকা। ছয় মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, ষ্ট্যাম্প চিঠি, রসি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা স্পষ্ট রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা যদি অর্ডর পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সংখ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসল না পাঠাইয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তাহার পর ৸০ দেড় আনা হিসাবে লইয়া বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত সত্বর বন্দোবস্ত করিবেন।

রোজস্কার করা।
৩৮ নং। ১৮৭৩

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

" প্রথমন্তে প্রস্তুতিনিধিনায় পার্থিব: যন্ত্রস্তী মতিমন্তী স ধীমতা। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

শক ১২৮০। ৮ ই পৌষ। ইং ১৮৭৩। ২২ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে যাহাদের অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে রেজীষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থ দেব অনাচার ও মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য /১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং মোওরা বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গভাষা এনট্রান্স স্কুল ১ম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ শূন্য আছে। প্রথম শিক্ষকের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের ৩০ টাকা। পদাকাঙ্ক্ষীগণ উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় শিক্ষকের ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। শ্রীবিনোদচন্দ্র সেন সম্পাদক
৩১ এ অক্টোবর। বাসন্তা পোষ্ট আফিস মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ।৶০ ডাকমাশুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত, ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ।৶০ একত্রে মূল্য ১৮, ডাক মাশুল ১৶ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪।০ ডাক মাশুল /০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ।০ আনা।

উক্ত প্রাকটিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল লিখা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাতচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ।০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল ।০ উহাঁর কৃত ভিষগ্বর ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত নূতন সার্জ্জরি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাশুল প্যাকিং খরচ ।০। বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ।০ ডাকমাশুল /০।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি ঘরার আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তক মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তুত নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১০ সংখ্যা।

"এবঞ্চন [illegible] সম্মতা ঋতিমতী চ ধীরতা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা।

১৮০ ৭ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ১৯এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

৷৹ — ৴৹

গ্রাহকগণকে বিশেষ সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজেষ্টরি চিঠি যোগে পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

—৪—

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, কফ কাশ মূর্চ্ছা ও বেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ অমিত ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেনা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মুন্সীপুরের ফ্রি চার্চ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৩ নং বাটী বিনা আমার দ্বারায় চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানার পত্র লিখিলে, আমার দেখা পাইবেন

শ্রীপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸৹ আনা ডাক মাশুল ৵৹ ইহাতে এদেশীয় প্রথম প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেঙ্গল টাইপ রোয়াল ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—১৫৪—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান চক্রদত্ত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা বহুবাজার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য গ্রাহকশ্রেণির পক্ষে প্রতি ফরমা /৹ এক আনার হিসাবে, একখণ্ডের মূল্য ৷৹ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ ডিম পাই হিসাব প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹ ডিম আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /৹ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—১০৮—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৷৵৹ ডাকমাশুল /৹ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

আহিরীটোলা হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে ঔষধি দ্বারা দেশে চিরপ্রসিদ্ধ শ্বাস, কফজ, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য দুরূহ ইন্দ্রিয় ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৹ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং

সুবরঞ্জন মেডিকেলহাল

ভবানিপুর, কলিকাতা

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত যদ্ভারা প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটীস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৹।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাশুল ৷৵৹ একত্রে লইলে ১৮৲ ডাক মাশুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৷৷৹ ডাক মাশুল ৵৹ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাশুল ৷৹ আনা।

উক্ত প্রাকটীস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের জন্য ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাশুল লিখা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ধরিয়ারাম বসু [illegible]

শরের কৃত রাসায়নিক্যা মূল্য ৫
পুস্তক, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।—

শুপ্ত যন্ত্র ছাপা খানা।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানার উত্তম মালমসলা ও
ই রাজী নাগরী অক্ষর প্রস্তুত আছে।
ছাপার মূল্য ঐ ১২ বসুর দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন
তাঁহার কর্ম্ম সেইরূপ হয় তদ্বিষয়ে
অঙ্গীকার করা যাইতেছে।

এতদ্দেশ হইতে কর্ম্ম ফাতাগণকে
ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং
খরচেরও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা
যাইতে পারে, মাসুল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের
নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ
ষ্টাম্প পাঠাইলে ঐ অবিলম্বে সকলের অভি-
লাষের সিদ্ধ হইবেক

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডব্লিউ এস মহাশয়ের কৃত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ।৷০ উহার কৃত ডিসপেন্সটরি ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ ব্যবস্থাপত্র লিখি বেশিত হইয়াছে মূল্য ২ ডাকমাসুল ।৷০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত কুকুর মার্জ্জার ৎ,বাৎ অস্ত্র চিকিৎসা, প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল পাকিং ৸৷৷৷ ৷৷৷ । বাবু কেত্র-নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ত্রিশিখ ও পরিমি-তাঙ্ক অর্থ পুস্তক মূল্য ।৷০ ডাকমাসুল /০ ।

কলিকাতা
বাদামবাগান
১৫নম্বরের } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

যিনি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পরবর্ত্তী আদালতের ঐ পত্র

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন-প্রকাশানন্তর পুস্তকের মূল্য নিম্নে করিতে মনস্থ করিয়াছি, উক্ত পুস্তকে সাধনের ভাব বিস্তর আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

—:০:—

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদা-লত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে যে জজ এবং এডিসনাল জজ নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২১ এ অক্টোবর এবং ২৩ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে মফস্বলের মেজিষ্টর সাহেবেরা যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা যদি হাইকোর্টের ১২ ই সেপ্টেম্বরের একা-দিক নিয়মানুসারে আফিস সার্টিফিকেট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪। ১৫ ই জানুয়ারি মধ্যে সেক্রেটরি সাহেবের নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন। আমরা শুনিলাম ভাল হয় এমত ভাব নিবার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা থাকায় অনেক মফস্বল পাঠার্থিদের ঘটিবে।

যে সেকাকাতে সার্টিফিকেট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপ নার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থির আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলি-কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্ব্যতীত যিনি যেশীর উকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগের আবেদন পাইয়াছেন যে তাহাদিগকে প্রেরণ করা আদিমারের নিকট হইতে [illegible]

হয় যে প্রার্থী [illegible]
সার্টিফিকেট [illegible]
অন্যথা যে কি [illegible]
একটী সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। [illegible]
টাকা সহিত আর্জি [illegible] পাঠাইয়া তাহাদিগের সার্টিফিকেট [illegible] ফিরিয়া লইবেন। যে সকল পরীক্ষার্থী উক্ত শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার আশা রাখেন তাঁহারা কলিকাতার [illegible] মেজিষ্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ [illegible] ২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

শ্রীসিল অ্যাকলম
বোর্ডের সেক্রেটারি

মুন্সীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

ঘড়িকাচারের প্রস্তর নির্ম্মিত যেরূপ প্রকার জন্য আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আমাদের নিকট প্রস্তুত আছে।

ফেন করা প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার পাইপ, এবং উহার সহিত সাইফন জংসন ও এলবো ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টালির ন্যায় মেরিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল টাইল।

ফুলার মিল।

কাদার চে।

কাদার আঁতায় ও আমাদের যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপযুক্ত মিস্ত্রি প্রেরণ করা যাইবে, ইঞ্জিনের ফুল, ফলার মিস্ত্রি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমাদের নিকট পত্র লিখিলে আমরা অল্প খরচায় [illegible]

পব্লিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর যাইবার মিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌরমন শা লয় ক্যাণ্টনি আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা তাহা ভাড়া দিবার জন্য টেণ্ডার করিতে চাহেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত মিয়মানুসারে করিবেন।

এক দফা, দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দফা দীর্ঘে ৯ ফুট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত স্যাণ্টনিং সকল কণ্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রূপ ভাড়া টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাবে। কিন্তু এক টাকা কি জমা দিতে হইবে টেণ্ডার দারীদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস ফিথান একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কর্ণী ডিবিজন।

চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ ই মাঘ শুক্রবার চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

নূতন মুদ্রিত।

স্কুল পাঠ্য বিদ্যের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজ ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ খানি অপরাপর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। বেকার স্ট্রিট কোম্পানির দোকানে স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক ঘরে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই মাঘ সোমবার।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটী স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা উপবিভাগ সকলের অধিবাসিদিগের শিক্ষারজন্য বৎসর বৎসর ৬০০০ ছয় সহস্র টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ইংলিসমান এই উপলক্ষে একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানা সকলে যে সকল দরিদ্র বালক মজুরের কার্য্য করে, এই অর্থ তাহাদের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলে ভাল হয়। ইংলণ্ডে দরিদ্র বালকদিগের, বিশেষ শ্রমজীবি বালকদিগের শিক্ষার নানা প্রকার উপায় আছে। দেশের ধনশালী ও সহৃদয় ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে সেই সকল বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং অতি সুশৃঙ্খল রূপেই তাহাদের কার্য্য চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণী যে দিন দিন এত উন্নত হইতেছে এই সকল উপায়ই তাহার এক প্রধান কারণ। আমাদের দেশের ধনীরা আজও সেরূপ মুক্তহস্ত হইতে শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের এখানকার উপর এ সকল কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া রাখিলে, যদি থাকিলে সে আশা পূর্ণ হইতে পারিবে হইবে। মিউনিসিপাল [illegible] যত্নে অগ্রসর হন এবং গবর্ণমেণ্টও [illegible] কিছু মনোযোগী হন তাহা হইলে সময়ে দেশীয় বদান্যতাও অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমজীবীরা সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকিয়াও যে প্রকার কৌশল ও পটুতার সহিত কার্য্য করে শিক্ষালাভ করিলে যে সেই সকল কার্য্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লণ্ডন স্কুল বোর্ড লণ্ডনের দরিদ্র সন্তানদিগের জন্য যে কার্য্য করিতেছেন সুবার্ম্মন মিউনিসিপালিটী যদি উপবিভাগের দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের সন্তানদিগের জন্য তাহা করেন তাহা হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর বালকদিগের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই অর্থ সে সম্বন্ধে ব্যয় করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

আমরা শুনিলাম যে কয়েক বৎসর অবধি জয়নগর মিউনিসিপালিটীর যে অর্থ জমিয়া আসিতেছে সেখানকার মিউনিসিপালিটী নাকি তাহাতে জয়নগর স্কুলের জন্য একটী বৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ প্রস্তাব মন্দ নহে। স্কুল বাটীটী যেরূপ জীর্ণ সেখানে আর স্কুল রাখা কর্ত্তব্য নহে। আমরা এই সৎপ্রস্তাবের জন্য মিউনিসিপালিটীর কমিটীও সভাপতিকে প্রশংসা করি। কিন্তু মিউনিসিপাল আইনে দেশের যে যে উন্নতির কথা আছে স্কুলবাটী নির্ম্মাণ করা তাহার অন্তর্গত কি না অগ্রে জানা কর্ত্তব্য।

সারদর্শী কবে [illegible] শ্রেণীর [illegible]

এ দেশীয় লোকে আজ কাল শিক্ষা [illegible] কার্য্যের এরূপ [illegible] প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনি অদ্যাবধি সেই

উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া ভন এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিলে নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয় স্মরণ হয়। প্রথম মিউনিসিপাল কমিটী (২য়) রোড সেস কমিটী (৩য়) বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের প্রথা। এই কয়টীই তাঁহার অতি প্রিয় পদার্থ। এগুলি দ্বারা বাস্তবিক যে দেশের কোন উপকার হয় না এবং হইবে না তাহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয়। এই সকল ভার প্রাপ্ত হইলে অনেক স্বার্থ পরায়ণ ও আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিকে যে দেশের হিত চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হইবে, বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে যোগ্য ভার ও বৃদ্ধি হইবে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সম্যক স্বাধীনতার অভাবে এবং উপযুক্ত লোক নিয়োগের অভাবে এ সকল অধিকাংশ স্থলের ক্রীড়ার বিষয় হইয়া পড়ে। কমিশনর অব পুলিস মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বসিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যতদিন নিজের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সভ্য মনোনীত করিবেন ততদিন এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া যদি প্রজাদিগকে লোক মনোনীত করিতে দেন তাহা হইলে এদোষ অনেক নিবারণ হইতে পারে। এবিষয়ে অদ্যাবধি যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তাহাতে সুফল ভিন্ন কুফল উৎপন্ন হয় নাই। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য নিযোগ করার যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে ও বিলক্ষণ কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া লোক মনোনীত করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যা বুদ্ধির জন্য পরিচিত হউন আর না হউন তাঁহারা দেশবাসিদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই তাঁহারা যে কার্য্য করিবেন দেশীয় লোক দিগের মঙ্গলের জন্যই করিবেন এরূপ বিশ্বাস করা কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অল্প লাভের, বিজ্ঞবর পার্কার পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে লোকে সচরাচর মনে করে যে পূর্ব্বোক্ত কমিটী সকল গবর্ণমেণ্টের অধিক টাক্স আইবার উপায় মাত্র। কিন্তু এ প্রকার উপায়ে লোকের সে সংস্কার ক্রমে দূর হইবার সম্ভাবনা। আমরা অনুরোধ করি অপরাপর স্থানে ক্রমে এই উপায় অবলম্বিত হউক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সকল অপেক্ষা কৃত সভ্য ও জ্ঞানী লোক সম্পন্ন সেখানে সাধারণ লোকের মত গ্রহণ করিলে কার্য্য হইতে পারে অপরাপর স্থানে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে সম্যক ফললাভের সম্ভাবনা নাই, ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে যেখানে যেখানে মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইয়াছে সেসকল স্থানে প্রায় তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের সংখ্যাই অধিক।

দ্বিতীয়তঃ অতি অল্পেই এই সকল কমিটীর উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে একবার বুঝাইয়া দিলে তাহাদের বিশ্বাসের অনেক হ্রাস হয় এবং তাহারা আপনাদের বিশ্বাস যোগ্য লোক মনোনীত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে পারে। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর সভ্য মনোনীত করা দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এই প্রণালী সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইলে পর দেশের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

মুক্তম সবরেজিষ্টরি দিবে দেয়
প্রণালী।

প্রজাগণের শিক্ষারজন্য রাজা যাহা কিছু আইনের খসড়া, [illegible] রক্ষীয় জন্য রাখা যে [illegible] আদালতের অনুযায়ী ও সঙ্গত আই প্রভৃতি পুস্তক শিক্ষার ভাষায় [illegible] করা, গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুষ্ঠানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, এবং সেই জন্য প্রজাদিগকে যথেষ্ট অংশী হইতে অনুরোধ করা ও তত্ত্ব যুক্তি-যুক্ত কার্য্য বোধ হইতে না পারে, কিন্তু সকলের অজ্ঞাতায় হইতে দুর্জনকে রক্ষা করা, অন্যায় নিবারণ পূর্ব্বক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং এই সকল কারণে প্রজাদিগকে বাহের অংশী করা কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অনুসারে সেই যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যটী ভূরি পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

একটী অন্যায় নিবারণের জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে একজনকে এত প্রকার অনর্থক ব্যয় স্বীকার করিতে হয় যে সে প্রকারে সুবিচার লাভ করা অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ কোর্টের ফীস এত অধিক যে তাহা সংগ্রহ করিয়া সকলের উপস্থিত করাই কঠিন হয়, তাহার উপর প্রতি পদে মুদ্রণ মুদ্রার ব্যয়ের প্রয়োজন এই কারণে সুবিচার লাভ করা দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার-বিভাগে যেরূপ ব্যয় বাহুল্যের কথা বলা হইল আর একটী বিষয়ে সেইরূপ অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য ঘটিয়া আসিতেছে। সেইটি রেজিষ্টারির প্রথা। কোন লেখা পড়া পাকা [illegible] জন্য রেজিষ্টরির নিয়ম আছে, এই নিয়মটী বিশেষ উপকার জনক। ইহাতে রাজা

প্রথা উভয়েরই মঙ্গল। প্রথমতঃ রাজদ্বারে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয়, এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সেই সকল বিবাদের বিচার কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বিচারপতিদিগের অনেক শ্রমের লাঘব হয়, এবং তত সময়ের ক্ষতি ও হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অনেক সময় অনেক ব্যক্তিকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। কেহ কেহ এই স্থলে এরূপ বলিতে পারেন যে যখন রাজা প্রজা উভয়েরই লাভের কথা তখন ইহার ব্যয় রাজা প্রজা উভয়েরই বহন করা উচিত, সেকথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই এ ব্যয় প্রজা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে অধিক পরিমাণে অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষণে কি নিয়ম দেখা যায়? ইহার জন্য প্রজাদিগকে প্রায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। এক খানি পাল্কী কিম্বা কতকগুলি রেজিষ্টরি করিতে হইলে প্রায় ৮।১০ ক্রোশ পথ গমন করিতে হয়। সে ব্যয় ত সুখ বহু মাত্র। তাহার পর রেজিষ্ট্রেশনের ফী, ও মোক্তারদিগকে দুই এক টাকা ও কখন কখন রেজিষ্টরি কেরাণীর মস্তুষ্টির জন্য আরও কিছু, এইরূপে নানা প্রকার ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর করান আবশ্যক হয় তাহা হইলে ত কষ্টের কথাই নাই। তাহার ফীর সংস্থান করিতেই অনেকের চক্ষু স্থির হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে নায় কর্ম্ম কাউন্সেল এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা কয়েকটী কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা, প্রথমতঃ বহুদূরে গমনের ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; দ্বিতীয়তঃ দেশবাসি লোক রেজিষ্ট্রার হইলে তন্ত্র পরিবারের স্ত্রীলোক দিগের স্বাক্ষর করাইবার জন্য যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত তাহা হইবে না; তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেই অজ্ঞ লোকেরা অর্দ্ধ-পিশাচ মোক্তারদিগের চাতুরীর মধ্যে পড়িয়া যাইত, এ প্রথা নীতে সে বিপদের আশঙ্কা নাই।

এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া লেপ্ট নণ্ট গবর্ণর এক প্রকার বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। যদি রেজিষ্টরি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে প্রয়োজন মত কী সংগ্রহ হউক আর না হউক তাঁহাদিগকে মাসে মাসে নিয়ম মত বেতন দিতে হয়। এ প্রথা নীতে গবর্ণমেণ্টকে সেরূপে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে না। কথায় বলে "যা শত্রু পরে পরে" এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের দুটিকত কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ যাঁহাদের উপর এই কার্য্যের ভার-দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা কখনই এক মাত্র ফী অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে জীবিকা ও লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে সুতরাং, যথা সময়ে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। যথেষ্ট সহকারী নিযুক্ত করিলেই হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারে বহুব্যয়। এই ফীর আয় নিতান্ত অনিশ্চিত কিন্তু সহকারী নিয়োগের ব্যয় নিশ্চিত। সুতরাং সে বিষয়ে যে লোকের প্রবৃত্তি হইবে এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মধ্যে সকলের চক্ষের উপর যখন অপরাধের আমলারা নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করে, তখন কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষের অন্তরালে এই পথ যে ভূরি পরিমাণে অবলম্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু না, দিলে সত্বর কার্য্য উদ্ধার হয় না সুতরাং লোকদিগকে সে ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন? তৃতীয়তঃ নব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সময় একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সাধারণের পরিচিত সম্ভ্রান্ত ও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত কারণ তন্ত্রপরিবারের স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে যাহা হউক কাউন্সেল সাহেব এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া একটী বিশেষ কষ্টদূর করিয়াছেন।

—:০:—

সুন্দরবন।

বঙ্গসাগরের উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-বাঙ্গালার সমুদায় স্থানকে সুন্দরবন বলে। এই সকল ভূভাগের প্রকৃত ইতিহাস আজিও প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে সাগরের অন্তর্গত ছিল। কালে সাগরের জল অপসৃত হওয়াতে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত রামকমল সেন প্রকারান্তরে এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর এক প্রকার মত আছে। এ সকল প্রদেশ পূর্ব্বে কৃষি ও বাণিজ্যের আলয় এবং সুখ সমৃদ্ধির আধার ছিল তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতিহাসে এক সাগর বংশের কথা শ্রবণ করা যায় তাঁহাদের রাজত্বকালে আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি [illegible] সাগরের অন্তর্বর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ সংস্থিত বাঙ্গালা চরিত্র [illegible] খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে [illegible] দেশীয় ভ্রমণকারী মুয়ন্থাঙ্গ তাম্রলিপ্তে অবতরণ করেন তিনি বঙ্গের উপকূলে অনেক হিন্দু রাজধানীর অস্তিত্ব দেখিয়া ছিলেন। ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে সাগর বংশীয় রাজাদের সময় সমুদ্রের

নিম্ন উপকূলে অনেক নগর ছিল। সুন্দর বনের যতটুকু আবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যেই অনেক প্রাচীন জনস্থানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোথাও বা অতি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন খণ্ড সকল কোন স্থানে প্রাচীন কালের মুদ্রা, কোন স্থানে খোদিত ফলক, কোন স্থানে অতি প্রাচীন পুষ্করিণী, কোন স্থানে বা বট অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। এখনো সমুদায় আবাদ হয় নাই। হইলে বোধ হয় আরও অনেক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয় যে এ সকল স্থান পূর্ব্বে লোক জনের বাসভূমি ছিল। পরে জল বায়ুর প্রভৃতি কোন প্রকার বৈষম্য ঘটিয়া স্থান বিশেষ জন শূন্য ও অরণ্য-ময় হইয়া যায়। আমাদের বোধ হয় কোন সময়ে সমুদ্রের জল এই সকল স্থানকে প্লাবিত করে তাহাতে অধিক সংখ্যক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। তাহার পর আর কেহ নূতন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সমুদ্রের জল নির্গত হইলে ও কোন কোন নিম্নভূমিতে জল বদ্ধ হইয়া থাকে; এইরূপেই বোধ হয় কলিকাতার পূর্ব্বদক্ষিণবর্ত্তী "ধাপার জলা" প্রভৃতি নবদায়ুময় জলার উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ এতদিন হইতে বনাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস স্থান রহিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ অবধি দেশীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং তদনুসারে শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের চক্ষু এই সকল স্থানের উপর পতিত হইয়াছে। এবং ক্রমেই আবাদ হইয়া আসিতেছে। গত ১০ বৎসরে পশ্চিম জমির উদ্ধার হইয়া গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও দিন, দিন বৃদ্ধি হইবে। এই সকল পতিত বন আবাদ করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন আবশ্যক হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রথম খাল, বাঁধিয়া লোণা জল রক্ষা করাই দুষ্কর, তাহার পর বন পরিষ্কার। গ্রীষ্মের জলের সহিত এই সকল স্থানে [illegible] সহজ যে এক হস্তের লোণা মাটি ধুইয়া গেলে বন পুনরায় পূর্ব্বের আকার ধারণ করে, সুন্দরীদের বৃক্ষ বড় কঠিন আর দুই বৎসর অন্তর নিড়াইয়া দিলে সমান। কিন্তু একবার নিড়াইতে পারিলে দুই চারি বৎসরের জন্য সমুদায় ব্যয় আদায় হয়।

এই সকল স্থানে এমন চমৎকার ধান্য হয় যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদায় ভূমি উচ্চতায় সমান বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ভূমি ৩ বৎসরে জমিদার দিগের অত্যন্ত লাভ জনক। ইহাতে অতি অল্প ব্যয়ে বন্দোবস্ত দিতে হয়, কিন্তু এক বার আবাদ হইলে তাহার ৭ গুণ অর্থ আদায় হয়। এই জন্যই এই রূপ বিষয়ে জমিদার দিগের এত লোভ, এই জন্যই তাঁহারা এত ব্যয়ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবাদ করিতে এত ব্যয় হইয়া থাকে যে অনেক সময় অনেক জমিদারকে নির্ধন হইয়া পড়িতে হয়। মনে কর এক ব্যক্তি ৩০০০০ হাজার টাকা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ৩০০০০ হাজার টাকা পর্য্যবসিত হইয়া গেল, বিষয়টী এক প্রকার উদ্ধার হইল। আবার ৩০।৪০ একটী খাল কাটিয়া গেল। পুনরায় ১২০০০। ১৫০০০ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইল। সেজন্য তাঁহাকে ঋণ করিতে হইল। এইরূপে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন। লোকে বলে যাঁহাদের অগ্রাহ্য হয়, ঐ [illegible]

আবাদ করা [illegible] তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

আমরা এই [illegible] একটী বন্দোবস্ত করিয়াছি, [illegible] বিশেষ ব্যক্তির প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, শেষে এ সকল ভূমি উদ্ধার হইলে বহুদিন ভোগ করিবে। যদি [illegible] আর এক একটী কোম্পানি এই ভূমি উদ্ধারে হস্ত তাঁহারা শীঘ্র লাভ করিতে পারেন। আবাদ এই সকল ভূমি আবাদের ব্যয় যোগ করে কার্য্যের উপযুক্ত হইলে তুরের ন বিশেষ আয়াস হয়। কলিকাতার [illegible] রিপার্লিই প্রাতের আবাদ এডমণ্ড ট্রামণ্ডের খুলিতেছেন, একবার ভগ্ন ভগার বাড়ার লইয়া ফিরায় করিতেছেন, একবার এই দিকে কিছু অর্থ ব্যয় করুন না কেন? যদি তাহাতে আপাততঃ কলিকাতার বিশেষ লাভ নাইকিন্তু ভবি হইতে যে আয় হইবে তাহাতে কলিকা তার ভূমি মূল্য দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইতে পারে।

আমাদের অনুবাদক মহাশয়কে একটী পরামর্শ দান।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে সোমপ্র কোন সহযোগী আমাদের অনুবাদক মহাশয়ের নামে অনুযোগ লইয়া উপস্থিত হন। সকলেই বলেন তিনি একে আর অনুবাদ করিয়া [illegible] দেখিয় অমুক বাঙ্গালা পত্রিকা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন আর এতদিন দেখা গেল তাঁহার মত [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] মনে [illegible] ও বিরক্তি [illegible] করিয়া [illegible]

এ বিষয়ে একাকী সম্পূর্ণ দোষী এরূপ নয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও তজ্জন্য পরিমাণে অপরাধী। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ সংবাদ পত্রের ভাষার রচনা প্রণালী বহু দোষ মিশ্রিত অনেক সংবাদ পত্রে যে যে মধ্যে এরূপ ভাষা দেখা যায়, যে অনেক চিন্তায় পরও তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ভেদ করা কঠিন হইয়া পড়ে। হয়ত ভাব অপরের বোধের করিবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। সুতরাং সে অংশে ন্যূনতা থাকিলে তাহা তাহার বোধ্য নহে। সে দিন অমৃতবাজার পত্রিকা যে প্রবন্ধটি লইয়া অনুবাদক মহাশয়ের সহিত বিবাদ করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি সেস্থানটির তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া বাস্তবিক সহজ নহে। আমাদের সহযোগীর সচরাচর ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আমরা তাঁহাকে বলি তাঁহার অল্প মনোযোগে যে দোষের সংশোধন হইতে পারে তাহার জন্য পাঠক ও অনুবাদকগণকে অনর্থক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। আমরা এক মাত্র তাঁহাকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এরূপ মনে করিবেন না। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল সংবাদ পত্রই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে এই নিন্দার অংশী। এমন কি এ বিষয়ে সোমপ্রকাশকেও সম্পূর্ণ রূপে দোষ স্পর্শ শূন্য মনে করি না।

ভাষার এই প্রকার অবিশুদ্ধতার দুইটী কারণ আছে। (১ম) ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকেই সেই ভাষায় আলাপ, সেই ভাষায় লিখন পঠনপ্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি অনেকে ইংরাজী ভ চিন্তা ও কামনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সেই হৃদয়স্থিত চিন্তা ও কামনা দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে সে ভাষা ছন্দ ভাষার ন্যায় হয় ভাষায় অনুবাদ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুরূপ ভাষায় বুঝা যায়। (২য়) কারণ এই, ও লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ। কেহ যেন মনে না করেন, যে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতেছি। যে সংস্কৃতের রক্ত মাংস সে বঙ্গভাষার শরীরের পুষ্টি, যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী বঙ্গভাষাতে প্রতিফলিত, সেই সংস্কৃত না জানিলে কিরূপে বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ অধিকারের আশা করা যাইতে পারে? মনে কর একটী ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাব বাঙ্গালাতে প্রকাশ করা আবশ্যক হইল তাহার অনুরূপ কথাটী দেশীয় ভাষায় সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা অনায়াসে হয় একটি তদনুরূপ সুন্দর কথা মনোনীত করিয়া লইলেন, না হয় তদনুরূপ একটী সুন্দর কথা গঠন করিয়া ব্যবহার করিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা হয় সেই বিদেশীয় ইংরাজকে কৃষ্ণবর্ণ দেশবাসিদিগের সভাতে বসাইয়া দিবেন, না হয় তাহাকে দেশীয় বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া সেই সভাতে উপস্থিত করিবেন। এই উভয় প্রণালী দোষী অবশ্য [illegible] না কেন, দেশীয় [illegible] সহজেই চিনিয়া [illegible] চমৎকারিত্ব নষ্ট হয়। [illegible] সাহেব যেন মনে না করেন, [illegible] তাঁহার পক্ষে [illegible] তাঁহার প্রতি আমাদের [illegible] বক্তব্য আছে। যদিও কিছুদিন হইতে তাঁহার কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার দ্রুত অনুবাদ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে তাঁহার অসাবধানতা দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত পত্রগুলি পাঠ করেন না কিম্বা সংকারিদিগের দ্রুত অনুবাদ পরীক্ষা করেন না। যদি বলেন সপ্তাহে সপ্তাহে এত পত্র পরীক্ষা করিবার সময় কই কিম্বা যদি বলেন এত অশুদ্ধি ও অপদার্থ [illegible] সমালোচনা [illegible] গর্হিত কর্ম। তাহার উত্তরে [illegible] কথা অধিক কথা নাই, আমরা কখন কখন দেখিতে পাই আমরা দ্রুত বেগে যে কয়টি গবর্ণমেণ্টের দোষ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উল্লেখও করেন নাই যেগুলি অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিয়াছিলাম সে স্থানের এক গদা অনুবাদ করিয়া বসিয়াছেন। এমনও কখন দেখি, কোন কোন পত্রের অসার ও সামান্য কথাতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু অন্য এক খানি পত্রের সারগর্ভ প্রস্তাব সকল সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের ন্যায় দুই কথা বলে নাই। যদি সময়ের অভাবে এই [illegible] বিশৃঙ্খলা হয়, আমরা [illegible] করিতেছি গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া আরো দুই [illegible] নিযুক্ত করুন। [illegible] তিনি যদি [illegible] তাহার ব্যুৎপন্ন [illegible] বলেন ও তা হইলে [illegible] ও ভিন্নকার

[illegible]

(২ [illegible])

পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এই প্রস্তুটি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমরা

...ক্রমে ক্রমে ...ক্রমে ...ক্রমে ...

পত্রিকার একজন লেখক হইয়াছেন। য হৃদয় একবার ভারতবাসিদিগের জন্য সেইরূপ কাঁদিয়াছিল, সেই হৃদয় ই ল ণ্ডের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকার মধ্য দিয়া কথা কহিবে, ইহা অপেক্ষা সুখের সমা চার আর কি হইতে পারে। আম া এই মহাত্মাকে বর্ত্তমান করিয়া সমুদায় হৃদযোগীকে বলিতেছি এই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহারা সর্ব্বান্ত, করণে ইহার অনুকরণ করুন। বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন নাই।

বিবিধসংবাদ।

৬ ই পৌষ সোমবার।

গত শনিবার বহরমপুরে একটী স্থানীয় দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভার অধিবেশন হয়। ডমন্ড ম্যাজিষ্ট্রেট এয়েডেন সাহেব সভা পতির আসন গ্রহণ করেন। রায় যদুপতি সিংহ বাহাদুর উক্ত সভায় একবারে দু' হাজার টাকা দান এবং মাসিক ১০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গত বুধবার অষ্টিস লুইস জ্যাকসন বিচার করিতে করিতে একবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ হইয়াছেন।

কিছুদিন হইল শ্রীরামপুরের অন্তর্গত দুই সিমলা নামক একটী পল্লীতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুটী ভাই একটীর ৪ আর একটীর ৮ বৎসর বয়স বলা ১১ টার সময় বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী মরদানে গরু চরাইতে যায়। উহাদের গাত্রে ৮।১০ টাকা মূল্যের রূপার অলঙ্কার ছিল। বৈকাল পর্য্যন্ত ত হারা ফিরিয়া না আসাতে উহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্দিহান হইয়া উহাদের অনুসন্ধানে গমন করে। কিছু দূর গিয়া দেখিল তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে, উহার গাত্র ও গলা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর একটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল অমুক স্থানে মৃত বৎ পড়িয়া আছে। পরাণদাস নামক এক ব্যক্তি ঐ বালকের নিকট বসিয়া ছিল, উহার জ্যেষ্ঠকে দে খিবামাত্র সে শীঘ্র একটী জল পূর্ণ করিল, কিন্তু জল খাইবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল। ঘটনা স্থলের অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে ঐ পরাণদাস ভিন্ন আর কোন গৃহস্থের বাটী নাই, তাহারও ঐ সময়ে সেখানে অবস্থিতি কারণ কি তাহার সন্তোষকর উত্তর না পাওয়াতে তাহাকেই সন্দেহ করিয়া পুলিসে দেওয়া হইয়াছে। আগামী হুগলীর সাইরাত বিচার হইবে যাহারা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে অপহরণ করিয়া এক স্থানের বাহির হইতে দেন, তাহাদের এই দৃষ্টান্ত দর্শনে সাবধান হওয়া উচিত।

অমরেন্দ্র রায়চৌধুরী বিষের চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তারি এবং পরে কবিরাজী মতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হওয়াতে এক্ষণে হোমিওপ্যাথি মতে তাঁহার চিকিৎস, [illegible] চিকিৎসা করিতেছেন। [illegible] বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] হইতেছে। যাহা হউক [illegible] বিষয়ে অনেকের সন্দিহান হইয়াছেন।

মিস প্রসন্ন করিয়াছেন এডমনষ্টনের ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একটী উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষের এখন উপঢৌকন দিবার সময় নয়। ভারতবর্ষ এখন নিজেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

এবার আমেরিকার এত তুলা জন্মিয়াছে যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের তুলার বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে।

এক্ষণে নীলগিরি পাহাড়ে যে সকল বড় বড় সিঙ্কোনা গাছ আছে সেগুলি উচ্চে ২৪ হাত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় দশ হাজার মণ ছাল পাওয়া যায়। অন্যের

ঐবৃদ্ধি অনুসারে সিঙ্কোনারও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

১ লা মাঘ মঙ্গলবার।

এ কলিকাতায় বীডনষ্ট্রীটে "প্রেটমাশনেল থিয়েটর" নামে একটী নাট্যশালা খুলিয়াছে। নাট্যমন্দিরটী কাঁচের, কিন্তু অতি সুন্দর ও পরিপাটী হইয়াছে। গত ৩১ এ ডিসেম্বরে তথায় "কাম্যা কানন" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অভিনয়টী সুসম্পাদিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগাতে, অর্দ্ধাভিনয় সময়েই সভ্যগণ তাড়াতাড়ি গমন করেন। যাহা হউক আহলাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া গত ১০ ই জানুয়ারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত "বিধবা বিবাহ" নাটক অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাম কানন নের ন্যায় এ নাটকখানি শ্লীলস নহে। ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয় ছিল। দৃশ্য পটগুলি "লুইস অপেরা হাউসের" ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের "কনসার্ট" এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতায় অনেক টাকার চাউল খরিদ করিতেছেন। বাঁকির হস্তর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, এইজন্য মহারাণী সদয় হইতে লোক জনের বেতন পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতেছেন। রঙ্গপুরে ক্রীত চাউল প্রেরিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই রাজীব বাবু এ সময়ে শয্যা গত হইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে হেসটিংস ব্রিজসংলগ্ন খিদিরপুরের পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইপুল দিয়া চার ঘোড়া হইল যেরাঘত হইয়াছিল। বেলা ৯ ঘটিকার সময় লোক যাত্ত্বা করিতেছে এমন সময় বহুল ছিড়িয়া পুল পড়িতেছে বে ব ও রাত্তে জন কয়েক দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করে। দুই জন বিশেষ আঘাত পাইয়াছে, এ এক্ষণে হাঁসপাতালে রহিয়াছে। আর চারি

[illegible] আমাদের [illegible] একজন পুত্রের [illegible] বিপত্তিত হয়। ইহার [illegible] পুলিস কোন আসামী ধরে নাই অথচ লোক পেয়েই তাড়িয়া উঠে এবং নিকটস্থ লোকান দ্বারা প্রাণ রক্ষা করে পথিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছে যখন পুল পর্যন্ত [illegible] তখন অনুমান এক ঘণ্টা হইতে সপ্ত ঘণ্টার কোন সময়ে আসামী ধরা পড়িয়াছে কেহ বলে [illegible] কেহ বলে না। ঘটনার কিছু কাল পরেই [illegible] পুলিস ও বলিয়া প্রচার করা গিয়াছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে। দেখা যাউক কমিসনরগণের অনুসন্ধানে কি হয়। ঘটনা ঘটিবার মেয়াদের পর পুলটী যে তিন চারিমাস টেকিয়া ছিল মেয়াদ করিতে করিতেই ভাঙ্গিয়া যায় নাই, তজ্জন্য আমরা পলিসকমিশনর্স ডিপার্টমেণ্টের কর্ম চারিগণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে এবৎসর বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের আমদানি দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের মূল্যের উপর ৫১৪১০০০ টাকা এবং রপ্তানী মূল্যের উপর ২১৮৩৮২৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তুলার বস্ত্র, রেশমের বস্ত্র [illegible] উল, রঙ্গ, গনিব্যাগ, পাট, হেডী [illegible], হাঁসমা, চিনি, চা, ইত্যাদি [illegible] পূর্ব্ব বৎসর।

[illegible] পুস্তক সমালোচনার্থ [illegible] নাইট্রেটের [illegible]] স্বাস্থ্যরক্ষার্থ [illegible] [illegible] [illegible]

৫ ই মাঘ শনিবার।

পিয়ার্সন প্রবণ করিয়াছেন যে ডিকটয়তি লেসেপস এবং ইষ্টওয়ার্ড সাহেব ফাডিমাণ্ড লেসেপ্‌স দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন। পেসওয়ারে হিমকুকুশ, অকশস এবং ধুসিয়ারের মধ্যদিয়া রেল যাইবে তাহার জন্য একটী কোম্পানি আবশ্যক। এই কোম্পানির বিষয় বিশেষ কিছু স্থির হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন। শীঘ্র কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলে আসিবেন।

ইংলিসম্যান বলেন, গত সপ্তাহের রবিবারে ঢাকা প্রদেশে মাদর খাঁ নামক স্থানে ৫২০০০ টাকার পাট অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এইচ মিলেট সাহেবের স্থানে এক ক্লার্ক (বাণিজ্য) সাহেব, কলিকাতা চাঁদ কোর্টের রিসিভারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার নবীন মাজিষ্ট্রেটের তালিকায় একটী কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। অনরেবল, এফ, রকট, মেজর জেনরল, সি, এ, ব'ইওরেল, সি, বি এবং মুন্সী অমিয়াদি খাঁ বাহাদুর উহার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি রকোট সাহেব।

মেঃ মেলভিল অথবা সেখ আবদুল রহমন বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য কমিসনর ছিলেন। এখন মুসলমান হইয়াছেন। আপনার স্বত্ব সুসাব্যস্ত করে দেখিতে তাঁর ইচ্ছা নয় বা এই জন্য খিদিরপুরস্থকে মিশনরি মহাশয় ছেলে ফিরিতে আজ্ঞা দেন। তাহাকে এই ডাইভোরসের মূল্য স্বরূপ ২ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। যখন এই ঘটনা হয় তখন স্ত্রী লোকটী সিমলার গবর্ণমেণ্টের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী পদে এবং মেলভিল সাহেব তথাকার ডিঃ কমিসনরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কই সিয়াত তলব করিয়াছেন। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। একণে মেলভিল সপরিবারের সিমলার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তিন বৎসরের জন্য ফরলো চাহিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

১০ ই জানুয়ারিতে শস্যের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে হুগলী, কলিকাতা, মেদীনা, মালদহ, পাবনা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম গয়া, সাহাবাদ, চম্পারণ, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, এবং মানভূমে, চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান, যাবতা, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, পুরী, বালেশ্বর, সিংহভূম এবং পালামৌ পাড়ায় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না বীরভূম হইতে চাউলের রপ্তানী হইতেছে। হুগলীতে হয় আনা পরিমাণ চাউল জন্মিবার সম্ভাবনা এবং রবিখন্দের অবস্থা উত্তম। প্রেসিডেন্সি বিভাগে কোন পরিবর্ত্তন নাই। বর্দ্ধমানে রিলিফ কার্য্যের অভাব উত্তরোত্তর হইতেছে। দিনাজপুর। শস্যের অবস্থা [illegible] অবস্থা। মালদহ। [illegible] অবস্থা উত্তম রহিয়াছে [illegible] গম এবং যবের অবস্থা মন্দ। পাবনা। শস্যের অবস্থা সুন্দর রূপ [illegible] রূপ অবস্থা মধ্যম [illegible] উত্তম। বগুড়া ইক্ষু ৮/ [illegible] ৮/ মণ জন্মিবার সম্ভাবনা। রাজসাহী। কোন পরিবর্ত্তন নাই। ঢাকা সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল। ফরিদপুর কোন কোন শস্য পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে গম এবং যব জল বিনা নষ্ট হইতেছে। ইক্ষু এবং অন্যান্য শস্যের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টে বৃষ্টি হওয়াতে উত্তর সীমার অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল হইয়াছে। কাছাড়। চাউল ৮ পরিমাণ জন্মিবার সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃষ্টি হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকার হইয়াছে। পাটনা এক পশলা বৃষ্টি হইলে রবিখন্দের অনেক উপকার হইতে পারে। গয়া ১৪৫৮৯ বিঘা ভূমি জল সিক্ত হইয়াছে রবিখন্দের অবস্থা উত্তম। সাহাবাদে কোয়াশা হওয়াতে মটর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রিহুত কোয়াসার জন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে মুগ এবং অন্যান্য শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ জলসিক্ত ভূমি তেমসা দ্বারা রূপ অধিয়াছে। কিন্তু শরিষা, মটর এবং অরহর কোয়াসা দ্বারা কিঞ্চিত পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুগ এবং জনাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, এবং জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারণে রবিখন্দের অবস্থা মন্দ। মুঙ্গের এবং ভাগলপুর। কোন পরিবর্ত্তন নাই। পূর্ণিয়া। বৃষ্টিতে শস্যের অবস্থা উত্তম হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা। জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা। শস্যের অবস্থা উত্তম। চাউলের দর কমিয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুর বৃষ্টি এবং কোয়াশায় বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানভূম—৪/০ আনা পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় স্থান সমূহের অবস্থা সাধারণতঃ উত্তম।

স্থানীয় সংবাদ।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে রাজপুর গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে সর্ব্বসমেত ৯৩১ জনের চিকিৎসা করা হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বগত ছিল যে গত ৪৮৫ জন এবং নবাগত ৪৪১ জন। ইহার মধ্যে উদরাময় ১০ আমাশয় ৮ সবিরাম জ্বর ১১৫, অবিরাম জ্বর ২ বহৎ ১০। প্লীহা ২৩২। এবং অন্য প্রকার ১। কিছু দিন হইল, যে আর একজন মেটিব ডাক্তার এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কাওরাপুকুরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানকার ডাক্তার বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উপর অত্যন্ত কার্য্যের ভার পড়িয়াছে। ২। ৩ ক্রোশ পথ হইতে রোগী আসিতেছে। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই তাঁহাকে প্রতি প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। একজন উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার না হইলে কোন ক্রমেই

ঠাকুর ভাল ভাল। বঙ্গদেশের সাহিত্যিক-কবি-সংঘ তাঁহার আকস্মিক এতদূর কল্যাণ-ত্ব পরিহারার অনুরোধ করিয়া পিয়াছেন, আমরা অশ্রু ক'র সুযোগ্য সিবিল সার্জ্জন মহাশয় সাহেব অবিলম্বে একজন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ করিয়া এই অভাব দূর করিবেন। আরও শুনিতে পাওয়া যায় কোন কোন ঔষধ ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহা কাইবার ও সম্ভাবনা। মহকুমার মেডিকেল বিষয়ে ও কিছু মনোযোগী হন।

গত সপ্তাহের—পূর্ব সপ্তাহে রাজপুর বরিশাল ও খালক প্রভৃতি স্থানে ৬ জনের মৃত্যু ও ৩ জনের কম হইয়াছে।

১১ ইজাতুর্দ্দির ৮ সনের রাজপুর সাহায্য-কৃত মহ 'মহাশয়ের পারিতোষিক প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সেক্রেটারি উক্ত উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রতেছেন। এবং দিন দিন উন্নতি ও হইতেছে।

আমাদিগের বাইটমহল সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। এক মাস হইল জেলার পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই ইহা হইতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে পোষ্ট আফিসের আয় ২৭৪ ৸ ১৩ ৳ ৮ ৳ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৩৪৷০ টাকা ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট ২১১৷১৩ টাকা লাভ হইয়াছে। এক জন ডাকওয়ালা পোষ্ট আফিস জেলার সদর বা কওয়াল্লে উহার আফিসের অধীন ৫ টি বিভাগের ডাক্ বহন করিয়া থাকে। ডাকওয়ালার প্রতিমাসে আয় ৮৲ টাকা ও ডাকওয়ালা ও ডাকওয়ার উভয় ৸ ৫ টাকা বাসের সমষ্টি ধরিয়া মনে করিলে পোষ্ট আফিসটি জেলার পক্ষে ১৫ টাকা লাভজনক হইয়াছে। অনুসন্ধানে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে ডাক ঘর কতৃপক্ষ শীঘ্র শীঘ্র এই লাভজনক টাকা আনিতে সচেষ্ট হইবেন আশা। আমরা বহু চেষ্টায় কতৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, আশা করি তাহারা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

২। পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ের বাইটমহল ও বাঙ্গালা স্কুলসমূহে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে অবস্থা স্কুলের সাইবয় পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। মোট ছয়টী ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা উত্তরেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটী বিষয়ে প্রতিপত্তি সহকারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত সার্কেলের মধ্যে দ্বিতীয় ও ও ইংরেজী সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চেই হইয়াছে, দ্বিতীয়টী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা অনেকদিন হইতে বাইটমহ স্কুলের এরূপ সন্তোষ জনক ফল দর্শন করি নাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের যত্নে স্কুলকে এই রূপ উন্নত করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদাই। আমরা ও,ছাত্রের অগ্রাহ্য ফল ও পরিশ্রমে পরীক্ষায় এই রূপ ফলের দেখিয়া পরম সুখিত হইয়াছি, অন্যান্য স্কুলগুলিকে পরীক্ষার এই রূপ উচ্চ পদস্থ হইতে দেখিয়া আমরা শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত ভক্ত-পক্ষ-পাতী হইয়াছি। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঁচ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারিজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষক মহাশয় ও বিলক্ষণ যত্ন সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমরা ভরসাকরি, তদ্বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পারি তোষিক দিয়া উৎসাহিত করিবেন। এবারে অন্যান্য স্কুলের যেরূপ পরীক্ষার ফল প্রদর্শন করিয়া স্কুল পূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক পারি তোষিক লাভ করিয়া ছিলেন। এবারকার ফল তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। চাঁদা বিভাগের ইন্সপেক্টার পোষ্ট মাষ্টার কোন অপরাধে অবৈতনিক প্রাপ্ত হইয়া বঁচুয়ার সব ইন্সপেক্টার হইয়াছেন? আমরা আমাদিগের বন্ধু এতদূর দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত মনে করিতে পারি না। তাঁহার এইরূপ পদোন্নতিতে আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মহাশয়ের বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য ডাক্তার মহাশয়ের নিকট বাইটমহল হাইস্কুলের দিক হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। উহাদের বাসা ঠিক হইলে তাহাদি বোধহয় আইনমতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট দাবী করা যাইবে।

২। বড় দোকান বড় দোকানে এবারে বিলক্ষণ ভীড় হইয়া গিয়াছে। বাজারে অতিরিক্ত ডাক্তারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

আমাদিগের কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এপ্রদেশে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ জনিত চৌর্য্য প্রভৃতি নানা আশঙ্কার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতেছি আমাদাতার মধ্যে স্থানে স্থানে বাসাদি লুটী যাইতেছে। এমন কি সে দিন খ্রীষ্টানীর সান্নিধ্যে ইঁড়ুল গ্রামে অত্রস্থ অধিবাসের বাসায় হইতে কতকগুলি বাসন অপহৃত হয়, অত্র মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু চৌর্য্য নিবারণ করিতে পিয়া আপনার চতুষ্পার্শ্বেই বলিয়াছিলেন। দস্যুদলের প্রভাব দেখিয়া অতীব আশঙ্কার সহিত কাটোয়ার ফৌজদারীতে তাহাদিগকে অর্পণ করা হয়। শুনিলাম, এই মোকদ্দমা (ডাকাতি) বড় কৌতুহলজনক হইয়াছিল, চক্ষুকর্ণ পেটের দায়ে এই কার্য্য করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিল, বিচারক তাহাদের অনেক কে সেন্সাসের সংখ্যা দিয়াছিলেন।।।

সেদিন বাদ অমাবস্যা ছোপে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট খ্রীষ্টানীর বিল আপিয়া গিয়াছেন। শুনিতেছি তাঁহার বাড়ি পুরুষতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। প্রবল পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উন্নতিশীল শক্তি মন্ত্রের [illegible] থাকা সত্ত্বেও কিন্তু যিনি তথায় মাহোৎসবের কার্য্য করিতে বিস্মৃত [illegible] হইয়াছিলেন [illegible]

কারণ বুঝিতেছি না। তাঁহার বর্ত্তমান ইচ্ছার কতগুলি লোকের জীবনোপায় হইবে? ভরসা করি আবার তাঁহার মত পুনঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণের প্রার্থিত তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বসু উপকৃতক খাল খনন করিয়া এপ্রদেশকে রক্ষা করিবেন।

বিগত ২০এ পৌষ অপরাহ্ণে শ্রীবাটী পরম সুখ বিদ্যালয়ে শ্রীবাটী বিবিধ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। তত্রস্থ বাবু হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ সুখকর বাক্য দ্বারা সভাকে উপকৃত করিয়াছেন। তদনন্তর মহাত্মা গোকুলকৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ই শ্রীবাটীর সৌভাগ্যের নিদান। উঁহার কলিকাতা গমনে সভা বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরমসুখ বাবু অনেক কথার পর বলিলেন আমাদিগের প্রথানুসারে অন্যকার সভা কতদূর সুখিত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদুপলক্ষে শ্রীবাটী উপাসনা সমাজেরও অধিবেশন হইয়াছিল। বার্ষিক প্রথম বাবু কার্ত্তিক চন্দ্ররায় ও বাবু যদুনাথচন্দ্র মজুমদার কয়েকটী ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে উপস্থিত জনগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধুভাবই এই বিমুগ্ধ কারিত্বের মূল কারণ। পরিশেষে বাবুরাম রাম চন্দ্র একটী সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীবাটী পোষ্ট আফিসের কার্য্য নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু কর্ম্মচারির বেতন তদনুসারে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহা অনুল্লেখ্য। শুনা যায়, মাইহাটের পোষ্টমাষ্টার অপেক্ষা উহার আয় অধিক। এতদ্ব্যতীত সত্ত্বেও কি কারণে হতভাগ্য পোষ্টমাষ্টারের ভাগ্য লক্ষ্মী মলিনা রহিয়াছে বলিতে পারি না। আশাকরি অধিপতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে।

১২৮০।
২৪এ পৌষ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জে, ডবলিউ, ডালরিমপল ভাগলপুর প্রদেশের কমিশনরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডিঃ কালেক্টর মৌঃ হোসেনআলি সাঁওতাল পরগণার নিযুক্ত হইলেন। মৌঃ মুলুমহাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সেখানকার সেটেল্‌মেণ্ট আফিসরের কার্য্য করিবেন।

১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ডিঃ কলেক্টর ডবলিউ অর, ডনষ্টন সাহেবকে কালেক্টরের ভার দেওয়া হইল। এবং তিনি চট্টগ্রামের অন্তরবর্ত্তী কক্স বাজারের সব ডিবিজনের দুষ্টি প্রদেশের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌঃ এল, এস আলেকজাণ্ডার ত্রিপুরার চতুর্থ শ্রেণীর কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু ত্রিলোচন সিংহ বর্দ্ধমানে এবং বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হুগলীতে অস্থায়িরূপে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডিঃ কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দুলিপ আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌঃ, এইচ, বি, মরহো ভাগলপুরে এবং মৌঃ ডবলিউ বি, সাণ্ডি, কাছাড়ে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীর একটীর নিযুক্ত হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সুরজন বিনোদ মিত্র, রাজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণলাল বসু কলিকাতা মে তকাল কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যতদিন তাঁহারা কার্য্যে নযুক্ত না হইতেছেন ততদিন সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বর্চেক্টক বসু, কৃষ্ণলাল সেন, নন্দলাল সরকার তাহাদের স্থলে কার্য্য করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট আপিসারিং ষ্টাফের অন্য পদ্ধতি কালে, কাষ্টক্লাশ আসিষ্টাণ্ট মাণ্ডি কারি জে, হ্যাকমট, চাকা মিটলোক হাসপাতালের প্রভিসিয়াল হাউস সারজন হইবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের ই, জে, ওয়াটস ডাক্তর রাণীগঞ্জে ডাক্তর ডি, পি, ফিপার্টের স্থলে নিযুক্ত হইলেন।

জে টি, এইচ ওয়াডির পরিবর্ত্তে মৌঃ জে, আর, বলেন স্মিথ, কলিকাতার পোষ্ট কমিসনার হইলেন।

মিম্নলিখিত বাঙ্গালি মুন্সেফ জেলার অনারারি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বেঙ্গলরাইবেঙ্গের নিমিত্ত—কাজি, ফজুল হোসেন, জমিদার। বাবু তুলারাম জোত রাইরত। চৌধুরী আহির হোসেন, ঐ।

মৌঃ ঘ., ই বঙ্গলাত বারাকপুরের কান্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে অষ্টম অবধি পিস নিযুক্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যালের অনুপস্থিতিকালে মুন্সেফ মৌঃ মহম্মদ ফুজল হোসেন স্টেশনারি প্রতিনিধি সব জজ হইবেন।

বাবু শীতলচন্দ্রমুখোপাধ্যায়ের স্থানে বাবু প্রমথকুমার সেন এম এ, বি এল বশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে মুরসিদাবাদ বদলি হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর সব ওভারসিয়ার আনন্দকুমার রায় আরা ডিবিজনে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মৌঃ এফ, এম উইলস দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ হইতে গণ্ডক বিভাগে বদলী হইলেন।

বাবু সি, রাজগোপাল প্রথম শ্রেণীর প্রোবেসনারি সব ওভারসিয়র হইলেন এবং সোনাবাগে নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ফরাসী মিনিষ্টরি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মাসেল বিউটরের ইঞ্জিনিয়রেরা রেলওয়ে এবং ডিহরণের মধ্যবর্ত্তি ৮০ মাইল পরীক্ষা করিয়াছেন। রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মৃত্তিকার কার্য্য হইয়াছে। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রেলের কাষ্ঠ কেনা হইয়াছে এবং রেলটের মিকটবর্ত্তি এরজেলি নামক স্থানে ষ্টারমিনস হইবে স্থির হইয়াছে।

ইলমাপোন্ত মেসা পস পোষ্টস মাইথে আ সয়াছে।

কয়টেস ভঙ্গ হইয়াছে এবং মে.ল বা ফ্রিদে পুনরধিবেশন হইবে না যে ক্যালেব কমিং সিংহলিসের স্থলে নিযুক্ত না হইয়া এক মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরাসী বিপদ নিবারণ হয় নাই।

নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডচরা মস্ত অধিকার এবং ক্রাটন আক্রমণ করিয়াছে। ক্রাটন শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিবে। ইংরাজদের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে।

মঙ্গলময় পোপের আজ্ঞানুসারে যোর'তো কুশল কিম্বা মঙ্গল এই সকল স্বপ্ন বথা বিষয়ে লোকসংগ্রহ না হইয়াই পোপ তাহা নীত হইবে। তথাপি এই আদেশ প্রচারে অসম্মত।

কারমেলিরা জীত হইয়াছে। মিটমাট সিদ্ধা পোত, বিদ্রোহী ও করেদীদিগকে লইয়া পোপ নয় সহিত সুধারস করিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

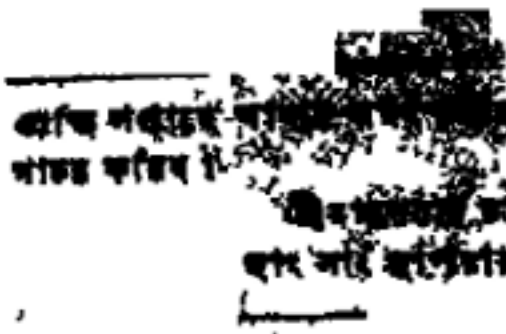
মহাশয়। আমি পক্কি জাতি অল্প বয়সে মা পা খাইয়া আজব সহরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রতিপালিত হই। এক্ষণে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। যদিও আজব সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার বাসা কিন্তু কোন স্থানে চিরস্থায়ী নই। এখান সেখান ক রয়া বেড়াই, মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাই। কিন্তু আধুনিক আমে র প্রিয় বাবুদের ন্যায় 'ঘর কামে টই টই করিয়া বেড়াই ন.। যেখানে যেখানে যাই সেখানকার লোকদের দোষ গুণ বিচার করি। কিন্তু বিচার করিয়া কি হইবে? আমরা ত আমাদের বিচারের নই। কল সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্যদের নিকট বলিতে পারি না। কিচির মিচির করিয়া বলিলে কি তাহারা বুঝিতে পারিবে কিন্তু আমাদের সম্বাদপত্র সম্পাদকগণ পক্কি জাতির ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। অনেক সম্বাদপত্রে আমার আত্মীয়দের লেখা দেখিতে পাই। অতএব আমি সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ নিজবৃত্তি সম্বাদপত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিলে (যদি পক্কিজাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন) এক [illegible]

[illegible] একদিন পুরুষ [illegible] [illegible] শুনিলাম। শুনিলাম পেটি পাকি উঠে পাওয়া যায়। পরে তথা হইতে এই দুই জোড় যাইয়া একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম, গ্রামটীর নাম ● ●। গ্রামের ছুই উড়িয়া আসাতে অত্যন্ত কষ্ট লোক-হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রামের জন্য দিন কতক সেখানে থাকিতে হইল। গ্রামটী বড় মন্দ নয়। অধিবাসীর মধ্যে ২৫/১২৭ পাঠশালেতে। যে এক কড়া কপর্দ্দক আছে তাহাদের স্বভাবের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক নাই। কায়স্থের মধ্যে ● ● ● প্রভাব। কিন্তু যদি এক্ষণে বিদ্য হারাইয়া জলব্যালের দলে পড়িয়াছেন। এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই মহাত্মা তাহার "হেডমেষ্টর" না কি বলে? (মহাশয় আমি ইংরাজী জানি না বাঙ্গালার বলি) এই মহাত্মা তাহার সম্পাদক। ইনি পূর্ব্বে একটী মহাল সাক্ষী গোপাল শিক্ষক রাখিয়া গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। মানুষে কতকাল ব্যাগার দিয়া থাকে? সাক্ষী গোপাল অন্তর্ধান হইলেন। স্কুল মাস ছয় বন্ধ রহিল। ডেপুটী বাবুর সহিত এ স্কুলের সম্পর্ক বিলক্ষণ। সুতরাং ছয় মাস পরে পুনরায় স্কুল বসিল, ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্ট কাহাকে সাহায্য দিতেন? স্কুলকে? না সম্পাদককে। কিন্তু এখন যিনি শিক্ষক হইলেন তাঁহার অথবা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে বড় একটা আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি পদচ্যুত হইলেন।

বড় অধিবাসী আছে ● ● ● উহার মধ্যে উঁহার অনেক গুণ কিন্তু একটী ভয়ানক দোষ মদ্যপান। তাঁহাকে একটী উপদেষ্ট পাইয়া রহিয়াছে। তাহার পর অর্থে তাঁহার সৎগুণ সকল কাবে। পরিণত হইতে দেয় না।

যদিও এখানে আমার আরও অধিক দিন [illegible] ইচ্ছা ছিল কিন্তু পায়ে উকুন উপ[illegible] এই ভয়ে বাসা অতি [illegible]

মহাশয়! আমাদের অনেক দুঃখ [illegible] আছি এ সকলের প্রতিকার [illegible] করিতে পারি। যদি অনুগ্রহ করিয়া [illegible] আমাদের সম্বাদ পত্রে পকাশ করেন তাহা হইলে



প্রাপ্তি সংবাদ [illegible] পাঠাইবার [illegible] করিব।

শ্রীযুক্ত [illegible] ভবানী

ছাং সাই [illegible] ঘটনুক।

সম্পাদক মহাশয়। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ষ্টীল শ্রীযুক্ত এচ, এল, হ্যারিসন সাহেব মহোদয় ঐ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও লেখনীর উন্নতি করিবার বিশিষ্ট যত্নবান হইয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগের গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু বি এ, মহোদয়কে তাঁহার নিকটবর্ত্তী "তাঁমড়া ও তোকস" গ্রামের যাবতীয় প্রাচীন তোকস রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত লিখিবার এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিবার কারণ আমাকে আজ্ঞা দেওয়ায় আমি অনুসন্ধান দ্বারা প্রাচীন ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ এবং প্রাচীন গ্রন্থে যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সোমপ্রকাশ পত্রিকা পাঠে স্থানদিয়া বাধিত করিবেন।

"প্রাচীন তোকস রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত"

জেলা মেদনী পুরের অধীন কাসাড়া এবং জেলা বর্দ্ধমানের অধীন তোকস এই উভয় গ্রামের মধ্যে এই যে সুবিস্তীর্ণ দীঘি রহিয়াছে, ইহার বিষয়ে ১০ প্রকার প্রবাদ কথা শুনা যায়। কেহ কেহ ইহাকে "দেব খাত" কেহবা "অসুর খাত" কেহ বা মনুষ্য খাত" বলিয়া উল্লেখ করেন; সুতরাং ইহার কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা যে প্রকৃত পক্ষে দেব কি অসুর খাত নয়, মনুষ্য খাত তাহা এক্ষণায় উপলব্ধি হইবে।

দেব, কি অসুর, খাত বলিলে [illegible] আমাদের অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible]

—

শা ; যখন এই দীঘির ঈশান কোণে " কোক দেশ্বর " নামক একটী পাষাণমূর্ত্তি শিব স্থাপন আছে তখন এই তড়াগ অর্থাৎ এই বৃহৎ সরোবর কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক খাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঐ শিবস্থাপনা করাই সম্ভব বাক্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস করিতেন যে বর্ত্তমান কোকেশ্বর শিব " যাত্ত " অর্থাৎ কাহার স্থাপিত নহেন, পাতাল হইতে উঠিয়াছেন, ইহার মূল পাতালেই আছে, কিন্তু অনেক দিন হইল আমাদের এতদ্দেশীয় রামানন্দ রায় নামক মুরুব্বি জমিদারের সহিত মেদিনীপুর জেলার ভূতপূর্ব্ব জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লাবি সাহেবের তর্ক উপস্থিত হইলে ঐ জমিদার ভূগর্ভ হইতে মূলোৎপাটন দ্বারা শিব ঠাকুরকে তুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছায় কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করান উহার মূল দেখাইয়া, স্থাপিত বলিয়াই প্রমাণ করিয়াছিলেন ; তদ্দর্শনে অনেকের সে সন্দেহ অপনীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ শিবঠাকুরের একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক্ষণে গ্রামের লোকে উহার নির্ম্মিত মন্দির করিয়া দিয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি ঐ বৃহৎ তড়াগ মনুষ্য খাতই হয়, তাহা হইলে কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক কতদিন উহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পর একটী প্রাচীন বাক্য যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়। এখন পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন কথার আন্দোলন হইলে " রাজা কোক সিংহের আমল বলিয়া লোকে প্রবাদ করেন "। সেই কোক সিংহের সময়েই তন্নাম মের এই কোকদ দীঘির উৎপত্তি হইয়াছে। কলতঃ ঐ কোক সিংহ কোন শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা তাঁহার রাজধানী ছিল এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ সুস্পষ্ট বলিতে পারেন নাই। কালে লুপ্ত হইয়াছে।

কেবল " কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর নামক গ্রন্থে এই এক নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পরেই কোকদ সিংহ নামে এক মহাত্মা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণজন্ত দেশের ভৈরব নৃপতির মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ঐ নৃপতির সন্তান সন্ততি ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে কোক সিংহই ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই রণ জন্ত দেশ অদ্যুনা রণডাঙ্গা নামে বিখ্যাত, ঐ দীঘির উত্তরাংশেই ঐ রণ ডাঙ্গা গ্রাম বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ঐ স্থানে এক্ষণে আর রাজ প্রাসাদের কোন চিহ্ন নাই।

" কোক সিংহ " কোক এবং সম্ভোগ রত্নাকর " নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করেন, অদ্যাপিও কোক গ্রন্থ হিন্দু স্থানে এবং সম্ভোগ রত্নাকর এই বঙ্গে বেদীপাদান রহিয়াছে। তিনি কাম শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং গ্রন্থ। ঐশ্বর্য্যশালী প্রথম প্রস্তাপা খণ্ড প্রজাপতৈষী বদান্যবর রাজা ছিলেন তিনি যে আপনার কোন স্বার্থ সিদ্ধ এত বিস্তীর্ণ জলাশয় দিয়াছিলেন এমন নহে কেবল প্রজার মঙ্গল বিধানার্থে এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য রক্ষার্থে এই অক্ষুণ্ণ বৃহৎ তড়াগ দিয়া একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া আপনার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অদ্য মাসিক ১১০০ বোল শত বৎসর অতীত হইল কোকদ রাজ কর্ত্তৃক এই দীঘির উৎপত্তি হয়, সেই কারণ বশতঃ " কোক নদ " এই শব্দের অপভ্রংশে কোকদ বলিয়া এই সরোবর এবং গ্রামের নামোল্লেখ হইয়াছে।

অশীতি বৎসরের পূর্ব্বে এই সরোবরের উত্তরাংশে একটী প্রসিদ্ধ হাট এবং দক্ষিণ দিগে প্রস্তরের বাঁধা ঘাট ছিল। রবিবার এবং শুক্রবার এই দুই দিবসে ঐ হাটে দেশীয় কি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত, এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে মেলা হইত, এখন পর্য্যন্ত সেই মেলা হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হাটটী উঠিয়া গিয়া একণে কাঁপাট মহলগঞ্জে হাট হইতেছে। দক্ষিণ দিগের প্রস্তরের ঘাট এবং ঐ ঘাটের নিকট যে গোপীনাথ নামক স্থানে যে একটী প্রস্তরময় প্রাচীর চিহ্ন ছিল সেই ঘাটের এবং প্রাচীর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলি লোকে লইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ সে সকল লুপ্ত ভগ্ন হইয়া গিয়া একণে সামান্য মাত্র সোপান চিহ্ন আছে। সরোবর মধ্যে একটী প্রস্তরের মন্দির ছিল লোকে তাহাকে রন্ধনশালা বলিত, একণে সেই মন্দির পঙ্কে মজিয়া গিয়াছে।

এদেশে কোকদের জলে বিস্তর গ্রামের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ এবং ফসল রক্ষা হয়। এমন কি, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাদিগকে জলের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করিতে হইত না। বৃষ্টি না হইলে এক দিগের মোহানা খুলিয়া দিলেই এ অঞ্চলের ক্ষেত্র সমূহ জলপ্লাবিত হইত। একণে সরোবরটী পঙ্কে পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং কাল ধর্ম্মে লোকের প্রত্যাশায় জমিদারগণ সরোবরের গর্ভের এক এক স্থান প্রজাদিগকে জমা করিয়া দেওয়ায় সেই সকল স্থান আবাদ হওয়াতে এদিগে জলের হ্রাস, ওদিগে অনাভাবে প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

আহা! যদি পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সরোবরে জল পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে এ দেশে আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিত না এবং বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় কখনই প্রজাদিগকে এখন হইতে " হা অন্ন, হা অন্ন " বলিয়া চীৎকার ও চিন্তা করিতে হইত না। দীঘিটী পঙ্কে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ ইহার গর্ভ এবং তীরস্থান ক্রমে ক্রমে জমি হওয়াতে ঐ মহারাজের প্রাচীন কীর্ত্তিটী লোপ হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

হায়! পূর্ব্বে যে সরোবরের একটী মোহানা হইতে অষ্টাদশ মুখে বর্ষাকালে জল বহিষ্কৃত হইয়া একটী খালের উৎপত্তি ও তাহাদ্বারা খালের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাতে চির দিনই জল স্থায়ী হইয়া থাকত এবং আবশ্যক হইলে যে জল দ্বারা প্রজাগণের ফসল রক্ষা হইত, সেই

যায় এজন্যে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। এই সরোবরের উদ্ধার হইলে অনেক দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে। যদি এই সময়ে ধনী ব্যক্তিদের দানশীলতা ও প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রাচীন কীর্ত্তিটীর পক্ষে হাত করেন এবং অনুকম্পেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে এই ছাদশ বৎসর ইহার সংস্কার আরম্ভ হইবার সুসময় বোধ হয়। যেহেতু ইহাদ্বারা আপাততঃ সমস্ত সংলগ্ন লোক দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অতএব, আশা করি, আমার প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে ইহার সংস্কার করিয়া মনুষ্য বৃন্দের হিতসাধন করিবেন। গ্রন্থের আর ইতিবৃত্ত পরে প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পরগণা, জেলা বর্দ্ধমান।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়! ২২ এ পৌষের সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া স্বর্ণ গ্রামবাসীর নিকট পত্রে "স্বর্ণ গ্রাম" নামটী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যে স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন উহার কোন পার্শ্বে "স্বর্ণ গ্রাম" নামক গ্রাম আছে ইহা আমরা জানি না। সোম বর যেরূপ বিক্রমপুরের কুত পরিবার সাক্ষ্য পাইয়া মুক্তম বাড়ী করিয়াছেন—গ্রামটীকে তাদৃশ্যরূপ মানে বিখ্যাত করিয়াছেন। আমাদের কাছারির বাসী বৈদ্যগণও ক মন্ত্রণাদাতৃ অংশ বিশেষকে স্বর্ণগ্রাম নামে অভিহিত করিয়া সুবর্ণগ্রাম করিতে ও ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু আমার খাড়া সন্তরণাকাঙ্ক্ষায় মাছ তিনি স্থান নহে ইহা বহুসংখ্যক প্রাচীনেরা বলেন। এই স্থানটী এখন বীর ভূমির অন্তর্গত হইয়াছে। পাটে কিন্তু তাঁহারা ইহার কাছারি বাড়ী বিখ্যাত করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধি সম্পন্ন লোক অদ্যাপি ইহাকে স্বর্ণ বলিয়া থাকে।

এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ প্রধান। কেবল ইহা ব্যতীত আরও এতদ্ভিন্ন বহুগণ্ডিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হিসাবে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিশেষ মূল্যবান। কারণ সকলেই পরিচিত ব্যক্তি, উক্ত বিষয়ের সত্য নির্ণয় করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা বিশেষ সম্মানার্হ হইবেন। তাঁহাদের অভিমত প্রকাশিত হইলে [illegible] অনেকের মনে [illegible] আশা করি তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যেন কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়াই বিশ্বাস করেন।

২২ এ পৌষ ১২৮০ সাল } কলাচিৎ অনুসন্ধায়ক
গাজিয়া।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
গয়া ১৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র রায়
খালিয়াপাল ১৲
পাকপাড়া ওয়াড ষ্টেটের ম্যানেজার ১৲
" " গোলোকচন্দ্র সেন
বিক্রমপুর ৷৷০

—১০১—

১৮৭৩ অব্দের জানুয়ারি ও ১২৮০ সালের মাঘ মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, বিনে উঁহাদিগের নিকট ঐ মাস প্রকাশিত হইল।

৵ ১ অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়
আলম ডাঙ্গা।
৵ ১ বিক্রমপুর সভা—ভাগ্যকুলপুর।
৵ ১ ব নীলুর। মিঠি আহুলা।
৵ ১ টুঙ্গি লাক্ষাবন্ধ সর্দ্দার। [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]

[illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]
৵ ১ [illegible]

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তন্তাং প্রকাশায় পার্থিব কুবলয়ানি অতিমহন্তি নঃ খলীয়াংসঃ।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

১৪ ই মাঘ। ইং ১৮৭৯। ২৬ এ জানুয়ারি

যাহারা মফস্বলে থাকিয়া সোমপ্রকাশ লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

প্রথম ভিন্নী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাক ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কু প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অন্যূন ৮ পেজি ফরমার অন্যূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমে ভিন্নী নগর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাতৃশিক্ষা মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। মেডিক্যাল ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৹ এনপেষাল ক্লাসের ছাত্র দিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১৷৹ ডাক মাশুল ৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা।

শুভ লাইব্রেরী প্রস্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফর্পলের প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৫০ সংস্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবংযে স্থানে দশ টাকার যে অনুসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাসুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

-কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, কফকাশ খুস ও স্নেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনী পুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা বহুবাজারের কৃষ্ণচাঁদ মিস্ত্রির ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৵০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুশ্রুত নামক গ্রন্থ যাহা কলিকাতা মহানগরীর ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য গ্রাহকদিগের পক্ষে প্রতি ফরমা ৵০ আমার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ।৹ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য

৵০ তিন আনা। মফঃস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য পাঠাইতে হইবে যে, এক এক খণ্ডে ৵০ এক আনা করিয়া ডাকটাম্প দিতে হইবে

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—°:°—

যে সংস্কৃত নাশক পুরিয়া।

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেলেরিয়া জনিত জ্বর, যকৃৎ পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার ঘটিত জ্বর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং।

হুবহুবন মেডিকেল হাল

ভবানীপুর, কলিকাতা।

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাসুল ৷৷০ এসেত্রে লইলে ১৮, ডাক মাসুল ১৵ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৷০ ডাক মাসুল ৷৵০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ১, ডাক মাসুল ৷০ আনা

উক্ত প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভক ১ম অঙ্ক, ৩টাকে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন ৵০ দুই আনা মূল্য ও ডাক মাসুল ফিরা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ৺ রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

—

গ্রামীণক্স পটারি ওয়ার্ক।

এদেশীয় ব্যবহারের প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়, উল্লেখ করিলেই তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বিলাতি ঢঙ্গের দ্রব্যাদিও, ব্যবহারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেস করা প্রস্তর নির্ম্মিত মর্ব্বামারপাইপ এবং উহার মিমিত সাইফন ভলভস ও ষেত ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার মিমিত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর মর্ব্বামল ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেস করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং ষ্ট্রেচিজ ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

পবলিক ওয়ার্ক্স কন্ট্রাক্টর্স।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের ক্যাস্টিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার কন্ট্রাক্টর করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭৷৷ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত ক্যাস্টিংস সকল কন্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রাঁতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০০ একশত টাকা জমা দিতে হইবে।

মেদিনীপুর
৯ই জানুয়ারি
১৮৭৩।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র
কর্ণাই ডিভিসন।

—

কুষ্ঠের ঔষধালয়। অমৃতবাজারপত্রিকা প্রণেতা প্রণীত ইংরাজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি অপরা পর পুস্তক প্রণেতা ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। মেকার্স শিলড্ কোম্পানির দোকানে ৺ মুক্ত লোসাইটির পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক ঘরে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—

যিনি ভূয়ার আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের সর্ব্বানুসন্ধান সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সোমপ্রকাশ।

৯ই মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির রাজনীতি।

ইংরাজেরা ইংলণ্ডে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অধিকন্তু আশ্চর্য্য অথবা প্রশংসার বিষয় নহে। ইংলণ্ডে ভিন্ন জাতি অধিক নহে, সকলেই প্রায় এক ধর্ম্ম এক বিধ আচার ব্যবহার, এক প্রকার মনের ভাব। যাঁহারা রাজনীতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেক লোক, বিশেষতঃ তাঁহারা সকল সময় অধিকাংশ, কলের ন্যায় ভারতবর্ষে [illegible]

বাস নহে, আচার ব্যবহার একরূপ নয়, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকার, মনের ভাব স্বতন্ত্র। রাজনীতি প্রণালীকর্ত্তারা ভিন্ন দেশীয়। অতএব তাঁহারা এদেশে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহাই তাঁহাদিগের অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তাঁহাদিগের এখনকার রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঐ রাজনীতির উপরে ভারতবর্ষের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। উহা আজিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু তাহার পর্য্যালোচনা কালে ইংরাজ জাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহা একান্ত উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ পণ্ডিতগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। উহাতে ইংরাজ জাতির চিত্ত দৌর্ব্বল্যেরও কি ক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে। উহার আলোচনা কালে মনোমধ্যে কখন ভক্তি সময়ে অভক্তি সময়ে বিস্ময় সময়ে হর্ষ সময়ে ক্ষোভ সময়ে দুঃখ এই প্রকার নানা ভাবের উদয় হয়, কেন যে আমরা এরূপ করিলাম, নিম্নে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছি।

পাঠকগণ, প্রথমে ইংরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় দর্শন করুন, তাঁহাদের যে কত অনুরাগ অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তাঁহারা সামান্য বুদ্ধি কৌশল দ্বারা তাঁহারা ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতেছে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ উহার গুণে এদেশীয়দিগের অনুপূর্ব্ব উন্নতি লাভ হইতেছে, দিন দিন ইহারা উচ্চক্ষমতাবিদ্যা সাহস বিষয়কার্য্যে ও কর্ত্তব্যপরতাদি গুণ শিক্ষা করিতেছেন। নানা বিষয়ের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে কিরূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, সম্পাদকদিগের সেই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিবেচনাশক্তির বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রজার মনের ভাব জানিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। রাজার যত প্রজার মনোগত ভাব জানিবার এরূপ সহজ ও সুন্দর উপায় আর হইতে পারে না। বহু ব্যয় ও যত্ন পাইয়া গবর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতার্থতা লাভ সুলভ হইত, ঐ উপায় দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে; প্রজারও স্বাধীনতা প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। কিরূপে স্বাধীন ভাবে স্বকর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতে ও স্বকার্য্য সাধন করিতে হয় তাহারা তাহা শিক্ষা করিতেছে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া অন্যায় ও অবিচার নিবারণ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন অতীত লাভ করিতেছেন। স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইলে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হওয়া একান্ত কঠিন হইত সন্দেহ নাই। মনুষ্য আপনার স্বভাবদোষ শুনিতেই ভাল বাসেন, অনুনক স্থলে অনুনক লোকে যথা শুনিতে ভাল বাসেন না কিন্তু অনায়াসে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া স্বাধীনতা দিয়া আপনাদিগের দোষ আমাদিগের আলোচনা শুনিতেছেন, ইহা কি ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের কার্য্য নহে? এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয়? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে মোহিত না হন? বস্তুতঃ সভ্যতম রাজা এই ঔদার্য্য গুণ দর্শন দুর্লভ।

এদেশীয়দিগকে যে সুশিক্ষা দান করিতেছেন এটীও গবর্ণমেণ্টের অনল্প ঔদার্য্যের কার্য্য। ইহাতেও অনেকগুলি উদার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ইহাই এদেশের ইদানীন্তন উন্নতির মূল। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিজেরও মহৎলাভ হইতেছে। প্রজারা পণ্ডিত না হইলে শাসন কার্য্য সুখাবহ হয় না। মূর্খ পরিজন লইয়া কোন্ গৃহস্থ সুখী হইয়া থাকে? গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে যত সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, ততই সুখী হইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল বুদ্ধিমত্তার নয়, ঔদার্য্য গুণেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। যে গবর্ণমেণ্টের এ দুই গুণ নাই, তিনি কি প্রজার ও আপনার এরূপ লাভ গণনা করিয়া ঈদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? এদেশে ত বহুকাল মুসলমান রাজত্ব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ বাদসাহ বা নবাব ইংরাজ জাতির ন্যায় প্রজার বিদ্যাদানে এত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন? এজন্য যে খাঁরা ইংরাজজাতির প্রতি যাহার ভক্তি না হয়, এরূপ লোক বিরল।

এখন পাঠকগণ যাহাতে ইংরাজদিগের বুদ্ধি কৌশল ও চিত্ত দৌর্ব্বল্য এ উভয়ের পরিচয় পান, এ প্রকার দুই একটী উদাহরণ দর্শন করুন। ইঁহারা ভারতবর্ষ রক্ষার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ইহার উত্তম উদাহরণ। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু রাজ্যের দুই প্রকার শত্রু। অন্তঃশত্রুরা অসন্তুষ্ট হইলেই রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং বহিঃশত্রুরা বাহির হইতে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ভারতবর্ষীয় যেন পাছে একযোগ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া রাজ্য হরণ করিয়া লয়, এই শঙ্কায় যে অযথা রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিলে মনোমধ্যে অতিশয় ঘৃণা জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের মনে পরস্পরের প্রতি যে দ্বেষ হিংসাদি আছে, রাজপুরুষেরা তাহা বদ্ধমূল করিয়া তুলিতেছেন, উহাদিগের পরস্পর সুভাব

...ছে তিনি কিনা বলে যে তিনি বঙ্গে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ভেট জন্মাইতেছে, তাঁহারা কোন ক্রমে পরস্পরের সংস্রব হইতে বিচ্ছেদ না। আমরা বাঙ্গলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালিরা যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসিদিগের সহিত মিশ্রিত তাহাদিগের প্রতি সুহৃদ্ভাবসম্পন্ন হন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসি রাজপুরুষদিগের কোন ক্রমে এ ইচ্ছা নয়। বাঙ্গালিরা যে বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন ও তথায় বাস করিতেন সে পথ তিনি দিন রুদ্ধ হইতেছে। যিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, তাঁহার ত এই বোধ হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেখানে যান সেই খানে এই ভাবে বক্তৃতা করেন বাঙ্গালিরা এত বজ্জাত হইল, কিন্তু স্থানীয়েরা নীচে পড়িয়া রহিল। মিউটিনি সাহেব মনে করেন, তিনি কিন্তু স্থানীয়দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে উনাদিগের মনে যে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তিনি তাহা বুঝেন না, অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না। মিউটিনি সাহেবের মনের কিরূপ ভাব আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেশ রক্ষার চেষ্টা পান, তাঁহারা নিতান্ত দুরাশার গর্ভে নাই। যাঁহাদিগের মন উন্নত, তাঁহারা অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার এ প্রকার নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে তাহার শিক্ষাদান দ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া সমুদায় দেশকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত করা কি অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নয়? ইহাতেই কি মনের উন্নত ভাবের পরিচয় হয় না? ইহাই কি সাধু মহাশয় ব্যক্তি দিগের অবলম্বনীয় পথ? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষকে রুষিয়াজুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাহাও আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। এখন ভারতবর্ষের প্রধান রিপুশত্রু রুষিয়া। রুষিয়ার সম্বন্ধে ইংরাজেরা যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। ইংরাজ জাতির তুল্য বুদ্ধিবল ও তেজস্বী জাতি অল্প, কিন্তু প্রবলের সহিত কার্য্য কালে সেই তেজস্বিতা ও বুদ্ধিবল তাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। রুষিয়াকে অবশে রাখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জানি, অর্থ লুব্ধ ও রাজ্য লুব্ধের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না। এরূপ অনেক গল্প শুনা আছে অর্থলুব্ধেরা আত্মজার কণ্ঠ ছেদন করিয়া অর্থ হরণ করিয়াছে। যাহা হউক এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই।

ইংরাজদিগের স্বদেশে স্বাধীনতা স্বরাজমান, সকল প্রজারই রাজ্যে স্বাধিষ্ঠ আছে সকলেই রাজ্যটীকে আপন বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং সকলেরই রাজ্যের উন্নতি কল্পে সবিশেষ চেষ্টা আছে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের অবলম্বিত রাজনীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। সেই জেতৃভাবেই ইহার শাসন করিতেছেন। এখানে তাঁহাদিগের ইচ্ছা মতই সমুদায় কাজ। আইন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে আইন অতি তুচ্ছ। তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুসারে তাহার বিনাশ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই যে কেবল ইহা নয়, তাহা নহে। তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরাও ইংলণ্ডীয় হইতে তাঁহারা আইনকে পদতলে

...করেন। [illegible] ...নাই। এজন্যে শাসন করিয়া [illegible] দীর্ঘকাল রাজত্বের [illegible] পারেন নাই। এপর্য্যন্ত [illegible] একটী রাজবর্ত্ম [illegible] হইল না। ইহা হইলেই রাজপুরুষেরা এক একটী মুক্তন কর করেন। কেন যে কর হইতেছে, মুক্তন কর করা উচিত কি না? প্রজাদিগের তাহা বুঝিবার ও বিচার করিবার অধিকার নাই। এ অদেশে ভারতবর্ষ রাজপুরুষদিগের যেরূপ ইচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল। এ বিষয়ে রাজনীতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারে এ প্রবন্ধের প্রার্থনা এই ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত রাজনীতির যে যে দোষের উল্লেখ করা হইল, ইংরাজ পুরুষেরা তাহার সংশোধনে যত্নবান হউন। যাবৎ ঐ দোষগুলি সংশোধিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহাদিগের প্রণীত ভারতবর্ষের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। ইংলণ্ডে যে রাজনীতির গুণে তাঁহারা এত উন্নতির পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্ত্তিত করুন, তাঁহারা সুখী হইবেন, প্রজারাও সুখী হইবে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী হইবে।

মিশনরিগণ ও দেশীয় ভাষা।

প্রদেশীয়দিগকে দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতে একটী সভা আছে। গত ডিসেম্বর মাসে তাহার একটী অধিবেশন হয়। মার্ডুমিয়ার ষ্টাণ্ডিয়ার্ড সেই সভার সভাপতি ছিলেন। ভারতবর্ষীয় সেই সভার [illegible] ...কথা

বলিয়াছিলেন, তাহার সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা মেরিমি চর্ণ সাহেবের উক্তিগুলি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন, "সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা অল্পস্বল্প ইংরাজী উপন্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রন্থ সৃষ্টি করিতেছেন কিন্তু তাহার বিংশতির মধ্যে এক খানিও এমন কি শতের মধ্যে এক খানিও আমি যুগ পুরুষ নামের যোগ্য দেখি নাই। বোধ হয় ভারতবর্ষের স্ত্রীগণের এবং সাধারণ লোকের পাঠোপযোগী সাহিত্য রচনা করা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড এবং আমেরিকার লোকের কর্ত্তব্য।"

এই কয় পঙক্তি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কতকগুলি কথা উপস্থিত হইল সেইগুলি পাঠকগণের গোচর করাই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। (এখনকার সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা যে সাহিত্য রচনা করিতে অক্ষম, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা তাহা করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা শুনিলে আপাততঃ হাস্য সম্বরণ করা যায় না এবং মিল্টন সাহেবের কথা প্রলাপের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার কথা যে সম্পূর্ণ অসত্য তাহাও বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সকল গ্রন্থ যে বিশুদ্ধ রুচির ও যুক্তির অনুমোদিত আমরা এরূপ মনে করি না। যাহা পাঠ করিলে চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয় হৃদয়ের মহত্ত্ব সকল প্রস্ফুটিত হয়, সৎকামনা ও সৎসঙ্কল্পের উদয় হয় এমন গ্রন্থ অতি বিরল। ইহার কারণ কি? দেশের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষা ভাল জানেন না। সুতরাং কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ইংরাজীতেই করিয়া থাকেন। এই রূপে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন করা দেশীয় ভাষার গ্রন্থাদি প্রণয়ন করা এক প্রকার হেয় কার্য্যের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সে অভাব চলিয়া যাইতেছে। এজন্য আমরা বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ধন্যবাদ করি। তাঁহাদের মত সুযোগ্য ও শক্তিসম্পন্ন লোক, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে লোকের রুচি সহজে ফিরিত না। সোম প্রকাশের জন্ম অবধি এই ১৭ ১৮ বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুনর্জ্জন্ম দেখিলাম। ক্রমেই সুশিক্ষিত ও প্রতিভাজন লোকেরা ইহাতে স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। রাশি রাশি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা তাহার প্রমাণ স্থল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতা, দেশীয় ভাষায় ম্যাটাজিনয় প্রভৃতি হইবার সময় আসন্ন হইয়াছে। কালে এই সকল অঙ্কুর আরও বিকশিত হইবে। আমাদের লেখকেরা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে বিদেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিপত্তি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। তাহাই আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য। শিক্ষা বিভাগে দেশীয় ভাষার যে অনাদর তাহার ত কথাই নাই। কাম্বেল সাহেব ও দেশের সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আড়ম্বর ও গোলযোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহার যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ ভিন্ন আর কোন লাভ নাই।

আমরা বিলক্ষণ জানি দেশের লোকের রুচি ও ধর্ম্মনীতির যদি উন্নতি করিতে হয়, চিন্তাশক্তির যদি উৎকর্ষ বিধান করিতে হয় তাহা হইলে দেশীয় ভাষাকেই দ্বার ও উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে। যদি আমাদের ভাষা না থাকিত কিম্বা আমাদের ভাষা যদি অল্প সঙ্খ্যক ও পুরাতন বিষয়ে নিতান্ত হীন হইত তাহা হইলে ইংরাজী আমাদের দেশীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় দিগের উন্নত ধর্ম্ম ভাব যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থান পাইল না, উন্নত ভাষা থাকাতেও ইংরাজী সেই রূপ স্থান পাইবে না। এখনো দেশীয় ভাষার উপর সকলের শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, কিন্তু ক্রমেই হইবে। আমরা গত বারে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছি কালে সে সকল দূর হইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রুচি ও ধর্ম্ম নীতির অভাব লক্ষিত হইতেছে চিন্তাশীল সুরুচিসম্পন্ন লোকেরা হস্তার্পণ করিলে আর তাহা থাকিবে না। কেরি মার্শমান প্রভৃতি মহদয় ব্যক্তিগণ এক সময় দেশীয় ভাষার জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন বিদেশীয়দিগকে তাহা আর করিতে হইবে না।

উপসংহার কালে আমরা মিশনরি গণকে একটী অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা কে বিস্মৃত হইবে? যেখানে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হন নাই সেখানেও তাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন নাই, এখনো কি করিবেন? কিন্তু তাঁহারা যদি দুইটী দোষ পরিহার করেন তাহা হইলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে আরও কৃতকার্য্য

হইতে পারেন। এমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শুষ্ক মত শিখাইবার জন্য এই প্রয়াস না করা। খ্রীষ্টও প্রবর্ত্তিত ইহার ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই—কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের মতগুলি বালকদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে বালকদিগের অরুচি জন্মে শিক্ষকদিগেরও বিরক্তি উপস্থিত হয়। ২য়, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ গুলির ভাষা অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা করিবার চেষ্টা করা। এই দোষের জন্য তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি হয় না। অধিক কি তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্ম পুস্তকও তারা সময়ণ করিয়া পাঠ করা যায় না।

ওয়ার্ড ইন্সটিটিউসন।

আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় বিদিত আছেন যে যে সকল বড় বড় জমীদার কিম্বা ধনবান ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিষয় রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রজার ধন মানরক্ষার ভার রাজার হস্তে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহার অনুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতার অবর্ত্তমানে নিকটস্থ জ্ঞাতিরাই কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া গৃহীত হন এবং তাঁহাদেরই উপর সচরাচর সেই শিশুদিগের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়া থাকে, কিন্তু ধনের লোভ নিবারণ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য করা বড় দুষ্কর, সেই কর্ত্তৃপক্ষেরাই অনেক স্থলে আশ্রিত শিশুদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিজে সেই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইন্সটিটিউসন স্থাপিত করিয়া সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা বহুদিন হইতে এই অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি, যে এ ইন্সটিটিউসনে যথেষ্ট ব্যয় হয় কিন্তু তদনুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থান হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা বাহির হন, কই তাঁহারা ত জ্ঞান বুদ্ধি কিম্বা দেখাদি বৈবিতার বিশেষ পরিচয় দেন না। এখান হইতে যত লোক বাহির হইয়া যেন তাহার মধ্যে রাজা প্রসন্ন রায় ব্যতীত আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফল দেখা যাইতেছেন। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

যেখানে এত অর্থব্যয় হয় সেখানে সুফল না দেখিলে লোকের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অদ্যাবধি এই ইন্সটিটিউসনের কার্য্য প্রণালী সন্তোষকর হয় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এস্থলে কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই আপনার অধীনস্থ ধনী সন্তানদিগকে স্বাধীনতা দেন এবং তাহাদের হস্তে [illegible] করেন। আইন অনুসারে তাহারা ১৮ কিম্বা ১৯ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু বিষয় রক্ষা ও কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্কতা তখনও উপস্থিত হয় না। অপরিপক্কমতি যুবকগণ সচরাচর ইন্দ্রিয়সেবায় কিম্বা তোষামোদকারীদি অনুচরগণের উদর পরিপূরণে অতি অল্প কালমধ্যে সমুদায় ধন পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি গবর্ণমেণ্ট আর কিছু কাল তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হস্তে রাখেন এবং নিজ অধী-

[illegible] যখন তাহারা পরামর্শ প্রদানে [illegible] তাহা হইলে আরও সুফল [illegible] দ্বিতীয় কথা এই—[illegible] বিষয়ে শিক্ষার [illegible] কলেজে পড়িবার [illegible] করিয়া এরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহা উত্তরকালে তাহাদের কার্য্যে লাগিতে পারে। মনে কর, একটী বালককে ১৮ বৎসর হইতে ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বদ্ধ না রাখিয়া জমিদারির বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে জমিদারি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া [illegible] এবং মধ্যে মধ্যে জেলার কালেক্টরের সহিত তাঁহার নিজের জমিদারিতে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট জমিদার হইবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগের ত আর স্কুল মাষ্টারি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না, তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? আমাদের বোধ হয় স্কুল প্রভৃতিতে প্রেরণ না করিয়া বাটীতে উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে তাঁহাদের জ্ঞান ও নীতি উভয় শিক্ষাই সুন্দর রূপে চলিতে পারে। যাঁহার হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পিত তাঁহার যে অভিজ্ঞ ও বিদ্বান হওয়া আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক না হইলে এতগুলি যুবা পুরুষকে সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিতে পারিবে এরূপ সম্ভব নহে।

এখনও কি সময় হয় নাই?

লার্ড [illegible] যখন রপ্তানী বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হন, তখন বলিয়াছিলেন রপ্তানী বন্ধ না করিলে যদি চলে, তিনি রপ্তানী বন্ধ করিবেন না।

তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে তিনি তাহাও করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এখনও কি সময় হয় নাই? এত দিন যাহা হউক দুর্ভিক্ষ হইবে কি না সন্দেহ থাকাতে এ বিষয়ে কোন মত [illegible] না করার কারণ ছিল; এখন আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এবৎসর [illegible] গমন বন্ধ রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। [illegible] টেম্পলকে যথা সময় [illegible] বর্জ্জ সাহেবের সহকারী নিযুক্ত [illegible] হাছেন, বিখ্যাত স্কালচ [illegible] এই সকল পরিদর্শন করিয়া কমিশনর সাহেবকে একটী যুস রিলিফ কমিটী স্থাপন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এবং তিন ভিন্ন স্থানে স্থানীয় চাঁদা যত টাকা উঠিবে তাহার দ্বিগুণ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এসকলে কি প্রকাশ পায়? এত দিনের পর কর্ত্তৃপক্ষেরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত। তবে এখনো রপ্তানী বন্ধ করা হইতেছে না কেন? বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে বলিয়া যে মনে করা হইয়াছিল সেপক্ষেও ত ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে লার্ড নর্থব্রুক বলিতেছেন বিশেষভয় নাই—অপর দিকে গবর্ণমেণ্ট নানা স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মহাজনেরা মূল্যবৃদ্ধির আশা পরিত্যাগ করিয়া হস্তস্থিত চাউল অল্প মূল্যে ছাড়িতেছে। এতদ্দ্বারা দুই প্রকার অপকার হইতেছে। প্রথমতঃ, বাজারে চাউলের মূল্য অবস্থানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়াতে লোকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অযথা ব্যয় করিতেছে, সাবধান হইয়া চলিলে যে শস্যে তিন মাসের আহার চলিত এরূপে তাহা এক মাসে পর্য্যবসিত হইবে। অবশেষে বর্দ্ধিত মূল্য দিলেও চাউল পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য অল্প হওয়াতে [illegible] চলিতেছে। যাহা কিছু শস্য দেশে ছিল তাহাও বাহির হইয়া যাইতেছে। সাধারণ বাণিজ্যের সুখাপেক্ষা করাও আর সঙ্গত নহে। কারণ গবর্ণমেণ্টকে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ করা বিষয়ে ব্যস্ত দেখিয়া তাহারাও কতক উৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। যে [illegible] দুর্ভিক্ষের অধিক আশঙ্কা সে [illegible] সেই সকল স্থানে লাভের অধিক আশা কিন্তু সেই সকল স্থানেই গবর্ণমেণ্টরিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং শস্য ক্রয় ও সংগ্রহ করিতেছেন সুতরাং সে স্থানে তাহাদের যাইতে প্রবৃত্তি হইবে কেন। যে স্থানে রিলিফের কার্য্য করিতে আসিয়াছে সেই মজুরদিগেরই যেন আহারের সে স্থান হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্ট কি অন্য স্থান হইতে ক্রয় করিয়া সে মজুরদের স্থানের অপরাপর অধিবাসিদিগকে খাওয়াইতে পারিবেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। লোকে এক ঘণ্টা দিলে গবর্ণমেণ্ট দ্বিগুণ দিবেন এ প্রলোভনে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হইবে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে সমুদায় ভার নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে, মজুরা নিশ্চয়ই অনাহারে সহস্র সহস্র প্রজার মৃত্যু হইবে। লার্ড নর্থব্রুক কি এখনো ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক একটী বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে সকল জমীদার এই দুর্ভিক্ষের সময় প্রজা বর্গের সাহায্য করিবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইবেন তাঁহাদিগের রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। ২৮এ মার্চ্চ ও ২৮এ জুন এই দুই কিস্তির টাকা দুই বৎসরে আদায় করা হইবে। এই উপায় অবলম্বন করাতে অনেক জমীদারের এবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবে সন্দেহ নাই।

—•—

দেশীয় রাজগণ ও গবর্ণমেণ্ট

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার বৃত্তিমাত্র ভোগী পদ সুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম অস্বাভাবিক এবং ন্যায় ও যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ, সুতরাং এ প্রকার অবস্থাতে উভয় পক্ষের শান্তি নাই। রাজগণ যথেচ্ছ বিহার করিতে পান না, কারণ সে জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির অতিরিক্ত অর্থ পাইবার বিধি নাই। আবার গবর্ণমেণ্টও বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা কেবল অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও অলস প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া সুখী হন না। বৃত্তিভোগী রাজগণ প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন, গবর্ণমেণ্টও প্রতিপদে রাজগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইতেছেন। রাজগণকে পদচ্যুত করিবার সময় তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যেরূপ বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেইরূপ তাঁহাদের পুত্রাদি রাজকীয় পদের গৌরব রক্ষার স্বরূপ তাঁহাদিগকে কতকগুলি অধিকার ও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দেশীয় রাজারা তাহার কোনটীরই সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে বৃত্তিরূপে প্রদত্ত অর্থগুলির যেমন অধিকাংশই দুষ্কর্ম্মে ইন্দ্রিয় সেবায় এবং অলস প্রতিপালনে ব্যয়িত হইতেছে। অপর দিকে সেই সকল প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহারা সাধারণের অশান্তি ও কষ্টের কারণ হইতেছেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়,

সুতরাং বৃত্তির অপব্যয়ে সাধারণ বঙ্গের অপব্যয় ও সাধারণেরই ক্ষতি, বুচিখোর নবাব (টিপু সুলতানের বংশ) এবং মুরশিদাবাদের নবাব যে বৃত্তির কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জানিতে আছেন।

আমরা যে জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহা এই। হাকিণাতের অন্তর্গত আর্কট নামক প্রদেশের নবাবের অধিকার ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত গবর্ণমেণ্ট পুনরায় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ১৮০১ সালে এই বংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটি সন্ধি হয়। সেই সন্ধি পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই বংশীয় নবাব দিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করেন। তদবধি আরও কয়েক বার সেই সকল অধিকার কতক পরিবর্ত্তিত ও কতক মিয়মিত করা হইয়াছে। আর্কটের নবাব যে সকল অধিকার লাভ করেন তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাঁহাকে কোন প্রকার দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের অধীন হইতে হইবে না। নবাব যদি নিজের বা বংশের অন্য ঋণ করেন সে ঋণের নিমিত্ত কেহ কোন দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এক দিকে যেমন এই নিয়ম আছে অপর দিকে তিনি যাহাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে না পারেন তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই কারণে একটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ঋণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাতে নবাব যথেচ্ছ ঋণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, লোকে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে দেখিয়া সরলে বিশ্বাসপূর্ব্বক ঋণ দিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সে ঋণ আদায় হইবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট [illegible] উহা স্থির করিলে এই গোলযোগ মিটিবার উপায় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী স্যর কাউন্স সাহেব বলেন যে, নবাবের এই বিশেষ অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক নহে। আইনের চক্ষে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই সমান; নবাব যদি অবিবেচনাপূর্ব্বক ঋণে জড়িত হন, সে জন্য তাঁহারই দায়ী হওয়া উচিত। এ পক্ষে তাঁহাকে অন্য প্রকার করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সকল স্থলে এই উদার মত অনুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে একথা ভাল শুনাইত। এদেশে আইনের চক্ষে কি ইউরোপীয় এবং এদেশীয়ের সমান বিচার করা হয়? যাহা হউক, যাঁহারা নবাবকে ঋণ দিয়াছেন, তাহারা যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে তাহাদের সে টাকা আদায় হইবে না, তাহারা কখনই কর্জ্জ দিতেন না, তাহারা সরল ভাবে এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই কর্জ্জ দিয়াছেন, এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সেই ঋণ আদায়ের কোন উপায় করিয়া না দেন, যায় পর নাই অন্যায় কার্য্য হয় সন্দেহ নাই। কারণ এই যে কেবল গবর্ণমেণ্টের নিয়ম দোষেই ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় নবাবের বৃত্তি হইতে কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করা এবং যাহাতে তিনি যাহে আর ঋণ করিতে না পারেন, করিলে অতিরিক্ত তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে, এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible]

[illegible] ডাক্তার পি [illegible]

[illegible] বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমনের কথাই [illegible] আসিয়াই আবার পূর্ব্বের বাজারি [illegible] মত হইবে। এই উদ্যম কয়দিন [illegible] নীতে না থাকিলে কি হয় বলা যায়।

সভ্যের ইউরিবাসিটি কলেজের [illegible] ও পালি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোনের রাজার স্কুল এবং কালিজ কালেজিএট স্কুলে প্রবেশ পরীক্ষার পূর্ব্বের পর্য্যন্ত গণিত হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পুনা হইতে বোম্বাইয়ে যে ফার্গুসন সংক্রান্ত বাক্সির সকল উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহা বম্বের গবর্ণমেণ্ট আটকাইয়া উহা রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাঘবাজারের ডাইনে মাজিষ্ট্রেট কে, এম ব্রাউনরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করাতে রাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বরদার খাসর'ফাজো'র বিশ্বাসঘাতকতা সন্ধানার্থ যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তাহাতে তাঁহাদিগের [illegible] হইয়াছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ক্রিষ্ণ যার কমিসনর'দিগের বন্ধুতা হইতে প্রমাণের পরেই এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কোন কর্ম্মচারী কাহারও প্রতি অত্যাচার বা কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করেন, আর সেবিষয় যদি উপযুক্ত প্রমাণের তাঁহার দোষ করা হয়, তিনি বিশেষ মতে দোষী হইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেক প্রজাও যেন [illegible] ও দেওয়ানী আইন অনুসারে তাহা করেন এবং আফিসারদিগকে [illegible] সন্তুষ্ট রাখেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার ঝাঁসীতে পুনরায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বড় [illegible] বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

[illegible]

অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাঁরাও এবৎসর পর্য্যন্ত বাসের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টেট অব ইণ্ডিয়া বাবুকীয় ইউরোপীয় ও এদেশীয়কে ফৌজী বন্দুক করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ফৌজী বন্দুক বড় এ ইচ্ছা কেবল আমাদিগের নয়, বেঙ্গল ডুবর অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মুলেন স্মিথ ও বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট অনরেবল সদারলাণ্ড সাহেব এবং ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ পরিণামদর্শী ও চিন্তাশীল অনেক ইউরোপীয়ের ফৌজী বন্দুক হওয়া অভিপ্রেত।

সম্প্রতি পটলডাঙ্গার "ভারত মাট্য সমিতি" নামে একটী নাট্যশালা খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় এক এক সময়ে এক একটী বিষয়ের হুজুক উঠে, এক্ষণে নাট-কের হুজুক চলিতেছে।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বারাণসীতে অতিবাহিত করিবার মানস করিয়াছেন। কাশী অদ্য প্রস্থান করিবেন।

মাদারিপুর উপবিভাগ বাখরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

১৮৭৩ অব্দের ২২ এ এপ্রেলের নিয়ম অনুসারে বেঙ্গল সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থি দিগের পরীক্ষা আগামী ২রা মার্চ্চ হইবে। হুগলী ঢাকা পাটনা কটক এবং মোহাটীতে পরীক্ষা হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আজিগঞ্জের রায় বলদেব সিংহ বাহাদুর দরিদ্র দিগের জন্য দিনাজপুরে পাঁচ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১২ জনের মধ্যে ৯২ জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম ১৩ দ্বিতীয় ৫৩ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ৯২ জনের মধ্যে ৩৩ জন প্রেসিডেন্সি কালেজে ১০ জেনরল এসেম্বিলিস ইনষ্টিটিউসন ৮ ফ্রী চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন, ৬ সেণ্ট্রাল নিমন কালেজ ৬ হুগলী কালেজ ৪ ঢাকা কালেজ ৪ বহরমপুর কালেজ, ৩ পাটনা কালেজ, ৩ বরিশাল কালেজ ২ মিডিল সেণ্ট্রাল কালেজ মেডিকেল কালেজ, ২ দিল্লী কালেজ, ১ মহুরি স্কুল এবং ১ জন অন্যান্য কালেজের ছাত্র। অবশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক। প্রসিডেন্সি কালেজের প্রসন্নকুমার সান্যিয়াল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যানের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটী হিন্দু বালক পরীক্ষা দিতে যায়। তাহাকে প্রশ্নের যে কয়েকটী কাগজ দেওয়া হয় তাহার সকলগুলিতেই সে শিব লিখে। কয়টী কথা লিখিয়া সে "আমার গুরু দেবতা আমাকে বলিয়াছেন, আমি না লিখিলেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব"। গুরু দেবতা যদি অগ্রে পূজা লইয়া এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন তুঁহার কাজ করিয়াছেন।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। সমুদ্র পথে রপ্তানী চলিতেছে।

এপ্তাহের প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়, বাঁকুড়ার অতিরিক্ত টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে ৮০ খানি আবেদন উপস্থিত হয়। বীরভূমে যে অল্প পরিমাণে চাউল আছে তাহাও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রপ্তানী হইতেছে। মেদিনীপুরে পূর্ব্বাপর চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মহিষাদলে জনকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যশোহরের তুলনা হইতে রপ্তানী হওয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মালদহে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সিংহভূমে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। মালদহের লোকে বড় বিপদে পড়িয়াছে, ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে প্রলোভন দিয়া প্রজাদিগের বাহার ঘরে যে কিছু চাউল মাত্র ছিল সমুদায় লইয়া গিয়াছে। এবার চাষ উত্তম হইবে ভাবিয়া উহারা তখন সমুদায় ধান চাউল ছাড়িয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিপদে পড়িয়াছে। আমন ধান্য ভিন্ন আর অধিক জন্মে নাই। বেহারের যেরূপ মালদহেরও সেই দশা ঘটিয়াছে।

১৩২ জন এদেশীয় যুবতী "ব্রিটানিয়া" স্ত্রী শিক্ষা কমিটী দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতী কুমিল্লার এবং একটী কাঁসরপুরের।

এবার গঙ্গাসাগরে বিস্তর যাত্রী হইয়াছিল।

৯ই মাঘ বুধবার।

সাধারণ বিদ্যালয়ের হাতুয়ার রাজা ইহাঁর বিষয়াদি এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে) জল সেচন কার্য্যের সুবিধা এবং লোকের পানীয় জল কষ্ট নিবারণোদ্দেশে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খননের আজ্ঞা দিয়াছেন এবং দরিদ্র লোকের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী করিতেছেন।

বোম্বাইর সংবাদ পত্র সমূহ বলেন, অষ্ট্রেলিয়া নামক জাহাজে বোম্বাইর জন্য ১৩ লক্ষ এবং কলিকাতার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার রৌপ্য আসিতেছে। সেদিন ইংলিসম্যানে যে টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়, তাহাতে ৩৩ লক্ষ টাকার রৌপ্যের কথা উল্লিখিত হয়। ইহার কোন্‌টী সত্য?

লার্ড নর্থব্রুক এদেশের কেবল সিবলা যাওয়া বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সৈন্য দিগের শিক্ষা শিবির তুলিয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন পীড়িত সৈন্যদিগের স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় আগামী বৎসর হইতে সাধ্যানুসারে সে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে। কেবল ইংলণ্ড হইতে সৈন্যগণের আগমন, কিম্বা এদেশ হইতে কোন রেজিমেণ্টের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন অথবা সৈন্যগণের নিতান্ত স্থানান্তর হইলে যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন কেবল তাহাই করা হইবে। লার্ড নর্থব্রুকের এইসকল কার্য্যের জন্য সকলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

লর্ড নর্থব্রুক আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সামান্য সামান্য বিষয়ে খরচের সময় যেন বিশেষ সাবধান হইয়া এমন কি নিজের পয়সা মনে করিয়া যেন ব্যয় করেন। অধিকাংশ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের টাকাকে পৈত্রিক সেমের টাকা মনে করিয়া ব্যয় করেন। লার্ড নর্থব্রুক এসময় এই ক'সাদ।

প্রচার করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন, এক্ষণে কাজে ফুলাইলে হয়।

শান্তিপুরে আর এক মজার খেলা হিয়া গেল। একজন ফকীর একজনের স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। যার স্ত্রী তিনি ফকির সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করিয়া আর উদ্দেশ পাইলেন না।

বাবু হীরালাল শীল কলিকাতার পুলিস কর্ম্মচারী এবং অভিসংগ্রহের সভাপতি ডগ সাহেবের নামে এই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন, তিনি ঘউনিসপাল কত হইতে ৫ পাঁচ হাজার টাকা বায় করিয়া গাঁ প্রণাম এক তোম দিয়াছেন। এ ভিন্ন আর ৬০ টী দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। হীরালাল বাবু মকদ্দমা চালাইবার জন্য তাঁল তাঁল বারিষ্টর সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রমে পাঁচ গণ্ডাইতে চলিল।

পাবনা বদেশতঃ সিরাজগঞ্জে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পিপল্‌স ফ্রেণ্ডে একজন সংবাদদাতা বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এক উলাপাড়াতে ৩৮১ জনের মৃত্যু হয়।

ফরাসী দেশীয় একজন জ্যোতির্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহে যে সকল দ্রব্য আছে তাহা আমাদের পৃথিবীর দ্রব্য অপেক্ষা বহুগুণে লঘু। এখানে যে দ্রব্য ৩ সের মঙ্গলগ্রহে তাহা এক সের হইবে। এখানে ২০ মাইল ভ্রমণ করিলে যত ক্লেশ হয় সেখানে ৫০ মাইল ভ্রমণ করিলেও তত ক্লেশ হয় না। এখানে একটী লম্ফ দ্বারা উর্দ্ধ সংখ্যা ২১ ফুট মাত্র উঠা যায়, সেখানে এক লম্ফ দ্বারা বড় বড় গাছ ডিঙাইয়া পড়া যায়। তিনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের দ্রব্য সকল অতি লঘু। মঙ্গলগ্রহের মণি করা এখানে আনিয়া বিক্রয় করিলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু এখানকার মনিকারক সেখানে গেলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

একজন ফরাসী ডাক্তার কতকগুলি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া ক্লোরোফরম দ্বারা তাহাদের চৈতন্য হরণ করেন, অথচ পরিমাণ ক্লোরোফরম না হওয়াতে স্ত্রীলোকটীর আর চৈতন্য হয় নাই। চিকিৎসকের একজন কারাদণ্ড ও ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে, জরিমানার টাকাগুলি মৃত স্ত্রী লোকের পরিবারদিগকে দেওয়া হইয়াছে। যোগীর চৈতন্য হয় নাই বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডের [illegible] উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য [illegible] ভাগে [illegible] করে এক লক্ষ [illegible] ব্যবস্থা করি [illegible] ইহাতে ছয় লক্ষ টাকা পাঁচ [illegible] পরিবারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারেরা প্রত্যেক [illegible] করুর ভূতাদিগের প্রতি এই রূপ ব্যবস্থা [illegible] করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ [illegible] পরিবারের ভূত্যদিগের প্রতি প্রত্যেকে [illegible] টাকা দিতে হইবে বলিয়া দেখিতে পাই না।

পাথর কাটিবার জন্য [illegible] এক রূপ ঔষধ করান্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্প্রতি মালিগাঁয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী অশ্বপ্রদর্শনী মেলা হয়। আরবীয় অশ্বের মধ্যে গবর্ণর জেনরলের প্রদর্শিত ঘোটকটী সর্ব্বোত্তম হওয়াতে তিনি পুরস্কার পাইবার যোগ্য হন, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

কামানোরের একজন ধনী স্বপ্নে একটী মালিকাকে বলাৎকার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। পাপাত্মার পরিবারের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে যে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রতি সপ্তাহে তথায় মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্ন লিখিত স্থান সকলে লোকের প্রকৃত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার স্থানে স্থানে, নদীয়ার উত্তর বিভাগ, মিহুরের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব্ব ভাগ এবং তদ্নিকটবর্ত্তী তমলুক ও মেদিনীপুর জিলার বিভাগ, গয়ার পূর্ব্বাংশ এবং তন্নিকটস্থ মুঙ্গের বিভাগ, পুর্ণিয়ার পূর্ব্ব এবং মালদহের উত্তরাংশ এবং দিনাজপুরের [illegible] তাবৎ উত্তরাংশ [illegible] লোকের বড় দুরবস্থা হইয়াছে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর জিলার বিভাগে ১২ টি [illegible] ঐ সকল বিভাগে এরূপ হইয়াছে যে অনেক লোক বন্যফল মূলাদি খাইয়া এবং বীরভূমের পার্শ্বস্থলের ঔষধ ভক্ষণ করিয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহাতে [illegible] ঐরূপ অবস্থার লোকদিগের মৃতপ্রায় দিনে এরূপ অনেক হইয়াছে। নদীয়া বিভাগে দুর্ভিক্ষ এবং রিলিফের কার্য্যের জন্য একজন বিশেষ সব ডেপুটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ছোট আদালতের জোয়াইণ্টের পাঁচুগোপাল উপবিভাগে শীঘ্র রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ হইবে। কাশীমবাজার এবং বাকড়ুয়ার কাজ ছাড়া হুগলীর লোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, সিমলার তিনটী ইংরাজ কন্যা একত্রে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই। ইঁহাদের সকলের কনিষ্ঠাটী অতিশয় সুন্দরী। সিমলাস্থ একজন বাঙ্গালী বাবু ইঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন—এমন কি একেবারে উন্মত্ত হন। কনিষ্ঠাটী প্রতিদিন অপরাহ্নে একাকিনী ভ্রমণ করিতে যাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতি দিনই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন—এমন কি তাঁহার ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত ধরিতেন। ইংরাজ কন্যা এই বিষয় অবগত হইয়া কনিষ্ঠাভগ্নীকে লোহিত-কপোলা হইয়া কনিষ্ঠার পশ্চাতে লোপ্তে লোপ্তে যাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ-কন্যা [illegible] বাহির হইবামাত্র [illegible] উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রেম [illegible] ভূমিতে লাগিলেন। ইংরাজ-কন্যা [illegible] করে। বিচারে বাঙ্গালী বাবুর [illegible] ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রেমের পথে এত কণ্টক বাঙ্গালী বাবু জানিতেন না।

যেক্সল টাইমস বলেন, যেমন অনুমান করা গিয়াছিল চাকায় ক্রমে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। সুতন চাউল আমদানী হওয়াতে মূল্য কতক কমিয়াছিল, কিন্তু নূতন চাউলও ফুরাইয়া যাইতেছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইতেছে। আর সমুদায় সবাই মহার্ঘ কেবল শুক্ত সস্তা আছে।

ত্রিহুতের অন্যতম জমীদার বাবু গিরিধারী সিংহ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ মজুফরপুর কালেক্টরের হস্তে দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা গেজেটে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একজন কসাই এই অভিযোগ করিয়াছে। সে বলে সে হাবড়ার কয়েকটী গরু ক্রয় করিয়া বর্দ্ধমান লাভার মাংস লইয়া আসে এই অপরাধে জনৈক সার্জ্জিনিয়র সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করেন, পর দিন প্রাতঃকালে পুলিসের ডেপুটী কমিসনর তাহাকে মুক্ত করেন। এব্যক্তি এক গ অমার ক্ষতিপূরণের জন্য টনিয়র সাহেবের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছে। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে গোলযোগ সহজে মিটিবেছে না।

এবার মান্দ্রাজে ১০০২৮৮৫ একর ভূমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাষ করা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজে ইহার মধ্যেই পর্ব্বত বাসের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা মার্চ্চমাসের প্রথমেই যাত্রা করিবেন। লাট সাহেব উৎকামণ্ডে কোন্ বাটীতে থাকিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের যদি শাসন কার্য্যে এত খাটা থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষ সুখের রাজ্য হইত।

মহিসুরের চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বৎসরে বর্ষে ৪ চারি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় ব্রিটিশ রাজ্যে চন্দন বৃক্ষ জন্মে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গত সাত মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ২৩৬০২৮৪৪ টাকা মূল্যের ৯১১৬৮০০ হান্দর চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। গত বৎসর ঐ সময়ের মধ্যে ৩০১০৬৮১২ টাকা মূল্যের ১১৬২১৩০৪ হান্দর চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর কতক কম হইয়াছে।

কাবুল নদীর নিম্নস্থ জলালী রাজধানীর নিকট একটী পর্ব্বতে ৫২টী খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি পাঞ্জাবে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে।

মৌলবী মাজীর আহমদ নামক এক ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

১৯ এবং ১০ ই জানুয়ারি পাটনা ত্রিহুত সারা মুঙ্গীর ভাগলপুর, পুর্ণিয়া ঢাকা কসিমপুর ও গোয়ালপাড়ায় পুনরায় সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাটনায় অর্দ্ধেক রবি শস্য পাওয়া হইবে। পাটনার স্থানে স্থানে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মজুরের মজুরী দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ত্রিহুতের কোন কোন পল্লীতে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ১লা মে অবধি কলিকাতা হইতে ৫১০০০ টন খাদ্য শস্য বঙ্গদেশের বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ১২১০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। উড়িষ্যা ভিন্ন কেবল বঙ্গদেশ (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম ব্যতিরেকে) হইতে পূর্ব্বোক্ত তারিখ অবধি ৭৮৫০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, এবং ১ লা অক্টোবর অবধি ১১০০ টন হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাবেল সাহেবের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশ মন্তকীত্র পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তত শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইতেছে না।

১০ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এবার কেবল বঙ্গদেশে নয়, শস্য হানি পৃথিবীর অনেক স্থানেই হইয়াছে। সিংহল জাপা ষ্টেট পারস্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে শস্যহানির সংবাদ আসিতেছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম যে আগামী নবেম্বর মাসে ২৪ পরগণার জজ মকোর্ট সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কোর্ট কার্জ্জলক এসিড মাখাইয়া দিলে উট হরিতে পারে না এবং কয়েক বিন্দু উক্ত এসিড দ্বারা বিষধর সর্প বধ করা যায়।

যাহা হউক আউরেঙ্গজীব বরদায় যেরূপ হওয়াতে বোম্বাইর কোন কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে চটিয়াছেন তাহার কারণ আছে। কতকগুলি ইংরাজ সিবিলিয়নের এই পদ লাভ করা ইচ্ছা। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ পদগুলি ত ইংরাজেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, এদেশীয় রাজগণের অধীনে যে দুই একটী আছে আমার তাহার প্রতি লোভ কেন?

উর্দ্দুগাইড বিস্তর যত্নে শ্রবণ করিয়াছেন কাবেল সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য হাই কোর্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। উহার সত্যতা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

ভারতবর্ষ সংস্কৃত ভাষার মাতৃভূমি, একদা এই ভারতবর্ষে ইহার অদ্ভুত পূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার প্রতি লোকের আর তাদৃশ আদর নাই, যাহাতে ইহার শ্রদ্ধা থাকে তাহাদের ইহার উন্নতি করিবার সম্যক ক্ষমতা নাই, সুতরাং ইহা ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইতেছে। এদেশে ইহার এরূপ দুর্দ্দশা বটে, কিন্তু ইউরোপে ইহা কি লক্ষণ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় ব্যয় আজি কালি সংস্কৃতের বিলক্ষণ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ড আয়ারলণ্ড স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট আদি হইতে দুই দিবস বন্ধ হইবে। শনিবার খুলিবে।

ই ভল্ টাইমস বলেন, বরিশালে স্বাস্থ্য
মাজিষ্ট্রেট বেহরিজ সাহেব একটী স্কুল
রিফর্ম্যটরী স্কুল স্থাপন করিতেছেন। বেহরিজ
সাহেব নিজে ৩০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন
এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ১৭৫
টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

সোমবার রবিবার ও কাজ করে ফ্রেঞ্চার করা
আইনসঙ্গত কি না, এই দিন এই বিষয়টী
অমীমাংসিত ছিল, সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেট
ও কমিশনর সাহেব একটী মোকদ্দমায় এই
বিষয় স্থির করিয়াছেন, উপরোক্ত আইন
কেবল সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের জন্য
হয়া আইন।

নিউ ইয়র্ক হেরল্ড সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন। আমীর দুর্ব্বিপাকের সময়
মহাশয় আমেরিকাকে ভুলে আসিয়া
মনস্থ করিয়াছেন ইহা আগে লিখিয়াছেন
একজন কর্ম্মচারী কাবুলের সৈন্য-
দিগকে দুর্ব্বি স্থানস্থ কান্টোনমেণ্টে আনিয়া-
ছেন এবং সমস্ত ইংরাজকে কাবুলে পাঠান
হইবে অথবা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া
দেওয়া হইবে ইহা জানিবার জন্য আমীরকে
লিখিয়াছেন। কর্ম্মচারীর আচরণ বড়
অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না।

সিবিলিয়ন রিভিউ হইতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে
আর কিছু সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি যে
সামান্য বৃষ্টি হয় তাহাতে কোন উপকার
হয় নাই। অবশ্য শস্য হইবার রৌদ্রে
মরিয়া গিয়াছে। ধান্য উৎপন্ন গিয়াছে,
যাহা হইয়াছে তাহা নষ্ট করিল, তাহাও
অতি সামান্য। সমুদয় এবং ঘর
ভাঙ্গ অধিকাংশ খুব দুর্ভিক্ষের হস্ত
হইতে রক্ষা পাইবে না। ইহা সম্পাদক
অনেক চাউল পাঠাইতে লিখিয়াছেন।

উক্ত লোকের
যায় নাই বলিয়া হয়ছে, এই প্রকার লোক
দুর্ভিক্ষের পলাইয়া, যাইবার অভিপ্রায়

প্রকাশ করিতেছে। আবার ভয় হইতেছে
দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে যে সকল কার্য্য
আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে যে সকল
মজুর খাটিতেছে উহাদিগকে মিতব্যয়ি বলে
বেতন দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু এটী কতদূর
বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত দিবা
মাত্র কমীদার প্রজা ও চা করদিগকে অগ্রিম
টাকা দেওয়া হইতেছে। ধরতাদার প্রজা
ধান্য দিয়া চাউল আমদানী করি

ভারতবর্ষের কেশব সেন
বিষয়ে একটী বক্তৃতা
করিবেন

১৫ ই মার্চ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের
মধ্যে কলিকাতায় ২৩১ জনের মৃত্যু হয়,
ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৩৩ জনের মৃত্যু হইয়া
ছিল। অল্পেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইতে
যেতেছে।

১০ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়
সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে
যে আদায় ৬৭৫৮৯০ টাকা আয় হইয়াছে,
গতবৎসর ঐ সময়ে ৪৯৮২৫০ টাকা হইয়া
ছিল। এ হিসাবে ১৭৩৪৫০ টাকা আয় বৃদ্ধি
হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের সংবাদে
মরিসসের চাউলের বাজার গরম হইয়া উঠি
য়াছে। চাউল ও মৎস্যই উক্ত দ্বীপবাসি
দের প্রধান জীবনোপায়, উহারা ভারতবর্ষ
হইতে চাউলের উপরেই অধিক নির্ভর করে।
এবার বঙ্গদেশে ধান্য জন্মে নাই এই সংবাদ
পাইবা মাত্র তথায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হই
য়াছে। ব্রহ্মদেশজাত চাউল মরিসসে প্রেরণ
করা কর্ত্তব্য।

পোর্ট লুইসে একটী দুর্ভিক্ষ নিবারণী
সভা হইয়াছে। দরিদ্রদিগের কষ্ট দর্শনে
ত্রস্ত হস্ত ও মুসলমান বণিকেরা উহা
দের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছেন। দরিদ্র
দিগকে চাউল মাসে ৩ পয়সা বিতরণ করা
হয়

১১ ই মার্চ্চ শুক্রবার।

আফগানিস্তান যুদ্ধের দুর্ভিক্ষ

১৪ ই মার্চ্চ সোমবার।

বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডের
ষ্টেট সেক্রেটরি সাহেব ভারতবর্ষের সেক্রেটরির এক
অতিরিক্ত সংখ্যার সহ রিলিফ কমিশনকে
সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া এদেশে পাঠাইবার
আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহা-
য্যার্থে কার্য্যাদি আরম্ভ ও তাহার ব্যয়
নির্ব্বাহাদি করিয়াছেন এবং কাহার সাহে
য্যের নিকট রিপোর্ট করিবেন তাহাও নির্দ্দিষ্ট
করিয়া দিয়াছেন। এই সকল আমরা লাড লর্টনের নিকট
হইতে জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু এবার ইহা ছাড়া
সাধারণ বজেটের অধিক অর্থ চাহিয়াছেন
কি না। গত অক্টোবর মাসে যখন দুর্ভিক্ষের
কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই, তখন
১৮৭৪ অব্দের জন্য সিমলা বাসের যাবতীয়
বন্দোবস্ত অর্থাৎ বাটী ভাড়া প্রভৃতি সমুদায়
করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সমুদায় ভাঙ্গা
দিতে হইবে, বিলাতের আফিসরেরা পূর্ব্ব
হইতে যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া
ছেন, তা ভাঙ্গাতে তাঁহাদিগকে ক্ষতি
গ্রস্থ করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য
সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।
যাহা হউক, অর্থ লাগুক, আর যা লাগুক,
বঙ্গদেশের এই দুরবস্থার সময় সিমলায়
গিয়া বায়ুসেব্য করা অনুচিত, গবর্ণমেণ্টের
যে এ বোধ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা
সন্তুষ্ট হইলাম।

১২ ই মার্চ্চ শনিবার।

আমরা লাড নর্থব্রুকের একটী কার্য্যের
ভার কর্ম্মে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তিনি
বলিয়াছেন এই দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল
জমীদার প্রজার উপকারার্থে অর্থ ব্যয় করি
বেন, তাঁহাদের যদি যথা আইন গবর্ণমেণ্টের
খাজনা দিবার অসুবিধা হয় তাহাদের
নিকট হইতে ন্যূন লইয়া বাকী খাজনা লওয়া
কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তিনি লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরকে
এক পত্র লিখিয়াছেন। সম্প্রতি অনেক জমী
দার প্রজার খাজনা রেখে বিক্রয় হইয়াছে, নিজ
হইতে অর্থ দিয়া জমীদারের সাহায্য করিতে

প্রতি একটু সদয় হওয়া কর্ত্তব্য। এ অব স্থায় তাহাদের খাজনা দিবার যে কঠোর নিয়ম আছে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব সম্পা দন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধগামিত বলেন, যশোহরের অন্যান্য জমীদার এবং পিরোজপুরের ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট মৌলবী ওবেদুল্লা কলিকাতা মাদ্রা সাতে তিনটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন

কশীয়েরা আকগান সীমার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন এবং ইংরাজেরা যাহাই ভাবিয়া থাকুন, কশীয়েরা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

মার্কস নেবার নামক কেপ টাউনের এক জন ধীবর ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী বৃহৎ ধীবর আনিয়াছেন। এটী ওজনে ৫৮ হাজার হইবে। ইহার মূল্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অনুমিত হইয়াছে।

ডাক্তার মাকনামারা জয়পুরের রাজার চক্ষুরোগ আরোগ্য করাতে রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তথায় একটী নূতন হাসপাতাল হইয়াছে সেই গৃহে মাকনামারার একখানি ছবি রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অতএব ঐ গৃহ "ম্যাক নামারা চেম্বার" নামে অভিহিত হইবে।

সেণ্টহেলেনা দ্বীপ লইয়া ফরাসীয়ার সহিত ইংরাজদিগের যে গোলযোগ হয় সম্প্রতি সেই উপলক্ষে উভয় দলে একটী যুদ্ধ হয়। দুইজন কমিশনর দ্বারা বিবাদের ভঞ্জন হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই জানুয়ারি। বাবু ভুজঙ্গলাল মুখোপা ধ্যায় মহাশয়ার বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর হই

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি এম, কক সাহেব মুঙ্গেরে রহিলেন।

১৫ ই জানুয়ারি। ডেপুটী মা জ ষ্ট্রে ও ডেপুটী কলেক্টর ডব্লিউ আর ডনইন কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজার উপবি ভাগের ভার পাইলেন।

টি, এলানডন বশোহরের ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ এবং ফরিদপুর ও যশোহরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজের (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) কার্য্য করিবেন

হাবড়ার ডেপুটী মা জষ্ট্রে ও ডেপুটী কলে ক্টর বাবু যদুনাথ সে মুরশিদাবাদে বদলী হইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এচ, এল ডাম্পয়র তাঁহার অন্যান্য কার্য্য ভিন্ন লেজিস্লেটিব কৌন্সেলের অতিরিক্ত সভ্যের কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বিয়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি সেলামত আলী কিছু দিনের জন্য মুঙ্গেরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার সরকার মুন্সী সেলামত আলীর ছুটি গত কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বিয়াতে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য

কটকের ডেপুটী মা জষ্ট্রে ও ডেপুটী কালে ক্টর জে, এফ, মা রসন সেওয়ানের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

লিলেটের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট কালেক্টর এ, সি, মাকারিক সাহেব ত্রিহুতে বদলী হইয়া মধুবনীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত সব জারী কমিশনর টি ই ডেম্পষ্টার কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া চম্পারণের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, হবান কিছুদিনের জন্য চম্পারণে বদলী হইয়া বেতিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এম, এফ, ডিমস কিছুদিনের জন্য ত্রিহুতে বদলী হইয়া সীতামারির অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বরদাকান্তের ভার প্রাপ্ত ডাইরেক্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এণ্ড্রুসন ৮৮৭০ অব্দের ১০ আইন ও ৮৮৭১ সালের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, এস, শাউয়াস বাখরগঞ্জের ডিরেক্টর পুলিসের ভার পাইলেন।

দারজিলিঙের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি ই গোলডসবেরি পূর্ব্বিয়াতে বদলী হইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চন্দ্রকুমার। কিছুদিনের জন্য জাহাজের উপরিভাগ এবং ভদ্রস্থ হাসপাতালের ভার পাইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। মধুবনী ডিস্পেন্সরির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শিবচন্দ্র বসু চাতরা হাসপাতাল ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

সাসারাম ডিস্পেন্সরির তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজকুমার বসু মধুবনী উপবিভাগের এবং ভদ্রস্থ হাসপাতাল ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

সহকারী কইম কালেক্টর জি, এম গুডিফ সাহেব কলিকাতার কইমের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই জানুয়ারি। ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ সি ষ্টুয়ার্ট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩২২ ধারাতে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, সরাসরি তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ডাইরেক্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে সি ডিসি সাহেব ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৩ ১৪৭, ৪১৭ এবং ৪২১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি এম কক্স প্রথম শ্রেণীর মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মৌলবী সাদত আবদুল্লা কিছুদিনের জন্য হুগলী ও মুন্সীগঞ্জের ছোটআদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

১৬ ই জানুয়ারি। সিরাজগঞ্জের ছোট আদা

সাহেব প্রতিনিধি জজ অবলিষ্ট এড ভাইসরাও প্রথম শ্রেণীর ষ্টোন আদালতের এবং ডুবডিবেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। বাবু অ্যাডভোকেট সরকার যিনি পর্দ্দেয়ার সব চেয়ুলি কালেক্টর হইয়াছেন তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। টি, এম টেম্পেষ্টে যিনি কিছু দিনের জন্য হিজুতে ডুমাডাক্রিক হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

সি রবার্ট যিনি কিছু দিনের জন্য চম্পারণে স্পেশল ডিউটিতে ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

এম এস ওয়েস্টমেকট যিনি কিছুদিনের জন্য সিউড়ি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ছিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

ডিউক অব এডিনবরা যিনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। ফ্রান্স জর্ম্মনি ও ইটলীর পরস্পর সদ্ভাব সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি শুনা যাইত তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। মিউনিক ও বার্লিন যে সকল কার্পেডিনিয়া মন্ত্রী ছিল তাহারা যেপর্যন্ত সাক্ষাৎকার লাভে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ফিল্ডমার্শাল এলভেন্সিলিবেন প্রত্যাগমন করিয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই জানুয়ারি। ডাবলিন মাসিক রবর্তরি ছাড়িয়াছে

প্রিন্স অব ওয়েলস সস্ত্রীক সস্ত্রীক পিলসবার্গে উপনীত হইয়াছেন।

ডচেস অব এডিনবরা ও অন্য ছোট ছোট স্ত্রীক ব্যক্তি লণ্ড অব একজন স্ত্রীলোক এডিনবরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

ডাবলিনের অবকাশ বৈসা অনুপস্থিত থাকাতে এডিনবরা সম্মুখে ও ডাবলিনের হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে কিন্তু তাহা হয়।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। কলিক ডাউনে যে মেইল ১৮ এ এবং বেলফাষ্ট হইতে ১৯ এ ছিলেবর ছাড়িয়াছে, অদ্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। বাজারে একণে ডিস্কাউণ্টের হার শক্ত করা ও।

অত্র যাত্রা হইতে ১২৩০ করা হইয়াছে।

পারিস ২১ এ জানুয়ারি। [illegible] সন্তান দুটির মৃত্যু হইয়াছে

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। [illegible] সংবাদ আসিয়াছে [illegible] হইয়াছে। কাপ্তেন [illegible] হইয়া অগ্রসর হইতেছেন

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আজি কালি সম্পাদকদিগের মধ্যে যে ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি, ভরসা করি, মহাশয় স্থানদান পক্ষে অনুগ্রহ করিবেন।

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত "উকীল না জজ" এই প্রশ্নের উত্তরে হুগলীর সম্পাদক যে প্রকার উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে উক্ত সম্পাদকের গাম্ভীর্য্য সহজেই উপলব্ধি হয়, কিন্তু তিনি পত্রিকা বিশেষকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে বিশেষ বিজ্ঞতার অন্য ভাব বোধ হয় না। তিনি উপযুক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া যে সকল নাম যতী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার অনেকগুলি কিছু অশ্লেষ্য নহে, ইহা কর্ণপাতে তাহার অনেকগুলি কটুক্তি হইতে পারে। যাহা হউক হুগলীর সম্পাদকের কথাগুলি সকলেই অবহিত হইয়া শ্রবণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর, এইরূপ সম্পাদকদিগের [illegible] যুক্তিযুক্তের সংরক্ষক। তাঁহার শুভাগমনাবধি এইরূপ ঘটনা হইতেছে। ঢাকার সম্পাদক বিলাত অগ্রাহ্য পুরুষ, [illegible] বর্দ্ধমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের সকল মতগুলিরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য [illegible] (কিম্বুপট্রিয়ট প্রভৃতি) যথার্থ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাত্মা কাপেল হত সমস্ত বিষয়ের যে সকলে আশু অনিষ্টকর দোষ আছে; তাহাই সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা বিষয় নহে, সোসাইটীরও নয় তাহারও উপযুক্ত প্রশংসা দ্বারা হইয়াছে। কেবলই প্রশংসা বা কেবলই নিন্দা করা প্রতিপত্তিকা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে তবে এত দিনে সম্পাদকীয় তিরস্কারের জন্য অত্র দর্শন করিতে সন্দেহ নাই। স্বকার্য পক্ষে যাহা নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে অবলম্বন করিয়া চলা যায় তাহা কি বলে, তাহাতে কর্ণপাত করা সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য। সে সম্বাদ পত্র সম্বাদ পত্রই নয়, যাহা এই সকল চিরন্তন অবহেলন করে, যাহা সত্যের বিশেষের পক্ষ সমর্থনার্থ আজ জীবন বিক্রয় করিয়া থাকে। হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ চিরকাল সমান ধৈর্য্য, সমান গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া সময়ে উপযুক্ত কথাই বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য কাহারই মুখাপেক্ষা করেন না, অথচ পাঠক গণ পরিতুষ্ট থাকেন। পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ ও কাহারই শত্রু নন; উচিত গুণ দেখিলেই উচিত মত উৎসাহ সুর বাক্য বিস্তার করিয়াছেন। এজন্য এত হুলস্থুল কেন? এজন্য সম্পাদকীয় অঙ্গে, তীব্র তীব্র প্রবন্ধাবতারণার কারণ কি? যাহা হউক সম্পাদকদিগের মধ্যে এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা অতি নয় কখনই শ্রীতিকর নয়। সম্প্রতি এই নাটক অভিনীত হইয়া শেষ যবনিকা পড়িলেই সুখজনক হয়।

তব সুহৃদ }
১২।১।৭৪ }

অনুরক্ত পাঠক।

মহাশয়! বাঙ্গীপ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের মহাভারত সেরেস্তার আসিয়া প্রার্থনা করিলেন এবংসর মুর্ত্তসংবৎসর হইবে কি না? তাহাতে এস্থানীয় পণ্ডিতবর্গ সকলেই কহিলেন যে মুর্ত্ত সংবৎসর হইবে। তদনুসারে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া, নির্ণয়পত্রিকা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন প্রতিপ্রসব বলে আছে যে "যদি মেষে রবেষ্টব তথা মিথুনে কন্যায়াং। অতীচারায় দোষঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং

লোপজঃ। অন্যচ্চ। কন্যারুশ্চিকযোরেষু মধ্যেঽপি বরে রূমে। অতীচারেঽপি কর্ত্তব্যং বিবাহাদি শুভেঽহনি। এই বচন দ্বয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কন্যা রাশিতে গুরুর অতীচার হইলে লুপ্ত সংবৎসর হয় না। তদুত্তরে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ কহিলেন যে ঐ বচন অমূলক বলিয়া স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে বিবাদমিটি করিলেন পরের দুইটি অমূলক পূর্ব্বেরটি অমূলক নহে। তাহাতে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ মূল মাস তত্ত্ব পাঠাইয়া দেখাইলেন যে ঐ দুই বচনই অমূলক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে ম্লানবদন হইয়া শ্রীচন্দ্র গমন করিলেন।

এস্থান হইতে এক খানি লুপ্ত সংবৎসরের ব্যবস্থা পরে পাঠাইব তাহাও আপনকার সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

শ্রীরাম তনু তর্কসিদ্ধান্ত।
বর্দ্ধমান।

—·—

মহাশয়! পুটিয়া নিবাসিনী দীন পালিনী রাণী শ্রীযুতা শরৎসুন্দরী দেবীর প্রাতঃস্মরণীয় নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, কেবল স্বদেশের উন্নতি ও পরোপকারের জন্য ইঁহার নাম সকলের শ্রদ্ধার স্থল। জ্ঞান সত্যতা যত জিন লাভ করিতেছেন কলম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা পরোপকারার্থ নিয়োজিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ নহি, যদি দেশের একটি লোকেরও তাহাতে উপকার হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। উক্ত রাণী পরোপকারে যেরূপ মুক্তহস্ত সেরূপ (কাশিমবাজার নিবাসিনী দীন পালিনী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন) অতি অল্প লোক এদেশে আছেন। সত্যা সত্য জানিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না, দেশীয় দরিদ্রদিগকে, মাতৃ পিতৃ হীন নিরাশ্রয় বিদ্যার্থী দিগকে, দরিদ্র গ্রন্থকার অথবা সংক্ষেপে বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। এমন সংবাদ পত্রই বিরল যাহাতে ইহাঁর দুই চারিটি দাতব্যের বিষয় উল্লিখিত না আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন জেলা বা বিদ্যালয়ই বিরল যাহাতে ইহাঁর দাতব্যের চিহ্ন না পাওয়া যায়। ইহাঁর কার্য্যালয়ে যিনি এক দিবস উপস্থিত হইয়া দাতব্য সম্বন্ধীয় ব্যয় অবলোকন করেন, তিনিই ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশেতে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু দেবার বন্যার সময় কয় জন ধনী কয়টী গো মানবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন? কয়জন দরিদ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া থাকে? কয়জন বিদ্যার্থী তাঁহাদিগের কৃপায় জ্ঞান লাভ করে? এবং কয়জন লোকের সুখ্যাতি সকল লোকে একবাক্য হইয়া প্রতিধ্বনিত করে?

ইহাঁকে কোনরূপ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রায় সকল সংবাদ পত্রই গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কর্ণপাত হইতেছে না। যদি সৎকার্য্যের পুরস্কার করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয়, তবে ইনি অপুরস্কৃতা রহিলেন কেন? দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞানদান ও অর্থ দান দ্বারা সুখী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, এবং দেশীয় লোকদিগকে তদ্বিষয়ে কতই উৎসাহ দিতেছেন; যিনি বিনা উৎসাহে এবম্বিধ সৎকার্য্যে অগ্রগামিনী হইয়াছেন, অকাতরে দরিদ্রদিগের ভার বহন করিতেছেন, তাঁহাকে উৎসাহ দান করা কি গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য? দাতার দান উৎসাহ সাপেক্ষ নহে, ইহা মান্য, কিন্তু সদনুষ্ঠানের পুরস্কার চির প্রসিদ্ধ, এবং এই পুরস্কার সৎকার্য্যানুরাগিদিগের দ্বারাই সম্ভাবিত। ইহাতে কেবল দাতার উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পরমানন্দ ভোগ করে, এমত নহে। ইহা দ্বারা কৃপণেরাও বদ্ধ মুষ্টি মুক্ত করিয়া সদ্ব্যয়ের অনুকরণ করে এবং তদ্দ্বারা স্বর্গের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব ইদৃশ কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশের কোন হেতুই লক্ষিত হইতেছে না।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, যদি সৎকর্ম্মচারীর উন্নতি করা, সদাশয় ও দয়াবান্ ব্যক্তির সম্মান করা, বিদ্যা বিষয়ক উৎসাহ দাতাকে উৎসাহ দেওয়া এবং সাধারণের হৃদয় যাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকে ভক্তি করা যুক্ত সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হয়, তবে ইহাঁর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ও সম্মানসূচক উপাধি পাইবার উপযুক্ত।

১২৮০
২৪ এ পৌষ } শ্রীঃ

মহাশয়! এবারে আমাদিগের প্রজা বৎসল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। কোথায় পুষ্করিণী খনন কোথায় পুষ্করিণীর জীর্ণ সংস্কার, কোথায় মধ্যবর্ত্তীর দোহারা কাটান কোথায় চাউল প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া মহীয়া জেলার ৺হরনাথী ইতর মধ্য তীয়বর্ত্তী প্রজাবর্গের দুঃসম্বাদ বিষয় যথাকথঞ্চিৎ বিবৃত করিবার বাসনায় নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

এবার দুর্ভিক্ষ এক বিধ নয়, দ্বিবিধ, চাউলের দুর্ভিক্ষ ও জলের দুর্ভিক্ষ। আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটী নিবারণার্থ নানা বিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন কিন্তু শেষোক্তটীর বিষয় কিছু ভাবিতেছেন কি? অস্মদ্দেশে পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা সহজ বিষম, কিন্তু তাহাতেই তৎকালে প্রজা পুঞ্জের হাহা ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া জগৎ কি শোচনীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল ও কত লোক, অকালে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছিল তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? এবার যুগল বেশধারী দুর্ভিক্ষে যে বর্ণনাতীত শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা বুঝিতে অধিক আয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক আমরা

পক্ষে সেইোক্ত দুর্ভিক্ষটী যত প্রবল এবং ভয়ানক বোধ হইয়াছিল, এ অঞ্চলে তত হয় নাই। এ অঞ্চলে উত্তর দিকে একটী নদ আছে, সেইটীই আমাদিগের জলের একমাত্র সম্বল। কিন্তু অনেক দিন হইল সোহাগা বড় হইয়া ব'ওয়ার নদীটী প্রায় বিলীন শুষ্ক নদ গর্ভে পরিণত হইয়াছে। কেবল বর্ষার সময় জলের কিঞ্চিৎ গভীরতা ও স্রোত সমুৎপাদিত হয়। যাহা হউক এতদ্দিন ভয় কষ্ট হয় নাই, বিগত ১৩ দুই তিন বৎসর হইতে গভীরতা নিতান্ত অল্প হওয়ায় ইহার তীরবর্ত্তী প্রজাবর্গকে বর্ষার পর মাই জলকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নদীতে জলের গভীরতা এতদল্প হয় যে অধিক স্থানেই এক হাটু হইতে এক বুক পর্য্যন্ত জল হয় এবং কোন কোন স্থানে তিন হাতের অধিক জল দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে থাকে তাহাও যদি ভাল হয় তাহা হইলেও রসের সীমা থাকে না। একে ত এই সঙ্কীর্ণ জল তাহাতে আবার দুর্গন্ধ ময় পঙ্ক, পানা ও কীটে পরিপূর্ণ হয়। এই সময়ে যে যে পল্লীতে দুই একটী পুষ্করিণী আছে তত্তৎ পল্লী নিবাসিগণ সেই পুষ্করিণীর জলে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পল্লীতে উক্তরূপ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। সুতরাং অধি কাংশ লোকেরই আগড্যা নাক কাণ বুজাইয়া সেই দুর্গন্ধময় কীট পরিপূরিত জলে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু এবার সম্বৎ সর জল হয় নাই, সুতরাং এৎসর ইহা মৃত্যু নহে কিছুমাত্র জল বৃষ্টি হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই মর্ম্মান্তিক কষ্টে সকল লোকেরই জলাভাবে জীবন হারাইতে, হয় ত অনেককেও মর্ম্মযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র আশা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট। এ জন্য দুঃখ দূর [illegible]

[illegible] ৫৮৮

[illegible] ছাড়া

প্রজা পুঞ্জের জলকষ্ট দূরীকৃত করুন।

জেলা মহীয়া } কস্যচিৎ উত্তরদক্ষিণ
২১।৭।৮৮ } পল্লীবাসিনঃ।

নদীরূপি নদী।

যদ ১৮৭৪ সাল ১২ই জানুয়ারি

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	হাত	ইঞ্চি
চৌরাসির নীচে	১০	
তথা হইতে ভূপুর	১	৯
তথা হইতে [illegible]		
১ মাইলের মধ্যে	২	
অম্বিপুর হইতে [illegible] পুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৯এ ফাল্গুনারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	হাত	ইঞ্চি
	২	

বহরমপুর
২১এ জানুয়ারি
১৮৭৪
} ডি, এল, উইল্সি, ই,
একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র
নদীয়া রিবার ডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভীমমন্থ ভট্টাচার্য্য	
মালদহ	১০
" দুর্গাদাস আঢ্য চৌধুরী	
মুক্তাগাছা	৫।০
" ব্রজনাথ সান্যাল	
হলুবেড়িয়া	১০
" শিবচন্দ্র চৌধুরী—পাবিরাটী	১৫
" ব্রজলাল সান্যাল—বাহাদরপুর	১৯
" যদুনাথ মজুমদার—পাবনা	১০
" [illegible]—[illegible]	[illegible]
" সর্ব্বেশ্বর ঘোষ—বড়জাগুলি	১০
চুঁচুড়া পাব্লিক লাইব্রেরি	৫।০
খড়দহ কুলীনপাড়া এসোসিয়েসন	৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

২। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফঃস্বলে ডাহুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬।০ টাকা। ডাক খরচের হ্রাসে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। চোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে সুবিধা হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

৩। যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

৪। যাঁহাদিগের মূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

৫। লোপাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

৬। যাঁহারা মফঃস্বলে বিজ্ঞাপনাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

৭। কেহ সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপনাদিতে ইহা কারণে তাঁহাদের [illegible] প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে পর ৸০ দেড় আনা দিতে হইবে। বিবিধার্থক কাল বিজ্ঞাপন বিষয়, ইহা করিবেন, তাঁহার [illegible] স্বতন্ত্র নিয়ম হইবে।

[illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] বহরমপুর [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যারত্নের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৮০। ২১ এ মাঘ। ইং ১৮৭৩। ২ রা ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য, প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে কটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অনূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং ন স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় গ্রে যাত্রিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা রেজাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট নাম ডাকমাশুল মূল্য ১৷০ এবং সকল স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

ঐ সমুদায় পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪৷৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷৷০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৷৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দু হষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানার পেটী রোঁর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্স কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক) রোঁয়ের পিঁড়ে, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন ব্যতিরেক প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার রোঁয়ার দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় দুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা হইবে না এবং টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অডমান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামত অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি লেখা হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা ষ্টাম্পেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেণ্টের পত্র লেখা হইলে

কিম্বা টেবল অগ্র্য হইলে, সেই টাকা ফেরা দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অত্র নামের কমিসনরি উক্ত কাছারির আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যাঁহারা টেণ্ডর দিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকেন।

এ, ওয়াকার কর্ণেল
আফিস } আর্টি, এ,
৮ মার্চ } কমিসরি এইড্‌জুটেণ্ট জ,ল

যিনি স্বল্প ব্যয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের সম্প্রদায়ের সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তক সাধনের ভাব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা শ্রীরামপুরে আমার নিকটে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ যত্ন উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ লাভজনক হয় তাহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে। ইহা যে কোন ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করা নির্ম্মিত হইতে পারে। সদা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন শিল্প যন্ত্রের কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বন্ধু বান্ধবের তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার তার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা যথার্থ আবশ্যকতা অথবা যাহাতে সম্পন্ন [illegible] ব্যয় ও কষ্ট পতিত না হইয়া প্রথম হইতে কার্য্য হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য [illegible] এই এজেন্সীর দ্বারা সিদ্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি আনিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক মুদ্রিত ... প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর মূল্য বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন কিন্তু তাহার এরূপ লোক সুসময় নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে পোষ্টের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅমলচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার পিতা ঠাকুর ভিকারাম পাল মহাশয় খাস কাশি রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কাসকাশ মূল ও বেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলী কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসা পত্র আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর মধ্যবর্ত্তী জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আমি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য প্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত [illegible] বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। [illegible] মাতা ঘুষাপুরের [illegible]

১৩ নং বাটী, তিনি আমার নিকট হইতে সামান্য মূল্যে তিনি ঔষধ সেবন করিলে আমার দেখা পাইবেন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর বটব্যাল প্রণীত দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ৸০ আনা ডাক মাশুল ৶০ ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। যে কোন ব্যক্তি ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—[illegible]—

প্রাচীন বিশ্বকবির চিকিৎসা বিজ্ঞান নামক গ্রন্থ দ্বারা কলিকাতা বহুবাজার ফিরোজিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমা /০ এক আনার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার ১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ তিন আনা। মফস্বলবাসিগণকে মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে /০ এক আনা করিয়া ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

—[illegible]—

মেলিরিয়ানাশক পুটিজ
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলেরিয়া জনিত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পুরাতন বিষম, কম্পজ্বর, পালাজ্বর এবং অন্যান্য কুইনাইন দ্বারা যাবতীয় দুষ্ট জ্বর রোগ আরোগ্য হইয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুটিয়া ।০, ডাকে আনা। [illegible] মেলিরিয়া রোগ এক ডোজে [illegible] ঔষধালয় মেদিনীপুর [illegible]

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল করা প্রস্তর নির্ম্মিত মর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নির্ম্মিত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। ফ্লেন্ডার্স হইতে আমাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ৮ইঞ্চ ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটী, নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } ববণ এণ্ড কোং।

পব্লিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর বাঁধের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট মৌলমিন শালের ফাণ্টলিং আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেণ্ডার করিতে চান তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক দিকে, দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৬ ফীট ৬ ইঞ্চ পরিমাণের ৫৪০ খান আর এক দিকে দীর্ঘে ৯ ফীট ১১ এগার ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭ ফীট ১ ইঞ্চ পরিমাণের ১৫০ খান।

পূর্ব্বোক্ত ফ্যাণ্টলিং সকল কণ্ট্রাক্টের তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পোহাইয়া দিতে হইবে। কিরূপে এবং কি রাস্তিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় নিকট দরখাস্ত করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি জমা দিতে হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে টেণ্ডারের সহিত ১০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ দিতে হইবে।

মেদিনীপুর
৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } জেমস কিন্নার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র কমাই ডিবিজন

নূতন পুস্তক।

কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরা পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী হেক্স স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ মাঘ সোমবার।

যাহা করিবার সময়রূপে করাই উচিত।

এখানকার সকল সংবাদ পত্রই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন এবং টাইমস প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান পত্রও সেই পরামর্শ দিতেছেন। সকলেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু যাঁহার হস্তে সেই লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন রক্ষার ভার সেই লার্ড নর্থব্রুক আজিও কেন সেই অনুরোধ পরামর্শ ও ব্যাকুলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না? তিনি অদ্যাবধি যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাতে যে যে প্রকার কার্য্য হইতেছে পাঠকগণের অনেকে তাহা বিদিত আছেন। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। (১ ম) পব্লিক ওয়ার্ক আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ও শ্রমজীবিদিগকে শ্রম ও অন্ন যোগান, (২ য়) রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির ভাড়া কমাইয়া ও অর্দ্ধ সাহায্য প্রভৃতি করিয়া দেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করা (৩ য়) ব্রহ্মদেশ, কটক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যের আমদানী করা। লার্ড নর্থব্রুক আপাততঃ এই তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ের কোনটীই আশানুরূপ ফল প্রসব করিতেছে না। প্রথমতঃ শোণ খাল, গণ্ডকের বাঁধ উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা এক প্রবেশে বন্ধ; সুতরাং তদ্দ্বারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ নিবারণের আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শস্য আমদানী করিতেছেন তদ্দ্বারাও বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ গবর্ণমেণ্ট কতই শস্য সঞ্চয় করিবেন? অদ্যাবধি যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাতে দুই এক মাসের অধিক চলিবে কি না সন্দেহ। আবার যে কিছু শস্য আমদানী হইতেছে তাহা বহন করিবার উপায়াভাবে যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্টকে শস্য সংগ্রহে ব্যস্ত দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত করিবার ভয়ে রপ্তানী বন্ধ করিতে চান নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এক দিকে যেমন গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করাতে

দেশীয় বণিকেরা অধিক লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে ব্যবসায় হইতে সকল বর্ত্তমান মূলধন হাড়িয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি গাঁড়ি বোঝাই প্রভৃতি অধিকাংশ যান বাহন গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তাহারা ঘরে মালে ইচ্ছানুরূপ শস্যাদি প্রেরণ করিতে পারিতেছে না। অনেক আড়তদারের গোলাতে যথেষ্ট চাউল পড়িয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ শস্য প্রেরণের অসুবিধা ঘটাতে দুর্ভিক্ষের একশেষ হইয়াছিল। অসময়ে যে কিছু শস্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা প্রাণ থাকিতে সেই হতভাগ্যদিগের নিকট পৌঁছিল না। আমাদের বোধ হয় এখন গবর্ণমেণ্ট যদি তত্রত্য দেশীয় গাড়ি বোঝাই প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া নিজের শস্য প্রেরণের অন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অপর বণিকেরা সেই সেই স্থানে শস্যাদি লইয়া যাইতে পারে।

এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্ট আপনা আপনি রপ্তানী বন্ধ হইবার যে আশা করিয়াছিলেন তাহাও ঘটিতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান মূল্যে শস্য ছাড়িতেছে, সুতরাং বাজারে তত মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে না এবং রপ্তানীও বিলক্ষণ চলিতেছে। বাজারে শস্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াই দেশে কত শস্য আছে তাহার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বাজার সে সম্বন্ধে প্রতারণা করিতেছে। লোকে মনে করিতেছেন যখন বাজারে শস্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হইতেছে না, তখন বোধ হয় সেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না। ইহা মনে করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত

হইয়া রহিয়াছেন। এই রূপে হয় ত কিছু দিন এ ভাব চলিয়া যাইবে এবং অবশেষে বিপদ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় এখন যদি গবর্ণমেণ্ট আংশিকরূপে কার্য্য করেন তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটনারই অধিক সম্ভাবনা। যদি বাণিজ্যের স্বাধীন কার্য্যের ব্যাঘাত অধিক যুক্তিসঙ্গত না হয়, সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। অথবা যদি প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হয় এবং এক মাত্র বাণিজ্য রূপ উপায় যদি সে পক্ষে যথেষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়, তবে আর কতক বাণিজ্যের হস্তে কতক নিজের হস্তে এরূপ আংশিকরূপে কার্য্য করিয়া উভয় পক্ষের ব্যাঘাত করিবার প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট সাহসপূর্ব্বক যাহা করিবার নিজে করুন। অথবা এত লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছি, দেশীয় বণিকেরা অবশিষ্ট লোকের অন্নের সংস্থান করুন, দেশের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা এক ভাগ অর্থ সাহায্য করুন আমরা দুই ভাগ দিতেছি এরূপে ভাগাভাগি করিয়া কার্য্য করিতে গেলে কেবল কালবিলম্ব হইবে এবং অবশেষে লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পিত হইবে। যদি জাতি সাধারণ দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের লাভ বা ক্ষতি গণনা না করা অনুচিত, না হয় তবে লাভ মাত্রকে আর সে গণনা করিবেন না। যখন পিসনা গমন করিয়া সেই পাঁচ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণকে প্রকাশ্যে সেবার কার্য্যে নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যখন আর অর্থ [illegible]

[illegible] অন্ত সেবিকা [illegible] নাম্নীর [illegible] টেম্পলের [illegible] সাহেবের [illegible] একটু সাহসের সহিত কার্য্য করুন। সাহেবের মুখাপেক্ষা না করিয়া যাহাতে একটীও প্রজা অনাহারে কালগ্রাসে পতিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ কি?

কোন দেশীয় সাহিত্য যেমন সেই দেশের লোকের রুচি ও প্রকৃতি গঠিত করিবার উপায় এমন আর অন্য উপায় নাই। অমনীর কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে করিতে বালক বালিকাদিগের হস্তে বিবিধ প্রকার পাঠ্য পুস্তক অর্পণ করা হয়। অন্নপান গ্রহণ করিয়া শিশুর শরীর যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার হৃদয় মনও সেই সকল পুস্তক হইতে নীতি ও ভাব গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে গঠিত হইতে থাকে। এই কথাটী স্মরণ করিলে দেশের ধর্ম্মনীতি ও রুচির সহিত যে সাহিত্যের কি সম্বন্ধ তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং সেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত তাহাও কতক অনুভব করা যায়। মুরি খ্যাত এমারসন এক স্থানে বলিয়াছেন "কোন জাতি যে প্রকার লেখকদিগকে অধিক প্রশংসা করে তাহা দেখিলে তাহার ধর্ম্মনীতির অবস্থা স্পষ্টরূপে জানা যায়"—বাস্তবিক ইহা অতি সত্য কথা। যেমন লোকের রুচি অনুসারে গ্রন্থকারদিগের আদর ও অনাদর হইয়া থাকে সেই রূপ ক্ষমতাশালী গ্রন্থকার দিগের রুচির অনুসারে আবার দেশের লোকের রুচি গঠিত হইয়া থাকে। [illegible]

দেশীয় লোকদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষ করিতে পারেন, আপনাদের সদ্ভাব দ্বারা অপরের সদ্ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন, এবং আপনাদের সুরুচি প্রদর্শন করিয়া স্বজাতির রুচি ফিরাইতে পারেন, তাঁহারা যে দেশের একটী প্রকৃত এবং মঙ্গলোপায় সাধন করেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণী প্রভৃতির চিন্তাশক্তির যে এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতা ও সুরুচির এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? সেই সকল স্থানের গ্রন্থকারদিগের চেষ্টা ও অধ্যবসায় কি তাহার প্রধান কারণ নয়? লর্ড বেকন সার আইজাক নিউটন বেন্থাম ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এক একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইংলণ্ডের চিন্ত, ভাব রুচি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলিলে হয়। এক বাইবেল গ্রন্থ ইংলণ্ডে কত পরিবারের ধর্ম্মনীতি পরিষ্কার করিয়াছে, কত ব্যক্তির স্বার্থপরতা অহঙ্কার প্রভৃতি চূর্ণ করিয়াছে, কত লোকের মনে সাধুভাব উদ্দীপন করিয়াছে। বাস্তবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের লেখনী দিব্য মন্ত্রের কার্য্য করে। এক একটী কথাতে রাশি রাশি লোকের চিন্তা ও প্রবৃত্তির স্রোত ফিরাইতে পারে। এক একটী কথাতে নিজের হৃদয় স্থিত ভাব পাঠকগণের হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিতে পারে। এই জন্যই দেশোপকৃত হিতৈষী মাত্রেই দেশীয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটী বিশেষ কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যের আশানুরূপ উৎকর্ষ সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভিন্ন সাহিত্যের গঠন ও উৎকর্ষের আশা করা যায় না। কেবল প্রতিভাশালী হইলেও হয় না। তাহাদের চিন্তা শক্তি পরিষ্কৃত ও রুচি সুমার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাহিত্য দেশের উন্নতির হেতু না হইয়া অধোগতিরই কারণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহারা দেশের মধ্যে প্রতিভাশালী বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। বোধ হয় ইংরাজী চিন্তা শাস্ত্রের আলোচনা ইংরাজী ভাষা রসের আস্বাদন ইংরাজী ইতিবৃত্তের অনুশীলন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা মনে মনে ইংরাজদিগের সম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙ্গালাতে লিখন পঠন করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা বালক কাল হইতে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা করাতে ইংরাজী ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। যে কারণেই হউক দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সচরাচর বাঙ্গালার অনাদর করিয়া থাকেন। এই কারণে যাঁহারই কিছু বলিবার থাকে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, এবং কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অবয়ব গঠনের জন্য পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের যত দূর বিদ্যা বুদ্ধি তত দূর সেই কার্য্য সাধন করেন। তাঁহাদের চিন্তা শক্তি নাই, দেশের লোকদিগকে কিরূপে চিন্তা করিতে শিখাইবেন? পরিষ্কৃত রুচি নাই সুতরাং কিরূপে অন্যের রুচি পরিষ্কার করিবেন? তাঁহারা দেশের লোকের প্রতি দিনের আহারের জন্য ডাল যোগাইতে থাকেন এবং নিরীহ পাঠকগণ দিন দিন সেই ডাল আহার করিয়া আরও নির্ব্বোধ ও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। যে জাতির ভাবিবার কিছু আর কিছুই নাই, তাহার সাহিত্যেই কেবল অপদার্থ নাটক ও অরুচিজনক উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেশের লোক যেন নিদ্রিত থাকিয়া নাটক ও উপন্যাসের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাটক কিম্বা উপন্যাসে যে কোন কার্য্য হয় না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইহাই অশেষ উপকারের হেতু হয়।

আমরা যে উদ্দেশে অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহা এই—দেশের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইলে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রসর হইয়া যে পথ দেখাইয়াছেন অন্য ক্ষমতাশালী লেখকদিগেরও সেই পথের অনুসরণ করা উচিত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে ম্যাগাজিন লিখিতে গিয়া ইংরাজ সমাজে তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইতেছেন কিন্তু বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন, শত শত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেছেন এবং বঙ্গভাষার ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে যেমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করা ও সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহাদের জীবনের কার্য্য, সেইরূপ আমাদের দেশেও যদি এক শ্রেণী উপযুক্ত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন, দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। যদিও সাহিত্যের আলোচনা উপজীবিকার দ্বারা স্বরূপ হইতে

পাবে এরূপ আশা অমূলক। স্বাভাবিক উপায়ে হয় না, কিন্তু কত দূর কৃত্রিম উপায়ে ঘরে বিশেষ অনেক [illegible] দেশের লোকসংখ্যা উন্নত করিবার সেই এক মাত্র উপায়।

নদী আনিয়া রেলওয়ে।

ইংলণ্ড এতদিন নির্ব্বিবাদে আরব, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন রেলওয়ে ছিল না, কয়লাখনির নিকট হইতে রেলের পর রুশীয়া ইংলণ্ডের বহিঃপক্ষ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্য এখনে ইংলণ্ডের আর কাহারও হইতে ভয় নাই, রুশীয়াই এখনে ভয়ের কারণ হইয়াছেন। রুশীয়ার যে ভারতবর্ষের প্রতি লোভ আছে, এ সংবাদ ইংলণ্ডের ও এখনে অনেকেই হইয়াছে। এরূপ সংস্কার অমূলক বিলক্ষণ কারণও আছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যে রুশীয়ার ইচ্ছা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রুশীয়া ক্রমে আট ঘাট বাঁধিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। খিবা জয় করিবার পর অবধি ক্রমে তাঁহাদের গতি ভারতবর্ষের দিকে চালিত হইতেছে। তাঁহারা আজ গাবস্থানের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় বাটী প্রস্তুত অতিশীঘ্র কাণ্টোনমেণ্ট প্রস্তুত ইনসা সংস্থাপন দ্বারা ঘাটের সুবিধা সকল বন্দোবস্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে গুপ্তচরদ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে। মধ্যে কাবুলে আমীর এক প্রতিনিধি আছেন। কাবুলের দিকে যোগাযোগ বৃদ্ধি হইতেছে। আমীরের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু বৃদ্ধি হইয়াছে, সর্দারেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমীর এক্ষণে রুশীয়ার সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। তিনি রুশীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না কে বলিতে পারে? আমীরের রাজ্যের এইরূপ অবস্থা। তাই রুশীয়ার অতীত বাবতের পক্ষে বিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই। তবে এখনে যেমন রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই যে রুশীয়া আফগানস্থানের সীমা হইতে রাতা রাতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যখন যে সুবিধা হইবে তখন রুশীয়া হইতে পত তত্ত্ব সৈন্য বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সেই সুবিধার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। বারণ্ ভি লেসেপসের পুত্র এম্, বিউর ভিলেনেপ্স্ এখনে আসিয়াছেন। মারণ্ ভি লেসেপস্ লেসেপসের হইতে একটি রেলওয়ে বাহির করিয়া ঐ সমস্তরক্ষ রুশীয় রেলওয়ের সহিত সংযোগ করিবার যে প্রস্তাব করেন সেনাধিপের খাসদর্খাস্তের সহিত করিয়া তত্ত্বোপকরণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। এই রেলওয়ে দ্বারা ফ্রেট বিউরের যে অনেক সুবিধা হইবে এটী তিনি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বারণের মতের কথা কি কে বুঝিতে পারে? ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ মণ্ডলের অনেকে এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। এ রেলওয়েটী হইলে যে আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে রুশীয়ার আক্রমণের আশঙ্কা করিতে হইবে, ইংলণ্ডের অনেক এই কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, এই রেলওয়েটী দ্বারা কেবল বিপক্ষ গণনা করা যাইতেছে, ইহাতে অন্যেরও বিলক্ষণ আশা আছে। এ রেলওয়েটী হইলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে। রুশীয়া রেলওয়ের প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছেন, এদিকে তিনি নিজে যে একটী রেলওয়ে করিতেছেন, [illegible] সুবিধা যে কত তাহা বলা যায় না। রুশীয়া সমরে [illegible] তাঁহার [illegible] "যারা বৃটিশ রুশীয়া ও এসিয়ার-লেক্স" যেরূপ উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, আমরা তাহাতে অত্যন্তই আশঙ্কিত হইতেছি। রুশীয়ার কি ভাবে এরূপ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, তাহা তাঁহারা যেভাবেই গ্রহণ করুন, যদি আফগানিস্থানের স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং রুশীয়ার সাম্রাজ্যের আশঙ্কা দূর করিয়া দেখা যায়, এই রেলওয়ের অনুকূলে বক্তব্যবাদ হইতে পারে সন্দেহ নাই।

যাহারা সমরে রেলওয়ের রেলওয়ের এ প্রস্তাবে রুশিয়া সমরে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, তা তাঁহাতে তাঁহার হাত দিয়া করি নাই। স্বয়ং আনিয়াতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য রুশিয়া বহুবিধ প্রয়াস পাইতেছেন। বাণিজ্যের অধারণ করিবার অপরাপরেই রেলওয়ের অতিশয় বিরোধী। এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে তাঁহার সেই বাণিজ্যের অনেক প্রকার অসুবিধা ঘটিবে। কেবল মাত্র তাহা নহে, এখন তিনি বহু বাধা পরিপূর্ণ হস্তগত ভারতভূমির অনেক দূরে পড়িয়া আছেন। এই রেলওয়েটী হইলে তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এ জন্য রুশিয়ার আশঙ্কা সেই জন্যই ইংলণ্ডের বিরক্তি। এই রেলওয়ে [illegible] বাণিজ্য [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] পক্ষান্তরে [illegible]

জাহাজে ইংলণ্ডের বাজারে নীত হইত। ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা ইংলণ্ডের বাজার হইতে উচ্চ মূল্যে সে সকল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এই রেল ওয়ে রূপ দ্বার উন্মুক্ত হইলে আর ভারতবর্ষ ঘুরে থাকিবে না। শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ করার ন্যায় আর ইংলণ্ডের বাজার ঘুরে গিয়া ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে না। রুশিয়া অষ্ট্রিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই এই দ্বার দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং ইংলণ্ডের সহিত সমকক্ষতা বে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কারণ এখন বাজারে অপর ক্রেতার সংখ্যা অধিক না হওয়াতে ইংরাজ বণিকেরা আপনা দের মনোমত দরে ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু তখন অন্যান্য জাতীয় বণিকেরা বাজারে উপস্থিত হইলে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের ধন ধান্য পরিশ্রম সভ্যতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় এই, একণে ইংলণ্ড আসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গবর্ণমেণ্ট বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্যদিগের সভায় তিনি এক মাত্র মুসভ্য, সুতরাং তিনি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। আসিয়ার অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে ইংলণ্ডকেই এক মাত্র সভ্য ও প্রতাপশালী জাতি মনে করে, কারণ অন্য কোন জাতির বিষয় তাহারা অধিক জানে না, এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে সে অজ্ঞতা ঘুচিয়া যাইবে, সুসভ্য ফ্রান্স পরাক্রান্ত অষ্ট্রিয়া ও সদ্যোন্নীয়মান রুশিয়া উহাদের কথা আসিয়াবাসিদের কর্ণগোচর হইবে এবং হয় ত ইংলণ্ড যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হারাইতে হইবে।

যে কারণেই হউক ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যা পূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার আমাদের কখনই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না, যে ব্রিটিশ জাতি ইউইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রথা উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা ভাল দেখায় না। কেহ কেহ বোধ হয় বলিবেন, ইংলণ্ডের এরূপ নীচ বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব, আমরা তাঁহাদিগকে একটী ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই ফরাসিদিগকে কিরূপ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে একরাজার আশ্রয় হইতে অপর রাজার আশ্রয়ের অনুসরণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সুস্থির হইয়াছেন তাহা কি তাঁহারা জানেন না? ক্লাইব সে সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে তন্ত্রপ্রায় না হইলে শীঘ্র সে বিবাদের মীমাংসা হইত না। এমন কি লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় রাজাদিগের সহিত "সবসিডিয়ারি এলায়েন্স" নামে যে সন্ধি করিতেন তাহার মধ্যে একটী মূল কথা এই থাকিত যে, তাঁহারা ফরাসিদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। এত করিয়া যে একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে আজি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে কি সহ্য হয়? ইংলণ্ডের দ্বিতীয় আপত্তিও শিশুসুলভ বোধ হয়, অন্য শ্রদ্ধার উপযুক্ত লোক আসিলে আমার শ্রদ্ধা যায়, সুতরাং অন্যদিগকে আসিতে দিব না, ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। একজন একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অপেক্ষা বিদ্বান ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোকের সহিত আলাপ হইলে তাঁহার দুঃখিনী আর তাঁহাকে মান্য করিবেন না, সুতরাং ইচ্ছা নয় যে তাঁহা অপেক্ষা উন্নত কোন ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত পরিচিত হন। আমরা শুনিয়া ও তাঁহার ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের ঈর্ষ্যার যে দ্বিতীয় কারণটী প্রদর্শন করা গিয়াছে তাহা এইরূপ উপহাসের বিষয় নহে। ইউরোপে যেমন "ব্যালান্স অব পাওয়ার" অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য আছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির অধিকার ও সীমা নির্দ্দীষ্ট হইয়া আছে; তাহার অতিক্রম করিলে সকলের বিরক্ত হইবার কারণ আছে, কেহ বলিতে পারেন না যে রুশীয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়ার সেই ব্যালান্স অব পাওয়ার নষ্ট করিতেছেন। আসিয়াতে বিশেষ মধ্য আসিয়াতে তেমন কোন ব্যালান্স নাই। মধ্য আসিয়ার অর্দ্ধসভ্য জাতিরা যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ হত্যা প্রভৃতি দ্বারা সেই সকল প্রদেশকে শান্তিশূন্য ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদিগকে দমন করিয়া নিয়মিত সীমার মধ্যে আনয়ন করা ও একটী শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা মনুষ্য জাতির কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইংলণ্ড পারেন করুন রুশীয়া পারেন করুন। আমাদের বোধ হয় ইংলণ্ড ও রুশীয়া উভয়ের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ উভয়েই আসিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন। এত কথা বলার পর আমরা যে প্রস্তাবিত রেল ওয়ের পক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—:০:—

ভারতের দুর্দ্দশার কারণ কিসে?

ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এবং মনুষ্য জাতির জীবনে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সকল বিষয়ে এই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় বালক কালে মনুষ্যের ন্যায়

ব্যায় জ্ঞান জন্মে না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হয় না; সুতরাং নিজের বিশেষ কামনা ও সেই কামনার পরিতৃপ্তির পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে পারে না; যাহা লইতে ইচ্ছা হইল তাহা লইব, তাহাতে আমার অধিকার আছে কি না, লইলে কাহারো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিবেচনা করে না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই স্বার্থপরতা অন্তর্হিত হইতে থাকে। তখন এই মর্ত্ত্য লোক যাদি অপর প্রাণিদিগের অধিকার কামনা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনুষ্য সেই সকল ছিদ্র দ্বারা নিজের কামনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে থাকে। বালক কালে নিজের পরিতৃপ্তিই মনুষ্যের শাস্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত শাস্ত্র ও উন্নত উপদেষ্টা দেখাইয়া দেয়। বালককালে মনুষ্য একটী সামান্য ক্রীড়নককে সুখদুঃখভোগী জীবের ন্যায় প্রীতি ও সহানুভূতির পাত্র মনে করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের প্রীতি ভক্তি তদপেক্ষা উন্নত পাত্রের দিকে ধাবিত হয়। মনুষ্য সমাজেও ঠিক এইরূপ। মনুষ্য সমাজের বাল্যকালে স্বার্থপরতাই মনুষ্য সমাজের শাস্ত্র ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণ উপদেষ্টা ছিল। কিন্তু যতই মানবজাতির বয়ঃবৃদ্ধি হইতেছে যতই সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই জ্ঞান বিবেক ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যকে উন্নত পথ দেখাইতেছে। আর নীচ নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র পক্ষ মানবজাতির হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। যেন এক এক যুগে এক এক পদ করিয়া জগৎ উন্নত ধর্ম্মনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর্য্যেরা অসভ্য অবস্থায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা পরমপরায়ণ ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা [illegible] দ্বারা সাধারণের ইচ্ছা ও মত নিয়মিত হইত। ক্রমে ক্রমেই মুদ্রাযন্ত্রের মত স্বাধীন চিন্তা ও মত নিয়মিত হইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ হয়, যেন মনুষ্য সমাজ কোন এক অদৃশ্য স্রোতের বলে কোন এক অদৃশ্য নিয়তির দিকে যাত্রিক হইতেছে। পূর্ব্বে যে জাতি বৈরনির্য্যাতন করিতে সমর্থ হইত তাহারই গৌরব হইত, কিন্তু ক্রমে এমন দিন আসিতে যখন যে জাতি শত্রুর অত্যাচার নিবারণ মাত্র করিয়া ক্ষমা করিতে পারিবে তাহারই মস্তক জগতে নীচ হইবে তাহার সাক্ষ্য আবিসিনিয়ার যুদ্ধ। যে জাতির বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা আজিও বলবতী তাহার আশ্রম অদ্য অদ্য আজিও ঘুচে নাই। এ স্পৃহার উচ্ছেদসাধন ভারতবর্ষের পরিত্রাণ হইবে না। বিখ্যাত এমারসন বলিয়াছেন "যদি ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিতে চাও তবে যে সময়ের মধ্যে ইংরাজ কামারেরা ঘৃণা বা হাতুড়ি মারে, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা পাঁহ বা মারিতে শিক্ষা কর"। আমরা বলি, ভারতবর্ষ যদি জগতে মান্য গণ্য জাতি হইতে চাও, উন্নত চিন্তা, উন্নত কার্য্যপ্রণালীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। চরিত্র দ্বারা ইংরাজ দিগকে লজ্জিত করিতে আরম্ভ কর, কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাখে? কাহার সাধ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধীনতা বঞ্চিত করিয়া রাখে? তোমাদের বাহুবল না হয় অন্য অনেক জাতির বাহুবল সে বিষয়ে সাহায্য করিবে।

দেশীয় লোক।

[illegible] মাত্রেই জানেন, পরিবারের মধ্যে কোন [illegible] কাল আসন্ন হইলে গৃহস্থদিগকে কত চিন্তিত হইতে হয়। ডাক্তারেরা [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই কয়টী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। (১ম) কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২য়) কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (৩য়) কিরূপ লোকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইবে—প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়ে যে শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিলে ত্বরায় ফল লাভ করিবার আশা করা যায় না। কারণ বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে কিছু লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। দুই চারি বৎসর ক, খ, প্রভৃতি পড়াইতে হইবে। তাহার পরও তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহা ভিন্ন ত আর উপায়ও দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত ভদ্র অথচ দুঃস্থ পরিবারের অনেক নিরুপায় স্ত্রীলোকে এ উপায়ে জীবিকার পথ পাইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে সম্মত হইবেন না। বিশেষ ধাত্রীর কার্য্য হিন্দুসমাজে অতি নীচকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আপাততঃ সে কার্য্যে বোধ হয় কোন ভদ্র মহিলাই অগ্রসর হইবেন না। কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগের জন্য মেডিকেল স্কুল করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় বৃত্তি স্থাপন করিয়াও ছাত্রিদিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। অতএব দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মিডওয়াইফরি ওয়ার্ডটী একটী স্বতন্ত্র বাটীতে লইয়া যান এবং সেই বাটীর তত্ত্বাবধানের ভার মিস সিলির ন্যায় আমেরিকা হইতে সদ্যাগত কতকগুলি স্ত্রীচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করুন। এই বাটীতে ছাত্রিদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহারা প্রতিদিন ওয়ার্ডে প্রসব কার্য্য এবং প্রসূতি ও নবজাত শিশুর চিকিৎসাদি দর্শন করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যত দূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইবে। এই রূপে কার্য্যারম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর উন্নতি হইতে পারে।

বিবিধসংবাদ।

১৪ ই মাঘ সোমবার।

গত ইংলিস মেইল ছাড়িবার পূর্ব্ব সপ্তাহে হোম গবর্ণমেণ্ট সপ্তমে বঙ্গদেশের জন্য ২০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক এবার সিমলা যাওয়া বন্ধ করিবার সংকল্প করাতে মিস মেরিও ষ্টীফেন্স কলিকাতায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন না বলিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তিনি যাইতেছেন লার্ড নর্থব্রুক সমুদায় গ্রীষ্মকাল কলিকাতায় কাটাইতে পারিবেন না, দুই এক মাস অন্ততঃ নীলগিরিতে অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তিনি একাকী যাইবেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারি ও তাঁহার নিজের অনুচরগণ সঙ্গে থাকিবেন। পর্ব্বত বাস কি আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের মৌতাত হইয়া উঠিয়াছে?

আমাদিগের সিমলাস্থ সহযোগী বলেন কমাণ্ডার ইন চিফ এবৎসর ও সিমলায় যাইবেন। আজুটাণ্ট জেনরলেরও আফিসও বোধ হয় তথায় থাকিবে। গবর্ণর জেনরলকে এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় কিছু অধিক দিন থাকিতে হইবে কিন্তু তাঁহার সিমলা না যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। সহযোগী যদি সিমলার পাহাড় হইতে বঙ্গদেশের নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আইসেন কারণ দেখিতে পান।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ছবি ব্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থ বরিশালে যে একটী কমিটী হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ অনারেবল বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় পুত্র ও দৌহিত্রদিগের জন্মদিবসে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ছুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাঙ্গীয় তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, বরদাসিংহে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। খাজে আসানুল্লার ন্যায় জমীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আমাদিগের ইচ্ছা। যেমন পিতা পুত্রও সেইরূপ হইয়াছেন।

১৫ ই মাঘ মঙ্গলবার।

কোন্নগরে ভবিশ্চন্দ্র ঘটকের বাটীতে ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা প্রায় ৮ আট হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। যে বাক্সে অলঙ্কারাদি ছিল তাহাতে কোম্পানির কাগজও ছিল, কিন্তু কাগজগুলি লইয়া যায় নাই। যখন তাহারা প্রস্থান করে তাঁহারা কোন দিকে যায় দেখিবার নিমিত্ত গৃহস্বামী তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, তাঁহাকে তেড়া দেখিতে পাইয়া লাঠিয়ারা তাঁহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি এক্ষণে শ্রীরামপুরের হাসপাতালে রহিয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ই, বি, সাহেব অনুসন্ধানার্থ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে গমন করিয়াছেন।

যাত্রাদের অন্তর্গত উলুবেড় সংক্রান্ত স্থানে একটী স্ত্রীলোক এক কালে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তান কয়টী জীবিত আছে। ইংলণ্ডে কোন দরিদ্র স্ত্রীলোক এরূপ প্রসব করিলে রাজ্ঞী তাঁহাকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

শ্রীরামপুর ও তৎসন্নিহিত কয়েকটী পল্লীর অধিবাসিগণ ভদ্রতা কমিশনরের নিকট সরস্বতী খাল বন্ধের সংবাদ আবেদন করিয়াছেন। এটী করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে অপাততঃ দরিদ্রদিগের সাধারণ হইবে, এবং পরেও এই খালদ্বারা লোকের যথেষ্টোপকার সাধিত হইবে।

অধিষ্ঠ "কন্টিপন্থ লাজিরালী" বাক্য বিষয় একবারি পূর্ব্ব লিখিয়াছি। পত্রপ্রেরক গণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, বাকরগঞ্জের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ষ্টাইল ক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। আমরা রাজেন্দ্র বাবুর এই সদনুষ্ঠানে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু আমরা শ্রাবিত হইলাম, তাঁহার এই সদ্ব্যয় ঠিক হয়াবাজার পরিমাণ করিতে পারিলাম না। রাজেন্দ্র বাবু কত ষ্টাইল ক্রয় করিয়া কোন দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছেন উক্তপত্রে তাহা কিছু লিখিত হয় নাই।

১৯এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়া ছ তাহাতে জানা যায়, বিষ লিখিত স্থানসমূহে ষ্টাইল টাকায় ১৭ সের বিতরিত হইয়াছে। সাহেবগঞ্জ ভিন্নপাহাড় মুঙ্গেরে পাকুড় মলদাটী রামপুরহাট সিউড়ি দামোদপুর বোলপুর বিরিয়া এবং জিয়াগঞ্জ।

রেঙ্গুনের বাজারে প্রচুর পরিমাণে চাউল আসিতেছে। ৭ই জানুয়ারি তথায় অন্য কোন সংবাদ আহাজে দুই লক্ষ বস্তায় ৩০ হাজার বস্তা চাউল কলিকাতায় আইসে। অন্যান্য অনেক আহাজও ঐ সময়ে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে দুষ্টা প্রভৃতি ও বস্ত্র বয়নের জন্য আর দুটী কোম্পানি হইয়াছে।

রামপুরহাটের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে দেখিলে বোধ হয় বঙ্গদেশে আর দুর্ভিক্ষ হইবে।

বোধারার আমীর সমরকন্দে বহুসংখ্যক আমী নির্ব্বাসন করিতেছেন। কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বলিয়াছেন।

সম্প্রতি কাবুলের আমীর ঘোষণাপত্রে একব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দেন। ঐ ব্যক্তি প্রধিষ্ঠ সমাচারপত্র কর্ম্মচারীর গবর্ণরের দোষ করে। গবর্ণর আমীর হুকে এবিষয় জ্ঞাত করিলে আমীর আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে যেন এরূপ না হয় বা লিখা কাহারও নিষেধ করা হয়। আমীর এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না।

আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ঢাকার ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবে।

গত শনিবার মেঘৌসুমে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রবিবার প্রায় সমস্ত দিবস আষাঢ়ের ন্যায় বৃষ্টি হইয়াছে।

জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে যে সকল বিল করেন তাহাতে ১২২৯৩৮০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন আমীরের জেলালাবাদ গমনের সমুদায় বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন না। তিনি বলেন, দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তিলাভ না পাইলে তিনি জেলালাবাদে যাইতে পারেন না। সকলে বলিতেছেন, আমীর আমৌ জেলালাবাদে যাইবেন না; তাহার কাবুলের শাসন ভার আপাতত হস্তে দিয়া যাইতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। আমীর যখি মর্য্যার পুত্র এবং আমীর যাকুবখাঁর ভ্রাতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেন তাহাতে যাকুবখাঁর মন্ত্রীগণের মর্য্যার ও খাঁ আমীরের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। যাকুবখাঁ সর্দ্দারেরা যে আমীরের প্রতি অনুরক্ত নয় এটী তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, আমীরের শত্রু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, উত্তর বেহারের চা-করেরা ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর ভূমিকাংশ লোক শস্য ক্রয়ার্থ অগ্রিম টাকার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন না। রাজসাহীতেও অনেকজন মাত্র আবেদন করিয়াছেন। পাটনা বিভাগে কৃষির উৎকর্ষ বিধানার্থ অনেক টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান এবং ছোটনাগপুর বিভাগের অনেকে অগ্রিম টাকা লইতেছেন। মনোনীত জমীদারদিগেরও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে।

রাজকীয় বাহাদুর সম্বন্ধে ষ্টাইলের সহিত সাধারণের বিশেষ সম্পর্ক। ষ্টাইলের পরিধানীয় সুবিধাজনক বলিয়া

[illegible] ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ১ লা জানুয়ারি [illegible] ঘোষণা করিয়াছিলেন, [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] ১০ লক্ষ ৫০ হাজার [illegible] ছিল। [illegible] ঘোষণা করা [illegible] ১০ লক্ষ ৫০ হাজার [illegible] ভারতবর্ষীয়

যা কোন রূপ উৎসব করিলেন না, এবং তাঁহার জীবিত থাকিতে তিনি কোন গোল যোগ করিবেন না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আবদুল্লা আলকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন। আমুদ খাঁর পিতৃভক্তির প্রশংসা করিতে হয় কিন্তু ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করা বুদ্ধিমান পিতার কর্ত্তব্য নয়।

১৩ ই মাঘ বুধবার।

সার রিচার্ড টেম্পলের অনুপস্থিত কালে অনরেবল ইডিন সাহেব গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলে রাজস্বমন্ত্রীর কার্য্য করিবেন। সি, এক্স বলদাও সাহেব সার রিচার্ড টেম্পলের সেক্রেটারি হইয়া তাঁহার সঙ্গিত বেহার গমন করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলে ইডি তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট তলব হওয়াতে আপাততঃ দেশীয় মার্কিসের রাজস্ব কমিটীর নিকট উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট তলব হউক না হউক যে সকল সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদের ইংলণ্ডে যাইবার প্রয়োজনকতা আমরা দেখিতে পাই না।

সার জঙ্গ বাহাদুর অযোধ্যা ও লেপ্চালে সীমায় হাতী শীকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ৪ শত পেয়াদা হাতী আছে।

১৮৫৭ অব্দের বিখ্যাত বিদ্রোহী সাহাবাদ যোধপুরাধিপতির অন্তর্গত বালুসওয়ারাতে ধৃত হইয়াছেন। সোরাবজির ভূতপূর্ব্ব পোলিটিকাল এজেণ্ট যথেষ্ট তদ্বির করিয়া তাহাকে ধরিয়াছেন।

এ কমিশন সাহেব বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য অতুল চেলি মিউলের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া ভারত বর্ষে আসিয়াছেন। ইনি ফরাসী যুদ্ধের সময় উক্ত মহাত্মার পক্ষের বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় মঙ্গলবার রাত্রিতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা শীঘ্র এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ওয়াসিরা মানেকজী মাইরোলীর স্ত্রী মহলি বাই একটী ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি উক্ত ডিস্পেন্সরির জন্য একটী বাটীও দিয়াছেন। পারসী স্ত্রীলোকদিগের এরূপ বদান্যতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমানের ত্রিবাঙ্কুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মেসাবকোল নামক একটী পল্লীতে মিশনরি সাহেবদিগকে যাইতে না দেওয়াতে তাঁহারা এ বিষয়ে লর্ড রেপিয়রের গোচর করেন, তৎকালে মাননীয় বববাণ্ড সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লাট রেপিয়র বলিলেন, তিনি মাদ্রাজের গবর্ণর, ঐ স্থানটী দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি অনিয়াছেন যেওয়ান এক আজ্ঞা দিয়াছেন উক্ত পল্লী দিয়া কোন ইউরোপীয়কে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহার চতুর্দ্দিকে একটী রাস্তা করা হইবে। এই কথা শেষ হইতে না হইতে মাধব রাও বলিলেন, উক্ত পল্লীতে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাতে লার্ড রেপিয়র অজ্ঞান বদনে উত্তর করিলেন "ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উচ্চ জাতি"। সার মাধব রাও নিরুত্তর হইলেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উচ্চ জাতি, লার্ড রেপিয়রের মুখে এটী শুনিতে মন্দ নয়।

১৭ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত মঙ্গলবার কটক সিলহর এবং চাকায় পুনরায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২০ এ জানুয়ারি মজাফরের অন্তর্গত টমুর নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার জমীদার বাবু কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি নিজ জমীদারীর যে সকল স্থানে প্রজার কষ্ট শ্রবণ হইয়াছে, তথায় তিন মাসের খোরাক চালে প্রজাদিগকে এরূপ ঋণ দিতেছেন। তাঁহার 'মজ মোলার ১০ বাজার মণ ধান্য আছে, আর ১০ হাজার মণ ক্রয় করিবার উদ্যোগে আছেন। জমীদারদিগের অর্থের সদ্ব্যবহার এবং যশোলাভের এই একটী সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলাহাবাদ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৩৩ টী টাকার বাক্স রাজবর্ত্মা ষ্টেসনে আইসে। তথা হইতে উহা বাঙ্গালিবাগে লইয়াযাওয়া হয়। উহাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল।

ইংলিসম্যান ভাগলপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, হুলতানগঞ্জের মিস্ পেয়ারটন নামক একজন বিবি একটী বাক্সে করিয়া প্রায় ৭ সাত শত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া দেখেন বাক্সটী নাই। তৎক্ষণাৎ পেয়ারটন সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলেন, তিনিও অবিলম্বে ডিটেক্টিভ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসে সংবাদ দিলেন। এ পর্য্যন্ত অপহৃত দ্রব্যের কোন সন্ধান হয় নাই।

১৮ ই মাঘ শুক্রবার।

আগ্রা লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

গোরকপুর গাজীপুর বারাণসী মির্জাপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বপ্রদেশ সমূহের প্রায় যাবতীয় শস্যের কোয়াসা দ্বারা কতক হানি হইয়াছে। মূল্য সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। দরিদ্র দলে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমে সময় যাইতেছে, এখনও শস্যের প্রণালী বন্ধ করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইহার পর আর বন্ধ করিলে কোন কাজই হইবে না। কারণ যে সময় যাইবার তাহা নিকটে গিয়াছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে লার্ড মেয়ো আর বিলম্ব করিবেন না। মঙ্গলবার চাউলের বাজারও কিছু চঞ্চল হইয়াছিল কতকগুলি ব্যবসায়ী এরেণ্ড ইণ্ডিসে লইয়া যাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন। কলিকাতায় এবং উত্তর পশ্চিমের অনেক স্থানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হই

ছেছে। গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাজারে ৬'উলের মূল্য এই রূপ গিয়াছে—বালাম ৩ টাকা হইতে ৩৷৵১০, কাজলা ১৸৹ হোরা ১৸৵ হইতে ৩ টাকা, উত্তম আউস ৸৹ হইতে ৸৵৹ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে।

[illegible] সম্প্রদায়ের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে দশ [illegible] যে সকল টেলিগ্রাম বম্বে [illegible] করিয়াছে। ষ্টেটসেক্রেটারি [illegible] পাঠাইয়াছেন, বম্বেসের দুর্ভিক্ষ [illegible] বাক্তিগণের সাহায্যার্থে দশ লক্ষ টাকা, [illegible] কমিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] লর্ড লিটনের চেষ্টা সম্বন্ধে অপ্রসন্ন হইয়াছেন। এ দিগে ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সেণ্ট্রল রিলিফ কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কমিটি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। ইংলণ্ড হইতেই হউক অথবা ভারতবর্ষ হইতেই হউক যাহারা লোক পাঠাইয়া দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার বিতরণ দিবেন।

১৯এ মাঘ শনিবার।

১১ই জানুয়ারি এডেন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, গত জুন মাসে লেক বিষাদে তাহার সিবিওডৌমের উপরাময় রোগে মৃত্যু হইয়াছে। লেক কেপ হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া কিছু দিন পরেই তাহার পীড়া হয়, প্রায় এক পক্ষকাল পীড়িত থাকিয়া মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রথম ২ ইঞ্জর [illegible] উক্ত বিল পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য [illegible] তাহাতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ঐ বিলটী খুঁড়িয়া যান, উহাতে ঐ [illegible] বিল হইতে সরিগত ৩৷৵ [illegible] পার হইয়াছিলেন। তাহার পর তাহারা বিল খনিয়া ফেলিলে তাহার জল হইয়াছিল এমন একটী জলাভূমি হইতে পার হইয়া [illegible] নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। [illegible] যে সকল লোক ছিল তাহাদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে [illegible]

গণ তাঁহার মৃত দেহটী [illegible] তাহার উপর যথা হইতে বস্ত্র [illegible] করিয়া তাহাতে লবণ [illegible] বর্ষে গ্রামে পৌঁছিয়া [illegible] [illegible] বিবাটে [illegible]। [illegible] প্রথমেই উহা [illegible] উপনীত হইলেন।

এবার কমিশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। কমিশনরেরা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। বোধ হয় এবিষয়ে কেট সেক্রেটারির মত না জানিয়া কোন কার্য্য করা হইবে না।

ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় উত্তর বেহার এবং বঙ্গদেশে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। সিংহভূমে গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে। ২৪ এ জানুয়ারি এইরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় যে ধামভূমের পূর্ব্বভাগে দুই মাস চলিতে পারে এইরূপ চাউল আছে মাত্র।

কাপা মরী কাটিয়া বাঁধোয়ের জল আনাতে হুগলী বিভাগের লোকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা দ্বারা এ প্রদেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহাতে পানীয় জল ও কৃষিকার্য্য উভয়েরই সুবিধা হইবে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা বলেন "কলিকাতা হইতে ক্রমাগত যে সকল পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতেছে তাহা মনো যোগের সহিত পাঠ করিলে কাহার না মনে হয় যে সেই ভয়ানক ও অপ্রতিবিধেয় বিপদ আগত প্রায়? কয়েক সপ্তাহ পরেই বোধ হয় আমাদিগকে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ন্যায়, অথবা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষের ন্যায় আর একটী দুর্ভিক্ষের বিষয় বার্ত্তা প্রভৃতির কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইবে। এসম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহাতে এই কথাই বলা হইতেছে যে, [illegible] অনেক সংবাদ [illegible] প্রবল করিয়াছেন এবং [illegible] ও পরামর্শের [illegible] বিপদ নিবারণ করিয়া [illegible]

[illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] আছে [illegible] [illegible] [illegible]

কে গ্রাহ্য করিয়া থাকে ? ও ও যখন কোন বিপক্ষ সেনার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হয় তখন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। এমন কি যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি সে অবস্থা অনুসারে কার্য্য না করে তাহাকে রাজদ্রোহশত্রু বলিয়া গণনা করা যায় এবং তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ সেনার আক্রমণও এইরূপ দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অধিক বিপদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পোলিটিকাল ইকনমির মত ও নিয়ম সকল সাধারণতঃ অনেকস্থলে খাটে, কিন্তু এমন সময় আসিতে পারে যখন তাহাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই মত ও নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়।

লার্ড মর্লবরা সংকল্প করিয়াছেন যে এবার সিমলা গমন রহিত করিয়া সেই টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র প্রজাদিগকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। সম্প্রতি অনেক জাহাজ শস্য আনয়নার্থ ব্রহ্মদেশে সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে। এই সুযোগে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার সুবিধা হইবে।

১২ এ জানুয়ারি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি যে বৃষ্টি হয় তাহাতে রবি শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে এবং কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিবারও সুবিধা হইয়াছে। পাটনা বিভাগের উত্তরাংশে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বেহি হয় ঐ স্থানে সর্ব্ব প্রথমে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে। পূর্ণিয়ার স্থানে স্থানে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বেহারের তিনটী ষ্টেসনে চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে আর সাতটী ষ্টেসনে মূল্য সমান রহিয়াছে। উত্তর এবং মধ্য বঙ্গদেশের পাঁচটী বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, একটীতে কমিয়াছে, দুইটীতে সমান রহিয়াছে। ঢাকা বিভাগে সাধারণতঃ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামে কমিয়াছে। উপরে যে সকল স্থানের উল্লেখ করা গেল উহার দুই একটী ভিন্ন আর সকল স্থানেই লোকের অবস্থা সন্তোষকর, টাকায় ১২ সের হইতে ১৪ সের পর্য্যন্ত চাউল সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। পাটনার উত্তরা শ এবং মুঙ্গীরের কোন কোন স্থান ভিন্ন রিলিফ ওয়ার্কে কার্য্য করিবার জন্য লোকের তাদৃশ আগ্রহ নাই। যে সকল মজুর কার্য্য করিতেছিল ক্রমে তাহাদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ীরা পাটনা বিভাগে চাউল আমদানী করিতেছে। গাড়ি প্রভৃতির অসুবিধা বিবন্ধন বিভাগ সকলের অন্য স্থলে ইচ্ছানুরূপ শস্য প্রেরিত হইতেছে না। পাটনা বিভাগে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য অনেক গাড়ি নিযুক্ত হইতেছে, ঐ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ঐ সকল গাড়ি পাওয়া যাইবে, তখন বণিকেরা প্রচুর পরিমাণে চাউল লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় মূল্য কমিবার সম্ভাবনা ভাগলপুর ও রাজসাহী ভিন্ন অন্য স্থানে রিলিফ ওয়ার্কের বড় অনুষ্ঠান হইতেছে না। ১১ এ জানুয়ারি পাটনায় যে এক সভা হয় তাহাতে ৩১ ছত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি সমুদ্রপথ দিয়া ৯১৪০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু ৩০০০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। ১ লা নবেম্বর অবধি পূর্ব্বঞ্চলের খাল দিয়া কলিকাতায় ৩১৮০০ টন চাউল আসিয়াছে। ২০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে হাবড়া হইতে বেলারের ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেসনে ৬ ছয় লক্ষ মণেরও অধিক চাউল পাঠান হইয়াছে। ১৭ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বিজাপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেসন সকল হইতে ১৬১৯৪ মণ চাউল আসিয়াছে। যে সকল স্থানে রিলিফ ওয়ার্কস্ আরম্ভ হইতেছে তথায় চাউল গোলাজাত করিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অধিক পরিমাণে গাড়ি প্রভৃতি লইতেছেন, তাহাতেই বণিকগণের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে চাউল লইয়া যাইবার অসুবিধা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যদি সমুদায় না লইয়া ঐ সকল গাড়ি প্রভৃতির কতক ছাড়িয়া দেন, ব্যবসায়িদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী হইয়া মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। অদ্য বৈকালে সেণ্টপিটর্সবর্গে রুশীয় সম্রাট কন্যা মেরির সহিত আমাদিগের রাজপুত্র এডিনবরার ডিউকের পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে গ্রীক মতে পরে ইংলণ্ডীয় রীতানুসারে উৎসব হয়। সেণ্টপিটর্সবর্গ নগর তিন দিবস উৎসবময় হইয়াছিল—নগর আলোক মালায় সুশোভিত এবং ইমারতদিগের কাওয়াজ হইয়াছিল। রাজদম্পতী মস্কোও দর্শন করিয়া মাঘ মাসে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

লার্ড চিফ জষ্টিস ব্রাম ওকালতি সম্বন্ধে যে আড়াই হাজার টাকা করিয়া পান, তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের কারাগারে রাখিয়া গিয়াছেন।

পোপ পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল বিক্রমপুর চরমনসিগকে নিরস্ত্র করিয়া এবং বন্দীকৃত ৪০ ও বালক বালিকাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া শিরাজ হইতে নিজ পুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লাফটের নদী এবং সমুদ্র পথে যে সকল বোম্বেটিয়া চলা ফিরা করিত তিনি তাহা দমন করিয়া আসিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

ন জন এ সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জানুয়ারি সিলেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় এবং বাখরগঞ্জের প্রতি নবি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিমোহন সেন ভিন্ন ভিন্ন পদে বদলী হইলেন। ইহারা ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজি ষ্ট্রে ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী কিছু দিবসের জন্য ছিহুটের হইলেন। তথায় তিন অনুমতীন অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৩ এ জানুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাম শঙ্কর সেন ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] পরীক্ষার প্রতি জিলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পিত হইবেক।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, জে, বি, টি ও [illegible] হইবেন।

[illegible] সব ডেপুটী কালেক্টরেরা ক্ষমতাপন্ন হইবেন —

[illegible] —চট্টগ্রাম হইতে দক্ষিণে।

[illegible] —কক্সবাজার হইতে উত্তর।

[illegible] —কক্সবাজার হইতে দক্ষিণ।

[illegible] ওয়েইমেকট সাহেব প্রথম শ্রেণীর [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] পরিদর্শক পরিবর্ত্তে মহকুমা নিযোগ [illegible] করিলেন।

নিম্নলিখিত [illegible] সিবিলিয়নেরা প্রথম শ্রেণীর [illegible]

[illegible] ফ্রেজর টুইন। কটক।

[illegible] এস, আই—রঙ্গপুর।

[illegible]—রঙ্গপুর।

[illegible] ষ্টিফেন্সন। সিলহট ষ্টিপারার পোলিটিকাল এজেণ্ট ও [illegible] খুসি পাউয়ায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন। ষ্টিপারা [illegible] ষ্টিফেন্সন নিজ কার্য্য ভিন্ন সিলহট ষ্টিপারার সেনিটরিকাল এজেণ্টের কর্ম্ম করিবেন।

[illegible] ডিক্সন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

ষ্টিফেন্সন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ষ্টিবাবু [illegible] কুমার বসেন রঙ্গপুর বদলী হইলেন।

[illegible] প্রধান কিছু দিনের জন্য খালে [illegible] অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ের সহ রেজিষ্টার হইবেন।

[illegible]
প্রাদেশিক সদর আদালতের
রেজিষ্টার।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
[illegible]

মহাশয়! বঙ্গদেশে কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, মধুসূদন তর্কালঙ্কার [illegible] খ্যাতি। কিন্তু কবিত্বশক্তি নাই ছোমারও নাই আমারও নাই এমন বলা যায় না। উঁহারা আরও বলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি বলিয়া বিখ্যাত, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে তাঁহারা অতি সামান্য কবি; কিন্তু বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড বৃক্ষ। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃত কবি কি না সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এক ব্যক্তিকে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার কবিতা দর্শনে তিনি কবিপদবাচ্য কি না পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। কতকগুলি পাড়াগ্রামের লোক ব্যতীত তাঁহাকে কেহই জানে না। তাঁহার নাম মনরাম চক্রবর্ত্তী। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কুঁকড়া ইকপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লোকীকান্ত, এবং মাতার নাম গীতা।

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী গীতা।
কবিকান্ত পাদপদ্ম লোকীকান্ত পিতা॥
প্রভু যাঁর কৌশল্যানন্দন ভগবান।
তার সুত মনরাম মধুর গান॥

মায়াসুত সর্গ।"

১৬৩০ শকে অর্থাৎ প্রায় ১৬২ বৎসর অতীত হইল তিনি শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল নামে এক খানি মহাকাব্য রচনা করেন। বোধ হয়, ঐ কাব্য তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আনুকূল্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিত্তে তাঁর রাজোন্নতি, ইকপুর বিবসতি,
দ্বিজ মনরাম রস গান॥"

প্রথম সর্গ—"স্থাপন"

এই কাব্য চতুর্বিংশতি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ত্রিশ হাজার কবিতা আছে। যেমন মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ মনরামও কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধি তাঁহার কুল তাঁহারই [illegible] করিয়াছিলেন—

[illegible]

[illegible] ঘরে ঘরে [illegible]
[illegible] ভাই [illegible]
[illegible] ধর্ম্মের [illegible]
[illegible] কর্ণে, [illegible]
[illegible] খনরাম কবি, [illegible]
তুমি আর [illegible]

গবেষকবন্ধন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গ্রামবাটী গ্রামে [illegible] তাঁহার [illegible] করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিদ্যার পুস্তক অপেক্ষা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থ সকল অধিকার সহকারে পাঠ করিতেন এবং কখন কখন ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কোন কোন বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।

মূলের সহিত অনেক অনৈক্য, ছন্দপাত দোষ, এবং অপুষ্ট কবিতায় রচনা দেখিয়া মনরাম কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণকে ঘৃণা করিতেন এবং স্বয়ংই তাহার রামায়ণ রচনা করিব বলিয়া বিদ্বৎপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কবিত্ব আছে, যে রামায়ণ রচনায় অনেক বিঘ্ন ঘটায় তিনি অতি শয় হৃষ্টচিত্তে রামায়ণ রচনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি, তিনি কখন স্পন্দহীন জড় পদার্থবৎ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদাই কবিত্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে থাকে। তৎপরে মনরাম শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন। শেষ সর্গে বিনতি করিয়াছেন যে যে কোন মতে আমি এই কাব্য রচনা করিতে সাহস করিয়াছি তাহা আমার [illegible] নাই।

[illegible] কাল নাহিক পরাণ।
[illegible] কালে হইল সমাপন॥
[illegible] ভাই [illegible] কবি মনরাম॥" ইত্যাদি

চতুর্বিংশতি সর্গ।

শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যে নিম্নলিখিত প্রকার [illegible] আছে। [illegible] শ্রীধর্ম্মের [illegible]

তে হ। মনকে যেন মুক্ত করিতে উত্তেজনা ক.র। ধীরের হৃদয় মৃত্যু করিতে থাকে, এবং তরাসক জনের হৃৎকম্প হইতে থাকে। স্থানি অভাব প্রযুক্ত যুদ্ধ বর্ণনার দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে দুটি অভাব বর্ণনা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হইবেক।

(অজয় নদীতে বাণ আসিয়াছে)

প্রলয় হাকল বাণ আইল হেন কালে।
কুল কুল কমল কুকুলে কালে কাল।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল দ'ণ।
ঘোর রবে ফুকরি ঘুরিছে ঘনে ঘন।
প্রমাদ পেয়েছে পুরে প্রলয় পবন।
ঘুর ঘুর ঘুরম ঘুরিগে নদীর তাড়ে কুল।
ভাঙ্গিল তটের তরু সহকারে সমূল।
বাণে বড় ব্যাকুল লেখ মনে মাঝে রেরি।
চিন তাল সরল তরাসে তল ভরি।
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি মেঘ।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা মাউসেন।"

অষ্টাদশ সর্গ।

(গৌড় সহরে হাতী দৌড়িতেছে)

আন হত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুলার হুলার পিঠে মাহুত কুকারে।
মট্‌মট সঘনে ভাঁটের তরি সাড়া
হুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খেদেতাড়া।
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরা মুখে ম'তে।
বশ করে বশ বশ অঙ্কুশ আঘাতে।
হুড় হুড় হুপাশে দেহাল পাড়ে হাঁতে।
পরিসর স্থান মিল সেনেরে জুবাতে।
ঘুণ ঘুণ নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
গড় বৃক্ষ ভাল ভাঙ্গে তনি মড় মড়।
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ বলে।
অগে আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে।"

ত্রয়োদশ সর্গ।

ইহাতে আদিরস দুটা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে আদিরস শ্রবণ করিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, যাহাতে লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে নায়ক নায়িকার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যে আদিরস শুনে ভারতচন্দ্র যশ বিস্তার করিয়াছেন ইহাতে সে আদিরস নাই। এ আদিরস শ্রবণ করিলে হৃদয় এমন পুলকিত হয়, ইহাতে ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে।

"শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্য উপদেশময়। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের ক্ষয়—এই সার বাক্য ইহাতে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করা গেল :—

"শ্রীধর্ম্ম সতত মনে কর দৃঢ় করি।
পাপরাশি নাশি সবে সুখে যাবে তরি।
অসার সংসার তায় ব্যাপক মায়ায়।
তত্ত্ব তাজি চিত্ত কেন সদা মত্ত তায়।
কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাচে ভিক্ষুক।
স্কন্ধে কারি বয় কেহ কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্ম বন্ধে।
সুখ দুখ সংসারে সমান দক্ষ দুটা।
পক্ষভেদী যেমন চঞ্চুমা সঙ্গে দুটা।
সাত আসে আসি কেহ মূল মাসি যায়।
ভবে যারে ভবসিন্ধু করহ উপায়।ইত্যাদি"

উদ্ধৃত করিতে হইলে অনেক উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইল না। সংক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের মাতৃ ভাষায় এমন একজন উৎকৃষ্ট কবি সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছেন। ● ● ● আমার নিকট একখানি হস্ত লিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল আছে। কিন্তু তাহা অনেক স্থানে খণ্ডিত। অনেক স্থান উহা যাওয়ায় ক্রমে পড়িতে পারা যায় না। আর একখানির জন্য অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

১২ ই মাঘ ১২৮০ শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র বসু। হুগলী

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে এপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই দরিদ্র প্রজাবর্গের হাহাকার উঠিয়াছে। আবার তাহার উপরে রাজস্ব লইয়া অধিকাংশ প্রজা সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি যে সেবারকার কষ্ট দের দুর্ভিক্ষাপেক্ষা এবার উপযুক্ত সময়ে গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত কথা কি সংবাদ পত্রেই পর্য্যবসিত হইবে, না এ প্রদেশে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ও তৎপ্রতিপোষক কোন কোন সংবাদ পত্র উচ্চরবে বলিতেছেন যে, "যত গোল শুনা যাইতেছে প্রকৃত পক্ষে তত নহে, সময় হইলে উপযুক্ত উপায় অবধারণ হইবেই হইবে।" ফলতঃ এই আপাততঃ মধুর কথাগুলি শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আমাদের একটী হাসা জনক ঘটনা স্মরণ হইল, ঘটনাটী এই।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার কুলা গুদামে এক বার আগুন লাগিয়াছিল, তদুপলক্ষে কয়েকজন মহাজন তাহা লোকের গোচর করিয়াছিলেন। লোকের অধ্যক্ষ মহোদয় তৎকালে কি করিতে হইলেন তাহা অদ্যাপি অবগত নহি, কিন্তু তিন মাস পরে তথা হইতে এমনী হুকুম বাহির হইল যে "উনুনে পানী দেও।।" সেইরূপ এবারেও সমস্ত প্রজাকুল আহারাভাবে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন।।। প্রজা হত্যা যদি গবর্ণমেণ্টের একমাত্র ব্রত হয় তবে অবিলম্বে স্থানে স্থানে পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হউক।

১১ ই মাঘ } ঐ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের প)

মহাশয়! পূর্ব্বদেশ ভ্রমণানন্তর একদিন বাসায় আসিয়া বসিয়া আছি এবং চিন্তা করিতেছি এবার কোথায় যাই। ক্রমে ক্রমে দিনকর দেখিতে দেখিতে অস্তাচলের গহ্বরে অস্তমিত হইলেন। ক্রমপক্ষ। ক্রমে প্রকৃতি সতী যেন আধুনিক নিশাচরদিগের দৌরাত্ম্য ভয়ে স্বাভাবিক অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। রাত্রি প্রায় ৯ টা। আমি বাসায় বসিয়া কোথায় যাইব চিন্তা করিতেছি এমন সময় টউকে সেবকের মধ্যে একটী শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। এত রাত্রে কিসের শব্দ? আমার কৌতূহল জন্মিল। বাসা হইতে বহির্গত হইলাম এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই

মুখে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটা বেঁটে মোটা লোকা মানুষ একজন ভদ্রলোকের সহিত কি কথা বলিতেছে, আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। প্রহরীদের উপর নজর রাখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিতে পারিলাম যে ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধি বুঝিতেছে। মন কঠিনভাব ধারণ করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। গৃহস্থ নিম্নে গেল। ইহার কারণ কিছু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে লোক (ঐ গৃহস্থ) ঘর হইতে দুইটা বাক্স বাহির করিয়া [illegible] ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাহাতে যাহা কিছু ছিল সব ছড়াইয়া ফেলিল। এইরূপ কয়েক পুনরায় বাক্সটী ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে "চোর পালালো" "চোর পালালো" রব উঠিল। আমার সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া যে "ইত্যাদি মাল" প্রকার কাঠ যে ব্যক্তি করিতে যাচ্ছিল হইতে বহি গত হইল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক। ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আমি বাসায় গেলাম। পরদিন পুলিসে সংবাদ গেল। ৩০০ টাকাতে চুরি হইয়াছে। পুলিস আসিলেন। কিন্তু ঘরে চোর ধরা বড় সহজ নয়। অবিলম্বে পুলিস ও ছেলে মানুষ, পুলিসের অন্নদাতা আইনেও বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। বেলা হইল পুলিস খানিক ঘুর ঘার করিয়া চলিয়া গেলেন।

[illegible] চুরিয়া গিয়াছি, পাঁচ দিন হইতে আসিলাম। আমার এতদূর দেখিয়া পাঠে একেবারে উড়িয়া গেল এবং [illegible] আমার পাঠে মূলুক [illegible] হইল। সে চোর নিশ্চিন্ত মূলুক মধ্যে পলিত মূলুক। তাহাকে আজি ধরিয়া লইবেন। [illegible]। সে এই পর্য্যন্ত আমার বাসে আর এক দিবস আপনার সেবার করিব।

শ্রীদাস।

[illegible] নদী।

[illegible] ১৮৭৪ সাল ১৩ই ফাল্গুন

[illegible] নদীর নাম [illegible] দূরত্ব

		১৩ মাইল
[illegible]		১০
[illegible]	হইতে	১ ১০
[illegible]	হইতে	
১ মাইলের মধ্যে		২
[illegible]	হইতে	
৪৭ মাইলের মধ্যে		১ ৩
[illegible]	হইতে	
৫০ মাইলের মধ্যে		১ ৮
[illegible]	হইতে	
৫৬ মাইলের মধ্যে		২

সন ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারি [illegible] গঙ্গ ঘাটের জলের বাপ।

[illegible] ফীট ইঞ্চ

৫

বহরমপুর } জি, এফ, ইউল্লফি, ই,
১৯এ জানুয়ারি } এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র
১৮৭৪ } [illegible]

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র সিংহ রায়	
ডকহীদি	১০
" " দ্বারকানাথ রায়—বহরা	১০
" " হরকুমার চৌধুরী—ঘাটে বহরা	৪৫
" " হরনাথ দাস—[illegible]	১০
" " বিভাই প্রসাদ বসু—রাহিগঞ্জ	১০
" " যোগীন্দ্রনাথ রায়	
মধিয়ামবাটী	১৫
" " ললিতমোহন রায়—ডকহীদি	১৫
" " হরগোপাল ঘোষ—[illegible]	১৫
" " প্রমেশনাথ চৌধুরী—ইহাপুর	১৫
" " প্রসন্নবন্ধু সেন [illegible]	
সোবরডাঙ্গা	৪৫
" " [illegible]	
" " [illegible]	
" " [illegible]	

[illegible]

[illegible] নদী—[illegible] দক্ষিণ-পূর্ব
[illegible] ১
[illegible] ১
[illegible] ১
[illegible] ১

সোমপ্রকাশ

৩য় ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

"প্রবক্ষ্যামি প্রকৃতিসিদ্ধমার্য্যে: সম্বন্ধং অতিসম্বন্ধী ন বাধতে।"

প্রতি বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
প্রতি সাংবাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ মাঘ। ইং ১৮৭৪। ৯ ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত প্রতি বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, র না লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রমোদিনী ১ খণ্ড। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৶০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় স্কুলের প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করেকটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি করমার এক্ষণে ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেঙ্গল চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩০ নং ভবনে পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীতারাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকদিগকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজেষ্টরি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ৶০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ১৷৷০ এনপেয়াল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "মোটস অন্ ইনজিনিয়ারি" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৶০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত যন্ত্রণাবার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	৷৷০
চিকিৎসা দর্পণ মাসিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	৷/০
বিষ্টিকা রোগের চিকিৎসা	৷৷০	/০
কুইনাইন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	৷/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
৫। ৩ ম	৪৷০	৷/
মাতৃশিক্ষা	২	৷০

ডাক্তার [illegible] কৃত।

বালচিকিৎসা	৫	৷/০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৯৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট
হিন্দু হষ্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমদমার কারখানার পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কর্ম্মসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ষ্টোরের লিষ্টি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং প্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন ব্যতে প্রতিদিন দেখান হইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হই ন প্রিমেণ্টের ফরম ব্যতীত মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলুকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে আবেদন করিলে ঐ ফরম ১ টাকা দুই খানি এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অপ্র [illegible] টের কইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমন নয় ও কোন টেণ্ডর গ্রাহ্য করিবার কারণ দর্শান যাইবে না।

এই স্থানের ইনস্পেক্টর জেনরেল টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি যেরূপ অল্প দরের টেণ্ডর

যুগ্ম্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য স্পষ্ট ঃ লেখি থেকে হইবে তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাগজেই হউক অথবা নোটেই হউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এস্টিমেটের পঞ্চ লেখা হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডনান্স কমিসরি উক্ত কারখানায় আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন যে তারা টেণ্ডর দিয়া রহেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকেন।

ধমধমা কারখানা অর্ডনান্স ২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪। | এ, ওয়াকার কর্ণেল আর, এ, কমিসরি অব অর্ডনান্স

যিনি ছবার আরজাম সাফ করিতে চাহেন তিন পয়সাতে স্নান ছড়াকর ও পয়সার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদ্ভয় পুস্তকের মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের তত্ত্ব বিবৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন।

আমার পিতা ঠাকুর শিতারাম পাল মহাশয় শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ, হুপ ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। যাঁহারা আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলা প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক মহাশয় 'মজাপুরি শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মজাপুরের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটের ১৩নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউমেশচন্দ্র পাল।

—:০:—

মেদিনিয়ানাশক পুরিয়া

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেদেরিয়া জ্বরিত রোগী, যকৃত, পুরাতন বিষম, মহাজ্বরক পালাজ্বর এবং অথবা কুইনাইন ইন ব্যবহার দূষিত অর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ৪০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং

ফ্রেরবন মেডিকেল হল

ভবানিপুর, কলিকাতা।

শুদ্ধ যন্ত্র ছাপা খানা।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট

প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর

পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম সাদাসা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত মতে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তদ্বিষয়ে সম্পাদক দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মকারকদিগকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের বিষয়াদি তদ্দ্বারা করা যাইতে পারে, মাসুল বিনা কার্য্যালয়ের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় বিদিত হইবেন।

শ্রীসত্যচরণ শুক্ল—কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:০:—

[illegible]

যদি কাহারও [illegible] দেখিতে আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই তাঁহা [illegible]

নিম্নলিখিত [illegible] বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

২ ফুট ব্যাসের ঢালাই লোহার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত ঢালাই লোহার ফ্লেঞ্জ ইত্যাদি ঃ

ইটালী মেণ্টার ছাদের ঢাইল ইট।

মেজিয়াতে ঢালাইবার নিমিত্ত চমৎকার ঢাইল ইট।

কপার ট্রিক।

ফায়ার ব্রে।

বাটীর মর্জ্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ফ্লেঞ্জ যুক্ত পাইপ, ঢাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ফ্রাঙ্কাস্ত

৭নং মেডিকেল ষ্ট্রীট } বরফ এণ্ড কোং।

লবণিত ওয়ার্ক কনট্রাক্টমেণ্ট।

মেদিনিপুর ঘাটের নিম্নিত অনুসারে নীলমণি দে [illegible] আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা আমার [illegible] করিতে চান তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে করিবেন।

এক ইঞ্চি, দীর্ঘে ৯ ফীট ৩১ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৭ ফীট ৪ ইঞ্চি পরিমাণের ২৩০ খান আর এক দিকে সিকে ৯ ফীট ১২ ইঞ্চি ২ ফীট ৪ ইঞ্চি পরিমাণে ১৫০ খান।

[illegible] দিতে হইবে। [illegible]

রের সহিত ১০০ একশত টাকা যাহা যথেষ্ট দিতে হইবে।

মেদিনীপুর ৯ ই জানুয়ারি ১৮৭৪ } ডেমন ডিভার একডিস্ট্রিক্টস ইণ্ডিয়ার কমাই ডিবিজন

নূতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপরা পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী হেকার স্লিড্ কোম্পানির দোকানে স্কুল বুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে কিম্বা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ মাঘ সোমবার।

রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে লার্ড নর্থব্রুকের মত।

ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন; এমন সময়ে লার্ড নর্থব্রুকের নিরুত্তর হইয়া থাকা উচিত নহে। যদি তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির কোন গূঢ় যুক্তি থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। নতুবা তিনি যেরূপ সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া আছেন তাহা রক্ষা হওয়া দুষ্কর। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর দুর্ভিক্ষের সূচনার সময়ই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া রাখিয়াছেন। যদি বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় লোকের ক্রোধ ও আক্রোশ গবর্ণর জেনরলেরই উপর পতিত হইবে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে লার্ড নর্থব্রুক এইগুলি অনুভব করিয়া একটী মিনিটে রপ্তানী সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার অনুবাদ দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ নামক স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মিনিটের মর্ম্ম এই। (১ ম) যত দেশের লোকসংখ্যা ও তাঁহাদের প্রাণ রক্ষার্থে যত শস্য আবশ্যক, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ষে বর্ষে যত চাউল রপ্তানী হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়, (২) বর্ষে বর্ষে যত শস্য রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণ ৫০ টেবল হাইন। এদেশের লোকে সেরূপ চাউল ব্যবহার করে না; সুতরাং তাহার রপ্তানী বন্ধ করা বৃথা। যে সকল শস্য সিংহল প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় তাহাও বন্ধ করা উচিত বোধ হয় না। এতদ্ভাতীত অধিকাংশ শস্য মরিসস দ্বীপ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ শ্রেণী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় কুলী দিগের উপনিবেশ স্থানে প্রেরিত হয় এবং অবশিষ্ট কিছু ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে প্রেরিত হয়। মরিসস প্রভৃতি স্থানে যে সকল শস্য প্রেরিত হয় তদ্দ্বারা শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। এই সকল কারণে তিনি রপ্তানী বন্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিশেষ রপ্তানী দ্বারা যত শস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী করা যাইতে পারে। বাণিজ্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না করিয়া যদি এই উপায়ে দেশের ক্ষতি পূরণ করা যায় তাহাই সম্যক যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। (৩য়) দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসে এবং লোকেরও ব্যয় কমিয়া আসে। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করিলে দেশের মধ্যে যে পরিমাণে শস্য রক্ষিত হইবে, মূল্য বৃদ্ধি না হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক শস্য ব্যয় হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

লার্ড নর্থব্রুক এরূপ সময়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ সরল ও প্রশান্তভাবে মিনিটটী লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও সুখ্যাতির অনুরূপই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমশূন্য বোধ হয় না। যখন আবশ্যক হইলে সমুদায় শস্য আমদানী করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করা উচিত, তখন যত শস্য বাহিরে যাইতেছে সেই পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া ক্ষতি পূরণ করিতেছি একথা বলা শোভা পায় না। এখন এক সের পরিমাণ চাউলও দেশে রাখিতে পারিলে লাভ। যত চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে তাহাতে সমুদায় বঙ্গদেশের ১৭ দিনের ব্যয় চলিতে পারে। এমন সময় এতাবন্মাত্র চাউলও ঘরে থাকা লাভ তাহাতে কি সন্দেহ আছে? এই শস্য ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে আর ১৭ দিনের উপযুক্ত চাউল আমদানী করিবেন তাহা হাতে পোঁছিতে অন্ততঃ এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে। ২। ৩ মাস অন্নাভাব হইবার সম্ভাবনা, তাহার এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইয়া থাকিতে পারে। ইহা কি অল্প লাভের কথা? ১৮৭২।৭৩ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ১৪৭২৮০০ মণ চাউল রপ্তানী হয়, ইহার পূর্ব্ব ১ বৎ বের মধ্যে কোন বৎসর এত চাউল রপ্তানী হয় নাই, বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা বাড়ে হয় কোটি, ইহাদি

খেয় আমারার্থ প্রতি দিন সাড়ে আট লক্ষ মণ চাউলের এবং সর্ব্বশিক্ষ উর্দ্ধসংখ্য ঐ ক্ষেত্র কোটি মণ অপেক্ষা এদেশ হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার বিশেষ অনিষ্ট নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই, বর্ষে বর্ষে যে এক বা দেড় কোটি মণ চাউল বিদেশে রপ্তানি হয় সেটী প্রয়োজনের অতিরিক্ত; প্রয়োজন মত রাখিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহাই বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এবৎসর যেরূপ শস্য জন্মিয়াছে তাহা আমাদিগের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্ত নয়, কাজেই সদ্য হইতে আবার দেড় কোটি মণ বিদেশে প্রেরিত হওয়া বড় সহজ কথা নয়। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভাল চাউল না হওয়াতে এদেশে শস্য সঞ্চিত নাই, তাহাতে আবার ১৮৭২।৭৩ অব্দে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হওয়াতে যাহা কিছু ছিল সমুদায় বাহির হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৩।৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এমত অবস্থায় ঐ দেড় কোটি মণ চাউলও যে দেশ থাকা সামান্য লাভের নয়। টেবল রাইস যাহা এদেশ হইতে রপ্তানী হয় তাহার মূল্য অধিক এবং তাহা এদেশের সাধারণ লোকের আহারোপযোগী নয় সত্য কিন্তু সে অন্য সময়ে, দুর্ভিক্ষের সময় নয়। দুর্ভিক্ষের সময় যখন দুঃস্থ পত্রস্থ লোকের আহারোপযোগী হয়, তখন টেবল চাউল আহারোপযোগী হয় না এটী আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণের আহারোপযোগী নয় বলিয়া যদি টেবল রাইসের রপ্তানী বন্ধ করা অনুচিত বোধ হয়, ব্রহ্মদেশীয় চাউল আমদানী করা কিরূপে উচিত বোধ হইতে পারে? তাহা কি এদেশের লোকের আহারোপযোগী চাউল অপেক্ষা

[illegible] লোকে আহার

সন্দেহ নাই। ষ্টেট সেক্রেটরি [illegible] জন্য ইংলণ্ডে যে ২০ হাজার টন চাউল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বর্ম্মা চাউল, এই চাউল এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে, লইয়া যাইবার ব্যয় এবং তাহার উপর লাভ রাখিয়া বণিকেরা উহা বিক্রয় করিতেছেন, উহা পুনরায় এদেশে আনিতে আহাজ ভাড়া লাগিবে। তখন সে চাউলের মূল্য কত দাঁড়াইবে?

মরিসসের লোকেরা ভারতবর্ষের চাউলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এখানে এবার ভাল চাষ হয় নাই, এই সংবাদে তথাকার চাউলের বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। অতএব রপ্তানী বন্ধ করিলে তাহারা বিপদে পড়িবে, এ কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে না হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে তথায় চাউল রপ্তানী করিলেই চলিত। গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল দেশে ভারতবর্ষের চাউল প্রেরিত হয়, মরিসসের লোকদিগের ন্যায় চাউলই তাহাদের এক মাত্র জীবনোপায় নহে, আমাদের যেমন চাউল এক মত না হইলে চলে না তাহাদের সেরূপ নহে। তদ্ভিন্ন উহা কেবল ঐ সকল স্থানের লোকদিগের আহারার্থ ব্যয়িত হয় না, উহার অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও তাহার উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যবহৃত হয়। কিছু দিন হইল জামজিলিভের চা-করেরা দুর্ভিক্ষের উপক্রম দেখিয়া আলুর চাষের ব্যবস্থা করেন, অভিপ্রায় এই যদি চাউল না পাওয়া যায়, তবে কুলিরা আলু খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। এদেশের লোক পালের পোষিত জন্তু করিয়া তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ যে চাউল প্রস্তুত করিয়া, তাহা ভিন্ন দেশে গিয়া [illegible] বৃত্তি চরিতার্থের জন্য [illegible] আর ইহারা [illegible] জীবন

[illegible] আছে যাহা [illegible] ঐ সকল দেশের বিজয়ী পরিচ্ছদে [illegible] ও বাহ্য [illegible] ইহলে না [illegible]

ষ্টেট সেক্রেটরি বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার সময় গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিয়া মূল্য কমাইয়া দেওয়া উচিত হয় না, মূল্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে অল্প করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিবে। এ মত অন্যান্য স্থলে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এটী সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। যে জাতি সমুদ্র পথে গমনাগমন কালে কোন কারণ বশতঃ জাহাজস্থ খাদ্য দ্রব্যাদির অনটন উপস্থিত হইলে সকলে অনাহারে প্রাণত্যাগ না করিয়া আরোহিদিগের এক এক জনের জীবন নষ্ট করিয়া অবশিষ্টগণের জীবন রক্ষা করে কিম্বা আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া অল্প দিনের আহার অধিক দিন ধরিয়া খাইয়া সকলেই জীবিত থাকে, লার্ড মর্লবরুকের এ মত তাহাদের সম্বন্ধে খাটিতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের স্বভাব সেরূপ নয়, কালি কি খাইব এ ভাবিয়া আজি পেট ভরিয়া না খাই কালিকার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা ইহাদের স্বভাব নয়। কোন দুরন্ত পরিবার বর্গকে অর্দ্ধেক আহার দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন? বিশেষতঃ কেহ আসিয়া তাঁহাকে বলিলে আমাকে পেট ভরিয়া খাইতে দাও, তোমরা হিন্দুস্থান [illegible] পরিবার [illegible] হইয়া [illegible] ইহাদের [illegible] রাখিয়া [illegible] ইহাদের [illegible] দুই [illegible] সঞ্চয় [illegible] করিতেছে [illegible]

ন্যায় দুর্ভিক্ষের সময় দশ জন লোকের এই ভ্রমসঙ্কুল মত নিবন্ধন রাজ্যের দশ লক্ষ প্রজার মৃত্যু হয়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যে শস্য বাহির হইয়া যাইবার তাহা গিয়াছে, এখন আর রপ্তানী বন্ধ করিয়া বিশেষ ফল নাই। একণে এক আমদানীর উপর সকলের আশা। লার্ড নর্থব্রুক সে বিষয়ে বিলক্ষণ আশ্বাসও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্যের অভাব হইবে না, আমদানী করা যাইতে পারিবে, তবে উহা সর্ব্বত্র লইয়া গিয়া রীতিমত বিতরণ করিয়া দিতে পারিলেই হইবে। যাহা হউক, সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, সার জর্জ্জ কাম্বেল যেমন এত দিন সকলের অপ্রিয় হইয়া এ সময় বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিলেন, লার্ড নর্থব্রুকও তেমনি এতদিন লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া শেষে অযশোভাগী না হন এই আমাদের ইচ্ছা। বঙ্গদেশের এই বিপদ তাঁহার একটী গুরুতর পরীক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ও শাসন কর্ত্তার উপযুক্ত কি না, তাহার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সমুদায় ইউরোপের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত রহিয়াছে।

—:০:—

শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর নিয়োগ।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে, শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর ১৫ জন কমিশনর মনোনীত করিবার ভার টাক্সদাতাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছিল। গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে তাহার একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। গত ১৩ ই মের সভাতে কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেবের প্রস্তাবানুসারে কমিটী স্থির করেন যে শ্রীরামপুরে কমিশনর মনোনীত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত। তদনুসারে আবেদন করাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্মত হইয়া অক্টোবর মাসের কলিকাতা গেজেটে তৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করেন। এই সকল নিয়ম বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া টাক্স দাতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পরে ঢোল পিটিয়া ১ লা ডিসেম্বরের মধ্যে উক্তপদ প্রার্থীদিগের নাম প্রেরণের আদেশ করা হয়। তদনুসারে শ্রীরামপুর হাতরা এবং বল্লভপুর এই তিন স্থান হইতে ১৮ জনের রিসড়া এবং মাহেশ হইতে ৬ জনের এবং কোন্নগর হইতে ৭ জনের নাম প্রেরিত হয়। এই ৩১ জনের মধ্যে অনুপযুক্ত বিবেচনায় এবং অপরাপর কারণে বাদ দিয়া ২৫ জনের নাম অবশিষ্ট থাকে। ১১ ই ডিসেম্বর এই ২৫ জনের নাম ও মনোনীত করিবার স্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া একখানি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। ১১ ইডিসেম্বর অবধি ২৭ এ পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঢোল পিটিয়া এই বিজ্ঞাপন ঘোষণা করা হয়। ২৭ এ ডিসেম্বর তাঁতিপাড়া শ্মশানঘাট হাতরা, রিসড়া, মাহেশ এবং কোন্নগর স্কুল এই কয় স্থানে সাধারণের মত গ্রহণ করা হয়। সমুদায় টাক্স দাতার সংখ্যা ৫৫৬১, তাহার মধ্যে ১৮০৮ জন মত প্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হন। ১১২ জন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর বিভাগে জমিদার বাবু রমানাথ দে স্বামী ২২০ রিসড়া ও মাহেশে, বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২৩ এবং কোন্নগর বাবু বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ২০১; ইহাঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মত প্রাপ্ত হইয়াছেন। কয়েকজন জমিদারের নাম প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা মনোনীত হইতে চান নাই।

এইরূপে ১৫ জন কমিশনর নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে আগামী বর্ষে সর্ব্বসাধারণের মত গ্রহণ না করিয়া একটী টাক্সের সীমার নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। যাঁহারা সেই পরিমাণ টাক্স প্রদান করেন তাঁহারাই মনোনীত করিবার অধিকার পাইবেন। নিম্ন শ্রেণীর টাক্স দাতারা অধিকাংশই মূর্খ ও অজ্ঞ। তাহারা মিউনিসিপালিটী কাহাকে বলে এবং কিরূপ লোকদিগকে মনোনীত করা উচিত তাহা বুঝে না। কোন চতুর ব্যক্তি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া আপনার দল পুষ্টি করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারে, একথা সত্য, কিন্তু জেক্সি সাহেব ঠিক বলিয়াছেন দরিদ্রেরাই মিউনিসিপালিটীর টাক্স প্রভৃতি নিবন্ধন অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন কোন ব্যক্তির থাকা উচিত। আমাদের বোধ হয় একটু ক্লেশ স্বীকার করিলেই তাহাদিগকে এই নূতন প্রথার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া যায়। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের মনের মত প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারে।

এই মনোনীত করণ প্রথার নিয়ম সম্বন্ধে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। "নিজে টাক্স দাতা না হইলে মনোনীত হইতে পারিবে না" এনিয়মটী উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে অনেক সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোককে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অল্পে অল্পে অপর সকল মিউনিসিপালিটীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিতেছি। এখন

বৎসরে যেরূপ কর দেখা যাইতেছে তাহাই সংস্থাপনীয়। এ প্রথা প্রচলিত হইলে দেশ হইতে বাস্তবিক আত্মশাসন শিক্ষা করিবে।

কৃষি ও কৃষকদিগের অবনতির কারণ কি?

রাজা ও প্রজার স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হইলে দেশের যে অনেক প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে আমরা অনেক অনেক তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আজি আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিদেশীয় বিদেশের অধীন হইয়া বাস করিতে করিতে দেশের লোকের একতা প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধারণের উন্নতিজনক বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। দেশের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে প্রজারা তাহা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ভারতবর্ষবাসিরা দেশ হিতৈষণা সম্বন্ধে চীন বলিয়া যে সাধারণে পরিচিত তাহার কারণ কি? বহু দিন বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকা কি তাহার প্রধান কারণ নহে? দেশের সুখ সমৃদ্ধির অংশ যখন পরে গ্রহণ করে তখন দেশের কষ্ট ও বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে কি দেশ বাসিদিগের প্রবৃত্তি হয়? এই কারণেই ভারতবর্ষবাসিরা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের প্রতি এত উদাসীন। কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষীয়েরা অলসপ্রকৃতি বলিয়া কোন বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ বা যত্ন নাই। সে কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এবং অনেক শিখদিগের একতা উৎসাহ ও দেশহিতৈষণার দৃষ্টান্ত এই কথার অযথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে উপাদিত [illegible] দুর্ব্বল [illegible] হার।

দের সময় যদিও বিদেশীয় এবং বিধর্ম্মীদের অধিকার ছিল, কিন্তু শাসনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন প্রজাদিগের উন্নতি অবনতি এবং সুখে দুঃখের তার বিশেষ অংশে প্রজাবর্গের হস্তেই থাকিত। মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট হইতে নিয়মিত কর মাত্র আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, দেশ শাসন ও অন্যায় নিবারণ প্রভৃতি অপর সকল কার্য্যে এক প্রকার উপেক্ষা করিতেন; সুতরাং হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাগত প্রণালী অনুসারে সেই সকল কার্য্য করিতে পারিতেন। পঞ্চায়ত দ্বারা তাঁহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইত, অন্যায় নিবারণ হইয়া ন্যায় স্থাপিত হইত এবং সামাজিক ও পারিবারিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এই প্রণালী "ভিলেজ সিষ্টেম" অর্থাৎ "গ্রাম্য শাসন প্রণালী" বলিয়া পরিচিত। সে সময়ে দেশের শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত এবং বিচার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দেশবাসিদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা ছিল। দেশের বিপদে সকলে বিপদ জ্ঞান করিত, একজনের কষ্ট উপস্থিত হইলে সকলে সান্ত্বনা করিবার জন্য অগ্রসর হইত। বর্ত্তমান রাজাদের পরাক্রম অধিক। শাসনকার্য্য এবং বিচার কার্য্যেরও অনেক সুশৃঙ্খলা, কিন্তু সেই পরাক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদিগের দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়াছে। সাধারণের বিপদে আর সকলে সে প্রকার বিশেষ বিপন্ন মনে করে না; দেশের কোনই বিশেষের কষ্ট উপস্থিত হইলে আর সকলে সান্ত্বনা করিবার জন্য সেরূপ অগ্রসর হয় না। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দেশের মধ্যে কি এমন ধনী কিম্বা সম্পত্তিশালী লোক নাই যাহারা এই সময়ে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সাহায্য

[illegible] ভাবিতে পারেন [illegible] দোষদর্শন করা [illegible] তাঁহারা [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহারা ও তাঁহার অধীন বিদ্যা ও বুদ্ধি দ্বারা ইহার প্রতীকার করেন। প্রজারা মনে করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহারা এই প্রকার ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীনদেশে এরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকেই বিপদ মনে করে এবং সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। কার্য্যকর্ত্তারা যতই অনুভব করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করাই তাহাদেরই মঙ্গল এবং উন্নতি, ততই তাঁহারা দেশের হিতাহিত-চিন্তায় নিযুক্ত হইবেন, ততই দেশের মঙ্গল সাধনে কৃতসংকল্প এবং উৎসাহশালী হইবেন, এবং যে গুণে অপর সভ্য জাতিরা এত সুখ সমৃদ্ধির সুখ দর্শন করিয়াছেন সেই গুণে ভূষিত হইয়া তাঁহারাও সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন।

"মরিতে ভিক্ষা না।"

লোকের মন সন্দেহ ও নিরাশে পরিপূর্ণ, আজিও সাহস দূর হইতেছে না। স্থায়ী দুর্ভিক্ষে কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা আছে স্থির হইতেছে না, সাধারণে পুনরায় কবেন যে যে সকল জিনিষেই বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয় তার মধ্যে [illegible] অধিবাসীর সংখ্যা [illegible] ইহার মধ্যে [illegible] মধ্যে [illegible] সংখ্যা [illegible] লোকের [illegible] [illegible] [illegible]

অর্দ্ধ সেরের হিসাবে ধরিলে ৭ মাসে ৬৫ ৬২৫০০ মণ চাউল আবশ্যক। তদনুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মে মাস পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ৯৩৭৬০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ করেন। পূর্ব্বের অনুমান যদি প্রকৃত অনুমান হইত তাহা হইলে ৯৩৭৬০০০ মণে সকল অভাব পূর্ণ হইয়াও ২৮১৩৫০০ মণ চাউল উদ্বৃত্ত থাকিত, কিন্তু পূর্ব্বের অনুমান ঠিক বোধ হয় না, কারণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর পরে আরও চাউল আনা আবশ্যক স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে আরও ৫১০০০০ মণ চাউল আনাইবার পরামর্শ স্থির হইয়াছে।

আপাততঃ বোধ হয় যখন এত শস্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এবার দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্টে অধিক সংখ্যক লোককে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্টের চাউলের আমদানী দেখিয়াও অনেক লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে বিশ্বাস আবার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ জানেন মার্চ্চাণ্ট টেম্পল একদে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য বিহার প্রদেশ পরিদর্শন করিতেছেন তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "ইতিমধ্যেই উত্তর বিহারের লোকেরা এক বেলা অনশনে থাকিতেছে, এবং যথা সময়ে বিশেষ সাহায্য করিতে না পারিলে অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, এমন কি কোন কোন জেলা জনশূন্য হইয়া যাইবে।" এই সংবাদ শুনিয়া কাহার হৃদয়ে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া কে আর সচ্ছন্দে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে পারে? এই সংবাদে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনরল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি গত বুধবার কলিকাতার টাউন হালে একটী সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিলে আর চলিতেছে না। কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু অপর সাধারণে অগ্রসর হইয়া সাহায্য না করিলে রক্ষা নাই। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপনার নিজের ব্যয় হইতে ১০,০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল ১০,০০০ জয়পুরের মহারাজা ২০,০০০ বর্দ্ধমানের মহারাজা ১০,০০০ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যগণ এক একজনে ৫০০ শত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন রাজা কমলকৃষ্ণ ১০০০০ এবং অন্যেও অনেক দিয়াছেন। এই সকল অর্থ দ্বারা যথা সময়ে চাউল আনাইয়া রাখা হইবে।

যেরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তাহাতে এরূপ দুই এক লক্ষ টাকায় কি হইবে? এ সময়ে ধনবান মধ্যবিত্ত কেহ যেন উদাসীন থাকেন না, যাঁহার যথাসাধ্য এই সময়ে সাহায্য করা উচিত "কিরূপ ভাঁড়ায় ভেঁড়ি" একথা বলিবার আর সময় নাই, এখন হইতেই চাউল আনাইতে আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দেশে চাউল থাকিতে লোকদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। যাঁহার যাহা দিবার ইচ্ছা আছে এই সময়ে অগ্রসর হউন। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬৬০০০০০০। যদি প্রতিজনে এক পয়সা করিয়াও দেয় তাহা হইলে ১০ লক্ষ টাকা হয়। বঙ্গ দেশে যত স্কুল আছে তাহার প্রত্যেকটী হইতে অন্ততঃ গড়ে ৫ টাকা করিয়া তুলিয়া দিলেও ৫০০০ হাজার টাকা উঠিতে পারে। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা এই সময়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পল্লী হইতে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করুন। আমাদের পাঠকগণ কেহ যদি কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা উক্ত কমিটীর নিকট প্রেরণ করিবার ভার লইতে পারি। জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে অপেক্ষা কৃত সুখে সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন "অন্নাভাবে দরিদ্রদিগকে মরিতে দিব না" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে এক প্রাণীও মরিবে না।

—:০:—

মায়া যুদ্ধ।

পাঠকগণ! আপনারা সকলেই দুর্ভিক্ষ ভয়ে ভীত হইয়া কেবল "আমরা হানী রওয়ানী" এই কথা আলোচনা করিয়া দিবারাত্র ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যে অসীম পরাক্রমশালী তেজস্বি-কুলাগ্রগণ্য ব্রিটিশ জাতি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া এক অদ্ভুত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন তাহার সংবাদ কেহ রাখেন না। ইতি বৃত্তান্ত এই, কাপ্তেন বর্টলার নামক এক জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি মাগা পর্ব্বত এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিছু দিন হইল তিনি স্বীয় দল বল সমভিব্যাহারে উক্ত পর্ব্বত শিখরস্থিত একটী গ্রামের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার প্রার্থনা করিবার জন্য এবং গ্রামবাসিরা তাঁহার অনুচর গণের আহার যোগাইবে কি না, জানিবার জন্য কয়েকজন কমণ্ডেবলকে প্রেরণ করেন। কমণ্ডেবলেরা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয় যে, গ্রামবাসিরা সে প্রস্তাবে সম্মত নহে। এ সংবাদ শুনিলে কোন বুদ্ধের শোণিত কি উষ্ণ থাকিতে পারে? পা[illegible] বিবেচনা করিবেন [illegible] যাহা, [illegible] লাগুক [illegible] [illegible]

মন্ত্রির অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনুমান হয় কি? যে সময়ে যাত্রা করিলে সাহেবের অনুমতি আবশ্যক হয় না, বোধ হয় কাপ্তেন বট সাহেবও সেই কারণে অনুমতি আবশ্যক মনে করিলেন না। চারি ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুরা সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদের ২২ জন হত এবং অনেক আহত হইয়াছিল। কাপ্তেন বট সাহেব স্বীয় পরাক্রম ও সৌর্য্যে স্ফীত হইয়া সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন এবং গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

আমরা এতক্ষণ উপহাস করিতেছিলাম। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। সাধারণের অবগতির জন্য ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। নাগারা ভারতবর্ষের স্বাধিকার রক্ষার শত্রু নহে। ইতিহাসেও ইহাদের সৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন হইতে ইহাদের উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহারা অল্প বয়সের পরাক্রমে ভীত হইয়া নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে রাজত্ব করিতেছিল, সেখানেও নিস্তার নাই। পূর্ব্বোক্ত বিবাদে কাপ্তেন বট সাহেবের অনুচরগণ অধিক দোষী কিম্বা নাগারা অধিক দোষী তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু মফস্বলবাসি ইংরাজের অসভ্য কৃষ্ণকায় দিগের জীবন যেরূপ অপদার্থের ন্যায় বিবেচনা করেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ে আর এক প্রকার সংস্কার উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট খোকা হত্যার পর কাওয়ান ও করসিথ সাহেবের মত বিধান করিয়া যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রকৃত দোষীর বিচার করিয়া সেই ন্যায়পরতার পরিচয় দেন আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহার জানিবার জন্য অপেক্ষা

[redacted]

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ৩১ এ জানুয়ারি শনিবার প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসর রামতনু মিত্র মহাশয়ের পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, সেই রোগেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইনি ভূত মহাশয়ের ডেভিড হেয়ারের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাহার পর বহুদিন হিন্দু কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রোফেসরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদাভিষিক্ত থাকিয়া তিনি বঙ্গসমাজের প্রায় দুই তিন পুরুষের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন। যখন সোসাইটী প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ে রামতনু মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তদবধি জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত এই সোসাইটীতে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকেই ইঁহার বহুদর্শিতার অনেক ঋণে ঋণী এবং সকলেই ইঁহার অমায়িকতা ও নিরীহতা গুণে আকৃষ্ট হইত। ইনি সৌরভের সহিত বহু দিন কার্য্য করিয়া শেষ দশায় পেন্সন লইয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

মৃত পুরুষ।

১। একেই কি বাঙ্গালিত্ব বলে? (১) এখানি প্রহসন। নবীন আপনাকে বিদ্যাশূন্য ভণ্ড বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা পাঠ করিয়া তাহাতে তাঁহার মনে বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গালা রসের উদ্দীপনে ক্ষমতা প্রকাশ

(১) কলিকাতা বেঙ্গল লাইব্রেরি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সাল। ইংরাজি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। মূল্য [illegible]

[illegible] নবীন [illegible] পাঠ করিয়া [illegible] এবং [illegible] বিদ্যাশূন্য ভণ্ড [illegible] বিদ্যার [illegible] সাহেব [illegible] বিদ্যার [illegible] মতে [illegible]

বিবিধসংবাদ।

২১এ মাঘ সোমবার।

মহারাজ টেম্পল সীতারামের (উজির বিহার) হইতে নিম্নলিখিত সৌখীনতার টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন—

"প্রেরণ করা গিয়াছে ১০ মণ ঘোড়ের মধ্যে ৮ মণ লোককে অনেক দান করিয়া আমার বিক্রি করিতে হইবে। ক্রিয়ত ঘোড়ার ৪০ মণ অশ্বারোহীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চলাচলে ৮। ৯ মণ এবং সাধারণে প্রায় ৬ মণ লোকের মধ্যে লোপাইতে হইবে ইহা ভিন্ন পথা এবং সাধারণের অনেক লোক মুটিয়া যাইবে। অর্দ্ধমণ [illegible] সাহেবের [illegible] পূর্ব্বে [illegible] বিদ্যার [illegible] হইতেছে না। [illegible] সচরাচর [illegible] এমন [illegible] আমাদের [illegible] কার্য্যে [illegible] কোন স্থানে আমি দেখিয়াছি [illegible] ২। ৩ হাজার লোক খাটিতেছে। মিশর [illegible] হইতেছে [illegible] লোকের

সাহায্য ব্যতিরেকে গভার উত্তর তীরবর্ত্তী অনেক লোকের রক্ষার আশঙ্কা। এমন কি পাটনা বিভাগের উত্তর ভাগস্থ অনেক প্রদেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। এ স্থলের বিশেষজ্ঞ অনেকে বলিতেছেন যে, ইতি মধ্যে অধিবাসীদের অধিকাংশ এক বেলা অনশনে থাকিতেছে। প্রজারা অত্যন্ত চিন্তিত কিন্তু তাহাদের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর। সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের বিষয় এই যে, যে প্রদেশে অধিক কষ্টের সম্ভাবনা সেখানে শস্য লইয়া যাওয়া কঠিন।"

সম্প্রতি লাভ মর্ব্বজ্ঞক বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে এক মিনিট লিখিয়াছেন। যে যে কারণে তিনি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের প্রস্তাবিত শস্যের রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে সম্মত হন নাই ইহাতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শস্যের রপ্তানী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ না যে চিরস্থায়ী অনিষ্টের সম্ভাবনা তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই ঠিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাভ মর্ব্বজ্ঞক বলেন, লোকের খাদ্য যোগান যাইতে পারিবে তবে দেশের মধ্যে ঐ সকল খাদ্য প্রেরণ ও বণ্টনের তাহার বিতরণের বন্দোবস্ত করাই একটু কঠিন। বিহার এবং বঙ্গদেশের যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ শস্য যোগাইবার যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি গত শুক্রবার মেটকাফ হলে সেক্রেটারিকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

গত সপ্তাহে পাঁচ সাত দিবস ধরিয়া প্রায় দিবা রাত্রি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশের ভাব দেখিয়া প্রকৃত বর্ষাকাল উপস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অদ্যও আকাশের সে ভাব যায় নাই, মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি হইতেছে। বোধ হয় পৌষের শেষে বর্ষার ক্ষতিপূরণ করা হইল।

স্যুয়েজের একখানি ম যাদ পত্র বলেন এবার ব্রহ্মদেশে যেরূপ ধান্য জন্মিয়াছে আর কখন সেরূপ হয় নাই। বাজারে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ধান্য আসিতেছে।

ডাক্তার ম্যাকনামারা স্বদেশে গমন করিতেছেন, তাঁহার একখানি ছবি করিবার জন্য কলিকাতায় চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। সিমলার যে নেটিব হাঁসপাতাল হইতেছে ছবিখানি তথায় রাখা হইবে। জয়পুরের রাজা এবিষয়ে ১০০ টাকা দিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার বেত্তিয়ার রাজা কুমার হরকিশোর সিংহ প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্কৃত কালেজ দেখার ছল এবং মেডিক্যাল কালেজ দেখিতে আইসেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী এফ, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহাকে মাসিক ২০ টাকা করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত একটী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া রাজার ইচ্ছা। সংস্কৃত কালেজেরও যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র গবর্ণমেণ্টের ছাত্রবৃত্তি পাইবে না তাহাকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০ টাকা করিয়া একটী ছাত্র বৃত্তি দিতে এবং মেডিকেল কালেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রীকে একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২২ এ মাঘ মঙ্গলবার

সম্প্রতি আমাদিগের রাজ্ঞীর তৃতীয় পুত্র রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করে বলে, তিনি তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন। রাজপুত্র বলিলেন, তাহার যে কথা থাকে সে লিখিয়া তাহা তাঁহার গোচর করিতে পারে। এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন যখন সময় সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার স্কন্ধস্থলে ঘুঁসি মারে। কয়েকজন আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল কিন্তু সে উহাদিগের হাত ছাড়াইয়া পুনরায় রাজপুত্রকে আক্রমণ ও প্রহার করে। তৎপরে একজন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া উহাকে ধরিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লয়। রাজপুত্র পুলিসের প্রধান কমিশনরের নিকট তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মকদ্দমায় স্বয়ং রাজপুত্র কাহা রীতে [illegible] উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মন যে অন্যরূপ চলিত হইয়াছিল এটী সকলে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। এই মকদ্দমা লইয়া ইংলণ্ডে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের প্রতি ইংরাজদিগের ক্রমশঃ যে ভক্তি কমিয়া যাইতেছে, কেহ কেহ এই ঘটনাকে তাহার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল "ব'হ'দুর সাহ নামে এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য শিশুসন্তান পঞ্জাব হইতে [illegible] আনিয়াছেন। ঐ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় মানুষের মত, কিন্তু মস্তক অতি ক্ষুদ্র ও কর্ণ অতি দীর্ঘ, এবং সে মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারে না। ঐ শিশু গুজরাটের অন্তর্গত সাদৌলা দুর্গী নামক মসিদে কুড়িয়া পায়। উহাকে সাদৌলার ঈশ্বর করিয়া থাকে। পীরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিলে প্রথম সন্তান এই রূপ অবয়ববিশিষ্ট হয়। পীর আজ সেবকের নিমিত্ত এরূপ সন্তান দেন। দ্বিতীয় সন্তানের কোন প্রকার অঙ্গহীনতা থাকে না।

গবর্ণর জেনরল দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারিকে যে পত্র লিখেন এবং রপ্তানী বন্ধ না করার কারণ সকল প্রদর্শন করিয়া যে মিনিট লিখেন তাহা এক শিশু হইবার পর হইতে কলিকাতায় ৮ সের মূল্য গত শুক্রবার যেরূপ ছিল তদপেক্ষা কতক [illegible]। সাধারণ বাজারে ২৮/ হইতে ৩ টাকা এবং উত্তম বাজারে ৩ হইতে ৩।/১০ মণ বিক্রীত হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] দক্ষিণে শস্যের মূল্য অত্যন্ত [illegible] গত মঙ্গলবার [illegible] লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্টারি [illegible] রোধে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে [illegible] রাগণ্ড মে সে বাবু [illegible] উড্রো সাহেব কর্ত্তৃ [illegible] স্থাপিত হয়। [illegible] মাদ্রাজের সেণ্ট [illegible] জন টৈনন্ মেডিক [illegible] ওলি করেন। সৌভাগ্য [illegible] বজ্র [illegible]

...দিগের
...বিষয় ২ দুই লক্ষার
...ন্ত ধাম করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ ক'রয়াছেন।

ঢে লগ্রাফ-লেজেটে লিখিত হইয়াছে, এ'বছর বারাণসী সহ বাকীপুর ঢাকার সাম্যতা এবং পুরিয়ার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সবিবার প্রায় সমস্ত ...ংশ এঞ্চলে সর্ষপ ধান্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

১২ এ জানুয়ারি চাঁদিতে চাউলপিতে দুইটার তৎসহক ভূমিকম্প হয়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অন্ধ হইতে ৪৪৮৮৭ টাকা মূল্যের ৩৮১২ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হয়।

দিল্লী গেজেটের কার্যালয় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ১৮ ই জানুয়ারি স্বাধীন সিপাহী কয়েকজন সর্দারকে লইয়া এক সভা করিয়া কিরাটের সর্দার সর্দার বহাদুর জাসুদ খাঁকে (তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) পদচ্যুত করিবার পরামর্শ করেন। সর্দারেরা ইহাতে সম্মত না হইয়া স্বাধীনকে এক তাড়া তাড়ি করিতে নিষেধ করেন। স্বাধীন সিপাহী সর্দারদিগকেও চটাইতেছেন, তাহাদের যেরূপ মন্দ করিয়াছেন, সাজা দিয়াছেন তাহাতে ভূতপূর্ব ত্রিশবর্ষি যে পর্য্যন্ত না মিটিবেক ও ইসমাগণকে মিটাইবেন সে পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন না। এ ভিন্ন স্বাধীনের বিলাসিতাও কিছু বর্দ্ধিয়াছে।

গত সপ্তাহে আলাহাবাদ হইতে ফরর্দ মেণ্টের ৩৩০ টী টাকার বস্ত্র হারদ্বার আসিবে। তথা হইতে উহা করোলি সিপাহিদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। উহাতে ২০ লক্ষ টাকা ছিল।

ইংলিশম্যান কহেন ফরিয়াদের নাম উই লিয়ম হাসেল ২য় পল্টনের ৩৩ নম্বরের সিপাহী।

২ রা হইতে ১৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত আগরা হইতে ১৬১৭৫৪ মণ গম রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ১৭২৪৫ মণ মাত্র আমদানী হয়।

মিরাট নাসের ম্যাজিষ্ট্রিট সাহেব বিরেশে পদাঘাতির নিকট করযার, বলিয়াছি ভার করিয়াছেন।

একজামিনার ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে অধ্যাপক ওয়েন সকলে এমটী নূতন ডিগিট পক্ষী দেখিয়াছেন। ইহার ঠ্যাং ইহার পায়, পাখা মোড়া, পক্ষীটী মহুষ্য খাইতে ভালবাসে।

ষ্টাইমর অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক [illegible] লিখিয়াছেন, হলকেসের [illegible] মহাশয়ে ইংলণ্ডের [illegible] রাজের উপর [illegible] তিনি [illegible] বেন তাহাতে [illegible] ভার পরিচয় হইবে।

ব্রিটিশ [illegible]

[illegible]

স্থানে স্থানে অনেকগুলিকওয়ার্ক আরম্ভ হই য়াছে, তদ্ভিন্ন বিস্তর কোদালির প্রয়োজন, তাহাদিগকে বলিলে তাহারা অতি সত্বর উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। ষ্টেট সেক্রেটারি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন। একটী কারখানাতেই ৫০ পঞ্চাশ হাজার কোদালির জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। টেলগ্রাফের সুবিধা হওয়াতে এক্ষণে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি এমনিই কার্য্যতৎপর যে কোদালির প্রয়োজন আছে কি না তাহা জানিবার জন্য এই অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আমাদের টাকা এইরূপেই নাশিত হয়।

দাদাভাই নাউরোজী বরদার গুইকুমারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মাউরে জীকে মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

বরদার গুইকুমার সলমন ষ্টাওয়ের দুটী রৌপ্য কামান আছে, সম্প্রতি তিনি দুটী সোণার কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। গুইকুমার যদি চরা হইয়া এই রূপ ঐশ্বর্য্য নাশ করিতেন, একথানি সোণার কাস্তে গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

রাজীর গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিয়ম হইয়াছে ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সৈন্যগণ এখন অবধি যেমন তিন অর্দ্ধ সের মাংস অর্দ্ধ সের রুটী এবং সেরু সের আলুর কাষ্ট পাইবে।

প্রিন্স অব ওয়েলস জেটবাটি ওস্টি এবং কর্ণীহার আদি অনেকগুলি বড় লোক গত মেইল ষ্টীমারে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা ব্যাঘ্র শীকারের জন্য মধ্য ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছেন, তৎপরে নেপালে গমন করিবেন, কি উদ্দেশে তথায় যাওয়া তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ব্যাঘ্র শীকার ত বাহিরের কথা, মনের কথা কি? ব্যাঘ্র শীকার, না, সিংহ শীকার?

আমাদিগের মধ্যম রাজকুমার প্রুশীয় সৈন্যের একজন কর্ণেল হইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন রাজপুত্র আর কখন প্রুশীয়ার সৈন্যের পদ গ্রহণ করেন নাই।

২৪ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত আহারীয় শস্যের মূল্যের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্দ্ধমান হাবড়া ২৪ পরগণা যশোহর রঙ্গপুর পাবনা ঢাকা ফরিদপুর পাটনা গয়া সাহাবাদ পূর্ণিয়া সাওতাল পরগণা মযমনসিংহ এবং ফরিদপুরে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা হাবড়া বহরমপুর ত্রিহুত সাহরসা চম্পারণ কটক বালেশ্বর ভাগলপুর মোজাফরপুর গোয়ালপাড়া হুগলি এবং কলীপর্ব্বতে মূল্য হ্রাস হইয়াছে। রিপোর্টে আর যে ১৫ টী বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মূল্য সমান রহিয়াছে। বিভাগীয় রিপোর্টে দেখা যায় চট্টগ্রাম ভিন্ন সকল বিভাগেই বৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণে বৃষ্টি দ্বারা উপকার হইয়াছে, তবে ভয়ঙ্কর সরিষা প্রভৃতির কীটক অধিক হইয়াছে, শিলাবৃষ্টি হওয়াতেও স্থানে স্থানে কীটক অধিক হইয়াছে। বর্দ্ধমানে জ্বর হইতেছে, হাঁকুডায় বসন্তের বৃদ্ধি হইয়াছে। বীরভূম হইতে এখনও রপ্তানী চলিতেছে। বৃষ্টি দ্বারা মেদিনীপুর হাবড়া ও হুগলীতে শস্যের উপকার হইয়াছে, তুলি কর্ষণ কার্য্য বিলক্ষণ চলিতেছে। ২৪ পরগণায় আজিও জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। মুরসিদাবাদে তুলি কর্ষণযোগ্য হইয়াছে এবং মহাজনেরা রাইয়তদিগকে অগ্রিম বীজ দিতেছে। মালদহের স্থানে স্থানে লোকের কষ্টের কথা শুনা যাইতেছে। বৃষ্টি নিবন্ধন রাজসাহী রঙ্গপুর বগুড়া এবং পাবনার শস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে বাখরগঞ্জে বৃষ্টি হয় নাই কিন্তু শস্যের অবস্থা উত্তম। ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সংবাদ মন্দ নয়। বিল টিপারার তৎসে স্থানে বাজারে অল্প পরিমাণে চাউল থাকাতে কষ্ট হইয়াছিল। নয়াভাঙ্গার অনেক দেশ আমা জন্মিয়াছে, সরিষা উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু গম ভাল জন্মে নাই। চম্পারণে শস্যের অবস্থা মন্দ, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। ভাগলপুর মুঙ্গের সাঁওতাল পরগণা উপবিভাগে কষ্ট হইয়াছে, উড়িষ্যার সংবাদ ভাল। সিংহভূমে রিলিফওয়ার্কে লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। এখানে বৃষ্টি হয় নাই। মানভূমে বৃষ্টি দ্বারা যব ও গমের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আশায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত প্রদেশের শস্যের অবস্থা উত্তম। ১৩ এ জানুয়ারি গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প হয়।

ডাক্তার হইতে এক ব্যক্তি মান্দ্রাজ মেইলে লিখিয়াছেন, তথায় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণ বিভাগে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তিনবেলিতে শস্য দুর্ভিক্ষ সময়ের ন্যায় অগ্নিমূল্য হইয়াছে। এখনও এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক উপকার হয়।

পিয়নিয়র বলেন, মেলবিল সাহেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন, এখনে তাহার মীমাংসা হইল না, এবিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট গিয়াছে। মেলবিল সাহেব এক মুসলমানীর মুখে পাঁ য়া খাঁওয়া গ্রহণ দ্বারা কি বিপদেই পড়িয়াছেন! এখন ভালয় ভালয় তেতুল গাছটী পাইলে হয়।

মাদ্রাজের লর্ড নেপিয়র মাদ্রাজ হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিতেছেন। বোধ হয় ১২ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এখানে উপনীত হইবেন।

পিয়নিয়র বলেন, নীরাপুরের কমিশনর হত্যাপরাধে অযোধ্যার ঠাকুর জোয়াহির সিংহের প্রতি যে মৃত্যাজ্ঞা দেন, আপীল করাতে সে যাত্রায় ফুর্ত্তসহাল কমিশনর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইনি ২০ লক্ষ অধিপতি। এক্ষণে ইহাকে লক্ষ্ণৌএর জেলে ৭ বৎসর থাকিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে ১৮,১০০ পাউণ্ড টাকা প্রেরিত হয়। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু কম গিয়াছে।

[illegible]

গিয়া। ... করিতে পারেন নাই। তিনি ... যে একটী কোটেসে গিয়া ছিলেন, ... হস্তস্থ শিলার ২ ছুই রাজার টাকা ... একটী ইস্টকান্ত্রী চুরি গিয়াছে।

... পূর্ব আমেরিকার বিবাহের সম্বন্ধ ... একটী কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া ... কোন যুবক একটী অতি রূপবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ সর্বদা বেড়াইতেন, তাহার ... ক রতেন ও অন্যান্য প্রণয় সম্ভা- ... ক করতেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করেন নাই এই তাঁহার অপরাধ। যুবতী তাঁহার বিরুদ্ধে সমন্ধ ভঙ্গের নালীশ করেন। অন্য বলেন, যুবক যুবতী বিবাহ করিবার কোন কথা বলেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যখন যুবতীর পাণীপীড়ন প্রভৃতি প্রণয় সম্ভাষণ করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই মনে মনে বিবাহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যুবতী ত্রিশ হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। কিন্তু অধিক পীড়ন না করিলে কেবল মাত্র পাণীপীড়নের নালীশ হয় না।

কলিকাতার সেণ্ট্রাল কোঅপরেটিব কমিটী নামে একটী সভা স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়, ... কল্য বৈঠকে তাহার অনুষ্ঠান নার্থ টাউনহালে একটী বৃহতী সভা হয়। গবর্ণর জেনরল একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ চাঁদা দিবার জন্য সাধারণের মন আকর্ষণ করেন। এ নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজী তাঁহার নিজ তহবিল হইতে ১০ হাজার টাকা দিবেন টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। এ ভিন্ন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের সর এফ হালিডে, সর এ ফ্রেজর প্রভৃতি অন্যান্য সভ্যগণও অনেক টাকা দিয়াছেন। বর্দ্ধমান এবং জয়পুরের রাজা প্রত্যেকে ২০ হাজার করিয়া দিয়াছেন লর্ড মর্থব্রুক এই সকলের উদ্যোগকর্তা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে দুর্ভিক্ষের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বলেন। তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া একটী সেণ্ট্রাল কমিটী স্থাপন দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ এই সভায় কার্য্যপ্রণালী অবধারণ করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। সকলেই এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। অবশেষে সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ইহার পরে সেণ্ট্রাল কমিটীর এক অধিবেশন হয়। সার রিচার্ড টেম্পল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী এক্সিকিউটিব কমিটী নিয়োগ করেন। অমরেন্দ্র শরাফ ইহার সভাপতি হন এবং অমরেন্দ্র ইহুদিন অমরেন্দ্র সহায়সাহজমল রেন্দ্র বার্থার্ড এবং অমরেন্দ্র বিপুলর মিত্র রাজা যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবু হুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি অনেকগুলি বেসরীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ও প্রধান লোক উক্ত কমিটীর সভ্য হন। সভাপতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম সভ্যগণের গোচর করেন। লাট মর্থব্রুক ১০ হাজার, অমরেন্দ্র মিত্র বেরিও ১ হাজার, এফ, বেরিও ১ হাজার এবং কাপ্তেন বেরিও ১ হাজার। ইহার পর সভাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যা ১১ ঘটিকার সময় এক্সিকিউটিব কমিটীর প্রথম অধিবেশন হইবে। আমরা শুনিলাম রাজা কমলকৃষ্ণ ১০ পাতিয়ালার রাজা ১০ এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ রাজার টাকা দিয়াছেন।

২৫ এ মার্চ শুক্রবার।

ভারতবর্ষের কোন কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া আফিস কর্তৃক যে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় তাহাতে সাধারণ অর্থ ব্যয়ে যত হয় বিষয়ে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। রেঙ্গুণ বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানের প্রস্তাব হয়, তন্মধ্যে একটী কলের আবশ্যকতা আছে। শান্তি নামক জাহাজে ঐ কল রেঙ্গুণে আনিবে এইরূপ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়, প্রতি টন ৪৫ টাকা ভাড়া স্থির হয়। যে জাহাজে ঐ কলগুলি আসিতেছে উহা আজি পাঁচ মাস সমুদ্রে আসিতেছে অদ্যও উপনীত হয় নাই। ঐ কল ষ্টীমর যোগে স্বয়েজ খাল দিয়া পাঠাইলে, হইত প্রতি টন ৩০ টাকা ভাড়ায় হয় মাসের মধ্যে এখানে হইত।

বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ দ্বারা উক্ত প্রেসিডেন্সির পরিচালন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে ... ব্যয় হইবে ৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ... টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন, অবশিষ্ট ... টাকা বোম্বাই নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দিবেন। ... গবর্ণমেণ্ট আপনারা ... করিবেন, ... করিবেন, ... করিবেন,

২৯ এ মাঘ শনিবার।

গত সপ্তাহে রেঙ্গুনে ডবলিউ মর্গেন নামক একজন মিশনরি মাজ্রাজ হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার পিতা আসিয়া বলপূর্ব্বক ঐ বালককে তাঁহার বাটী হইতে লইয়া গিয়াছে, অতএব ঐ ব্রাহ্মণকে তাহার সন্তানকে উপস্থিত করিবার জন্য তলব করা হয়। হাইকোর্ট তাহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। বালক উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় নাই, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পিতার সহিত বাটীতে গিয়াছেন এবং বাটীতে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা। মকদ্দমা ডিস্‌মিস হইয়াছে। মিশনরিরা কবে ছেলে ধরা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন?

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট নুই নেপোলিয়নের দুহিতা পিয়ারী বোনাপার্টির অবস্থার বিষয় শুনিলে চক্ষে জল আইসে। তিনি এক্ষণে উদরান্নের জন্য লণ্ডন নগরে একটী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি পারিসে কাপড় ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। এটী ফরাসী জাতির সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্য কি চঞ্চল, অবস্থার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!!

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ জানুয়ারি। বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই বি, গডফ্রে কিছুদিনের জন্য ভার পাইলেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪।৭৫ অব্দে মেদিনীপুরে সেটলমেণ্ট কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং তথায় রহিলেন।

২১ এ জানুয়ারি। সহকারী কমিশনর কাপ্তেন ই, জি, লিনিওইন চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন, আপাততঃ তিনি উপায়রে পোলিটিকাল এজেণ্ট হইবেন।

৩০ এ জানুয়ারি মৌলবী আবদুল মজিদ তীয় শ্রেণীতে পুর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, উইল পাইয়া বিত্ত হইলেন।

৩১ এ জানুয়ারি। পুর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর ঐ পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে হুগলীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পর্ব্বত প্রদেশের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর লেপ্টেনণ্ট এ, ই, গর্ডন উক্ত পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এম, ডুয়াণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ জানুয়ারি। স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু বিদ্যাধর দাস টপায়ার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটারি হইলেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মুরশিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য হইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, বারলো রঙ্গপুর মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান হইলেন।

রিচর্ড টেম্পল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। হোয়েলি সাহেবের যে জরিমানা হয় এবং যাহা দিতে অস্বীকার করাতে তিনি কারারুদ্ধ হন, সেই জরিমানা দিয়া তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন।

মার্শল গ্যাবলেণ্টস আত্মহত্যা করিয়াছেন

৩১ এ জানুয়ারি। কালিষ্টরা এখনও বিল ধোয়া অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।

মার গার্ণেট উলসলি পত্র হাতে উপস্থিত...

বিপক্ষদিগের দুইখান পত্র সঙ্গে লইয়া আইসেন, সে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল পত্রের মর্ম্ম কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি। ডিউক অব আর্গিল ২৩ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ লাভ মর্ব্বজনের অবলম্বিত উপায় সকলের অনুমোদন করিয়া রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে তাঁহার যে সকল আপত্তি আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি। যে সকল মেইল কলিকাতা হইতে ৯ই জানুয়ারি এবং বোম্বাই হইতে ১২ই জানুয়ারি ছাড়ে উহা অদ্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট রেপবলিকান মেয়রদিগকে পদচ্যুত করিতেছেন।

অর্দ্ধম পার্লিয়ামেণ্টের জন্য আলসাক ও লোরেন্ হইতে ১২ জন ফরাসী মনোনীত হইয়াছেন।

পোসেনের আর্চবিশপকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯ এ জানুয়ারি কেপ টৌন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্টিদিগের রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একজন ওয়েস্‌লিয়ন মিশনরিকে সার গার্ণেট উলসলির নিকট পাঠাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ধান্য রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে যে মিনিট লিখিয়াছেন মিথে তাহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

* * * * *

"বঙ্গদেশ হইতে সাধারণ লোকের খাদ্যোপযোগী চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া উচিত ছিল কি না? এইটীই প্রকৃত আলোচনার বিষয় এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ******

১৮৭২।৭৩ সালে যত চাউল রপ্তানী হইয়াছে ১৮৬৪ সাল অবধি এই [illegible] সময়ের মধ্যে [illegible]

অপেক্ষা অধিক হইবে না এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যাইতে পারে।

১৮৭২-৭৩ সালে বঙ্গদেশ হইতে সমুদায় ১৪।২৮০০০ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে প্রায় ২২৪০০০০ মণ টেবল রাইস ইহার মূল্য অধিক এবং ইহার গঠন স্বতন্ত্র প্রকার, সুতরাং ইহা এদেশের সাধারণ লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এপ্রকার চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা বোধ হয় কাহারও অভিপ্রেত নহে। কারণ তাহা করিলে কৃষকদিগের ঐ চাউল বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী অন্য চাউল ক্রয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

অতএব ১২৪৮৮০০০ মণের রপ্তানীর বিষয় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। ইহার মধ্যে ৫২৯২০০০ মণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার স্থানে স্থানে প্রেরিত হয়, ৪৪৮০০০০ মণ মরিশস দ্বীপ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ শ্রেণী প্রভৃতি স্থানে প্রীত হয়। এই সকল দ্বীপে ভারতবর্ষের যে সকল মুটীয়া গিয়া বাস করিয়াছে এতদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ২৭১৩০০০ মণ গ্রেটব্রিটেন ও পারস্য উপসাগর প্রভৃতি অপরাপর স্থানে প্রীত হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে রপ্তানী নিষেধ করিয়া আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য এবং উপযুক্তরূপ সংবাদ না দিয়া উপনিবেশবাসি মুলাদিগের আহার বন্ধ করাও যুক্তি ও কার্য্য। যদি সকল প্রকার চাউলের রপ্তানী বন্ধ করাও হয় তাহা হইলে সে চাউলে অল্পই লাভ দেখা হইবে, কারণ যখন বঙ্গদেশের ৬,০০০০০০ লোকের অনাহারার্থ প্রতিদিন ৮৪০০০০ মণ চাউলের প্রয়োজন তখন এই অল্পমাত্র চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিলে চাউলের মূল্যের অতি অল্পই সস্তা হইবার সম্ভাবনা।

কেহ কেহ বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী [illegible] আশ্বাস হয় এবং [illegible]

এরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী বন্ধ করিবেন, এই আশ্বাসে [illegible] আশ্বাস হইবে, তাহা ও বোধ হয় মুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

কি ভারতবর্ষে কি ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ নিবারণের একটী প্রধান উপায় এই—চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে সস্তা করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করে। আমার বিবেচনায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার সময় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া যদি সস্তা দরে ইহা দেন, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষনিবারণ সম্বন্ধে কিছু হইতে পারে না। রপ্তানী বন্ধ করিলে যে অল্প পরিমাণ শস্য অধিক হইত, মূল্যের হ্রাস নিবন্ধন আবশ্যক হইয়া লোকে অল্প দিনের মধ্যে তাহা আহার করিয়া ফেলিত। তাহা আমি স্বীকার করিলাম যে, আমি মূল্যের হ্রাস সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছি তাহা ঠিক নহে। রপ্তানী বন্ধ করিলে চাউলের মূল্য যত অধিক পরিমাণে কমিত না, এবং লোকের যত বাড়িত না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও আমি দেখিতেছি যে তাহাতে আপাততঃ যদিও কিছু উপকার হয়, উত্তরকালে বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

আমার বোধ হয় আহারীয় শস্যের রপ্তানী প্রথা বঙ্গদেশের ন্যায় ঘটিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক। কারণ এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সচরাচর যেরূপ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে হয়। দুর্ভিক্ষের সময় অন্যান্য মূল্য বৃদ্ধি হইলে সেই শস্যের অধিকাংশ দেশে রাখিয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়! দুর্ভিক্ষের [illegible] থাকে কখন জানাই [illegible] কখন হয় নাই। [illegible] প্রেরণ করিতেছি।

/ মহাশয় ; নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে আপনাকে বাঙ্গলাভাষায় একখানী চিঠি লিখিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমরা সোমপ্রকাশ সম্পাদককে উকীলের ন্যায় সাক্ষী সাজাইতে দেখিলে সুখী হইব না, আপনি জজের আসনে থাকিয়াই উকীলের কার্য্যটী সম্পাদন করেন ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। খোকা কর্ত্তার মিষ্টুর ব্যাপার দর্শনে যেরূপ দুয়োগা মিডলটন কটলেজ সাহেব ব্যথিত হইয়া সম্বরণ বাক্য দ্বারা সাধারণের চিত্তে ক্লাওয়ান সাহেবের মিষ্টুরাচরণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন সেইরূপ ওকালতী লইতে গ্রাহ্য হউন।

গ্রামীণের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলা ভাষার বরসাধনে মহৎপরিকর হইয়াছেন। এখন নীরব থাকা দেশীয় ভাষার পত্রিকা সম্পাদকদিগের চিরপোষকতার চরম কাপুরুষতার লক্ষণ। যেসকল সম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী তাঁহারা নীরব থাকুন, কিন্তু সোমপ্রকাশের দৌনাবলম্বন লোকে পায় না। কয়েক দিন গত হইল বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের ২য় শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার অধিকার রহিত হইয়াছে, বঙ্গীয় পত্র সম্পাদকগণের অনেকে মূল বিশেষে এক ধারা ছেড়া কাঁথা লইয়াও আপনাদের পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ অধিকারচ্যুতির বিষয়টী (দুই একজন সম্পাদক দোষ এড়াইবার মত দুং এক কথা বলিয়াছেন) কাহারো পত্রিকায় স্থান পায় নাই, সোমপ্রকাশ কি ঐ সময়ে কিছু বলিয়াছিলেন ?

এইক্ষণ মাতৃভাষার মুলোৎপাটনের চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর সাহেব কেবল মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিসাধিকা সংস্কৃত ভাষাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবার ডাইরেক্টর সাহেব (বোধ হয় প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য) বাঙ্গলাকে একেবারে নির্বাসন দিলেন।

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের পরীক্ষা হইবে না, ইহা সার জর্জ্জ কেমেরণের আদেশ। এক মাত্র মধ্যবিদ্যালয় স্কুলেই বাঙ্গলা শিক্ষা হইত, এবার তাহাও রহিত হইল। নিম্নে সংক্ষেপে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জন্য মধ্যবিদ্যালয় স্কুলের পাঠ্যের উল্লেখ করা গেল। ১ম ২য় ও ৩য় বর্ষীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ সন্ধি, কারক, এবং সহজ সমাস। অলঙ্কার রাট, গণিত এক কালে পাটীগণিত হইতে আরম্ভ করিয়া বীজগণিতের একুইটী পর্য্যন্ত, ক্ষেত্রতত্ত্বের ১১শ পুস্তক, ত্রিকোণ মিতি, অষ্টাদশ বক্র প্রকার সম্বন্ধ, বিজ্ঞান রসায়নতত্ত্ব, ভূগোল কেবল মধ্যশিক্ষার ও গ্লোব হইতে, প্রাকৃতিক ভূগোল ইংরাজী পুস্তক হইতে, শিক্ষা প্রণালী কেবল আদর্শ শ্রেণীতে, ইতিহাস ইংলণ্ডের ২য় ভাগ, ভারতবর্ষের ১ম ও ২য় ভাগ, ইতিহাসসার (সমুদয় পৃথিবীর ইতিহাস)। আমি সংক্ষেপে আপনার গোচরীভূত করিলাম, এখন হয় আপনি কর্ত্তৃপক্ষের ওকালতী গ্রহণ করুন, না হয় আপনার চিরাভ্যস্ত নিরপেক্ষতা সহকারে আপনার মত ব্যক্ত করুন। ইংরেজ এত গণিত লইয়া কি করিবে ? ত্রিকোণমিতি লইয়া আমাদের কি, এ, এসেরাই যাহা করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট হইতেছে। আমি এক দিবস একজন বি এর নিকট ত্রিকোণমিতি বুঝিতে গিয়াছিলাম। তিনি উত্তম রূপ বুঝাইয়া দিলেন যে কলেজ ছাড়িবার পর আর উহা কাহারো মনে থাকে না, তবে যদি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হয় তেটা করিয়া বুঝে ইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮৭৪ জনৈক ছাত্র

২৪শ জানুয়ারি।

মহাশয় ; বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু যেসকল স্থান বহুজনাকীর্ণ ও রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছে উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্থান অ-
পবিত্রতেছে। উদাহরণ, এলাহাবাদের

আজি কালি ৯ দ কটী সুপ্রসিদ্ধ জলপান ও হিন্দুদিগের সর্ব্ব পবিত্র তীর্থস্থান, অধিকন্তু বাণিজ্যের বন্দর ; যে নানা স্থান হইতে নানা জাতির বহুল পরিমাণে সমাগম হওয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে কাশী প্রভৃতি স্থানসকল যদু পরিবর্ত্তনের ও স্বাস্থ্য লাভের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং যাহারা এই সকল স্থানে আসিতেন তাহারা শীঘ্রই তাহার ফল প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু এক্ষণে সহজে স্বাস্থ্য লাভ করা দুরূহ। পূর্ব্বাপেক্ষা এইস্থানটী দূষিত হইবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ এখানকার রাস্তা গুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং সহরের বক্র প্রকার ঘরগুলি উহার দিয়া দিয়া নির্গত হইয়া গঙ্গার অভিমুখে ধাবিত হয়। তাহাতে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুর্গন্ধময় পদার্থ নিক্ষিপ্ত হয় যে খুব যত্নে বাস করা দুরূহ হইয়া উঠে। পথিকগণ ও নগরবাসিগণের যে কিপর্য্যন্ত দুর্দশা তাহা বর্ণনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় অট্টালিকা সকল উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় ঐসকল বাষ্প উত্তমরূপে বহির্গত হইতে পারে না ও নিতান্ত মধু কোন কালে বন্দোবস্ত করে কি না সন্দেহ। যদি রাস্তা গুলি উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে পথিকদিগের অনেক কষ্ট দূর করিতে হইত না। এখানকার রাস্তাগুলি বড় বড় প্রস্তর দ্বারা সজ্জীকৃত ও বিশৃঙ্খলরূপে আবদ্ধ। তন্নিমিত্ত নিম্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ উত্থিত হইবার আশ্চর্য্য কি ? তৃতীয়তঃ উপরিউক্ত রাস্তাগুলির সহিত সূর্য্যদেবের এরূপ শত্রুতা যে বৎসরের মধ্যে তিনি একবার আপন কিরণ বিস্তৃত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। চতুর্থতঃ এখানকার অধিকাংশ লোকে গঙ্গার জল সর্ব্বদা ব্যবহার করে। সহরের বাসা সকল গঙ্গার দিকে আগুয়ান ও অনিয়মিতরূপে চতুর্দ্দিক হইতে স্রোত আসায় তীরস্থিত জল এরূপ ঘন্যাও দূষিত হইতেছে যে অল্পক্ষণ মধ্যে তথাকার [illegible]

সম্প্রতি এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাসপাতাল কর্ণাটকে সহরের বাহিরে দুই একটী মুক্ত-স্থান ছাড়া করণা দিয়াছেন। এদেশের লোকে এতদ্রূপ 'মফঃস্বলে' বাসস্থাপন ক'রিতে চাহে। মফঃস্বলবাসিদিগের সাধি টাকা রূপ আনে অর্জ্জিত ও হইয়া চীৎকার ক'রে না। সুতরাং উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া তদ্বিষয়ার্থ হস্তক্ষেপ হইতে সভ্যগণ হইতে চাহ করে না। এখানে যে কয়েক শ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন তাঁহারা এতদ্রূপ মহকুমার ধার ধারেন না। তাঁহারা প্রায় দুইক্রোশ অন্তরে সিক-রোল সংযুক্ত স্থানে বাস করেন। বিদ্যুদ্বাণী ও মধ্যগত বাঙ্গালিদিগের ন্যায় দুর্ব্বাপার নহেন। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যাহাতে স্বাধী মগরটী স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে সবর্দ্বিষে তৎপর হওয়া। উপায় বিধান বিষয়ে সকলে যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

১৭ ই মার্চ) শ্রীউপেন্দ্রকুমার সর্ব্বগুপ্ত—
১২৮০)

—

মহাশয়! উপস্থিত দুর্ভিক্ষে নিম্নশ্রেণীর উপরিস্থ মোগ্রীন প্রজাবর্গের কি প্রকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী, নিম্নস্থ শোচনীয় ঘটনা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

কতিপয় দিবস গত হইল প্রসিদ্ধ গ্রাম মধ্যস্থ নাপিতা গ্রামে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন একদা প্রাণে প্রপীড়িত হই, এমনকি পেটের দায়ে অভাগা, যার পত্নী ও সন্তান অন্নের জন্য বাটী গৃহাদি যাবতীয় গৃহজন্য বিক্রয় করিয়া অবশেষে সর্ব্বান্ত হইয়াছিল। এক দিন বেলা দুইটার পরে কোনও প্রকারে খাদ্য যুটাইতে না পারিয়া পড়িয়া আছে। (সম্ভ্রম নষ্ট করে ভিক্ষাও অবলম্বনে পরাঙ্মুখ) এমন সময় সন্তানগুলি যেমন কাঁদিয়া, খাবার চাহিয়াছিল, মাতা অনুপায়ে সন্তানের মুখ দেখিয়াই বিদীর্ণ হইয়া "খাবার দিতেছি" বলিয়া

[redacted]

কাঁদিতেছে। আহা, আমাদের দেখি দুঃখে যার বুক ফেটে যাচ্ছে! যার! আহা, এমনি দুর্দিনের সময়ে দেখিলেন খাদ্য যোগাড়ের [illegible] হীন, আমিলেন তিনি এতদ্রূপ অন্ন যুগিত সন্তানগণের হাতে, রোদন-বন্ধুত্ব পরিত্রাণ পাইলেন!! কিন্তু আমি কি খাইব?

অবশেষে নিরুপায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ প্রতিবাসীর বাটীতে খাদ্য প্রার্থনার্থ সন্তানগণকে যাইতে বলিলেন; বালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সকল বলিলে তিনি পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে আসিলেন, এবং বীর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অতিশয় বিষণ্ণভাবে গলদেশে বস্ত্র প্রদান করিলেন, আবার অনতিবিলম্বেই দুরন্তপ্রকাশ্যা পতিপ্রাণা সতীর পতির প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়া পাপের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন!!!

কি ভয়ানক! মহাশয় বলিতে কি এত দেখিয়া শুনিয়াও অনেকে বলিতেছেন, "বড় গোল শুনা যাইতেছে তত নয়" যাহা হউক আমরা ইহা দুঃখিত চিত্তে বলিব যে গবর্ণমেণ্ট অবলম্বিত উপায়ে সমস্ত শ্রেণীর লোক কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

শ্রীশশী) শ্রীঃ—
১৯ ই মার্চ)

—

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য ৫-৫৭ ৬ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

মহাশয়	কত সংখ্যা
"	রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়—শুক্তা
"	গোবিন্দচন্দ্র রায়—মৌগ্রাম
"	কৃষ্ণলাল মৈত্র পাণ্ডুয়া
"	দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁকারিটোলা
"	মতিলাল দে—চাঁদরাঘাট
	কৃষ্ণলাল চৌধুরী—বালদহ

[redacted]

বিদ্যার্থীদিগের মুদ্রিত মূল্য দিবার সময় উপস্থিত হইয়া আসিতেছে, সোমপ্রকাশের সম্পাদক পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া [illegible] দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। [illegible] হইলেও একবার স্মরণ করিলে ক্ষতি নাই, তাহার পর [illegible] যাইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রেরণ করিবেন, তাঁহারাও সেই সংখ্যা অবধি প্রেরণ করা চাহিবে না।

[redacted]

লোণাপুর [redacted]
শ্রীযুক্ত [redacted]

সোমপ্রকাশ

৩৯ খ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম মাণ্ডাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৫ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৪। ১৬ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, টাকা এবং মাণ্ডাসিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রেমোদিনী ১ খণ্ড। মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। ইহাতে কাব্যামোদী সহৃদয় ব্যক্তির প্রমোদকর কয়েকটী উৎকৃষ্ট অভিনব পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে কটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজি ফরমার অনূন ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেঙ্গল টাইপোর্য্যের ষ্ট্রিট ৩০ নং ভবন পুস্তকালয় এবং পাকুড় প্রমোদিনী সভায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০।

কেম্পবেল ট্রীটমেন্ট নাম ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এনট্রেন্স ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু বয়েজ কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

	মূল্য	ডাকমাশুল
রোগ বিচার	৬	।০
চিকিৎসা দর্পণ মাসিক	৬	০
ধাত্রী শিক্ষা	২	।/০
বিছটিকা রোগের চিকিৎসা	।০	/০
ভ্যাকসিন প্রয়োগ	/১০	/০
শরীর পালন	।/০	/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাক্টীস অব মেডিসিন	১৮	৵০
এনাটমি	৪।০	।/
মাতৃশিক্ষা	২	।০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	।৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুবয়েজ।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানায় পেটী ষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডমাসের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

অফিস কিম্বা আন্নসংখ্য (গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ষ্টোরের লিষ্টি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রিমেণ্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর দিন ব্যতিরেকে প্রতিদিন দেখানহইবে।

টেণ্ডর গ্রাহ্য হই লে এগ্রিমেণ্টের ফরম স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ষ্টাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যে যেমন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং তদনুরূপেই দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার ষ্টোরস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত লাম্নে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে।

টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপায় ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকায় ছুই খান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অল্প দরের টেণ্ডর হইলেই যে গ্রহণ করা হইবে এমত নহে এবং কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অডবাজের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

তিনি [illegible]

বা অন্য কোন টেংরর অথবা যে টেণ্ডর কোন দ্রব্যের মূল্য পড়ুন ২৫ ৲ ধার্য হইয়াছে তাহা জানুন না, দেখিয়া অগ্রসর করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরে সহিত সমঝমেন্টের কাগজেই ৩টাকা অথবা ষ্টেমটেই ইউক ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেন্টের পত্র লেখা হইলে কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ১৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডমাজের অফিসে উক্ত কারখানার সকল টেণ্ডর খুলিবেন এবং টেণ্ডর দিয়াছেন তাঁহারা সেই সময়ে উপস্থিত থাকেন।

ডমরদহ। এ, ওয়াটসন কাপ্তেন
কারখানা এ ফিল্ড } আর, এ,
২৬ এ জানুয়ারি } কমিসরি অব অর্ডমান্স
১৮৭৪।

যিনি ক্ষুর ও আয়না লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমাণু ক্ষুর ব্যবহার ও গুহ্য মার্গ বিষয়ক মূল্য ৬ পুস্তক এতদুভয় পুস্তকের সমস্ত মাসুল সমেত ৭ টাকায় পাইবেন, উক্ত পুস্তকে সাধনের ভাব বিস্তর আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা। ডাকমাশুল দুই আনা। শিরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

আমি শিব, ঠাকুর ত্রিলোচন পাল মহাশয়ের কাশ কাশাদি ৫৭ প্রকার অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া, আমি বহুদিন নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাসকাশ, কফকাশ, ক্ষুদ্র ও মহৎ রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। ঐ পত্রসকল আমার নিকট থাকে দেখা

ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু মহাশয় বালাতে অবস্থিতি করিতেছি। তাঁহার কলিকাতা বলরামপুরের ৬ নং ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাঞ্ছা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

—:০:—

মেডিসিনাল পুরিন্স
অর্থাৎ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ যাহা মেডিসিনা ভেরিতে ব্রীস, বক্তল, পুরাতন বিষম, সংক্রান্ত পালাজ্বর এবং অন্যান্য দুইন ইন ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিন্স ৷৷০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং
হুগলীস মেডিসিনেল হাল
কলুটোলা পুর, কলিকাতা।

দুঃখ ভঞ্জন পর্ব্বণমেন্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একজন প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতন ৬০ টাকা মাত্র। যাহারা বি, এ, পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শিক্ষা কার্য্যে নিপুণ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য।

মুসলমান ফজ মহম্মদ } শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষাল
মন্দির রাধা ডাকঘর } সেক্রেটরি
শুভ লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকর্পসের প্রেসি
ডেন্সী কারেক্সের উত্তর পূর্ব্ব দিগ
দ্বিতীয় সারি
ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আমাদের দ্বারা গ্রন্থের মুদ্রিত প্রত্যেক ফর্ম্মা পরীক্ষা করিতে পারে। উপযুক্ত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য লওয়া যায় না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই গ্রন্থালয়ে

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহারো গ্রন্থের নিম্নলিখিত কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয়, জানাইলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

সিমলিং, ইট, ফ্যাগুরি ওয়ার্ক, ফিল্টারিং প্রস্তুত আছে।

ফ্লোর ব্রিক, এবং নির্দ্মিত মার্বেল পাথর এবং উহার সিমিত সাইজের অন্যান্য দ্রব্য যেমন ইত্যাদি।

ইংলণ্ডীয় মেসার্স ব্রাডের চাইনা ইট। মেডিয়াতে ফুরাইবার ফিলিপ ইংলণ্ডের চাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার ক্লে।

ষ্টীমের মর্টার ও ফ্যাক্টরি, যে কোন কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ক্লে দ্বারা পাইপ, চাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত নির্দ্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

ফুলঝোড়া।
৭ নং ষ্ট্রেচিয়ন

হইয়াছি। আত্মা দেহ মধ্যে সর্ব্বদা আনন্দে লিপ্ত ভাবে বিরাজমান আছেন। এই আত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া যত্র আনন্দ বিহারে ছুঁলে ত ছুঁলতে পারি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ভোগ করিতেছি, এক্ষণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে শ্রীযুক্ত কেশব বাবু যেন দীর্ঘায়ু হইয়া জ্ঞান শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জনগণের জ্ঞান চক্ষু কম্মালনে নিয়ত ব্রতী থাকেন।

১৮ শ্রীজয়নারায়ণ সরকার
২১ এ মধু মেং বাজারি বাগ।

পাকুটপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ কুমার চৌধুরি কবিরাজ ও মে যে ঔষধ চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেম। তাহা কবিরাজের ষ্টে.র.চৌধ সরকারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রঙ্গপুরের বাজারে গিয়াছে।

শ্রীহরকুমার বসু
রঙ্গপুর
ম্যানেজার

সোমপ্রকাশ।

৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

সব রেজিষ্টার নিয়োগ।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যে নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা এ বিষয়ে যতগুলি কথা বলিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটী এই, যাঁহাদিগকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে তাঁহাদিগের সাধারণের বিশ্বাসভাজন ও সচ্চরিত্র লোক হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে লাভজনক রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করার সুবিধা এই যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে রেজিষ্টরি করিতে হইবে। কিন্তু নূতন আইনানুসারে যে রেজিষ্ট্রেরা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টির বাহিরে থাকিবেন সুতরাং তাঁহারা সচ্চরিত্র লোক না হইলে লোকদিগকে অনর্থক অনেক ক্লেশ দিতে পারেন। বৈরসাধন মানসে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম ঐরূপেও করিয়া বহুদিন হাঁটাইতে পারেন এবং অন্যান্য প্রকারে কষ্ট দিতে পারেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করাতে অনেক স্থানে অধিবাসিদিগের বিশেষ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এমত দুই খানি পত্র পাইয়াছি। তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল। এক খানি খড়দহের সব রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে, আর এক খানি খানাকুল কৃষ্ণনগরের সবরেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে। খানাকুলের সবরেজিষ্ট্রারের বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদিগের অন্য কোন অভিযোগ নাই কেবল এই মাত্র যে তিনি মুসলমান। সেখানকার অধিবাসিদের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং একজন মুসলমানকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট আজি কালি মুসলমানদিগকে যেরূপ উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন করুন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে একজন মুসলমান রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সব রেজিষ্ট্রারকে অন্তঃপুরের মধ্যে আসিতে হইবে না হয় তত্র পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এরূপ স্থলে একজন মুসলমান উক্ত পদাভিষিক্ত হইলে কিরূপ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় খড়দহের সবরেজিষ্ট্রার আমরা ইঁহার বিষয় বিশেষ জানি না। ইঁহার প্রতি যে সকল দোষের আরোপ করা হইয়াছে, ইহি রাজপুরুষ সে সকল অপরাধে অপরাধী কি না তাহাও জানি না, কিন্তু যখন সকল সংবাদ পত্রেই ইঁহার বিপক্ষে কোন না কোন অভিযোগ দেখা যাইতেছে তখন ইনি যে সাধারণের বিশ্বাস ভাজন নহেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। যদি প্রদর্শিত যে যথার্থ হয়, তাঁহার ন্যায় অযোগ্য লোকের হস্তে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নহে

—:০:—

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ কি শিক্ষা দিতেছে?

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে দুইটী বিষয় বিশেষ রূপ শিক্ষা দিল। প্রথম, জলাশয়ের অভাব; দ্বিতীয়, রাস্তার অভাব যে সকল দেশকে শস্যের জন্য বৃষ্টির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তাহাদিগের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কোন কালে ঘুচিবে না। বঙ্গদেশ নিম্নতল এবং বহু নদনদীকীর্ণ। অতি অল্প বর্ষাতেই প্রায় সমুদায় দেশ জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনাবৃষ্টি হিয়া অল্পবৃষ্টি নিবন্ধন সচরাচর শস্য ক্ষতি উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকল বারে যে সমান বৃষ্টি হইবে কে তাহা বলিতে পারে? বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হইবার কি সম্ভাবনা নাই? যদি থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিবারণের কি উপায় স্থির করিতেছেন? আজি লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার চিন্তায় মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিয়া, কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া ও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যথা সময়ে ইহার এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয় করিয়া জল লাভের সুলভ উপায় করিয়া রাখিলে কি এরূপ বিপদ [illegible]

[illegible]

হয়ে এই সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া [illegible] আছেন। তাহার [illegible] পাইতেছেন। প্রথম [illegible] বৎসরে ৪৫ কোটি টাকা [illegible] হয় তাহাতে দুঃখ নাই, আবিসিনিয়া যুদ্ধে সর্ব্ব ১ কোটি ব্যয় হইতে পারে এমন্ত্রি কোটি হইলেও দুঃখ নাই। কিন্তু আমি, সুরক্ষা অথবা সুরক্ষা তম গবর্ণমেণ্টের ক্রোড়ে বাস করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, জগতের সভ্যতম ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতিদিগের সমক্ষে, দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের শত শত [illegible] যন্ত্রণা যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে, এই কথা স্মরণ হইলে বড় দুঃখ হয়। ঈশ্বর না করুন, যদি এক প্রাণীও অনাহারে চীৎকার করিয়া মারা যায় সে কলঙ্কের চিহ্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শিরে থাকিবেই থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] যত আয়োজনই করুননা কেন কিছুতেই সে কলঙ্ক অপনীত হইবে না। গার্হস্থ্য সভ্যতার লক্ষণ কি? যদি তাহার কোন লক্ষণ থাকে, তবে উপস্থিত বিপদ নিবারণ করা অপেক্ষা আশঙ্কিত বিপদ নিবারণ করাই তাহার লক্ষণ। হতভাগ্য ধনধান্যপূর্ণা ভারত ভূমির নির্ব্বাক সন্তানেরা আজ উদরের জ্বালায় জন্য চীৎকার করিয়া মরে, এদুঃখ ভাবিবার কি স্থান আছে? যে গবর্ণমেণ্টকে সেই ধন ধান্য অধিকার করিয়াও কতগুলি লোকের প্রাণ রক্ষা দেখিতে হইবে, সে গবর্ণমেণ্টকে হিন্দু অধিক আর কি বলা যাইবে।

"দ্বিতীয় শিক্ষার কথা এই। যেখানে [illegible] ভাবে আমি কিরূপ সুরক্ষা উপায় [illegible] পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন, দেখুন [illegible] বাস্তবিক [illegible] সম্বন্ধে—

[illegible] আমি [illegible] কি না সে কথা তুলে থাকুক, এখন যে সকল চাউল আমদানী হইতেছে তাহাও উপযুক্ত রাস্তা ঘাটের অভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রেরণ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এ কি সামান্য ক্ষোভের কথা। দেশের মধ্যে অতি সন্নিকটে প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য থাকিতে লোকে অনাহারে মরিতেছে এইরূপ ঘোলোঘোল হইয়া সে দিন হত ভাগ্য উঁড়িয়ারা দলে দলে মরিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে রাস্তা ঘাটগুলির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকিলে কি আর এরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইত। গরুর গাড়ীতে করিয়া অধিকাংশ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাওয়া যায় এরূপ গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা বর্ষা মাসে নদীয়া জেলায় ২৪ পরগণা প্রভৃতি যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি সকল স্থানেই এই অসুবিধা সপ্রমাণ করিয়াছি। নীত ও গ্রীষ্মকালে মাঠ শুকাইয়া যায় তখন বরং যাতায়াতের কিছু সুবিধা হয়, বর্ষাকালে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে যাইবার উপায় থাকে না। ব্যবসায়ীরা এক গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যগ্রামে লইয়া বিক্রয় করিতে পারে না। গোলায় ধান থাকে, ক্ষেতের কড়াই ও আলু থাকে, ঘরে জন্তু থাকে তাহাতেই কোন প্রকারে অরেষ্ট থাকিয়া লোকে বর্ষাকাল অতিবাহিত করে। রাস্তা ঘাটের অভাবে [illegible] গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে [illegible] পারে না। [illegible] সাহায্য, [illegible] সকল রাস্তা ঘাটের [illegible] এক দিকে, [illegible] উন্নতি হইতে, [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

কণ্ঠস্থ করিতেছি। কিন্তু কয় জন পুরুষ এই উপদেশের অনুসারে স্বকর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্ন সংকল্প হইয়াছেন? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"; পুত্র না জন্মিলে একবার দুইবার না হয় তিনবার পর্য্যন্ত দারান্তর গ্রহণের রীতি আছে; কিন্তু সেই পুত্রেরা যাহাতে সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা সকলে সমাজে হীন দরিদ্র ও মূর্খ জ্ঞান হইয়া না থাকিতে হয় সেজন্য সকলে সেরূপ ব্যস্ত নন। সন্তান সংখ্যা অধিক হওয়া পুণ্যের লক্ষণ, কিন্তু সেই সন্তানদিগের শিক্ষার্থে ব্যয় করা সকলে সেরূপ পুণ্য কর্ম্ম মনে করেন না। দেশ শুদ্ধ বালক যে মূর্খ হইয়া রহিয়াছে কিন্তু দেশ শুদ্ধ পিতা মাতা যে এবিষয়ে উদাসীন, সে কথা বলা যাহার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এই কার্য্যটী যত গুরুতর ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করা উচিত আমরা সকলে সেরূপ অনুভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। যাহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন নাই, প্রতীচ্য সভ্যতার চিন্তা ও ভাব সকলের সহিত পরিচিত হন নাই, সে সকল পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক যাঁহারা নিজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং শিক্ষার আবশ্যকতা যে কত শিখিয়াছেন, তাঁহারা ও এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী নন। মানুষ তিন ভাবে এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে পারে। প্রথম, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়, স্বার্থ লাভের আশায়, তৃতীয়, দায়ে পড়িয়া। যাহাকে জন্ম দান করিয়া এই কষ্ট দুঃখ পূর্ণ সংসারে আনিয়াছি, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া সেই কষ্ট দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিধান করা আমার কর্ত্তব্য, এই ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির কার্য্য বলা গিয়া থাকে। এই সন্তান সুশিক্ষিত হইলে উত্তর কালে উপার্জ্জনশীল হইবে এবং আমার দরিদ্রতাজনিত দুঃখ সন্তাপ দূর করিতে সক্ষম হইবে, এ প্রকার ভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বার্থের কার্য্য। আর এই সন্তান সুশিক্ষিত না হইলে চির দিন প্রতিপালন করিতে হইবে; অশেষ অনর্থ ও উপদ্রবের কারণ হইবে; এবং হয়ত বিবাহোপযুক্ত পাত্রী কিম্বা পাত্র লাভ করা দুষ্কর হইবে, এরূপ বুদ্ধিতে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা দায়ে পড়িয়া করা। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন প্রথম ভাবটী অতি উচ্চ এবং প্রকৃত ভাব, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেই উচ্চ ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেই অবশিষ্ট দুইটী ভাব দ্বারা চালিত হন। এই জন্যই আমরা পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য লোকের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাই না এবং সেরূপ ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাই না।

ইংরাজদিগের ব্যবহার এ অংশে অনেক উৎকৃষ্ট। পুত্র কন্যার বিবাহ যেমন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ ভার তাঁহাদের পক্ষে তাহা নহে। পুত্র কিম্বা কন্যা আজীবন অবিবাহিত থাকিবে এচিন্তায় তাঁহারা আমাদের ন্যায় বিষণ্ণ হন না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তিতা ও এক যৌথবান প্রথা প্রচলিত থাকাতে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালনের ভার পুত্র কন্যার উপর পড়িয়া থাকে, তাঁহাদের সমাজে সন্তানের উপার্জ্জনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা দূরে থাকুক অনেক পিতা মাতা সন্তান সাহায্য গ্রহণে চাহিলেও গ্রহণ করেন না, সুতরাং পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য তাঁহারা যাহা করেন তাহার অধিকাংশ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিয়া থাকেন। তবে [illegible]

আমাদের সমাজের এক ব্যক্তিকে এরূপ অনানুরূপ উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে যত ব্যয় আবশ্যক ইংলণ্ডের সমাজে তদপেক্ষা আটগুণ ব্যয় করিতে হয়। কারণ ইংলণ্ড ধনীদেশ ও ইংলণ্ডের সকল পদার্থের ন্যায় শিক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেও দেখিতে পাওয়া যে একটী ইংরাজ পরিবারের সমুদায় মাসিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের সহিত তুলনা করিলে পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক হয়। পুত্র কন্যার শৈশবাবস্থা হইতেই এত প্রকার চিত্র, এতপ্রকার পুস্তক, এত প্রকার খেলানা সংগ্রহ করিয়া থাকেন যে সে ব্যয়ে আমাদের একটী পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। অধিক কি ইউরোপীয় গৃহস্থ দিগকে সন্তানার্থ এত ব্যয় করিতে হয় যে দুই চারিটীর অধিক সন্তান হওয়া অধর্ম্মের ভোগ বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে অনেক পিতা মাতা গর্ভাধান হইতেই জন্মনিবারণ করিয়া থাকে। সন্তানের শিক্ষার ন্যায় যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার জন্য এত ব্যয় বাহুল্য করা যে সমাজে অপরিহার্য্য সে সমাজ স্বাভাবিক অবস্থাচ্যুত হইয়া সভ্যতার বিকার গ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তানদিগের শিক্ষাও ভাবী কল্যাণের জন্য ইউরোপীয় গৃহস্থেরা যেরূপ ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, সন্তানার্থে কোন ব্যয় অপব্যয় নহে, এটী যেন সকলের দৃঢ় সংস্কার থাকে।

সন্তান পাত্রের পক্ষে
আবশ্যক কি?

একটী প্রবাদ আছে যে এক [illegible] নিদ্রা

যাইতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা বহু দেশ ব্যবধান থাকিয়া বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। সংস্কৃত হিতোপদেশ ও সামন্ত চক্রের বর্ণনা স্থলে অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী রাজাকে অরি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। কেন এরূপ হয়? রাজা ও রাজ্য এবং সেন্ট এই সকল কথা না থাকিলে যেরূপ ভূখণ্ড সকল জীবের নির্ব্বিবাদে স্থান সমাবেশ হইত। রুসিয়া এবং ইংলণ্ড মধ্যে যেরূপ অল্পে অল্পে গ্রাস বন্ধ হইতেছে, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এক দিকে রুসিয়ার অধিকার, অপর দিকে ইংলণ্ডের অধিকার মধ্যে অফগান স্থান, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ সমূহ তথাপি আসিয়াতে এই দুই জাতির স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অনেক বিবাদ বিসম্বাদ, অনেক সন্ধি বিগ্রহের পর ইংলণ্ড সমুদায় আসিয়াস্থ পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ব্যবসা দ্বারা প্রথমে স্থাপিত হয়, প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে এক ছত্র রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে পদার্পণ করিয়া সেই শ্রমিত ক্রিয়া বিশেষ রূপে জাগরিত করিয়া যে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। আবার সম্প্রতি রুসিয়া বোখারার খাঁর সহিত একটী সন্ধি করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বোখারা রুসিয়াকে এক প্রকার করদ ও আশ্রিত রাজার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার রুসিয়াকে দেখা যায় সন্ধি ভূখণ্ডের মধ্যে নদীর পূর্ব্বোত্তর

[illegible] নগর আক্রমণের

[illegible]

রাজার অধিকৃত হয় নাই। বিংশতি বৎসর গত হইল এই প্রকার স্বাধীন অবস্থায় আছেন। খোকন খাঁ নামক এক ব্যক্তি ইহার বর্ত্তমান অধিপতি। রুসিয়া ইঁহাদিগকেও হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে।

রুসিয়া মধ্য আসিয়াতে কতদূর অগ্রসর হইতে চান তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার আর অবশিষ্ট কি? রুসিয়া কেবল আফগানিস্থান। সেখানে যেরূপ গোলযোগ বিদায় আসিয়া সুযুক্তি সহ কিরূপ ঘটনা হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই রূপে এক রুসিয়া আসিবার সকলকে শান্তিভূমা করিয়া তুলিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত হইবে তাহার আশাও নাই। তিনি এক একটী সন্ধি করিবেন, এক একটী যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, অমনি লোকের মনে এই পুরাতন সন্দেহও পুরাতন আন্দোলন উপস্থিত হইবে। "রুসিয়া কি করিতেছেন" এই পুরাতন প্রশ্ন বার বার উত্থিত হইবে। আমাদের বোধ হয় ইউরোপের ন্যায় আসিয়াতে "শীঘ্র একটী" "ব্যালান্স অব পাওয়ার" অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা উচিত। আসিয়ার অন্যান্য রাজা দিগকে গ্রাস করিবার জন্য ভিন্ন নাই, প্রতি বেশীর রাজা আক্রমণ করা দূরে থাকুক তাঁহাদের যদি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট তাহা দিগকে আর মারিতে হইবে না, তখনই তাহারিগকে "[illegible]" ফেলা উচিত। [illegible] স্থাপন [illegible] নাই, [illegible] পারে।

[illegible]

[illegible] ইংলণ্ডের ইষ্টইণ্ডিয়া সভিকার সার [illegible] কাবুলের সিংহাসন কতক গুলি মোটা [illegible] করা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই মোটা গুলির তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। এই মোটা গুলি [illegible] এবং [illegible] বিষয়ের অবস্থা ও তদানীন্তন [illegible] সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। [illegible] বিষয়ে বড় আক্ষেপের সহিত তাঁহার যে মত ব্যক্ত হইয়াছে এই মোটা তাহার [illegible] এই [illegible] এরূপ [illegible] তত [illegible] [illegible] [illegible]

পেট্রিয়ট ও সেই মতে পোষকতা করিয়া ছেন। আমরা এবিষয়ে স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং সেই কয়েক পংক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি পাঠকগণও স্বাধীনভাবে তাহার পক্ষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। "এখনো এই অধ্যায় আছে যে দুইটী উপায় দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারে ০ ০ ০ ০ প্রথম শীত কালের বৃষ্টি দ্বারা, দ্বিতীয়, শস্যের আমদানী দ্বারা। প্রথমটী ঈশ্বরের হাত, দ্বিতীয়টী আমাদের হাত, আমি প্রথমাবধি ব্রিটিশ ভারত বর্ষের অন্যান্য দেশ সকল হইতে বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করা এবং সেই সকল শস্য বঙ্গদেশে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছি। আমার প্রথম অনুরোধ যুক্তি যুক্ত বোধ করা হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অনুরোধ আমি আজিও করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস এই সকল আমদানী অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত। ০ ০ ০ ০ ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তি প্রচার করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণর কিরূপ অপরাধ করিয়াছেন তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই, যদি ইহা বাস্তবিক লেপ্টনন্ট গবর্ণরের লিখিত মোট হয়, টাইমস্ পত্রিকাতে গেল কিরূপে? যদি সাধারণের অবগতির জন্য লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে এখানে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, যদি উহার নিজের গোপনীয়, নোট হয়, তাহা কিরূপে টাইমসের হস্তগত হইল? কাম্বেল সাহেবের কোন অন্তরঙ্গ লোক কি পাঠাইলেন? না তিনি নিজেই প্রেরণ করিয়াছেন। যদি অপর কেহ পাঠাইয়া থাকে তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না যদি তিনি পাঠাইয়া থাকেন তাহার আর কি? আমরা সমুদায় মোটটী দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারা কঠিন। যদি সমুদায় মোটটির ভাব এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহার একমাত্র অর্থ সম্ভব। তাহা এই, ইংলণ্ডের টাইমস প্রভৃতি অনেকেই রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন এসময়ে লার্ড কাম্বেল ইংলণ্ডের লোক'দিগকে জানাইতেছেন, যে রপ্তানী বন্ধ না করার জন্য যদি কোন বিপদ ঘটে তিনি তাহার জন্য দায়ী নন। সে সমুদায় দোষ লার্ড নর্থব্রুকের। এরূপ অভিপ্রায়ও অত্যন্ত নিন্দার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অঙ্গস্বরূপ হইয়া এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখান রাজনীতির চক্ষেও দূষিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং ইহা সত্য কথা যে এদেশের লোকের চক্ষে লেপ্টনন্ট গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনেরল একই। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যদি গবর্ণর জেনরলের প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য এবং তাঁহাকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রজাদিগকে অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর যে এ কথার যুক্তি বোঝেন না এরূপ নয়, কারণ তিনি এই অপরাধেই ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধির আইন সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভায় নিজে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহা কোপে পড়িয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভূত কর্ম্মচারিদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত থাকে থাকুক, এবং থাকা আবশ্যক স্বীয় স্বীয় মতানুসারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারেন করুন, কিন্তু সে অংশে বিফল প্রযত্ন হইলে অপর অন্য দিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া লোকের চক্ষে গবর্ণমেণ্টকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। এসম্বন্ধে লর্ড ডেলহাউসির ব্যবস্থার আমাদের প্রকৃত ব্যবস্থার বলিয়া মনে হয়। যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয় শুনিতে পাওয়া যায় তিনি প্রথমে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অযোধ্যা গ্রহণের সংকল্প করিলেন তখন তিনি সমুদায় অপবাদ ও আক্রোশের নিজের মস্তকে লইয়া অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদি গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মচারি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষ হইবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে দুই দিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বন্ধ করিতে হয়।

ইংলণ্ডের সংবাদ।

পাঠকগণ সকলেই জানেন যে ইংলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী দল আছে। এক দলকে কনসারবেটিব অপরদলকে লিবারেল বলে। ডর্বিসায়ার প্রথম দলের দলপতি এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব দ্বিতীয় দলের দলপতি। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য একটী কৌতুকাবহ প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হয়। তাহা এই পার্লেমেণ্ট বসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সকল কাউণ্টি অর্থাৎ প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইতে আরম্ভ হয়, সেই প্রতিনিধিরা পার্লেমেণ্টের সভ্যরূপে প্রেরিত হন। দেশের লোকের মত কোন দিকে বা কনসারবেটিব

ইহার মনের ভাবানুসারে কোন বারে অধিক সংখ্যক কন্‌সার্‌ভেটিব কোন বার অধিক সংখ্যক লিবারেল সভ্য মনোনীত হন, সর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী যদি লিবারেল হন, তাহা হইলে লিবারালদিগের জয় কামনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত দেখিলে সঙ্কোচের পহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। কারণ লিবারেলদিগের পরাজয়ে এই প্রকাশ পায় যে তাঁহার মতের সুতরাং তাঁহার কার্য্যাদির উপর আর দেশের লোকের অনুরাগ কিম্বা শ্রদ্ধা নাই। সম্প্রতি যে ইলেকসন অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইয়াগিয়াছে তাহাতে লিবারেলদিগের পরাজয় ও কন্‌সারবেটিবদিগের জয় হইয়াছে। সুতরাং গ্লাডষ্টোন সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। এখন কে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন তাহার স্থির হয় নাই। তিনি বেলি ত একবার সে পদ গ্রহণ করিতে চান নাই এবারে বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইংলণ্ডীয় এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা। গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সঙ্গে ডিউক অব আর্গাইলও বোধ হয় পদত্যাগ করিতেছেন। কোন্ মহাত্মা আবার নূতন মন্ত্রীসঙ্ঘে উদিত হন বলা যায় না। যে মহাত্মাই হউন সে জন্য বিশেষ দুঃখ হয় না। দুঃখের বিষয় এই লোকের কল্যাণে চার্লস উইল কিন্তু প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্ধুগণ এবারে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন নাই, ইহা ভারতবাসিদিগের পক্ষে বিশেষ বিষাদের সংবাদ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই মহাশয় ব্যক্তিগণ এত দিন আ স্থানন ও এত তর্ক বিতর্ক না করিলে জানিতে পারিত [illegible] পক্ষে অধিক [illegible] ইংলণ্ডের সভাতে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের [illegible] বার বার বিচার করিবার জন্য কমিটী নিয়োগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই একাদ্ধ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ক সাক্ষ্য ও প্রমাণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন ইঁহাদের পরাজয় ভারতবাসিদিগের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। পালেমেণ্ট সভাতে ভারতবর্ষ হইতে সভ্য প্রেরণ করেন না যে ভারতবর্ষীয়দিগের দুঃখের কথা জানিতে পারিবেন। যদি এইরূপ কতকগুলি সহৃদয় বন্ধু ভারতবর্ষের হইয়া দুই একটী কথা না বলেন তাহা হইলে এই বিংশতি কোটি জীব মরিল কি রহিল তাহা ইংলণ্ডের লোকে বলিতে পারিবে না। যে কন্‌সারবেটিবেরা মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা ভারত বর্ষকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; ঈশ্বর করুন যেন বিস্মৃত না হন।

প্রাপ্ত।

গঙ্গাসাগর পর্য্যটন।

গঙ্গাসাগরে দর্শনীয় পদার্থ তিনটী বঙ্গোপসাগরের অনন্তসুবিস্তারী জলরাশি মানব সমাগম শূন্য নির্জ্জন অরণ্য, এবং সেই নির্জ্জনিত সাগরোপকূলে বহুদূর-বাসী লোকের একত্র সমাগম। সাগরাভিমুখে কতক দূর আসিয়া দৃষ্টি করিলে অনন্ত জলরাশি দৃষ্টি সীমায় গভীর ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। ক্বচিৎ বহুদূরে দুই একখানি অর্ণবপোত সেই অসীম জলরাশিতে ধূমিল বরণী কুল শ্বেত পক্ষীবৎ দুই একটী অন্য কোন মূর্ত্তিই সমুদ্রের [illegible] মনকে অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। একদৃষ্টে দিগন্তে [illegible] সীমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া [illegible] হৃদয় ভাবে [illegible]

[illegible] মহে। আমাদের [illegible] নির্জ্জনতার ভাব [illegible] করিতে [illegible] কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠে। [illegible] করিয়াই ইহার [illegible] এই সাগরোপকূল [illegible] কেবল একটী [illegible] মেলা হইবার [illegible] হইয়াছে। সমস্ত সাগরের সমস্ত অনন্ত ভার ও অনন্ত, তবু ও অনন্ত।

দ্বিতীয় দর্শনীয় অনন্যসুলভ অরণ্য। এই মেলায় সমাগমে যে যত আছে তাহাদিগের থাকিবার কোথায় কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই। এই বনের সমস্ত ভাগে বৃহৎ বৃক্ষ নাই। যে সময় যে সকল যাত্রি দিন হইতে এখানে সমাগত তীর্থ যাত্রিদের প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্তরূপে হইয়া গিয়াছে। মেলার [illegible] কিংবা উত্তর মুখে আসিলেই দক্ষিণ হইতে পার্শ্বে বৃহদরণ্য পাওয়া যায়। এই প্রশস্ত বৃহদরণ্যের উত্তর সীমা চাদপালা, দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর। ইহার [illegible] মনুষ্যের বসতি হইয়াছে। [illegible] আর নদীর পূর্ব্বপারে [illegible] নদীর নিকটে) [illegible] সেই [illegible] অরণ্য ও অতি বৃহৎ ও নিবিড়, এই সকল [illegible] নিম্নে [illegible] [illegible] [illegible]

পেটিরা [illegible] ভরত্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাহা খুলিয়া দেখিয়া তত কিছুই বোধ হইল না। সশস্ত্রে সতর্ক হইয়া সিংহদ্বারে কাঠারি আঘাত ও বন্দুক ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আসিতে পারাযায়। যে সকল লোকদের এই সমস্ত বনে কাঠ কাটিতে আসিয়া ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত ও পথ ভ্রান্ত হইবার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে তাহাদের নিজের অসতর্কতা। তাহারা অজ্ঞলোক, মন্ত্রাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাহারা তাহাদের পথ প্রদর্শক রাজার মন্ত্রের উপর ও তদীয় মুখ নির্গত দৈববাক্যের উপর আপনাদের রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছেরমে প্রবৃত্ত হয়, এবং সময় সময়ে তাহাদের এই অজ্ঞতার ফল ও ফলিত হয়। কাঠুরিয়ারা সাহসী নহে এমন নয়। যদি তাহারা ৪।৫ জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণধার কুঠারাদি হস্তে নিকটে চারি দিকে থাকিয়া প্রহরির কার্য্য করে ও অন্য লোকেরা প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বন প্রবেশের সময় বিশেষ রূপে পথ চিহ্নিত করিয়া যায়, তাহা হইলে বন হইতে কাঠাহরণ এত বিপদ জনক হয় না এবং কাষ্ঠের জন্য লোকের এত কষ্ট ও থাকে না। অরণ্য দর্শনে মনে ক্রমই ভাব ও কল্পনার উদয় হয়। বৃক্ষ শ্রেণির শিরোভাগ সকল এরূপ সংযুক্ত যে, বোধ হয় শাখায় শাখায় ঝুলিয়া নিরাপদে বন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারা যায়। দূর হইতে ঐ সকলবিবিধ বন অযোধ্যার দৃশ্য প্রাচীরবৎ পরিদৃষ্ট হয়। আকিয়া বারাসতা নদীর পূর্ব্ব পারে "বো আকড়া" বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করে, সেই স্থানটী বড় রোমাঞ্চিক, (পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন ইহার ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ জানি না) এই বৃহৎ বন খণ্ডের সম্মুখ ভাগে নীলকান্ত কাউগাছ শ্রেণী দেখিলেই তথায় মনুষ্যের আবাস বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিকও তথায় মনুষ্যের সমাগম ছিল। আকিয়া বলে, এখনও তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। কোন ইউরোপীয়ান কি তথায় বসত গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া বিভাগ যোগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর করিবার মানসে সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালে মনুষ্য-বসতি বিফল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তদীয় উদ্যানের ক্ষিতি স্বরূপ তাঁহার রক্তরোপিত কাউ গাছ শ্রেণী বর্ত্তমানের মনকে নিয়ত তদ্গত ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ এস্থানটী দেখিলে তথায় ভ্রমণ করিয়া আসিবার কৌতূহল এক প্রকার দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে। যাঁহারা রোমান্স লিখিতে ভাল বাসেন এই স্থানটী পরিদর্শন করিলে তাঁহারা অনেক উপকার পাইতে পারেন।

৩রঃ—গঙ্গাসাগরের মেলা। এই মেলা ভীষণ সংখ্যক সমাগমী পরিমাণের উপলক্ষে। এখানে নানা প্রদেশীয় লোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় (উড়িষ্যা) লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী ও কলিকাতা অঞ্চলের লোক। মোট সংখ্যা প্রায় সপ্তাহ, তন্মধ্যে তিন লাখি ষ্টিমার যাত্রী লইয়া গিয়াছিল। সেই হিসাবে লোক সংখ্যা দুইলাখির অধিক হওয়া সম্ভব। সমাগত যাত্রীদের (অনুমান) ৩ অংশ স্ত্রী লোক, সেই স্ত্রীলোকদের অর্দ্ধাংশ বিধবা, অবশিষ্ট সধবা ও বালিকা। বিস্তর ব্যবসায়ীরা এখানে আপনাপন পণ্য দ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করে। তন্মধ্যে বাঙ্গালেরা হুকার কাইল ও হাইল ও অন্যান্য দারুময় গার্হস্থ্য জিনিস, মাদ্রাজের বাসিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তী, কলিকাতার দোকানদারেরা মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য ও নানা বিধ খেলনা। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সামুদ্রিক ও তৎসম্বন্ধীয় বিস্তর বিক্রয় হয়। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা হুগলীর কাইল প্রভৃতির বিক্রয় অধিক। দোকানগুলি মেলার মধ্যে ওখানে সারি দিয়া বসে। উভয় পার্শ্বস্থ বিপনির মধ্য দিয়া লোক গমনাগমনের পথ সর্ব্বদা এরূপ জনাকীর্ণ যে সহজে চলিতে পারা যায় না। প্রথম হইতে এখানে যেমন পুলিষ, ফিল্ডের পুলিশ ও তারমণ্ড হার্ব্বর মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে ওলন্দাজ গঙ্গা সাগরে যুদ্ধোপযোগী বড় [illegible] যের ছবিসদৃশ্য তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই। পুলিষ প্রহরিরা চতুর্দ্দিকে নগর খাকির সাহায্যরক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধান করিয়া ছিল গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন মেডিকেল ডাক্তর ঔষধসহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবৎসর লোকের অন্য কোন পীড়া ঘটে নাই কলেরা রোগের ওলাউঠার মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়াছিলাম। এখানে কপিল মুনির পুকুর নামে পাঁচ ছয় জলের ছুইটী ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে। যদিও পুলিষ তাহাতে স্নান করিতে দেয় না, তথাচ বহু লোকের আসাক্তনে তদীয় জল একেবারে বর্জ্জনাক্ত হইয়া গিয়াছিল। যাত্রিরা সাগরে নামিয়া স্নানাদি করে। স্নানের জলে ঘি ভাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে, নূতন বস্ত্র লালা শিরোপর দিয়া পড়াইয়া লয়। মেলা মধ্যে থাকিলে লোকের কলেরে কলেবর পূর্ণ হইয়া যায় আবার সাগরের তীরস্থ জল ছুইলে অবিশ্রান্ত ভয়ানক বমিতে লোকের কোমাইল বলীন হইয়াযায়। ও বলাম, এখানে পূর্ব্বে কপিল মুনির এক মন্দির ও বৃহৎ সরোবর ছিল, কালে তাহা সাগরগর্ভে নিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সগর বংশ সংহারকারির এক প্রস্তর ময়ী মূর্ত্তি মহাদেবের মন্দিরে রক্ষিত করিয়া যাত্রিরা তথায় মহা সমারোহে পূজাদি প্রদান করে। প্রধান মহাদেবের ছুই খানি স্থায়ী খুব বড় বড় মহাস্ত ঠাকুর, মস্তকে লোহিত জটাভার কটীদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁদের নামে যাত্রির নৌকা ও দোকান হইতে অনেক টাকা কর আদায় হয়, অদ্য লোক ইহা অবশ্য দেয় বলিয়া জানে, সাগরের মেলাটী সম্পূর্ণ ভাবিতে ৬।৭ দিন লাগে। অনেক জন ইংরাজ ও দেশীয় খৃষ্টিয়ান মিসনরি ধর্ম্ম প্রচারার্থে এখানে আসিয়াছিলেন।

অনেকের গঙ্গাসাগর গমন সম্বন্ধে মিথ্যা ছুঃসাহসের কাজ এবং তথায় [illegible] পথকে নিতান্ত বিপদজনক বলিয়া [illegible] আছে। অনেকে বারাসতের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠেন। কিন্তু যাঁহারা [illegible]

[illegible] ...ক তাহাতে, ...ার্থীর বরাবর ...র্ণী ...র্ণ্ড ...া বাহিরে ...ন। ...লা বিধাতা ...ারের ...ট ...অসম ...ম আট ...ন ...ক ...ঃ ...ঃ ...ঃ

কলিকাতা দ্বিতীয় ক্রিমিনাল সেসন আরম্ভ হইবে।

তুলনা করিয়া দেখা গেল গত বৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির যে আয় হইয়াছিল এবৎসর তদপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু জব্বলপুর সাইম এবং মাডরা ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি প্রস্ত হইতে হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লাভ হইয়াছে। নিম্নে ক্ষতি লাভের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

গতবৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মোট আয় ৪৭২১০ টাকা বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬১১৭০ টাকা।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ৪১৭৯২০ টাকা। বর্ত্তমান বৎসরের মোট আয় ৬৭৪০৯০ টাকা।

কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট রেলওয়ে।

গতবৎসর মোট আয় ১২৫০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ১৮৯০ টাকা।

জব্বলপুর সাইম।

গতবৎসর মোট আয় ৩৩১৭০ টাকা বর্ত্তমান বৎসর ৩২১৫০ টাকা

রামগতি বাবুর তত্ত্বাবধানে কই কিছুই ত উন্নতি দেখিতে পাই না। ষ্টেট রেলওয়ের ৬ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে লর্ড নেপিয়র মোটক হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। বিশেষ কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

স্পেনের অন্তর্গত বিলচোয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কারলিষ্টেরা ৮ দিন সময় দিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহারপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

২ রা ফাল্গুন শুক্রবার।

হারজিলিং মিউস বলেন গত বৃহস্পতি বার ও শুক্রবার তথায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া শস্যের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে।

আগ্রা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে নেপালের রাজা তাঁহার রাজ্য হইতে শস্য রপ্তানি না হইতে পারে এই জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গুমা গোল কর্পুরতলার রাজার ভ্রাতা কাপ্তানসিং বাহাদুর ৭৩ বর্ষ বয়ঃক্রম করিয়াছেন।

মিলিক কার্যের জন্য নারণে ৩৩,০০০, চম্পারণে ১২৭৮০ ত্রিহুতে ১৭১০০, দিনাজপুরে ১৪০০০, মুলোয় এবং ভাগলপুরে ৮০০০, এবং পূর্ণিয়াতে ৮০০ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

গত বুধবার বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনেল আসিষ্টাণ্ট বাবু কেদারনাথ মিত্র সপরিবারে এক খানি নৌকায় উলুবেড়িয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথি মধ্যে জলে নিমগ্ন চরে আঘাত লাগিয়া যাওয়াতে একেবারে সকলেই নদীগর্ভে পতিত হন। একটী ভৃত্য ভিন্ন আর কেহই জীবিত নাই।

বিখ্যাত বাজিকর ব্রুমিম সাহেব এক্ষণে বম্বে গিয়াছেন।

গুমা গোল মহিষুরের রাজ পুত্রগণ কলা কলিকাতা হইতে মহিষুরে যাত্রা করিবেন।

হরিনাভি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন ধনির বাটীতে গত সোমবার রাত্রিতে চুরি হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের আর কিছুই না করিয়া কেবল ৩। ৫ মণ চাউল লইয়া গিয়াছে। দুরবস্থের এই সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

১ লা ফাল্গুন হইতে হুগলীর পাণ্ডুয়া বাগানে হিন্দু মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবৎসর একটী অধ্যায় ক র্য্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল। হিন্দুমেলা বা জাতি সাধারণ মেলায় আবার টিকিট কি? সকলেরই যাইবার অনুমতি থাকা উচিত তাহা যদি না হইল তবে হিন্দু মেলা নাম তুলিয়া উহার পরিবর্ত্তে আর একটী নাম রাখা হউক। হিন্দু মেলার সম্পাদক ও সভ্যগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সংপ্র

(বাকী অংশ)

দিগের জন্য সাহায্য করা উচিত। তাহা না হইলে সকলেই বলিবে নিজের স্বার্থের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। তাহা ক'রে আগামী বৎসরে এরূপ হইবে না।

৩ রা ফাল্গুন শনিবার।

অযোধ্যার গত সপ্তাহে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। লাড সাওহর্ট ও অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

আলাহাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্য জন্য যে সভা হয় তাহাতে মিয়র সাহেব, ডিওয়াট সাহেব বাবু নিল কমল মিত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকগণ উপস্থিত হন। তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

চাহার ও আজমিরের মধ্যে যে বাষ্পীয় ডাক যাইতেছিল তাহা পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডাক পেয়াদা দস্যু হস্তে পতিত দেখিয়া ব্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবের থানায় সমাচার জানাইতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দস্যুকে ধৃত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্যাগ হইতে কিছুই নষ্ট হয় নাই।

গত শুক্রবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় হিন্দু বেরিং বরাহ নগর বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

চুঁচুড়া প্রকাশ বলেন "দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্থে যে খাদে যে একটী কণ্ড হইয়াছে চাকদা প্রসিদ্ধ জমীদার অনরেবল খাজে আবদুল গণির পুত্র খাজে আসানুল্লা উহাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাঙ্গীয় তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সিংহে একটী মাডরা চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। খাজে আসানুল্লা মহাশয় জমীদার সম্প্রদায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পৌঁছিয়াছে অবশিষ্ট সমুদায় শস্য এখনো পৌঁছে নাই।

ত্রিহুতের রিলিফ সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মাসে ৩৫০০০ মণ বহন করিবার ভার লইয়াছেন। পাটনার কমিশনর বিবেচনা করেন যে তিনি সপ্তাহে ৪৫০০০ কিম্বা ৫০০০০ মণ চাউল চম্পারণে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২৪ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত চাউলের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং গত বৎসরে উক্ত সময়ে যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার তালিকা।

স্থানের নাম।	১০ জানু	২৪ জানু	২৪ জানু
	১৮৭৪	১৮৭৪	১৮৭৩
বর্দ্ধমান	১৪৷	১৪	২২৷০
কলিকাতা	১২৷০	১২৷০	১৭৷
বাখরগঞ্জ	১১৷০	১১৷০	২১
ঢাকা	১৭	১৬	৩২
দিনাজপুর	৩৷০	১৩৷০	২৮
পাবনা	১৫	১৪	২৮
গয়া	১০	৯৷০	১৮৷০
ত্রিহুত	১০৷০	১০	২১
ভাগলপুর	১২৷০	১১৷০	২২৷০
পূর্ণিয়া	১১	৯	২৮
হাজারিবাগ	১৩	১৩৷০	১৭

চম্পারণের মধ্য দিয়া পাটনা হইতে মতিহারি পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন প্রস্তুত করিবার আদেশ ডিসেম্বর মাসে প্রচার করা হয় সেই লাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই মাসের মধ্যেই খোলা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্ম ও সাধারণ বিভাগ।

হাকিম শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহকুমা জেলা রঘুনাথ পুরে বদলী হইলেন।

রঘুনাথ পুরের একস্‌টা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু মন্মথনাথ আইকাত লোহারডাগার অন্তর্গত চাঁকীতে বদলী হইলেন।

মহমন সিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ মজুমদার শ্রীহট্টে বদলী হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদাকান্ত মজুমদার বালেশ্বরে বদলী হইয়াছেন।

বাবু আনন্দরাম বরুয়া সি এস কাপ্তেন ডবলিউ জি, মেইনাগের পরিবর্ত্তে আসামের তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পারমিকণ্ডার্ক ডিপাটমেণ্টের ইন্সপেক্টর ব্রাঙ্কের অধীন হইলেন এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মদীয়হাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ

হেমাল গবর্ণমেণ্টের প্রাইবেট সেক্রেটারি এইচ্‌ এল ডনলপ সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি হইয়াছেন।

লিওনার্ড চার্লস মাঁবট সাহেব লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এড্‌ কৈবেট সেক্রেটারি হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিরা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত স্থান সকলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এ এইচ, ওয়াড হোসল। ত্রিহুত।

বাবু দেবী প্রসাদ। সারণ।

বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ। চম্পারণ।

বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়। সাহাবাদ।

রাজসাহীর পুলিস ইনস্পেক্টর টি ডেভিস সাহেব মেটিব সিবল সার্ভিস পাশ করিয়া আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুরে স্থাপিত হইলেন।

নদীয়ার সবডেপুটী ইউক লায়ন স্মিথ সাহেব আপাততঃ ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং ভাগলপুর জেলাতে স্থাপিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের সব ডেপুটী বাবু শশীভূষণ দত্ত আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া পুর্ণীয়া [illegible]
হইলেন।

বর্ত্তমান এই, [illegible] সাহেব রিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, ততদিন ই এম স্টারলিং সাহেব ঐ খনির [illegible] করিবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র মুন্সেফ নুরুদ্দীনের স্থানে বাখরগঞ্জ অন্তর্গত পাতেরহাট নামক স্থানের মহরেরকটারনিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

মেঃ গ্রাড ষ্টোনের পদ পরিত্যাগ করার বিষয় নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। পক্ষপাত সভা মনোনীত হইয়া গিয়াছেন। ৭৫ জন অনসারভেটিভ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ২৭ জন লিবারল স্থানীয় শাসন কর্ত্তা বর্গের মধ্য হইতে অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আয়র্লণ্ডে লর্ড রসমর্ড এবং জেমস লোয়ার পরাস্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৯৫০০০০ টাকা। গত বৎসরের মূল্য হইতে ৮৭৫০০০ টাকা কম হইয়াছে। আমদানি দ্রব্যের মূল্য। ৩১২৫০০০০ টাকা গত বৎসরের মূল্য হইতে ০৮৭৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইউফেমীজ নামক ষ্টেমারখোলা মোবাই উদ্দেশে পোর্ট সৈয়দ পরিত্যাগ করিয়াছে।

হুরমান রেবিডেল এবং জেনারাল লেস পাণ্ডলি বাথরাষ্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পেনসিলভেনিয়া এবং ওহাইও সেনেট সভার অংশে দুই জন সাধারণ তন্ত্রের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মঙ্গলবার—৫৩৬ জন সভ্য মনোনীত হইয়াছে। কনজারভেটিভগণ ৮০ জন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং লিবারেলেরা ২৮ টি আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। লিবারেল নেতা গ্লাডষ্টোন এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ষ্টেনলি নামক অন্বেষণকারীর দ্বিতীয় বার এবং ফুলার মিচেলের নামক ইংলণ্ডবেত্তার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র প্রেরক দিগের প্রতি।

ছাপাদি পাতা প্রভৃতি গ্রাম সমুদের প্রজাবর্গ—আপনাদের পত্রের উল্লিখিত রাস্তার কথা বোধ হয় পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। সেই জন্য [illegible]

ছাপরা ১।২।৭৪। বিশেষ আবশ্যক

[illegible]রাতে আপনার পত্র প্রকাশ করা গেল না।

মহাশয় যশো, পাবনা। আপনার লিখিত ঘটনাটী এমন অপরূপ বোধ হইল না যে প্রকাশ করিতে হয়।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

থানাকুলের সব রেজিষ্ট্রার।

হুগলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের অধিকাংশ লোক হিন্দু। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি রেজিষ্টার করিতে হইলে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত শ্রীরামপুর মহকুমা (যাহা উক্ত থানা হইতে কলিকাতার দিকে ১৫ ক্রোশ অন্তর) যাইতেন, সম্প্রতি থানাকুলের পুলিস ষ্টেসনে একটী সব রেজেষ্টার আফীস স্থাপিত হইয়াছে। ওখানে গেলে বিনা পুরস্কারে যেরূপ সকল সাধারণ অল্প ক্লেশে সব রেজেষ্ট্রার হইতেছেন। তাহাতে প্রজা বর্গের বিশেষ ক্ষান্ত নাই বটে। কিন্তু যে স্থানে হিন্দু প্রজার সংখ্যা অধিক সে স্থানে একজন হিন্দু রেজিষ্টার নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং তাহাই রেজিষ্ট্রার আইনের যথার্থ মর্ম্ম। এই থানাকুল অঞ্চলের গ্রামে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক এবং উহাদিগের মধ্যে বেদ কর প্রত্যেকেই রেজিষ্ট্রারি [illegible] সম্পাদন করিতে সক্ষম, এমত স্থলে [illegible] দূরস্থ একটী দূর গ্রাম হইতে একজন মুসলমান সব রেজেষ্টার নিযুক্ত [illegible]

একজন থানাকুল বাসী।

[illegible] সব রেজিষ্টার।

[illegible] মহাশয়। গবর্ণমেণ্ট, গতবৎসর গ্রামে গ্রামে [illegible] সব রেজিষ্টার। [illegible]

সকলে অনভিজ্ঞ বলিয়াছিল, তাহার এই সামান্য নির্দ্দিষ্টরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইহাকে [illegible] করিয়া দিয়াছেন। এটী [illegible] হয় নাই। যে ব্যক্তি কবর্দ্দকের মত ঘোলা হইয়া চলে সে বিচক্ষণ হউক আর মূর্খ হউক, অধিবাসী হউক, গ্রামের ইতিবৃত্তজ্ঞ হউক, মুচ্ছুদ্দী হউক, মুর্খাস্থ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—এ যেমি মুহুরি কর্ম্ম। এ পদ পাইয়া পরে কবর তোলাই [illegible] পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এরূপ স্থলে গ্রামে গ্রামে রেজিষ্ট্রেশনের লোকসঞ্চালনী ব্যক্তিদের এই স্থলে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। মূর্খ [illegible] ভাল না বটে, তবে বিচারস্থলে সকল সাধারণের দ্বারা এক ব্যক্তিকে সব রেজিষ্ট্রার করা উচিত। নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিদের এই কর্ম্ম দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে প্রাপ্য অল্প অথচ পল্লীগ্রামে প্রভূত সম্ভ্রান্ত সময়ে সময়ে পর্য্যাপ্ত সরকারি সম্পত্তি হাতে থাকে। সাধারণ বর্গের দ্বারা সরকারী [illegible] যখন প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন এরূপ সকল স্থলে তাহার প্রচলন হওয়া মন্দ নহে। হিন্দু পেট্রিয়ট ও এই কথা বলেন। যাহাহউক থানাকুলের মুসলমান সব রেজিষ্ট্রারকে লইয়া "সমাচার সভাতরঙ্গিণী" "হালিসহর পত্রিকা" প্রভৃতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। [illegible] রিউসের প্রেরিত স্থলে উহা মধ্যে মধ্যে বিষয়ের প্রমাণ দেখা যায়। এইবার ৩১ এ জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে যে পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, এক ব্যক্তি এক দিন একজন মুসলমান হইতে পড়িয়া দিয়াছেন। থানাকুলের সব রেজিষ্টার এরূপ সকল লোককে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন যাহারা গ্রামে [illegible] বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারাই [illegible] ডেপুটেশন করিয়া থাকে। এই [illegible] ব্যক্তিই এই সব রেজিষ্ট্রারি [illegible] সকল গ্রামের (যেখানে হইতে [illegible] পর্য্যন্ত।) সকল [illegible] নিযুক্ত [illegible]

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] এই [illegible] সব রেজিষ্ট্রার [illegible] সকল গ্রামের [illegible] নিযুক্ত [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] সকল [illegible] নিযুক্ত

ব্যবস্থা, কিন্তু কদাচিৎ সংবৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল ও ভোগ হইয়া থাকে এবং দশ মাস বা একাদশ মাস ভোগ হইলেও সম্পূর্ণ ভোগ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

যথা। মাসান দশৈকাদশনা প্রভুজা রাশেরদারাশিমুটৈপতি জীব্য। ভুক্তেতন পূর্ণক পুনস্তথাপি সলুপ্ত সংবৎসর মাহু র্মনীষিণঃ।

দশমাস বা একাদশ মাস ভোগ ক'রয়া বৃহস্পতি যদি এক রাশি হইতে অপররাশি গমন করেন এবং বক্রী হইয়া পূর্ব্বরাশিকে পুনর্ব্বার ভোগ না করেন, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা লুপ্ত সংবৎসর কহেন না।

মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য-ধৃত লুপ্ত সংবৎসর সাধক বচন। যথা ব্যবহার সমুচ্চয়ে কৃত্যচিন্তামণৌ হারীতঃ। কৃত্যাতি চ রং যদি পূর্ণ রাশিং নাবাতিমন্ত্রী বিদধো বিপাকাৎ। ন'দং বিবাহং ব্রত-যজ্ঞ-দেহং সর্ব্বংতদাপদ্যতি মন্তমুদীর্ণাৎ। তস্মাদ সংহি তায়াং। অতিচারং গতো জীবস্তত্রৈব কুরুতে স্থিতিং। তদাসংবাতিচারঃ স্যাৎ লুপ্তসংবৎসর ক্রিয়ঃ। অতিচারেণ যোরাশিং জিগতা দেবমন্ত্রিণা। তদাব্দো বৎসরো লুপ্তো যোৎ সহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

ব্যবহার সমুচ্চয় এবং কৃত্য চিন্তামণি গ্রন্থধৃত হারীতবচন। যাহা মলমাসতত্ত্বে ধৃত হইয়াছে এবং মলমাসতত্ত্বধৃত বরাহ সংহিতাবচন, উক্ত বচনসকলের অর্থ। দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি যদি অতিচার করিয়া পূর্ব্ব রাশি গমন না করেন তবে যাত্রা বিবাহ, উপনয়ন, গৃহপ্রবেশ এই সকল কার্য্যকে বিনষ্ট করেন ইহা মুনিদিগের মত। বৃহস্পতি যে রাশিতে অতিচারী হয়েন যদি সেই রাশিতেই নিয়মিত ভোগ কাল থাকেন তবে সেই অতিচারকে মহাতিচার কহে। সেই সংবৎসরে বিবাহাদি ক্রিয়া লুপ্তাহয়।

অতিচার দ্বারা গুরু কর্ত্তৃক যে রাশিটী লঙ্ঘিত হয় অতিচার নিবসাবধি সেই সংবৎসরটী সকল কর্ম্মানর্হ হইয়া লুপ্ত হয়।

সময় প্রদীপে উক্ত হইয়াছে

যত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ব্বরাশিং ন গচ্ছতি। লুপ্ত সংবৎসরস্তেজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু গর্হিতঃ। যেস্থলে অতিচার গত বৃহস্পতি পূর্ব্ব রাশিকে গমন না করেন সেই স্থলে অতিচার দিবসাবধি এক সংবৎসরকে লুপ্ত সংবৎসর জানিবে। এই সংবৎসরটি সকল কর্ম্মে নিন্দিত।

যে যে রাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে লুপ্ত সংবৎসর হয় না তাহার ব্যবস্থা। মলমাস তত্ত্বধৃত হারীতবচন।

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক কুম্ভয়োঃ। যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্র কালোন লুপ্যতে॥

বৃষবৃশ্চিক কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইলে কাললোপ হইবে না, তাহাতে যজ্ঞ বিবাহাদি কার্য্য করিবে।

সময় প্রদীপধৃত বচন। যথা।

মেষবৃষে ঘটে কুম্ভে যদাতিচরতে গুরুঃ। তত্রত্র কাললোপঃস্যাদিত্যাহ যবনো মুনিঃ। ধনুর্মীনং তদমাশ্রিত্য যদ্যৎ ক্রমতে গুরুঃ। তদাবস্তু মলুপ্তঃস্যাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম শুভাবহং। যতীচারং জীবো ন্যূনমধিকং বাপি নির্দ্দিশেৎ কর্ম্ম তদসৎ। প্রবেশং গেহানামভিনব বধূ-রত্নভরণ-বিধিং তদ্বৎকুর্য্যাৎ সর্ব্বং সকলমপি কার্য্যং শুভদং।

মেষ বৃষ মীন কুম্ভ যদি বৃহস্পতি অতিচারী হয়েন তবে সে স্থলে কাল লোপ হইবে না। ইহা যবন মুনি কহিয়াছেন। নিজ ভবন (অর্থাৎ ধনুঃমীন রাশিকে) আশ্রয় করিয়া বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন, তবে সেই সংবৎসর লুপ্ত হইবে না। এতদ্ভিন্ন সকল কর্ম্ম শুভ জনক হইবে। তুলা বৃশ্চিক মীন কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি যদি অতিচারী হয়েন তবে উপনয়ন বিবাহ দেব তবন গৃহ প্রবেশ নবদুর্গারম্ভণ এই সকল কার্য্য করিবে, করিলে সকল কার্য্য শুভজনক হইবে।

কেহ কহেন কন্যারাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়াছেন, ইহাতে লুপ্ত সংবৎসর হইতে পারেনা, তদ্বিষয়ে এই শ্রুতি-প্রমাণ বচন প্রমাণ দিয়া থাকেন। যথা মীনে মেষে বৃষে চৈব সধানিধুন কন্যয়োঃ। অতিচারে গুরোঃ যাত্রিরতং কাললোপক

যদি মেষ বৃষ মিথুন কন্যারাশিতে অতি চারায়ত্ত কালে গুরুবা মেষ নিয়তই হইবে ন.। এই কথা টি অতি অশ্রদ্ধেয়, কারণ কৃত কল্পলতা গ্রন্থ এবং দৈবজ্ঞ মনোহর গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র এই বচনটিকে এবং অপরাপর বচনকে অমূলক বলিয়াছেন, ইহা মলমাস তত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন।

যথা। কৃত্যাকল্পলতায়াং বাচস্পতি মিশ্রৈঃ। পূর্ব্বরাশিং যদাতাক্ত্বাপূর্ব্বেসংবৎসরেগুরুঃ। লুপ্তকালঃ সবিজ্ঞেয়ঃ পয়গেহং গতে যথা। মীনে মেষে বৃষেচৈব তথা মিথুনকন্যয়োঃ। অতিচারগতে জীবে ন্যায়িয়তঃ কাললোপজঃ। দৈবজ্ঞ নির্ণয়ে কর্কাবৃশ্চিক মেষেষু মন্থনেত ধনে কুম্ভ অতিচারেষু কর্ত্তব্যং বিবাহাদি ধ্রুবৈঃসদা। ইতি রঘুনন্দন ধৃতাক্ত।

পূর্ব্বরাশি ত্যাগ ক'রয়া অপূর্ণ সংবৎসরে যদি বৃহস্পতি পরগৃহে গমন করেন তবে সেই কালকে লুপ্তকাল জানিবে। মীন মেষ বৃষ মিথুন কন্যারাশিতে অতিচারাধীন নিয়ত কাল লোপজন্য দোষ হইবে না। কন্যা বৃশ্চিক মেষ মিথুন মীন বৃষ রাশিতে অতিচার হইলে বিবাহাদি কর্ম্ম করিবে ইহা পণ্ডিতেরা উক্ত ক'রয়াছেন। কৃত্যকল্পলতা গ্রন্থে ও দৈবজ্ঞ নির্ণয়গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র এই বচন কয়েকটিকে অমূলক ব'লয়া উক্ত ক'রয়াছেন।

কন্যারাশিটী বুধের গৃহ, তাহাতে অতিচারাধীন কাল-লোপ হইতে পারে না।। মলমাসতত্ত্বে ধৃত বচন যথা। গুরু-ভবনবাসাদ্যদ্যতি ক্রমতে গুরুঃ। তত্রসদ্বিতীয়কন্যা দুষ্যতেতস্মৈ প্রমোদতে।

গুরুগ্রহের ভবন আশ্রয় করিয়া যদি গুরু অতিচারী হয়েন তবে তাহাতে কন্যা প্রদত্তা হইলে তাহার স্বামী স্ত্রীর প্রতি প্রমোদিতা হয়। এই বচনটি সময় প্রদীপের বচনানুসারে বিবাহকর্ম্মে প্রতি প্রসব বলিতে হইবে। সময় প্রদীপ বচন। যথা। অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিকগুরুস্থয়োঃ। গুরুগেহে যকে বাপি সবিবাহো বিলুপ্যতে।

বৃষ বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি [illegible] গুরুগৃহের বিবাহ লুপ্ত হইবে না। এই সময় প্রদীপের বচনের সহিত একবাক্য



সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা

যথাশ্রুতা গ্রন্থাসিদ্ধিরনাপ্তে যাপ্তিঃ সম্ভবতী অনিসম্ভবতী চ দোষতঃ। *

এতদ্দেশীয় গ্রাহকদিগের বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
এতদ্দেশীয় ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ১২ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে ডাহুল বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০

বিজ্ঞাপন।

ইণ্ডিগো কলমারণ এবং জোড় জমা বিক্রয়।

উপরোক্ত বিষয়াদি ১৮৭৩ সালের ৭ ই মার্চ শনিবার বেলা ১ টা অপরাহ্ণে বিক্রয় হইবে। বিক্রয়ার্থ মেকেঞ্জি লায়াল এবং কোম্পানি, যদি আপনে বিক্রয় হইয়া না যায়, তাহা হইলে বন্ধকী মহাজনের আজ্ঞানুসারে কলিকাতায় কলারশিয়াল প্রেসরূম্ নামক স্থানে নিলাম দ্বারা উক্ত হিস্যা বিক্রয় করিবেন।

খুর্দা, বিষ্ণুপুর, মাধবদ জেলার অন্তর্গত আমীরাদ পরগণা স্থিত মৌজা গঙ্গারামপুর এবং সিমুলহাই নামক তিনটী সিলকুটী একত্রিত করিয়া নিলামে ইণ্ডিগো কলমারণ হবে।

এতদ্ভিন্ন এই কলমারণ সংস্থাই কিম্বা তদধীনস্থ যে-সকল মৌজাদীত অন্যান্য জোড় জমা আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয় হইবে।

পুনশ্চ, নিম্ন লিখিতোমার নীলকুটী এবং তথাকার যন্ত্রপাতি তৎসংক্রান্ত জমি ও জোড় উপরোক্ত বিষয়ের সহিত বিক্রয় হইবে না। আশ্বিন মাসে ১২৭০০ দুই সহস্র সাত শত বিঘা জমি বুনানি হইয়াছে। খুদা নিয় লিখিত আর ৫০০ শত বিঘা জমি প্রাপ্ত হইতে পারে।

বিক্রয়ের সময় যেরূপ স্থির হইবে। সেই রূপ উপরোক্ত বিষয় সব একত্রে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিক্রয় হইবে। বিক্রয়ের সময় যে মহুদার নাম ডেকান হইবে সেই অনুসারে বিক্রয় হইবে। অন্যান্য বিশেষ সংবাদ জানিতে হইলে ১ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ইণ্ডিগো-সেলেস এবং ব্রবার্টস নামক সার্ভিস টাইদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

চন্দারণ এবং ত্রিহুত জেলার ষ্টর্কি-সংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত তাড়াতাড়ির জন্য ২০ জন তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭০ টাকা। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্বহস্ত কার্য্যবিবরণী নিদর্শন সহ দরখাস্ত আবেদন পাইলে তিনি তাহার কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেবেন। ঐ দরখাস্ত কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেবেন। ঐ দরখাস্ত কমিশনর সাহেবের পরে আবেদন গ্রাহ্য করা যাইবে না।

শ্রীদুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারলোমাল আসিষ্টাণ্ট।

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।

সন ১২৮১ সাল খৃ। ১৮৭৪। ৭৫

শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্তৃক সংগৃহীত, অতি অল্পের মিত্রপট সম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে। ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে। বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডন প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা তফিলে ১।০ পাঁচ সিকা ডাকমাশুল ।০ ক্রেডিট-পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি বার মানস করিলে মহাশয়েরা যেন।

কলিকাতা। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যো

হাজরতি পরীক্ষার্থী প্রভৃত উপযোগী "ছন্দোমঞ্জরী" খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বাঙ্গালা লিখিবার প্রণালী ও ১০৭ খানি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রোপ্রাইটর কালেক্ট শ্রীহরি

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশ যদি অর্দ্ধ অথবা বরাত চিঠি ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নামে পাঠাইয়া দেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

ডাক্তার উইলসন প্রণীত মহাপীড়ন ব্যক্তি বাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ১ হইল। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট বার ডাকমাশুল ফ্রি সংস্কৃত-এনট্রেন্স ক্লাশের ছাত্রদিগের ঠিক সেই আবশ্যক "নোটস অন্ ইমজিনিয়ারিং" ১ ॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বিন্দু বাসের ফ্রি

দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

সিমলি খণ্ড দ্রব্যাদি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঢেলা করা প্রস্তর ঢালিবার নর্দ্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জলেন ও ঘেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। বেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার ফ্লে।

বাটী নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ঢেলা করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

পাবনাইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি ফরিদাঙ্গি গ্রামে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহা ফরিদাঙ্গির ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজপুরের বাজারে গিয়াছে।

শ্রীদ্বারকানাথ বসু
রাজপুর মেনেজার

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্য্যালয়।)

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্ম করিলে যেরূপ লাভজনক হয় ... সেইরূপ হওয়া সম্ভব বন কণ্ট্রাক্টর পারমর্শিতার কারণ কেহ কেহ বিশ কখন কখন অধিক লাভ হইয়া পড়ে ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর ... রূপ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান সে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি পাঠান, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করা, মামলা মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রথম সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রভৃতি উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে পাইবেন, যাহা দ্বারে একমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুবন্দোবস্ত নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উহাই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত —কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার সাহায্যে এবং ত্রিবেণীস্থ সমের দলের অধিকাংশ ভদ্রলোকের যত্নে ত্রিবেণী অপেরা নামক একটী ব্যবসায়িক যাত্রার দল ত্রিবেণীতে খোলা হইয়াছে।

ত্রিবেণী
১২৮০ } শ্রীপার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও বঙ্গীয় সংবাদপত্র।

অনেক দিন অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। আমরা যে শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার প্রতি আক্রমণ হইলে কাজেই আমাদিগকে কথা কহিতে হয়। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও অনেক বার বলিয়াছি। বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আর এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ত্তমান রিপোর্ট লিখিবার সময় আমাদের কথা বিস্মৃত হন নাই, সুতরাং এবিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর দেশীয় সংবাদপত্র দিগের প্রতি দুইটী দোষ আরোপ করিয়া ছেন। প্রথম, দেশের সাধারণ লোকের রাজ ভক্তির হ্রাস করা, দ্বিতীয়, সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মান। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত এবং তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ রাজভক্তি পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের রাজভক্তির অভাব ক্রমশঃ সংক্রামক রোগের ন্যায় সেই সকল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকেও বিকৃত করিতেছে উত্তরোত্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ দেশীয় সংবাদপত্রদিগের কটূক্তির ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারি বলিয়াছেন, মনে কর কোন ব্যক্তি কোন মকদ্দমাতে পরাজিত হইল, হইয়া প্রতিহিংসা করিবার জন্য কোন সংবাদপত্রে নাম ধাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই বিচারকে গ্লানি প্রকাশ করিল। ইহা এই মাত্র হইয়া যাইত, তাহা হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু সেই গ্লানি সূচক পত্রখানি অনুবাদক সংবাদপত্র নিজের রিপোর্টে উদ্ধৃত করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষদিগের চক্ষে পড়িবা মাত্র সেই

[illegible] কোন বিচারে [illegible] অভিযোগ [illegible] ঠিক নিশ্চয় [illegible] দোষী [illegible] প্রমাণ [illegible] সম্পাদক এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কার্যা করেন তাহা হইলে বোধ হয় দোষীর সংখ্যা কমাইবার জন্য দোষারোপ করিতে কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না।

উপসংহারে কাঁটা-কর্তৃপক্ষের প্রতি ও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যেন তাবে কোন কথা বলিলেই ধৃষ্টতা মনে করিবার অভ্যাস [illegible] হইলে বর্তমানে না থাকাই ভাল ছিল। আমাদের মতের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের [illegible] কোন [illegible] প্রণালী [illegible] আমাদের [illegible] করিতে হয়। এরূপ আশঙ্কা [illegible] রাখিতে আমরা [illegible] যদি [illegible] কারণদর্শাইতে [illegible] যে [illegible] সংবাদপত্র [illegible] বিদেশের বিদেশ [illegible] করিবার [illegible] করিতেছেন। [illegible] বলিতে পারি না। [illegible]

ষ্টের নিবারণ হইবে ? এখন অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদ সকলে দেখিতে পান বলিয়া অনেক উপকার হইতেছে। প্রথমতঃ দিন দিন দেশীয় সংবাদ পত্র দিগের উৎসাহে বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই উত্তরোত্তর আপনা২ পত্রগুলি সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক লোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এদেশ অন্যান্য প্রদেশে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশ পায়। সেই সকল সংবাদের গোচর করিবার দ্বারস্বরূপ। সংবাদ হইলে সে সকল কথা আর কাহারও কর্ণগোচর হইবে না এবং সে সকল কষ্ট নিবারণ হইবারও আশা থাকিবে না, আমাদের বিবেচনায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তিনি কি প্রাণ্টজনক নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন ? আমরদের এ বিষয়ে ভিন্ন প্রকার মত। দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক রিপোর্ট দোষ পাইলে দুই একটি অধিকপরিমাণে সাহসের গোচর করা উচিত। সাহসের মত দুষ্ট অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করে সংবাদ পত্র যেমন প্রধান উপকরণ। এ উপায়ে যে উপকার হইয়া যাইতেছে। অতএব এ সাই প্রকাশ দিগকে কিছু কথা কাহারও শুনিতে দেওয়া, আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত সুপরামর্শের প্রণালী হইতেছে।

—

কলিকাতার [illegible] এই রাজার জাজনা উপস্থিত। [illegible] নাকে যেরূপ উপহাস স্পদ করিয়াছেন লোকে সচরাচর এরূপ উপহাস্পদ হয় না। ধর্ম্মতলার বাজারের এত নিন্দা রটে নূতন বাজার করিবার কথা হইবার সময় তাঁহাদের দিব্যচক্ষে দেখা উচিত ছিল, যে তাহাতে শীলবাবু দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বতা অপরিহার্য্য। অডিটরেরা কেন যে এ আপত্তি করেন নাই তাহাও নহে, সে সময়ে এই আশঙ্কা করা হয় এবং একবার ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লইবার প্রস্তাবও হয়। পরে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, একটী স্বতন্ত্র বাজার নির্ম্মাণ করাই স্থির হয়। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাজার বসাইতে কতব্যয় অবশ্যক তাহা কি তাঁহারা জানিতেন না যে করিতে এরূপ হয়, এখন সেই ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন ? হগ সাহেবের অপরাধ কি ? তাঁহাকে অনর্থক অপমান্ত কেন করিলেন ? তিনি যে প্রকার ব্যয় করিতেছিলেন তাহা মিউনিসিপাল আইন বিরুদ্ধ হউক আর যাহাই হউক, সেরূপ ব্যয় ভিন্ন নূতন বাজার বসিতে পারে না।

সম্প্রতি বাজার দুইটীর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই তিনের অন্যতম অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রথম, যখন বাজার বসান হইয়াছে, প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে আরও দুই বৎসর করিতে অনুমতি করা। দ্বিতীয়, ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়া লওয়া, তৃতীয় মিউনিসিপাল বাজার বন্ধকরা এবং তৎসংলগ্ন সমুদায় স্থান ও অট্টালিকা প্রকৃত দিক্ [illegible] করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা দুই তিন উপায় [illegible] মন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় শীলবাবুরা নাকি সাতলক্ষ টাকায় বন্ধ হইতে রাজী

টী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং মিউনিসিপালিটী ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

তৃতীয় উপায়টি অবলম্বন হইল না কেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর নিকট উপকারাস্পদ হইতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে অধিক টাকা কর্জ্জ করিতেও হইত না এবং অন্যায়রূপে যত ব্যয় হইয়াছে তাহারও অনেক উদ্ধার হইত। এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে এই ১৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে। সে ঋণ পরিশোধ কে করিবে ? কেন কলিকাতার টাক্স দাতারা। টাক্স দাতাদিগের মধ্যে এদেশীয়ের সংখ্যাই অধিক। মিউনিসিপালিটীর স্বতন্ত্র বাজার থাকিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার নাই—অনর্থক ইংরাজের সুবিধা। সাধারণের অর্থ অনিয়মিতরূপে ব্যয় করা উচিত নয় বলিয়া অডিটরেরা হগ সাহেবের হস্তপদ বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের সুবিধারজন্য সাধারণকে এত ঋণগ্রস্ত করা কি ন্যায় সঙ্গত কার্য্য ?

—

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদ
সংক্রান্ত [illegible]

এপ্রেল মাস না, পড়িতে পড়িতে কাম্বেল সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদের নিয়মিত কাল ৫ পাঁচ বৎসর, কিন্তু তিনি ৩ তিন বৎসরের অধিক কার্য্য করিতে পারিলেন না। [illegible] যেরূপ শ্রম উৎসাহ ও উদ্যম [illegible] তিন বৎসর [illegible] আর অধিককাল [illegible] করিতে [illegible] যে এই [illegible] বৎসরও সুস্থ থাকিয়া কার্য্য [illegible] পারিয়াছেন এজন্য তাঁহার [illegible] ও একাগ্রতার [illegible] করিতে হয়।

উদরের অন্ন সংগ্রহ হয় ট, সুতরাং পিতা মাতারা বালক, বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্তই যা হউক। আর সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও চিন্তা শক্তি বিহীন হইয়া গতানুগতিক ভাবে যন্ত্রের ন্যায় উহাদের স্কন্ধে উত্তরোত্তর ভার অর্পণ করিতে থাকেন। এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণ বিহীন পাঠ্য বিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকের রুক্ষতা ও বেত্রাঘাত ইহার মধ্যে নির্ব্বাক শিশু ভীত ও বিরক্ত হইয়া চিন্তপাত করে। এরূপ শিক্ষা বিষয় যতই তাহাদের উপর স্তূপীকৃত হয় ততই তাহাদের চিত্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া আসে। এইরূপ বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়গুলি শিশুদিগকে বিকৃত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করা দূরে থাকুক শিশুদিগের একটীর কিছু মাত্র অংশও আছেন কি না সন্দেহ স্থলে বাঙ্গলা বিদ্যালয় সকলের ছাত্রগুলির কোন শিক্ষা কর্ত্তা নাই। যিনি যাহা মনে করেন তাহাই পড়াইয়া থাকেন যিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহাদের পাঠোপযোগী হউক বা নাই হউক সেই পুস্তকগুলি পাঠ্য পুস্তক হইয়া যায়। জ্যামিতি, জরিপ, জমিদারি হিসাব, ভূগোল, খগোল তারিখ চরিত্র ইতিহাস, কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস, বেকনের প্রবন্ধ, ইত্যাদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভাবে এতাদৃশ মস্তিষ্ক বিকৃত না হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুত্র কন্যাদিগকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং দেশে অনেক টিয়া শীল ব্যক্তিও আর প্রেরণ করেন না। গৃহে বসিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহারও সুবিধা নাই। শিশু দলের পাঠোপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অসদ্ভাব। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি বিকশিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ কি বা উপকারও লাভ করে। মনে কর একটী আটবৎসরের বালকের হস্তে সীতার কিম্বা সাবিত্রীর সতীত্ব বিষয়ক এক খানি পুস্তক দিলে। তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহাতে তাহার অর্থবিহীন কথামাত্র। এই জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন কবিতা বালকদিগের জন্য নহে। তবে যদি কবিতা পড়াইতে হয় উপন্যাস কিম্বা আখ্যায়িকা পূর্ণ কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার অনেকে মনে করেন কবিতা শিশুদিগেরই জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদিগের জন্য নয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার বিপরীত দেখিতে কতকগুলি প্রকৃত বর্ণনা ও কতকগুলি ভাবোদ্দীপক কবিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কবিতাই শিশুদের পাঠোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য খেদ লিখিতেছে ইহা আমাদের অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয় কারণ তাহার কি? এবং স্বাধী তাহাকে এ সংস্কার [illegible] কি না সন্দেহ।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত (১) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের মনোযোগ জনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। যে শিক্ষায় ইহার অন্যথা করে প্রতি ঔদাসীন্য ভাব সে শিক্ষা অনাবশ্যক ও দূষণীয়। আমরা যদি শিশুদিগকে গ্রন্থ, তার কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে জানি যে শৈশবকাল কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়। তখন মন ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নির্ণয় করিতে ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে ব্যস্ত থাকে সেই সকল সংকল্প জাল অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও বিচার করার শক্তি তখনও জন্মে না। সুতরাং সে সময়ে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করা যায় তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—এবং আনন্দও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনা শক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিষয় পশুপক্ষীদিগের স্থূল স্থূল বর্ণনা বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন চরিত্রের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়। কবিতার মধ্যে মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র সৌহার্দ্দ, নীচ প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম অনুরাগ প্রবৃত্তি তাহার উদ্দীপন করিবার যে সকল অবান্তর কেবল মাত্র ছন্দ সম্বন্ধে [illegible] তাহার [illegible] পনর বার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের [illegible] দৃষ্টি পাত করা

য় দ্বারা শাসন হইতে পারে? আমরা অনেক মুন্সফকে এই বলিয়া দুঃখ করিতে শুনিয়াছি আমলাদিগের ভয়ে তারা তাহাদের মাস্থাষ্টি করিয়া চলিতে হয়। এ কোথাকার কথা? এই স্থানে আর একটী কথা স্মরণ হইতেছে। ছত্র মত অমাত্যেরা মধ্যে২ মুন্সফ দিগের কে জজ সাহেবের নিকট নামধারীন পত্র প্রেরণ করিয়া থাকে। কোন কোন জজ সাহেব তাহা অবগত আছেন। মুন্সফদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে অমাত্যেরা অথবা অন্যপক্ষ সংশ্লিষ্ট অমলা, প্রাড্‌বিবাক, নাজীর ও শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপ মুন্সেফ দিগের উপরেই দেওয়া উচিত। নতুবা তাহাদের স্বাধীনভাবে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

বিবিধসংবাদ।

৫ ফাল্গুন সোমবার।

রেঙ্গুন মেল বলেন যে তথাকার ধান্যের দর কম গিয়াছে। ১০০ কোট চাউলের মূল্য ৩২ টাকা মাত্র। এত সস্তা দর আর হইবে না। যার গলে মটর ক্রয় করিবার বাঞ্ছা থাকে তাঁর এই সুসময়।

ইংলিশম্যান বলেন যে ত্রিপুরাধিপতির মৃত্যু হইয়াছে। যে ব্যক্তি রাজার ভ্রাতা বলিয়া আপনার পরিচয় দিত সে রাজার ঔরসজাত নহে। রাজা তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর সে সিংহাসনে বসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে অনুমতি দিয়াছেন। অনেকে তাহার পরিবর্ত্তে নবীনচন্দ্র ঠাকুর সিংহাসনে বসিবেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। ধর্ম্মের বিচার সংক্রান্ত কাগজপত্র চট্টগ্রামের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তথা হইতে সেক্রেটরির অবৈতনিক নিকট বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু সাহেব ঔহাকে অসন্ধানতা দোষে দোষী করিয়াছেন।

সর্ডার কাগজ টাইমস বলেন গুপ্তঘোরের একটী অবিবাহিতা দুইটী গোবৎস প্রসব করিয়াছে। ঈশ্বরের লীলা কে জানে।

মাদ্রাজ টাইমস্‌এর একজন সংবাদদাতা বলেন সালেম জেলায় একজন কৃষক তাহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ করিয়াছিল। একদিবসে তাহার স্ত্রী এবং তাহার উপপতি দুইজনকে এক স্থানে দেখিতে পায়। ইহাদের দুইজনকে এক করিবে মনসে একখানা অস্ত্র লইবার জন্য গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে সেই স্থানে পুনরায় গমন করিয়া দেখে যে সেই উপপতি পলায়ন করিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী একাকিনী বসিয়া আছে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক আঘাতেই স্ত্রীর মস্তক ছেদন করে। তৎক্ষণাৎ নিজেই পুলিসে সংবাদ দেয়। আসাল ঘটনা কি সে সম্বন্ধে পরস্পর করে। যা হউক সাহেব তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস অনুমতি দিয়াছেন। অনেকে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল।

ইংলিশম্যান বলেন যে [illegible] ভারতবর্ষীয় কাগজ সকল যাহা সংগ্রহ করিবার জন্য মেজর চরণ সাহেবের এদেশে আসিবার কথা ছিল কিন্তু লেপ্টেনেণ্টের অবৈতনিক তাঁহাকে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বিগত ছয়মাসের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ৭১১ টী নব্য জজ নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ৫৭৯৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৭১১ টীর মধ্যে বাঙ্গালা ৯৫৮ টী, তাহার এবং উড়িষ্যার অংশে ১৯৪ জজিক ১১৮ এবং অন্যান্য ১।

মাদ্রাজ মেল বলেন [illegible] পলায়ন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ সন্ধান আছে।

ইংলিশম্যান বেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব অ্যাসিষ্টাণ্ট [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] হইতে করাচি [illegible] জন্য [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

বিলিক কার্য্যের তাঁর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, জি, ডবলিউ, ভিভিয়ান সাহেবের উপর দেওয়া হইল।

কাম্বেল সাহেব ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গ করিতে হইবে না। যতদিন তিনি না যান ততদিন আর কোন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

আমরা তাঁহার সঙ্গিত প্রকাশ করিতেছি যে রাজা মহীন্দ্র মোহন ঠাকুর মেদিনীপর জেলার কুচলপুর পরগণার প্রজাদিগের নিকট খাজনা হইতে ৪০০০০ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা, এবং বীজ, প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া কয়ি বঙ্গদেশের সমুদায় জমীদার মহাশয়ের দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিবেন।

এক খানি দেশীয় সম্বাদ পত্র বলেন গত ১৪ই ফাল্গুন মিদ্নাপুরী কোন গ্রামে একটী ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার গর্ভে সন্তান হওয়াতে ৩ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। এ কথা বিশ্বাস কি হইবার?

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন সর্পের মুখে কার্ব্বলিক এসিড প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

বাঙ্গালী সম্বাদ বলেন "পারিসে একটী অন্ধ ভদ্রলোক অবস্থিতি করিতেছে, তাহার ১৮ মস্তক। এক এক সময়ে উহার যে কোন মস্তক গান করিতে পারে। ঊনবিংশ মস্তক গান করিলে উহাকে অনেক স্বর্ণ দিতে হয়।

১০ ই ফাল্গুন শনিবার।

অদ্য বারাসাতে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি লোক একটী কদম্বগাছী হাট হইতে কতক টাকা লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে ১২ জন ডাকাত তাহাদিগের উপর হইয়া টাকা কাপড় প্রভৃতি সমুদায় লুটিয়া লয়। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনেকদিন বিস্তর ডাকাইতেরা ধৃত হইয়াছে। মফস্বলের কোন কর্ম্মেরই নয়। কতদিন লীলা করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কৈ এত হইত না।

২৪ পরগণার সিবিল ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। বিদ্যালয়টী ভবানীপুর এবং টালিগঞ্জের মধ্যে স্থাপিত হইবে শুনা যাইতেছে। কিন্তু স্কুলের বন্দোবস্তটী যেন ভাল হয়।

মারজেলিস নিউস বলেন তথায় একটী খুন করা গিয়াছে। অদ্যি অবধি তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বর্দ্ধমান রাজপুর কলিকাতায় আসিয়া প্রধান প্রধান স্কুল গুলি দেখিয়া গিয়াছেন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রাজপুত্র বলিয়াছেন এফ, এ পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম হইবে তাহাকে তিনি বৎসর ২০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন সংস্কৃত কালেজের যে ছাত্র প্রথম হইবে তাহাকে এক বৎসর ১০ টাকা বৃত্তি দিবেন। এতদ্ভিন্ন যেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীকে একটী স্বর্ণ মেডাল দিবেন, আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল দেশবাসীরা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ৩। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজপুর হইতে মতিহারি অবধি একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

—:০:—

দুর্ভিক্ষবিষয়কসংবাদ

ইংলিশম্যানের বালেশ্বর হইতে সংবাদদাতা বলেন যে তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের বিশেষ সদুপায় অবলম্বন করা হইতেছে। প্রতিদিন দুঃখীদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়। প্রাতঃকাল বেলা ৭ টা হইতে ১০ টা ক্রয়াগত বিক্রয় কার্য্য চলিতে থাকে। চারি ক্রোশ দূরে যাহারা কাজ করে তাহারা এ দোকান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আগামী ৫ই ১০০০০ হাজার সংস্রক লোক আহার করিবে। ৪০ জন ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত আছে। তাহারা অন্নসত্রে এইদলগত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে।

শুনা গেল ৭ই তারিখে সাহেবগঞ্জ হইতে এক দল সংস্রক লোক চাউল সংগ্রহের নিকট যাত্রা করিয়াছে। উক্ত দিবসে কুড়িয়া হইতে ১০ সংস্রক লোক চাউল আনিয়াছে। গোরুর গাড়ি করিয়া প্রতিদল অনেক চাউল দিবাজপুরে প্রেরিত হইতেছে।

বিগত শনিবার বোম্বে নগরে যে দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সভা হয় তাহাতে সার সি, ঊড হাউস সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিলে পর সার এম, ওয়েব্রেপ এবং সার জামসেটজী জিজিভাই আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। সভাস্থ ৩০০০ সংস্রক টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল। গবর্ণর নিজের ২৫০০ টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎসিংহ বাহাদুর রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের নানা স্থানে পুষ্করিণী খনন ও পাতকুয়া করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতি প্রশংসা ও অত্যন্ত সুবিধা হইবেক।

সিলেট অবজর্ভর বলেন একজন সওদাগর বাঙ্গালা বন্দরে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকানেক লোক মৃতপ্রায় হইয়াছে। তাহারা লুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সওদাগরী নামক স্থানে গমন করিলে পুষ্করিণীখনক ১০০ জন চাষাকে লোক একত্র করিয়া সওদাগরকে লুট করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। পুলিসে কি করিতেছেন কষ্ট নিবারণের কোন উপায় কি হইতে পারে না?

গত সপ্তাহের বিশেষ সম্বাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে নাটোর জমীদার বাবু রামকৃষ্ণ রায় মহাশয় পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি [illegible] করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ৫০০ সংস্রক টাকার [illegible] ছুস করিয়া একটী খুব বড় [illegible] ছিল।

উপযুক্ত শস্য সঞ্চয় আছে। ইহার পর কি হইবে কে জানে? রবি শস্য কিছুই হইবে না, চস কিছুই হয় নাই।

এবৎসর আম্র ফল অত্যন্ত কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আম্র আঁটী শোষণ করিয়া অনেকে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, এবার তাহাও নাই।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত ১৮৭৪ সালের ৩,০০০০০ টাকা সম্বন্ধে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন।

অযোধ্যার গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শস্য, এবং অন্যান্য আহারীয় সামগ্রী সুলভ হইতেছে।

গাজিপুর এবং আজমগড়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই নগরে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার জন্য সকলেই ব্যস্ত।

বহা প্রদেশে । শস্য হইয়াছে। গত বৎসর ৭৫০০০০ টন শস্য রপ্তানি হয়, এবৎসর ১০০০০০০ টন শস্য রপ্তানি হইবে আর নিম্ন পড়িয়া আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সর্ব্ব প্রধান সভায় ১২৭১৫ টাকা আদায় হইয়াছে আর হইবার সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

ব্যয়ে

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ বিস্তৃত হইবে।

ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মেদিনীপুর গমন করিলেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু ভবানীচরণ সান্যাল মানভূম জেলার ডিপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর সব ডিবিজনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্দ্ধমান জেলায় ইনস্পেক্টর সব আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

যত দিন না অজন্মা নিবারণের উপযুক্ত উপায় হয়, তত দিন দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা রাখিবার জন্য ছোটলাট সাহেব এক চিঠি লিখিয়াছেন।

বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ কালেক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর হইয়া বর্দ্ধমান গমন করি

লায় যে রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ বৃহৎ ইংরেজী অক্ষরে স্থানে স্থানে এই কথাটি চিত্রিত রহিয়াছে তখন আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ রঙ্গালয়ে ধূম পান নিতান্ত বিরক্তি জনক এবং ইহাতে বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা। সকল হুজ ভূমির কর্ম্ম চারিগণই এইটি নিবারণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। কিন্তু আমরা কয়েকটি ইংরাজ দর্শক কে এই বিষয় লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

কলিকাতা } শ্রীচন্দ্রকুমার
২ ই ফাল্গুন } বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

মহাশয়। বিপদ বিপদের এবং সম্পদ সম্পদের অনুগমন করে এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ সত্য। একেতো এতৎসময় দুর্ভিক্ষ রূপ রাক্ষসের ভীষণ পরাক্রম প্রভাবে সমুদয় ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে। প্রতিদিন লোম হর্ষণ জনক শত শত শোচনীয় সংবাদ আমাদের হৃদয় ব্যথিত ও প্রাণ অস্থির করিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে যে কিবিষময় ফল সঞ্চিত আছে, কে বলিতে পারে? আমরা যেন সেই দিন নিকটবর্ত্তী বোধ করিতেছি (জগদীশ্বর না করুন) যেদিন শত সহস্র নর নারী বালক বৃদ্ধের অন্নাভাব জনিত হাহাকার ধ্বনি আমাদের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকতর কাতর করিবে। এ প্রদেশীয় দীন দরিদ্র দিগের জীবন রক্ষার উপায় কি? যখন এই চিন্তা আমাদের অন্তরে সমবর্ত্তী হয়, তখন কে সে কাঠিন্য-সংহরণে সমর্থ হইতে পারে? সেই সকল নিরন্ন দরিদ্র জন্য যাহারা গবর্ণমেণ্টের অব্যাহত দৃষ্টি পথে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর-দৃষ্ট বশতঃ সে সকল শস্য অথবা অন্যান্য ধনবান লোকের নিতান্ত অভাব। আমাদিগের বিপদ নিবারণ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দয়াশীল বৃটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণ রক্ষার্থে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের সূত্র পাত করিয়া মানবের দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। এই উপস্থিত বিপদ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসলতা পরতন্ত্র হইয়া নানা প্রকার হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। কোন প্রদেশে বা দুর্ভিক্ষ কাতর প্রজামণ্ডলীকে অন্নদান ব্যতীতও নানা সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত ব্যক্তি সমূহকে ঔষধ প্রদান করিয়া বিমলকীর্ত্তি সংস্থাপন করিতেছেন। অতএব আমরা যে অভাব বিমোচন মানসে গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিতেছি তাহা করা কি তদ্বিষয়ার্থে দরখাস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বসীরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত, বাদুড়িয়া ষ্টেসনের অধীন এই "পুঁতা" গ্রাম সহস্র সহস্র ইতর ও ভদ্রলোকের বাসস্থান। এই স্থানে অন্নকষ্টের অপেক্ষা এতদূর জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, যে তাহা প্রকৃত রূপে বর্ণনা করা যায় না। এখানে এমন একটী জলাশয় নাই, যে সেই জল পান করিয়া অধিবাসীগণ জীবন রক্ষা করে। যে কয়েকটী পুরাতন জলাশয় আছে, তাহা পঙ্কিল ও আবর্জ্জনা পূর্ণ। তাহার বিষময়জল পান করিয়া কেহীরা ধারণ করিতে পারে? আজ ও মাঘমাসের শেষ হয় নাই, ইহার মধ্যেই এক বিন্দু বিশুদ্ধ বারি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিছু দিন পরে যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইবে কে বলিতে পারে? সরকার, মন্ত্রী মহাশয়ের জল বিতরণ গ্রামের এ মাথা, সে মাথা, সেখানেও শত শত কি শত গুণ পরিপূর্ণ। গ্রামের যে দুই এক পুষ্করিণী হইতে প্রায় অধিকাংশ লোক জল ব্যবহার করে। যদি গবর্ণমেণ্ট কোন উপায়ে এই ভয়ানক বিপদ হইতে অত্রস্থ অধিবাসিদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে জলাভাবে জীবন নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অন্নাভাবে কিম্বা জলাভাবের একটী প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর শোক হুতাশনে হৃদয় দগ্ধ হয়, তাহা যিনি উড়িষ্যার বিগত দুর্ভিক্ষ অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন।

আমাদের স্বসভ্য রাজ গবর্ণমেণ্টের অধিক সোভাগ্য কারণ এতাদৃশ অবস্থায় জীবন শেষ করিতে হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ প্রত্যবায়ের ভাগী। এবং গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয় কার্য্য জ্যোতি কলঙ্কিত হইবে।

পুঁতা
২ রা ফাল্গুন } এক খু বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৮০ } শ্রীচরণ ব শর্ম্মা।

গোবরডাঙ্গা বসীরহাট মহকুমার এক প্রান্তভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে যমুনা নদী, যমুনার পরপারেই বারাসাত উপবিভাগের আরম্ভ। সুতরাং গোবরডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ইহার সমীপবর্ত্তী বসীরহাট ও বারাসাত মহকুমার কিয়দংশ দূরস্থ। এই সকল এরূপ কর্দ্দমাক্ত স্থানে স্থিত যে ইহার অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদাই নানা প্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিতে হয়। মহকুমার সদরস্থান বসীরহাট ও নিকটবর্ত্তী সাত উত্তরই এ অঞ্চলের মূলবস্তী। অধিকাংশ দুঃখী প্রজাগণ অনুকূল উৎপীড়ন হইতে রাজদ্বারে আপনাদের কষ্টের কথা জানাইতে পারে না, বড়লোকের অত্যাচারের ভয়ে অন্তরে অন্তরে ভয় হইয়া রহিয়াছে। মধ্যবিত্তের অবস্থা ও সন্তোষকর নহে। তাহারাও প্রায় অধিকতর কষ্টের ভয়ে দুঃখের মহকুমার সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ আছে।

গত ৮৭৩ সালের জুন মাসে, পাদরি ডাফ্‌ সাহেব একটী সবডিভিজনাল ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত হয়। এই বসীরহাট ও বারাসাত মহকুমার লোক আপন আপন পুত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার অভিলাষ করিলেই ঐ স্কুলে প্রেরণ করিবার অনুমতি পায়। ইহাতে অনেক অভিভাবক নিরাশ্রিত না হইয়া বেসরকারী এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের অনুমতি সত্ত্বে অনেকে ঐ স্কুল স্থাপন করিয়াছে। যে সমস্ত ভদ্রলোক সঙ্গত অভাবে নিজ পুত্রদিগকে কলিকাতায় রাখিতে পারেন না, তাহারা ঐ স্কুলে পুত্রদিগকে পাঠাইতে লজ্জা বোধ করেন। তাহাদের নিকটবর্ত্তী নূতন স্থানে ঐরূপ স্কুল সংস্থাপিত হওয়াতে তাহারা মহা আনন্দিত হইয়াছেন। এখন ঐ স্কুলটীর সুব্যবস্থা ও ভাল শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদিগের [illegible] লোকের [illegible]

সোমপ্রকাশ

ভাষা। ১৩ ১৫ সংখ্যা।

"হবন্তনা প্রস্তাবিতিনাবে যার্থিব [illegible] অনিমতনী ন ছীবনা।"

গ্রন্থ মূল্য ২০ টাকা / গ্রন্থ পক্ষ ।। টাকা | সন ১২৮০। ১৯ এ | ইং ১৮৭৪। ২ রা মার্চ | একত্রে বাঙ্গলা সম্বেত গ্রন্থের ১০) টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

৭ ম।

৯ গুণ সনদারন এবং জোত জমা বিক্রয়।

উপরিউক্ত বৎসরাদি ১৮৭৪ সালের ৭ ই মার্চ্চ শ বসবার বেলা ১ টা অপরাহ্নে বিক্রয় হইবে। 'মহম্মদ' মেকেঞ্জি সরাম এবং কোম্পা, ম, ম ই আপনে বক্রয় হইয়া না যায় তজ্জ হইলে বহুতী মহাজনের অ জা সুসনে ক লকা ৪ কমাসিয়াল মেকঞ্জি ম, ম কম্পা ব নিলামকারী তজ্জ বিহিত বিক্রয় ক রবেন।

পুণারা, দিনাজপুর, মালদহ জেলার অন্তর্গত আমীরাবাদ পরগণা স্থিত ভূত নারা গড়াগোনপুর এবং নিমুমরাট সম্বন্ধীয় তিনটী নীলকুঠী একত্রিত করিয়া সি জলোজা ঐগুলো কনসারন বলে।

এতদ্ব্যতীত এই কনসারন সম্বন্ধে কিম্বা কনসারন যে সমুদয় মৌরসী ও অন্যান্য চাষ জমা আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয় হইবে।

পুরস্থ 'মহম্মদপোরার নীলকুঠী এবং তথাকার বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও জোত উপরিউক্ত বিষয়ের সহিত বিক্রয় হইবে না। অক্টোবর মাসে ৭০০ ছুট সমেত সাত সত বিঘা জমি বুনানি হইয়াছে বুনানির নিমিত্ত আর ৫০০ শত বিঘা জমি প্রস্তুত হইতে পারে।

বিক্রয়ের সময় যেরূপ স্থির হয়ে ঐ রূপ উপরিউক্ত বিষয় সব একত্রে নতুবা পৃথক পৃথক করিয়া বিক্রয় হইবে। বিক্র সময় যে সমুদায় স্থাবর যেখানে থাকিবে সেই অনুসারে বিক্রয় হইবে। অন্যান্য বিশেষ সংবাদ জানিতে হইলে ১ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট চন্দ্রের সলেস এবং রবার্টস সমক সলিসি টারদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

চম্পা ণ এবং ত্রিহুত জেলার দুর্ভিক্ষ ক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত অল্পকালের জন্য ১০ জন গুবরা ঘরের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭০ টাকা। উক্ত পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা স্বাক্ষর কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট স্বদেশীয় পত্র সহ নম্র আবেদন পাঠাইয়া দিবেন। ২৫ শে চৈত্রের পরে আবেদন পত্র লওয়া যাইবে না।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কমিশনর সাহেবের পারসোনাল
আসিষ্টান্ট।

বিজ্ঞাপনী পত্রিকা এবং বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী।

সন ১২৮১ সাল ৭ই চৈত্র ১৮৭৪। ১৯

শ্রীকালীদাস দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত অতি সুন্দর চিত্রপট সম্বলিত বৃহদাকার হইতেছে মুদ্রিত হইবে। বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডন প্রেসে আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক টাকা, ভাহিতে ১০ পাঁচ সিকা, ডাকমাশুল ।০ কেহ উক্ত পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার বাসনা করিলে সংগ্রাহককে জানাইবেন।

কলিকাতা ১২৮০ } শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিধ রচনার নিয়ম, লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্ম।

লেখা।

প্রবন্ধলেখক বিনয় সহকারে এবং ইচ্ছা করিতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টরি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইবেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উমেশচাঁদ দত্ত মহাশয়ের অভ্রান্ত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল ।০। ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট মায় ডাকমাশুল মূল্য ।০ এনাপথাল কলেজ ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "ডিসেক্সন টেবিলিউরি" মূল্য ।০ ডাকমাশুল ।০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়
কিন্তু কলেজ কলিকাতা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্তনা প্রকৃতিনায় পার্থিব কল্পনা অসিমন্থনী ন ছীয়ন।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

শনি ২৮০, ২৯ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭৪। ৯ ই মার্চ্চ

মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ২০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি" (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১ ৵০ ডাক মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

"ভারত সার।"

বঙ্গভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় সংবৃত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি অল্প সংক্ষেপ অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতের সকল কথাই থাকিবে, মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না, ইতিহাস গ্রন্থ যেরূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া যে আমার নিকট পাঠাইবেন তাহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

শুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪ মেছুয়াবাজার
কলিকাতা
} ক্রমে ক্রমে ইনকম ট্যাক্স
শুপ্ত বিদ্যারত্ন

শুপ্ত যন্ত্রালয়।
কলিকাতা ২৪ নং মেছুয়াবাজার লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর
পূর্ব্ব সুকিয়ার গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প পয়সায় পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তাহাতে অস্বীকার করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

শ্রীসত্যচরণ শুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

চশমা এবং ত্রিচক্ষু ইনস্ট্রুমেণ্ট সকল ক্রয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মান ও ১০ মাস ওয়ার্ড ইনের [illegible]

এতদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে আমি ১৮৭৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১২ মাসের জন্য ৫০ টাকা বেতনে ঢাকা নগরীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস নিযুক্ত হইয়াছি। অতএব যে সকল ব্যক্তির নিকট আমার কোন টাকা পাওনা আছে তাহারা ঢাকা নগরীতে আসিয়া আমার নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লইবেন।

ঢাকা
১২৮০
} শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের [illegible]

নাবিক সংবাদ [illegible]

খুলিবার বিষয় উল্লিখিত হয়। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, মজীলপুর জয়নগর বহড়ু প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের বহু সংখ্য ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া যাহাতে এই রেলওয়েটী খোলা হয় তদ্বিষয়ে মিত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। এই রেলওয়েটীর জন্য এই যে প্রথম প্রস্তাব হইয়াছে এমন নয়, মাতলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানির অধীন ছিল, তখন একবার এই প্রস্তাব হয়, কেবল প্রস্তাব কেন, উক্ত লাইন কোন্ কোন্ স্থান দিয়া যাইবে কতই বা ব্যয় পড়িবে এ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল। সে সময়েও সোমপ্রকাশে এই রেলওয়ের অনুকূলে অনেক কথা লিখিত হয় কিন্তু উক্ত কোম্পানি আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা যে মাতলা রেলওয়ে খুলিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে সেটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ব কলিকাতা সাউথ ইষ্টারণ রেলওয়ে কোম্পানি এক মাত্র লাভ গণনা করিয়াই কুল্পী লাইন খুলিবার প্রস্তাব করেন, এক্ষণে এই লাইনটী খুলিবার আর একটী প্রবল কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সেটী বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পীড়িত মনুষ্যদিগকে সাহায্য দান। দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান ও গবর্ণমেণ্টের লাভ এই দুটী কার্য্য যে প্রত্যেকটীই উক্ত শাখা রেলওয়েটী খুলিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। প্রথমতঃ বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ জন্য যদি দুর্ভিক্ষের কষ্ট নিবারণার্থ স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এ অঞ্চলে তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে না। গোপ খাল মজুরদের দ্বারা দায়জিনিস রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হইতেছে তদ্দ্বারা এ অঞ্চলের লোকের কোন উপকার নাই। আমরা যে রেলওয়েটীর কথা কহিতেছি সেটী করিলে কলিকাতার দক্ষিণস্থিত স্থান সকলের লোকের বিলক্ষণ সাহায্য হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, কেবল মাত্র লাভের আশা না করিয়া যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্গের দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারিত হয় তদ্বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পব্লিক ওয়ার্ক সকল করা হইবে। তদ্ধ যদি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই বাক্য অনুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও এই রেলওয়েটী করা উচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তদ্ভিন্ন আপাততঃ ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য হইয়া ভবিষ্যতে এই রেলওয়েটী ইহার উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের লোকের মহোপকার সাধন করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভের আশা আছে। বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহী এই দুটীই লাভের উপায়, এই দুটী হইতেই বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। বড় বড় ও মহাবিষ জাহাজ সকল পূর্ণ জোয়ার না হইলে হুগলী পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, সুতরাং ঐ সকল জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে সময় ও কার্য্য ক্ষতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই বণিক দিগকে অগত্যা এই সময় ও কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি কুল্পি পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেন, ঐ সকল জাহাজ অনায়াসে তথায় আসিতে পারে এবং তথা হইতে জাহাজস্থ বাণিজ্য দ্রব্য সকল রেলওয়েতে অতি সত্বর কলিকাতায় নীত হইতে পারে। ক্রমে কুল্পি একটী প্রধানতম বন্দর হইয়া উঠিতে পারে। এটী গবর্ণমেণ্টের অল্প লাভের নয়, এ ভিন্ন স্থানীয় বাণিজ্য দ্বারাও বিলক্ষণ লাভ আছে। দক্ষিণ দেশ আতর ও সিদ্ধ চাউলের একটী প্রধান স্থান। মগরা হাউড়ি ঢোলা মিত্রের গঞ্জ প্রভৃতি হাট হইতে বিস্তর চাউল কলিকাতায় রপ্তানী হয়, এক্ষণে ভাল সুবিধা না থাকাতে উহা কলিকাতায় লইয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বিস্তর ব্যয় পড়ে, রেলওয়ে হইলে যদি কেহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে উহা কলিকাতায় রপ্তানী করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্টও লাভবান হইবেন। চাউল ভিন্ন মৎস্য ও খালার কাষ্ঠ প্রভৃতির বাণিজ্য দ্বারাও লাভ আছে।

বাণিজ্য দ্রব্য ভিন্ন আরোহী দ্বারাও অল্প লাভের আশা নাই। যে সকল স্থান দিয়া রেলওয়ে যাইবে, সেখানকার এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের লোক সংখ্যা অল্প নহে তায়মণ্ড হারবার বাঁকীপুর সুভাষপুর মথুরাপুর বাকুইপুর জয়নগর প্রভৃতি স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ হইবে। এইরূপ বহুজনাকীর্ণ স্থানে রেলওয়ে হইলে আরোহীদ্বারা যে লাভ হইবে না আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকাতে প্রাতক্ত স্থান সকলের বিস্তর ভদ্রলোক বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে একপ্রকার প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন। রেলওয়ে হইলে আর তাঁহারা অধিক দিন গৃহিণী প্রবাস কষ্ট ভোগ করিবেন না, সর্ব্বদা বাটীতে গমনাগমন করিবেন। ফলতঃ আরোহীর সংখ্যা যে অল্প হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, উপসংহার বলে বক্তব্য এই, উক্ত রেলওয়ে খুলা যখন এক দুঃসাধ্য সময়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লাভ এই উভয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে তখন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাহীরা সেই সকল স্থানে শস্য লইয়া যাইতেছে, কিন্তু মূল্য কমাইয়া দিলে আর কাহারও সেখানে শস্য লইয়া যাইবার প্রবৃত্তি হইবে না বরং সেখানকার ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় অন্যান্য স্থানে শস্য প্রেরণ করিবে তাহা হইলে সে স্থানের দরিদ্রদিগের দশা নিশ্চিত। এ পরামর্শ আমাদিগের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। যখন যে পরিমাণে সাহায্য আবশ্যক তখন সেই পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন উপায় দেখা যায় না। যত শস্য আবশ্যক সমুদায় গবর্ণমেণ্টকে যোগাইতে হইবে. সেজন্য গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তবে এই কয়টী বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনুপযুক্ত ও অলস ব্যক্তিরা যেন প্রতারণা পূর্ব্বক সাহায্য গ্রহণ না করে। নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের দোষে প্রকৃত দরিদ্রেরা যেন বঞ্চিত না হয়। মফস্বলের অভ্যন্তরে যথা সময়ে যেন শস্য প্রেরিত হয়। প্রতি গ্রামে এক একটী শস্য বিতরণের স্থান করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ নানা গ্রাম হইতে কোন এক স্থানে শস্য আনয়ন করিতে গেলে লোকের কার্য্য ক্ষতি ও অন্যান্য প্রকার অনেক ক্লেশ হইতে পারে। এই গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রয়োজন মত কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।

সোণাপুরের পোষ্ট আফিস।

পূর্ব্বে সোণাপুরে পোষ্ট আফিস ছিল না। সোমপ্রকাশ সম্পাদক পোষ্টাপিস আরম্ভ অবধি এই ডাকঘরটীর সৃষ্টি হইয়াছে। স্থাপনাবধিই ক্রমশঃ ইহার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দিন দিন কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। কার্য্য যেমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কার্য্য ভারও তেমনি একজন উপযুক্ত লোকের হস্তে পতিত হইয়াছে এক্ষণে যিনি সোণাপুরের পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন, উনি ৭। ৮ বৎসর হইল এই বিভাগে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি সোণাপুরে আসিবার পূর্ব্বে কাথি ও খেজুরি পোষ্ট আফিসে ছিলেন, তথায় সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলাসহকারে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করেন। খেজুরিতে ইহাঁর ২০ টাকা বেতন ছিল, ঐ্যাবলিসমেণ্ট কমিয়া যাওয়াতে ১৫ টাকা বেতন হয়। তথায় কিছু দিন কার্য্য করিয়া নিজ অবস্থার উন্নতি কামনায় স্থানান্তরে বদলী হইবার প্রার্থনা করেন। তাহার পর ইনি সোণাপুরে আসিয়া বিলক্ষণ সুশৃঙ্খলা সহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার কোন গ্লানির কথা শুনি নাই।

আমরা ইহাঁর কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতায় যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি, ঐ সকল গুণের পুরস্কার না দেখিয়া তেমনি দুঃখিত হইতেছি। এই পোষ্ট আফিস যখন আর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতেছে, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের বেতন যে ১৫ টাকা সেই ১৫ টাকাই রহিয়াছে। কার্য্য বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, পোষ্ট মাষ্টারকে সেই বর্দ্ধিত কার্য্য সমাধার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার সমুদায় ফল ভোগ করিতেছেন, তাহাকে সেই ১৫ টাকায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে, এটী কি ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ নিম্নে উক্ত পোষ্ট আফিসের গত জানুয়ারি মাসের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি। উক্ত মাসে গড়ে ২২৮। ১০ টাকা আয়, ৫৫৯ টাকা ব্যয় ও ১০২৸১৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ২১৪৷০ টাকা আয় ৫৫৪ টাকা ব্যয় ও ১৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এ হিসাবে এ বৎসর ১৩৸১ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ষ্ট্যাবিলিমেণ্ট খরচ যে ৫৫৷০ টাকা তাহাই রহিয়াছে। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, গবর্ণমেণ্টের যে পোষ্ট আফিস হইতে মাসিক ১৭২ টাকা লাভ হইতেছে, সেখানকার পোষ্ট মাষ্টারের কি ১৫ টাকা বেতন হওয়া উচিত? যেরূপ আয় তাহাতে অন্ততঃ ইহাঁর আর ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এরূপ আয় বৃদ্ধি না দেখিলে বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতাম না। যাহা হইতে লাভ আছে তাহার নিমিত্ত কিছু অধিক ব্যয় করা অসঙ্গত নয়, প্রত্যুত তাহাতে আরো অধিক লাভের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। আমরাই যে কেবল ইহাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতেছি এমন নয়, শুনিতে পাই ভূতপূর্ব্ব ডুইজন সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারও উক্ত পোষ্ট আফিসের আয় ব্যয় এবং কার্য্য প্রণালী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে ইহাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না বলিতে পারি না। যাহা হউক, ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় সোণাপুরের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী হন এই আমাদিগের অনুরোধ ও ইচ্ছা। যদি পরিশ্রমের লাঘবতা ও গুরুতর উৎসাহ দান করুন, [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

দোব অনেক একথা সোম
বলিয়াছি । ছিউ
মাটি অ
হস্ত সেই ভা
কারণ
ব'লে প
মুক্তকণ্ঠে
সেই
ভাগ
ডেভোন্‌শায়ার
খ্রিষ্টফেলি সেই
সেই সঙ্গে আমাদে
ডউড
প্রাণ
যে
হে
প্রকা
বিদ্যা
পাওয়া
তিনি হতভাগ্য আয়ার্লণ্ডের
করুণা নিরোধ করিয়াছেন। যে
কোটি লোকের মধ্যে হাজার ভাগ
হস্ত ছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে দুঃখের
বন্ধু ছিলেন না। কি
ও
দেখে তাঁ
জাতবর্ষ
এক্ষণকার
দুর্ভিক্ষে
সহস্র
মুদ্রিত
অর্থ
ক
ও আদেশ করিতেন। আমরা
যে কখনো ভারতবর্ষের বিষয় চিন্তা
করিতেন তাহা ইংলণ্ডের কাগজে
ও লিখে দিতেন না। ধারাবাহিক করিয়া

করেন
সম্প্রদায়
মাস মধ্যে ফেলিয়া
ভৌম লাভের
তুলিয়া দিবার আশা
খ্রিষ্টফেলিকে সেই কাজে

কোটি টাকা উঠে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাতে কতই সাশ্রয় হইবে? গবর্ণমেণ্টের পদে পদে ব্যয়। প্রথম শস্য ক্রয় করিতে অন্ততঃ ৫। ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহার পর সেই সকল আনয়ন করিতে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে অল্প ব্যয় হইবে না। যে সকল কর্ম্মচারি সদা বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদের বেতন পারিতোষিক প্রভৃতি দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য যে সকল রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, সে সকল নির্ম্মাণ করা আবশ্যক ছিল না, সুতরাং সে জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহাও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ব্যয় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক জেলার অধিবাসিগণ কর রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত এবার অতিবৃষ্টির চাষ ভাল হয় নাই সুতরাং সে অংশেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। ষ্টেটসমন ইণ্ডিয়া বলেন, সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮ কোটি টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় ৫২। ৫৩ কোটি টাকা। তাহার সমস্ত ব্যয় হইয়া গিয়া বর্ষে বর্ষে যে ধন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ধন পরিশোধের অন্য সরি রিচার্ডের ইনকমটাক্স করিবার প্রস্তাব, সেই কারণের জন্যই পার্লেমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা। আবার এক বৎসরে ১৮ কোটি ধন বৃদ্ধি, কিন্তু ধন বৃদ্ধির ভরে এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি আকস্মিক বিপদের সময় ও গবর্ণমেণ্ট ধন নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করেন। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষবাসিদিগের সাধ্য অতি অল্পই না প্রার্থিত ছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সে জন্য এত অর্থব্যয় করা যদি ন্যায় কিম্বা যুক্তি সঙ্গত হয় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য সে ব্যয় স্বীকার করা যে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এই ধন পরিশোধের উপায় কি? তাহার উত্তর এই, গবর্ণমেণ্ট যদি সে জন্য অল্প মাশুলে কোন প্রকার টাক্স করেন তাহা হইলেও অন্যায়াচরণ হয় না। এ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এরূপ টাক্স করা রীতি আছে। এতগুলি লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি সর্ব্বসাধারণকে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাতে বিশেষ অন্যায় দেখা যায় না কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা হইতে এই কয়েক কোটি টাকা দিলে ভাল হয়। এ প্রস্তাব অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনভার মস্তকে লইয়া যে গুরুতর কর্ত্তব্যসূত্রে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন এই কার্য্য তাহার উপযুক্ত। ভারতবর্ষ যখন নিজের অর্থে নিজের বিপদ নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন ইংলণ্ডের সেই বিপদ নিবারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে কখনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সাহায্য করেন নাই এরূপ নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে পার্লেমেণ্ট কয়েকবার কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি প্রজারা নানা প্রকার দৈব নিগ্রহ সহ্য করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস, কোম্পানির সময় অপেক্ষা এখনকার কর বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময় এই মহৎ উপকার করিতে পারেন তাহা হইলে লোকের সে সংস্কার দূর হয় এবং প্রজাদিগের রাজভক্তিও বৃদ্ধি হয়।

রিলিফ কমিটির কার্য্য প্রণালী।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র প্রজাদিগের সাহায্যের জন্য স্থানে স্থানে যে সকল রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, কি প্রণালী অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিবেন তাহা জানাইবার জন্য গত শুক্রবার গবর্ণর জেনেরল ইণ্ডিয় গেজেটের এক খানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কমিটী সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ "সেণ্ট্রাল কমিটী"। এই কমিটী কলিকাতায় থাকিবে এবং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা আদায় করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কমিটীর কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী অর্থাৎ জেলা কমিটী; জেলা মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর সাহেব ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। চাঁদা সংগ্রহ করা, প্রত্যেক মহকুমাস্থ কমিটীর নিকট অর্থাদি প্রেরণ করা এবং তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা এই কমিটীর কার্য্য। তৃতীয়তঃ "সবডিবিজনাল কমিটী" অর্থাৎ মহকুমাস্থিত কমিটী, মহকুমা স্থিত কয়েক [illegible] প্রয়োজনমত সভ্য মনোনীত করিয়া এই সকল কমিটী স্থাপন করিবেন এবং তাঁহারাই ইহার সভাপতির কার্য্য করিবেন। ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং কমিটীও অধিক, ইহারা আবশ্যক মতে [illegible] আপনাদের স্থানের কিয়দংশ বা [illegible] প্রাপ্ত হন। কমিটী সকল



উচিত না পাঠান হয়। এটী ডাকের কার্য্যালয় প্রায় ৪০ বৎসর হইতে চলিল, ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সে সময় দেশের অবস্থা যে কি প্রকার ছিল, তাহা সম্প্রতি পাঠক জনগণে বুঝিতে পারিবেন। সে সময় হইতে এটী দেশের ছুরি উপকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বরাবর আয় পাবলিক ছিল। ইহার যে আয় হয় তাহাতে বড় রকম মর্ম্ম হইয়া কিছু কি বড় থাকে বলিতে কি, ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কখন কোন বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান হন নাই। যে গৃহে ইহার কার্য্য চলিয়া থাকে, সেটী একখানি পাকা ঘর। এখানকার মহারাজা ঐ গৃহখানি দিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি দেশে ছুরিকা নিক্ষেপিত করিয়া দিয়া ইহার অঙ্গ বৈকল্য সাধন করা, কর্ত্তৃপক্ষের অতি অবিবেচনার কর্ম্ম হইয়াছে। যে বন্দোবস্তে বর্ত্তমান ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রশস্ত চিত্তের ফল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট একবার অনুসন্ধান করিয়া এটীকে স্বাধীনরূপে স্থাপিত করেন ইহা আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা। এস্থলে আর এক কথার উল্লেখ না করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। এখানকার পোষ্ট মাষ্টর বাবু কালীপদ মিত্র একজন কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী। ইহাঁর কার্য্যপটুতা দর্শনে প্রীত হইয়া অনেক বার লোমপ্রকাশে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাস্য কি, ইহাঁকে আর কত দিন এ সামান্য ডাকঘরে কর্ম্ম করিতে হইবে? ইহাঁর অনেক গুলি সুখ্যাতি প্রকাশক নিদর্শন পত্র আছে। দুঃখের বিষয় কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল না। শুনিয়াছি, তাঁহার কোন উত্তর সাধক (সুপারিস) নাই। হায় রে অদৃষ্টের লিখন!!!

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

আজি কালি পুলিসের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে লোকে পুলিসের উপর নিজ নিজ ধন প্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। অমুক স্থানে চুরি হইল, ডাকাইতেরা অমুক ঘর লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, পুলিস কিছুই করিতে পারিলেন না, আমরা প্রায়ই এইরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি। এমন অবস্থায় যেখানে পুলিস কর্ম্মচারীর সুখ্যাতি শুনিলে আমরা আনন্দিত হই। সম্প্রতি যিনি সেরপুর পুলিস ষ্টেসনের সব ইনস্পেক্টর হইয়া আসিয়াছেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চতুরতা দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক মাসের কিছু অধিক হইল তিনি সেরপুরে আসিয়াছেন, এই অল্প কালের মধ্যেই ইনি অনেক চুরির অনুসন্ধান করিয়া অপরাধি দিগকে ধরিয়া দণ্ড দেওয়াইয়াছেন এবং শান্তি ভঙ্গের জন্য কয়েকজনের জরিমানা করাইয়াছেন। চোর ডাকাত ধরিতে পারিলেন না শান্তিরক্ষা করিতে পারিলেন না, কেবল লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের মাথায় হাতবুলাইলেন, এরূপ পুলিস কর্ম্মচারী আমরা চাহি না। আমরা ইহাঁর কার্য্য দক্ষতায় যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি ইহাঁর উন্নতি দর্শন করিলে তেমনি সুখী হই। আমাদের আফিসে যখন চুরি হইয়াছিল সে সময় ইনি সেরপুরে থাকিতেন আমাদের এরূপ ইচ্ছা হইতেছে।

[illegible] জে যে ট্রামওয়ে হইতেছে, আগামী এপ্রেল মাসে উহার কিয়দংশ খোলা হইবে।

[illegible] সপ্তাহে সীতাখণ্ডী মাতৃহারী [illegible] সঙ্গে টেলিগ্রাফ করা [illegible]

গত মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে দুইজন পার্শি, এ একজন মুসলমানের হস্তাপহরণ করা হইয়া গিয়াছে।

পেট্রিয়ট বলেন, সর কাওয়াজি বাহাদুর কন্যা বিবাহে লক্ষ টাকা দেনদারী লইয়াছেন। তিনি ৫০ টী কন্যা করিয়াছেন।

অন্য নাম অস্য প্রেয়বর্থ কার্ণি সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট যে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে ১০ হাজার গরুর গাড়ি ও ২০ হাজার ঘুংরু ক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দেশের গাঁড়তে পাটনার পাঠান হইবে।

ইতর পশুদিগের [illegible] ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। মনুষ্যের সংখ্যাও দিন দিন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবল গোরক্ষণের এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা চলিতেছে। প্রতিদিন প্রায় ১৭ শত লোককে আহার দিতে হইতেছে।

মরিসচের সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, গত ১৯ এ জানুয়ারি তথায় ঝড় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ১১ উক্ত মাস সেখানে অনেক বার ঝড় হয়। এই ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় উহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে। সাতটি জাহাজ যাত্রীদিগকে দেশ হইতে [illegible] করিতে সমস্ত দিন লাগিয়াছিল। কারণ চাউলের বাজার গরম হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন গত ১৩ এ ফেব্রুয়ারি তথায় কতকগুলি হিন্দু একজন আহীরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা ইন্ডিয়ানাক অর্থ দানের সংকল্প করেন। মাসের শেষ সংখ্যা [illegible] সেই দানপ্রণালী হইয়া গমন করে এবং সকলে মিলিয়া সে সংযোগ করিয়া টাকা সকল লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে একটী দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া ১৭ জন স্ত্রীলোক ১০ টী বালক ও একজন পুরুষ হত ও অনেকে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যেও অনেকের জীবনের আশা অল্প। দাঙ্গার [illegible] হইল।

জন ব্রাইট এই বিষয় টমসন [illegible] ডাইরেক্টরের অর্থের পক্ষ প্রদান করা হইয়াছে।

সিন্ধুরাজ জাম্রুচিতে গুল [illegible] রাজ্যের শাসনকর্ত্তা এবং আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জাকুব খাঁ পারসের সাহ [illegible] সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল [illegible] তাহাকে তিন খানি হস্তীর [illegible] যান উপহার দিয়া সম্মানিত [illegible] জাকুব খাঁকে নিজ পার্শ্বে [illegible] জন বসিয়া তাঁর নাম [illegible] প্রতি

সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সুতন কমল হাউসের অধিবেশনের পরেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এরূপ একটী স্পষ্ট রিপোর্ট দেওয়া উচিত যাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট ও সমুদায় ইংলণ্ড বুঝিতে পারেন যে আমাদের ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ প্রজা দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন কি না? আমাদিগকে বলা হইয়াছে এপ্রেলের পূর্ব্বে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু আমরা শুনিতেছি ফেব্রুয়ারির প্রথমেই স্থানে স্থানের বহুসংখ্য লোকের খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃক্ষের পত্র ও ঘুনাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ জাতির একটী কর্ত্তব্য আছে, তাহার পালন না করিলে ইংরাজ জাতির একটী চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ৭৫০০০০ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট সমুদায়ে ৭৮০০০০ টাকা ব্যয় করেন মাত্র। একজন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার একটী বাটী নির্ম্মাণে ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যয় পড়ে। ইহা দ্বারা এই বোধ হইতেছে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য না করাতেই অনেকানেক লোকের মৃত্যু হয় এবং অনেককে দারুণ দুর্ভিক্ষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে যেন সেরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয়। সমুদায় ব্রিটিশ জাতির ইচ্ছা, যখন উপস্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে, তখন ইহাতে কত টাকা ব্যয় হইবে সে চিন্তা অতি সামান্য।

এক ব্যক্তি হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, "পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ২০ জন স্ত্রীলোক মজুরীর জন্য বেলঘরিয়াতে আসিয়াছে। খড়দহের নিকটস্থ গ্রাম সকল হইতে ১০ জন গোয়ালা দুর্ভিক্ষ কষ্টে পীড়িত হইয়া কর্ম্মের জন্য আসিয়াছে। পশ্চিম বর্দ্ধমান হইতে প্রায় হাজার লোক আসিয়া উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জমীদারীতে পুষ্করিণী খনন করিতেছে। পেট্রিয়ট শুনিয়াছেন, সম্প্রতি প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক [illegible] হইতে আসিয়া খড়দহের বাটীতে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল বিদায় হওনে কলিকাতা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বলিবার এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কমিশনর প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আসিয়া কার্য্য স্থলে এবট সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইবেন, বকলাণ্ড সাহেব কাউন্সেল সংক্রান্ত নিকট থাকিবেন।

সিংহলের একজন প্লাণ্টার সিলোন অবজার্ভরে লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের জন্য একশত বাঙ্গালি কুলি লইতে ইচ্ছুক আছেন। আপাততঃ তথায় যে সকল কুলি যাইতেছে উহাদের অধিকাংশই মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছে।

শস্য লইয়া যাইবার জন্য এবং শস্য যে যাই নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আর ১৪ খানি ক্ষুদ্র ষ্টীমর দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে ৪ খানি কলিকাতায় নির্ম্মিত হইবে আর ১০ খানির জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে।

ষ্টেটস্‌মান ডেলি নিউস বলেন, খেলি সাহেবের সাহায্যার্থে পাটবার আর একজন কমিশনর নিযুক্ত হইবেন।

পুর্ণিয়ায় ৮।৯টী হস্তী প্রেরণের জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উত্তর বিহারের সিবিল অফিসর ঐ সকল হস্তী দ্বারা যেখানে যথাস্থলে শস্য প্রেরণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ এপর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ৬৬২৩৪ টাকা মাত্র চাঁদা উঠিয়াছে।

বারবিলিতের প্রাণ্টারদিগের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, নেপালের যত কুলি আসিবে, তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ম্ম দিতে প্রস্তুত আছেন।

অ্যাসিয়াটিক অবজার্ভর বলেন, শস্যের প্রণালী বন্ধ না করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করিয়া অনেকানেক গবর্ণমেণ্টের জেনরলকে যে পত্র লিখেন উহা [illegible] সে পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন গবর্ণমেণ্ট সকল অবস্থাতে এই প্রণালী বন্ধ করা যে উচিত সে বিষয়ে সকলে একমত হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সকলে নিযুক্ত করিবার জন্য যত্নবান কয়েকজন উপযুক্ত সিবিল সার্ভেণ্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ১১০ জন উপনিবেশ পাঠান হইয়াছে, শীঘ্র আর ৩০০ জনকে পাঠান হইবে।

উত্তর বিহারে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এক কৌতুকাবহ অবস্থা ঘটিয়াছে। ঐ সকল স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শস্যের গোলা করিতেছেন তৎ সম্বন্ধে লোকের এক এক আশ্চর্য্য সংস্কার জন্মিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট লোকের সম্মতি, করিবেন সে কথা অমূলক নেপালের সহিত একটী যুদ্ধ হইবে, তদুদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন।

সওদের লাভমেয়র কলিকাতার [illegible] রিলিফ ফণ্ডে আর ১ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই তৃতীয় বার টাকা পাঠান হইল।

গত ৩রা মার্চ ইংলিসম্যান আফিস হইতে এই টেলিগ্রাম পান, ২রা মার্চ তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে [illegible] সার্থ এক সভার অধিবেশন [illegible] সভাপতি তত্র আসন গ্রহণ করেন। [illegible] কমিটীর সভ্য যথা এক সভা [illegible] সভাস্থলের ৭০ হাজার [illegible] গবর্ণর নিজে আড়াই হাজার [illegible] ঘোড়ার গাড়ী ১০ হাজার [illegible] কলিকাতার [illegible] ফণ্ডে ৩৫ হাজার টাকা [illegible]

সংবাদে এও [illegible] জন্য গবর্ণমেণ্ট [illegible] ছেন।

গত বুধবারের [illegible]

...ধনাঢ্যপুরের ...
...এই দে ...
...চলিয়াছে। ...
...আবশ্যক ...
...মূল্য ছাড়িয়া ...
...দিগিছ ...
...ঐ সকল ...
...মাল্যাদী ...
...ছাড়, ...
...সহিত ...
...মাধারিয়া ...
...হে না। ...
বিক্রীত হইতেছে।

...পরিশ্রম ...
...বাসিন্দার ...
...ঘটোৎকচী - প্রায় ...
...ঘরে পুরুষ ...
...বিদ্যা ...

...হইতেছে না।

...অগ্নি কাণ্ড ঘটিতেছে।

...ফেলুনের ...
...কারিগর ...
...হেন।

...জনপাইগুড়িতে চাউলের ...
...মত বৃদ্ধি হইয়াছে।

...মহীয়ার ...
...ধাক্কা ...
...টাকার ...
...থাকিবে

...জলপাইগুড়ি ...
...প্রধান ...

...সমাজ পত্রিকা বলেন, কাটোয়া ...
...কোন ফেরে শরীর দরিদ্রদিগের ...
...ঘর মাঝিয়ে ...

...কাপড়ের বিলাতী মাল ...
...আমদানী করিতেছে।

সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় উক্ত উপবিভাগে নূতন রাস্তা সকল নির্ম্মাণের জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে যাহারা অগ্রিম টাকার জন্য আবেদন করিবেন তাহাদের সেই সকল আবেদনের বিবেচনার্থ পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহেশচন্দ্র সিংহ কিছুদিনের জন্য নীলাম্বে সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সোয়াঘাটে যে রিলিফ কার্য্য সকল হইতেছে তাহার তত্ত্ব যথার্থ বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত তাহার নিমিত্ত দিনাজপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি। জানপুরের প্রতিনিধি কাউন্সিলের মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এ, এস্ ফ্রেজার উক্ত উপবিভাগের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজকার্য্য ভিন্ন বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মানভূমের রোডসেস ডেপুটী কালেক্টর বাবু মধুসূদন চৌধুরী নিজকার্য্য ভিন্ন বীরভূমের রোডসেস কার্য্যের ভার পাইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিভাগে ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন (বি, সি) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত আসিসটেণ্টরা ১৮৭১ অব্দের ভূমির উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধীয় ১৩ আইনের ৩ ধারা অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন—

মুরশিদাবাদ।

সি, সি, সি উইলিয়ামস—প্রথম শ্রেণীর সব ডিবিজন।

বাবু তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডিবিজন।

ডি, ডে, মরে—লালবাগ সব ডিবিজন।

জে, সি উইলিয়ামসন—রঘুনাথগঞ্জ সব ডিবিজন।

দিনাজপুর।

সি, ডেই

সাহী।

জে, ওয়াইজ—সদর সব ডিবিজন

বাবু হরমোহন মৈত্র—মাটোর সব ডিবিজন।

রংপুর।

সি, এফ, ওয়াগেন্ট—কাকিনার সব ডিবিজন।

বাবু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য—গাইবান্ধা সব ডিবিজন।

মালদহ।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র।

বগুড়া।

বাবু মাধবচন্দ্র মৈত্র।

২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ বর্ণ, পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বা রেলওয়ের চিফকুলি এজেণ্ট এতদ্ব্যতীত যত্নের আবশ্যক ৩,৫০ টাকার ১৮৮০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এস, মেলি এবং এল, ই এক টামলার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার পাইলেন এবং রিলিফ কার্য্য লোক নিয়োগের জন্য পাটনা বিভাগে রহিলেন।

২৯ এ ফেব্রুয়ারি। মৌলবী আসাদুল খাঁ কিছুদিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু কৃষ্ণহরি বসু কিছু দিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ ফেব্রুয়ারি। কেরুক যক্ষ চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সব

মৌলবী আসাদুল খাঁ কিছুদিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ ফেব্রুয়ারি। কেরুক যক্ষ চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ সব

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র।

বগুড়া।

বাবু মাধবচন্দ্র মৈত্র।

২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ বর্ণ, পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বা রেলওয়ের চিফকুলি এজেণ্ট এতদ্ব্যতীত যত্নের আবশ্যক ৩,৫০ টাকার ১৮৮০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এস, মেলি এবং এল, ই এক টামলার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার পাইলেন এবং রিলিফ কার্য্য লোক নিয়োগের জন্য পাটনা বিভাগে রহিলেন।

২৯ এ ফেব্রুয়ারি। মৌলবী আসাদুল খাঁ কিছুদিনের জন্য বিশেষ সব রেজিষ্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু কৃষ্ণহরি বসু কিছু দ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ছই সকল দেশহিতৈষী লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। আমরা এখনও সাদুনয়ে নিবেদন ক'রতেছি যে চিপ কমিশনর সাহেব গৌহাটীতে ডেডকোয়াটর করিলে সকল দিক ভাল থাকে। নতুবা আমরা জানিব যে কর্ণেল ডপ্‌কিন্স সাহেব কর্ণেল কিটিঙ্গকে যাবার দিবস দিয়া শিলংএ থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন।

গৌহাটী
৯ ফাল্গুন ১২৮০ সাল
} কস্যচিৎ দেশহিতৈষিণঃ

মহাশয়। সাঁওতালরা মহুয়ার পূর্ব্বাংশে ৩ ক্রোশ ব্যবধান ইন্দীডা, আগোয়াদাড়ি, সোঁদাঘাটা, কামার কুড়া, রাঘুনিয়া, বাঁশ ঘাটা, মাধবকান্দী, এই কএক খানি গ্রাম আছে। এগুলি পূর্ব্ব হইতে অতি প্রসিদ্ধ ভদ্র পল্লী কিন্তু এখানে কোন স্কুল কি ডাক্তার খানা অথবা রাস্তা ও ভাল জলাশয় কিছুই নাই, আমার দেশের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষবাসিদিগের উন্নতি নিমিত্ত প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন খাল খনন ও রাস্তা প্রস্তুত ইত্যাদির দ্বারা গ্রাম সমূহের উন্নতি করিতেছেন; কিন্তু এই কএকখানি গ্রামবাসি হতভাগা ভদ্রগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যখন যে নূতন কর্ম্ম হইতেছে তাহা আমরা প্রা[illegible] করিতেছি, তাহাতে উপকৃত হওয়া [illegible] থাকুক উক্ত পল্লি সমূহ জলাভাব ও নদী রাস্তা অভাবে অরণ্যময়ী হইতেছে। বিশেষত ঐ কএক খানি গ্রামের মধ্যে মৌথালি নামক যে একটী বৃহৎ [illegible] হু এক্ষণে উহার স্রোত রহিত ও ঘোর পঙ্কিল হইয়াছে। বৎসর বৎসর চৈত্র, বৈশাখ মাসে ভাহার জল প্রায় শুষ্ক হইয়া স্থানে স্থানে যে এক একটু কর্দ্দম মিশ্রিত জল থাকে তাহা পশুদিগেরও পানের [illegible] কিন্তু আমাদিগকে তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। বর্ষা প্রভাবে খালটী পরিষ্কৃত হইলে বিমিশ্রিত চূর্ণা ও দাম ইত্যাদি পচিয়া জল বিবর্ণ হয় ও ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। ইহাতে মেলেরিয়া প্রভৃতি দারুণ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া এমন কি সময় সময় লোক ক্ষয়কর ঘটনা উপস্থিত হয়। ঐ মৃত খালের পার্শ্ব বাসিদিগের মধ্যে প্রায় কাহাকেও সুস্থশরীর দেখা যায় না। উক্ত কএকটী পল্লী মধ্যে এমন বাড়ি এক খানিও নাই যে ঐ মৃত খালটীর জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেশের হিতসাধন করেন। বৎসর বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেরূপ জল কষ্ট হইয়া থাকে এবৎসর এক্ষণেই তদ্রূপ ঘটনা হইয়াছে, দেশস্থ বাসিদিগের কেবল দুর্ভিক্ষ বশতঃ অদ্যকার অদৃষ্ট উত্তর কষ্টে যে রূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের প্রার্থনা এই যে দেশহিতৈষী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ছোড সেল কত হইতে উত্থিত খালটীর সাতক্ষিরার কাটা খাল হইতে তাড়ু খালি গ্রামের মিশ্রিত সোঁদাই নদী পর্য্যন্ত ১ মাইল পচ্ছোদ্ধার করিয়া দিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তি কএক খানি ভদ্র পল্লীর ব্যক্তি সমূহের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করুন। এই খালটীর জীর্ণ সংস্কার করিলে প্রায় ৩ সহস্র লোকের জল কষ্ট নিবারণ, উহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রদিগের সাহায্যদান এবং ভবিষ্যতে সংক্রামক রোগ দ্বারা এই সকল পল্লীর উন্নতি সাধন, এই একটী মহোপকার সাধিত হইবে।

মৌখালি ভদ্রগণ।
হতভাগ্য ভদ্রগণ।

কাশীর স্থানে স্থানে অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিদিগের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথের পুটিয়ারি রাণী ও কাশীর রাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক কয়েকটী ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজি কালি [illegible] কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে [illegible] ঘৃণা উপস্থিত হয়। এক একছত্রে [illegible] দিগের সংখ্যা সুষম না হইয়া অকর্ম্মণ্য [illegible] ধিগের [illegible] সম্ভোগের [illegible] কথা হইতেছে। [illegible] ঘটিতেছে [illegible] ছত্র [illegible] উক্ত নিয়ম আছে। [illegible] পেক্ষী তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক[illegible] উপবীতধারী সবলকায় পুরুষ। [illegible] যধ্যে অনেক প্রত্যহ [illegible] ইহারা যখন সময়ে উপ[illegible] দুঃখরূপে উদর [illegible] চলিয়া যায়, পরে সমস্ত দিবস [illegible] ভিক্ষা করিতে ফিরে থাকে। সন্ধ্যার পরে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দোকানের বিশ্রামালয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে যাহা কিছু অর্জ্জন করে তাহা মোগলের পদ সেবায় নিঃশেষিত হয়। এইরূপে যে তাহারা কাশী ধামে কি অমূল্য কালাতিপাত করিতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে। কেবল উপবীতধারী হইলেই যদি ছত্রের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ছত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত হয় না।

সম্প্রতি কোন বিদেশীয় কায়স্থ বিধবা পাইয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আপন অবস্থা কোন ছত্রাধ্যক্ষের গোচর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সে প্রার্থনাতে কোন ফল হয় নাই। ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও তথাকার অধ্যক্ষগণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করি, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির উদর পূর্ণ না করিয়া যে সকল অনাথ দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রকৃত দয়ার পাত্র তাহাদিগের আহার দান বিষয় মনোযোগী হন।

কাশী
৯ ফাল্গুন ১২৮০
} অনুগত
শ্রী ই, কু, চ

মহাশয়। হুপা[illegible] কাশী অতি [illegible] রোগ, ইহার প্রতীকারের কোন ঔষধ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, অতএব এতদ্রূপ তর্ক করিয়া ফল কেন। আমার কোন বন্ধুর [illegible] ঐ পীড়ার আক্রমণ কালে



ভিক্টোরিয়া কলে।
১৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৭ শ ভাগ।

প্রবন্ধনা প্রকাশিকাদ্য বার্ত্তিক সংক্ষেপনা স্মৃতিমঞ্জরী ন ছীবনা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম সাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ৪ ঠা চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ১৬ ই মা

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০। দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

* অর্থা আদির শিল্প চাতুরি * (সচিত্র) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকাকারে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১ ৵০ ডাক মাশুল ৵০ অ মা মাত্র।

—

" ভারত সার।"

বঙ্গভাষার মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস এই যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ সমস্তের সূচী দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ৷৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়দিগের নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে

গুপ্ত যন্ত্র লয়
২৪ নং বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা
} কেরাণী
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

গুপ্ত যন্ত্র ছাপাখানা।
কলিকাতা ২৪ নং বেনিয়াটোলা লেন
প্রেসিডেন্সী কালেজের পূর্ব্ব
পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম্ম অতি শীঘ্র ও অল্প খরচে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম্ম চাহেন তাঁহার কর্ম্ম যদি সেইরূপ না হয় তাহাতে অমত করা হইবেক না।

আবশ্যক হইলে কর্ম্মকারকগণকে ছাপার নমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা যাইতে পারে, মফস্বল দিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

শ্রীনবীনচন্দ্র গুপ্ত —কার্য্যাধ্যক্ষ

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের [illegible]

খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে ছুরায় প্রকাশিত হইবে। তাহে নানা বিষয়ক রচনা, নানা বিধ অঙ্কের প্রণালী ও ১০ । ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কালেজ } শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মা।

—

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি অর্ডর অথবা ব্যাঙ্ক চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

—

ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাদকনিবারণ মূল্য ১ ডাকমাশুল ৵০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মার ডাকমাশুল মূল্য ১।০ এনট্রেন্স ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক " নোটস অন্ ইলিমিনিয়ারি " মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীশুভদাস চট্টোপাধ্যায়
ফিল্ড এণ্ড ট্রেজর কলিকাতা।

—

[illegible] সাহায্যে এবং [illegible] ১৮৭৩ [illegible] ৫ শ ভাগের [illegible] খণ্ড [illegible] এক একটী বাবদ, এক আনা [illegible] মূল্য ধার্য্য হইয়াছে।

এবেং [illegible] পার্ব্বতীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
"৮০ }

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির খাদার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকাতায় অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু তাহার এরূপ কোন সুবিধা নাই, সে নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের ফর্দ্দ আবশ্যক হইলে প্রেরণের ডাক মাশুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

১৮০৮ সালের ১৩ ই আষাঢ়ে যে খানি পুস্তকের রিজিষ্টরি দেওয়া হয় তন্মধ্যে অগ্রে ব্রহ্ম ভামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চৈতন্য কল্প পর্য্যন্ত সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মূল্য ১ টাকা ও ডাকমাশুল /০ আনা।

মেদিনীপুর বঙ্গীয় আবকারি প্রযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেনের বাসায় } শ্রীঅঘোরগোবিন্দ দেব।

—:০:—

নীলামী ইশ্‌তিহার।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা সত্তর ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭৯ সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮০ সালের ১১ চৈত্র—তারিখ সোমবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা ছই প্রহরের পর বিনা সর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুসারে নিলামি করা যাইবেক উক্ত ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ্চ মোতাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্গুন

আলিপুর } শ্রীকালীচরণ ঘোষ
৪ ই মার্চ্চ } ডেপুটী কলেক্টর
১৮৭৪

নীলামী ইশ্‌তিহার।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা সত্তর ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭৯ সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮০ সালের ১১ চৈত্র—তারিখ সোমবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা ছই প্রহরের পর বিনা সর্ত্তে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনানুসারে নিলাম করা যাইবেক উক্ত ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ্চ মোতাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্গুন।

আলমহল পঞ্চাগ্রামের

ডিবিজানের অন্তর্গত

মহাল।

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	হোল্ডিং নম্বর
১	০১	উত্তরপাড়া	১০২ ২২৩
	১৫	গুপ্তবৃন্দাবন	২১।৩৭।৭৮
	৯	কাশিদহ	৪০।১০।১২।৫ ২৩৪।৩২।৫
	৭	বিরপাড়া	২৮।৩০।৩২।১৫৪
৩		বাকিসবীবুল্যা	৩৯।৩৭।৭১। ৪০
	১৩	সেরালদহ	৫১
৪	এম,	পূর্ব্বতপাল্যা	৪১।১১।৯
	এন	দক্ষিণ টেঙ্গরা	৩১।৫০
৩		পূর্ব্ব গোবরা	১৪।
৫	এল,	কুলু	৮৩ ৮৭।১১।১১ ১
		বেড়া	১ ৩।১১।১। ৭
৭	আর	কুষ্টে পাকের	৪৭।১১। ৮
৪	এম	মে	৮১।০৮ ১
		ই,	১
			২ ১২
			১৪১ ৭।
			১৫ ১০ ৫।
			১২০ ১০।১ ৭।

শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
ডেপুটী কলেক্টর

ডিবিজন	সব ডিবিজন	মৌজার নাম	হোল্ডিং নম্বর
	৫	চিতপুর	৩৩
	৭	পূর্ব্বসিথী	৩৪ ১৭৫ ১৮২। ১৯৪। ২০৭ ২২৩
	৮	উত্তর সিথী	৩২। ১৭১
	৯	দিঘলিয়া	৩৫।০৭। ৪৬ ৬ ।,২১।১২৭ ১২৯।৩৩১৮০।
	১০		৬। ২৭২
৩	২	পূর্ব্বদক্ষিণ দাড়ি	১৫। ৬০
	৫	সরাবাদ	৫০। ৬৪। ৭২। ১৫৫
	৬	দক্ষিণ দাড়ি	২৪ ৬০
	৭	বেলগেছা	১৭
৩	১	রত্তের আবাদ	৯। ৩০। ৪২
	২	মল্লীকের আবাদ	৯
	৩	উত্তর বালিরাঘাটা	২।১১
	৪	দক্ষিণ বালিয়াঘাটা	২০
	৮	পূর্ব্ব ঝুড়া	১৫২
	১০	খে দাগজ	৭
	১১	কাকুড় পাহি	৪৭
৪	এ	তিনজলা	৯। ৪৪। ১২৬। ২৬১
	বি,	ইটালী	২০ ৫১।৫,১৬। ২৮৯। ৩৯১। ৪২২। ৫০১
	ই,	পশ্চিম ইটালী	৩ ৪৩। ১১৮ ২৪২ বি
	এ	পরাল নগন	৪৮
	এক	কড়েয়া	১৫ ৬২
	জি,	দক্ষিণ কড়েয়া	৩৯ ৪,
	এস	কাঁসারি পাড়া	১৫৭ ১৮৮। ৯
	ডি,	জবালী পুর	১৭৯ ১১৩। ৩১০। ৩৩১
	ই	উত্তরকালিঘাট	১০২
	৫৩	উত্তর চক্রবেড়	১০ ১১৯ ১৬৩

শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
ডেপুটী কলেক্টর

আলিপুর ৪ ই মার্চ্চ ১৮৭৪	}	শ্রীকালীচরণ ঘোষ ডেপুটী কলেক্টর	

ডিবিজন নৌকার নোঙ্গরি
নং নং নম্বর
৪৫, চৌধুরী ... ৯ ১১।১৩৭
- ৩১৪৩।
৩২৪১।
ঐ দলেজা ২৯৭৪
ডি, ডগবয়া ১৩৪৫।৩৭।১০৩১।
কিউ, মোবহরপুরে ১৪
আর মধ্য
এ, দক্ষিণমুখী
মুরাদ ১৩৪৭।১৪৫
মহী ১৩৪।১৫৪
ইউ, চৌধুরী ৩১৪৬।
৩১৩।১৫৪

মোঃ শ্রীমনরঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়
চৌকীদার।

আলীপুর
৬ মার্চ ১৮৭৪

নীলামী ইস্তিহার।

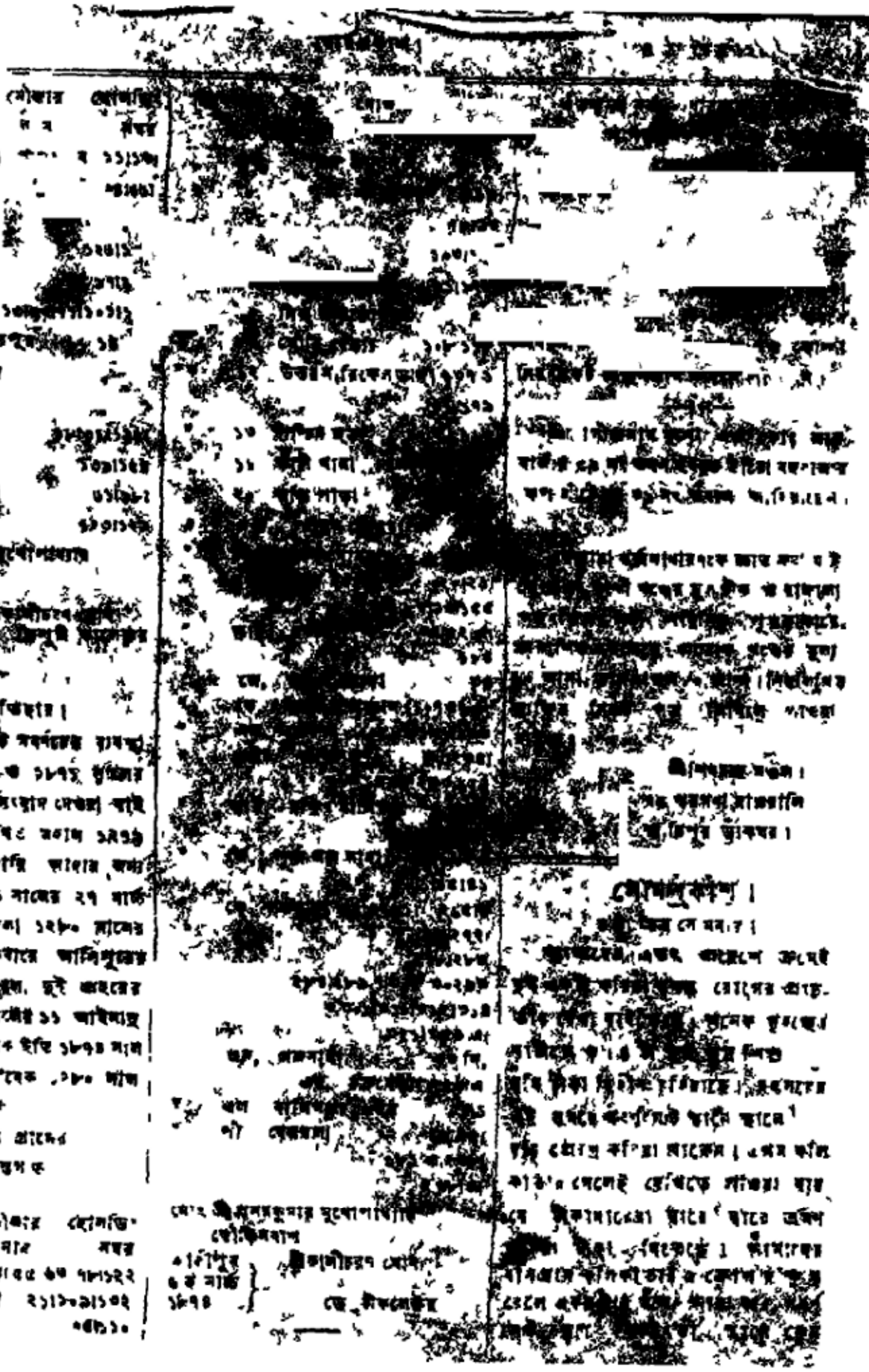
বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের হুকুম মত ১৮৬৮ সালের ৪ আইনের বিধি মতে ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১৮৭৩ সালের বাকী ৩১ জানুয়ারি তারিখে অস্তাচলী ইং, ১৮৭৪ সালের ২৭ মার্চ তারিখে ঘোষণাবেক মতে ১২৮০ সালের ১৫ চৈত্র তারিখে সকলবারে আলিপুরের কালেক্টরি কাছারিতে গেলে, দুই প্রহরের পর হিসে, সর্ব্বে ১৮৭৩ সালের ১১ আইনানুসারে নিলাম খরিদারের ইতি ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ ; ঘোষণাবেক ১২৮০ সাল তারিখ ১১ ফাল্গুন।

যার মহাল সকলের প্রজাদের

ডিবিজনের অন্তর্গত

মহাল

ডিবিজন নং	নাম	নৌকার নম্বর
১	১০ শাঁতরাপাড়া	৫৫ ৬৩ ৭৮।১২২
"	১১ দক্ষিণ সিন্ডী	২১।১৩৯।১৩২
"	১২ পূর্ব্ব বৈনাম	৪৫৮।১০



মোঃ শ্রীমনরঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়
চৌকীদার।

আলীপুর
৬ মার্চ ১৮৭৪

শ্রীশিবচন্দ্র সর্দ্দার।
সাং ওরফে সাং সাকিনি
পুঃ চিপুর ডাকঘর।

মোষাদুকাশ্য।

ঐ মিয়ে সে মনাং।

[illegible] এবং [illegible] ক্রমেই [illegible] রোগের প্রাদুর্ভাব [illegible] অনেক [illegible] নিস্ত [illegible] বিকা [illegible] করিয়া [illegible] এরূপ করিলে [illegible] দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে

আজিও একজন চীকাদার প্রেরণ করিতেছেন না বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে একজন চীকাদার প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি।

এই সঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথা বক্তব্য বোধ হইতেছে। কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট এস্থানে যে এপিডেমিক ডিসপেন্সরিটী স্থাপন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এসকল স্থানের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। যে সকল দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিত না তাহারা এই ডিসপেন্সরি স্থাপনা বশতঃ যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতেছে। এক এক দিন ৫০০। ৬০০ রোগী সমবেত হইত। এক্ষণে এপ্রদেশে স্বাস্থ্যের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনো যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রাস হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। এখনো লোকে মধ্যে মধ্যে জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

আমরা এস্থলে গবর্ণমেণ্টের হেল্থ্ অফিসর মেটীব ডাক্তার হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এই ব্যক্তি যে রূপ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইনি এক এক দিন প্রাতঃকাল ৬ টা হইতে ১ টা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ রোগী দেখিয়াছেন। প্রথমে ইনি একাকী আইসেন, কিন্তু দিন দিন রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে আর একজন সহকারী নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনর আকসন সাহেব যখন এপ্রদেশে আগমন করেন তখন তিনি স্বয়ং ডিস্‌পেন্সরিতে উপস্থিত হইয়া একজন সহকারীর জন্য রিপোর্ট করিয়া যান। তদনুসারে এক জন সহকারী প্রেরিত হইয়াছেন। এক্ষণে রোগীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট ডিস্‌পেন্সরিটী উঠাইয়া লইবেন। গ্রামবাসীদিগের ইচ্ছা যে ডিস্‌পেন্সরিটী এস্থানে স্থায়ী হয়, কারণ এখনও সকলে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয় নাই এবং কয়েক বৎসর যেরূপ দেখা যাইতেছে বর্ষাকালে আর পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিস্‌পেন্সরিটী উঠিয়া গেলে এখানকার দরিদ্রদিগের পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন প্রকারে ডিস্‌পেন্সরিটী এখানে স্থায়ী করেন তাহা হইলে লোকের বিশেষ উপকার হয়। গ্রামবাসীরা সেজন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মহারাণীর রাজত্বের আদি ভাগের অসন্তোষের কারণ কি?

বাহিরের ঘটনা মাত্র দেখিয়া যাঁহারা বিচার করেন তাঁহাদের মতে মহারাণীর রাজত্ব কালে সন্তোষ এবং অসন্তোষ উভয়েরই কারণ আছে। মহারাণী স্বীয় হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি একদিকে যেমন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা প্রকার হিতকর সুফল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে অপর দিকে তেমনি এই অল্পকালের মধ্যে কত দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছে যাঁহারা পুরাতন সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা বলেন, যতই ধন যাইতেছে ততই দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইতেছে, কারণ সমুদায় দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া আসিতেছে। সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ স্রোত সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং ক্রমেই ক্রিয়া কাণ্ড বদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা নবীন সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা বলেন, দেশের সৌভাগ্য যাইতেছে, কারণ মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইতেছে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ কোন্ সম্প্রদায়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন? আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা বোধ হয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতেই মত দিবেন এবং যুবকগণ শেষোক্ত মত প্রকৃত মত বলিবেন, কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের অসন্তোষ এবং নিরাশা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেণ্টও প্রজারা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত, দেশবাসিরা যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুভব করিতেছেন এবং তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্ন কত সুক্ষ্ম মতি কমিশনর এবং কায়েল সাহেব হতভাগ্য দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই এই অসন্তোষের মূলীভূত কারণ স্থির করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রগণ যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা বলিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেবল এক মাত্র দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই দোষী করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। ইহার আরও মূল আছে সে মূল কোথায়, আমরা যথাসাধ্য তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গত শত বৎসর ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়াতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটী প্রধান এই যে, যে পরিমাণে লোকের প্রবৃত্তি কামনা

প্রভৃতি বিস্তৃত
পরিমাণে
হইয়া উঠিলে,
যে সকল
ক্রমে এই
৮ টাকা
বর্ষা ঋতুর
ছেন, মনে
ছেন, হৃদয়ে
ছেন, একদে
পরিপূরণ
ঋণাদি
নির্ব্বাহ
অথচ লোকে
অর্থোপার্জ্জনে
য়। সম্প্রতি
অর্থাগমের উপায়
(২য়) বাণিজ্য, (৩য়) মাসোহারা
(৪র্থ) চিকিৎসা, (৫ম) শিক্ষা,
(৬ষ্ঠ) কারু, এবং (৭ম) অন্য
চাকরী।

প্রথম, ভূমি—ভূস্বামিত্বের
বন্ধ ছিন্ন হইবার পরাপর্য্যন্ত
এমন এক বিঘাও ভূমি
যায় না, যাহাতে লাঙ্গল পড়ে
অন্য কত লোক সেই
হইতে পারে? দ্বিতীয়
বস্তুতঃ অর্থাগমের একটী
এবং ইহাই দেশের সুখে সচ্ছন্দে
প্রধান কারণ। ইংলণ্ড যে এত
আসী বাণিজ্যই তাহার মূল। ইংলণ্ড
ভারতের অপেক্ষা আয়তনে অন্ততঃ দশ
গুণ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা
অন্তঃ আটগুণ ধনী। ভারতবর্ষের
রাজস্ব ৪২।৪৩ কোটি টাকা, ইংলণ্ডের
কেবল ৭০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে
৫০ বৎসর শুল্ক দ্বারাই প্রায় ২০
১৮০০ ০০ টাকা আদায় হয়। বাণিজ্য



লোকে যে কিছু কষ্ট পায় সমুদায়ের দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে অর্পণ করে। বস্তুপক্ষেরা যদি এই কষ্ট নিবারণের কোন উপায় করিতে পারেন তাহা হইলেই প্রজাদিগের রাজভক্তি বর্দ্ধিত হয়

—•—

আসামের রাজধানী।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে আসাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে একজন চিফ কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। যে সকল স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন গবর্ণমেণ্টের অধীন না থাকিয়া একজন চিফ কমিশনরের দ্বারা শাসিত হয় তাহাকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ বলে। আসামও এতদিনের পর একটী নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আসাম দুর্গমতা ও অপরাপর গুণে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বিশেষ উপযোগী। একটু বিশেষরূপ মনোযোগ করিলেই অচিরে ইহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকে তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক অধিকাংশ সময় তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও সময় হয় না। এই রাজ্যটী এতদূরে অবস্থিত যে ইহার সকল অভাব জানিবার সুবিধা হয় না। আবার ইহা এত বিস্তৃত যে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট করিলেও চলে। বিশেষ চতুঃপার্শ্বস্থ নানা জাতির সহিত সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহ উপলক্ষে এত গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হয় যে সেদিকের মীমাংসার সময় থাকে না। সে দিকে ব্যস্ত হইতে গেলে অপর গুরুতর বিষয় সকল অবহেলা করিতে হয়। এই সকল কারণেই বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট আসামকে একটী শাসন বহির্ভূত প্রদেশ রূপে পরিণত করিয়াছেন। আসামবাসিদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের আর সম্পর্ক থাকিল না, কিন্তু অবলম্বিত প্রণালীতে তাহাদের দেশ যে অপেক্ষাকৃত সুশাসিত হইবে দিন দিন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিফ কমিশনর যদি একজন ধর্ম্মশীল ও হৃদয়বান লোক হন তাহা হইলে যে প্রজারা কিরূপ সুখে বাস করে তাহা কমিশনর প্রভৃতিশাসন বহির্ভূত প্রদেশ রিপোর্টে মধ্যে মধ্যে জানিতে পারা যায়। চিফ কমিশনরে। গুরুতর ভার লইয়া গমন করেন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট হিসাব দিতে হইবে এ চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে এবং সুশাসন করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিবার আশাও বলবতী থাকে সুতরাং সকলেই তাঁহারা সমুদয় হৃদয় মন সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন। এদিকে কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাতে আনন্দের সহিত কার্য্য করিতেও ইচ্ছা হয়।

আসামের চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ্গ সাহেবের সুখ্যাতি আছে। তাঁহার পদ গ্রহণে সেখানকার লোকেরা অসন্তুষ্ট নয় কিন্তু আসামের ভাবী রাজধানী সম্বন্ধে কিটিঙ্গ সাহেব যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে দুঃখিত হইয়াছেন। এত দিন গৌহাটী আসামের নগর ছিল। বাণিজ্য সভ্যতা ও জনসমাগমের আধার স্বরূপ ছিল। এই নগরটী আজিকার নয়, বহুদিন অবধি ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। জলে এবং স্থলে উভয় প্রকারে এখানে গতায়াতের সুবিধা আছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে কর্ণেল কিটিঙ্গ এখানে রাজধানী না করিয়া গারো পর্ব্বতের উপরস্থ শিলঙ্গ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু গৌহাটীর একজন পত্র প্রেরক ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। শিলঙ্গে জলপথে যাইবার উপায় নাই, স্থল পথেও যাইবার বিশেষ অসুবিধা। গৌহাটীর জলবায়ু শিলঙ্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট নয় একথা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে গবর্ণর জেনরল যেমন কয়েকমাস শিমলা পর্ব্বতে গমন করেন, কর্ণেল সাহেব না হয় অন্ততঃ কয়েক মাস পর্ব্বতবাস করিবেন কিন্তু তথাপি গৌহাটী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা উচিত নয়।

এ সেই পুরাতন প্রশ্ন। রাজা ও প্রজা ভিন্নদেশীয় হওয়াতেই এই প্রশ্নটী উঠিয়াছে। এক মাত্র শাসনকর্ত্তার সুখ যার জন্য দেশ শুদ্ধ লোকের অসুবিধা জন্মান উচিত কি না, বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের রাজভক্তি উদ্রেক করা যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিলে যেরূপ ফললাভের সম্ভাবনা এরূপ আর কিছুতেই নয়। এবারে লাট নর্থব্রুক শিমলা গমন বন্ধ করাতে লোকে যে প্রকার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এই কথার প্রমাণ। আমরা ত বৎসরে এক এক বার গবর্ণর জেনরলকে রাজধানীতে পাই, কর্ণেল কিটিঙ্গ আসাম বাসিদিগকে সে সুখেও বঞ্চিত করিতে চান। রাজকার্য্য উপলক্ষে প্রজাদিগকে চিফ কমিশনরের নিকটবর্ত্তী হইতেই হইবে, তাহাতে কেবল তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইবে এমত নয়, গৌহাটীর জলবায়ু কি এতই অস্বাস্থ্যকর, যে সেখানে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন না? এতদিন কি প্রকারে কার্য্য চলিতেছিল? যাহা হউক আসামবাসিদিগের এই অনুযোগে কর্ণপাত করা উচিত। যদি এটি কর্ত্তব্য করিয়া

২১ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

সম্প্রতি এলাহাবাদের নিকট একজন [illegible] শীকারে বহির্গত হন। একটী বৃক্ষ উপর একটী পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, ঐ সময় ঐ বৃক্ষে এক ব্যক্তি পুষ্প চয়ন করিতেছিল, গুলি তাহাকে না লাগিয়া ঐ ব্যক্তির বক্ষস্থলে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। বিচারে কি হইবে বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন ইহা চোখের চক্ষে একজন এদেশীয়ের জীবন কত পক্ষীর জীবন অপেক্ষা মূল্য বান নহে।

মাদ্রাজের লার্ড নেপিয়র আজিও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জনশ্রুতি এই যে বারাণসীর সুবডিভিসেট জজ সাহেব আহম্মদ খাঁ সি এস, আই, হাইকোর্টের জজ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পদাভিষিক্ত হইবেন। আমরা সহসা এসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, কিন্তু মাডনের ও মর্ডণ্ট সাহেবের মৃত্যুর পর অবধি যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ সম্ভবে নিতান্ত অবিশ্বাস করাও যায় না।

যে ঘাইর ৬২ জন মুসলমান হাজারিবাগে সেসিয়নে পাঠান হইয়াছে। আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, নাটসাড়ির জেলে একজন মুসলমান কয়েদী ছিল, উহার পদদ্বয় রোহ মৃত্যুরে ভীষণ ছিল রাজার চিড়িয়াখানা হইতে হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র বাহির হওয়াতে ঐ ব্যক্তি এক তরবার দ্বারা তাহাকে বধ করে। রাজা ইহাতে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া একটী কর্ম দিয়াছেন। এব্যক্তি এক দিবসের মধ্যে দুইজন পাহারী ও দুজন হিন্দুকে বধ করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

১ লা চৈত্র শুক্রবার।

শুনা যাইতেছে, তারকেশ্বরের মহান্তকে শীঘ্র প্রেসিডেন্সি জেলে যাইতে হইবে।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে বারাকপুরে ঝড় হইয়া বড় বড় অনেক বৃক্ষ পতিত হইয়াছে। অন্য কোন অনিষ্ট হয় নাই।

মহিষবর রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার ঝড় ও তদানীন্তন বিষয় লইয়া গান রচনা করিয়াছে।

গত সপ্তাহে কলিকাতা টাউনহলে মফস্বল আদালতের উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষা হয় তাহাতে ২ জনার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুতে গবর্ণর জেনরল অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

দারজিলিঙের চিড়িয়া টেটে ভল্লুক বন্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি কোন্নগর ও শিবপুরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিবপুরের বিদ্যালয়ে ইহার মধ্যে ১৫ জন ছাত্র জুটিয়াছে।

২ রা চৈত্র শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, প্রতিদিন কলিকাতা পোষ্ট আফিস হইতে ১৯০০০ রেজিষ্টরি করা চিঠি পাঠান হয়। অন্যান্য চিঠি প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজার আইসে এবং ২০ হাজার প্রেরিত হয়।

ডাক্তার ডকের একটী অস্থি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইতেছে। এটী কি চর্ম্ম ইনষ্টিটিউসনে রাখা হইবে।

সম্প্রতি দার্জিলিঙে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন যুবক একজনের গাছ হইতে তালের রস চুরি করিত। যে গাছে সে যাহার নিমিত্তের জন্য কোন উপায় না পাইয়া এক দিন এক কলসী রসে এক পয়সার ওষধি মিশাইয়া, রাত্রিকালে কলসীটী রাখিয়া যায়। উহারা আসিয়া ঐ কলসীর রস পান করে। উহাদের ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

সম্প্রতি উড়িষ্যা ও তমলুকের সাহেব [illegible] ও [illegible] নিকট [illegible] বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের [illegible] বলিয়াছেন:—

[illegible] আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি বিশিষ্ট বংশের সন্তান। আমি কয়েক বৎসর উঁহার সহিত কলিকাতা সভায় বসিয়াছি এবং মনোযোগের সহিত উঁহার বক্তৃতা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি একজন অকাতরে সত্য [illegible] নীল দৃঢ়চিত্ত ও সুচতুর লোক। ● ● ● ● ● ● দেখ বন্ধুগণ! কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে [illegible] বিষয়ের আলোচনা করা প্রথম অপেক্ষা গুরুতর ভার আর নাই। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিরা কেবল যন্ত্র স্বরূপ নিয়ত অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন এবং সকল কোন স্কলই গবর্ণমেণ্টের এরূপ ভয় করা উচিত নহে। তাঁহারা দেখেন যে দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট কোন জাতির অন্ন যোগাইবার জন্য বাজারে শস্য ক্রয় করিতে উপস্থিত হন সেই সুযোগ হইলেই অপরাপর ব্যবসায়ীরা অদর্শন হয়, কারণ তাহার লাভের আশা করে না এমন ক্রেতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, নিতান্ত দুষ্কর। দেশের লোকে তাঁর ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিতে করিতে এই সকল দুর্ভিক্ষ [illegible] জন্মান কতবার [illegible] গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া ছেন কিম্বা কি করিবেন ইচ্ছা করেন [illegible]



[illegible] বিশেষ সম্পর্কটা [illegible] দিয়া প্রেরণ করা [illegible] গত দুই কিম্বা তিন সপ্তাহ [illegible] রাজস্ব হইতে টাকা [illegible] গোল সংগ্রহ [illegible] টাকা বিতরণ করা হইতেছে। [illegible] কিরূপে বিতরণ করা যাইবে, কিরূপেই বা [illegible] প্রত্যহ ঘটন করিতে হইবে, সকল [illegible] ঘুরেই এই [illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] এই সকল বাস্তুহারার [illegible] আমার মনে হয় অনেকেরই (হয়তবা) [illegible] পারণার হইতেছে আমার [illegible] পাশের [illegible] বিষয় বিস্তার স্বপ্নগত রাখা [illegible]।"

[illegible] পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] সকলের [illegible] সত্ত্বেও, তবে [illegible] লোকের কষ্ট [illegible] হইয়াছে। [illegible] কাজের [illegible] পাইতেছে [illegible] বিশেষ [illegible] সকলেরই [illegible] হইবে। [illegible] ঘুরিয়া [illegible] সকলেরই [illegible] হইবে।

সর্বত্রই [illegible] বিষয় [illegible] অবস্থা [illegible] এখানে [illegible] সে [illegible] পুনর্বার [illegible] ঘরে [illegible] হইবে। [illegible] পাইতেছে [illegible] ঘুরিয়া [illegible] হইবে [illegible] ঘুরিয়া [illegible] হইবে [illegible] ঘুরিয়া [illegible] হইব

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকাল। সার মার্থেই উলসলির ১৪ই ফেব্রুয়ারির পত্র সকল প্রকাশ হইয়াছে। তাহা লিখিয়াছেন কুমাসীতে অবস্থান করা হয় এবং উহা অধিকার করা হইয়াছে বলা পলায়ন করিয়াছেন। প্রধান সৈন্য এখনও তাদিয়া পর্ব্বতে রহিয়াছে। সড়ক ভাঙ্গা হইয়াছে। পথ দুর্গে বেষ্টিত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সৈন্যগণ যখন রাজধানী হইতে প্রত্যাগমন করে আসান্টিরা তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে নাই।

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ। অদ্য হউস অব আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৫৫০০০ টাকা লওয়া হইয়াছে।

শনিবার ভূতল মন্ত্রি সভার অধিবেশন হয় চ্যান্সেলার লিবারেল দলের অধ্যক্ষ হইতে অর্থ কার বরেন।

অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন সার মার্থেই উলসলির অগ্রসরের ব্যাঘাত হইতেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ১৮২৫০০ টাকার বণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী এবং ৩১৩৭৫০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়।

মেনপতি মোস্ত্রিমিসের নিকট আর ১৬ হাজার সৈন্য পাঠান হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৩৫ হাজার হইয়াছে।

কার্লিইরা এখনও বিলথোয়ার নিকট সমবেত হইয়া রহিয়াছে।

সার মার্থেই উলসলির নিকট হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারির যে এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে, আসান্টি রাজকে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ যতটাকা দিতে হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম কিস্তি স্বরূপ ৯০ হাজার আউন্স স্বর্ণ পাঠাইয়াছেন।

আসান্টি রাজা আশান্টি রাজ্যের পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

সার মার্থেই উলসলির নিকট হইতে আরো যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ৪ঠা ফেব্রুয়ারির যুদ্ধের পর কুমাসিতে প্রবেশ করা হয়। সার মার্থেই উলসলি প্রত্যহ বিজয়ের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করিয়া যখন উত্তর পাইলেন না তখন নগরে যে বাড়ি আছে অগ্নি প্রদান করা হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সৈন্যগণ লম্বা গমন করিতে আরম্ভ করে দুই দিবস অতিক্রান্ত পর রাজদূত সকলে মিলিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন।

ডিউক অব ডেভনসায়ার অব এডিনবর্গ উইণ্ডসরে উপনীত হইয়াছেন।

আসান্টি যুদ্ধ আরম্ভ হইতে, সেডি উলসলির সহধর্ম্মিণী পুত্র পরিবারবর্গের জন্য চারি সহস্র টাকা প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যা উইণ্ডসর কাইরো স্টক ও ফস অব এডিনবর্গের সম্মানার্থ এক রাজকীয় ভোজের অনুষ্ঠান হয়।

১৯ ইনিফিকাণ্ড ৪০০০০ টাকা উঠিয়াছে

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদালতসমূহী

মনোযোগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ মার্চ্চ ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইন অনুসারে ১০০ অধিক টাকার জন্য যে সকল আবেদন উপস্থিত হইবে তাহার রিবেদন পত্র ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে কিন্তু ১০০ টাকার উর্দ্ধ ও ১০০০ টাকার নিম্ন মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে না।

এই বিজ্ঞাপন ১৮৭১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকারী হইবে।

জে, ডব্লিউ, কেম্পবেল,
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিবিধ সংক্রান্ত বিভাগ।

৭ মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা প্রেসিডেন্সি কালেজের রিসার্চ স্কলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডব্লিউ সি বনার্জ্জি এম এ বি এল, বি এল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়াছেন, ইনি এফ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, ইনি এল কিশ স্কলর্শিপ হইতে পাইবেন, ইনি এ শিক্ষাসমাপ্ত করিতে পারিবেন, এ, ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতে পারিবেন।

১ই মার্চ্চ। এ বৎসর প্রথম শ্রেণীর আইএ মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

অনন্ত মধুসূদন সরকার, এল এ বি এল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বর সহকারী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কিছুদিনের জন্য কটক হইতে পটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্গচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়া হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু উমাচরণ মজুমদার কিছু দিনের জন্য মধুপুর হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মথুরানাথ সেন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণা হইতে যশোহরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাধাকিশোর চাটুর্য্যা কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুর হইতে পাটনায় বদলী হইলেন।

এ এফ এ, এল এল বি, এল মধুসূদনী বিদ্যা সমাপ্ত পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বসু মধুপুর হইতে পাটনায় বদলী

২ পরগণার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জুরিমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এম, মর্ব্বর ৮৭ আইন ১০ অনুসারে অনুমতি হইবার ক্ষমতা পাইলেন।

৮ এফ শর্কাস এম, টি ডব্লিউ ক্রফোর্ড এই কটকস্থ চিকিৎসক দলের সহকারী সেক্রেটারির কর্ম্ম করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

রিয়স ইমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি
বিবিধ সংক্রান্ত বিভাগ।

৭ মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা প্রেসিডেন্সি কালেজের রিসার্চ স্কলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই সকল সংবাদ পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

পারিলেন না ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। পূর্ব্ব কালের অধিকাংশ আচরিত পথকে ইনি সাধনের প্রধান পথ বলেন বলিয়া সভ্যতার অনুরাগী ব্রাহ্মেরা বিদ্রূপ করিয়া ওঁহাকে নীরস বলিতেছেন ইহাতে ক্ষতি নাই। ইনি কহেন লৌহ সুবর্ণও যেমন সুবর্ণ মৃত্তিকা সুবর্ণও সেই রূপ সুবর্ণ। যিনি ব্রাহ্ম বলিয়া বিশ্বের হৃদয়াংশে থাকিবেন, কেবল ব্রাহ্মদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিবেন, অপর সম্প্রদায়ের ভক্ত লোকের ভক্তিও সাধু ভাব লইবেন না, এ প্রকার কি তত্ত্ব? বাস্তবিক যে প্রকৃত ব্রাহ্ম হইবে সে যেন কাহাকে সামান্য মনে না করে। পাষণ্ড কবি হাফেজ অতি সরল ভাবে বালকের ন্যায় বিনীত ভাবে ঈশ্বর কে ডাকিতেন, কেহবা ওঁহাকে মা বলে ডাকে কেহ বা স্বামী, যে যে ভাবে ডাকে তাহাতেই তাহার শান্তি ও মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ওঁকে পেতে কি বিলম্ব হয়? যদি তাহা সত্য হয়, হৃদয় চিত্ত শুদ্ধ হয়। দেবেন্দ্র বাবুকাকে অনেকে যত শ্রদ্ধা করেন, অমর্গল হাফেজের কবিতা মুখস্থ বলেন। দেবেন্দ্র বাবু শুদ্ধ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ১১ ই মাঘ তারিখে এখান হইতে যাইয়া সাহেবে ১১ ই মাঘের উৎসব করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কেশব বাবুর অনুরোধে মুলতানেই সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন, মুলতানস্থ সমস্ত ব্রাহ্মদিগকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলে দেবেন্দ্র বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলে প্রথমে সকলে দাঁড়াইয়া অর্চ্চনা হয়, উপনিষদ্ হইতে অনেক সংস্কৃত পদ উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করেন পরে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতে উপাসনা হয়, তাদৃশ দর্শক উপস্থিত না হওয়াতে পৃথক উপদেশ দেওয়া অবশ্যক বোধ করেন নাই। অর্চ্চনার পর একটী ব্রাহ্ম একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত করেন। তৎপরে আমাদের কেহ বা একটী গান করেন, শেষেও দুই তিনটী সঙ্গীত হইয়া উৎসব শেষ হইল। ইহার মধ্যে মুলতানি এক দল ভজন গায়ক দুটী গান গাইয়াছিল। সকলের সহিত দেবেন্দ্র বাবু শিষ্টাচার করিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার সময় চলিয়া গেলেন। ১১ ই মাঘের দিন দেবেন্দ্র বাবু দীন দরিদ্রদিগের জন্য ৫০ টাকা কেদার বাবুর নিকট দেন এবং একটী পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবুকে সংস্কৃত একটী অভিনন্দন দেওয়াতে ওঁহাকে ১০ টাকা দেন। দেবেন্দ্র বাবু ২৫ শে জানুয়ারির ট্রেণে মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া অমৃতসর অভিমুখে গমন করিলেন। আমাদের একটী আত্মীয় এই রূপ বলেন, যদি সেই সাধু ব্যক্তি দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে মহর্ষির সহিত চিরকাল থাকিতে পারে, আমার মত দেবেন্দ্র বাবুকে ছাড়িলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যদি জীবন্ত ব্রাহ্ম সমাজ করিতে হয় মনে যে দেবেন্দ্র বাবুর মতে চলা ভাল। প্রকৃত কথা এই অন্যে নিজের সম্বল না করিয়া অন্যকে উপদেশ দেওয়া মিথ্যা। 'মজে সাধু হইলে জগৎকে সাধু করা যায় নিজে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলে জগৎকে দেখা যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে কেবল অন্ধকার দেখে, আর ঈশ্বরের বিষয় ভাবে, সে কিরূপে ব্রহ্মবর্ষ প্রচার করিবে?' ঈশ্বর আপনার সমস্তুল্য ইত্যাদি কথা কেশব বাবুর উপদেশে শুনিয়াছি। বাস্তবিক তাহা কল্পনা নহে, ইহা সাধকদিগের প্রত্যক্ষ সত্য কথা। দেবেন্দ্র বাবু একণে কেবল দুধ পান করেন, জীবন ধারণ করেন। একে ইনি বৃদ্ধপুরুষ, তাহাতে প্রায় পক্ষাঘাত, ঠিক কথার মাথা বোধ হয়, ধর্ম্ম যে কল্পনার নহে, ঈশ্বর যে কথার কথা নহেন, তাহা দেবেন্দ্র বাবুর তাহাপূর্ণ মুখ ও কথাকে প্রকাশ পায়। ওঁহার বিশ্বাস করতল মাত্র আমলক ফলের ন্যায়। ওঁহার হৃদয়ের ভক্তি দেখিয়া নাস্তিক পাষণ্ডও সরল হয়। উপাসনা অনুষ্ঠান পদ্ধতি উদ্ভব ব্রাহ্মদের মনোমত না হইলেও কেহ যেন ওঁহার মাথা বিশ্বাসী ও ভক্তকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনাদের আত্মার সর্ব্বনাশ না করেন। সে বৎসর ১১ ই মাঘের পর ফাল্গুনে দেবেন্দ্র বাবুর উপদেশ প্রকাশ হইয়া অনেকের মনে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল। এখন সাধুদিগের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি [illegible] হইয়াছে, যদি ওঁহারা [illegible] দুর্ব্বল [illegible] জন্য দেবেন্দ্র বাবুর [illegible] যখন উৎসবের সময় কিছু ত্রুটি হয়না যাহে প্রকাশ্য সংবাদ কাগজে তাহা গুরুতর করিয়া প্রকাশ করা যে কত অন্যায় হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। "পর নিন্দা পর পীড়া এ দুই কেন ভাজনা" এই পুরাতন ব্রহ্ম সঙ্গীতটী যেন আধুনিক ব্রাহ্মেরা স্মরণ করেন। দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ কঠিন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াও ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিয়াছেন, পৃথিবী তে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন দেবেন্দ্র বাবু আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ঘোষণা জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন।

মুলতানে কেশব বাবু আসেন নাই, তাহাতে অনেকে বিরাগ হইয়াছিল দেবেন্দ্র বাবুর আগমনে সে ক্ষোভ মিটিয়াছে, 'অন্ধ যাসনাসঙ্গ মুলতানক সাধু দর্শন কে ন শুদ্ধী' ফল হইয়াছে কি না জানি না।

বহু দিনের পর মুলতানে মধ্যেই বারি বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ভেরোয়াজী খাঁ—মন্টগোমরির পর ভেরোয়াজী খাঁয় যাওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ৯ ই মাঘের উৎসবের দিন এখানে ৩।৪ টী ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়া উপাসনা করিব, সমস্ত দিন উপাসনা, ধ্যান, পাঠ করা যাইতে পারে ভাবিয়া দিন অবধারিত করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া এক একদিন এইরূপ পবিত্র ভাবে ঈশ্বরের সহবাসে সকলেরই, যাওয়া উচিত, তাহা হইলে শান্তি ও কল্যাণ হয়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই উৎসব আছে, ব্রাহ্মেরা কেন আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও অনুগামী বলিয়া জানেন তাঁহারা যে উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন ইহা কখন হইতে পারে না। উৎসবে অনেক গিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের [illegible] সহজ ভাবে [illegible] এই জন্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্রাহ্মদিগের অধিক

বাঁচিবে বাঁচিবে প্রাণে, কাল পিপাসায়।
নিরপনে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

"হিতকরে" মহত্তর—কতান্ত ভীষণ
একদা দেখে তুমি করি আলোড়ন,
দিয়ে যে যে বহু জ্বালা বাস বৃক্ষ কুলবালা
অকালে বধিয়া ছিল, সংশয় কি তায়?
অজীবনে কিন্তু প্রাণ যায় নাহি তায়॥

এবার পড়েছে কাল অতি নিদারুণ,
ভরিতে ভরিবে আগে আমাদের ঘুম,
উদ্ধারণী নদী তীরে আমাদের বাস বটে,
তুর্ভাগ্যে তাহার জল দেখা অতিশয়
কৃতান্ত সমান তীব্র মন্ত্রের আলয়।
তুইটী একটী যেই আছে জলাশয়,
পদ অন্ধা নাহি তোবে শুষ্ক অতিশয়
কাহাকে ইসবাল চয় কাহাকে আবিলময়
এই রূপ যথা তথা হায় হায় হয়!
নিরপনে অজীবনে প্রাণ যায় যায়॥

অনাবৃষ্টি যেইবার বজ্রতুণে হয়
সেই বার আমাদের জীবন সংশয়।
জলে জীব সরোবর থাকে নীর নিরন্তর
তা বলে করিয়া সদা জীবন জীবন!
করিতে হয় না কভু মঞ্চ বরিষণ॥

রাজদ্বারে বহুকরে করি আবেদন
নীরদানে চিরকাল কভু নে চন।
সমুদ্রের জলেতর দিয়ে এক সরোবর
তবুন তারিয়া দুখ, ঘুচি রাজ পায়।
অজীবনে অজীবন যায় যায় যায়

রা মর্ত্য } যশস্বর
পুত্রা } শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১)

বঙ্গের তারা সুবিখ্যাত তবাজজগণ,
দেশের আলোকময় দীপ তুল্য যারা
ক্রমে ক্রমে সবাকারে করিলে নিধন।
তাবি শোকে দুঃখে সারা চক্ষু সদে ধারা
হাইকোর্টে ছিল জজ, দ্বারকানাথও মিত্রজ
তারেও নাশিতে কি যা তৈল এত ত্বরা?

* ক্ষ ম ধর্ম্মে কায়া সুর ম হল পত্ত
নাহি দোষ ঘটিয়াছে।

(২)

বর্ষগত হয় নাই বিবর্ষ সকলে,
দেশহিতে রত, সমতুল নাহি যার,
হরিনাথ দত্ত মহাশয় মাটকে ম
মিত্র শ্রীকিশোরিচাঁদে করেছ সংহার,
তাতেও না হয়ে তুষ্ট, হায় এও দুরদৃষ্ট,
মিত্র শ্রীদ্বারকানাথে হরিলে তাহায়।

(৩)

প্রথমেতে উচ্চপদে নিযুক্ত না হতে,
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়ে করিলে নিধন,
তার পরে বিদ্যানিধি পণ্ডিত অম্বিকাদে,
অনুকূল মুখো প্রতি হলে পরিকল,
বয়িও বৎসর সাত, ছিলেন হারকানাথ,
এবার কি নিমিত্তে তাঁরে নাশিতে তৈল তুল?

(৪)

তব দেশ নাহি যাগো কালে সংহরে,
কালের নিয়ম কেবা করিবে লঙ্ঘন,
কে বাঁচিতে পারে, কাল প্রাপ্ত হলেপরে,
কালের দৌরাত্ম্য কেবা করিবে শাসন।
নাহি তার ধনি মানি, কি বিদ্বান গুণী জ্ঞানী
সবাকারে সমভাবে করিছে ভক্ষণ।

(৫)

নিশ্চেতনঃ তাল তব তাল মন্দে মাতা,
তাই যত তাল তাল তব মুক্তগণে,
জীব জীবী নহিবারে না হয় ক্ষমতা,
অল্পকালে ধ্বংস হয় কালের দংশনে,
বহুধা কি ভয়ঙ্কর, বিদারিত গুণাকর,
দেশ মিত্র মিত্র কেন মরিবে জীবনে?

(৬)

হায় রে! হাকিম কাল হয় কি উচিত,
জানা মুখে হেন রত্নে করিবারে গ্রাস?
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই না যায় বিচারিত,
কোন উচ্চপদে তব নাহি হয় ত্রাস?
কিবা জজ বিচারপতি, কি দীন কি হীনমতি,
অনায়াসে সবাকার কর সর্ব্বনাশ।

(৭)

বজ্রঘাতা তব পাপে হইল পাপিনী,
নতুবা তাহার মনে হেন সাধ হত,
পাপন শাবক তবে খেয়ত সাপিনী,
একারে অনাথগুলি দিয়ে যায় খেতে
হায় মুসলমান যত, সবার হইতে তত,
হে ত রাক্ষসী লোকে জননী কহে।

(৮)

পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে 'অকথা রাক্ষসী,
যম সম কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মূরতি
শ্রীরামের কোপে লঙ্ক, হৈল ভস্মরাশি
সবংশে হেরিয়া রণে না হৈল মমতা,
হীন জীবী হইবারে, মাগে বর অতঃপরে,
একা বিভীষণ করে শোকের সমতা।

(৯)

অল্প শোকে দেখ লোকে যে হয় কাতর,
বাক্য আছে বিধাতা নাহি হয় উক্ত কথা,
পাষাণে মর্ম্মিক শোক সে হয় পাষাণ,
সদৃশ কঠিন, মর্ম্মে নাহি জন্মে ব্যথা,
ব্রহ্মার নিয়মাধি, দুখ টলা ঘটে যদি,
তাহে জন্য আর শোক চিন্তা করা বৃথা।

(১০)

এই কাল ভেদার গতিক বুঝা ভার,
অকালে হরিতে যত্ন বড় এই যে য,
ক্রমগতি তব গতি অতি চমৎকার,
ঊর্দ্ধ হয় অধো গতি এই অপশেষ,
কিন্তু নাহি জ্যোতিষের গণনাতে মিলিয়ে,
অবয়বঃ শূন্য দিতে শূন্যে তে সন্তোষ।

(১১)

আজ বঙ্গ প্রতিবাসী অদেশী বিদেশী,
সবার পত্রিকা সবে করিছে প্রশংসা,
মৃত তব মিত্র বাবু তব স্বর্গবাসী,
ত্যজি দেহ পীড়া কষ্ট সংসার প্রপঞ্চ
পঞ্চদশ কান্তমতে, বৃহস্পতিবার প্রাতে,
প্রাপ্ত হয়ি পরিহার যত যা কলাপ।

( )

অন্ধ শাস্ত্রে দুঃপুণ্য একত্তার লক্ষ,
দেখায় সাবস্থা সত পুরাণ কথন,
তুলাগ্রেতে ছিল দিতে সমর্থ পাতক
পক্ষপাত হীন তুল্য ধর্ম্ম ন যতন,
তর্কে পাই সুপ্রবীন চন্টুর্ব্ব কা কৌশল,
সত্যপ্রিয় সভ্যশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক তুলন।

(১৩)

জন্মস্থান ছিল তাঁর শ্রীপুর গ্রামে
হুগলি জেলার চৌ ক দাম য ন হতে
জনক তাঁহার বিখ্যা ত ধর্ম্ম পরায়ণ,
বিদ্যাভ্যাস করাইল বুদ্ধি ন্য বান্ত
বহুযত্ন সহকারে যাবত পরীক্ষ পুরে
উত্তীর্ণ দ্বারকানাথ প্র ম শ্রেণী ত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

১৮ সংখ্যা।

সদা সত্যনিষ্ঠিনাত্ব পার্থিবঃ সদস্তনী স ভূয়ন্ত

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা।

সন ১১ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ২৩

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।

এই ভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রক ও কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্ত প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যেরূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া হইবে। মূল্য গ্রাহকদিগের প্রতি ।৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

শুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মীর্জ্জাফর্সলেন
কলিকাতা।

} ক্ষেত্রমোহন
শুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আদি খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি
আদিপুর ডাকঘর।

} শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরি ভক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে ডাক্তার কেত্র এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুটিমাই যারপেচী কামার ও করম। করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী মিশন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনা সার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ ।২০০ রচনার বীজ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্ম।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০। কেমিলি ট্রীটমেণ্ট মার ডাকমাশুল মূল্য ৸০ এমপেথাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়রিং" মূল্য ১।০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হরেল কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তক গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড সার্জিক্যাল

ডাক্তার যোগীন
রোগ বিচার
চিকিৎসা কল্পদ্রুম
ধাত্রী শিক্ষা
বিসূচিকা রোগের
কুইনাইন প্রয়োগ
শরীর পালন
ডাক্তার কালীপ্রসাদ ঘোষ
প্রাক্টীস অফ মেডিসিন
এনাটমি
মাতৃশিক্ষা
ডাক্তার ধর্ম্মদাস
আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

যিনি স্বয়ং অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞানিব্যতীত পরমার্থ বিষয়ে মনুষ্যদিগের প্রত্যয় পুনরায় সুদৃঢ় করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। এই পুস্তকে সাধনের আবশ্যকীয় অনেক বিষয় আছে। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা। শ্রীরামপুরে বাবু নিমাই ধুয়া

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মু।

[illegible]

[illegible]

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাকর্ম্ম লেন প্রেসি
ডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ
দ্বিতীয় গলি
ইং সন ১৮৫০ সংস্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের ফর্দ্দ তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ তত্তোধিক গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিশন দেওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাসুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মূল্য পাঠাইলে তালিকা পাঠান হইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও খরচের খরচ না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানবরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

হিন্দুরা স্বার্থপর কি না?

ইংরাজেরা প্রায় অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে বদান্যতা বিষয়ে কেহই তাঁহাদের অপেক্ষা অগ্রসর নয়। বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার সময় তাঁহারা স্বদেশ বিদেশ কিম্বা আত্মীয় পর বিচার করেন না। তিনি যে কোন দেশ হউক না কেন সে কোন শ্রেণী হউক না, কেন অর্থ সাহায্য দ্বারা তাহাদের দুঃখ নিবারণ আবশ্যক বোধ হইলে ইংলণ্ড আর কাল বিলম্ব করেন না। একথার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ক্রীমিয়া এবং ভারতবর্ষীয় যুদ্ধের পর ইংলণ্ডবাসীরা ক্রীমিয়া এবং ভারতবর্ষের বিপন্নগ্রস্ত পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা করিয়া পাঠাইলেন, সেদিন ভয়ানক অগ্নিতে চিকাগো নগর দগ্ধ হইয়া গেলে ইংলণ্ড হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ড বাসীরা যেরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহাও তাঁহাদের বদান্যতার সামান্য নিদর্শন নহে। ভূলদর্শী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন কই ভারতবর্ষবাসি হিন্দুরা ত বিপন্নদিগের বিপদ্বিবারণে এতদূর অগ্রসর নন? তাঁহারা স্বার্থপর নীচপ্রকৃতি ও মনুষ্য নামের অযোগ্য। অধিকাংশ ইংরাজ এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের জাতির অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই অপবাদটী কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাই বিচার করা আমাদিগের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ্য চাঁদা দ্বারা যে বদান্যতার প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের অনেক গুরুতর প্রভেদ আছে বলা যাইতেছে; কিন্তু এই ব্যবহার গত প্রভেদের মূল কোথায় তাহাই এখন বিচার্য্য। এই প্রভেদের দুইটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, অর্থের অসদ্ভাব, দ্বিতীয়, হৃদয়ের সংকীর্ণতা অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থপরতা। প্রথম প্রস্তাবের বিচার করিতে গিয়া দেখা যায় যে অর্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটী কোন দেশের অর্থাগমের প্রধান দ্বার, দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা আজিও উন্নত হয় নাই এবং যে কিছু বাণিজ্য আছে তাহাও দিন দিন হইতেছে তদ্দ্বারা এদেশবাসিদিগের অপেক্ষা বিদেশীয়েরাই সমধিক লাভবান হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের পরিমাণ এবং উপার্জ্জকের সংখ্যা অল্প কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ অল্প নহে। হিন্দুসমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ তাহাতে সমুদায় আবশ্যক ব্যয় বাদে অতি অল্প পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্যের বিপদ উপস্থিত হইলে অর্থ সাহায্য করা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষীয়দিগের বদান্যতা বিষয়ে যে ত্রুটী লক্ষিত হয় এই অর্থের অসদ্ভাব তাহার এক প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের মধ্যে পাবনিয়া বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দানশীল যে দেশের অধিক সংখ্যক লোককে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে হয় তাহাদের দান ধ্যান করিবার অবসর কোথায়?

এক্ষণে হিন্দুরা স্বার্থপর কিনা, বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূলদর্শী লোকেরা হিন্দু মাত্রকে স্বার্থপর মনে করিতে পারেন কিন্তু একটু সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে আর সে সংস্কার স্থান পায় না। যাঁহারা স্বার্থপর, নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করাই যাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের হৃদয়ের সেই সংকীর্ণতা জীবনের সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। জগদীশ্বর যদি হিন্দুদিগকে স্বার্থপর জীব করিয়া সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিভাগে স্বার্থপরতা লক্ষিত হইত। কিন্তু আমরা বরং তাহার বিপরীত ব্যবহার দেখিতে পাই আমরা দুইটীর স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, একান্ন প্রথা। এই প্রথার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে কিন্তু ইহাতে যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ নিঃস্বার্থতা এজগতে অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদিগের দেশে পিতা, পুত্র এবং জ্যেষ্ঠ ও পুত্রের গর্ভস্থ শাস্ত্রের সংযুক্ত যে যষ্ট সম্পর্ক তাহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ আছে কি না সন্দেহ। এজন্য গুরুস্থ মাসে ৫০০ শত টাকা উপার্জ্জন



ভয় সর্ব্বদা সশঙ্কিত এবং সেই কারণে বাঙ্গালির মুখ দেখিতে চাহে না।

এরূপ বাঙ্গালিবিদ্বেষিতার দৃষ্টান্ত অনেক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আর একটী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ দিন কতক আলোয়ারের পলিটিকাল এজেন্ট কাপ্তেন কার্ত্তেল সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রিন্সিপাল মটক্লিফ সাহেবের নিকট দুই জন শিক্ষক পাঠাইতে অনুরোধ করেন। মটক্লিফ সাহেব তদনুসারে দুই জন উপযুক্ত লোক প্রেরণ করেন তাঁহারা যাত্রারম্ভে স্কুলের অবস্থা ভগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারা তদনন্তর কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহা এজেন্ট সাহেবের মনোমত হয় নাই তিনি তাঁহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, অবশেষে তাঁহাদের কার্য্য করা এতদূর কষ্টকর হয়, উঠে যে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। কাপ্তেন সাহেব তাঁহার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁহাদের প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহারা হিন্দী জানেন না, দ্বিতীয় তাঁহারা ইংরাজী ভাল বলিতে এবং লিখিতে পারেন না তৃতীয়, তাঁহারা সে দেশের রীতি নীতি জানেন না। আমরা এই দুই জনের মধ্যে একজনকে জানি, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কোন কথাই খাটে না। তবে গুরু তাকুটি হইতে না জানার নাম যদি রীতি নীতি না জানা হয়, তবে কাপ্তেল সাহেব সে কথা সত্য বটে। কাপ্তেল সাহেব যে সামান্য প্রভুত্ব প্রকাশের জন্য কতকগুলি অসভ্য যুক্ত দেখাইয়া স্বসভ্য সমধর্ম্মের চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার উপর আমাদের অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল।

শুদ্ধ কাপ্তেল সাহেব কেন, মফস্বলে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের কি অশ্রদ্ধা অক্ষমতা এবং ভোষামোদ কি মিষ্ট সামগ্রী। ইহা মনুষ্যকে গর্দ্দভ করিতে পারে, বড় বড় পেট মোটা কর্ম্মচারিদিগকে বুদ্ধিবিহীন বর্ব্বরের সমান করিতে পারে সকল সভ্য হয় কিন্তু এমন নীচাশয় মুখ ও প্রভুত্ব প্রিয় ইহা দেখা আর কিসে নীচ প্রকৃতি বলিলে সভ্য হয় না।

"প্রণম্য মস্তিষ্কেন
স্বকরবক্ত্রং হ্রীমুখাৎ
সমুদ্রমপি সম্বরেৎ
চপলমৃগীমালাকুলং।
ভুজঙ্গমপি কোপিতং
শিরসিপুষ্পবদ্ধারয়েৎ
নতু প্রতিনিবিষ্ট মূর্খ
জন চিত্তমারাধয়েৎ।"

"বরং একাগ্রের দংষ্ট্রাসমূহ হইতে বল পূর্ব্বক মুক্তা উদ্ধার করিবেক, বরং তরঙ্গ মালাকুল সমুদ্র লঙ্ঘনের চেষ্টা করিবেক, বরং ক্রুদ্ধ সর্পকে পুষ্প মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিবেক কিন্তু তথাপি যেন কেহ মূর্খদিগের চিত্তারাধনের চেষ্টা না পায়"। যাঁহারা এরূপ প্রভুত্বপ্রিয় সাহেবদিগের অধীনে কর্ম্ম করেন কিম্বা এরূপ সাহেবদিগের নিকট কর্ম্ম করা এখনো যাঁহাদের ভাগ্যে অবশিষ্ট আছে, আমরা তাঁহাদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাহারা কর্ম্ম করিতে যাইবার সময় বিদ্যা বুদ্ধির আয়োজনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া যদি গরুড়কুণ্ড বহুকাকুণ্ড প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সেলামের শাস্ত্র বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া যান তাহা হইলে অনায়াসে পারিতে পারেন।

সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটী।

উপস্থিত মার্চ্চমাস শেষ হইলেই অর্থিশাল বৎসর শেষ হইবে, আবার এপ্রেল হইতে নূতন বৎসর নবভাবে আরম্ভ হইবে। আমরা এই উপলক্ষে সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটিকে দুই একটী অনুরোধ করিতেছি। আমরা শুনিতে পাইতেছি ডায়মণ্ড হারবার রাজপুর বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি এই পূর্ব্বোক্ত মিউনিসিপালিটি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, তাহারা ও সে কথার কর্ণপাত করিবেন না, যাহা হউক আমরা এ ও দুইটী অনুরোধ করিতেছি, কমিটী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রথম অনুরোধ, এতৎ প্রদেশের টাক্স দাতারা যখন স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর জন্য প্রার্থনা করেন, তখন ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল সাহেব তাঁহাদের প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুই স্থানের হিসাব স্বতন্ত্র করিবার অনুমতি প্রকাশ করিয়া যান। তাহার পর কয়েক মাস গত হইলে টাক্সদাতারা আবার আবেদন করাতে দুই স্থানের হিসাব স্বতন্ত্র করিবার আদেশ হইয়া আছে, কিন্তু অদ্যাবধি সে আদেশমত কার্য্যারম্ভ হয় নাই। এই আর্থিশাল বৎসরের আরম্ভ অবধি যেন তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হয়। এই আট দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের পথ ঘাট সংস্কারের জন্য কয়েক শত টাকা পাওয়া গিয়াছে, হিসাব স্বতন্ত্র না থাকিলে পুনরায় এক দিকের অর্থ অপর দিকে ব্যয় হইবে। গ্রামগুলি মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকাতে লাভ কি? বোর্ডসের আইন [illegible] কিন্তু এ মধ্যে আমাদের বারগ্রা [illegible] গ্রাম সকলের পুরাতন [illegible] সংস্কার হইতেছে কত বারুইপুর [illegible] প্রভৃতি অনেক [illegible] গ্রামগুলি আট দশ বৎসর [illegible] মুখ দেখিতে

...রাজপুরের এক একটি গৃহ
...ভগ্ন ও চূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে
...পথে বহু
...অসম্ভব। যি
...দিকে দৌড়বে।

দ্বিতীয় অনুরোধ, যি
...এর অসমাপ্তে ধর্ম্ম রয়ে
...ধর্ম্মের নিয়ম আছে
...এদিক হইতে
...করিলে তাহা
...তা কি সমুদ্রের তীরে আসিয়া তাহা
...করিবার, সেই...দেখে পারের
...আমার কই হইবে, কাজটা
...নিরাশার

...হই, ইংরাজ...করিয়া
...যার অমনই ভারত...
...হলেন।' ...
...র দিকে...
...ধ লাভের পথ...
...া কাজ করিবেন...
...দেশ পরিত্যাগ করি...
...ন করিয়াছিলেন; সকল...
...ভারতবর্ষের অধিবাসী...
...সাম্রাজ্য বিস্তার
...ন তখনই তাঁহারা সমি
...ধের মুক্তি দাঁড়াইয়াছিল।
...দিকে তাঁহাদের ভক্তি মুক্তি
...বৃদ্ধি করা শ্রীযুক্ত
...এই সংস্কারদ্বারা
...নিত হইয়াছিলেন, যে
...মুক্তির
...তাহাকে তাহারা
...ইতেন, এই কার
...এবং মাক্‌ইন অব
...একটি বিরাট

...ভারতের
...ভারতের
...ভারতের
...ভারতের

পদার্থের শুল্ক শত করা ৫ টাকা মাত্র, কোন কোন পদার্থের ২৷৷০ টাকা মাত্র মাঞ্চেষ্টার হইতে কার্পাস নির্ম্মিত পদার্থ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়. পরিশেষে মাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের অনুরোধে সেই সকল পদার্থের শুল্ক অল্প করিয়াছেন। এই অবিচারটী যে দেশের লোকের দরিদ্রতা ও অসন্তোষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। অন্নের পরই বস্ত্র। বস্ত্র বয়ন কার্য্যে অনেক লোককে নিযুক্ত রাখিত, তাঁহারা কর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।. মাঞ্চেষ্টরবাসিরা এতদূর অধিকার পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারি মারকুইস অব সালিসবরির নিকটে প্রতিনিধি দ্বারা আবেদন করিয়াছেন যে তিনি যেন তাঁহার কাউন্সিলে বণিক সম্প্রদায় হইতে দুই একজন লোক গ্রহণ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারির কাউন্সিলে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাঞ্চেষ্টরবাসিরা যে দুরভিসন্ধি বশতঃ এই প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহাদের লাভের আরও সুবিধা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা ষ্টেট সেক্রেটারিকে সতর্ক করিতেছি তিনি যেন সেই স্বার্থপর প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন। বরং বিদেশীয় দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত। সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকার আছে। ইংলণ্ডে ভূমির রাজস্ব নাই, এক তন্ত্রে হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় হয়। বিদেশীয় কার্পাসের শুল্ক বৃদ্ধি করিলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাড়িতে পারে, আমরা অনেক টাক্সের ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি এবং দেশীয়দিগের পরিশ্রম শক্তির বিকাশেরও অবসর থাকে

উপসংহার কালে আমরা দেশীয় ধনী বণিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা একাকী না পারুন ভাইশটক কোম্পানির মত সমবেত ভাবে বিলাত হইতে বস্ত্রাদি আময়ন করুন, এবং এদেশে তাহার সাহায্যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন তাহা হইলে অনেক লোকের অন্ন দেওয়া হইবে এবং তাঁহারাও লাভবান হইতে পারিবেন।

—

কে ও অর টিপিয়া ও দুর্ভিক্ষ।

আমাদের শ্রীরামপুরের সংযোগী দুর্ভিক্ষের সূচনা অবধিই বিভীষিকা দেখাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাব গুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। ইংলিসম্যান প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মত যে, যেরূপ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হইয়াছে তত দূর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইংলিসম্যানের এক জন পত্র প্রেরক দুর্ভিক্ষের গোলযোগ কেবল কতকগুলি লোকের মনঃকল্পিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই উভয় পক্ষকেই অত্যুক্তি দোষে দুষিত মনে করি। দেশব্যাপী অন্নাভাব উপস্থিত না হউক—কোন কোন শ্রেণীর যে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া কেওআর ইণ্ডিয়ার আশঙ্কা যে পূর্ণ হইবে এরূপ বোধ হয় না। অত্যুক্তির জন্য কেতের সম্পাদক অনেক উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে দুই তিন জেলা ভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন, গত বারের কেওআর ইণ্ডিয়ায় তাহার একটী সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আদ্যোপান্ত তাহা পাঠ করিলাম। সম্পাদক ভ্রমণ যেরূপ তাড়াতাড়ি করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনাতেও সেই রূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি ত্রিহুত অঞ্চলের লোকের দুর্দ্দশার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের ত সেরূপ ভয়ানক বোধ হইল না। তাঁহার বর্ণিত বিষয় গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী দুর্ভিক্ষের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১ মতঃ এক এক স্থানে ৫ সহস্র ৭ সহস্র লোক পরিশ্রম করিতে আসিয়াছে যদি ইহা চলিবার উপায় থাকিবে তবে এত লোকে মজুরি করিতে আসিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ মজুরদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা অল্প নয়; বিশেষ ক্লেশ না হইলে ইহারা খাটিতে আসে নাই। তৃতীয়তঃ যে সকল স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিতেছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের কন্যাও আছে। নিতান্ত প্রাণের দায় উপস্থিত না হইলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে কাজ করিতে আসে নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভিখারীর এবং সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এগুলি দেখিলে বোধ হয় বাস্তবিক দুর্ভিক্ষদ্বারে উপস্থিত কিন্তু আমরা আমাদের দেশের দরিদ্রদিগের অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষ জানি, বিদেশীয়েরা ইহা দেখিয়া যত ভীত হন, আমরা তত ভীত হই না। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই, এবং এখনও সাহায্য দান আরম্ভ হয় নাই কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি আজি যদি গবর্ণমেণ্ট এঁদের কয়েক গাড়ি চাউল পাঠাইয়া দেন এবং এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, সেই চাউল দরিদ্র ও নিঃস্বদিগকে বিতরণ করা হইবে তাহা হইলে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে অন্ততঃ ২। ৩ সহস্র ভিখারী জুটিবে। তাহাতেও শরীর অল্প জীর্ণ

কাস্ত ...ত কালেজের মৃর্ত্তি আমের অধ্য... ১৫ পদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

আগামী ৪ঠা এপ্রেল আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাথেল সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। তাঁর বিচার্ড টেম্পল ঊক্ত দিন ... শের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হ... ন।

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সভার অধিবেশন হইয়া দুর্ভিক্ষ কল্প অর্থ ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। লাটসাহেব সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। কাশীমবাজারের মহারাজ ২৫ হাজার দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের এই দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণে যাহা ও যেরূপ আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। ও যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু লাড রেপন সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন তিনি দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহার্থ সণ্ডনের ম্যান্সন হাউসে যে সভা হয়, লাড রেপন তাহাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ইংলণ্ডে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, দুর্ভিক্ষে যে সকল লোকের মৃত্যু হইবে তাহাদের অনাথ সন্তান সন্ততিগণের সাহায্যার্থ ঐ টাকা ব্যয় করা যাইতে পারে। যাহাতে অন্ন হারে লোকের মৃত্যু না হয় সর্ব্বসাধারণের সেই ইচ্ছা, সকলে প্রাণ পণে সেই চেষ্টাই পাইতেছেন, এ দিকে লাড রেপন বঙ্গবাসিগণের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া, তাহাদের অনাথ সন্তান সন্ততিগণের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কি করুণা! তিনি যে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষে জন্মভূমি হইয়া গেলে এখানে উপনিবেশ স্থাপনার্থ ঐ টাকা ব্যয় করিবার পরামর্শ দেন নাই আমাদিগের সৌভাগ্য।

হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন, অতি অল্পদিন গত হইল, একটী হিন্দু স্ত্রীলোক তাহার স্বামী সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে আজিমগড়ে আসিতেছিলেন, যে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় ... ঐ স্ত্রী বিধবা একাকিনী ... রজে ... ত্রি কালে একটী পুলিষ ... লসের মস্তক উপস্থিত হয়। অনাথা তাহার কপালবধো মোহিত হইয়া একটী মুহে ... কিতে ... দেন। রাত্রিকালে ছদ্মবেশে মুখে গমন করে। স্ত্রীলোকটী তাহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। অনাথার তাহার নিমন্ত্রণ বা ক্রন্দনের কর্ণ না দিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকটী নিকটবর্ত্তী ... র কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিল কিন্তু কিছুই হইল না। অনাথাকে কাহাকে বলিলে রক্ষা হইবে কি দুর্ভাগ্য!!

৪ ঠা চৈত্র মঙ্গলবার।

ফিজীদ্বীপের বর্ত্তমান অনেক লোকে (ইহাদের অবস্থা মন্দ নয়) গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে সকলে আসিতেছে। অথার অনরথ এই, বাঙ্গালা দেশে গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ হইতেছে তাঁহারা প্রতিদিন আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত মজুরি দিয়া লোক খাটাইতেছেন। এই আশায় ও দ্বারা সকলে এদেশে আসিতেছে।

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে ২০২৫৫৪৮৫৩ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয় এবং ৩১৬৫৮৯৯০২ টাকার রপ্তানী হয়। গত দুই বৎসরের সহিত তুলনা করিলে আমদানী কিছু বেশি এবং রপ্তানী কিছু কম হইয়াছে। আমদানী শুল্কে ৩১৫৩৮৯০৮ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ৪৩ ৫৭৮২২ টাকা আদায় হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সিয়ালদহ ষ্টেসনের প্রতিনিধি সংকারী ষ্টেসন মাষ্টর মি, ব্রেণ্ড্ সাহেব কাজের সময় সুরাপানে উন্মত্ত ছিলেন বলিয়া এষ্ট্যাব্লিসমেণ্ট কমিটির সাহেবকে সেই সময় আক্রমণ করাতে তেপুটি মাজিষ্ট্রেট কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর তাঁহাকে ১৬ টাকা জরিমানা করেন। পূর্ব্বে একবার এই ব্যক্তি সুরাপান অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন, এবার তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে অপরাধ স্বীকার করাতে এই লঘু দণ্ড হইয়াছে।

সান ফ্রান্সিসকো বুলেটিন বলেন, একটী বৃহদাকার কল প্রস্তুত হইয়াছে, এই কল দ্বারা ২০ জন মাত্র মনুষ্যের সাহায্যে প্রতি দিন ১২ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা সমান করিয়া ট্রেণ যাইবার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এসিয়াটিক... নামক পত্রে একখানি সংবাদ প... ত হইয়াছে তাহার একণে ৩৮ বৎসর বয়স এবং সে জীবিত আছে। এব্যক্তি যৌবনাবস্থা হইতেই বড় ব্যায়ামপ্রিয় ছিল, আজিও সে নিয়মিত কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে।

৬ ই চৈত্র বুধবার।

সেদিন বীরভূম জেলার একটী পল্লীগ্রামে সন্ধ্যা বর্ষণ হইয়া ৬০ জন মনুষ্য গৃহ আহত হইয়াছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি ষ্টেগার এক বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে গমন করিতেছেন।

এক বৎসরের মধ্যে হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডের সিলফণ্ড উঠিয়াছে। অর্থ ১৩২০৯ এবং সার ১৮৯১ টাকা হইয়াছে।

গত সপ্তাহে মহিষবাথান ও সিমলায় ডাকা ডাকি করিয়া গিয়াছে। শিলাবর্ষণ ও রাত্রে মনুষ্যের সমনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মুসলমানের মুখল বাদশাহগণ ১৮১৫ মধ্যে সংহার হয়, কিন্তু আজিও উহা বংস যোগ্য হয় নাই। পবলিক ওয়ার্কস বিভাগের মহিমা!

একটী মধ্যশ্রেণী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিয়া স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার যাবজ্জীবন ঔপনিবেশের বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

৭ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

সেদিন স্বর্গীয় বাবু রামতনু মিত্রের সম্বন্ধে সেণ্ট জেভিয়র্স কলেজে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সভা স্থলে ... উপস্থিত হন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হন। তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা সকলেরই একান্ত ইচ্ছা।

সিলেক্ট কমিটী বিলে ... ধার্য্য হইয়াছে।

বুকাননের পত্রিকা ... আমি ... ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে ... একজন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোনরূপ আহার করেন না। ইহার নাম কি সাধু কাহার নিকট সকলে জানে না। ... তাঁহার শরীর এমন সুন্দর যে কোন অসুখ বা রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা। কাহার সহিত কথা ... বলেন না। অনেকে ইহাঁর ... ইয়া করিয়াছেন এবং তাহারা

[illegible] যে তিনি যোগ্য [illegible]
[illegible]গার করিতে পারেন। [illegible]
১৩ নং [illegible] সেনের গলি [illegible]
কিশোরী মোহন চক্রের বাটীতে [illegible]
করিতেছেন

"কাগজের পত্তন হইয়াছে [illegible] আমি
[illegible]বাসী মহিলাদিগের পড়িবার [illegible]
[illegible] তেমনি [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপ-
হইলে তিনি (সার বার্টল ফিয়ার)
পদে অভিষিক্ত হইবেন। বন্ধুগণের
ছা অত্য তাহিক নয়।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম
শের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহাত্মা
উইলিয়ম গ্রে ক্রমেই জরাজীর্ণ হইয়া
তেছেন।

ল্যাণ্ডেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা
রিয়াছেন, হিরাটের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার
খাঁ করার কাবুলস্থ সর্দ্দার মীর আক
খাঁকে লিখিয়াছেন, তাঁহার অধীনে
হুসংখ্য সৈন্য আছে, এক হিরাটের
ন্যে তাহাদের বেতন সংকুলন হয় না,
এব করা নগদটী তাঁহাকে দেওয়া হয়।
জুল খাঁ এ বিষয়ে আমীরের মত
াসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমীরের উত্তরাধিকারী আবদুল্লা জান
বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন আমীরের একান্ত
। আবদুল্লা জান কিন্তু সে বিষয়ে তত
যোগী নহেন। এ নিমিত্ত আমীর সে
তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন।
ম্যাক্লিস্ ও প্রিপেপ সাহেব ইণ্ডিয়ান
সিল হইতে অপসৃত হইতেছেন বলিয়া
ম্বস পত্রে যে লিখিত হয়, তাহা সমূলক
। ইহাঁরা এক্ষণে কাউন্সিল হইতে অপ
না হন আমাদিগের প্রার্থনীয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,
টশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফসেট সাহে
এক অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকা
এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ইউরোপীয়দিগকে
া এক সভার অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হই
ছেন। ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের একজন
ত হিতৈষী। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে ভারত
র জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও
তেছেন, অতএব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
সোসিয়েসন তাহাকে অভিনন্দন দান
াগ করিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন।
সাধারণের এবিষয়ে যোগ দেওয়া
ব্য।

শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে পার্লি
য়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে শীঘ্র
একটী আন্দোলন হইবে। এবিষয় ইংলণ্ড
হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও বোম্বাই এসোসি
এসনে টেলিগ্রাফ করা হয়, তাহারা পার্লি
য়ামেণ্টে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে
প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণের পক্ষে মত প্রকাশ
করিয়াছেন। এই পরিণামে কার্য্যে কত
দূর পরিণত হয় বলা যায় না বটে কিন্তু
আপাততঃ এরূপ প্রস্তাব শুনিতেও সুখকর
সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, একজন এদেশীয়কে হাইকোর্টের মৃত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পদে অধি ত করাই স্থির হইয়াছে। বারাণসীর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর বিষয় যে লিখিত হইয়া ছিল তাহা অমূলক, ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। হাইকোর্টের দেশীয় উকীলগণের মধ্য হইতে একজনকে নির্ব্বাচন করা চিফ জষ্টিসের অভিপ্রেত। কিন্তু কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোহিনী মোহন রায়, ইহাদিগের একজনকে মনোনীত করা হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় দরভঙ্গার একজন রিলিফ আফিসর হইয়াছেন। ইনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় অনেক কাজ করিয়া ছিলেন।

কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি এ, ও হিউম সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত সিমলতে গমন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি গাজীপুর হইতে আমাদিগের নিকট সীতাপুরের একটী হত্যাকাণ্ডের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সীতাপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র মজুমদারের বাসায় এক জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, একণে হেম বাবুর ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একটী ভাগিনেয় ব্রাহ্মণের নিকট ভাত চাহিয়াছিল, ব্রাহ্মণ না দেওয়াতে হেম বাবু এ বিষয় শুনিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। তাহার তিন চারি দিন পরে বালক যখন ছিল এমন সময় ঐ ব্রা
আসিয়া পাখি মারিবার এক লাঠি দ্বারা উ
প্রাণ সংহার করে। এ ঘটনা এখনো হ'ত
আছে।

৯ ই চৈত্র শনিবার।

অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার
কলিকাতা সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যাল
উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধিদানার্থ
হইবে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউ
গমন করিবেন বলিয়া বন্ধু বান্ধবের নি
বিদায় গ্রহণার্থ অদ্য রাত্রি ৮ ঘটিকার স
ব্রাহ্মমন্দিরে একটী বক্তৃতা করি

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ডব্লিউ সি গলড্ ষ্টাম সি, এস, রি
কার্য্যে লোক নিয়োগের জন্য
রণে রহিলেন।

এ, কর্ব্বস সি,এস, সীতাপুরীর পু
উপবিভাগের ভার পাইলেন।

যশোহরে শস্যের মূল্য কমিতে
এবং ক্রমে যে কমিবে তাহাও বোধ
তেছে। কারণ রপ্তানী কমিয়া আসিতে
রবি শস্যের অবস্থা ভাল, এবং আখি
সময়ও নিকট হইয়া আসিতেছে, এ স
প্রজারা খাজনা দিবার জন্য শস্য বি
করিতেছে। এই জন্য মূল্য কমিয়া
তেছে।

ফরিদপুরে [illegible] চাউলের মূল্য
হইয়াছে, তথায় [illegible] ই [illegible]
তাহার এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ
[illegible]
রবি শস্যের অবস্থা ভাল নাই। বোধ হয়
উত্তম নহে। [illegible] ধানের অবস্থা
নয়। এই [illegible] অবস্থা দেখিয়া
আশু [illegible] সঞ্চিত ধান্য [illegible]
তেছে।

পিং নম্বর ১৬ ই মার্চ্চ মজঃফ
হইতে নিম্ন [illegible] টেলিগ্রাম পাঠা
রামনগরে লোকের কষ্ট আরম্ভ হয়
টাকায় আট সের চাউল কিনা [illegible]

পথেও অনেক শস্য যাইতেছে। সা'র কাম্বেল তথায় উপস্থিত থাকিয়া ফের কার্য্যের ব্যবস্থা ক'র তেছেন। না দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে লোকের ারম্ভ হইতে হইতেই তাহার নিবারণ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের 'রলিফ কার্য্য না থাকিলে অনেক স্থানেই বহু সংখ্য কের মৃত্যু হইত"।

পুরাঞ্চলে এক দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা ৮ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মরের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া গঞ্জা পেরিচ এবং ফিজাবাদের স্থানে ন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। এমি ঐ সকল স্থানে রিলিফ কার্য্যের অনু হইতেছে। ইহাতে সাধারণ ধনাগার ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। শের ন্যায় নেপালেও দুর্ভিক্ষ হওয়াতে হইতে বহু সংখ্য লোক কাজ ও খাদ্য র আশায় ফিজাবাদে আসিতেছে।

বিলাতের হোম নিউস বলেন "মহারা- ম'মের সম্পর্ক থাকাতে লণ্ডনের রিলিফ ণ্ড আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দিন দিন ার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত মঙ্গল সন্ধ্যার মধ্যে ৯০ হাজার টাকা জমা াছে। আর ১ লক্ষ টাকা শীঘ্র পাইবার া আছে। বুধবার ২১০০০ টাকা চাঁদা । তাবৎ টাউন কাউন্সিল ও মেয়রের কট এক এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হই ছে। কেহ কেহ ইংলণ্ডের তাবৎ ধর্ম্ম প্রদায়কে উক্ত কমিটিভুক্ত করিবার জন্য স্তাব ক'রয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদা র অধ্যক্ষগণ বক্তৃতা করিবেন এবং উক্ত ণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'রবেন। ডিস 'লি সাহেব ইংলণ্ডের রাজস্বের উদ্বৃত্ত কা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদি র সাহায্যার্থে দান ক'রবার যে প্রস্তাব রেন, তদ্বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হই ছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভারতবর্ষের জের ভার নিজেই বহন করা উচিত। নেকে কিন্তু ডিসরেলির মতে মত া বলেন, ভা তবর্ষীয়দিগের প্রতি আমা গের কৃত সহৃদয়তা প্রদর্শন যদি কর্ত্তব্য হয়, এই তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইয়াছে সম্প্রতি উহাতে কপূরতলার রাজা ২ হাজার এবং বংশীলাল ও রাম রতন রায় বাহাদুর ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সম্প্রতি রেঙ্গুনে বুলক ব্রাদর্শ কোম্পানির চাউলের কলে আগুন লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ৭ জন হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, পাটনা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকলে শস্য পাঠাইবার জন্য দোয়াবের উত্তর ষ্টেসন সকল হইতে বহুসংখ্য গাড়ি আনাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। কুলি দ্বারাও শস্য লইয়া যাইবার জন্য বহু সংখ্য এক মাস বন্দোবস্ত প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দক্ষিণ আর কট হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে লাড হবার্ট ভীত হইয়া সেখান কার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য বামবরি সাহেবকে তথায় পাঠাইয়াছেন। এক কডেলোরে ২৮৪৮৪৯ লোকের বাস, এখানে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত খাদ্যের অভাব হইবে। অন্যান্য স্থানেও শস্য হানি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। ২২ এ ফেব্রু'রি কো কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] ক্তির আর যাবতীয় সৈন্য [illegible] তাহাতে যাত্রা করিয়াছে। সার গার্ণেট [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞার অপেক্ষায় কেপ [illegible] রহিয়াছেন।

গত কল্য লণ্ডনের রাস্তায় অনেকগুলি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সার অ [illegible] পতিত হইয়া দক্ষিণ বাহু ভাঙ্গিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। মাঞ্চেস্টর হাউস কামন রিলিফ ফণ্ডে ৪৬০০০ টাকা উঠি [illegible]

১৫৯ টী কোম্পানির প্রার্থনামতে ম [illegible] দের মেমর ১৩ ই মার্চ্চ এক সভা আহ্ব করেন।

লিভর, সালফোর্ড [illegible] এবং অন্যান্য নগরে চাদা [illegible]

বার্লিন ১৪ ই মার্চ্চ। বিসমার্ক [illegible] ক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই মার্চ্চ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে কালেক্টর মৌলবী আবদুল রসাল মুন্সীর বি গের রিলিফ কার্য্যের জন্য ক্ষুদ্র প্রকাশ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কা রের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু গোসাই দাস দত্ত কিছুদিনের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মেদিনী ব হইলেন।

বাবু শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য নীপুরে সর্ভের কার্য্যের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী বা রের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের সর্ভের ডেপুটী কালেক্টর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৫৯ অব্দের ৯ আইন ১৮৭২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে বা বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, বি, ওলডহাম সি, এস বি কার্য্যের জন্য চম্পারণে রহিলেন।

এ, ফর্ব্বস, এস, সীতামারির পুণর বিভাগের ভার পাইলেন।

১৩ ই মার্চ্চ। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রে ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী জাইনউদ্দীন ছেন বদলী হইলেন।

পালামৌ উপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নিধি সহকারী কমিসনর এল, আর, ফর্ব্বস অব্দের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে ক্ষমতা পাইলেন।

১৪ ই মার্চ্চ। হাজিপুরের সহকারী মাজি ও কালেক্টর এ, সি, টি টট ১৮৭১ অব্দে আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের পাইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় কিছু জন্য ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

...লেজের (পুরী ...
...ব বাবু ও কোমার ...
...নেশনের জন্য ...
...ট ১৮৭১ ...
...রে কলেজের ...
...ক্তি ল, -ও সভাপতি ও ...
...ঞ্জ, টম্ .এজন্যে ...
পাইলেন।
...নী ও ২৪ ...
...ন অন্ধ ও ...
...ঃশব ঃ ...
...ক্ষের কার্য্য ...
...বি, সিমসন্, বহিন্ ...
...ক্ষ ও ...
...ক্ষীর, ...
...ত্রপুরার অন্তর্গত ...
...ক ...
...সম্পন্ন করিতে হইবে।
...ষ্টন সিলেক্ট-ও জন্য চট্টগ্রাম ...
...ও ত্রিপুরার প্রতি ...
...ক্ষের প্রতিনিধি হইবেন।
...ই মার্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ...
...ছাড়া ...
...ও এস. কম, সাহেবের— ...
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়—...
জজ।
...চন্দ্র কর্ত্তা—মুন্সেফ,
...বচরণ চট্টোপাধ্যায়—...
...ভব লর্ড মেয়লটন—মহম্মদী ...
...ও স্যানেক্স।
...ই মার্চ সার্জ্জন-মেজর এম, বি, সাহেব ...
...ছা মেডিকাল কলেজের ...
...ধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।
...রের মিউনিসপাল কমিশনর ...
...চিত ...লের ...

...ক্তি ...ে অন্তরঙ্গ ...
...মত ...
...ব্যবসায় ...

...ক্ট (বাবু গঙ্গা ...
...ল ...

বিনয় বিনয়ন
রঙ্গমেশীয় মহাসেক্টের
সেক্রেটারী।

আমাদিগের [illegible] সম্বন্ধে দাবা লিখিয়াছেন—

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা [illegible] এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু [illegible] এই [illegible] কোন পার্শ্বে তিনি প্রবেশ করেন নাই, এমন [illegible] কি না তাহার কোন [illegible] অনুসন্ধান করিলাম না। [illegible] করিয়া আমাদের [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] নিযুক্ত করেন) কথাবার্ত্তা করিয়া [illegible] মুখে হাঁ-এ করিলেন। পরিশেষে কি, ইহার কি ভাব কাহাকেও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে না, দেশের কথা কিরূপ। ইহাতে এরূপ [illegible] পারে যে, সাহেব [illegible] ইহার বিচার করিয়াই কার্য্য [illegible] দেশের অভ্যন্তরে কিরূপ [illegible] অন্তরে প্রবেশ না করিলে [illegible] কোন প্রকারেই জানা সম্ভব হইতে, কিন্তু আমাদের বড় সাহেবদের সে রীতি নহে। তাঁহারা নিজের [illegible] বিদেশীয় মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে ভালবাসেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট [illegible] কোন, ফল [illegible] হইয়া থাকে। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যে [illegible]

[illegible] পুরিয়াছিলেন, তিনি [illegible] চাউল [illegible] ও [illegible] নাগিল না। দুই [illegible] ৫৩ ।৷৷০ জন [illegible] এবং সাহেবের [illegible] ঘোনার্থে নিযুক্ত [illegible] থাকিলে, এত [illegible] হস্তে [illegible] প্রতি মাইলে এক আনা [illegible] ভাড়া [illegible] ও [illegible] পাইত।

করিয়া তাড়া দিতেছেন ও ঠিকাদার
কার ৵০ করিয়া কমিসন পাইবে,
ানে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাড়ীর
প্রায় তিন টাকা পড়িল। ইহাতে পর
য়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট আর ১৭০ টাকায়
পায় না এবং অনেকানেক মহাজন যাহারা
ানা করিয়া দ্রব্য তাহারাই বা কি
য়ে গাড়ী পাঠা[illegible]? সুতরাং মহাজনদি-
ামদানী রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে
ভদ্র লোকে [illegible] চাউল
।/৮ সের করিয়া কাঁচি ওজনে
ন বিক্রয় হইতেছে।

ধুনা পোষ্ট আফিসের কার্য্যে
ক বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হইতেছে।
মধ্যে প্রায়ই শুনা যাইতেছে এক
নর পত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছে।
ায় চুরি হইয়াছে কোন কোন
হয় ও একেবারেই পাওয়া গেল না।
দিবস হইল, কারাগোলা হইতে কোন
ক একটী বাঁকী পারসেল উত্তরপশ্চি
লে রামগড়ে পাঠাইয়াছিল, তাহার
কিছু টাকা ছিল ওজন ৫২ তোলা হয়
নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহা পৌঁছিলে ৪০
লা মাত্র ওজন পাওয়া যায়, সুতরাং
াধিকারী ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে নাই,
র সেই পারসেল ডেড্‌লেটার আফিস্‌
য়া এখানে আইসে এবং তাহা খোলাতে
া গেল যে, কতকগুলি মৃৎপিণ্ড মাত্র
হার মধ্যে রহিয়াছে। সম্প্রতি আবার
নতেছি এখান হইতে কোন ব্যক্তি কটকে
ন্ত্রাপাড়া মোকামে একখানি পত্র রেজি-
র করিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহার মধ্যে
টাকার এককেতা নোট ছিল কিন্তু তথায়
পল পত্রখানিই পৌঁছিয়াছে, নোট
হার মধ্যে নাই। এক্ষণে তাহার অনুস
ন হইতেছে, পরে কি হয় বলা যায় না।
হা হউক গবর্ণমেণ্ট মেণ্টের দাবী নন,
পল পত্র খানির দায়ী, তা তাঁহারা
ঁছিয়া দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি,
র্ণমেণ্ট ঐ সকল চুরির বিশেষ তদন্ত
রিয়া দোষী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করেন
এবং প্রেরকদিগের অ [illegible]

টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করেন, নতুবা ক্রমেই পোষ্ট আফিসের উপর লোকের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যাইবে

৯ ই মার্চ্চ
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়। মনুষ্যের যতগুলি দুর্ভাগ্য সকলগুলিই কি বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছে? তন্মধ্যে বীরশিমুল গ্রামে কিছু অধিকতর দেখা যায়। ১০ বৎসর একাদিক্রমে মালেরিয়া আপন প্রভাব অতি ভীষণ রূপে প্রকাশ রাখিয়া এক একটী বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়াছে। গ্রামের যেদিকে গমন করা যায় সেই দিকেই আচ্ছাদনশূন্য ভগ্ন প্রাচীরবিশিষ্ট শূন্য বাটী গুলি কালের নিদারুণ শাসনের পরিচয় প্রদান করিতেছে, দেখিলে অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হয় ও অশ্রুপাত সম্বরণ করা যায় না। অত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে দুই এক জন যে প্রবাসে থাকেন তাঁহাদিগকেই একটু সুস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন যাঁহারা গ্রামে আছেন অনেকেই জ্বর প্লীহায় শরীর জীর্ণ হইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতেছেন। হতভাগাদের স্বাস্থ্যের সহিত অপরাপর জীবনধারণোপযোগী উপাদানগুলিও অন্তর্হিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। গ্রামের সকল পুষ্করিণী শুষ্ক প্রায় হইয়াছে। কেবল একটী পুষ্করিণীতে চারি কিট মাত্র জল আছে, তাহাও বোধে পরিপূর্ণ। গ্রামের অধিক সংখ্যক লোকেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করেন।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে স্রোতবিহীন সুতী খাল সদৃশ একটী সামান্য নদী আছে, তাহাও দামে পূর্ণ, জল অত্যল্পমাত্র, চৈত্র বৈশাখ মাসে অধিকাংশ শুষ্ক হইয়া যায় ও স্থান বিশেষে যে জল থাকে তাহাও অতি আবিল, কোন ক্রমে ব্যবহারযোগ্য নহে। উক্ত নদীদ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের অপকার হইতেছে। এই নদীর বিষয় রাজপুর মহাশয় অজ্ঞাত নহেন। বর্ষাকালে নদের জল হইতে খাল খাত হইয়া উক্ত নদী সকল যোগে বন্দরঘাটীর খালের সহিত সংযুক্ত হইবে এই কথা আমরা প্রায় ৮।৯ বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম এবং বীরশিমুল গ্রামের উপর দিয়া দুই বার জরিপ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য বড় আশা ছিল এই বার আমাদের গ্রামের উপর দিয়া খাল হইবে তাহা হইলেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট পানীয় জলাভে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সে আশাও পূর্ণ হইল না। খালটী বীরশিমুল গ্রামের ৪ ক্রোশ দক্ষিণ কাশীনদীতে সংমিলিত হইল, ইহাতে প্রকৃতি পুঞ্জের প্রভূত মঙ্গল হইবে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমা জেলার মধ্য অনেক স্থানে উক্তবিধ খালের অভাব আছে, প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয় বিশেষ তদন্ত করেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছি, বীরশিমুল গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহার অন্ততঃ একটীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া এই নিঃসহায় ও দরিদ্র অধিবাসিগণের জীবন দান করুন। উক্ত বিষয়ে গ্রামস্থ জমীদার মহাশয়গণের আনুকূল্য প্রত্যাশা অনুমাত্র প্রত্যাশা নাই। ঈশ্বর যাঁহাদে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, মনুষ্য যত [illegible] দুঃখ আমাদের [illegible] তৃষ্ণায় জলপান [illegible] উদর পূর্ণিয়া আ[illegible] হৃৎরাজের বিজ্ঞ[illegible] একরে আমরা [illegible] এক্ষণে প্রজাবৎ[illegible] রক্ষা না করিলে [illegible]

বর্দ্ধমান
[illegible]
১২৮[illegible]
৩০ [illegible]

[illegible]

চলিল, ছেঁটে লোট সা[illegible]
গেল সুসংবাদ [illegible]
হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ

১৭ ভাগ ১৯ সংখ্যা।

প্রযক্ষনা প্রক্রান্সিছিনা পার্থিবঃ সম্বনো স্নিমছতী ন ছীয়নাং।"

গ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রিম সাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ১৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ৩০ এ মার্চ্চ

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার।"

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূলের ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার" নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

"ভারত সার" উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ॥৵০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
২৪, মার্জ্জা ফর্পলেন
কলিকাতা

ক্ষেত্রমোহনসেন
গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল।
অধিপুর ডাকঘর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে "হরিভক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট।ডমাই বারপেজী ফরমার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচনার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা রেজিষ্টারি চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদিত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০
ফেমিলি ট্রীটমেণ্ট বার ডাকমাশুল মূল্য ১॥০
এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক "নোটস অন্ এইনজিনিয়ারি" মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু হষ্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ত
প্রিন্সিপ্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়াগনসিস

...রোগ বিষ্ণুর ...
...দর্পণ ৪,২৯ ...
...রোগের চিকিৎসা ...
...ইনজেক্সন প্রয়োগ ...
...পালন ...
...গলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
...অব মেডিসিন ...
...
...শিক্ষা ২ ।৭
ডাক্তার ফরিমাসীস ক্লক
...চিকিৎসা ৫ ।৶০
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা আলবার্ট
হিন্দুহষ্টেল।

আমারপিতা ঠাকুর ...রাম পাল ...শের শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ ...ন করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ...ছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ...ইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ ...ল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, ক্ষয় কাশ শূল ...রোগের উক্ত অব্যর্থ প্রসিদ্ধ ঔষধ ...ম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনী ...ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা ...য়, তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। ...দিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে। ...মি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ...পূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ...সমাজের সম্পাদক মহাশয় মহাশয়ের ...বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ঐ বাসা কালি-...চরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ...নং বাটী যিনি আমার ঔষধে চিকিৎসা ...হইতে বাসনা করেন তিনি ঐ ঠিকা-...করিলে, আমার দেখা পাইবেন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

...নাটক—মদনমোহন মিত্র প্রণীত, মূল্য ।০, ব্রাহ্ম ...যন্ত্রালয়ে প্রাপ্য। ৫৫ নং আমহর্ষ্টীট—কলিকাতা।

...ছাপাখানা ঠাকুর ...
...
...

ানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বানর্জ্জি ব্রাদার্স ও কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে াইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, ামি বহু যত্নে এবং অর্থব্যয়ে পুরাতন ও তন আম শয় রক্তামাশয় শুষ্ক পেটের ীড়া গ্রহণী ও সূতিকা এবং আমজ শূল স্তম্ভপদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি নিবারণের ক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা দ্বারা ।০ । ১ টী রোগীর বহু দিবসের গ্রহণী ও রক্তামাশয় ১ মাসের মধ্যে নিশ্চয়রূপে আরোগ্য করিয়াছি। উক্ত পীড়াক্রান্ত কোন রোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি বিবেচনায় দান কিম্বা অর্থ লওয়া যাইবে। এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর করিয়া দিতে পারি। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে ৩৷৷০ আনা ডাকমাশুল পাঠাইলে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্যলাভ করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

জিলা নদীয়া গোবরডাঙ্গা ২৯ এ ফাল্গুন ১২৮০ সাল } শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ডাক্তার

১২৭৮ সালের ১৩ ই আষাঢ়ে যে ৬ খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তন্মধ্যে অগ্রে ব্রহ্ম-জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের চৈতন্য কল্প পর্য্যন্ত সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ১ টাকা ও ডাকমাশুল /০ আনা।

মেদিনীপুর লক্ষ্মীবাজার শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেনের বাসায় } শ্রীজয়গোবিন্দ দেব।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

নিজ নবদ্বীপ এতদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল লেপ্ট নণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন যে নবদ্বীপ আর নদীয়া জেলায় অন্তর্গত থাকিয়া বর্দ্ধমান জেলার [illegible] হইবে এই আদেশে নবদ্বীপবাসী আপামর সাধারণ সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। যে নগরের নামে জেলার নাম তাহাকে জেলান্তরিত করিবার চেষ্টা করা। উপহাস জনক। বঙ্গভূমির যদি কোন ইতিবৃত্ত থাকে নবদ্বীপকে লইয়াই সেই ইতিবৃত্ত; বঙ্গভূমির যদি গৌরব কিম্বা শ্লাঘার বিষয় কিছু থাকে নবদ্বীপে সেই সকল ঘটনা হইয়াছে। এই স্থান মহাত্মা চৈতন্যের জন্মভূমি; ইহা ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের তীর্থস্থান; এই খানেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা ছিল, বঙ্গদেশের প্রিয় কবি ভারতচন্দ্র এইখানেই নিজ শক্তির পরিচয় দেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই নগর কৃষ্ণনগর শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান সকলের সহিত আবদ্ধ, আজি ইহাকে স্বসম্পর্কীয়দিগের মধ্য হইতে ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরিত করা বিধেয় নয়। বোধ হয় গঙ্গা পার হইয়া কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমাদির নিমিত্ত যাতায়াত করা অপেক্ষা কাল নাতে গমন করা অধিক সহজ বলিয়া কাম্বেল সাহেব এরূপ আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রজাদিগের চিরক্রমাগত সংস্কারের অনুরোধে এবং ইতিবৃত্ত জনিত সম্বন্ধের অনুরোধে এবিষয়ে হস্ত ক্ষেপ না করাই ভাল।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে কিছুদিন হইল বোম্বাই নগরীয় পারসীদিগের সহিত তত্রত্য মুসলমানদিগের ভয়ানক বিবাদ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা পারসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে; তাহাদের গৃহলুণ্ঠন ধর্ম্মালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, অশেষ প্রকারে তাহাদের যেরূপ ক্ষতি ও অপমান করিয়াছে তাহা স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত উষ্ণ হয় এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। তাঁহারা সকল চুকা গেলে কতকগুলি সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছেন এবং এক এক বার পারসী ও মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় মিলন করিয়া দিবার চেষ্টা; করিতেছেন। সে চেষ্টা বৃথা। চেষ্টা যতদিন না ন্যায় বিচার হইবে এবং অপরাধীদের সমুচিত দণ্ড হইবে ততদিন পারসীদের মনের ক্ষোভ মিটিবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কত এবং ভাব কি প্রকার তাহা তাহারা জানিয়াছে; তাঁহাদের উপর যে অশ্রদ্ধা জন্মিবার তাহা জন্মিয়াছে; এখন তাহারা একবার উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছে। তাহাঁরাও ন্যায় বিচার করেন কি না দেখিবার ইচ্ছা আছে। ইতি মধ্যে বোম্বাইএর পুলিস কমিশনর সাহেব সার জেমসেটজী জিজী ভাইকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে তিনি এবং তাহার বন্ধুগণ স্বয়ং এই বিষয়ের বিচারার্থ এক সভা করেন সেই সভা জেলের মধ্যে বসুক এবং যে সকল লোক দাঙ্গার জন্য কয়েদ আছে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক; কিন্তু একজন পুলিস কর্ম্মচারী তাহাদের সভাতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। সার জেমসেটজী জিজীভাই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের মকদ্দমা আপনারা বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা মহারাণীর নিকট আবেদন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাবুদ্ধি যত

...ছিয়াছে] সার্ব্ব শিক্ষা, উচ্চ...
...রূপ অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষের...
...আনতাম না, আনিও...
...ত এ বিষয়ে সেনেটদিগকে [...করে নূ...
...জনা অনুরোধ করি [যদি ন্যায়...
...ব না, তবে তাহাদিগকে কো...
...ত হইবে না।

...উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা)

...সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ...
...ন নাম প্রায় অজ্ঞাত। যাহাদের ...
...যাহাদের বুদ্ধির গুণে সংস্কৃত ...
...জগতের নিকট বিস্ময় ও প্রশং...
...পদার্থ রহিয়া আছে, সে সমুদায় গ্রন্থ...
...র মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ...
...শে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ...
...ীন কালের গ্রীসদেশে যিয়োনিয়া ...
...দেশ যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের ...
...তে পড়িয়াছিল; সুসভ্য ও সুশি...
...আথেনিয়ানদের ঘৃণার বিষয় ছিল, ...
...ুমিও সেইরূপ চিরকাল পণ্ডি...
...াস ঘৃণার বিষয় ছিল। অধিশূর ...
...যজ্ঞ করেন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ...
...য়ন করিতে হইয়াছিল। এই রূপে ...
...যায় যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা ...
...কাল বুদ্ধি বিদ্যাগুণে বঙ্গবাসিদিগের ...
...কা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইংরাজ রাজত্ব ...
...অবধি সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটি...
...। বাঙ্গালিরা বুদ্ধি বিদ্যা গুণে শ্রেষ্ঠ ...
...ছেন। ভারতবর্ষের যেখানে কোন ...
...ন, হইতেছে সেই খানেই বাঙ্গালিরা ...
...ত হইতেছেন। এই কারণে ...
...রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিদিগের ...
...শূল হইয়াছেন। ✻

...থন প্রশ্ন এই, উত্তর স্থলেই গবর্ণ...
...হাদিগের শিক্ষার উপায় বিধান ...
...উত্তর স্থলেই কালেজ জিলা ...
...ও স্থাপন করিয়াছেন; উভয়

...পূর্ব্বে এই প্রদেশে ...
...শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত, ...পূর্ব্ব ...
...নষ্ট গবর্ণর ইমারসন ...
...হইতে ইংরাজী প্রবিষ্ট ...
...পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ...
...স্থাপিত হয়। তাহার ...১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ...
...বিদ্যালয় এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ...
...পাঠশালে এটী কলেজ ...
...এবং গত বৎসর আগ্রাতে ...
...কলেজ নামে একটী কলেজ স্থাপিত ...
...হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে কয়টী কলেজ ...
...আছে তন্মধ্যে কলিকাতা হিন্দু কলেজ ...
...পেক্ষা প্রাচীন। এই কলেজটী ১৮১৭ ...
...খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। তদ্ভিন্ন আর সকল ...
...গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যে সালে ...
...যে কলেজটী স্থাপিত হয়, তাহার ...
...তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত কালেজ	১৮২৪
মুস্তিকাল কালেজ	১৮৩৫
হুগলী কালেজ	১৮৩৬
ঢাকা কালেজ	১৮৪১
কৃষ্ণনগর কালেজ	১৮৪৩
বহরমপুর কালেজ	১৮৪৩
প্রেসিডেন্সী কালেজ	১৮৫৫

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গদেশে বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন পূর্ব্বে করা হইয়াছে কেবল তাহা নহে, উত্তর পশ্চিমে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের শিক্ষার বিষয়ে যত মনোযোগী হইয়াছেন এদেশে সেরূপ হয় নাই। সেখানে সাধারণের পঠোপযোগী স্কুলের জন্য কুশিক্ষিত একপ্রকার টাক্স লওয়া হয় এবং ...

...ন্ত্রী ...
...ত্রী ...
...ত্রী ...
...

স্পৃহা বলবতী হয়। বাঙ্গালিদি-
ষাত কিছু উন্নতি এই কারণেই;
কিছু উৎসাহ ও তেজস্বিতা এই
ণেই; এবং যাহা কিছু রাজ সমক-
এই কারণেই; এই জন্যই বাঙ্গা-
সাহেবদিগের চক্ষঃশূল হইয়াছেন।
কল ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল
দিগকে উন্নত করিবার জন্য ব্যস্ত
সেই জন্য বঙ্গবাসিদিগের উপর
ক্রোধ হইয়াছেন আমরা তাঁহা
ক বলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষা
ব প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিলে তাঁহা
প্রকৃত উন্নতি হইবে না। অথবা
দেশে যে অগ্ন প্রজ্জ্বলিত করিয়া
বা অনুতাপ করিতেছেন আর
হয় উত্তর পশ্চিম ঞ্চলে সে অগ্নি
লিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের
জনশ্রুতি।

ইরূপ জনশ্রুতি যে আগামী শরৎ
তে লার্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করি
সকল্প করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট
র পদত্যাগ করিয়া চলিলেন
ব জেনেরলও পদত্যাগ করিবেন,
বিপদের সময় এই সংবাদ শুনিয়া
ও ভয়ের সঞ্চার হয়. কাবেল সাহে
পদত্যাগের কারণ শরীরের
াস্থ্য, লার্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের
ণ কি? কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি
টমার্ব্যারিঙের প্রচুর বিভবের
ধকারী হইয়াছেন সেখানে না
কলে যে সকল বিষয় রক্ষা হওয়া
রা কেহ বা বলেন, তাঁহার মনস্তুষ্টি-
পরাভব ও মন্ত্রিপরিবর্ত্তনই এই
কল্পের কারণ। আবার কাহারও মতে
মান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যেরূপে
র্য্য করিতেছেন ইংলণ্ডের অনেকে
হাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন
এবং তাঁহার প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা
ছিল তাহার হ্রাস করিতেছেন
তাহাই তাঁহার মনোভঙ্গের কারণ এই
সমুদায় কারণই অনুমান মাত্র, বাস্তবিক
তিনি এপ্রকার সংকল্প করিয়াছেন কি না
স্থির নাই। এসংবাদ যদি বাস্তবিক হয়
তাহা হইলে ভারতবর্ষ বাসিদের বিশেষ
দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যতজন গবর্ণর
অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া
ছেন তাহার মধ্যে লার্ড কার্নিং ভিন্ন
আর কোন ব্যক্তিই বোধ হয় এরূপ
সকল শ্রেণীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন
হইতে পারেন নাই। বিধাতা তাঁহার
প্রতি বিশেষ অনুকূল, তিনি ভারত
ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই যেন তা
দিগের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র
হইয়াছেন। তিনি এই দুই বৎসর কালের
মধ্যে যতগুলি কথা কহিয়াছেন, কিম্বা
যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন তাহার সকল
গুলিতেই তাঁহার প্রজাবৎসলতা প্রকাশ
পাইয়াছে। এক ইনকম টাক্স বন্ধ করিয়া
তিনি সকল শ্রেণীর প্রশংসা ও আশী
র্ব্বাদপাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত
উপস্থিত দুর্ভিক্ষে তাঁহার আর একটী
বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।
তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত।
দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দেশমধ্যে যেরূপ শঙ্কা
ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এরূপ
সময়ে যাঁহার হস্তে সেই সকল লোকের
জীবন মৃত্যুর ভার তাঁহার পক্ষে ধীরতা
রক্ষা বড় কঠিন; কিন্তু লার্ড নর্থব্রুকের
অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী, তাঁহার প্রত্যেক
কথা ও আদেশ পাঠ করিলে তাঁহার
ধীরতা অথচ সহৃদয়তা দেখিয়া চমৎ-
কৃত হইতে হয়। তিনি লর্ড মর্লিঙটন
কিম্বা লর্ড মেথোর মত প্রজাদিগের
অস্পৃশ্য এবং অগম্য নন, আবার কাম্বেল
সাহেবের মত কঠকারীও নন। তিনি
যে গুণের প্রজাদিগের কথা শ্রবণের
অযোগ্য বিবেচনা করেন না ইন
টাক্স রহিত করা এবং সিমলা গ
নিষেধ করাতেই তাহা প্রকাশিত
য়াছে, তিনি যে ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ এ
কার্য্য করেন না তাহা তাঁহার দৃঢ়
স্বকীয় কার্য্য প্রণালীতে জানা গিয়া
কোথায় আমরা প্রস্তাব করিতেছি
যে তাঁহার নিয়মিত রাজত্ব কাল
হইলেও তাঁহাকে এদেশে থাকিতে
রোধ করা হয়, না, তাঁহার পদত্যাগ
সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না এ
সত্য হইয়াও কাজ নাই।

এস্থানে একটী কথা বলিবার
হইতেছে। টাইমস পত্রিকার ভার
র্য়ার সংবাদদাতার ন্যায় কতক
অবিবেচক ও অবিমৃশ্যকারী লো
দোষে লাভ নর্থব্রুক অকারণ ইংল
লোকের নিকট নিন্দাভাজন হ
ছেন। এদিকে লার্ড নর্থব্রুক বিপদ
রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে
সিমলা গমন রহিত করিয়াছেন, দিন
সহস্র সহস্র মণ চাউল আমদানী
তেছেন, তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত ব
দের অত্যুক্তির দোষে বিলাতের লো
নিকট তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য স
যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে
একজনের অত্যুক্তির দোষে যদি
একজন প্রকৃত শ্রদ্ধার উপযুক্ত ব্যক্তি
অশ্রদ্ধাভাজন হইতে হয় তাহা অ
অবিচার আর কি হইতে পারে?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় সৌহৃদ্দি
বৃদ্ধির উপায় কি?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় রাজ
দিগের নিকট যেরূপ আদৃত হ
এখন আর সেপ্রকার নাই। গত ব
বৎসর অবধি ভারতবর্ষ ইংলণ্ড
দিগের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ
রাতে এবং দিন দিন সেই আকর্ষ

...ছেন। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ...
...য় মহৎ ও সাধারণ সকল শ্রেণীর ...
...কই লোক আগ্রহ প্রকাশ করি...
...ই সেই আকর্ষণের প্রধান ...
...ন ও। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইবামাত্র বড় ...
...ড় লোকেরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ...
...বিবার জন্য যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, ...
...াট বৎসর কি দশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ...
...খিতে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। ...
...লণ্ডহাসির। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ...
...ন মত কেবল বাদানুবাদ করিয়া কাল ...
...ন নাই, কার্য্যতঃও সাহায্য করিবার ...
...নী অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা লণ্ড ...
...ডিনবর্গ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ...
...হা দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া আইরি ...
...র্থে প্রেরণ করিতেছেন, এবং অন্যান্য ...
...পারে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে ...
...ন; কেবল তাহা নহে কখন যাহা ...
...হা চিন্তাকরা যায় নাই এরূপ প্রস্তাবও ...
...স্থিত হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত ...
...াছেন এবারে ইংলণ্ডের রাজস্ব হইতে ...
...কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেটী ...
...ড গতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের ...
...মতবায়িতার ফল। গ্লাডষ্টোন সাহেব ...
...দত্যাগ করিবার সময় প্রস্তাব করেন ...
...যে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োগ করিয়া ...
...ইংলণ্ডের লোকদিগকে ইনকম টাক্সের ...
...ত হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; ...
...মান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব একফলে ...
...ত্ত করিবার সময় সেই উদ্বৃত্ত অর্থ ...
...ণ্ডের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয় ...
...বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; ...
...ণ শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের ...
...ন সেক্রেটারি অফ ষ্টেট অব ষ্টাম্পস ...
...ই সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। ...
...আমরা সে অর্থ পাই আর না পাই ...
...ও সর্ব্ব প্রধান যে এরূপ ...
...ও করিয়াছেন তাহাই আমাদের ...
...সৌভাগ্য।

...গার ... হয়। ...
...সময় ... যদি ...
...দের ...
...সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা হইলে ...
...লোকের সেই অভিযোগ করিবার পথ ...
...থাকিত যাহা ইংলণ্ডের অনুচর পত্রেরা ...
...এই প্রস্তাবে ... স্থাপন করিয়া ...
...ছেন যুক্তরাজ্যের সাহায্যের আশা ...
...সুদূরপরাহত। বিশেষ ... কি না তাহাই ভবিষ্যতের গর্ভে ...
...নিহিত রহিয়াছে; আমাদের কিন্তু ...
...অদ্যই সাহায্য আবশ্যক। এ অর্থ আসিবে ...
...ততঃ কোথা হইতে আসে, এই কারণে ...
...কর্ত্তৃপক্ষেরা কর্জ্জ করা কর্ত্তব্য বলিয়া ...
...নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং আমাদের ...
...বর্ত্তমান সেক্রেটারি লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন ...
...ইংলণ্ডের ১০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার ...
...জন্য ... মহাসভার অনুমতির ...
...প্রার্থনা ... একখানি বিল উপস্থিত ...
...করিয়াছেন।

এই কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের দুটিকথা ...
...কথা বক্তব্য আছে। ঋণ না করিয়া কি ...
...এ কার্য্য সমাধা হইবার উপায় নাই? ...

...ায়ব্যয় ...

১৮৬১	...	...
১৮৬২	...	...
১৮৬৩	...	...
১৮৬৪	...	...
১৮৬৫	...	...
১৮৬৬	...	...
১৮৬৭	...	...
১৮৬৮	...	...

...পাঁচবেন ১৮৬০ সাল অবধি ১৮৭০ ...
...পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের ...
...বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ...
...ই বৃদ্ধি হইয়াছে।

৭১১১৮২৪৯০ ৩১৬৯৭৯০০০
৭১৯৮৯১৩৮০ ৩২১৬৭০০০

উপসংহারকালে আমরা পুনরায়
তেছি ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষীয়দি
প্রীত সংস্থাপন করিতে চাহেন তাহা
ল এ আবাহৎসল্যই তাহার একমাত্র
য়। ইংলণ্ড গুটিকত প্রজার প্রতি
চার করাতে একবার আমেরিকার
বৃত্ত হইয়াছিলেন আবার গুটি
প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতে
ন্টি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বর্ত্তমান
ক্ষের সময় ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের
যের জন্য যাহা কিছু করিবেন
তে ভারতবর্ষীয়দিগকে কৃতজ্ঞতা
শে বদ্ধ করা হইবে।

সাহায্য কৃত স্কুল সমূহের
উভয় সঙ্কট।

১৮৭৩ সালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সাহায্য
ন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি বর্ষে
র্ষে সাহায্য কৃত স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি
তেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থানে গবর্ণ
ন্টের এক একটী মডেল স্কুল দেখিতে
ওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে জেলায়
লায় দেশের অতি অভ্যন্তর প্রদেশেও
নেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। যে
দ্দেশে সাহায্য দান প্রথা প্রচলিত
য়। হয় তাহার কতক সুসিদ্ধ হইয়াছে
লিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের চেষ্টার
ঙ্গ সঙ্গে দেশ বাসিদিগের চেষ্টা এবং
দ্যমেও বিকাশ হইতেছে। যে গ্রামে
ঠে বিদ্যা শিক্ষার নামও জানিত
সেখানেও কেহ না কেহ অগ্রসর
ইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন
রিতেছে এবং গবর্ণমেন্টে সাহায্যে
ালকদিগের পাঠনা কার্য্য সম্পন্ন করি
তেছে, কিন্তু এই সকল সাহায্যকৃত
স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার যাহারা
হণ করেন তাহাদিগকে এক প্রকার
কঠিন অবস্থায় পড়িতে হয়, সেই বিষয়ে
দুই চারিটী কথা বলা আমাদের আজ
কার প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য।

যদিও অপরাপর বিভাগ অপেক্ষা
শিক্ষা বিভাগের লোকদিগের বেতন
অল্প তথাপি কতকগুলি বালককে
অন্ততঃ মধ্যবিধ ইংরাজী শিক্ষা দিতে
হইলে যেরূপ ব্যয় আবশ্যক হয় তখনই
সে পরিমাণে বালকদিগের বেতন
উঠান। বালকদিগের বেতন এবং
গবর্ণমেন্টের দান এ উভয়ের সমষ্টি করি
লেও সকল স্কুলে ব্যয় সংকুলান হয় না;
এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত উভয় পক্ষের অন্য
তরভিন্ন পক্ষান্তর নাই। প্রথমতঃ ছাত্র
দিগের বেতন এবং গবর্ণমেন্টের দানের
দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে
স্কুলের সমুদায় ব্যয় বদ্ধ রাখা—দ্বিতীয়
তঃ চাঁদা দ্বারা আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ
করিয়া স্কুলের আয় বৃদ্ধি করা। এ উভয়
পক্ষেই কষ্ট প্রথম, ছাত্রদের বেতন
ও গবর্ণমেন্টের দান এই মাত্র অবলম্বন
করিয়া থাকিলে কখনই সুশিক্ষা বিধান
করা যায় না; কারণ তত অল্প বেতনে
উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করা সম্ভব নহে।
দ্বিতীয় পক্ষটীও কষ্টকর, কারণ পল্লী
গ্রামে মাসে মাসে চাঁদা দ্বারা অর্থসংগ্রহ
যে কিরূপ দুরূহ তাহা সকলেরই বিদিত
আছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না
বলিয়া দুইটী অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।
প্রথম, শিক্ষকেরা রীতিমত সম্পূর্ণ
বেতন পান না। সুতরাং তাঁহাদের
পরিশ্রমে প্রবৃত্তি জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ
গবর্ণমেন্টের দত্ত অর্থের অনুরোধে চাঁদা
না পাইয়াও প্রাপ্ত বলিয়া লিখিতে হয়
এবং শিক্ষককে সম্পূর্ণ বেতন না দিয়াও
সমুদায় দেওয়া হইয়াছে এই রূপ জানা
ইতে হয়। সকল সাহায্যকৃত স্কুলের
তত্ত্বাবধায়ক ও সম্পাদকদিগকে যে এই
রূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে হয়

আমরা এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু অনে
ককে বটে পড়িয়া ইহার পক্ষান্তর
অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ অধি
কাংশ স্কুলই গবর্ণমেন্ট অবিশ্বা
ও অভক্তির ভাজন হইয়াছে

আমরা দক্ষিণ বাসিত হইতে
একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি সেই
পত্র খানি পাঠ করিয়া আমাদের
হৃদয়ে এই চিন্তাগুলি উদিত হই
য়াছে বারুইপুরের দক্ষিণে বহুড়ু নি
একটী ও জয়নগরে একটী এই দুই
প্রধান সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুল আছে
এই স্কুল দুইটী বহুদিন অবধি রীতিম
কার্য্য করিয়া আসিতেছে বহুড়ুনিবা
বাবু শ্রীনাথ বসু প্রথমটীর সম্পাদ
এবং সেটী তাঁহারই প্রযত্নে শিক্ষ
বহুড়ু স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতি
বার সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক স
এখানকার বালকেরা ১৮ টাকা পর্য
অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ ক
য়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় নানাপ্র
লাংসারিক ও বৈষয়িক অসচ্ছলতা নি
ন্ধন শ্রীনাথ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় ইহা
তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; সেই
স্কুলটীর কিছু দুরবস্থা হইয়াছে। দ্বি
য়তঃ জয়নগর স্কুল; বহুড়ুনিবাসী শ্রী
বাবু হরনাথ ভঞ্জ ইহার সম্পাদ
স্কুলটী মন্দ চলিতেছে না। এখান
ছাত্রেরা বিশেষ সুখ্যাতিভাজন
য়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় এ
শিক্ষকটী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে
করিয়া থাকেন।

অনেক দিন অবধি এই দুইটী
সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য অ
এই দুইটী স্থান এক ক্রোশের
শুনিতে পাওয়া যায় কোন স্কুলেই
সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্য কোন
ই শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন
অতি অল্প বেতনে করা, সাধারণ



জিপুরের কাছারিতে মোক্তারি ?
তাহার আয় কত ?
কাছারিতে সর্ব্বশুদ্ধ হাজিপুরের
সাহেবের এবং মহাজনটী বাবুর
রতে ১০ টাকা করিয়া ২০ টাকা
পায়।
য করে কে ?
মি বাটী বা কর্ম্ম চষ কর।
বার ফসল কেমন ?
মাদের যে ৮।১০ বিঘা জমি আছে
ত কিছুই জন্ম নাই। যাহাদের চাকরী
তাহাদের একরূপ চলিতেছে, যাহা
কাজ নাই তাহারা আধপেটা খাই
। যে পূর্ব্বে এক সের খরচ এবার সে
সের খাইতেছে।
তুমি বলিতেছ কিছুই জন্ম নাই এই
খিলার অন্যান্য তরকারি ফলিয়াছে ?
বিশসা মাত্রই অর্দ্ধেক হইয়াছে।
হইলে শসা দ্বিগুণ পুরিয়া উঠিত।
ত হয় নাই, চিনাধান কিছু হইয়াছে
গোধুম অর্দ্ধেক হইয়াছে। তাঁই মাসের
যথেষ্ট না হইলে কৃষকদিগের প্রাণ
হইবে।
কথোপকথনে বুঝিলাম এদিকে এখনও
ক হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণ
এই ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার
যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি
পারে বলিব। চক্ষে দেখিলাম ছেঁট
বন্ধ করিয়া ১৬ লক্ষ টাকা গঙ্গা পার
হইল। উহার ১৩ লক্ষ মোজাফর পুরে
রে আর ৩ লক্ষ হাজিপুরে থাকিবে।
পুল ৬০০ লক্ষ টাকা মজিস্টারিতে
ছে। চক্ষে দেখিলাম অগণ্য গরুর গাড়ী
ী বন্ধ হইয়া বেতিয়া যাইতেছে। মনে
লাম বেতিয়াতে এত শসা কি হইবে ?
র এই পর্য্যন্ত।

বিবিধসংবাদ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণকে
ী শুভ সংবাদ দিতেছি, বাবু রমেশচন্দ্র

মত ৺ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শিবর বলেন, দ্বারকানা
মিত্র রমেশ বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন
মৃত বিচারপতি একদা এক ব্যক্তির সহিত
কথোপকথন কালে এই বলিয়া আক্ষেপ করি
য়াছিলেন যে, উকীল শ্রেণীর মধ্যে প্রায় কেহ
অবসর সময়ে পুস্তকাদি পাঠ করেন না
কেবল অর্থোপার্জ্জন করেন মাত্র। নিজ
নিজ শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে যত্ন করেন না,
কিন্তু রমেশ বাবু সেরূপ করিতেন না। তিনি
পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা
পড়িতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রমেশ
বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব সদর
কোর্টের পেশকার বাবু রামচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ
পুত্র। রমেশ বাবু অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃ
হীন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা
এই মৃত বিচারপতি দ্বারকা নাথ মিত্র যেমন
অপক্ষপাতিতা ও ধীরতা সহকারে বিচারকার্য্য
করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, রমেশ বাবুও
সেইরূপ হাইকোর্টের আসনের গৌরব
রক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

গত ৬ ই চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণ প্রায়
৫॥ টার সময় জয়নগর থানার ও মথুরাপুর
থানার অধীন, নাপেশকাটী, রাণাঘাটা,
বড়াশী, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে ঝড় ও
ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ঝড়ে
সামান্য সামান্য ঘর পড়িয়া গিয়াছে, এ
রূপ শিলাবৃষ্টি হয়, যে তাহা অদ্ভুত। শিল
গুলা কত গোল অণ্ডের মত, অনুমান ওজনে
প্রায় এক পোয়া ৷ এবং ততো অধিক
পড়িয়াছিল, যে, এক এক স্থানে রাশীকৃত
হইয়াছিল। শিল পড়িয়া অনেক মানুষ,
গরু, ছাগল, অকম হইয়াছে, কিন্তু মারা
যায় নাই। সন্ধ্যা কালে হইল কোদালিয়াতে
যেরূপ হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সেই রূপ,
বিশেষ এই, উহাতে ঝড় অধিক হইয়াছিল,
ইহাতে ঝড় অল্প, শিলা বৃষ্টি সেই রূপ।

এচ, জি ওয়াটসন সাহেব আমাদি
গের নূতন ষ্টেট সেক্রেটারি মার্কুইস অব
সালিসবরির প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়া
ছেন।

কোচ নবাব ৭। এই সঙ্কল্প করিয়াছেন,
ভ্রূ শিগের প্রত্যেকের এক
বর্ষে করিয়া ঐ টাকা, বঙ্গ
ভাতক কলেজ। যাহা প্রদান
ক

১২ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি এডুকে
শন গেজেটে লিখিয়াছেন, "গত মহরমের
দিনে একটী ঘোরতর গম্ভীর গর্জ্জন হইয়া
ছিল। প্রথমতঃ গুড় গুড় শব্দ করিয়া গুড়ুম
গুড়ুম শব্দ হইয়া উঠিল। পর দিন প্রাতঃ
কালে উঠিয়া যে ২ খানি প্রস্তর গোয়াল
পুকুরে হইয়াছে। আমি ঐ প্র
প্রত্যেক খণ্ড আনয়ন করিলাম, এবং দেখি
লাম, তাহার উপরিভাগ উত্তম বাদাম
বা কৃষ্ণবর্ণ, তন্মধ্যস্থানটী প্রস্তরের ন্যায়
আস্বাদন করিলাম, বোধ হইল যেন গন্ধকের
গন্ধ। গোয়ালপুকুরের লোকে বলে, যখন
উহা পতিত হইয়াছিল উহাতে যে
ছিল তাহাতে পতিত হইলে আর রক্ষা
পাইত হয় নাই। একণে যাহা কৃষ্ণবর্ণ
হইয়াছে লোকে অনুমান করে, উহার এক
খণ্ড ২॥০ মণ ৩ মণ হইবে।" ঐরূপ ভয়ানক
সহকৃত শব্দ জন্মিবার উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল
পারিসে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া
গিয়াছে এক ব্যক্তি কুকুর ও বিড়ালের
মাংস বড় ভাল বাসিত, সে একদিন এ
বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করে। মাংস আহার
করিলে পর তাহার বমন ও অত্যন্ত শারিরীক
কষ্ট আরম্ভ হয়। তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার
আনা হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিলেন
বটে কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা
করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাক্তার
তাহার মৃত্যুর এই কারণ স্থির করিলেন, ঐ
ব্যক্তি যে বিড়ালের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল
সেই বিড়ালটী একটী ইঁদুর খাইয়াছিল,
ইঁদুরটী আবার ইতিপূর্ব্বে কোন সাঙ্ঘাতিক
দ্রব্য খাইয়াছিল তাহাতেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু
হইয়াছে। আমাদের বোধ হইতেছে বিষ

১৫ই চৈত্র শুক্রবার।

আগামী সপ্তাহে কিআবাদের ঝি রাজমহলী খেয়া হইতে উঠাইয়া [illegible] জন্য সাতে সাত শত এক পাইসা মুল্যের টিকিট করা হইয়াছে। ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটীর ৯৩৭৫ টাকা আদায় হইবে।

জেয়াগাজী খাঁর ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কেল্লান্ পর্ব্বতে ফরলার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত রবিবার ডাক্তার লিবিংষ্টোন মৃতদেহ এডেনে উপনীত হইয়াছে। ডীন ষ্টানলিউহা ওয়েষ্টমিনষ্টার এবিতে কবরিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। ম্লাড ষ্টোন লিবিংষ্টোনের পরিবারবর্গের জন্য ২ হাজার টাকা পেন্সন দিয়াছেন।

আমেত নগরের একজন কাজীর সাত্র মৃত্যু হইয়াছে। এবাজত ১৪৩ ব[illegible] হইয়াছে।

একটী ছাত্রা চুরি করিতে [illegible] মুসলমানের ছয় মাস মেয়াদ হইয়াছে।

[illegible] ১২৮

[illegible] আগামী [illegible] [illegible] [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

এ ফেব্রুয়ারি। বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালে
ট সিবেষ্টর ১৮৭০ অব্দের ১০ আই
সারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাই

ই মার্চ্চ। ডবলিউ এচ, হেণ্ডারসন
প্রথম শ্রেণীর আষ্টন্ট মাজিষ্ট্রেট ও
ক লেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৮ মার্চ্চ। এস, জে কিন ব ১৮৭১ অব্দের
ইনের ৩ ধারা মুসারে চম্পারণে কালে
ক্ষমতা পাইলেন।

কলিন সাহেব কলিকাতার কষ্টমের
কালেক্টর হইয়াছেন।

এ মার্চ্চ টি, টি এলেন কিছুদিনের জন্য
রগণার প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ
অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

বু কালীপদ মুখোপাধ্যায় নিয়তর শাসন
র ষষ্ঠ শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন এবং বর্দ্ধ
বিভাগের কমিশনরের পার্সনাল আসি
হইবেন কিন্তু ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি
দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে
।

র, এ বোডলিন, এচ, বি, বীমস এবং বাবু
শখর বন্দ্যোপাধ্যায় গয়া বিভাগে রিলিফ
র জন্য ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০
ন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৩ এ মার্চ্চ। নদীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর
রেন্দ্র কুমার সেন কিছুদিনের জন্য উক্ত
গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট
প্রতিনিধি হইবেন।

র জে. বি, টি ডালটন প্রথম শ্রেণীর
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি
হইবেন।

ড়াইল বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী
স্টেট ও কালেক্টর জে কেলিহার গয়ায়
হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
কৃষ্ণ সরকার নড়াইল উপবিভাগের ভার
লেন।

বু তারিণীচরণ সান্যাল বুটিয়ার অতিরিক্ত
জিষ্ট্রার হইয়াছেন।

জলেশ্বরের প্রতিনিধি সব রেজষ্ট্রার বাবু
শন্ত্রনাথ প্রধান উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই মার্চ্চ। রেবরেণ্ড ডাক্তার জে ফিলিপস বারাসতের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সীরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল জব্বর ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২২২ ধারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন

বেণ্ড সবাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট সি, এ, উইলকিন্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। দাবজিলিঙের তহসিলদার বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২০ এ মার্চ্চ। বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য নদীয়ার প্রতিনিধি সুবডিনেট জজ হইবেন

বাবু রাধাচরণ রায় কিছুদিনের জন্য বরিশালের প্রথম সদর মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক নড়াইলের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

রাঁচির প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর বাবু তারিণীচরণ অধিকারী তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

সাঁওতাল পরগণার আসিষ্টান্ট সেটেলমেণ্ট অফিসর মৌলবী হোসেন আলী দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, এফ, ম্যাথিউস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

সমুএল রাইট পূর্ণিয়ার সুবডিনেট জজ হইলেন

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ্চ। অদ্য পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট খুলিয়াছে।

রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে বিদেশীয় রাজগণের সহিত বন্ধুতার আছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদ্বর্ষের ডিউকের বিবাহ দুটী প্রধান সাম্রাজ্যের বন্ধুতার প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াছে।

রাজ্ঞী বলিয়াছেন আশান্ট যুদ্ধের সংক্রান্ত যে সংক্ষেপ হইয়াছে তাহাতে ঐ ফলাফল পরিশোধ করের ব্যয়াদির অবস্থা ও সাম্রাজ্যের হইবে। এবং এই যুদ্ধে সৈন্যগণ যেরূপ কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, রাজ্ঞী তাহা দিগকে বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রাজ্ঞী এইরূপ বলিয়াছেন "আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম গতবর্ষে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ভারত সাম্রাজ্যের বহুসংখ্যক প্রদেশ সমূহের স্থানে স্থানে প্রবলাদি এত ছড়িয়া পড়িয়াছে, যে তাহাকে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমি গবর্ণর জেনরলকে আজ্ঞা দিয়াছি এই বিপদ নিবারণার্থ যত টাকার প্রয়োজন তিনি যেন তাহা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন।"

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য মার্কুইস অব সালিসবরি যাহাতে ইংলণ্ডে টাকা তুলিতে পারেন তজ্জন্য মিষ্টর লাউ জর্জ্জ হামিলটন এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে মার্কুইস অব সালিসবরি দুর্ভিক্ষের জন্য ১০ কোটি টাকা কর্জ্জের উল্লেখ করেন, ইহা মধ্যে ৩ কোটি আপাততঃ আবশ্যক

লণ্ডন ২১ এ মার্চ্চ। মার্কুইস অব সালিসবরি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কাগজপত্র উপস্থিত করিবার সময় লাউনবক্রুকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি এসময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারত বাঙ্গালা দেশ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

কমন্স সভাতে লাউ জর্জ্জ হামিলটন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আপাততঃ ৩ কোটি টাকার অধিক কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না, কিন্তু ইনিও বলিয়াছেন যে সকল প্রকার বাজে খরচের জন্য প্রস্তুত থাকাও পরামর্শসিদ্ধ।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। রাজ্ঞী গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যের ঋণের পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কমন্স বাটীতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কল্পের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। লাউ জর্জ্জ হামিলটন বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন গবর্ণমেণ্ট ৩০ লক্ষ লোককে আহার দিতে হইবে অনেক জর্জ্জ কাম্বেল অনুমান করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে ৬২৯৫০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। এখানকার

...ন ২৫ সে মার্চ। ... ...
...কোম্পানি ও লক্ষ টাকা ...
...কলিকাতা ও তাহার ...
...করা হইয়াছে।

...র ভিক্ষা বিষয়ক সংবাদ।

...পঞ্জাব এবং দিল্লী রেলওয়ের ...
...শত খানি মাল গাড়ি গবর্ণমেণ্টের ...
...বোঝাই করিয়া রাজিরবাদে রহি...
...। পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কোম্পানি ...
...ল আনিয়া ফেলিতেছেন না বলিয়া ...
...উক্ত রেলওয়ের মালগাড়ি চলিবার ...
...বড় অসুবিধা হইতেছে।

...শনিবার সার রিচার্ড টেম্পল্ আলা... ...উপলক্ষে হন। সোমবার তাঁহার ...স যাত্রা করিবার কথা আছে। পশ্চিম ...গরুর গাড়ি এবং গরুর খাদ্য যোগা... ...কিরূপ বন্দোবস্ত করা সুবিধা ...র সার উইলিয়ম মিউর এবং ইডেন্স ...দের সহিত কথোপকথন করিবার ...তিনি আলাহাবাদে গিয়াছিলেন। ...র্ণাক সাহেবকে এই সকল ঘটনা ...র কর্ত্তা করা হইয়াছে। তিনি ...খানি গরুরগাড়ির ভার এক একজন ...পীয় আফিসরের হস্তে প্রদান করি... ...। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতক ...সিপাহি উহার সঙ্গে থাকিবে।

"... দেশের দুর্ভিক্ষ, কিরূপে উহার ...ণ হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে ...তে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, আর না হয় ...য়ই বা উপায় কি?" এই নামে সার ...কিয়ার একখানি পুস্তক প্রকাশ ...হেন।

...ত্রাজে "...দেশের দুর্ভিক্ষ জন্য এক ...ট কোম্পানি অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বোম্বাই এবিষয়ে পরাস্ত হইল।

...বাঙ্গালোর প্রত্যাগমন করিলেন, মহিসুরের ...ভাবক মার্শেলম সাহেব তত্রত্য ...নয় করিয়াছেন, যথা— ...ছু ...ক্ষ অনেক কিছু দান করা হইয়াছে

...ক্ষা খুব হইয়াছে।

...কোম্পানি বিহারে সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্টের ...এবং বণিকদিগের ৩২২০৩ টন চাউল ...লইয়া গিয়াছেন।

...ক্ষেত্র অবস্থা ইতিমধ্যে বড় ভাল হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যাহা কিছু দান করিতেছেন, রাজসাহী বিভাগের অবস্থা ভাল। কাপ্তেন সাহেব বাকীপুরে আসিয়া সার রিচার্ড টেম্পলের সহিত কথোপকথন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পলও পাটনা ও ভাগলপুর হইয়া শনিবার রাত্রিতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কতিপয় সাহেব ...পূর্ব্ব ত্রিহুতে গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, এইরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "অনেক দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক ...কাম করিয়া পাইতেছে, তাহার ...

...ক্ষা খুব হইয়াছে।

...ক্ষা খুব হইয়াছে।

...ৎসাল স্থাপন করা কতদূর যুক্তি ...ত কর্তৃপক্ষ একবার বিবেচনা করিয়া ...ন।

২। এখনও নীলকর হাঙ্গামা একবারে ...টয়া যায় নাই। বহু দিন হইতে বাচরা ...মর জমিদারের সঙ্গে একজন নীলকর ...হবের বিবাদ চলিতেছে। শুনিলাম, ...াদটী সংপ্রতি একটু বিশেষ গুরুতর ...া দাঁড়াইয়াছে। এই বারে বা এক ...র পতন হইয়া যায়। শুনিয়াছি এবারে ...াল টী পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বচনা ...খানি বনয়ারী আবাদ হইতে ৫ ক্রোশ অবস্থিত।

৩ কাটোয়া হইতে বোলপুর পর্য্যন্ত ...ী রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ...প একটী রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ...ঽ কালে আমরা অনেকবার চীৎকার ...রা ছিলাম।

৪। বীরভূম দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার ...মপুরের জমিদার রামরঞ্জন বাবু ১১০০০ ...র হাজার টাকা দান করিয়া বিলক্ষণ ...হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাম ...ন বাবুর দিকে আমাদের বরাবর দৃষ্টি ...ছে। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। ...নি বীরভূমের ভূরি উপকার করিবেন ...য়া আমাদের আশা আছে।

৫। রাইপুরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া অজয় ...) প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বাঁধ (পুল ...ত ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ...মে বন্যা প্রবেশ করিয়া কত যে ক্ষতি ...য়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। ...বাঁধটী এই দুর্ব্বৎসরে সংস্কৃত হওয়া ...ন্ত আবশ্যক। শুনিলাম সে দিন বীর ...ম মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান জন্য গিয়াছি ...ন। অনুসন্ধানের ফল কি হইল এখনও ...না যায় নাই।

৬। কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু এ দুঃসময়ে ...নেক কাজ করিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি ...পন জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২১ টী ...রিণী খনন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ...। এখন ৫।৭ টীর কার্য্য আরম্ভ হই ...য়াছে। তাহাতে অনেকগুলি দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার জমিদারীর এক স্থান দিয়া ময়ূরাক্ষী নদী বহিয়া যাইতেছে বাঁধের জীর্ণ অবস্থা নিবন্ধন বৎসর বৎসর প্রজারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, এই হেতু তিনি সেই বাঁধটীর সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও অনেকগুলি শ্রমজীবি লোকের আহার সংস্থান হইয়াছে আরো শুনিলাম, তিনি ৩। ৪ হাজার টাকার ধান্য মজুত রাখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলে আপন বাসগ্রামে একটী অন্নছত্র খুলিবেন।

২২ এ মার্চ্চ
১৮৭৪

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সকলেই যে ধনের সৎ ব্যয় করিতে জানেন এরূপ নয়। ধনি ব্যক্তি দিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজসিক ও তামসিক কার্য্যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সাত্ত্বিক কার্য্যে অর্থব্যয় করেন এরূপ লোক অতি অল্পমাত্রই নয়ন পথের পথিক হন। আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীপ্রসাদ মৈত্রেয় মহাশয়ের ধার্ম্মিকতা বদান্যতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার যশো বর্ণনা না করিয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। ইহাঁর পরোপকারিতা গুণে মালঞ্চ নিবাসী প্রায় সকল ব্যক্তিই অন্নসংস্থান করিয়াছেন, ঐ মহাত্মা স্বগ্রামে বিশ্বধাত্রী অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক অনাথ নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিতেছেন। একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনাবেতনে অনেক অনাথ বালককে বিদ্যা দান করিতেছেন। দ্রষ্টব্য, ঔষধালয় স্থাপনপূর্ব্বক পল্লীস্থ যাবতীয় দরিদ্রদিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনেকের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতেছেন। একটী রমণীয় দ্রষ্টব্য উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তদুৎপন্ন ফলমূলাদি পথশ্রান্ত পথিকদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। একটী সামান্য ক্রিয়া উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বহুমূল্য প্রদান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা আহিরিটোলায় ইহাঁর একটী অন্নছত্র আছে। তথায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক উপায়হীন ব্যক্তি অন্নভোজন করিতেছেন। রাজসিক বা তামসিক কার্য্যে ইনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না। ফলতঃ ইঁহার তুল্য ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক কার্য্যে ব্যয়শীল পুরুষ এ প্রদেশে অতি অল্পমাত্র আছেন। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই তিনি ইঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে ইঁহাদ্বারা এ সমাজের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে।

১২৮০ সাল, ১২ ই চৈত্র } শ্রীঃ

মহাশয়! সম্প্রতি আমি ভ্রমণোপলক্ষে মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মেদিনীপুর বঙ্গদেশের একটী প্রধান নগর, এই স্থানের বিষয় অবগত হইতে পারিলে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

এই নগরটী কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর তীরে সংস্থাপিত, এই নদীর জল অতি নির্ম্মল সুস্বাদু এবং পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে সাতিশয় অনুকূল। ইহাতে হিংস্রপ্রাণী কিছুমাত্র নাই বলিলেও হয়, সুতরাং লোকে নির্ভীকচিত্তে স্নানাদি করিতে পারে। এ সময়ে কংসাবতীর ভীষণ তরঙ্গ অথবা প্রবল স্রোত নাই, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাগমে অতি প্রবলা হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে বাণ আসিয়া অধিবাসীদিগের সমূহ ক্ষতি করে। জলও অপেক্ষাকৃত মলিন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ভাগীরথীর সলিল অপেক্ষা কংসাবতীর জল প্রায় ৫০ ফিট উর্দ্ধে স্থাপিত। এই স্থানটী প্রস্তরময়, সেই জন্য এখানে প্রশস্ত সরোবরাদি নাই, সামান্য সামান্য পুষ্করিণী এবং অনেকগুলি কূপ দৃষ্ট হইল, তাহার অধিকাংশের জল পানের অনুপযুক্ত। এখানকার

[illegible]বিবাসিদিগের [illegible]
[illegible]শিক্ষিত ও [illegible]
[illegible]নম্ন শ্রেণীর লোকের [illegible]
[illegible]াজ দেখা [illegible]
[illegible]ীলোকের [illegible]
[illegible]হাদের [illegible]
[illegible]খিলাম, স্ত্রীলোকেরা [illegible]
[illegible]াবহার করে। বিদেশীয় অনেক ভদ্রলোক
[illegible]মা প্রকার বিষয় কার্য্যোপলক্ষে [illegible]
[illegible]স করিতেছেন। তাঁহারাই [illegible]
[illegible]। স্থানীয় অধিবাসিদিগের [illegible]
[illegible]াদি সকল বিষয়ে [illegible]
[illegible]ষ্টাভিজ্ঞ। এখানকার স্থানীয় [illegible]
[illegible]মোবৃত্তি অনেকাংশে উড়িষ্যাবাসিদিগের
[illegible]দৃশ দেখিতে হয়। এখানকার অধিবাসীদিগের
[illegible]বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাদৃশ [illegible]
[illegible]তাহা হইলে এদেশীয়েরা এতদিন এব
[illegible]ভূত দুরবস্থায় কালযাপন করিত না।
[illegible]খানে সুশিক্ষা লাভের কিছুমাত্র সুবিধা
[illegible]াই, এখানে একটী "হাইস্কুল" বাঙ্গালা
[illegible]স্কুল এবং টেুনিং স্কুল ও সাধারণ পুস্তকা
[illegible]য় আছে। এই সমুদ্রের প্রান্তভাগে গোপ
[illegible]গর নামে একটি অতি মনোহর পাহাড়
[illegible]াছে। সেই স্থানটী বৃক্ষবল্লী সমাকীর্ণ অতি
[illegible]নোহর স্থান, প্রভাত ও প্রদোষ সময়ে
[illegible] স্থানটী কি মনোহর সৌন্দর্য্য ধারণ করে,
[illegible]বাদ বয় পাস্থ দেবী জনগণের কোলাহল
[illegible]হ্য করিতে না পারিয়া এখানে নির্জ্জনে
[illegible]বস্থান করিতেছেন। গোপনিবাস বিমি
[illegible]ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরণা দ্বারা অতি পরিষ্কৃত
[illegible]রি মৃদুমন্দ স্রোত সংযোগে কংসাবতীতে
[illegible]পতিত হইতেছে। এই স্থানটী এতদ্বয়
[illegible]সুতরাং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের
[illegible]পেক্ষা শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য অধিক।
[illegible]খানে ইউ . . অপেক্ষা মেটে ঘরের
[illegible]সংখ্যা অধিক। মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীরগুলি
[illegible]সের তরু [illegible]ঘেরা বিতল গৃহগুলি
[illegible]অতি সুপরিষ্কৃত।

যখন আমি প্রথম বৌকা হইতে মেদি-
[illegible]পুরে উঠিলাম, তখন রাত্রি দুই প্রহর,
[illegible]। কি করি এই বিদেশে আত্মীয়
[illegible]। সে কি কাই, ভোপাল বাই

[illegible]
[illegible]সন্ধানে করিয়া [illegible]
[illegible]পরিচিতদিগের [illegible]
[illegible]স্থানের [illegible]
[illegible]বাসার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

সম্প্রতি বহুবাজারের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় নামে একটী নাট্যমন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবারে এই নাট্যালয়ে মনোমোহন বসু প্রণীত সতীনাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা একদিন উক্ত অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সতী নাটক একটী সামান্য পৌরাণিক উপাখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ শিব নিন্দা ও সতীর প্রাণত্যাগ এই আখ্যায়িকার প্রধান ঘটনা। মনোমোহন বাবুও এই ঘটনার উপর স্বীয় নাটক খানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। কোন কোন অন্তর সন্নিবেশ করিয়া নাটকের চমৎকারত্ব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। নাটকে বর্ণিত চরিত্র সমূহের মধ্যে শান্তি-নামক চরিত্র মনোমোহন বাবুর রচনা কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহা হউক, অভিনেতৃগণ বিশিষ্ট নৈপুণ্য সহকারে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। দক্ষের সগর্ব্ব ঔদ্ধত্য, শান্তিরামের বাক্‌চাতুরী, পতিনিন্দায় সতীর সকরুণ বিলাপ, সতীর বিয়োগে প্রভুতীর খেদোক্তি প্রভৃতি নিতান্ত হৃদয়হারী হইয়াছিল। অভিনয় শৈব এবং বৈষ্ণবও উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলে অভিনেতৃগণ যে কোন বিষয়ে এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতাদিগকেও পরাস্ত ও লজ্জিত হইতে হয়।

কৈলাসপর্ব্বতের বিল্বকুঞ্জের দৃশ্যটী অত্যন্ত মনোহর হইয়াছিল। বিল্বকুঞ্জে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের উপবেশন, অদূরে ত্রিশূল হস্তে নন্দীর অবস্থান এরূপ চমৎকার হইয়াছিল যে দর্শকগণ অভিনয় বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত কৈলাসপর্ব্বতস্থ বিল্বকুঞ্জাসীন মহাদেবকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মহাদেব ও নন্দীর তদানীন্তন মূর্ত্তি ও নিশ্চল ভাব দেখিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছিল।

নাটক লিখিত গানগুলিও মধুর স্বরে গীত হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাত্রিশেষে নন্দীর গানটী এরূপ প্রীতিবিনোদন হইয়াছিল যে সকলে কিয়ৎকাল অনন্যমনে নিশ্চলাবস্থায় ছিলেন।

উপসংহার সময়ে আমরা নাট্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারই উদ্যোগে ও যত্নে একটী বিশুদ্ধ আমোদালয়ের উপায় হইল দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রস্তাবিত নাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ন্যাশনাল থিয়েটর প্রভৃতির ন্যায় অভিনয়কে ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ করেন নাই। তাঁহারা নিজে টাকা ব্যয় করিয়া এইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সুব্যবস্থা নিবন্ধন দর্শকগণের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। প্রত্যুত সকলে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। আমরা অধ্যক্ষগণের এইরূপ নিঃস্বার্থভাব ও উদার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি।

হিন্দুহষ্টেল
১২৮০ } শ্রীঃ—

লুপ্ত সংবৎসর নহে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় লুপ্ত সংবৎসরের যে মীমাংসা করিয়াছেন আমি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, কেবল মুহূর্ত্তচিন্তামণিকে উপেক্ষা করা বই আর কিছুই অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন একাকী তিনি এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তখন ইহা মীমাংসা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা হউক আমি সংক্ষেপে ইহার উত্তর লিখিতেছি পণ্ডিতবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

প্রথমতঃ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কেবল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা কঠিন, আবার ৯৩১৯ পৃষ্ঠায় কেবল ঐ রঘুনন্দনের বচনে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা এক সামান্য কৌতুকাবহ ব্যাপার নহে।

যিনি [illegible] সংহিতায় লুপ্ত সংবৎসর বিষয়ক কোন প্রমাণ না থাকাতে প্রাগুক্ত পণ্ডিত মহাশয় ভ্রম পরিপূর্ণ ও মতাক্ষরা কারকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এমত অনেক মুনিদিগের বচন আছে যাহা এখনকার সংহিতাতে রক্ষিত হয় নাই যথা (বিধবা বা ভর্ত্তারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে তস্যান্ত সুকৃতং নশ্যেৎ জায়হত্যা দিনে দিনে) এই বচনটী স্মৃত্যর্থসারে কাত্যায়ন বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু অধুনাতন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কাত্যায়ন সংহিতাতে এ বচন নাই, তবে কি স্মার্ত্ত মিথ্যাবাদী হইবেন? আর নব্য গ্রন্থ চরিতকার বিদ্যাসেও এই শ্লোক লিখিত আছে, সেখানেও গ্রন্থকর্ত্তা ভগবান কাত্যায়নের নাম দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতায়ও অনেক বচন আছে যাহার অনুসন্ধান কুল্লুকভট্টও টীকা করিবার সময় করিতে পারেন নাই। সংহিতাতে বচন নাই বলিয়া দেশমান্য মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তদ্টীকাকারকে অবজ্ঞা করা তাঁহার মত পরিণামদর্শী পণ্ডিতের কার্য্য হয় নাই।

তৃতীয়তঃ ১৭৯৪ শকে বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে মাস ৬ দিন ১৫ ভোগ করিয়া কর্কটে বক্রী হন, ১৭৯৫ শকে পুনর্ব্বার মাঘ ৫ দিন ১৯ সিংহে ভোগ করণানন্তর কন্যাতে সঞ্চারী হইয়াছেন, সর্ব্বসমষ্টি মাস ১২ দিন ৪ গুরু সিংহে ভোগ করিলেন, তবে অপূর্ণ বর্ষ কি প্রকারে প্রতীয়মান হইল? পক্ষান্তরে যাঁহাদের মতে ১ এক বৎসরের ২।৪ দিন ন্যূন হইয়াছে তাঁহারাও অসম্পূর্ণ বিবাহে লুপ্ত সংবৎসর বলিতে পারেন না, কারণ মলমাস তত্ত্বে স্পষ্টই লিখিত আছে যে গুরু সার্দ্ধ দশমাস অতীত করিয়া অভিচারী হইলে দুষণাবহ হয় না যথা (পক্ষোদশাহানি তথা ত্রিপক্ষী মাসত্রিভাগ. খলুঘট্‌চ মাসাঃ। এষোঽভিচারঃ কথিতো প্রধানাং ভৌমাদিকানাং পরতস্তু চারঃ॥ যখন এই বচনে ও মুহূর্ত্তচিন্তামণির (মাসান দশৈকাদশ বা প্রভুজ্য রাশেঃপরা রাশিমুপৈতিজীবঃ ভুক্তেকন

...ই এখন ঐক্য হইতেছে তখন মুক্ত ...চিন্তামণি ও শ্যামদাস তন্ত্র উভয়কে ...ত্তন ক রিয়া লুপ্তসংবৎসর করা কেমন ...ল এটী হইয়াছে সকলে বিবেচনা ক'র ...ন।

... চতুষ্টয় ধর্ম বলেন ১৭৯৯ শকে সিংহে ...য অত্যাচার হইয়াছিল তাহাতে ওরু সর্বস্ব ...ভোগ করেন নাই উহা কর্কটের ভোগ মধ্যে ...গণ্য করিতে হইবেক, একথা আধুনিক ...কল্পনা উপন্যাস হইবেক সন্দেহ নাই ...ত্রিশ পত্রিকা লিখিবার যেরূপ আবহমান ...লিয়া আসিতেছে তাহাতে একরাশি মুক ...র ভোগ করিতে হইলে " পুষ্য " শব্দ ধার ...ার হইয়া থাকে। অর্থাৎ সিংহে যখন মহা ...ক্কার হইয়াছিল তখন পুষ্য সিংহে ঐই ...ণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় ...র" সিংহে যখন পুর্বকার ভোগকে ...সংহের প্রথম ভোগ স্বীকার না করায় ...ত্বচারিতের পরাকাষ্ঠা প্রতিপন্ন হই ...তেছে এতাবন্মাত্র। ইতি পূর্বে এই পণ্ডিত ...হাশয়ের স্বাক্ষরিত এক ব্যবস্থা মুদ্রিত ...হইয়াছিল তাহাতে যে সমস্ত প্রমাণ দিয়া ...লুপ্ত সংবৎসর রহিত করিয়াছিলেন, এবং ...র সেইরূপ অবস্থাতে লুপ্ত সংবৎসর কি ...লন, সেই ব্যবস্থা নয়ন গোচর হইলেই ...রণ হইবে।

উপসংহারে লেখক মহাশয় আবার ...কালে অবশ্যকীয় কর্ম্মা সম্প্রদান করিতে ...বিধি দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ "কচ্ছং খনু ...দ হইতেছে না, কারণ বিবাহ বিষয়ে ...াধারণ হইলেও কাল শুদ্ধির অপেক্ষা ...করে, যথা—মদনপারিজাতে যোগিণীতন্ত্রে বৃহদ্ধর্ম ...সত্যবৈদর্ভি ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্ট ...লিখিত আছে দেখিলেই অনুভব হইবেক।

এই লিপিতে শ্রীযুক্ত মধুরানাথ তর্কবা ...ন শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কপঞ্চানন ও ...শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি ...মহাশয়েরা অনুমোদন করিলেই ।

ইতি সন ১২৬৪ সাল ৩রা চৈত্র

শ্রীচিন্তামণি বাপুলিয়া

...সন ১৮৭৪ সাল ২৯ এ মার্চ

...ভাগীরথী ১১৫

...সর্বকবডি মল

...

...

...

সোমপ্রকাশ

১৮৩৯
৪১শ ভাগ।

২০ সংখ্যা।

" প্রবক্ষ্যামি প্রজানিহিতায় পার্থিবঃ নরস্বনো অতিমন্থনী ন ছীয়তাং। "

গ্রাম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রাম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৮০। ২৫ এ চৈত্র। ইং ১৮৭৪। ৬ ই এপ্রেল

মফস্বলে মাসুল সমেত বা
বার্ষিক ১০) দশ টাকা
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

ভারত সার।

বঙ্গ ভাষায় মহাভারতের যে দুই এক খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও কাশীর ন্যায় অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুমূল্য। কাশী দাসের মহাভারত মূলের অনুগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া " ভারত সার " নামে মহাভারতের একখানি সার গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনরুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস গ্রন্থ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটী সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্‌ডেক্স দেওয়া যাইবে।

" ভারত সার " উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ।০ আনা মাত্র। অনুমান ৮ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গুপ্ত যন্ত্রালয়
৪, মীর্জ্জা কর্ণলেন
কলিকাতা

ক্ষেত্রমোহনসেন

গুপ্ত বিদ্যারত্ন

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কাশী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওয়ালি

শিবচন্দ্র মণ্ডল।
আচিপুর ডাকঘর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে " হরিভক্তি কল্পদ্রুম " নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ।০ আনা ডাক মাসুল সমেত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটুর্য্যে ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট ডিমাই বাবপেজী ফর্ম্মার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল
বাওয়ালী নিবাসী।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের উপযোগী " রচনাসার " নামে এক

খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ নানার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডর অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্য।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত মাধবনিদান মূল্য ১ ডাকমাশুল /০ কেমিকল ট্রীটমেণ্ট মার ডাকমাশুল মূল্য ১ এসপেষাল ক্লাশের ছাত্রদিগের বিশে আবশ্যক " নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং " মূ ১৷৷০ ডাক মাশুল /০। আমার নিক পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যা
হিন্দু হষ্টেল কলিকা

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষায় ডাক্তারি পুস্ত গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্
এণ্ড ফিজিক্যাল ডায়গ্নোসি

মূল্য—ডাকমাশুল

রোগ বিচার	৸৹	।৹
চিকিৎসা দর্পণ ঔষধালয়িক	৬	৹
ধাত্রী শিক্ষা	১	।৵
বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা	।৹	৵
ইনাইম প্রয়োগ	৵১৹	৵
শরীর পালন	।৵৹	৵

ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত

প্রাক্‌টীস অব মেডিসিন	১৮	৷৵৹
এনাটমি	৪৷৹	৵
মাতৃশিক্ষা	২	৷৵

ডাক্তার হরিমোহন রায় কৃত

বালচিকিৎসা	৪	।৵৹

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার
হিন্দুহটেল।

আমার পিতা ঠাকুর ভিতারাম পাল বহুদিবস শ্বাস কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অর্থাৎ শ্বাস কাশ, হুপ্‌কাশ ফুল ও মেহরোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি দেশীয় পুর ও তুপনার কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র আমার নিকট আছে। আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা মৃগাপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি ইক্ত ষ্ট্রিকানায় পত্র করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

পেন্সনাথ পাল।

—:০:—

[illegible]—মহেন্দ্রমোহন মিত্র প্রণীত,
[illegible] বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে ছাপা।
[illegible] আমহর্ষ্টষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[illegible]
পাঠ্যার মহাশয় কৃত—
১। বালচিকিৎসা। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠনঠনের ক্যানিং লাইব্রেরিতে কিম্বা বৌবাজার ব্রাঞ্চ এণ্ড কোম্পানির দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সাল } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

(প্রতিনিধি কার্য্যালয়)

১৪ নং মির্জ্জাফর্সলেন।

এই কার্য্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম্ম আছে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিলে যে রূপ লাভ হয় উহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্ম্মচারিগণের পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে। উহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম্ম সমান রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। যথা দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা, স্থানান্তরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করা কোন কিছু তৈয়ার কি মেরামত করান, টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় জনের ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, মামলা মোকদ্দমার ভাব গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া, কি সৎপরামর্শের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনকরা অর্থাৎ যাহাতে কেহ পরস্পর বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, ৵০ এক আনার টিকিট পাঠাইলে উহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি দ্রব্যাদির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার দ্রব্যাদির বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, তালিকা তার অনেক আড়তদার প্রভৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার এরূপ কোন সুনিয়ম নাই, সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচ ডাক মাশুল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ্য।

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত শব্দ শাস্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এবং সমালোচন প্রভৃতি লঘু ও গুরু বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে।

"আর্য্যদর্শনের" কলেবর আপাততঃ রয়াল ৮ পেজি ছয় ফরমা (অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা) হইবে। অগ্রিম মূল্য—বাৎসরিক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০, মাসিক ।৵০। মফঃসলের গ্রাহকদিগকে বৎসরে ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ আনা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ "আর্য্যদর্শনে" নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবুধ বি, এল্,

" " বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্,

" ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,

" " " কানাইলাল দে রায় বাহাদুর

" রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

" শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।

" " " গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

" " " সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল (ইডেন্ট

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র; এম, এ, বি, এল (ইডেন্ট)

" " " বেণীমাধব দে এম এ।

" " " আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল।

" " " প্রাণনাথ পণ্ডিত এম, এ।

" " " উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল।

" " " কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

" " " রাধারমণ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ বি, এ।

" " " ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ কণ্ঠাভরণ।

" " " গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; বি, এল।

" " " বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল।

" " " উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ।

" " " ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

" " " নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম এ; বি, এল।

" " " অমৃতকুমার শাস্ত্রী বি, এল

" " " মুসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম, এ; বি, এল।

" " " হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

" " " উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

" " " ক্ষীরোদনাথ সিংহ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

" " " দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা নং ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা। নূতন ভারতযন্ত্র ১২৮০ সাল ৮ ই চৈত্র

সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ কলিকাতা কাথি স্কুল রিসনকাকেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক

সোমপ্রকাশ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা।

ইংলণ্ডীয় এবেশ

...স সকল ভদ্রলোক রাজনীতিজ্ঞ...
...রিয়া থাকেন তাঁহারা একটী
...দান এই যে, তাঁহারা বেশীরদিগকে
...শিক্ষা দিবার সময় ধর্ম্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।
...ংলণ্ড ও অপরাপর প্রায় সমুদায় ইউরোপীয় দেশে বালক, বালিকাদিগের
...শিক্ষার ভার অল্পাধিক ধর্ম্ম যাজকদিগের হস্তে অর্পিত। অর্থাৎ তাহাদিগের
...শিক্ষার সমগ্র ভার এত দিন ধর্ম্ম যাজকদিগের হস্তেই ছিল, এবং সেই অসঙ্গত
...পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করাতেই আপাততঃ খ্রিষ্টিয়ান বিপক্ষদিগের সহিত বেশীয়
...র্ম্ম যাজকদিগের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রজাদিগের
...ধ্যে দুই তিন প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নিজের ধর্ম্ম
...সম্প্রদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন না, কিম্বা অপর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইচ্ছা
...থাকিলেও শিক্ষা দিতে পারেন না। এই
...জন্য রাজনীতি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত
...বং উনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুরূপ
...ন্তু কাহারও কাহারও মতে এই প্রণালী
...নুসারে কার্য্য হওয়াতে দেশের অকল্যাণ বৃদ্ধি হইয়াছে ও দেশীয় যুবকদিগের ধর্ম্মনীতি বিকৃত হইতেছে। কিছুদিন যাবৎ এই প্রশ্ন লইয়া সংবাদ পত্রদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এসম্বন্ধে লেখকেরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম, মিশনরিগণ; তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিক্ষা ভিন্ন ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় উন্নত ধর্ম্ম শাস্ত্র আর নাই সুতরাং এদেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মনীতির উন্নতির নিমিত্ত তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় ব্রাহ্মগণ, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে কোন পরিমাণে ধর্ম্ম ভাব থাকা উচিত। তৃতীয় উদারনীতিক হিন্দুরা বলেন যে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া [illegible] বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ধর্ম্ম অপরিহার্য্য। জ্ঞান ও সভ্যতার সহবাসের সহকারে লোকের রীতিনীতি ও রুচির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় যুবকেরা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র ও হিন্দুর আচার পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং হিন্দু সামাজিক শাসন আর তাহাদিগকে নিয়মিত সীমার মধ্যে রাখিতে পারিতেছে না। এই কারণেই যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি হইতেছে। ভাইস চান্সেলর যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ, তাহাতে আমাদের দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করি আপাতি হার্য্য বলিয়া কি তাহার কোন উপায় বিধান করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কোন উপায় থাকে সে কি? কাহাদিগের ধর্ম্মনীতি উন্নত করিবার চেষ্টা করা বিদ্যালয়ের কার্য্য নহে, আমরা এমত কখনই স্বীকার করিতে পারি না। [illegible] উপায় শিক্ষা [illegible] ছাড়িয়া দিতেছেন সে কথা [illegible] মিথ্যাবাদী হইব। বর্ত্তমান শিক্ষা [illegible] যুবাদিগের মধ্যে অনেকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা) আমরা অসঙ্কোচে স্বীকার করি এবং তাঁহাদিগকে যতটুকু শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে [illegible] অনেকগুলি বালক প্রতি বৎসর প্রসব করিয়া থাকেন তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি কোন উপায় নাই যদ্দ্বারা এই [illegible] নিবারিত হইতে পারে? [illegible] শাস্ত্রের শিক্ষার কথা হইতেই পারে না। কিন্তু অন্য কোন প্রকার উপযুক্ত অবলম্বন করা সম্ভব কি না বিচার্য্য। আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় [illegible] পাঠে যে কোন উপকার হয় তাহা [illegible] বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যের চরিত্র আর কি [illegible] উপদেশ লইয়া মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হয়। পুস্তক [illegible] যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহাতে কি চরিত্র [illegible] কিছু সাহায্য করে না? [illegible] পাঠে, [illegible] আমা [illegible]

কদিগের চরিত্রও বালকদিগের
র প্রতিফলিত হইয়া থাকে।
কদিগের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে
দিগের ধর্ম্মনীতি প্রায় উৎকৃষ্ট
থাকে। এস্থলে আমাদের কিছু
বোধ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট
া সামান্য কর্ম্ম দিবার সময় কর্ম্ম
দিগের চরিত্রের সার্টিফিকেট লইয়া
ন শিক্ষকের অপেক্ষা আর কোন
র অধিক চিন্তার বিষয়, লেপ্টনণ্ট
া আইবন্‌কে তাড়াইয়া গবর্ণমেণ্ট
ও জানাইয়াছেন। আমরা সমুদায়
র কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এবিষয়ে সতর্ক
র জন্য অনুরোধ করি। যাঁহাদের
ত্র কলঙ্ক আছে কিম্বা যাঁহাদের
ষ্ট ছাত্রদের অপকারের সম্ভাবনা
দিগকে কখনই নিযুক্ত করা
ত নয়।

আমাদের শ্রীরামপুরের সহযোগী
ম্বব্যকারিতা দোষে দেশ শুদ্ধ
কর অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন।
র অত্যুক্তিপূর্ণ টেলিগ্রামে ইংল
লোকের মনে অনর্থক আর এক
র ভাব জন্মিতেছে বিবেচনা করিয়া
সমান প্রভৃতি তাহার দোষ ঢাকা
র গোচর করিবার চেষ্টা করিতে-
। সকলেই তাহাকে উপহাস বিদ্রূপ
ষ্ট আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল
টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার প্রতি সদয়;
ণ তাঁহার ন্যায় কায়েল সাহেবের
ও মোসাহেব কেহ নাই। আমরা
কবার কায়েল সাহেবের প্রশংসা
রা সাধারণের অপ্রীতিভাজন হই
আমরাও সেরূপ গোঁড়া নই।
ত প্রতিপালন মনুষ্যের কার্য্য,
ল সাহেব সে পক্ষে হীন হইবেন
? তিনিও ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথকে
তাঁর সেক্রিসডেণ্টির কাউন্সিলের
মেম্বর করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতে
পাওয়া যায় গবর্ণর জেনরল তাহাতে
অসম্মত হইয়াছেন। স্মিথ সাহেব
ইতি মধ্যে তাঁহার নিয়োগের কথা
বিলাতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং
এক্ষণে ভগ্নমনোরথ হইয়া লোকের
নিকট মুখ দেখান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।
এই ঘটনাতে কেহ কেহ ডাক্তার স্মিথকে
উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু
আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হই
য়াছি এবং স্মিথ সাহেবের অবস্থা
কতক কতক অনুভব করিতে পারি
তেছি। তাঁহাকে যিনি যাহাই বলুন তিনি
যে একজন দক্ষ ও উপযুক্ত লোক
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এবারে
বিবেচনার কিছু ত্রুটী হইয়াছে; সেজন্য
বোধ হয় তাঁহার মত কেহ অনুতাপ
করিতেছে না।

কায়েল সাহেব যাইবার সময় এক
কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে
প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন বাটীর
ভিত্তিস্থাপন করা হয়। এই অল্পকাল
মধ্যে কায়েল সাহেবের উৎসাহে ও যত্নে
সেই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া
গিয়াছে। গত মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং
সভাস্থ হইয়া গৃহপ্রবেশ কার্য্য সুসম্পন্ন
করিয়াছেন। কায়েল সাহেবের এই শেষ
কথা এবং শেষ কার্য্য। আর কয়েকদিন
গত হইতে না হইতে তিনি সাগরের
জলে ভাসিবেন। যাইবার সময় কায়েল
সাহেব যে নিজের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত ও
কার্য্য প্রণালীর সপক্ষে কিছু বলিবেন
তাহা পূর্ব্বেই আশা করা গিয়াছিল।
তিনি উচ্চশিক্ষার বিরোধী বলিয়া
লোকের যে সংস্কার আছে তিনি তাহা
ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উল্লেখ করিলেন
এবং প্রেসিডেন্সি কালেজের নূতন
বাটীকে তাহার প্রমাণস্থলে
দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড
প্রতিগমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলি
লেন যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া
যাইতে তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছা নয়, কিন্তু
নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে যাইতে হই
তেছে। লর্ড নর্থব্রুকও দুই চারিটী কথায়
লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উৎসাহ অধ্যবসায়ও
কার্য্য দক্ষতার প্রশংসা করিলেন। কায়েল
সাহেব বাস্তবিক এই কার্য্যটী করিয়া
একটী মহদুপকার সাধন করিয়া গেলেন।
প্রেসিডেন্সি কলেজের ন্যায় একটী সুবি
খ্যাত বিদ্যালয়ের একটী গৃহ না থাকা
এক প্রকার কলঙ্ক। কায়েল সাহেব সেই
কলঙ্ক দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদের
পাত্র হইলেন। তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয়
মত ও তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী
সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য অনেক
বার তাহা বলা হইয়াছে। তিনি
দেশের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার আবশ্যকতা
সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাতে কাহারও
আপত্তি নাই। কিন্তু এক দিকে ক্ষতি
করিয়া অপর দিকে সে অর্থ ব্যয় বিষয়ে
সকলের আপত্তি এবং অদ্যাবধি নিম্ন
শ্রেণীদিগের শিক্ষার যে যে উপায় অব
লম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ফললাভের
অতি অল্পই আশা আছে। সে অংশে
যাহা ব্যয় করা হইবে তাহা আমাদের
অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। শিক্ষা
সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদের কার্য্য ভার সম্বন্ধে
তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে
গোলযোগ ভিন্ন আর কোন বিশেষ
লাভ বোধ হয় না। তদ্দ্বারা কতকগুলি
লোককে কর্ম্মবিহীন করা হইয়াছে এবং
কতকগুলি অব্যবসায়ী লোকের কার্য্য
ভার অনর্থক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

নূতন শাসনকর্ত্তার
৫৮০ টাকা সংগ্রহ
পুরোহিত পীড়িত
যে চাঁদা

করিতে পারে। যাহাদের ভাগ্যে ঘটে না তাহাদের সে আশাও থাকে তাহাদিগকে ফ্রাণ্ট আর্টস পরীক্ষা পাঠ সাঙ্গ করিতে হইবে। ক কি প্রকারান্তরে মধ্যবিত্ত ণীর লোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা হইতে ত করা বলে না?

দ্বিতীয়তঃ ওকালতি। দিন দিন লের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ক অপাত্রও এই দলে প্রবিষ্ট হই ছেন। এই অনিষ্টের নিবারণ করি জন্য হাইকোর্ট যে পরীক্ষা প্রভৃতির ম করিয়াছেন তাহার প্রতি পদে আবশ্যক। পরী দিবার অভি প্রকাশ করিবার সময় ব্যয়, পরীক্ষা ার সময় ব্যয়; পরীক্ষা দিয়া উকীল ীভুক্ত হইবার সময় ব্যয়; আবার ন উকীল কিম্বা আটর্ণির নিকট কর্ম্ম খিবার সময় অন্য কোন কার্য্য করিতে বেধ। এত ব্যয় স্বীকার করিয়া কার্য্য ত করা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের য্য, কখনই নয়। আদালতের কর্ত্তৃপক্ষেরা কৃত গুণী ও বিদ্বান লোক চান কিন্তু াতে সে শ্রেণীর লোক পশ্চাতে পড়িয়া াকিবেন এবং অকর্ম্মণ্য ধনী সন্তানে ই প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন ন অপেক্ষা বিদ্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ওয়া উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা "উমেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র প্রেরকগণ লিখিয়াছেন বাকইপুরের বাবু রাজচন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দরিদ্রদিগকে যে চাউল বিতরণ করিতেছেন, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় অনুসন্ধানার্থ বাকইপুরের পুলিষের প্রতি আদেশ দেন। সব ইনস্পেক্টর স্বয়ং গিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া এক রূপ রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। ৩রা মার্চ উক্ত বাবুর দোকান হইতে গয়া দেখেন ৯৮ জন দরিদ্র তথায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু উহাদের প্রত্যেককে এক সের করিয়া চাউল প্রদান করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু ১লা জানুয়ারি হইতে এই রূপ দান করিতেছেন। সব ইনস্পেক্টর চাউলের গুদামে গিয়া দেখিয়াছেন ৭।৮ মণ চাউল মজুত আছে। ৩রা মার্চের পর ২০এ মার্চের মধ্যে প্রায় ১৮০০ শত দরিদ্রকে প্রতিদিন এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এখনও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই। পুলিষ তদন্ত করিয়া গেলেন, এখন বিচারে কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক আমরা রাজেন্দ্র বাবুর বদান্যতা বিষয়ে যেরূপ শুনিতে পাই এবং সেই বদান্যতা সূচক পত্রাদি যেরূপ উপর্য্যুপরি ও রাশি রাশি আমাদিগের হস্তগত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে একটী সম্মান সূচক উপাধি দান, না হয়, আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা দ্বারা কেবল তাঁহাকে উৎসাহ দান নহে, আমাদিগকেও উপকৃত করা হইবে।

২২ এ মার্চ্চ বস্তি এবং গোরক্ষপুরে ৩ হাজারেরও অধিক লোক রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্নছত্র সকল লোকে পরিপূর্ণ ছিল। শোণের দক্ষিণে লোকের কষ্টের উপক্রম হইয়াছে।

বিক্টর ডি লেসেপ্‌স্ ও তাঁহার সহচর ইুয়ার্ট লাহোরে আসিয়া প্রস্তাবিত মধ্য আসিয়ার রেলওয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেট-সেক্রেটারির নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক বরাহনগর হইতে দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহ চারি বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, ও একজন, বিখ্যাত ইংরাজ বারিষ্টরের ভাগিনীর সহিত ইণ্ডিয়ান মেডিকল সর্ব্বিসের একজন অফিসারের বিবাহ হইবার কথা হইতেছে।

কেবল মাত্র ফৈজাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট হইতে যথায় অযোধ্যার কমিশনর রিলিফ কার্য্যের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেন, ১০০ ১০৪ মণ শস্য সম্প্রতি দুই সপ্তাহের মধ্যে রপ্তানী হইয়াছে। এমন অবস্থায় তথায় দুর্ভিক্ষ না হইবে কেন? ২৮এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে অযোধ্যায় ১০-৬৩৩ মণ শস্য আমদানী কিন্তু ১৮৩০২৩ মণ রপ্তানী হয়।

২০ এ চৈত্র বুধবার।

মান্দ্রাজে দুটী বালক ভূত সাজিয়া এক কৃষককে ভয় দেখায়। কৃষক ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ অন্য কোন উপায় না পাইয়া হস্ত স্থিত দাত্র দ্বারা একজনকে আঘাত করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রঙ্গপুরে লোকে আহারের জন্য গৃহ সামগ্রী সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুনা গেল বর্দ্ধমান অঞ্চলে সম্প্রতি কেহ কেহ উদরান্নের জন্য পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পিনাঙ এডেন পুনা নাগপুর এবং পাল মকোটাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

২১ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আগামী ১৩ ই এপ্রেল ভারতবর্ষ হইতে বোম্বাইর ষ্টীমারে স্বদেশে যাত্রা করিবেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম মিউরও উক্ত ষ্টীমারে যাইবেন।

বেঙ্গল ন্যাশনল ফণ্ডের কলিকাতাস্থ কমিটী এ পর্য্যন্ত সমুদায়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে ৩১০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ৫ পীড়িত

যে চ

...যৌতুক দেয়া হয় সাড়ে ৭ হাজার টাকার মধ্যে ...
...মেট ৭-১০৪০ টাকা দিয়াছেন।
...বন্ধুবান্ধবের দুঃসংবাদ পাইয়া তাহারা ...
...অথবা টেলিগ্রাম সংবাদ পাঠাইয়া ...
...করিয়াছেন।
...ব্যাঙ্কার দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফাণ্ডে ...
...টাকা নিম্নলিখিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ...
...ক'র সকলের জন্য দিয়াছেন। জিহক ৪০ ...
...স্যার ৪০ সাহাবগঞ্জ ২০ ...
...গোয়ালপুর ২০ ...
...২০, দিনাজপুর ৯০ ...
...১০ হাজার টাকা দিবে।

সংবাদ পাইয়া দুঃখ হইল যে ৪০ বছর লোহার ...
...ছাড়িয়া একটী বাঙ্গিচারিণী বিধবা তাহার ...
...পাঁচম বর্ষীয় একটী পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। পুত্রটী তাহার মাতার ব্যভিচারের কথা বাটীর অন্যান্য লোকদিগকে বলিয়া দিয়াছিল এই তাহার অপরাধ। পাপিয়সী স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিয়া সেই হত্যাপরাধ আপনার জ্যেষ্ঠার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরিশেষে সমুদায় দোষ ঢাকায় করিয়াছে। অগতে বোধ হয় এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা ব্যভিচারিণী স্ত্রী দ্বারা সম্পাদিত না হইতে পারে।

...বলেন, ছগলীর কালে...
...জনৈক কর্ম্মচারীর সহিত পিলু ...
...সাহেবের দেখা এই বলিয়া প্রস্তাব করে যে এই দুর্ভিক্ষের সময় তাহার ন্যায় স্বল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদি বিনা সুদে তাহাদিগকে কিছু টাকা কর্জ্জদেন তাহা হইলে উপকার হইবে। পিলু সাহেব শুনিয়া একটু অন্যমনস্ক হইলেন তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। আমরা মনে করিলাম উহাকে বেয়াদপি দিয়া ছাড়িতাম না।

...এই ঘটনা ...

...মহাদেবপুর ...
...ষ্টেশনে নিম্নে ...
...দেবপুরের অনতি ...
...স্ত্রীলোক একটী ...
...ছেলে ...

মধ্যে ২...

...কাণ্ডে কাহারে কখনও ...
...হয়। এই হত্যা যে বড়ই ...
...নহে, ইহার লোমহর্ষণ ...
...আরম্ভ হইলেই ...
...ঘটনা ...
...দোষী করি ...
...আদালত ...
...করিতে ...
...সাহেব ...
...আসামী ...

কড়াখোরের নিকট ...
...একটী ...
...বাটী ...
...একজন যোগী সন্ন্যাসী বলে, সে অমুক ...
...হইতে ...
...ঔষধের ...
...লিখিয়া ...
...আইসে। সন্ন্যাসী ...
...সাক্ষাতে ...
...ভিতর হইতে ...
...লোকেরা ...
...দিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ...
...কাহাকেও দেখে না, কাহারও ...
...না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া অন্যত্রের ...
...দেখিয়া ...
...যাচাইতে গিয়া নিজেই হত হইয়াছিলেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা বহরমপুরের পুলিশ মাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে যে বিষয়ের একটি মকদ্দমার বিচার করেন, তাহা আমরা একটি সেসন কিসার নামক ...সাহেবের নামে নালিশ করে। বাদিনী বলে যে ...বাবু তাহাকে একটি ঘোরাত্ত কলিয়া মারে ও উহার আঘাতে তাহার তিনটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে সে ঘোরাত কেলিয়া মারিয়াছিল বটে, কিন্তু বাদিনীর দাঁত ভাঙ্গিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। সে বলে যে বাদিনী তাহার ...কাণি তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। সে বলিল যে বাদিনী তাহার রক্ষিতা স্ত্রী, ...মাস পর্য্যন্ত তাহার সহিত সে সহবাস করে

...কাণিকাড়ার ...
...প্রথমে ...
...দেখিয়া ...
...ভাব দেখিয়া ...
...ব্যক্তি ...
...করিয়াছিল ...
...করিয়াছিল ...
...আসিয়া ...
...কঠিন ...
...ধর্ম্মাবতার ...
...এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ...
...করিয়াছে এই জন্য উহাকে কাপু...
...বলিয়া ...

...তার দারুণ বিপদের ...
...নিকট ...
...হইয়া ...
...একজন হিন্দুর ...
...বলিয়া ...
...সে তাহাকে ...
...করিতে চাহে না। প্রতিবাদী বলে ...
...হিন্দুধর্ম্ম ছাড়ে নাই এবং ঐ ...
...বিবাহ করে নাই। মুসলমানী ...
...বাদী দিয়া করিতেছে। প্রায় ...
...পড়িয়া হিন্দু ...
...ত্যাগ করে এবং তাহাকে শিক্ষা ...
...তাহার স্বামী অপেক্ষা প্রায় দুই ...
...এবং এখন প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছে ...
...এই জন্য সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। ...
...বিচার করিতেছেন ...
...একজন হিন্দু মুসলমান ...
...হইতে পারে না, সুতরাং বাদিনী ...
...হইবার আইনতঃ হক্ হয় নাই, কাজেই ...
...তাহাকে ...
...করিতে ...
...মুসলমানী অবস্থায় ...
...তাহার ...
...দিয়া ...
...হইলেন, ...
...দিতে দিতে আদালত পরিত্যাগ করিয়া ...

গামী ৭ই এপ্রেল লার্ড ও লেডি হবার্ট যাত্রা করিবেন। লার্ড মর্লব্রুক সিমলা ক্ষ করাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম া শাসনকর্ত্তাও এই দৃষ্টান্তের অনুস রিবেন। কিন্তু আমাদের সে অনুমান ইল।

ন্দ্রাজ মেকল বলেন, সমুদ্রতীর এবং ারি নগর হইতে ফরাসী রাজ্যের পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য কাম্পানি হইয়াছে।

ত বুধবার জষ্টিসদিগের এক সভা হইল। ধর্ম্মতলা বাজারটী ক্রয় করাই াংশের মত হইয়াছে।

ত শুক্রবার সার উইলিয়ম মিউর হাবাদে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের পারি ষক বিতরণ করিয়াছেন।

সুবিতে একটী নূতন বিধ মকর্দ্দমা উপ হইয়াছে। এক স্ত্রীপুরুষে পৃথক হয়, ক দিন তাহার স্বামীর বাটীতে গমন তে স্বামী অনধিকার প্রবেশ বলিয়া বিরুদ্ধে সমন বাহির করিয়াছে!

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন, চারিটী সহিত একজন ছাত্র প্রায় কোন শিক্ষ ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু কাপ্তেন মটের াৎ ঘটিয়াছে। ইনি ভাউনগরের অপ্রাপ্ত ক ঠাকুরের শিক্ষক হইয়াছেন। ঠাকুর প্ত বয়স্ক হইলে কি করিবেন বলা না।

বোম্বাইর হাইকোর্টের বিচারপতি মেল লর অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত বিচার ত জনাভাই হরিদাস তাহার কার্য্য করি

দ ভির্ক্ষ বিষয়ক সংবাদ

সংবাদদাতা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে খিয়াছেন 'মাঞ্চেষ্টরের মেয়র এই দুর্ভিক্ষ া চাঁদা সংগ্রহার্থ একটী সভা আহ্বান, ন, সভা স্থলে অতি অল্প লোক উপ ত হইয়াছিলেন। বালি ও মাঞ্চেষ্টরের ণ্ড এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে বঙ্গদেশের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণার্থ কেবল গবর্ণমেণ্টেরই অগ্রসর হওয়া উচিত, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত হয় না। তাহা শুনিয়া অনেকে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়রকে যথোচিত পর আর এক সভা আহ্বান করিয়া তাহা রোধ করেন। বাবু বিপণ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যখন উপরিউক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, লাঙ্কেসয়ার কটন ফামিন ফণ্ডে বিদেশ হইতে যে ১৮ লক্ষ টাকা প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ১০ দশ লক্ষেরও অধিক টাকা ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিল, তখন তাঁহারা বোধ হয় সেটী বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লোকের কষ্ট সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সকল সত্য প্রকাশ করিতেছেন না অনেকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে। ইণ্ডিয়া আফিস যে সকল সংবাদ দেন, তদপেক্ষা ডেলিনিউসের বিশেষ কমিশনর যে সকল টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতেছেন তাহাতে লোকের অবস্থা আরো মন্দ বলিয়া প্রকাশ হয়। কিন্তু উক্ত কমিশনরের প্রেরিত টেলিগ্রাম সকল যে অত্যুক্তি দোষে দূষিত লার্ড স্যালিসবরি সেটী সহসা ধারণকে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের নওদাস্থ (গয়া) সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথায় তিনটী অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ১ এক লক্ষ লোককে আহার দেওয়া হয়। ইহাদিগকে দিবসের মধ্যে একবার ডাল ভাত দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত দুর্ব্বল ও শীর্ণ যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দুটী রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে। লোকে দলে দলে তথায় কার্য্য করিতে যাইতেছে। দিন দিন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক জমীদার রিলিফ ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন। এই জনরব হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট লোকের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ শস্য সংগ্রহের ভাণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। যে সকল বস্তা লইয়া যাওয়া হইতেছে, উহাতে বাস্তবিক শস্য নাই, কেবল গোলা গুলিতে পূর্ণ।

ঢাকার কমিশন রিলিফ সভার যে কার্য্য বিবরণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, কয়েক দিবসের মধ্যে ২৯০২৪ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে খাজে আবদুল গণি ও তাঁহার পুত্র ১০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ডুমরণের রাজা এবং তাঁহার পুত্র কুমার রাধা প্রসাদ সিংহ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে বিলক্ষণ মুক্তহস্ত হইয়াছেন। উহারা বক্সার উপবিভাগীয় রিলিফ ফণ্ডে ৩৫০০ টাকা দিয়াছেন, রিলিফ কার্য্যে ৯ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন এবং ভৃত্য ও প্রজাদিগের জন্য ১২ হাজার টাকার শস্য ক্রয় করিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

২৮ এ মার্চ্চ বঙ্গদেশের শস্যাদির মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, উক্ত সপ্তাহে বর্দ্ধমান বাকুড়া যশোহর মুরসিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী, বগুড়া পাবনা ঢাকা ত্রিপুরা ত্রিহুত চম্পারণ এবং হাজারিবাগে সাধারণ চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মধ্যে মালদহ যশোহর ও পাবনায় মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। যশোহরে ১৫ সের মালদহে ৯ সের এবং পাবনায় ১২ সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা রঙ্গপুর দারজিলিঙ্গ চট্টগ্রাম সাহাবাদ এবং কটকে মূল্য কমিয়াছে। কটকে ৩০ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। অবশিষ্ট ১৭ টী বিভাগে পূর্ব্বের সমান রহিয়াছে।

২৮ এ মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহের বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, চব্বিশ পরগণায় লোকের কষ্ট ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আড়াই হাজার লোক রিলিফ কার্য্যে খাটিতেছে এবং ৪ হাজার লোককে (অধিকাংশই ভিক্ষুক) ভূমে আহার দেওয়া হইতেছে। খুলনা জিলার অন্তর্গত বেনাপোল হইয়াছে। ত্রিহুত

...ছে। ...লোকের বিলক্ষণ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে ...ব্যবসায়ীরা চাউল বিক্রয় করিতেছে না, যে সকল পল্লীতে নদীর জল ব্যতীত অন্য জলের অন্য সুবিধা নাই তথায় লোকের ...। লোকে আধপেটা খাইয়া প্রচুর পরিমাণে রোগে আক্রান্ত হইতেছে। অনেক স্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

রেঙ্গুন গেজেটে লিখিত হইয়াছে ব্রহ্মদেশে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং বোধ হয় শীঘ্র এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে ১০। ১৫ বৎসরের মধ্যে তত বৃদ্ধি হয় নাই। এই আশঙ্কা হইতেছে, পাছে চাষকেরা অধিক লাভের আশায় সমুদায় সঞ্চিত শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। কিন্তু স্থানে স্থানে শস্য এরূপ নিঃশেষ হইয়াছে যে তাহাদের নিজের খাদ্যোপযোগী চাউলও নাই। মূল্যমাত্রে এক্ষণে বিলক্ষণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখনও অনেক জাহাজ চাউল লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এমন অবস্থায় চাউল রপ্তানি বন্ধ করা উচিত, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য। যে ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাও এখানে স্থানে স্থানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য মধ্য প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহার্থ সেদিন নাগপুরে এক সভা হইয়া গিয়াছে।

মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ব্যাণ্ডা গোরক্ষপুর বস্তি গাজিপুর এবং ফতিরপুরে ১৯১৭৫০ লোকে রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। উক্ত সপ্তাহে এনিমিত্ত ১০ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

...জিলার পশ্চিম রাইগঞ্জে লোকের অত্যন্ত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বলী ভদ্র অপর গ্রামবাসিগণ হিন্দুদের মধ্যে একবার ...ক করিয়া ... সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ...য়োগ করাই এক আধ চাউল মাত্র। ...লোকে ভিক্ষায় খাইতেছে, ...ই পাইতেছে। গবর্ণ ...আরম্ভ করিয়াছিলেন।

...করিতেছে। এ বিষয়টী ... মানা মজুরী পাইতেছে তাহাতে ... সেরা চাউল ক্রয়, তাহার স্ত্রী পুত্রের উদর ... আছে। যে সকল লোকের বাটীতে ... লোকের রূপ পরিশ্রমে অসমর্থ হওয়া ... বিশেষ কষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট যে ১৬ সের করিয়া চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্র চাউল ফুরাইয়া যাইবে, অমনি ব্যবসায়ীরা গোপনে অপর লোক দ্বারা অল্পে অল্পে ঐ সকল চাউল সস্তাদরে ক্রয় করিয়া লইবে পর অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবে।

বাজারে চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশঙ্কাও কমিতেছে। এক্ষণে বাণিজ্যিক শস্যের অবস্থা যেরূপ, তাহে কোন ব্যাঘাত না হয়, অথবা লোকের কোন কষ্ট হইবে না।

দারজিলিঙে সাধারণ চাউলের মূল্য কমিয়াছে। যে চাউল টাকায় ৬ সের বিক্রীত হইতেছিল এক্ষণে তাহা ৮ সের বিক্রয় হইতেছে।

পঞ্জাবের ক্যামিন রিলিফ ফণ্ডে এযাবৎ ১১ হাজার টাকা জমিয়াছে।

বঙ্গদেশের জন্য এক্ষণে সুবিধামত সাত হাজার টন শস্য আসিয়া রহিয়াছে।

বেরারেও অর্দ্ধ কোটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে টাইমস পত্রের সংবাদদাতার কার্য্য করিতেছেন। তিনি সাহেব অতীষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়াছেন।

গোরক্ষপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ৬৮ হাজার লোক খাটিতেছে। ঐ সকল লোকের জন্য শস্য আমদানী

উচিত কি না এখন এই প্রশ্ন হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বলেন, স্থানীয় লোকের দ্বারা এবং গবর্ণমেণ্টের অগ্রিম টাকা দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, শস্য আমদানী করার প্রয়োজন নাই।

সম্প্রতি যে শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা মজঃফরপুরের উত্তরাংশে অনেক ...

...হইয়াছে। নিজ গোরক্ষপুরে যে ... খোলা হইয়াছে। তাহাতে প্রতিদিন দুইবার লোককে খাইতে দেওয়া হইতেছে।"

...ও অন্ন ভিক্ষার ... সংবাদদাতা

...। মুরভাঙ্গার রাজা ... বিষয়ে অনেক মন্তব্য করিতেছেন। বার্ষিক ১৯ লক্ষ টাকা আয়ের মধ্যে এই কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষে দিয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু বলেন, দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার পরেও তাঁহার ঋণ ... টাকার কিছু বাকি থাকিবে।

...একটী কথা ... হইতে কেহ ... সপ্তাহ পূর্ব্বে দেওয়ারা ... রাস্তায় আন্দাজ ১২ হাজার লোক খাটিয়াছে, ... হইতে অনিবার্য্য পরিমাণ দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু লোকের কষ্ট নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। আপাততঃ কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু যাহারা মরিতেছে অন্যান্যের মধ্যে অনেকে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কর্ম্মচারীরা পীড়াধিক্যই ঐ মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। রিলিফ ওয়ার্কে প্রায় ২ দুই লক্ষ লোক খাটিতেছে, চাউল এক্ষণে টাকায় ১০ দশ সের বিক্রীত হইতেছে।

...জিলার মজঃফরপুরের চতুর্দ্দিকে লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় নাই। ... ব্যক্তি স্বয়ং ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন, সেখানে প্রায় সর্ব্ব স্থানেই রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। সম্প্রতি দেশীয় লোক সকল এবং প্রাক্টিসনার ... কার্য্য করিতেছেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ স্থানের রিলিফ কার্য্য কেবল রাস্তা নির্ম্মাণে ... খুচরা কার্য্যে আবদ্ধ নাই। অন্ধ্য একটা বয়স্ক পাটি ও খোল করিয়া কার্য্য প্রদান করিতেছেন। ... সকল লোককে ... করিয়া ... সমস্ত স্থানের ... হইতেছে।

-:০:-

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ্চ। ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে সাহা- কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ। কুচবিহারের প্রতিনিধি কমি ডবলিউ জে, এচ হাসেল উক্ত বিভাগের শনর হইলেন।

ডবলিউ ম্যাকফার্সন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্টিক্ট সিয়ন জজ হইবেন

এচ, এফ, জে কীন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ কেব্‌র দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট লক্টর হইবেন।

এচ, বেব বজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট লক্টর হইবেন।

টি, এফ বেগনোলড তৃতীয় শ্রেণীর মাজি- ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ রক্টেসনের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর জেনরল করবেন।

এফ ওয়াইব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজি- ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, মোপল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজি ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

হুইয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, ন ব্রিজেতে বদলী হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে কেলি হুচিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

৩১ এ মার্চ্চ। ডবলিউ এচ হেণ্ডারসন কিছু নর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে গয়ার প্রতিনিধি ষ্ট্রেট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এ, এচ,হ্যাগার্ড বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গব- র অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন টস অব দি পিস হইলেন।

টি. বি লেন্স কিছুদিনের জন্য কলিকাতার মের প্রতিনিধি কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ মার্চ্চ। এস এস, হস সি, এস বঙ্গ- শের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন, া হইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ। বাবু মিত্তালাল দে হাবড়ার শেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন চৌধুরী চাকদা বশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ মৌলবী দিলাবুদ্দীন মহম্মদ ২৪ পর গণার দেহীপু [illegible] জিষ্টার হই লেন।

মৌলবী মহম্মদ [illegible] হমন যাবনার সাহাজাদপুরের সব রেজিষ্টার হইলেন।

২৫ এ মার্চ্চ। নিম্ন লিখিত [illegible] ক্তিগণ মালদ হের ডিষ্টিক্ট স্কুল কমিটী [illegible] হইলেন—

জে, শেলডন, এস [illegible] ক্ত নয়ন বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত, ইনস্পেক্টর [illegible] ষ্ট মাষ্টার বাবু অক্ষয় কুমার বসু, [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল মুন্সেফ।

২৬ এ মার্চ্চ। জি, কে ওয়েষ্টার্ন লোহা ডগার ডিষ্টিক্ট স্কুল কমিটী: একজন সভ্য হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র গুপ্ত সাহরণে রহিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কৃষ্ণদ স সেন বেতিয়া উপবিভাগের এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহেন্দ্র লাল বসু মজিহাবীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দেবেন্দ্র নাথ রায় কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টিং মেডিকাল আফসর হইলেন।

সার্জ্জন ডবলিউ ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানের প্রতি নিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং সিবিল কোর্ট আমীন মৌলবী আজাহর উদ্দীন পাব- নার ডিষ্টিক্ট বোর্ড কমিটীর সভ্য হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৩০ এ মার্চ্চ অদ্য রাত্রিতে কমন্স ও লার্ডস এই উভয় বাটীতেই সার গার্ণেট উল সিলিকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইবে। আশান্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসান্তে রাজ্ঞী তাহাকে বারণেটের পদ প্রদান করিয়াছেন এবং একটী সম্মান সূচক উপাধি ও পেন্সন দিয়াছেন।

শান্তির সময় ৪০১০০০ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা সেনাদল সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির যে অংশে আছে সেই অংশটী [illegible] রাখিলে বিপক্ষ দল ত্যাগ করিবেন বলিয়া [illegible] লেন

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ [illegible] চাবান কমণ্ডানষ্ট নেউক [illegible] পলায়ন করিয়া নিউ সাউথ ওয়েল্সের কাষ্টলে উপনীত হইয়াছে

আমাদিগের ময়মনসিংহস্থ সং দাতা লিখিয়াছেন:—

আমরা কিশোরগঞ্জস্থ ডেপুটি মাজি টের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতেছি। অবিলম্বে স্থানান্তরিত হন, সকলেরই ডেপুটী বাবুর এখন হইতে সাবধান কর্ত্তব্য।

আজিকালি ময়মনসিংহ সহরে খেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ম মহাত্মা ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে কটি সম্ভ্রান্ত লোককে প্রকাশ্য এই পথের পথিক হইতে দেখিয়া অ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পুলি ভাব দেখিয়া বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ইহাতে অনুমোদন আছে। আইনে জুয়াখেলার দণ্ড নাই?

এই মহাদুর্ভিক্ষ সময়ে প্রায় স স্থানের জমীদারগণই প্রজাদিগের নি হইতে কর আদায় রহিত করিয়াছে করিতেছেন, কিন্তু অত্র স্থানীয় ভূম কারী মহাশয়েরা এত দূর নির্দ্দয় যে উ নিয়মিত কর আদায় করিয়াও হন না। প্রজাদিগের নিকট হইতে মানা ও সেলামি আদায় করিয়া প্র গকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ক থাকেন।

কোন এক অপর দেশীয় লোক যৎকি অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে যাবজ্জী তীর্থে বাস করিবার জন্য কাশীধাম য বলিয়া মুক্তাগাছা নামক পল্লীতে উ হয়। এই স্থানে উহারা ক্ষুধা ও অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজপথের অন বর্ত্তী কোন জলাশয়ের তীরে [illegible] রাদি কার্য্য সম্পন্ন ক [illegible] ক্রোড়ে মুখে বির [illegible]

ভীষণ মুরতি ধরি, দেখা দিল খাঁসি।

হোগ ভয়ে নিরুপায় যত জনগণ।
ব্যাকুল করে অন্তরে কাঁদিতেছে উচ্চৈঃস্বরে
হৃৎলতের অশ্রুমুখে ফিরায়ে বদন।

রাখ রাখ ওগো রাখ আরক্ত জননী!
অকালেতে আঁধারিও ঘরে তব পুত্রগণে।
বিপদে সহায় হয়ে রাখ গো আপনি।
ওই শ্রেষ্ঠ তাঁরে ছাড়ি ত্রিত্র সকলে
যায় পুত্র সঙ্গে লয়ে, কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে
নদীর তীরেতে সবে ভূতল অবলে।

নিরখিলে তাহাদের মলিন বরণ,
বিদরে পাষাণ হিয়া, নির্দয়ের ধরু মন
শুনিলে ক্রন্দিত ধ্বনি কাতর ক্রন্দন।

পঞ্চম বৎসর প্রায় হইল বিগত,
এ পামরী নিশাচরী, সঙ্গে যমামায় করি,
প্রাণে ব'ধিয়াছে কত শত শত।

এবার এসেছে পুনঃ গ্রাসিতে সকলে
ক্রমে এক এক করে, দিতেছে ফেলি উদরে
মাইবে ফিরিয়া ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হলে।

আর কতদিন রবে, হইবে উপায়। (অন?
রোগী আতুরের শীর্ণ, ক্ষেমেতে কি প্রয়ো
[illegible] ফিরে যদি চলে যায়।

সংবাদ পত্র মাত্রেই সকল বিভাগের দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট লোক সমুদায়ের অবস্থা, তৎসমুদায় স্থানের শস্যের মূল্য ও গবর্ণমেণ্ট সেই সব স্থানের লোক সমুদায়ের ক্লেশ নিবারণ জন্য কি কি উপায় করিতেছেন এই সমুদায় বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই হাজারিবাগ বিভাগের প্রতি কি গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কাহারও এপর্য্যন্ত [illegible] নাই। ইহা যে তাঁহাদিগের অবজ্ঞা বশতঃ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। যেহেতু এখানকার কর্তৃপক্ষ [illegible] দুর্ভিক্ষ নিবারণের অবস্থা ভাল, শস্য উত্তম উৎপন্ন হইয়াছে, এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন আশঙ্কা নাই, এইরূপ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে বরাবর লিখিয়া আসিতেছেন। এমন স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত [illegible]

ডিষ্ট্রিক্টের মধ্য বিভাগ সমুদায়ের যে [illegible] সকল দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আমরা অনেক দিবস হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে মফস্বলে অনেক অনেক লোক [illegible] দিবসেও আহার পাইতেছে না, অনেকে কেবল [illegible] খাইয়া মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এই সংবাদ কত দূর সত্য তাহা বিশেষ জানি [illegible] উপায় না থাকা প্রযুক্ত, আর এখানকার কর্তৃপক্ষেরা নিশ্চিন্ত আছেন দেখিয়াছিলাম যে উহা জনরব মাত্র। কিন্তু [illegible] অদ্য আট দিবস হইল এই জিলার অন্তর্গত [illegible] হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ থানার [illegible] প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তাহার অনেক লোক [illegible] মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই সংবাদ এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় নাই। শুনিলাম যে গত কল্য ঐ সংবাদ ছোট নাগপুরের কমিশনরের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি ঐ সংবাদ পাইয়া [illegible] মেকে লিখিলে পর [illegible] জানিতে পারিবেন ও প্রতীকারের উপায় করিবেন কিন্তু এই সময় মধ্যে যে কত লোক কালগ্রাসে পতিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক সংবাদ আসিয়াছে, এক্ষণে কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সংবাদের পর হইতে স্বয়ং মফস্বলে বেড়াইতেছেন ও প্রকৃত অবস্থা জানিয়া কলিকাতায় এক লক্ষ টাকার চাউল জন্য টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। [illegible] এখানেও চাউল খরিদ জন্য অনেক লোক টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা [illegible] স্থান ও হয়ার [illegible] স্থান হইতে চাউল খরিদ করিয়া সত্বর করাতে বিলম্ব [illegible] রীত হইয়াছে। চাউলের [illegible] প্রেরণ করিতেছেন। [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে [illegible] কত দূর কষ্ট [illegible] বাহুল্য। এদেশে [illegible] কতিন পরিশ্রম করিয়া [illegible]

পৌরিত পত্র।
[illegible] প্রকাশ সম্পাদক
[illegible] নমীপেষু।

সংস্কার নাটকের অভিনয় হয়। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরাই তাহার অভিনেতা ছিলেন। অভিনয়ের এমন একটা চমৎকার ফল দেখা গিয়াছিল যে (যদিও আমি নিজে ভাল সংস্কৃত জানি না, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি) অদ্যাপি কোনও অভিনয় সে প্রকার উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হয় নাই। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের যেমন উদ্যম এবং প্রথম উদ্যমেই তাহারা যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে [illegible] ছাত্রদিগের চিত্ত সাধারণের চিত্ত অপেক্ষা উন্নত না হইলে অভিনয় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? শুনিয়াছি শিক্ষক মহাশয়েরা অনেকে এবিষয়ে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার নিজের এইরূপ, সেই সংস্কৃত কালেজ [illegible] অদ্যাপিকগণও অদ্যাপি সে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অথচ কালেজের বর্ত্তমান ছাত্রগণ সে পূর্ব্বতন ছাত্রগণ অপেক্ষা কোনু অংশে ন্যূন নহেন ইহা কেহই (যাঁহারা কালেজের বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন) অস্বীকার করিবেন না। পথও পরিষ্কৃত হইয়াছে, তবে তাঁহারা অগ্রসর না হন কেন। আমরা অপথ কহিয়া বলিতে পারি তাঁহারা প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। যেমি সংস্কারের পর হইতে যদি প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার করিয়া সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইত তাহা হইলে এত দিন সংস্কৃত ভাষা উন্নতি সোপানে পদার্পণ করিতে পারিতেন। সাধারণের মনে ও জ্ঞানের অনুরাগ জন্মিত আর যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া [illegible] পারিতেন, কেহ কেহ যে [illegible] গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করিতেন এবং সকলে

গৃহে বসিয়াই সময়ক্ষেপ করিতেন। এখন সম্প্রদায় [illegible] সম্পন্ন করিতে [illegible] সম্প্রদায়ী [illegible] সংস্কৃত [illegible] অন্য বিষয়ের উত্তেজনা প্রদান করিবে এই প্রকারে সাধারণেরও উক্ত ভাষায় অনুরাগ [illegible] সম্প্রদায়ের বিনামূল্যে টিকিটের [illegible] বিভাগ থাকে [illegible] বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত [illegible] যেরূপ বুৎপন্ন [illegible] এরূপ হওয়া [illegible] প্রচলিত থাকিলে [illegible] আসিলে যখন আর [illegible] প্রয়োজন হইবে না। তখন [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন এরূপ [illegible] [illegible] অভিপ্রায় কি? তখন [illegible] কার্য্য কোথায়! প্রায় [illegible] হইয়া এক দিন এক সম্প্রদায়ের উদ্যোগ [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়া, কৌতুহল [illegible] [illegible] পদে পদে অভাব হইল. যেমি [illegible] ও কয়েকজন [illegible] [illegible] [illegible] সংস্কৃত অনুরাগী [illegible] [illegible] [illegible]

...ম. কাজে আর কোন কোন অধ্যাপ-
... কাজ করিবেন, এই সকল
... কাজ একটু বন্ধ হইবে। ছাত্র-
... পাঠের মত উৎসাহের সহিত কে-
... সংবাদ পাঠ ... আপনি দেখিবেন
... ছিদ্রের নামে অভিনয় করিবে
... হইল।" কাজ
... ছাত্রদের সাহায্যেই
... সম্পাদক যে ক্রমে পটু হইয়া
... তিনি ... সংশোধন করিয়া
... গতি অতি বেগবতী,
... মাস অতিবাহিত হইল,
... ফেব্রুয়ারি পড়িল,
... দিলাম। আবার নূতন
... ভাবিতেছি কাজে... ছাত্রদের
... হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত কার্য্যে
... হইয়াছেন, ভাল, কি। আমাদিগকে
... মত ছাপার ... হইতে হইবে না
... যেরূপ উৎসাহ যত্নে ও অধ্য
... কার্য্যারম্ভ করেন ১০ দিন
... ছাত্রদের একাগ্রতা থাকে না।
... ছাত্রদিগকে যেন এ বিষয়ে
... থাকেন। শিক্ষক মহাশয়
... নিকট নিবেদন, যেন তাঁহারা
... বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।
... অধ্যবসায় যেন কিছুতেই বিচ
... হয়; সকলে উন্নতির আশা করি
... এবৎসরের ছাত্রবৃত্তি ... ছাত্রের
... পথে অগ্রসরমান হইল ছে, হিন্দুস্কুলের
... সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ভরসা করি
... এবিষয়ে ভবিষ্যতে হিন্দুস্কুল
... করিবেন না।

...	...
...	...

নদীয়া নদী।

বাণিজ্যের নদী।

... সর্ব্বসম্মত ক্রমে

...	...

... ভাতারপাড়া হইতে		
... হাট বোয়ালিয়া		
... হাট ... লিয়া হইতে		
... নং ১ ঘাট		
... নং ১ ঘাট হইতে		
... গোলবাড়ি	...	৪
... গোলবাড়ি		
...	...	১
...		
...	...	১
... ১৮৭৪ সালের ৫ মার্চ		
... আমাদহী		
... নিম্নে নীচে ...		
...	...	১
...		
...	...	১
...		
...	...	১